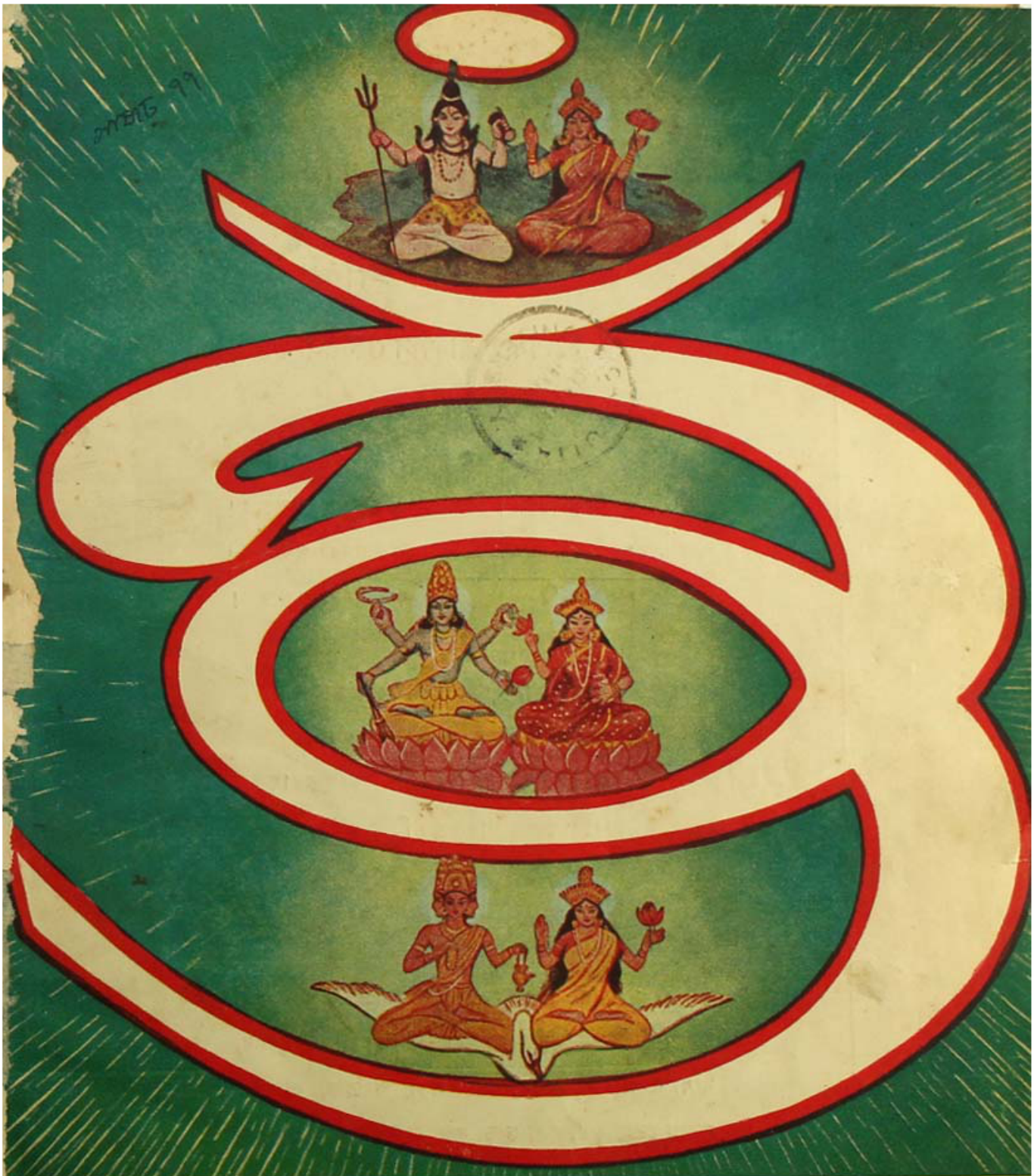

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারমঠ
৩।২।৬৬

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সেই সত্যধর্মসংস্থাপনের জন্য প্রতি যুগে অবতীর্ণ হই। চতুষ্পাদধর্মের 'তপঃ-শৌচ-দয়া-সত্য' চারিটি পাদ, তার মধ্যে সত্য একটি পাদ, এই সত্য পরব্রহ্ম, সত্যই জনার্দ্দন, সত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সত্য ছাড়া ধর্ম্ম নাই। সত্যেই পুণ্য থাকে, যথার্থ কথনের নাম সত্য। ধর্ম্মেই সুখ, ধর্ম্মসমৃদ্ধির কারণ সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যই জ্ঞানময়, সত্যেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-

[নবমবর্ষ, আষাঢ় মাস, ১৩৭৭]

[প্রথম সংখ্যা— রথযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকমণ্ডল

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্রণ-কর্ম্মনির্দ্দেশক :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
তরতপুর-মুঙ্গ
সৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা	৩·০০	টাকা
২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২·৫০	,,

সংহিতা—দক্ষ, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অঙ্গিরস, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০·০০	টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯·০০	,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত	৪২·০০	,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

সূচীপত্র

মহাভারত

বিরাটপর্ব

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
	(পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্ব)		
১।	বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষী পাণ্ডবগণের নির্জ্জনে গুপ্ত-মন্ত্রণা এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক স্বকীয় ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের আভাসদান।		২৩১২
২।	ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরাটনগরে নিজ নিজ করণীয় কার্য্যের উল্লেখ।		২৩১৫
৩।	নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বর্ণনা।		২৩১৮
৪।	পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যের রাজকুলে বসতি সম্বন্ধে উপদেশ দান এবং পাণ্ডবগণের তথা হইতে প্রস্থান।	—	২৩২১
৫।	বিরাটনগরের নিকটে যাইয়া পাণ্ডবদের শমীবৃক্ষে অস্ত্রস্থাপন।		২৩২৭
৬।	যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব ও দেবী দুর্গার বরদান।		২৩৩০
৭।	যুধিষ্ঠিরের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ।	—	২৩৩৪
৮।	ভীমের রাজসভায় প্রবেশ ও বিরাটরাজার ভীমকে আশ্বাস দান।		২৩৩৯
৯।	দ্রৌপদীর সৈরন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে গমন, সুদেষ্ণার সহিত আলাপ ও তথায় অবস্থান।		২৩৪১
১০।	বিরাটরাজার সহিত সহদেবের সালাপ ও গোরক্ষণের জন্য তাঁহার নিযুক্তি		২৩৪৫
১১।	বিরাটরাজার সভায় অর্জ্জুনের প্রবেশ, রাজার সহিত আলাপ ও কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষাদানে নিয়োগ লাভ।		২৩৪৮
১২।	বিরাটরাজার অশ্বপর্য্যবেক্ষণ ও অশ্বশিক্ষায় নকুলের নিয়োগ।	—	২৩৫১
	(সময়পালন পর্ব্ব)		
১৩।	ভীমসেনের জীমূতনামক মল্ল বধ।	—	২৩৫৩
	(কীচকবধ পর্ব্ব)		
১৪।	দ্রৌপদীকে দেখিয়া কীচকের আসক্তি, দ্রৌপদীর নিকট প্রণয়-প্রার্থনা ও দ্রৌপদী কর্ত্তৃক তাঁহাকে ভর্ৎসনা।	—	২৩৫৮
১৫।	সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ।	—	২৩৬৪
১৬।	কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীর অপমান।		২৩৬৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭।	ভীমের নিকট দ্রৌপদীর গমন।	২৬৮৪
১৮।	ভীমের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখসমূহ বর্ণনা।	২৬৮৬
১৯।	পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিতা দ্রৌপদীর ভীমের সম্মুখে বিলাপ।	২৬৯১
২০।	ভীমের নিকট দ্রৌপদীর স্বীয় দুঃখ নিবেদন।	২৬৯৬
২১।	ভীম ও দ্রৌপদীর সংলাপ।	২৬৯৯
২২।	ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ।	২৭০৪
২৩	কীচক-ভ্রাতৃবর্গের সৈরন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশানভূমিতে আনয়ন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া ভীমের সৈরন্ধ্রীকে মোচন।	২৭১৪
২৪।	শ্মশান হইতে রাজবাটী ও ফিরিয়া দ্রৌপদীর বৃহন্নলা ও সুদেষ্ণার সহিত বার্ত্তালাপ।	২৭১৭

(গোহরণ পর্ব্ব)

২৫।	দুর্য্যোধনের নিকট আগত গুপ্তচর দূতগণের পাণ্ডবদিগের সংবাদ জানিবার প্রয়াসের ব্যর্থতাকথন এবং কীচকের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।	২৭২১
২৬।	পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সহচরগণের সহিত দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং কর্ণ ও দুঃশাসনের এ বিষয়ে সম্মতি।	২৭২৪
২৭।	দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি।	২৭২৬
২৮।	ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ববর্ণনা ও অনুসন্ধানে সম্মতি সূচনা।	২৭২৭
২৯।	কৃপাচার্য্যের উক্তি এবং দুর্য্যোধনের কর্ত্তব্যনিশ্চয়।	২৭৩১
৩০।	সুশর্ম্মার প্রস্তাব অনুসারে ত্রিগর্ত্তবাসী ও কৌরবগণের মৎস্যদেশ আক্রমণ।	২৭৩৪
৩১।	চারি পাণ্ডবের সহিত রাজা বিরাটের যুদ্ধযাত্রা।	২৭৩৭
৩২।	মৎস্য ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ।	২৭৪২
৩৩।	পাণ্ডবগণের চেষ্টায় সুশর্ম্মার হাত হইতে বিরাটের মুক্তিলাভ, ভীমের হস্তে সুশর্ম্মার নিগ্রহ ও যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তি।	২৭৪৫
৩৪।	বিরাট কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিরাটরাজার অভিনন্দন ও রাজ্যমধ্যে রাজার জয় ঘোষণা।	২৭৫১
৩৫।	কৌরবগণ কর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিরাটরাজার গোধন-হরণ এবং গোপাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক রাজকুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহদান।	২৭৫৪
৩৬।	রাজপুত্র উত্তর সারথি সন্ধান করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সারথ্যের জন্য বৃহন্নলার নামনির্দ্দেশ।	২৭৫৬
৩৭।	বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধযাত্রা।	২৭৫৯
৩৮।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ভীত উত্তরকে আশ্বাসদান ও রথোপরি উত্তোলন।	২৭৬০
৩৯।	দ্রোণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অলৌকিক পরাক্রমের প্রশংসা।	২৭৬৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪০।	শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রগুলি বাহির করিতে উত্তরের প্রতি অর্জুনের আদেশ।	২৭৭১
৪১।	অর্জুনের আদেশে উত্তরের শমীবৃক্ষ হইতে পাণ্ডবগণের অস্ত্র অবতারণ	২৭৭২
৪২।	উত্তরকর্তৃক অর্জুনের নিকট পাণ্ডব ও অস্ত্র-বিষয়ক প্রশ্ন।	২৭৭৩
৪৩।	বৃহন্নলাকর্তৃক পাণ্ডবদের অস্ত্রের পরিচয় দান।	২৭৭৫
৪৪।	অর্জুনকর্তৃক উত্তরের নিকট নিজের ও আত্মবর্গের পরিচয় দান।	২৭৭৭
৪৫।	অর্জুনের যুদ্ধোদ্যোগ, অস্ত্রশস্ত্র স্মরণ, তাহাদের সহিত বার্তালাপ ও উত্তরের ভয় নিবারণ।	২৭৮০
৪৬।	উত্তরের রথে অর্জুনের ধ্বজের আগমন, অর্জুনের শঙ্খধ্বনি, দ্রোণ কর্তৃক দুর্লক্ষণসমূহ বর্ণনা।	২৭৮৫
৪৭।	দুর্যোধনের যুদ্ধসংকল্প ও কর্ণের উক্তি।	২৭৮৮
৪৮।	কর্ণের আত্মশ্লাঘা।	২৭৯২
৪৯।	কৃপাচার্য্যের কর্ণকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক নিজমত প্রকাশ।	২৭৯৪
৫০।	অশ্বত্থামার আস্ফালন।	২৭৯৭
৫১।	সৈন্যগণের মধ্যে একতা ও আত্মরক্ষার ভীষ্মের প্রযত্ন, দ্রোণকর্তৃক দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার প্রয়াস।	২৮০০
৫২।	ভীষ্মের সম্মতি।	২৮০২
৫৩।	দুর্যোধনের সেনার উপর আক্রমণ করিয়া অর্জুনকর্তৃক বিরাটের গোধন প্রত্যানয়ন।	২৮০৫
৫৪।	কর্ণ প্রভৃতির উপর অর্জুনের আক্রমণ, বিকর্ণের পরাজয়, শত্রুসন্তাপ এবং সংশপ্তকদের বধ ও কর্ণের পরাজয়।	২৮০৮
৫৫।	অর্জুনের কৌরবসেনা সংহার, উত্তরকর্তৃক কৃপাচার্য্যের সম্মুখে রথ আনয়ন	২৮১৩
৫৬।	কৃপাচার্য্য ও অর্জুনের যুদ্ধ দর্শনার্থে বিমানারূঢ় হইয়া দেবতাদের আগমন।	২৮১৯
৫৭।	কৃপ ও অর্জুনের যুদ্ধ, কৌরবসৈন্য কর্তৃক কৃপকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারণ।	২৮২১
৫৮।	অর্জুনের দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ এবং আচার্য্যের পলায়ন।	২৮২৫
৫৯।	অশ্বত্থামার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।	২৮৩১
৬০।	কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ, কর্ণের পরাজয়।	২৮৩৪
৬১।	অর্জুন কর্তৃক উত্তরকে আশ্বাস দান ও দুঃশাসনের পরাজয়।	২৮৩৭
৬২।	মহারথী বীরবৃন্দের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।	২৮৪২
৬৩।	অর্জুনের প্রতি মহারথগণের যুগপৎ আক্রমণ ও অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহাদের পলায়ন।	২৮৪৪
৬৪।	ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধ এবং সারথি কর্তৃক মূর্চ্ছিত ভীষ্মের রণক্ষেত্র হইতে অপসারণ।	২৮৪৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৫।	অর্জুনের সহিত দুর্যোধনের যুদ্ধ ও বিকর্ণ প্রভৃতির সহিত পলায়ন।	২৮৫০
৬৬।	অর্জুন কর্তৃক কৌরবদলের পরাজয় এবং স্বদেশে প্রস্থান।	২৮৫৩
৬৭।	বিজয়প্রাপ্ত অর্জুনের উত্তরের সহিত রাজধানীতে গমন।	২৮৫৮
৬৮।	বিরাটরাজার চিন্তা, উত্তরের নগরে প্রবেশ, প্রজাগণ কর্তৃক তাহার অভ্যর্থনা, বিরাট কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার এবং ক্ষমা প্রার্থনা এবং উত্তরের নিকট যুদ্ধ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।	২৮৬১
৬৯।	বিরাট ও উত্তরের বিজয়বিষয়ক আলাপ।	২৮৬৯

(বৈবাহিকপর্ব্ব)

৭০।	অর্জুন কর্তৃক বিরাটের নিকট যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দান।	২৮৭১
৭১।	অন্যান্য পাণ্ডবগণের সহিত বিরাটের পরিচয়, বিরাট কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যসমর্পণ এবং উত্তরার বিবাহপ্রস্তাব।	২৮৭৪
৭২।	অর্জুন কর্তৃক পুত্রবধূরূপে উত্তরাকে গ্রহণ, অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ।	২৮৭৮
	বিরাটপর্ব্বশ্রবণমহিমা।	২৮৮৩

মহাভারত

—সূচীপত্র—

উদ্যোগপর্ব।

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সেনোদ্যোগপর্ব	
১।	রাজা বিরাটের সভায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ।	২৮৮৬
২।	বলরামের ভাষণ।	২৮৯১
৩।	সাত্যকির বীরোচিত ভাষণদান।	২৮৯৩
৪।	সাত্যকির ভাষণে মহারাজ দ্রুপদের সম্মতি।	২৮৯৬
৫।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, বিরাট ও দ্রুপদ-রাজার প্রেরিত সংবাদে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করত যুদ্ধ করিবার জন্য রাজাদিগের আগমন।	২৮৯৯
৬।	দ্রুপদ কর্তৃক নিজ পুরোহিতকে দৌত্যকর্মে করিবার জন্য অক্ষয়হিদান এবং পুরোহিতের হস্তিনাপুরে প্রস্থান।	২৯০১
৭।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়কেই সাহায্য প্রদান।	২৯০৩
৮।	দুর্যোধনের সমাদরে প্রসন্ন হইয়া শল্য কর্তৃক দুর্যোধনকে বরদান এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসদান।	২৯০৭
৯।	ইন্দ্রকর্তৃক ত্রিশিরা বধ, বৃত্রাসুরের উৎপত্তি, তাহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং দেবগণের পরাজয়।	২৯১৪
১০।	ইন্দ্রের সহিত দেবতাগণের শ্রীবিষ্ণুর পরমগ্রহণ এবং শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে বৃত্রাসুরের সহিত সন্ধিস্থাপন করত অবসরক্রমে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ ও ব্রহ্মহত্যার ভয়ে জলমধ্যে আত্মগোপন।	২৯২১
১১।	দেবতা ও ঋষিগণের অনুরোধে রাজা নহুষের ইন্দ্রপদে অভিষেক, কামভোগে আসক্তি এবং চিন্তান্বিতা ইন্দ্রাণীকে বৃহস্পতির আশ্বাসদান।	২৯২৭
১২।	দেবতা-নহুষ সংবাদ, বৃহস্পতি কর্তৃক ইন্দ্রাণীর রক্ষা এবং কিছুকাল সময় প্রার্থনা করিবার জন্য নহুষের নিকট ইন্দ্রাণীর গমন।	২৯২৯
১৩।	নহুষ কর্তৃক ইন্দ্রাণীকে কিছুকাল সময়দান, ব্রহ্মহত্যা হইতে ইন্দ্রের মুক্তি এবং শচীদেবী দ্বারা রাত্রি-দেবীর উপাসনা।	২৯৩৩
১৪।	উপশ্রুতিদেবীর সহায়তায় ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রের দর্শন-লাভ।	২৯৩৬
১৫।	ইন্দ্রের আজ্ঞায় ইন্দ্রাণীর অনুরোধে নহুষকর্তৃক ঋষি-গণকে যানরূপে স্থাপন এবং বৃহস্পতি ও অগ্নির আলাপ।	২৯৩৮
১৬।	বৃহস্পতি কর্তৃক অগ্নি ও ইন্দ্রের স্তবন এবং বৃহস্পতি, অগ্নি ও লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রের আলাপ।	২৯৪২
১৭।	অগস্ত্যকর্তৃক ইন্দ্রের নিকট নহুষের পতন-বৃত্তান্ত বর্ণন।	২৯৪৭
১৮।	স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিজ রাজ্যশাসন, শল্যকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসপ্রদান এবং তাঁহার নিকট হইতে দুর্যোধনের সমীপে শল্যের গমন	২৯৫০
১৯।	যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের সহায়তার জন্য সমাগত সৈন্যগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৯৫৩
	সঞ্জয় যানপর্ব	
২০।	কৌরবসভায় দ্রুপদের পুরোহিতের ভাষণ।	২৯৫৬
২১।	ভীষ্মকর্তৃক দ্রুপদের পুরোহিতের বাক্য সমর্থন পূর্বক অর্জুনের প্রশংসা, ভীষ্মবাক্যের বিরোধ করিয়া কর্ণের আক্ষেপপূর্ণ বচন এবং ভীষ্মবাক্যের সমর্থন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক দূতত্বপদী পুরোহিতকে সম্মানিত করিয়া বিদায় দান।	২৯৫৯
২২।	ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক পাণ্ডবগণের প্রভাব ও প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া সঞ্জয়ের দ্বারা পাণ্ডবদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ।	২৯৬১
২৩।	যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া সঞ্জয়কর্তৃক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক সঞ্জয়ের নিকট কৌরবপক্ষের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাপূর্বক সাদরসম্ভাষণপূর্বক প্রশ্ন।	২৯৬৩
২৪।	যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন সংবাদ জানাইবার প্রতিজ্ঞাকরণ।	২৯৭৪
২৫।	যুধিষ্ঠিরের নিকট সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত সংবাদ কথন এবং শান্তির জন্য নিবেদন প্রার্থনা।	২৯৭৬
২৬।	ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যর্পণ করিলেই শান্তিলাভ হইবে ইহা সঞ্জয়ের নিকট যুধিষ্ঠিরের উক্তি।	২৯৭৯
২৭।	যুদ্ধের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া সঞ্জয়কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা।	২৯৮৪
২৮।	সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের উত্তরদান।	২৯৮৯
২৯।	সঞ্জয়ের বাক্যের উত্তরপ্রদান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ।	২৯৯২
৩০।	সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তন ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ।	৩০০২
৩১।	মুখ্য মুখ্য যুদ্ধকর্মীগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সংবাদ-প্রেরণ।	৩০১০
৩২।	কৌরবগণের নিকট অর্জুনের সংবাদপ্রেরণ, সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধসজ্জাজ্ঞাপন ও ধৃতরাষ্ট্রের কার্যের নিন্দা।	৩০১৩
	প্রজাগরপর্ব	
৩৩।	ধৃতরাষ্ট্র-বিদুর সংবাদ।	৩০২০
৩৪।	ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতিযুক্ত বাক্যকথন।	৩০৩৫
৩৫।	বিদুরকর্তৃক কেশিনীর জন্য সুধন্বার সহিত বিরোচনের বিবাদের কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মোপদেশ।	৩০৪৩
৩৬।	দস্যুদের ও সাধুগণের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া উচ্চকুলপ্রসূত মানুষের লক্ষণ বর্ণনপূর্বক বিদুর কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান।	৩০৫৩
৩৭।	ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের হিতোপদেশ।	৩০৬৬
৩৮।	বিদুরের নীতিযুক্ত উপদেশ।	৩০৭৪
৩৯।	ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতিযুক্ত বাক্যকথন।	৩০৮০
৪০।	ধর্মের মহত্ত্বের প্রতিপাদন এবং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সংক্ষেপে ধর্মের বর্ণন।	৩ ৯০
	সনৎসুজাতপর্ব	
৪১।	বিদুর কর্তৃক স্মৃত হইয়া সনৎসুজাতের আগমন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিবার জন্য বিদুরের প্রার্থনা।	৩০৯৪
৪২।	সনৎসুজাত কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান।	৩০৯৭
৪৩।	ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী মৌন, তপ, ত্যাগ, অপ্রমাদ ও দম প্রভৃতির লক্ষণবর্ণন এবং মদাদি দোষসমূহের নিরূপণ।	৩১০৪
৪৪।	ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মের নিরূপণ।	৩১১৫
৪৫।	গুণ ও দোষসমূহের লক্ষণবর্ণন এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিধান।	৩১১৯
৪৬।	পরমাত্মার স্বরূপবর্ণন এবং যোগিগণ কর্তৃক তাঁহার সাক্ষাৎকারের প্রতিপাদন।	৩১২১
	যানসন্ধিপর্ব	
৪৭।	পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঞ্জয়ের কৌরবসভায় আগমন।	৩১২৫
৪৮।	সঞ্জয় কর্তৃক কৌরবসভায় অর্জুনের দেওয়া সংবাদ কথন।	৩১২৭
৪৯।	ভীষ্ম কর্তৃক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্যোধনের নিকট প্রস্তাব, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের মহিমবর্ণন এবং কর্ণের নিন্দা, কর্ণের আত্ম-প্রশংসা, ভীষ্ম কর্তৃক পুনরায় কর্ণকে উপহাস এবং ভীষ্মবাক্যকে দ্রোণাচার্যের অনুমোদন।	৩১৩০
৫০।	সঞ্জয় কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রধান সহায়কগণের বর্ণনা।	৩১৪৪
৫১।	ভীমসেনের পরাক্রমে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।	৩১৪৮
৫২।	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অর্জুনের নিকট হইতে আগত ভয়ের কথা বর্ণনা।	৩১৫৩
৫৩।	কৌরবসভায় যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন।	৩১৫৫
৫৪।	সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের দোষ দেখাইয়া দুর্যোধনকে শাসন করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দান।	৩১৫৭
৫৫।	ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাসদান করত দুর্যোধন কর্তৃক নিজ উৎকর্ষ ও পাণ্ডবগণের অপকর্ষের বর্ণনা।	৩১৫৯
৫৬।	সঞ্জয় কর্তৃক অর্জুনের রথ ও অস্ত্রসমূহের এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অস্ত্রসমূহবর্ণনা।	৩১৬৪
৫৭।	সঞ্জয় কর্তৃক পাণ্ডবগণের যুদ্ধবিষয়ক প্রস্তুতির বর্ণন, ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, দুর্যোধন কর্তৃক নিজের প্রবলতার প্রতিপাদন, ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে অবিশ্বাস এবং সঞ্জয় দ্বারা দুইজনের শক্তি ও সংবাদ কথন।	৩১৬৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৮।	সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের বুঝাইবার চেষ্টা, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধনের সগর্ব উক্তি এবং অন্য যোদ্ধাগণকে ধৃতরাষ্ট্রের অবপ্রদর্শন।	৩১৭১
৫৯।	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয়ের শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনপ্রভৃতি সংবাদকথন।	৩১৭৪
৬০।	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবগণের শক্তির আধ্যাত্মিকরূপে নিরূপণ।	৩১৭৭
৬১।	দুর্যোধনের নিজের সামর্থ্যবর্ণন।	৩১৭৯
৬২।	কর্ণের আত্মপ্রশংসা, ভীষ্ম কর্তৃক নিন্দিত হইয়া কর্ণের সভাত্যাগ এবং ভীষ্ম কর্তৃক পুনরায় তাহার নিন্দা।	৩১৮১
৬৩।	দুর্যোধন কর্তৃক স্বপক্ষের প্রবলতা বর্ণন এবং বিদুরের বচনের অবিশ্বাসকথন।	৩১৮৪
৬৪।	জ্ঞাতিগণের সহিত কলহে হানির কথা বলিয়া বিদুরের সন্ধি-স্থাপন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশবাক্য।	৩১৮৬
৬৫।	দুর্যোধনকে বুঝাইতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা।	৩১৮৮
৬৬।	সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্জুনের সংবাদকথন।	৩১৯০
৬৭।	ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ব্যাসদেব ও গান্ধারীর আগমন এবং সঞ্জয়কে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য ব্যাসদেবের আদেশদান।	৩১৯২
৬৮।	সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকথন।	৩১৯৩
৬৯।	ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাধনকথন।	৩১৯৫
৭০।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামসমূহের ব্যুৎপত্তিকথন।	৩১৯৭
৭১।	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক শ্রীভগবদ্-গুণগান।	৩২০৫

ভগবদ্‌যানপর্ব্ব

৭২।	শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের নিজ অভিপ্রায় নিবেদন, শান্তিদূত-রূপে কৌরবসভায় যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ এবং এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের বার্ত্তালাপ।	৩২০৬
৭৩।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহপ্রদান।	৩২১৪
৭৪।	ভীমসেনের শান্তিবিরোধক প্রস্তাব	৩২১৮
৭৫।	ভীমসেনকে উত্তেজিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াস।	৩২২০
৭৬।	শ্রীকৃষ্ণকে ভীমসেনের উত্তরদান।	৩২২২
৭৭।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান।	৩২২৩
৭৮।	অর্জুনের নিজের অভিমতস্থাপন।	৩২২৪
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে উত্তরদান।	৩২২৭
৮০।	শ্রীকৃষ্ণের নিকট নকুলের নিবেদন।	৩২২৯
৮১।	যুদ্ধের জন্য সহদেব ও সাত্যকির সম্মতি এবং অন্যান্য যোদ্ধাদেরও তাহাতে সমর্থন।	৩২৩১
৮২।	শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখবর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উহাকে আশ্বাসপ্রদান।	৩২৩৩
৮৩।	শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন, মাতা কুন্তী ও কৌরবগণের জন্য যুধিষ্ঠিরের সংবাদ প্রেরণ গমনপথে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দিবা মহর্ষিগণের দর্শনলাভ।	৩২৩৬
৮৪।	পথের অপরূপ সমৃদ্ধিবর্ণন পরিশেষে বহু লোকের দ্বারা সমাকীর্ণ হইতে হইতে বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামগ্রহণ	৩২৩৯
৮৫।	ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির অনুমতিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বাগত-সৎকারের জন্য পথিমধ্যে দুর্যোধনকর্তৃক বিশ্রামস্থান নির্ম্মাণ।	৩২৪৫
৮৬।	ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক বিদুরের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে উপস্থিত করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ এবং দুঃশাসনের ভবনে অবস্থানের জন্য ব্যবস্থাকরণ।	৩২৪৯
৮৭।	বিদুরকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন করিবার জন্য প্রবোধদান।	৩২৫৮
৮৮।	শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে দুর্যোধনের স্বীয় অভিপ্রায় বর্ণন এবং তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভীষ্মের সভাত্যাগ।	৩২৬২
৮৯।	শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত সম্ভাষণজ্ঞাপন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের গৃহে তাঁহার আতিথ্যসৎকার।	৩২৬৮
৯০।	কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গমন, যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ দুঃখের কথা স্মরণ করতঃ বিলাপরতা কুন্তীকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসপ্রদান।	৩২৭৪
৯১।	দুর্যোধনের ভবনে শ্রীকৃষ্ণের গমন এবং তাঁহার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।	৩২৮২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯২।	বিদুরকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের কুমন্ত্রণাসমূহ বলিয়া কৌরবসভায় গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিবার চেষ্টা	৩২৬৫
৯৩।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের ঔচিত্যকথন।	৩২৬৮
৯৪।	দুর্যোধন ও শকুনিকর্তৃক আনয়িত হইয়া রথে উপবেশন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গমন এবং কৌরবসভায় প্রবেশ ও যাদবসম্ভাষণের পর তাঁহার আসনগ্রহণ।	৩২৭০
৯৫।	কৌরবসভায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবশালী ভাষণ-দান।	৩২৭৫
৯৬।	পরশুরামকর্তৃক ব্রহ্মোদ্বহ-কথাপ্রসঙ্গে নর-নারায়ণ-স্বরূপ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ববর্ণন।	৩২৮০
৯৭।	দুর্যোধনকে সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রবোধদান করিতে করিতে কণ্বমুনিকর্তৃক মাতলির উপাখ্যান আরম্ভ।	৩২৮৫
৯৮।	নিজ কন্যার বর-অন্বেষণার্থে নারদের সহিত বরুণ-লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে মাতলির আশ্চর্য্য-জনক বস্তু দর্শন।	৩২৮৭
৯৯।	নারদকর্তৃক মাতলিকে পাতাললোক প্রদর্শন।	৩২৮৯
১০০।	হিরণ্যপুরের বিপ্রদর্শন ও বর্ণন।	৩২৯০
১০১।	গরুড়লোক ও গরুড়ের সন্তানগণের বর্ণন।	৩২৯২
১০২।	সুরভি ও তাঁহার সন্তানগণের সহিত গবাওলের সুখ-বর্ণন।	৩২৯৩
১০৩।	নাগলোকস্থ নাগগণের বর্ণন এবং নাগকুমার সুমুখের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে মাতলির নিশ্চয়।	৩২৯৫
১০৪।	নারদকর্তৃক নাগরাজ আর্যকের নিকট সুমুখের সহিত মাতলির কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন, নারদ, সুমুখ ও আর্যকের সহিত মাতলির ইন্দ্রের নিকট গমন। সুমুখের দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তি এবং সুমুখ ও গুণকেশীর বিবাহ।	৩২৯৯
১০৫।	ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক গরুড়ের গর্ব্বহরণ এবং কণ্ব মুনির উপদেশকে দুর্য্যোধনের অবহেলন।	৩৩০১
১০৬।	দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান করিতে করিতে নারদ কর্তৃক গর্গরাজের বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা এবং গালব-কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট গুরুদক্ষিণা বাবদে হঠকারিতাবর্ণন।	৩৩০৫
১০৭।	মহর্ষি গালবের চিন্তা এবং গরুড়কর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান।	৩৩০৭
১০৮।	গরুড়কর্তৃক গালবের পূর্ব্বদিকের বর্ণনা।	৩৩০৯
১০৯।	গরুড় কর্তৃক দক্ষিণদিকের বর্ণনা।	৩৩১১
১১০।	গরুড় কর্তৃক পশ্চিমদিকের বর্ণনা।	৩৩১৩
১১১।	গরুড় কর্তৃক উত্তরদিকের বর্ণনা।	৩৩১৪
১১২।	গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতে করিতে তাহার গতিবেগে গালবের ঊর্দ্ধে।	৩৩১৭
১১৩।	ঋষভপর্ব্বতের নিকটে তপস্বিনী শাণ্ডিলীর সহিত মহর্ষি গালব ও গরুড়ের সাক্ষাৎকার এবং গুরুদক্ষিণা প্রদানবিষয়ে গালব ও গরুড়ের পারস্পরিক আলোচনা।	৩৩১৯
১১৪।	রাজা যযাতির নিকট যাইয়া গালব ও গরুড়কর্তৃক শ্রীগুরুকে প্রদান করিবার জন্য শ্যামবর্ণ অশ্ব যাচ্ঞা।	৩৩২১
১১৫।	গালবকে রাজা যযাতির স্বীয় কন্যাদান এবং তাহাকে লইয়া গালবের অযোধ্যাপতির নিকট গমন।	৩৩২৩
১১৬।	হর্য্যশ্বকর্তৃক গালবকে দুইশত শ্যামবর্ণ অশ্বদান, যযাতিকন্যা মাধবীর গর্ভে বসুমনানামক পুত্র উৎপাদন এবং মাধবীকে লইয়া গালবের প্রস্থান।	৩৩২৫
১১৭।	রাজা দিবোদাসকর্তৃক মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দননামক পুত্র উৎপাদন।	৩৩২৭
১১৮।	যযাতিকন্যা মাধবীর গর্ভে উশীনরের শিবিনামক পুত্রের জন্মদান, তারপর গালবকর্তৃক সেই কন্যাকে লইয়া অন্যত্র গমন এবং পথে গরুড়ের দর্শনলাভ।	৩৩২৮
১১৯।	গালব কর্তৃক দুইশত অশ্বের সহিত মাধবীকে বিশ্বা-মিত্রের নিকট সমর্পণ, মাধবীর গর্ভে অষ্টকনামক পুত্র উৎপাদন এবং বিশ্বামিত্র কর্তৃক মাধবীকে যযাতির নিকট প্রত্যর্পণ।	৩৩৩০
১২০।	বনে যাইয়া মাধবীর তপশ্চরণ এবং স্বর্গে যাইয়া সুখভোগের পর মোহবশতঃ যযাতির তেজো-হীনতা।	৩৩৩১
১২১।	স্বর্গলোক হইতে যযাতির পতন এবং তাঁহার দৌহিত্রগণ, কন্যা মাধবী ও গালবমুনি-কর্তৃক তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিবার জন্য নিজ নিজ পুণ্যদান করিতে উদ্যোগ।	৩৩৩৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২২।	সংযম ও যৌদ্ধিগণের পুণ্যদানের বলে যযাতির পুনরায় স্বর্গারোহণ।	৩৩৩৭
১২৩।	স্বর্গলোকে যযাতির স্বাগতসৎকার, যযাতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মার "অভিমানই" তাহার পতনের কারণরূপে বর্ণন এবং দুর্যোধনকে নারদের বুঝাইবার চেষ্টা।	৩৩৩৮
১২৪।	ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা।	৩৩৪১
১২৫।	ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দুর্যোধনকে প্রবোধদান।	৩৩৪৬
১২৬।	ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্তৃক পুনরায় দুর্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা।	৩৩৪৮
১২৭।	শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের উত্তরদান এবং পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ।	৩৩৫১
১২৮।	শ্রীকৃষ্ণের দুর্যোধনকে তিরস্কার এবং কুপিত হইয়া সভা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধনকে বন্ধন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দান।	৩৩৫২
১২৯।	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক গান্ধারীকে আনয়ন এবং দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য গান্ধারীর প্রচেষ্টা।	৩৩৫৬
১৩০।	দুর্যোধনের দুর্মন্ত্রণার কথা সাত্যকি কর্তৃক উদ্ঘাটন, শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বপ্রকাশ এবং দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য বিদুরের পুনঃপ্রচেষ্টা।	৩৩৬০
১৩১।	বিশ্বরূপদর্শন করাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌরবসভা হইতে প্রস্থান।	৩৩৬৪
১৩২।	শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বলিবার জন্য কুন্তীদেবীর সংবাদপ্রেরণ।	৩৩৬৯
১৩৩।	কুন্তী কর্তৃক বিদুলার উপাখ্যান আরম্ভ, রণভূমি হইতে পলায়ন করিয়া আগত নিজ পুত্রকে কঠোরভাবে তিরস্কার করত বিদুলাকর্তৃক পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহদান।	৩৩৭২
১৩৪।	বিদুলা-কর্তৃক নিজ পুত্রকে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দান।	৩৩৭৪
১৩৫।	বিদুলা ও তাঁহার পুত্রের সংলাপ, বিদুলা কর্তৃক কার্যে সফলতা লাভ করিবার ও শত্রুবশীকরণের উপায়বর্ণন।	৩৩৭৯
১৩৬।	বিদুলার উপদেশে তৎপুত্রের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।	৩৩৮৩
১৩৭।	পাণ্ডবগণকে কুন্তীদেবীর সংবাদ প্রেরণ এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপপ্লব্যনগরে গমন।	৩৩৮৪
১৩৮।	দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রচেষ্টা।	৩৩৮৭
১৩৯।	ভীষ্মের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য দ্রোণাচার্যের প্রচেষ্টা।	৩৩৯০
১৪০।	পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য কর্ণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান।	৩৩৯২
১৪১।	দুর্যোধনের পক্ষে থাকিবার জন্যই কর্ণের সিদ্ধান্তজ্ঞাপন এবং রণযজ্ঞের বর্ণন।	৩৩৯৬
১৪২।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কর্ণের নিকট পাণ্ডবগণের নিশ্চিত বিজয়লাভের বিষয় প্রতিপাদন।	৩৪০০
১৪৩।	কর্ণকর্তৃক পাণ্ডবগণের বিজয় ও কৌরবগণের পরাজয়সূচক লক্ষণসমূহের বর্ণন এবং স্বীয় স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্তকথন।	৩৪০২
১৪৪।	বিদুরের কথা স্মরিয়া যুদ্ধের ভাবী ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তাকরত ব্যথিতচিত্তা কুন্তীদেবীর কর্ণের নিকট গমন।	৩৪০৬
১৪৫।	কর্ণকে নিজের প্রথম পুত্র বলিয়া কুন্তীদেবীকর্তৃক পাণ্ডবগণকে মিলিত হইবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধজ্ঞাপন।	৩৪০৯
১৪৬।	কুন্তীদেবীকে কর্ণের উত্তর দান এবং অর্জুন ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডবকে বধ না করিবার প্রতিজ্ঞা।	৩৪১০
১৪৭।	যুধিষ্ঠিরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌরবসভায় কথিত ভীষ্মের অভিমত বর্ণন।	৩৪১৩
১৪৮।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও গান্ধারীর যুক্তিযুক্তবাক্য কথন।	৩৪১৭
১৪৯।	পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবার জন্য দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশদান।	৩৪২১
১৫০।	কৌরবগণের উপর সাম, দান ও ভেদনীতি প্রয়োগ সফল হইতে না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অতঃপর দণ্ডনীতি প্রয়োগবিষয়ে দৃঢ় অভিমতজ্ঞাপন।	৩৪২৩

সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্ব

১৫১।	পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ ও পাণ্ডবসেনার কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ।	৩৪২৬
১৫২।	কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যের প্রবেশ ও শিবিরস্থাপন।	৩৪৩০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৩।	দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত হইবার জন্য ও শিবির-নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ দান এবং সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুতি।	৩৪৫২
১৪৪।	স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা, যুদ্ধই করণীয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমতপ্রকাশ, যুধিষ্ঠিরের সন্তাপ এবং অর্জ্জুনকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সমর্থন।	৩৪৫৪
১৪৫।	দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক সৈন্যবিভাগ এবং পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণীসমূহের সেনাপতিগণের অভিষেক।	৩৪৬৬
১৪৬।	দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতিপদে অভিষেক এবং কুরুক্ষেত্রে যাইয়া শিবিরনির্ম্মাণ।	৩৪৩৯
১৪৭।	যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নিজ সেনাপতিগণের অভিষেক, বহুসংখ্যকগণের সহিত বলরামের আগমন এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার তীর্থযাত্রা।	৩৪৭২
১৪৮।	সহায়তা করিবার জন্য কৃষ্ণের আগমন ও পাণ্ডব-কৌরবগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।	৩৪৭৪
১৪৯।	ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের পরস্পর আলাপ।	৩৪৭৮

উলূকদূতাগমনপর্ব্ব

১৫০।	সংবাদ জানাইবার জন্য দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উলূককে দূতরূপে পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ।	৩৪৪৯
১৫১।	পাণ্ডবগণের শিবিরে যাইয়া জনপূর্ণ সভাতে উলূক কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের সংবাদকথন।	৩৪৪৯
১৫২।	দুর্য্যোধনের সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবপক্ষের উত্তর দান।	৩৪৯০
১৫৩।	পাণ্ডব, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সংবাদ লইয়া উলূকের প্রত্যাবর্ত্তন এবং উলূকের কথা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সৈন্য সমাবেশের আদেশ দান।	৩৪৬৮
১৫৪।	যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যের গমন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিজ যোদ্ধাদিগকে স্ব-স্ব-যোগ্য বিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্তি।	৩,৭৩

রথাতিরথসংখ্যানপর্ব্ব

১৫৫।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভীষ্মের কৌরবপক্ষের রথী ও অতিরথিগণের পরিচয় দান।	৩৪৭৪
১৫৬।	কৌরবপক্ষের রথী বীরগণের বর্ণন।	৩৪৭৭
১৫৭।	পুনরায় কৌরবপক্ষের রথী, মহারথী ও অতিরথি-সমূহের বর্ণন।	৩৪৭৯
১৫৮।	কৌরবপক্ষের রথী ও অতিরথিগণের বর্ণন, কর্ণ ও ভীষ্মের ক্রোধপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উহাদিগকে নিবারণ।	৩৪৮২
১৫৯।	পাণ্ডবপক্ষে রথী প্রভৃতির বর্ণন এবং তাঁহাদের মহত্ত্ব-কথন।	৩৪৮৫
১৬০।	পাণ্ডবপক্ষের রথী অতিরথীর বর্ণন এবং বিরাট ও দ্রুপদের প্রশংসা।	৩৪৮৭
১৬১।	পাণ্ডবপক্ষের রথী, অতিরথী ও মহারথীদিগের বর্ণন।	৩৪৮৯
১৬২।	পাণ্ডবপক্ষের অতিরথী বীরগণের বর্ণনা ও ভীষ্মকর্ত্তৃক শিখণ্ডী ও পাণ্ডবদিগকে বধ না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ।	৩৪৯১

অম্বোপাখ্যানপর্ব্ব

১৬৩।	অম্বা-উপাখ্যান আরম্ভ, ভীষ্মকর্ত্তৃক কাশিরাজের কন্যাগণকে অপহরণ।	৩৪৯৩
১৬৪।	শাল্বরাজের প্রতি নিজের অনুরাগের কথা জানাইয়া তাঁহার সমীপে যাইবার জন্য ভীষ্মের নিকট অম্বার প্রার্থনা।	৩৪৯৫
১৬৫।	শাল্বের নিকট অম্বার গমন, তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া তাপসগণের আশ্রমে আগমন এবং সেখানে দৈববাণী ও অম্বার বাক্যালাপ।	৩৪৯৬
১৬৬।	তাপসগণের আশ্রমে রাজর্ষি হোত্রবাহন ও অকৃতব্রণের আগমন এবং অম্বার সহিত তাঁহাদের কথোপকথন।	৩৪৯৯
১৬৭।	অম্বার সহিত অকৃতব্রণ ও পরশুরামের কথোপকথন।	৩৫০৪
১৬৮।	অম্বা ও পরশুরামের আলাপ, অকৃতব্রণের পরামর্শ, পরশুরাম ও ভীষ্মের রোষপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং যুদ্ধের জন্য উভয়ের কুরুক্ষেত্রে অবতরণ।	৩৫০৮
১৬৯।	শঙ্খনির্ঘোষ রথারূঢ় পরশুরামের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধারম্ভ।	৩৫১৫
১৭০।	ভীষ্ম ও পরশুরামের ঘোর যুদ্ধ।	৩৫১৮
১৭১।	ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধ।	৩৫২১
১৭২।	পরশুরামের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম।	৩৫২৩
১৭৩।	অষ্টবসুগণের নিকট হইতে ভীষ্মের প্রস্বাপনাস্ত্র অস্ত্রপ্রাপ্তি।	৩৫২৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৪।	ভীষ্ম ও পরশুরামকর্তৃক পরস্পরের উপর যথাক্রমে শক্তি ও ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ।	৩৪২৭
১৮৫।	দেবগণকর্তৃক নিবারিত হইয়া ভীষ্মের প্রস্বাপনাস্ত্র প্রয়োগ হইতে নিবৃত্তি এবং দেবতাকুরু, ঋষিগণ ও গঙ্গাদেবীর প্রচেষ্টায় ভীষ্ম-পরশুরামের যুদ্ধ সমাপ্তি।	৩৪২৯
১৮৬।	অম্বার তপস্যা।	৩৪৩২
১৮৭।	দ্বিতীয় জন্মে পুনরায় অম্বার তপস্যা, মহাদেবের নিকট হইতে অভীষ্ট বরলাভ এবং চিতাগ্নিতে প্রবেশ।	৩৪৩৪
১৮৮।	রাজা দ্রুপদের কন্যারূপে অম্বার জন্মগ্রহণ, রাজা ও রাণী কর্তৃক তাহাকে পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ করিয়া শিখণ্ডী এই নামকরণ।	৩৪৩৭
১৮৯।	শিখণ্ডীর বিবাহ এবং তাহার স্ত্রীর সংবাদ শুনিয়া দশার্ণরাজের মহাক্রোধ।	৩৪৩৯
১৯০।	হিরণ্যবর্মার আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুপদ-কর্তৃক রাণীর নিকট সঙ্কটনিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা।	৩৪৪১
১৯১।	দ্রুপদপত্নীর উত্তরদান, দ্রুপদকর্তৃক নগর রক্ষার ব্যবস্থা ও দেবারাধন এবং বনগমনকরত শিখণ্ডিনীর পুষ্পার্চনানন্তর স্বকে স্বীয় দুঃখনিবারণের জন্য প্রার্থনা।	৩৪৪৩
১৯২।	শিখণ্ডিনীর পুরুষত্বপ্রাপ্তি, দ্রুপদ ও হিরণ্যবর্মার সন্তোষলাভ, পুষ্পার্চনকে কুবেরের অভিশাপপ্রদান এবং শিখণ্ডীকে বিনাশ না করিবার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।	৩৪৪৫
১৯৩।	দুর্যোধনকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্ম প্রভৃতির স্ব-স্ব শক্তি বর্ণন।	৩৪৪৯
১৯৪।	অর্জুনকর্তৃক নিজের, সহায়কগণের ও যুধিষ্ঠিরের শক্তির পরিচয় দান।	৩৪৫৩
১৯৫।	যুদ্ধের জন্য কৌরবসৈন্যের প্রস্থান।	৩৪৫৫
১৯৬।	পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান।	৩৪৫৬

—•—

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-

আর্ষ্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

বিরাটপর্ব্ব।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

মহাভারতম্

বিরাটপর্ব্ব

(পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষিণাং পাণ্ডবানাং রহসি গুপ্তমন্ত্রণা, যুধিষ্ঠিরস্য নিজভাবিকার্য্যক্রমস্যাভাসদানঞ্চ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

জনমেজয় উবাচ

কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ।
অজ্ঞাতবাসমুষিতা দুর্য্যোধনভয়ার্দ্দিতাঃ ॥২
পতিব্রতা মহাভাগা সততং ব্রহ্মবাদিনী।
দ্রৌপদী চ কথং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতা দুঃখিতাবসৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যথা বিরাটনগরে তব পূর্ব্বপিতামহাঃ।
অজ্ঞাতবাসমুষিতাস্তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥৪

তথা স তু বরং লব্ধ্বা ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
গন্ধমাদনমাব্রাহ্মণেভ্যো আচখ্যৌ সর্ব্বমেব তৎ ॥৫
কথয়িত্বা তু তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
অরণীসহিতং তস্মৈ ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ ॥৬
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধর্ম্মপুত্রো মহামনাঃ।
সংনিবর্ত্ত্যানুজান্ সর্ব্বানিতি হোবাচ ভারত ॥৭
দ্বাদশেমানি বর্ষাণি রাজ্যবিপ্রোষিতা বয়ম্।
ত্রয়োদশোঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রাৎ পরমদুর্ব্বদঃ ॥৮
স সাধু কৌন্তেয় ইতো বাসমর্জ্জুন রোচয়।
সংবৎসরমিমং যত্র বলেনাবিদিতাঃ পরৈঃ ॥৯

বিরাটপর্ব্ব

(পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্ব।)

প্রথম অধ্যায়।

[বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষী পাণ্ডবগণের নির্জ্জনে গুপ্ত-মন্ত্রণা এবং যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক স্বকীয় ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের আভাসদান।]

নরোত্তম নর, নারায়ণ, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া পুরাণাদি জয়শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিবে।১

জনমেজয় বলিলেন,—মহর্ষি! আমার প্রপিতামহগণ বিরাটরাজার রাজধানীতে কেমনভাবে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।৪ ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির (বনপর্ব্বশেষে বর্ণিত) সেইপ্রকার বর লাভ করিয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক

প্রপিতামহ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের ভয়ে কাতর হইয়া কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! পতিব্রতা, ভাগ্যবতী, সর্ব্বদা কৃষ্ণপরায়ণা দ্রৌপদীই বা দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে সকলের অজ্ঞাত থাকিয়া বাস করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন?২-৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজন্! আপনার প্রপিতামহগণ বিরাটরাজার রাজধানীতে যেভাবে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।৪ ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির (বনপর্ব্বশেষে বর্ণিত) সেইপ্রকার বর লাভ করিয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক

অর্জুন উবাচ।

তবৈব বরদানেন ধর্মস্য প্রভুরাধিপ।
অজ্ঞাতা বিচরিষ্যামো নরাণাং মাত্র সংশয়ঃ ॥১০

তত্র বাসায় রাষ্ট্রাণি কীর্তয়িষ্যামি কানিচিৎ।
রমণীয়ানি গুপ্তানি তেষাং কিঞ্চিৎ স্ম রোচয় ॥১১

সন্তি রম্যা জনপদা বহবস্ত্বয়াঃ পরিতঃ কুরূন্।
পাঞ্চালাংশ্চেদি-মৎস্যাংশ্চ শূরসেনাঃ পটচ্চরাঃ ॥১২

দশার্ণা নবরাষ্ট্রাংশ্চ মল্লাঃ শাল্বা যুগন্ধরাঃ।
কুন্তিরাষ্ট্রঞ্চ বিপুলং সুরাষ্ট্রাবন্তয়স্তথা ॥১৩

এতেষাং কতমো রাজন্ নিবাসস্তব রোচতে।
তত্র বৎস্যামহে রাজন্ সংবৎসরমিমং বয়ম্ ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতমেতন্মহাবাহো যথা স ভগবান্ প্রভুঃ।
অব্রবীৎ সর্বভূতেশস্তৎ তথা ন তদন্যথা ॥১৫

অবশ্যং স্বেব বাসার্থং রমণীয়ং শিবং সুখম্।
সম্মন্ত্র্য সহিতৈঃ সর্বৈর্বক্তব্যমকুতোভয়ৈঃ ॥১৬

মৎস্যো বিরাটো বলবানভিরক্তোঽথ পাণ্ডবান্।
ধর্মশীলো বদান্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ সততং প্রিয়ঃ ॥১৭

বিরাটনগরে তাত সংবৎসরমিমং বয়ম্।
কুর্বন্তস্তস্য কর্মাণি বিহরিষ্যাম ভারত ॥১৮

যানি যানি চ কর্মাণি তস্য বক্ষ্যামহে বয়ম্।
আসাদ্য মৎস্যং তৎ কর্ম প্রব্রূহি কুরুনন্দন ॥১৯

ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।৫ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, (চরিণ ঘাঁহার অগ্নিমন্থ লইয়া গিয়াছিল) সেই ব্রাহ্মণকে সেই অগ্নিমন্থ প্রদান করিলেন।৬ তাহার পর ধর্মপুত্র মনস্বী রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে আভিমুখী করিয়া এই কথা বলিলেন।৭ আমরা এই বাদশ বৎসর রাজ্য হইতে প্রবাসী হইয়াছি। এখন এই ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত,—যাহাতে কষ্ট করিয়া কঠিনতার সম্মুখীন হওত অত্যন্ত গুপ্তরূপে বাস করিতে হইবে।৮ হে অর্জুন! তুমি অভিজ্ঞ, যেহেতুক এইরূপ স্থানে অবস্থানের অভিপ্রায় কর,—যেখানে আমরা এই বৎসরটি অন্যের অজ্ঞাত হইয়া বাস করিতে পারি।৯

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! সেই ধর্মদেবেরই বরপ্রভাবে আমরা মানুষের অজ্ঞাত থাকিয়া বিচরণ করিতে পারিব, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তথায় বাস করিবার নিমিত্ত আমি কয়েকটি রমণীয় ও সুরক্ষিত রাষ্ট্রের নাম করিব, আপনি সেগুলির মধ্যে কোন একটি রাষ্ট্র মনোনীত করুন।১০-১১

কুরুদেশের চারিদিকে বহু রাজ্যসমৃদ্ধ, রমণীয় বহু জনপদ আছে—পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিস্তীর্ণ কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এগুলির মধ্যে কোন্ দেশটি বাসস্থানরূপে আপনার রুচিকর হয়—যেখানে আমরা এই বৎসরটি বাস করিব।১২-১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো! সর্বভূত-নিয়ন্তা প্রভাবশালী ভগবান্ ধর্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্যই হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না।১৫ তথাপি বাসের জন্য অবশ্যই আমাদিগকে কোন সুন্দর, মঙ্গলময় ও সুখকর দেশ উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া স্থির করত নির্ভয় হইয়া সকলকে সম্মিলিতভাবে সেখানে বাস করিতে হইবে।১৬ বৎস্যরাজ বিরাট বলবান্, ধার্মিক, দাতা, বৃদ্ধ, সর্বদা প্রিয়কারী ও পাণ্ডবগণের অনুরক্ত।১৭ বৎস। আমরা এই বৎসরটি বিরাটরাজার রাজধানীতে তাঁহার কার্য্য করিয়া বিচরণ করিব।১৮ মৎস্যদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যে যে কর্মভার আমরা বহন করিব, তাহা তোমরা আলোচনা করত বল।১৯

অর্জুন উবাচ।

নরদেব কথং ভক্ত রাষ্ট্রে কর্ম করিষ্যসি।
বিরাটনগরে সাধো ব্রূহি তত্ত্বেন কর্মণা ॥২০
মৃদুর্বদান্যো হ্রীমাংশ্চ ধার্মিকঃ সত্যবিক্রমঃ।
রাজংস্ত্বমাপদাকৃষ্টঃ কিং করিষ্যসি পাণ্ডব ॥২১

ন দুঃখমুচিতং কিঞ্চিদ্ রাজন্ বেদ যথা জনঃ।
স ইমামাপদং প্রাপ্য কথং ঘোরাং তরিষ্যসি ॥২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শৃণুষ্বং যৎ করিষ্যামি কর্ম বৈ কুরুনন্দনাঃ।
বিরাটস্যানুসম্প্রাপ্য রাজানং পুরুষর্ষভাঃ ॥২৩
সভাস্তারো ভবিষ্যামি তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
কঙ্কো নাম দ্বিজো ভূত্বা মন্তাক্ষঃ প্রিয়দেবনঃ ॥২৪

বৈদূর্য্যান্ কাঞ্চনান্ দান্তান্ ফলৈর্জ্যোতীরসৈঃ সহ।
কৃষ্ণাল্লোহিতবর্ণাংশ্চ বিবর্তিষ্যামি মনোরমান্ ॥২৫

বিরাটরাজং রময়ন্ সামাত্যং সবান্ধবম্।
ন চ মাং বেৎস্যতে কশ্চিৎ তোষয়িত্বা চ তং
নৃপম্ ॥২৬

আসং যুধিষ্ঠিরস্যাহং পুরা প্রাণসমঃ সখা।
ইতি বক্ষ্যামি রাজানং যদি মাং নোহনুযোক্ষ্যতে ॥২৭

ইত্যেতদ্ বো ময়াখ্যাতং বিহরিষ্যাম্যহং যথা।
(বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং নির্দিশ্য চাত্মানং ভীমসেনমুবাচ হ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভীমসেন কথং কর্ম মাৎস্যরাষ্ট্রে করিষ্যসি।

হত্বা ক্রোধবশাংস্তত্র পর্বতে গন্ধমাদনে ॥
যক্ষান্ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চাপি
পৌরুষান্।
প্রাদাঃ পাঞ্চালকন্যায়ৈ পদ্মানি সুবহূন্যপি ॥

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তাঁহার রাজ্যে আপনি কি প্রকারে কার্য্য করিবেন? বিরাট-নগরে আপনি কোন্ কার্য্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন ?২০ হে রাজন্! আপনার প্রকৃতি কোমল আপনি দাতা, লজ্জাশীল, ধার্মিক ও যথার্থ বিক্রমশালী। পাণ্ডুনন্দন! তথাপি আপদে আকৃষ্ট হইয়া আপনি কি কার্য্য করিবেন ?২১ রাজন্! সাধারণ লোকের ন্যায় কোন দুঃখ আপনার অভ্যস্ত নহে; সেই আপনি এই ঘোর বিপদ প্রাপ্ত হইয়া কিভাবে উত্তীর্ণ হইবেন ?২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দনগণ! বিরাটরাজার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমি যে কার্য্য করিব, তাহা তোমরা শ্রবণ কর।২৩ আমি অক্ষ-ক্রীড়াভিজ্ঞ দ্যূতপ্রিয় 'কঙ্ক'-নামক ব্রাহ্মণ হইয়া সেই মনস্বী বিরাটরাজার সভাসদ্ হইব।২৪ বিরাট-রাজা এবং তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুবর্গের প্রীতি-উৎপাদনার্থে কাঞ্চন, বৈদূর্য্যমণি, হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত—এই চারিবর্ণের মনোরম গুটিকাসকল চালাইব। কেহ আমাকে জানিতে পারিবে না এবং আমি সেই রাজাকে সন্তুষ্ট করিব।২৫-২৬ যদি তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, তবে আমি সেই রাজাকে বলিব যে, আমি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রাণপ্রতিম সখা ছিলাম।২৭ আমি যেভাবে বিচরণ করিব, তাহা এই তোমাদের নিকট বলিলাম। (বৈশম্পায়ন বলিলেন,— এইভাবে নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া ভীমসেনকে বলিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজ্যে কর্ম্ম করিবে? সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশীভূত, ক্রোধে আরক্তলোচন, অতি পৌরুষশালী রাক্ষস ও যক্ষদিগকে হত্যা করিয়া দ্রৌপদীকে তুমি বহু পদ্ম প্রদান করিয়াছিলে। হে অরিন্দম! হে কৌন্তেয়! তদ্ব্যতীত নরখাদক রাক্ষসরাজ 'বক'কে

বকং রাক্ষসরাজানং ভীষণং পুরুষাদকম্।
জঘিবানসি কৌন্তেয় ব্রাহ্মণার্থমরিন্দম॥

ক্ষেমা চাতন্বসংবীতা হ্যেকচক্রা ত্বয়া কৃতা॥
হিড়িম্বঞ্চ মহাবীর্য্যং কির্ম্মীরং চৈব রাক্ষসম্।
ত্বয়া হতা মহাবাহো বনং নিষ্কণ্টকং কৃতম্॥
আপদং চাপি সম্প্রাপ্তা দ্রৌপদী চারুহাসিনী।
জটাসুরবধং কৃত্বা ত্বয়া চ পরিমোক্ষিতা॥
মৎস্যরাজান্তিকে তাত বীর্য্যপূর্ণোঽস্যমর্ষণঃ।)
বৃকোদর বিরাটে ত্বং মৎস্যেষু কেন হেতুনা॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥১

তুমি ব্রাহ্মণের জন্য হত্যা করিয়াছ। একচক্রা নগরীকে তুমি কল্যাণময় ও অভয়মণ্ডিত করিয়াছ। হে মহাবাহো! তুমি মহাবীর হিড়িম্ব ও কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া কাননকে নিষ্কণ্টক করিয়াছ, তুমি জটাসুরকে বধ করিয়া বিপদে পতিতা চারুহাসিনী দ্রৌপদীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছ। হে বৎস! তুমি বীরত্বে পরিপূর্ণ ও অতি ক্রোধী।) হে বৃকোদর! মৎস্যরাজ বিরাটের নিকটে তুমি কোন কর্ম করিয়া সুখে কালাতিপাত করিবে?২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ভীমার্জুনাভ্যাং বিরাটনগরে নিজ-নিজকরণীয়কার্য্যস্যোল্লেখঃ।]

ভীমসেন উবাচ।

পৌরোগবো ক্রবাণোঽহং বল্লবো নাম ভারত।
উপস্থাস্যামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ॥১
সূপানস্য করিষ্যামি কুশলোঽস্মি মহানসে।
কৃতপূর্বাণি যাস্যন্ত ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ॥২
তস্যপ্যভিমতিং যাস্যামি প্রীতিং সংজনয়ন্নহম্।
আহরিষ্যামি দারুণাং নিচয়ান্ মহতোঽপি চ॥৩

যৎ প্রেক্ষ্য বিপুলং কর্ম রাজা সংযোক্ষ্যতে স মাম্।
অমানুষাণি কুর্বাণস্তানি কর্মাণি ভারত॥৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ভীম ও অর্জুন কর্তৃক বিরাট নগরে নিজ নিজ করণীয় কার্য্যের উল্লেখ।]

ভীমসেন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি 'বল্লব' নামক পাকশালাধ্যক্ষ বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হইব—ইহাই আমার অভিপ্রায়।১ আমি পাকশালার কার্য্যে দক্ষ, সুতরাং বিরাটরাজার সূপকার হইব। সুশিক্ষিত পাচকেরা পূর্ব্বে ইহার যে সমস্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, আমি উহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া সেইগুলিকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করিব এবং আমি বড় বড় কাষ্ঠরাশি আহরণ করিয়া আনিব, যে বিপুল কার্য্য দেখিয়া রাজা আমাকে কার্য্যভার দিবেন। হে ভরতনন্দন! আমি তাদৃশ কার্য্য করিব যাহা মানুষের অসাধ্য।২-৪

রাজস্তস্য পরে প্রেষ্যা মংস্যস্তে মাং যথা নৃপম্।
অক্ষ্যান্নরসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ ॥৫

দ্বিপা বা বলিনো রাজন্ বৃষভা বা মহাবলাঃ।
বিনিগ্রাহ্যা যদি ময়া নিগ্রহীষ্যামি তানপি ॥৬

যে চ কেচিন্নিয়োৎস্যন্তি সমাজেষু নিযোধকাঃ।
তানহং তে নিযোৎস্যামি রতিং তস্য বিবর্ধনম্ ॥৭

ন ক্ষেষ্যান্ যুধ্যমানান্ বৈ হনিষ্যামি কথঞ্চন।
তথৈতান্ পাতয়িষ্যামি যথা যাস্যন্তি ন ক্ষয়ম্ ॥৮

আরালিকো গোবিকর্তা সূপকর্তা নিযোধকঃ।
আসং যুধিষ্ঠিরস্যাহমিতি বক্ষ্যামি পৃচ্ছতঃ ॥৯

আত্মানমাত্মনা রক্ষংশ্চরিষ্যামি বিশাম্পতে।
ইত্যেতৎ প্রতিজানামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যমগ্নির্ব্রাহ্মণো ভূত্বা সমাগচ্ছন্মৃগাং বরম্।
দিদক্ষুঃ খাণ্ডবং দাবং দাশার্হসহিতঃ পুরা ॥১১

মহাবলং মহাবাহুমভিতঃ কুরুনন্দনম্।
সোঽয়ং কিং কর্ম কৌন্তেয়ঃ করিষ্যতি ধনঞ্জয়ঃ ॥১২

যোঽয়মাসাদ্য তং দাবং তর্পয়ামাস পাবকম্।
বিজিত্যেন্দ্রং রথেনেক্ষ্বং হত্বা পন্নগ-রাক্ষসান্ ॥১৩

বাসুকেঃ সর্পরাজস্য স্বসারং হৃতবাংশ্চ যঃ।
শ্রেষ্ঠো যঃ প্রতিযোধানাং সোঽর্জুনঃ কিং
করিষ্যতি ॥১৪

সূর্যঃ প্রতপতাং শ্রেষ্ঠো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো বরঃ।
আশীবিষশ্চ সর্পাণামগ্নিস্তেজস্বিনাং বরঃ ॥১৫

আয়ুধানাং বরং বজ্রং কক্ষ্যাণাং চ গবাং বরঃ।
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠঃ পর্জন্যো বর্ষতাং বরঃ ॥১৬

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নাগানাং হস্তিষ্বৈরাবণো বরঃ।
পুত্রঃ প্রিয়াণামধিকো ভার্যা চ সুহৃদাং বরা ॥১৭

আমি অন্ন পানীয়াদি ভক্ষ্যবস্তু সমূহের অধীশ্বর হইব যাহাতে সেই রাজার অন্যান্য কর্মচারীরা আমাকে রাজার ন্যায় মনে করিবে।৫ যদি আমাকে মহাবলশালী বৃষভ বা বলবান্ হস্তীদিগকেও দমন করিতে হয়, তবে তাহাদিগকেও দমন করিব।৬ দর্শকসমাজে যে সমস্ত বাহুযোদ্ধা মল্লযুদ্ধ করিবে, আমি রাজার আনন্দবর্দ্ধনার্থে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিব।৭ যুদ্ধরত সেই বাহুযোদ্ধাদিগকে আমি কোনরূপে নিহত করিব না, যাহাতে তাহারা নিহত না হয়, সেইভাবেই তাহাদিগকে ভূপাতিত করিব।৮ কেহ প্রশ্ন করিলে বলিব যে, আমি যুধিষ্ঠিরের মত্তহস্তীর নিয়ন্তা, দুষ্ট বৃষভের দমনকারী, সূপকার ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম।৯ হে রাজন্! আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করিব। এই আমি যে ভাবে বিচরণ করিব, তাহা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিলাম।১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পূর্বে অগ্নিদেব খাণ্ডব বন দগ্ধ করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণসহচর, মহাবলশালী, অপরাজিত, কৌরবগণের আনন্দজনক যে অর্জুনের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, সেই অর্জুন কি কার্য্য করিবে।১১-১২ যে অর্জুন সেই খাণ্ডববনে উপস্থিত হইয়া এক রথে ইন্দ্রকে জয় করিয়া এবং রাক্ষস ও পন্নগদিগকে হত্যা করিয়া অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, যে অর্জুন সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী উলূপীর চিত্ত হরণ করিয়াছিল, যোদ্ধৃদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জুন কি করিবে?১৩-১৪ উত্তাপদাতাদিগের মধ্যে সূর্য্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে বিষধর, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, গোজাতির মধ্যে বৃষভ, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, মেঘের মধ্যে পর্জন্য, নাগজাতি মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রনামক নাগ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়জনের মধ্যে পুত্র, সুহৃদের মধ্যে

(গিরীণাং প্রবরো মেরুর্দেবানাং মধুসূদনঃ।
প্রহাণাং প্রবরশ্চন্দ্রঃ সরসাং মানসং বরম্ ॥)
যথৈতানি বিশিষ্টানি জাত্যাং জাত্যাং বৃকোদর।
এবং যুবা গুড়াকেশঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধনুষ্মতাম্ ॥১৮
সোঽয়মিন্দ্রাদনবরো বাসুদেবাদ্মহাদ্যুতিঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বীভৎসুঃ শ্বেতাশ্বঃ কিং করিষ্যতি ॥১৯
উষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি সহস্রাক্ষস্য বেশ্মনি।
অস্ত্রযোগং সমাসাদ্য স্বর্যাত্যাস্মানুষাদ্ভুবম্।
দিব্যান্যস্ত্রাণি চাস্তানি দেবরূপেণ ভাস্বতা ॥২০॥
যং মন্যে দ্বাদশং রুদ্রমাদিত্যানাং ত্রয়োদশম্।
বসূনাং নবমং মন্যে গ্রহাণাং দশমং তথা ॥২১
যস্য বাহূ সমৌ দীর্ঘৌ জ্যাঘাতকঠিনত্বচৌ।
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গবামিব বহঃ কৃতঃ ॥২২
হিমবানিব শৈলানাং সমুদ্রঃ সরিতামিব।
ত্রিদশানাং যথা শক্রো বসূনামিব হব্যবাট্ ॥২৩
মৃগাণামিব শার্দূলো গরুড়ঃ পততামিব।
বয়ঃ সংনহ্যমানানাং সোঽর্জুনঃ কিং করিষ্যতি ॥২৪

অর্জুন উবাচ।

প্রতিজ্ঞাং ষণ্ঢকোঽস্মীতি করিষ্যামি মহীপতে।
জ্যাঘাতৌ হি মহান্তৌ মে সংবর্তুং নৃপ দুষ্করৌ ॥২৫
বলবৈশ্ছাদয়িষ্যামি বাহূ কিণকৃতাবিমৌ।
কর্ণয়োঃ প্রতিমুচ্যাহং কুণ্ডলে হেমনপ্রভে ॥২৬
শিনদ্ধকম্বুঃ পাণিভ্যাং তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ।
বেণীকৃতশিরা রাজন্ নাম্না চৈব বৃহন্নলা ॥২৭
পঠন্নাখ্যায়িকাশ্চৈব স্ত্রীভাবেন পুনঃ পুনঃ।
রময়িষ্যে মহীপালদুহিতৃঃশ্চান্তঃপুরে জনান্ ॥২৮

ভার্য্যা (পর্ব্বতের মধ্যে মেরু পর্ব্বত, দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, গ্রহদিগের মধ্যে চন্দ্র, সরোবরের মধ্যে মানস সরোবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।) হে বৃকোদর। অন্যান্য জাতীয়দিগের মধ্যে এইগুলি যেমন বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, যুবক অর্জুন সেইরূপ সমস্ত ধনুর্দ্ধরদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১৪-১৮ সেই এই ইন্দ্রাপেক্ষা ও বাসুদেবাপেক্ষা অন্যূন, মহাতেজস্বী, গাণ্ডীবধারী শ্বেতবাহন অর্জুন বিরাটনগরে কি কার্য্য করিবে?১৯ তেজস্বী দেবাকৃতি এই অর্জুন নিজ প্রভাবে বাসুদেবের বিস্ময়াবহ অস্ত্রসকল লাভ করিয়া ইন্দ্রালয়ে পঞ্চ বর্ষ অবস্থান পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে।২০ যাহাকে আমি দ্বাদশ আদিত্যের অতিরিক্ত ত্রয়োদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্রের অতিরিক্ত দ্বাদশ রুদ্র, অষ্টবসুর অতিরিক্ত নবম বসু এবং নবগ্রহের অতিরিক্ত দশম গ্রহ বলিয়া মনে করি।২১ যাহার বাহুযুগল সমান ও দীর্ঘ এবং ধনুকের জ্যা-র আঘাতে কঠিন ত্বকযুক্ত, বাম ও দক্ষিণ দুই হস্তেই বাণের গরুর স্কন্ধ জোয়ালের দাগের মত দাগ হইয়া গিয়াছে।২২ পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, প্রবাহের মধ্যে যেমন সমুদ্র, দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, বসুদের মধ্যে যেমন হব্যবাহক বহ্নি, পশুর মধ্যে যেমন ব্যাঘ্র, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড়, সেই রূপ সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জুন কি কার্য্য করিবে?২৩-২৪

অর্জুন বলিলেন,—ভূপতে। আমি রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিব যে, আমি ষণ্ঢক (নপুংসক)। রাজন্! যদিও আমার উভয় হাতে বাণবর্ষণকালীন ধনুকের গুণের আঘাতে গুরুতর চিহ্ন (কড়া পড়ার দাগ) হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে গোপন করাও কঠিন, তথাপি বলয়াদি অলঙ্কারে সেই জ্যাঘাত-চিহ্নিত বাহু দুইটি আচ্ছাদন করিয়া রাখিব। রাজন্। আমি কর্ণদ্বয়ে অনলপ্রভ কুণ্ডল পরিয়া, দুই হস্তে শঙ্খ ও বলয় ধারণ করত এবং মস্তকে বেণী বন্ধন করিয়া নপুংসক বেশ ধারণ করিব এবং 'বৃহন্নলা' নাম ধারণ করিয়া বারংবার স্ত্রীলোকের ন্যায় গল্প বলিয়া বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের অন্যান্য লোকজনকে

গীতং নৃত্যং বিচিত্রং চ বাদিত্রং বিবিধং তথা।
শিক্ষয়িষ্যামহং রাজন্ বিরাটস্য পুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৯

প্রজানাং সমুদাচারং বহু কর্ম্ম কৃতং ময়া।
ছাদয়িষ্যামি কৌন্তেয় মাত্মরূপেণাত্মনা ॥৩০

যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপদ্যাঃ পরিচারিকা।
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্ঠো রাজ্ঞা চ পাণ্ডব ॥৩১

এতেন বিধিনা ছন্নঃ কৃষ্ণয়েব যথানলঃ।
বিহরিষ্যামি রাজেন্দ্র বিরাটভবনে সুখম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

আনন্দিত করিব।২৫-২৮ রাজন্। আমি বিরাটরাজার পুরনারীদিগকে বিচিত্র নৃত্যগীত ও বিবিধ বাদ্য শিক্ষা দিব।২৯ কুন্তীসুত। লোকেদের অনুষ্ঠিত বহু কার্য্য ও শিষ্টাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ছল পূর্ব্বক আমি নিজেই নিজেকে গোপন করিয়া রাখিব।৩০ পাণ্ডুনন্দন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকারূপে বাস করিয়াছিলাম এই কথা বলিব।৩১ হে রাজেন্দ্র। আমি এই কপট উপায়ে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বিরাটরাজার গৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিব।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বের অন্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[নকুল-সহদেব-দ্রৌপদীনাং স্ব-স্ব-ভাবিকর্ত্তব্যবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তথার্জ্জুনো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
বাক্যং তথাসৌ বিররাম ভূয়ো
নৃপোঽপরং ভ্রাতরমাবভাষে ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ত্বং নকুল কুর্ব্বাণস্তত্র তাত চরিষ্যসি।
কর্ম্ম তৎ ত্বং সমাচক্ষ্ব রাজ্ঞো ভক্ত মহীপতেঃ।
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ দর্শনীয়ঃ সুখোচিতঃ ॥২

তৃতীয় অধ্যায়

[নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ধার্ম্মিকপ্রবর অর্জ্জুন এই রূপ বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় অপর ভ্রাতাকে বলিতে লাগিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বৎস নকুল। তুমি সুকুমার, বীর, দর্শনীয় ও সুখভোগে অভ্যস্ত, তুমি কি কার্য্য

নকুল উবাচ।
অশ্ববন্ধো ভবিষ্যামি বিরাটনৃপতেরহম্।
সর্ব্বথা জ্ঞানসম্পন্নঃ কুশলঃ পরিরক্ষণে ॥৩

গ্রন্থিকো নাম নাম্নাহং কর্ম্মৈতৎ সুপ্রিয়ং মম।
কুশলোঽস্ম্যশ্বশিক্ষায়াং তথৈবাশ্বচিকিৎসনে।
প্রিয়াশ্চ সততং মেঽশ্বাঃ কুরুরাজ যথা তব ॥৪

যে মামাময়ন্তি বিরাটনগরে জনাঃ।
তেভ্য এবং প্রবক্ষ্যামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥৫

পাণ্ডবেন পুরা তাত অশ্বেষ্বিকৃতঃ পুরা।
বিরাটনগরে হ্যস্মিংস্তিষ্যামি মহীপতে ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সহদেব কথং তস্য সমীপে বিহরিষ্যসি।
কিং বা ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ প্রচ্ছন্নো বিহরিষ্যসি ॥৭

নকুল বলিলেন,—আমি 'গ্রন্থিক' নামে পরিচিত হইয়া বিরাট রাজার অশ্বরক্ষক হইব। আমি অশ্বরক্ষণে দক্ষ এবং জ্ঞানসম্পন্ন। অশ্বরক্ষণ কার্য্যও আমার অতিশয় প্রিয়। আমি অশ্বশিক্ষণে ও অশ্বচিকিৎসাতেও পটু। রাজন্! আপনার ন্যায় অশ্বগণ সর্ব্বদা আমারও প্রিয়। বিরাটনগরে যে সমস্ত লোক আমাকে প্রশ্ন করিবে, তাহাদিগকে আমি এইরূপ বলিব যে, পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা আমাকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজন্! এইভাবে আমি বিরাটনগরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই বিচরণ করিব।৩-৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহদেব! তুমি বিরাট-

সহদেব উবাচ।
গোসংখ্যাতা ভবিষ্যামি বিরাটস্য মহীপতেঃ।
প্রতিষেদ্ধা চ দোদ্ধা চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্ ॥৮

অরিষ্টপাল ইতি খ্যাতো নাম্নাহং বিহিতস্তব।
বিপুলঞ্চ করিষ্যামি যোক্তু তে মানসো জ্বরঃ ॥৯

(অরোগা বহুলাঃ পুষ্টাঃ ক্ষীরঘ্ন্যো বহুপ্রজাঃ।
নিষ্পন্নসস্যাঃ সুভৃতা ব্যপেতত্বরকিল্বিষাঃ ॥
নষ্টচোরভয়া নিত্যং ব্যাধিব্যাঘ্রবিবর্জিতাঃ।
গাবশ্চ সুসুখা রাজন্ নিরুদ্বিগ্না নিরাময়াঃ ॥
ভবিষ্যন্তি ময়া গুপ্তা বিরাটপশবো নৃপ ॥)
অহং হি সততং গোষু তবতা প্রহিতঃ পুরা।
তত্র মে কৌশলং সর্ব্বমবুধ্যং বিদ্ধি পার্থিব ॥১০

লক্ষণং চাবতং চৈষাং গবাং যচ্চাপি মঙ্গলম্।
তৎ সর্ব্বং মে সুবিদিতমস্ত্বাপি মহীপতে ॥১১

করিয়া বিরাট রাজার রাজ্যে বিচরণ করিবে? সেই কার্য্যের কথা তুমি বল।২

সহদেব বলিলেন,—আমি 'অরিষ্টপাল'-নামে খ্যাত হইয়া বিরাটরাজার গো-নিয়ন্ত্রণ, গো-দোহন ও গো-পরিসংখ্যানে দক্ষ গো-পরীক্ষক হইব এবং নিপুণভাবে (প্রচ্ছন্ন থাকিয়া) বিচরণ করিব, আপনার মানসিক সন্তাপ দূর হউক।৮-৯ (হে রাজন্! বিরাটরাজার গো-পশুগুলি আমাদ্বারা রক্ষিত হইয়া রোগমুক্ত, রোগহীন, পরিপুষ্ট, দুগ্ধবতী, বহুসংখ্যক, বহু অপত্যযুক্ত, দুঃখক্লেশ-বিবর্জ্জিত, ব্যাধি, চৌর ও ব্যাঘ্রভয়শূন্য, নিরুদ্বিগ্ন, অভিমুখী ও বলশালী হইবে।) রাজন্! আপনি পূর্ব্বে আমাকে সর্ব্বদাই গো-রক্ষায় নিযুক্ত করিতেন। সে-বিষয়ে সমস্ত কৌশল আমার পরিজ্ঞাত।১০

গরুর শুভাশুভ লক্ষণ, প্রকৃতি এবং গরুর যাহা

বৃষভানপি জানামি রাজন্ পূজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১২

সোঽহমেবং চরিষ্যামি প্রীতিরত্র হি মে সদা।
ন চ মাং বেৎস্যতে কশ্চিৎ তোষয়িষ্যে চ
পাণ্ডবম্ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা ॥১৪

কেন সা দ্রৌপদী কৃষ্ণা কর্ম্মণা বিচরিষ্যতি।
ন হি কিঞ্চিদ্ বিজানাতি কর্ম্ম কর্ত্তুং যথা
স্ত্রিয়ঃ ॥১৫

সুকুমারী চ বালা চ রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা কথং সু বিচরিষ্যতি ॥১৬

মাল্যগন্ধানলঙ্কারান্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
এতাবদেবাভিজানাতি যতো জাতা হি ভামিনী ॥১৭

দ্রৌপদ্যুবাচ।
সৈরন্ধ্র্যো রক্ষিতা লোকে ভূজিষ্যাঃ সন্তি ভারত।
নৈবমন্যাঃ স্ত্রিয়ো যান্তি ইতি লোকস্য নিশ্চয়ঃ ॥
সাহং ব্রুবাণা সৈরন্ধ্রী কুশলা কেশকর্ম্মণি ॥১৮

যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপদ্যাঃ পরিচারিকা।
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্টা রাজ্ঞা চ ভারত ॥১৯

আত্মগুপ্তা চরিষ্যামি যদ্যাং বৈ পরিপৃচ্ছসি ॥২০

সুদেষ্ণাং প্রত্যুপস্থাস্যে রাজভার্য্যাং যশস্বিনীম্।
সা রক্ষিষ্যতি মাং প্রাপ্তাং যা স্যুৎ তে দুঃখমীদৃশম্ ॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কল্যাণং ভাষসে কৃষ্ণে কুলে জাতাসি ভামিনি।
ন পাপমভিজানাসি সাধ্বী সাধুব্রতে স্থিতা ॥২২

মঙ্গলময়—বৃষলক্ষণ এবং আরও নানা বিষয় আমার সুপরিজ্ঞাত ।১১ রাজন্। আমি প্রশস্ত-লক্ষণাক্রান্ত বৃষভগুলি চিনি—যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যাও মাতৃত্ব লাভ করে ।১২ সেই আমি এইভাবে বিচরণ করিব, ইহাতে সর্ব্বদাই আমার আনন্দ হইবে। কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না এবং রাজাকে আমি সন্তুষ্ট করিব ।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমাদের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা এই ভার্য্যা মাতার ন্যায় প্রতিপাল্যা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মান্যা ।১৪ সেই দ্রুপদ-রাজকন্যা কৃষ্ণা কি কার্য্য করিয়া বিচরণ করিবে? অন্যান্য স্ত্রীলোকের মত সে তো কোন কাজ করিতে জানে না ।১৫ মহাভাগ্যবতী, পতিব্রতা, যশস্বিনী, সুকুমারী বালিকা রাজকন্যা কিপ্রকারে বিচরণ করিবে ।১৬ সেই অভিমানিনী দ্রৌপদী জন্মাবধি গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও নানাবিধ বস্ত্র—এইগুলিই শুধু জানে ।১৭

দ্রৌপদী বলিলেন,—রাজন্। লোকের এইরূপ ধারণা আছে যে, সৈরন্ধ্রীনামক একজাতীয় স্ত্রীলোক কাহারও রক্ষিত না হইয়া স্বেচ্ছামত দাসীত্ব করিয়া থাকে। অন্য স্ত্রীলোকেরা এরূপ করিতে পারে না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে আমি কেশবিন্যাসে সুনিপুণা সৈরন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া এই কথা বলিব যে, আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। আমি স্বয়ং সুরক্ষিত হইয়াই বিচরণ করিব। যে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিলাম। আমি যশস্বিনী রাণী সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইব। আমি উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাখিবেন। আপনার এতাদৃশ দুঃখ না হউক ।১৮-২১

যথা ন দুর্হৃদঃ পাপা ভবন্তি সুখিনঃ পুনঃ।
কুর্য্যাস্তৎ ত্বং হি কল্যাণি লক্ষয়েয়ুর্ন তে তথা ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্রৌপদি। তুমি উত্তম বলে অভিহিত, সুতরাং কল্যাণজনক বাক্যই বলিতেছ। তুমি পতিব্রতা, তুমি উত্তম নিয়মে অবস্থান কর, পাপ কর্ম্ম তুমি জান না। যে কল্যাণি। পাপমতি শত্রুবর্গ যাহাতে পুনরায় সুখী না হয়, যাহাতে তাহারা তোমাকে লক্ষ্য করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিবে অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবে।২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণায় তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[রাজকুলে বসতিমধিকৃত্য পাণ্ডবেভ্যো ধৌম্যস্যোপদেশদানম্, তৎস্মারতঃ পাণ্ডবানাং প্রস্থানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কর্ম্মাণ্যুক্তানি যুষ্মাভির্যানি যানি করিষ্যথ।
মম চাপি যথা বুদ্ধিরুচিতা বিদিনিশ্চয়াৎ ॥১

পুরোধিতোঽয়মস্মাকমগ্নিহোত্রাণি রক্ষতু।
সূদপৌরোগবৈঃ সার্দ্ধং দ্রুপদস্য নিবেশনে ॥২

ইন্দ্রসেনমুখাশ্চেমে রথানাদায় কেবলান্।
যান্তু যাবন্তীং শীঘ্রমিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৩

ইমাশ্চ নার্য্যো দ্রৌপদ্যাঃ সর্বাশ্চ পরিচারিকাঃ।
পাঞ্চালানেব গচ্ছন্তু সূপৌরোগবৈঃ সহ ॥৪

সর্বৈরপি চ বক্তব্যং ন জ্ঞায়ন্তু পাণ্ডবাঃ।
গতা হ্যজ্ঞানপাদায় সর্বে বৈতবনাদিতি ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তেঽন্যোন্যমামন্ত্র্য কর্ম্মাণ্যুক্ত্বা পৃথক্ পৃথক্।
ধৌম্যমামন্ত্রয়ামাসুঃ স চ তান্ মন্ত্রমব্রবীৎ ॥৬

চতুর্থ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যের রাজকুলে বসতি সম্বন্ধে উপদেশ দান এবং পাণ্ডবগণের তথা হইতে প্রস্থান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তোমরা যে যে কার্য্য করিবে তাহা বলিলে, আমারও যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাতে উহাই উচিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে।১ এক্ষণে কর্ত্তব্য নিশ্চয় হওয়ায় এই পুরোহিত-মহাশয় পাকশালাধ্যক্ষ ও পাচকগণের সহিত দ্রুপদরাজার বাটীতে গিয়া আমাদের অগ্নিহোত্র রক্ষা করিতে থাকুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি এই সারথিগণ শূন্যরথ লইয়া সত্বর যাবতীয় প্রস্থান করুক—ইহাই আমার অভিপ্রায়।২-৩ এই রমণীগণ এবং দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণ সকলেই পাচক ও পাকশালাধ্যক্ষের সহিত পাঞ্চালরাজ্যেই গমন করুক।৪ ইহারা

ধৌম্য উবাচ।

বিদিতং পাণ্ডবাঃ সর্বং ব্রাহ্মণেষু সুহৃৎসু চ।
যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাগ্নিষু ভারত ॥৭
যথা রক্ষা বিধাতব্যা কৃষ্ণায়াঃ ফাল্গুনেন চ।
বিদিতং বো যথা সর্বং লোকবৃত্তমিদং তব ॥৮
বিদিতে চাপি বক্তব্যং সুহৃদ্ভিরনুরাগতঃ।
এষ ধর্মশ্চ কামশ্চ অর্থ শ্চৈব সনাতনঃ ॥৯

অতোঽহমপি বক্ষ্যামি হেতুমত্র নিবোধত।
হন্তেমাং রাজবসতিং রাজপুত্রা ব্রবীম্যহম্ ॥১০

যথা রাজকুলং প্রাপ্য সর্বান্ দোষাংস্তরিষ্যথ।
দুর্বসং চৈব কৌরব্য জানতা রাজবেশ্মনি ॥১১

অমানিতৈরমানিতৈর্বা অজ্ঞাতৈঃ পরিবৎসরম্।
ততশ্চতুর্দশে বর্ষে চরিষ্যথ যথাসুখম্ ॥১২
দৃষ্টদ্বারো লভেদ্ দ্রষ্টুং রাজবেষু ন বিশ্বসেৎ।
তদেবাসনমন্বিচ্ছেদ্ যত্র নাভিপতেৎ পরঃ ॥১৩
যো ন যানং ন পর্যঙ্কং ন পীঠং ন গজং রথম্।
আরোহেৎ সম্মতোঽস্মীতি ন রাজবসতিং বসেৎ ॥১৪
যত্র যত্রেনমাসীনং শঙ্কেরন্ দুষ্টচারিণঃ।
ন তত্রোপবিশেদ্ যো বৈ স রাজবসতিং বসেৎ ॥১৫
ন চানুশিষ্যাদ্ রাজানমপৃচ্ছন্তং কদাচন।
তূষ্ণীং ত্বেনমুপাসীত কালে সমভিপূজয়েৎ ॥১৬
অসূয়ন্তি হি রাজানো জননানৃতবাদিনঃ।
তথৈব চাবমন্যন্তে মন্ত্রিণং বাদিনং মৃষা ॥১৭

সকলেই বলিবে যে, পাণ্ডবদের সন্ধান জানা যায় নাই, তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া বৈতবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য কীর্তন করিয়া ধৌম্যকে আহ্বান করিলেন এবং ধৌম্য আসিয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।৬

ধৌম্য বলিলেন,—হে পাণ্ডবগণ! আত্মিত সুহৃদ্‌বর্গ, ব্রাহ্মণগণ, যান-বাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং (আগ্নিহোত্রীয়) অগ্নি সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। হে রাজন্! আপনি এবং অর্জুন দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবেন, সমস্ত লৌকিক বৃত্তান্ত আপনার ও আপনাদের জানা আছে।৭-৮ জানা থাকিলেও স্নেহবশতঃ বন্ধুগণের তাহা বলা উচিত; কারণ ইহাই ধর্ম, ইহাতেই কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।৯ এইজন্য আমিও কিছু যুক্তিযুক্ত কথা বলিব, আপনারা ইহা ধীরচিত্তে শ্রবণ করুন। হে রাজপুত্রগণ! আমি রাজভবনে বাস করিবার রীতি বলিতেছি, যাহাতে এই রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আপনারা সর্বপ্রকার ত্রুটি পরিহার করিয়া চলিতে পারিবেন। হে কুরুনন্দন! অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও রাজবাটীতে বাস করা দুষ্কর।১০-১১ অসম্মানিত বা সম্মানিত হইয়াও অজ্ঞাত অবস্থায় এক বৎসর কাল বাস করিতে হইবে। তাহার পর চতুর্দশ বর্ষে আপনারা যথাসুখে বিচরণ করিবেন।১২

যদি রাজার দর্শনলাভ করিতে চাও, তবে দ্বারপালের দ্বারা উহা জানাইবে এবং আজ্ঞা লইবে এই রাজাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। এইরূপ আসনে বসিবার ইচ্ছা করিতে হয়, যে আসনে অপর কেহ বসিবে না, যে ব্যক্তি 'আমি রাজার প্রিয় হইয়াছি' ইত্যাদি মনে করিয়াও রাজার বাহন, আসন, পর্যাঙ্ক, হস্তী ও রথে আরোহণ না করে, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।১৩-১৪ যে সমস্ত স্থানে উপবেশন করিলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, সেই সব স্থানে যে ব্যক্তি উপবেশন করে না, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে

নৈষাং দারেষু কুর্বীত মৈত্রীং প্রাজ্ঞঃ কদাচন।
অন্তঃপুরচরা যে চ যে চৈষ্টা যানহিতাংশ্চ যে ॥১৮

বিদিত্বা চাস্য কুর্বীত কার্য্যাণি সুলঘূন্যপি।
এবং বিচরতো রাজ্ঞি ন ক্ষতির্জায়তে ক্বচিৎ ॥১৯

গচ্ছন্নপি পরাং ভূমিমপৃষ্টো হ্যনিযোজিতঃ।
আত্মাঙ্গ ইব মন্যেত মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্ ॥২০

ন হি পুত্রং ন নপ্তারং ন ভ্রাতরমবিশ্বসাঃ।
সমতিক্রান্তমর্য্যাদং পুরয়ন্তি নরাধিপাঃ ॥২১

যস্যাচ্ছোপচরেদেনমগ্নিবদ্ দেববৎ দ্বিজ।
অমৃতেনোপচীর্ণো হি হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥২২

যদ্ যদ্ ভর্তানুযুঞ্জীত তৎ তদেবানুবর্তয়েৎ।
প্রমাদমবলেপঞ্চ কোপঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥২৩

সমর্থনাসু সর্বাসু হিতঞ্চ প্রিয়মেব চ।
সংবর্তয়েৎ তদেবাস্য প্রিয়াদপি হিতং ভবেৎ ॥২৪

অনুকূলো ভবেচ্চাস্য সর্বার্থেষু কথাসু চ।
অপ্রিয়ং চাহিতং যৎ স্যাৎ তদস্মৈ নানুবর্তয়েৎ ॥২৫

নাহমস্য প্রিয়োঽস্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ।
অপ্রমত্তশ্চ সততং হিতং কুর্য্যাৎ প্রিয়ঞ্চ যৎ ॥২৬

নাস্যানিষ্টানি সেবেত সাহিষ্টৈঃ সহ সংবসেৎ।
স্বস্যানার্য্য বিকল্পেত ন রাজবসতিং বসেৎ ॥২৭

পারে।১৫ রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কখনও কোন উপদেশ দিতে নাই, রাজার নিকটে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হয় এবং সময় মত সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।১৬ রাজারা মিথ্যাবাদী লোকদিগকে অপ্রিয় জ্ঞান করেন। সেইরূপ মিথ্যাবাদী মন্ত্রীকেও তাঁহারা অবজ্ঞা করেন।১৭ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও রাজার পত্নীর সহিত কিংবা যাহারা রাজার অন্তঃপুরচারী, রাজা যাহাদের প্রতি বিশ্বাস করেন বা যাহারা রাজার শত্রু, তাহাদের সহিত কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবে না।১৮ তাহা ছাড়া অতি সাধারণ কার্য্যও রাজার জ্ঞাতসারেই করিতে হয়, এইভাবে রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করিলে কখনও ক্ষতি হয় না।১৯ রাজ-সন্নিধানে উত্তম স্থান লাভ করিয়াও অসম্ভাষিত ও অনিযুক্ত অবস্থায় মর্য্যাদার কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে অঙ্গহীনের ন্যায় মনে করিতে হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা আলাপ না করেন এবং বলিবার অনুমতি দান বা আসন নির্দ্দেশ না করেন, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয়।২০

শত্রুদমনকারী রাজারা মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা কাহাকেও সমাদর করেন না।২১ তাঁহাকে দেবতার মত, অগ্নির মত সযত্নে সেবা করিতে হয়। সেবার ছলনা করিলে রাজা তাহাকে হত্যা করেন—ইহাতে সংশয় নাই। রাজা যাহা বলেন, তাহাই করিতে হয়, যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহাই শুধু বর্ণনা করিতে হয়। অনবধানতা, অহঙ্কার এবং ক্রোধ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হয়।২২-২৩ সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনার ক্ষেত্রে যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই বলিতে হয়; অসম্ভব স্থলে প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া হিতবাক্যই বলিতে হয়।২৪ সর্ব্বকার্য্যে এবং সমস্ত কথাবার্ত্তায় রাজার আনুকূল্য করিতে হয়। যাহা তাঁহার অপ্রিয় ও অহিতকর, তাহা তাঁহার কাছে বলিতে নাই।২৫

পণ্ডিত ব্যক্তি 'আমি ইঁহার প্রিয় হইয়াছি' ইহা মনে করিয়া রাজসেবা করিবে না। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া যাহা রাজার হিত ও প্রিয়, তাহা করিবে।২৬ যিনি রাজার অহিতকর কার্য্য করেন না, রাজার শত্রুদের সহিত কথা বলেন না, আপন স্থান হইতে অন্যস্থানে যান না অর্থাৎ নিজের ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হ'ন না, তিনিই রাজভবনে

দক্ষিণং বাথ বামং বা পার্শ্বমাসীত পণ্ডিতঃ।
দক্ষিণাং হ্যাস্তশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্ বিধীয়তে ॥২৮

নিত্যং হি প্রতিষিদ্ধং তু পুরস্তাদাসনং মহৎ।
ন চ সম্পর্শনে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তমপি সজ্জয়েৎ ॥২৯

অপি হ্যেতদ্ দরিদ্রাণাং বালীকস্থানমুত্তমম্।
ন মৃষাভিহিতং রাজ্ঞাং মনুষ্যেষু প্রকাশয়েৎ ॥৩০

অসূচয়ন্তি হি রাজানো নরানৃতবাদিনঃ।
তথৈব চাবমন্যন্তে নরান্ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩১

শূরোঽস্মীতি ন ব্রূয়াদ্ ভীরুঃ স্যাদ্ বুদ্ধিমানিতি বা পুনঃ।
প্রিয়মেবাচরন্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবতি ভোগবান্ ॥৩২

ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্য দুষ্প্রাপং প্রিয়ং প্রাপ্য চ রাজতঃ।
অপ্রমত্তো ভবেদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়েষু চ হিতেষু চ ॥৩৩

যস্য কোপো মহাবাহো প্রসাদশ্চ মহাফলঃ।
কস্তস্য মনসাপীজ্যেদনর্থং প্রাজ্ঞসম্মতঃ ॥৩৪

ন চোষ্ঠৌ ন ভুজৌ জাতু ন চ বাক্যং সমাক্ষিপেৎ।
সদা বাতঞ্চ বাচঞ্চ ত্যজনং চাচরেচ্ছনৈঃ ॥৩৫

হাস্যবস্তুষু চাস্যস্য বর্ত্তমানেষু কেষুচিৎ।
নাতিপ্রগল্ভং প্রহসেত ন চাপ্যুত্তরদো ভবেৎ ॥৩৬

ন চাতিধৈর্য্যেণ চরেদ্ গুরুত্বাং হি ব্রজেৎ ততঃ।
স্মিতং তু মৃদুপূর্বেণ দর্শয়েত প্রসাদজম্ ॥৩৭

লাভে ন হর্ষয়েদ্ আত্মন ন ব্যথেদ্ বোঽবমানিতঃ।
অসম্মূঢ়শ্চ যো নিত্যং স রাজবসতিং বসেৎ ॥৩৮

রাজানং রাজপুত্রং বা সংবর্ণয়তি যঃ সদা।
অমাত্যঃ পণ্ডিতো ভূত্বা স চিরং তিষ্ঠতে প্রিয়ঃ ॥৩৯

প্রগৃহীতশ্চ যোঽমাত্যো নিগৃহীতশ্চুকাশয়ৈঃ।
ন নির্বদতি রাজানং লভতে সম্পদং পুনঃ ॥৪০

বাদ করিতে পারেন।২৭ পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে বসিবেন, কারণ পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রধারী প্রহরীদের বসিবার স্থান।২৮ রাজার সম্মুখভাগে উচ্চাসনে উপবেশন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। রাজার সমক্ষে কিছু উত্তম বৃত্তি বা পারিতোষিকাদি গর্ব্বিতভাবে গ্রহণ করিবে না।২৯ রাজা যদি কোন মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।৩০

রাজারা মিথ্যাবাদী লোকদের প্রতি বিদ্বেষ করেন এবং পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগকেও অবজ্ঞা করেন।৩১ আমি বীর বা আমি বুদ্ধিমান্, এইরূপ অহঙ্কার করিবে না। রাজার প্রিয় আচরণ করিয়াই প্রিয় ও রাজদত্ত ভোগে ভোগবান্ হওয়া যায়।৩২ রাজার নিকট হইতে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য বা কোন প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া রাজার প্রিয় ও হিতবিষয়ে অপ্রমত্ত থাকিবে।৩৩ যাঁহার ক্রোধ ভয়ানক ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে এবং যাঁহার অনুগ্রহ প্রচুর অভীষ্ট ফলদান করিতে পারে, কোন্ পণ্ডিতসম্মত ব্যক্তি মনে মনেও তাঁহার অনিষ্ট কামনা করিবে?৩৪ রাজার সম্মুখে ওষ্ঠ, বাহু এবং জানু বিস্তারিত করিতে ও বৃথা বাক্য বলিতে নাই। বায়ুনিঃসারণ, বাক্য উচ্চারণ ও নিষ্ঠীবন (থুথু-ফেলা) সর্ব্বথা ধীরে ধীরে করিতে হয়।৩৫

অপরের কোন উপহাসযোগ্য বিষয়ে অত্যন্ত হৃষ্ট হইতে নাই বা উন্মত্তের ন্যায় হাস্য করিতে নাই।৩৬ কিংবা অতিশয় গাম্ভীর্য্যও অবলম্বন করিতে নাই, তবেই গৌরব লাভ করিতে পারা যায়। রাজার অনুগ্রহলাভে মৃদুহাস্য প্রকাশ করিতে হয়।৩৭ যে ব্যক্তি কিছু লাভ করিয়াও হর্ষপ্রকাশ না করে, অপমানিত হইয়াও ব্যথিত না হয় এবং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৩৮ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের প্রশংসা করিতে পারে, সে রাজমন্ত্রী বা

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ গুণবাদী বিচক্ষণঃ।
উপজীবী ভবেদ্ রাজ্ঞো বিষয়ে যোঽপি
বা ভবেৎ ॥৪১

অমাত্যো হি বলাদ্ ভোক্তুং রাজানং প্রার্থয়েত যঃ।
ন স তিষ্ঠেচ্চিরং স্থানং গচ্ছেচ্চ প্রাণসংশয়ম্ ॥৪২

জ্ঞেয়ঃ সদাত্মনো দৃষ্ট্বা পরং রাজা ন সংবদেৎ।
বিশেষয়েচ্চ রাজানং যোগ্যভূমিষু সর্বদা ॥৪৩

অম্লানো বলবান্ শূরশ্ছায়েবানুগতঃ সদা।
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তঃ স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৪

অন্তস্মিন্ প্রেষ্যমাণে তু পুরস্তাদ্ যঃ সমুৎপতেৎ।
অহং কিং করবাণীতি স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৫

। আন্তরে চৈব বাহ্যে চ রাজ্ঞো বন্ধাথ সর্বদা।
আদিষ্টো নৈব কল্পেত স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৬

যো বৈ গৃহেভ্যঃ প্রবসন্ প্রিয়াণাং নানুসংস্মরেৎ।
দুঃখেন সুখমন্বিচ্ছেৎ স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৭

সমবেষু ন কুর্বীত মৌর্খ্যং সন্নিহিতো বসেৎ।
ন মন্ত্রং বহুষু কুর্য্যাদেবং রাজ্ঞঃ প্রিয়ো বসেৎ ॥৪৮

ন কর্মণি নিযুক্তঃ সন্ ধনং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
প্রাপ্নোতি হি ধনং ত্রস্যাং বন্ধনং যদি বা বধম্ ॥৪৯

ধনং বস্ত্রমলঙ্কারং যচ্চান্যৎ সম্প্রযচ্ছতি।
তদেব বারয়েদ্ যস্তমেবং প্রিয়তরো ভবেৎ ॥৫০

এবং সংযম্য চিত্তানি যত্নতঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
সংবৎসরমিমং ভাত তবাসীনা বুভূষত।
অথ স্ববিষয়ং প্রাপ্য যথাকামং করিষ্যথ ॥৫১

রাজপণ্ডিত হইয়া চিরকাল রাজার প্রিয় হইতে পারে। যে ব্যক্তি মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া অকারণে নিগৃহীত হইয়াও রাজার নিন্দা না করে, সে পুনরায় সম্পদ্ লাভ করে।৩৬-৪০

রাজোপজীবী বা রাজ্যের অধিবাসী বিচক্ষণ ব্যক্তি রাজার সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে গুণকীর্তন করিবে।৪১ যে অমাত্য জোর করিয়া রাজাকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেশীদিন থাকিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়।৪২ সর্বদা নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজার সহিত সমকক্ষভাবে সংলাপ করিবে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাজাকে সর্বদাই প্রাধান্য দান করিবে।৪৩ যে বীর ও বলশালী ব্যক্তি বিবাদগ্রস্ত হয় না এবং সর্বদাই ছায়ার ন্যায় আনুগত্য করে, যে ব্যক্তি সত্যবাদী, কোমলস্বভাব এবং জিতেন্দ্রিয় —সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৪ অপরকে কোন কার্যে প্রেরণ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি 'আমি কি করিব' বলিয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৫

গোপনীয় বা প্রকাশ্য যে-কোন কার্যে রাজা আদেশ করিলে যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৬ যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া বিদেশে থাকিয়াও প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে না, বর্তমানের দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া যে ভবিষ্যতের সুখলাভের ইচ্ছা করে, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৭ রাজার সহিত সমান বেশভূষা করিতে নাই, রাজার অপেক্ষা উচ্চ আসনে অথবা রাজার একান্ত সন্নিধানে থাকিতে নাই, রাজার মন্ত্রণা বহুলোকের কর্ণগোচর করিতে নাই—তাহা হইলে রাজার প্রিয় হইতে পারা যায়।৪৮ কার্যে নিযুক্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ধন (না বলিয়া) গ্রহণ করিতে নাই। ধনগ্রহণকারী ব্যক্তি বধ বা বন্ধন-

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনুশিষ্টাঃ স্ম ভদ্রং তে নৈতদ্ বক্তাস্তি কশ্চন।
কুন্তীমৃতে মাতরং নো বিদুরং বা মহামতিম্ ॥৫২

যদেবানন্তরং কার্য্যং তদ্ ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি।
তাবণাদ্যাস্ত দুঃখস্য প্রস্থানায় জয়ায় চ ॥৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো রাজা ধৌম্যোঽথ দ্বিজসত্তমঃ।
অকরোদ্ বিধিবৎ সর্বং প্রস্থানে যদ্ বিধীয়তে ॥৫৪

তেষাং সমিধ্য তানগ্নীন্ মন্ত্রবচ্চ জুহাব সঃ।
সমৃদ্ধিবৃদ্ধিলাভায় পৃথিবীবিজয়ায় চ ॥৫৫

অগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণাংশ্চ তপোধনান্।
যাজ্ঞসেনীং পুরস্কৃত্য ষড়েতে প্রযযুস্ততঃ ॥৫৬

গতেষু তেষু বীরেষু ধৌম্যোঽথ জপতাং বরঃ।
অগ্নিহোত্রাণ্যুপাদায় পাঞ্চালানভ্যগচ্ছত ॥৫৭

ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব যথোক্তাঃ প্রাপ্য যাদবান্।
রথানশ্বাংশ্চ রক্ষন্তঃ সুখমূষুঃ সুসংবৃতাঃ ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি ধৌম্যোপদেশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।৪

প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪৯ বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা যান-বাহন কিংবা অন্য যাহা কিছু রাজা প্রদান করেন, তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ করিলে রাজার অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়।৫০ হে ভ্রাতঃ যুধিষ্ঠির! হে পাণ্ডবগণ! এইভাবে যত্নপূর্ব্বক চিত্ত সংযত করিয়া এই বৎসরটি উক্তপ্রকারে যাপন করিতে ইচ্ছা করুন। পরে নিজরাজ্য লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন।৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দান করিলেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমাদের মাতা কুন্তীদেবী এবং মহামতি বিদুর ছাড়া এইরূপ উপদেশ দেওয়ার লোক আর নাই।৫২ এক্ষণে এই দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার জন্য, অজ্ঞাতবাসে যাত্রার জন্য এবং জয়লাভের জন্য অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আপনি করুন।৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে অনন্তর দ্বিজসত্তম ধৌম্য যাত্রাকালীন কর্ত্তব্য-সমূহ যথাবিধি সম্পাদন করিলেন।৫৪ তাঁহাদের সেই অগ্নিহোত্রীয় অগ্নিগুলিকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদের সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও পৃথিবী-জয়ের জন্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন।৫৫ অনন্তর দ্রৌপদীকে সম্মুখে লইয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ছয়জনে যাত্রা করিলেন।৫৬ বীর পাণ্ডবগণ প্রস্থান করিলে জাপকপ্রবর ধৌম্য অগ্নিহোত্রগুলি লইয়া পাঞ্চাল-রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।৫৭ ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণও যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক নিজেরা সুরক্ষিত হইয়া রথ এবং অশ্ব রক্ষায় নিরত থাকিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে ধৌম্যের উপদেশস্থানে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটনগরমুপগম্য শমীবৃক্ষে পাণ্ডবানামস্ত্রস্থাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে বীরা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তথা বদ্ধকলাপিনঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যযুঃ ॥১

ততস্তে দক্ষিণং তীরমন্বগচ্ছন্ পদাতয়ঃ।
নিবৃত্তবনবাসা হি স্বরাষ্ট্রং প্রেপ্সবস্তদা।
বসন্তো গিরিদুর্গেষু বনদুর্গেষু ধন্বিনঃ ॥২

বিধ্যন্তো মৃগজাতানি মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
উত্তরেণ দশার্ণান্তে পঞ্চালান্ দক্ষিণেন চ ॥৩

অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ।
যুদ্ধা ক্রব্যাদা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশন্ বনাৎ ॥৪

ধন্বিনো বদ্ধনিস্ত্রিংশা বিবর্ণাঃ শুষ্কবাষিণঃ।
ততো জনপদং প্রাপ্য কৃষ্ণা রাজানমব্রুবন্ ॥৫
পশ্যৈতৎপদ্মো দৃশ্যন্তে ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ।
ব্যক্তং দূরে বিরাটস্য রাজধানী ভবিষ্যতি।
বসামেহাপরাং রাত্রিং বলবান্ নো পরিশ্রমঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বনস্থান সমুত্তস্য পাঞ্চালীং বহ ভারত।
রাজবাস্তাং বিবৎস্যামো বিমুক্তাশ্চ বনাদিতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তামাদায়ার্জুনস্তূর্ণং দ্রৌপদীং গজবাডিব।
সম্প্রাপ্য নগরাত্যাসমবতারয়দর্জুনঃ ॥৮

পঞ্চম অধ্যায়।

[বিরাটনগরের নিকটে যাইয়া পাণ্ডবদের শমীবৃক্ষে অস্ত্রস্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর পাণ্ডবগণ (কটিদেশে) তরবারি, (পৃষ্ঠে) তূণ বন্ধন করিয়া এবং অঙ্গুলিত্রনামক জ্যাঘাতনিবারক চর্ম্মাবরণ ও অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া যমুনাভিমুখে গমন করিলেন।১

তাহার পর তাঁহারা যমুনার দক্ষিণ-তীর দিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের বনবাস শেষ হইয়াছিল, তাঁহারা নিজ রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর, মহাবলশালী পাণ্ডবগণ কখনও দুর্গম পর্ব্বতে কখনও দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়া ধনুক ধারণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে করিতে দশার্ণ দেশের উত্তর দিয়া, পাঞ্চালরাজ্যের দক্ষিণ দিয়া, যকৃল্লোম ও শূরসেননামক দুই দেশের মধ্য দিয়া, অরণ্য হইতে বিরাটরাজার রাজা মৎস্য দেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল শুষ্কবল্কিত হইয়াছিল, বর্ণ মলিন হইয়াছিল, তাঁহারা কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়াছিলেন এবং ধনুক ধারণ করিয়াছিলেন। পথে তাঁহারা ব্যাধ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। তাহার পর লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।২-৫ 'দেখুন, এক পা ফেলিবার মতন সরু সরু রাস্তা ও নানাবিধ কৃষিক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিরাটরাজার রাজধানী এখনও বহুদূরে ইহা বুঝা যাইতেছে। আমরা এইখানেই আর একটি রাত্রি বাস করি। আমার ভয়ানক পরিশ্রম হইয়াছে' ।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জ্জুন। তুমি দ্রৌপদীকে তুলিয়া লইয়া বহন কর। হে ভারত। আমরা এই বন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি, রাজধানীতে গিয়াই বাস করিব।৭

স রাজধানীং সম্প্রাপ্য কৌন্তেয়োঽর্জুনবব্রবীৎ।
কাসুবাস্মি সমাদজ্ঞা প্রবেক্ষ্যামঃ পুরং বয়ম্ ॥৯

সাসুবাংশ্চ প্রবেক্ষ্যামো বয়ং তাত পুরং যদি।
সম্বুদ্বেগং জনস্যাস্য করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥১০

গাণ্ডীবঞ্চ মহদ্ গাঢ়ং লোকে চ বিদিতং নৃণাম্।
অজ্ঞেয়ানুদ্যমাদায় গচ্ছামো নগরং বয়ম্।
ক্ষিপ্রমস্মান্ বিজানীয়ুর্ঘদ্যস্মা নাত্র সংশয়ঃ ॥১১

ততো দ্বাদশ বর্ষাণি প্রবেষ্টব্যং বনে পুনঃ।
একস্মিন্নপি বিজ্ঞাতে প্রতিজ্ঞাতং হি নস্তথা ॥১২

অর্জুন উবাচ।

ইয়ং কৃষ্ণে মনুষ্যেন্দ্র পরমা মহতী শমী।
ভীমশাখা দুরারোহা শ্মশানস্য সমীপতঃ ॥১৩

ন চাপি বিদ্যতে কশ্চিন্মনুষ্য ইতি মে মতিঃ।
যোঽস্মান্ বিদ্যাদ্ভো দ্রষ্টা ভবেচ্ছস্ত্রাণি পাণ্ডবাঃ ॥১৪

উৎপথে হি বনে জাতা মৃগব্যালনিষেবিতে।
সমীপে চ শ্মশানস্য গহনস্য বিশেষতঃ ॥১৫

সমাধায়াস্মদং শম্যাং গচ্ছামো নগরং প্রতি।
এবমত্র যথাযোগং বিহরিষ্যাম ভারত ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স রাজানং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রচক্রমে নিধানায় শস্ত্রাণাং ভরতর্ষভ ॥১৭

যেন যেনাস্ত্রমন্ত্রেণ সর্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
স্মৃতান্ জনপদাংশ্চাস্যানভয়ং কুরুপুঙ্গবঃ ॥১৮

ততুদ্দারং মহাঘোষং সম্পন্নবলসূদনম্।
অপজ্যমকরোৎ পার্থো গাণ্ডীবং সুদৃঢ়ক্রমম্ ॥১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরন্তপ অর্জুন সত্বর দ্রৌপদীকে তুলিয়া লইয়া নগরের নিকটে গিয়া নামাইলেন।৮ রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন,—বৎস! আমরা অস্ত্রগুলি কোথায় রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিব?৯ অস্ত্র লইয়া আমরা যদি নগরে প্রবেশ করি, তবে জনসাধারণের উদ্বেগ উৎপাদন করিব—সন্দেহ নাই।১০ এই বিশাল, ভারযুক্ত ও সুদৃঢ় গাণ্ডীব জগতে জনগণের পরিজ্ঞাত। সেই গাণ্ডীব লইয়া যদি আমরা নগরে প্রবেশ করি, তবে লোকেরা শীঘ্রই আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে—ইহাতে সংশয় নাই।১১ তাহার পর একজনকেও যদি কেহ চিনিতে পারে, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—এইরূপই আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে।১২

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! ঐ অদূরে ভূমির উপর শ্মশানের নিকটে দুরূহ বৃক্ষ ও দুরারোহ একটি বৃহৎ শমীবৃক্ষ রহিয়াছে। উহার শাখাগুলি ভীষণাকার।১৩ পাণ্ডবগণ! এখানে কোন মনুষ্য আছে বলিয়াও আমার মনে হয় না, যে আমাদিগকে অস্ত্র রাখিতে দেখিতে পাইবে?১৪ মৃগ ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে পথ হইতে দূরে বিশেষতঃ দুর্গম শ্মশানের সন্নিকটে এই গাছটি জন্মিয়াছে। এই শমীবৃক্ষে অস্ত্রগুলি বাঁধিয়া রাখিয়া যদি আমরা নগরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমরা যথাযোগ্যভাবে বিচরণ করিতে পারিব।১৫-১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া অর্জুন অস্ত্রগুলি রাখিবার জন্য গুহাটিতে আরম্ভ করিলেন।১৭ কুরুপুঙ্গব অর্জুন যাহা দ্বারা একরথে দেবতা ও সমস্ত মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু সমৃদ্ধ জনপদ জয় করিয়াছিলেন, প্রবল শত্রুসংহারকারী মহানির্ঘোষযুক্ত সেই অতি ভয়ঙ্কর

যেন বীরঃ কুরুক্ষেত্রমভ্যরক্ষৎ পরন্তপঃ।
অমুঞ্চদ্ ধনুষস্তস্য জ্যামক্ষয্যাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০

প্রাক্কালান্ যেন সংগ্রামে ভীমসেনোঽজয়ৎ প্রভুঃ।
প্রত্যাবেষদ্ বহূনেকঃ সপত্নাংশ্চৈব দিগ্‌জয়ে ॥২১

নিশম্য যস্য বিস্ফারং ব্যত্রসন্ত রণাৎ পরে।
পর্বতস্যেব দীর্ণস্য বিস্ফোটমশনেরিব ॥২২

সৈন্ধবং যেন রাজানং পর্য্যায়ুষিতবানথ।
জ্যাপাশং ধনুষস্তস্য ভীমসেনোঽবতারয়ৎ ॥২৩

অজয়ৎ পশ্চিমামাশাং ধনুষা যেন পাণ্ডবঃ।
মাদ্রীপুত্রো মহাবাহুস্তাম্রাক্ষো মিতভাষিতা ॥২৪

তস্য মৌর্ব্বীমপাকর্ষচ্ছুরঃ সংক্রন্দনো যুধি
কুলে নাস্তি সমো রূপে যস্যেতি নকুলঃ স্মৃতঃ ॥২৫

দক্ষিণাং দক্ষিণাচারো দিশং যেনাজয়ৎ প্রভুঃ।
অপজ্যমকরোদ্ বীরঃ সহদেবস্তদায়ুধম্ ॥২৬

খড়্গাংশ্চ দীপ্তান্ দীর্ঘাংশ্চ কলাপাংশ্চ মহাধনান্
বিপাঠান্ ক্ষুরবাণাংশ্চ ধনুভিঃসহ সোঽধুনোৎ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাস্যপাসঙ্গকূলং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আরুহেমাং শমীং বীর ধনূংষ্যেতানি নিক্ষিপ ॥২৮

তামুপারুহ্য নকুলো ধনূংষি ন্যদধে স্বয়ম্।
যানি তস্যাবকাশানি দিব্যরূপাণ্যমন্যত ॥২৯

যত্র চাপস্য তস্য বৈ শিরোবর্ষাণি বর্ষতি।
তত্র তানি দৃঢ়ৈঃ পাশৈঃ সুখাঢ়ং পর্য্যবন্ধত ॥৩০

শরীরঞ্চ মৃতস্যৈকং সমবধ্নন্ত পাণ্ডবাঃ।
বিবর্জয়িষ্যন্তি নরা দুরাদেব শমীমিমাম্ ॥৩১

বিশাল পাণ্ডবকে জ্যামুক্ত করিলেন।১৭-১৮ শত্রু-পীড়নকারী বীর যুধিষ্ঠির যাহাদ্বারা কুরুক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ধনুকের অক্ষয় জ্যা-(গুণ) খুলিয়া ফেলিলেন।২০ প্রভাবশালী ভীমসেন যাহাদ্বারা যুদ্ধে পাকালদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়কালে একাকী যাহাদ্বারা বহুশত্রুকে নিবারণ করিয়াছিলেন, বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় এবং বজ্রের বিস্ফোরণের ন্যায় যাহার বিস্তারকালীন শব্দ শুনিয়া শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিত, যাহা দ্বারা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ভীমসেন স্বয়ং সেই ধনুর গুণ খুলিয়া ফেলিলেন।২১-২৩ মাদ্রী ও পাণ্ডুর পুত্র—যাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত এবং যিনি বীর ও মিতভাষী, যিনি যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কাঁপাইয়া ছাড়েন, বাণে যাঁহার ন্যায় রূপবান্ আর নাই বলিয়াই যাঁহার নাম হইয়াছিল নকুল, তিনি যে ধনুর দ্বারা পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জ্যা খুলিয়া ফেলিলেন।২৪-২৫ দাক্ষিণ্য (সরলতা)-পূর্ণ আচরণকারী প্রভাবশালী বীর সহদেব যাহার দ্বারা দক্ষিণদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই ধনুককে জ্যা-মুক্ত করিলেন।২৬ সমুচ্ছ্রিত, সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ, ক্ষুরধার বিপাঠগুলিকেও ধনুকগুলির সহিত স্থাপন করিলেন।২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নকুলকে আদেশ করিলেন—হে বীর! তুমি এই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই ধনুকগুলি সন্নিহিত করিয়া রাখ।২৮ নকুল সেই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া স্বয়ং ধনুকগুলি স্থাপন করিলেন। বৃক্ষের মধ্যভাগে যে স্থানগুলিকে তিনি ভাল অর্থাৎ উপযুক্ত মনে করিলেন এবং যেখানে সোজাসুজি বৃষ্টি

আবদ্ধং শবমত্রেতি গন্ধমাত্রায় পূতিকম্।
অশীতশতবর্ষেয়ং মাতা ন ইতি বাদিনঃ ॥৩২

কুলধর্ম্মোঽয়মস্মাকং পূর্ব্বৈরাচরিতোঽপি বা।
সমাসজ্যাথ বৃক্ষেঽস্মিন্নিতি বৈ ব্যাহরন্তি তে ॥৩৩

আগোপালাবিপালেভ্য আচক্ষাণাঃ পরন্তপাঃ।
আজগ্মুর্নগরাভ্যাশং পার্থাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৩৪

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ।
ইতি গুহ্যানি নামানি চক্রে তেষাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৫

ততো যথাপ্রতিজ্ঞাতিঃ প্রবিশন্ নগরং মহৎ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং বৎস্যন্তো রাষ্ট্রে বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি পুরপ্রবেশে অস্ত্রসংস্থাপনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

পড়ে না দেখিলেন, সেইস্থানে সেই অস্ত্রগুলি দৃঢ় রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেন।২৯-৩০ পাণ্ডবগণ একটি মৃতব্যক্তির শরীরও সেই সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন, যাহাতে লোকেরা পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া এখানে শব বাঁধা আছে বলিয়া শমীবৃক্ষটিকে দূর হইতেই পরিহার করিয়া যাবে।৩১ শবদেহটি বৃক্ষে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, ইনি আমাদের মাতা, ইহার বয়স হইয়াছিল ১৮০ বৎসর।৩২ এইরূপই আমাদের কুলধর্ম্ম এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই বৃক্ষে এইরূপ করিয়া গিয়াছেন—এই কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩ গোপালক ও মেষপালক পর্য্যন্ত সকলের নিকট এই কথা বলিতে বলিতে শত্রুপীড়ক ও শত্রুনিধনকারী পাণ্ডবগণ নগরের নিকটে আগমন করিলেন।৩৪ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল—এইরূপ গুপ্ত নামকরণ করিলেন।৩৫ অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরটি সেই রাষ্ট্রে অজ্ঞাতবাস করিবার জন্য বিশাল নগরীতে প্রবেশ করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নগরপ্রবেশসম্বন্ধীয় অস্ত্রসংস্থাপনে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য দুর্গাস্তুতিঃ, দুর্গাদেব্যা বরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥১

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীম্ ॥২
কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্।
শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতিগামিনীম্ ॥৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব ও দেবী দুর্গার বরদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রমণীয় বিরাটনগরে প্রবেশ করিতে করিতে যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী

বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্।
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিণীম্ ॥৪

ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাশিবাম্।
তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ॥৫

স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ।
আমন্ত্র্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজা দেবীং সহানুজঃ ॥৬

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥৭

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীনশ্রোণিপয়োধরে।
ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি।
ভাসি দেবি যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহঃ ॥৮

স্বরূপং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বিশদং গগনেশ্বরী।
কৃষ্ণাঞ্জনসমা কৃষ্ণা সঙ্কর্ষণসমাননা ॥৯

বিভ্রতী বিপুলৌ বাহু শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশুদ্ধা চ যা ভুবি ॥১০

পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূষিতা ॥১১

চন্দ্রবিস্পর্দ্ধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ।১২

ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা।
বিভ্রাজসে চারুদন্তেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥১৩

ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া ॥১৪

দুর্গাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।১ দেবী দুর্গা মঙ্গলময়ী বংশবৃদ্ধিকরী, তিনি বহু অসুরভয়-কারিণী। নারায়ণপ্রদত্ত বর তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। একদা তিনি নন্দগোপকুলে যশোদার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।২ তিনি কংসকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শিলাতটে নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে গমন করিয়াছিলেন।৩ তিনি বাসুদেবের ভগিনী, স্বর্গীয় মাল্যে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত। দেবী দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, খড়্গ ও খেটক (চর্ম্ম) ধারিণী।৪ পাপভারহরণকারী পুণ্যক্ষেত্রে যাহারা সদাশিবমহিষী দুর্গাদেবীকে স্মরণ করে, হে দেবি। তুমি তাহাদিগকে পঙ্কমগ্না দুর্ব্বলা গাভীর ন্যায় পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক।৫

রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত দেবীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিবিধ স্তোত্র রচনা করিয়া পুনরায় স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।৬ হে দেবি! তুমি বরদা, তুমি কৃষ্ণা তুমি কুমারী, তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমার আকৃতি প্রাতঃকালীনসূর্য্যতুল্য, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, তুমি চতুর্ভুজা, চতুর্মুখী, পীনশ্রোণি-পয়োধরা, তুমি ময়ূরপিচ্ছের বলয় এবং কেয়ূর ও অঙ্গদ ধারণ কর। তুমি নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে প্রণাম করি।৭-৮

তুমি মহাকাশের অধীশ্বরী, ব্রহ্মসাহচর্য্য তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপ। তুমি নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণা, তুমি অষ্টভুজা, তোমার ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমুন্নত বিশাল বাহুদ্বয়ে বরাভয়, এক হস্তে কপালপাত্র, অন্যান্য হস্তে পদ্ম, ঘণ্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র বিদ্যমান। জগতে বিশুদ্ধা রমণীরা তোমারই প্রতিমূর্ত্তি। কুণ্ডলপূর্ণ কর্ণযুগল তোমাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। হে দেবি। চন্দ্রতুল্য বদনমণ্ডল তোমাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তোমার বিচিত্র মুকুট, তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কেশপাশ যেন

তেন ত্বং স্তূয়সে দেবি ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনী।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ॥১৫

জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥১৬

বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।
কালি কালি মহাকালি খড়্গখট্টাঙ্গধারিণি ॥১৭

কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদা কামচারিণি।
তারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ॥১৮

প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে তু নরা ভুবি।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো
ধনতোঽপি বা ॥১৯

দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে ॥২০

ত্বমাত্মকীর্তা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ ॥২১

যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।
ত্বং কীর্তিঃ শ্রীর্ধৃতিঃ সিদ্ধির্হ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ ॥২২

সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা
দয়া।

নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥২৩
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ং চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি।
সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং
প্রপন্নবান্ ॥২৪

প্রণতশ্চ যথা মূর্ধ্না তব দেবি সুরেশ্বরি।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ ॥২৫

শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে।
এবং স্তুতা হি সা দেবী দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২৬

সর্পের ন্যায় দেহ, উজ্জ্বল কটিসূত্র তাহার সহিত সাদৃশ্য, তদ্দ্বারা তুমি সর্পবেষ্টিত মন্দর পর্বতের ন্যায় বিরাজিত।৯-১০ সমুন্নত ময়ূরপিচ্ছের পতাকা তোমার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া স্বর্গকে পবিত্র করিয়াছিলে।১৪ হে দেবি! সেজন্য দেবতারা তোমার স্তুতি ও পূজা করেন। ত্রিভুবন রক্ষা করিবার জন্য তুমি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছ। হে সুরোত্তমে! তুমি প্রসন্না হও, দয়া কর, কল্যাণকারিণী হও।১৫ তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি সংগ্রামে জয়দাত্রী। সম্প্রতি বরদাত্রী হইয়া আমায় বিজয় দান কর।১৬ হে কালি! হে মহাকালি! হে খড়্গখট্টাঙ্গ-ধারিণি! পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তোমার চিরনিবাস।১৭ হে কামচারিণি! ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূত নিত্যবরদায়িনী তোমার অনুচরগণ হইয়া আসিয়াছেন। দুঃখ, ক্লেশ ও পাপের বোঝা নামাইতে যাহারা তোমাকে স্মরণ করিবে, পৃথিবীতে যাহারা তোমাকে নিত্য প্রভাতে প্রণাম করে, ধন, পুত্র বা তদপেক্ষাও আকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তাহাদের দুর্লভ হয় না।১৮-১৯ হে দুর্গে! তুমি দুর্গ (দুঃসহ দুঃখ) হইতেও উদ্ধার কর, এজন্য লোকে তোমাকে দুর্গা বলিয়া স্মরণ করে। মহারণ্যে যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা মহাসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, যাহারা দস্যু-দলকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে, তুমি তাহাদের পরম ভরসা। হে মহাদেবি! দুর্গম মার্গে, অরণ্যমধ্যে, সলিলসন্তরণে যাহারা তোমাকে স্মরণ করে, তাহারা বিপন্নগ্রস্ত হয় না। তুমিই কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, দ্রী, বিদ্যা, বুদ্ধি, সন্ততি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, নিদ্রা, প্রভা, কান্তি, জ্যোৎস্না, ক্ষমা, দয়া—সমস্তই তুমি। তোমার পূজা করিলে তুমি মনুষ্যের বন্ধন, অজ্ঞান, ধনহানি, পুত্রনাশ, ব্যাধি, মৃত্যু, ভয়—সমস্তই দূর করিয়া থাক। হে সুরেশ্বরি! সেই আমি

উপগম্য তু রাজানমিদং বচনমব্রবীৎ।
দেব্যুবাচ।
শৃণু রাজন্ মহাবাহো মদীয়ং বচনং প্রভো ॥২৭

ভবিষ্যত্যচিরাদেব সংগ্রামে বিজয়স্তব।
মম প্রসাদাদ্বিজিত্য হত্বা কৌরববাহিনীম্ ॥২৮

রাজ্যং নিষ্কণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষ্যসে মেদিনীং পুনঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ প্রীতিং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলাম্ ॥২৯

মৎপ্রসাদাচ্চ তে সৌখ্যমারোগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি।
যে চ সঙ্কীর্তয়িষ্যন্তি লোকে বিগতকল্মষাঃ ॥৩০

তেষাং তুষ্টা প্রদাস্যামি রাজ্যমায়ুর্বপুঃ সুতম্।
প্রবাসে নগরে চাপি সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে ॥৩১

অটব্যাং দুর্গকান্তারে সাগরে গহনে গিরৌ।
যে স্মরিষ্যন্তি মাং রাজন্ যথাহং ভবতা স্মৃতা ॥৩২

ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদস্মিল্লোকে ভবিষ্যতি।
ইদং স্তোত্রবরং ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্ বা পঠেত বা ॥৩৩

তস্য সর্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং যাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
মৎপ্রসাদাচ্চ বঃ সর্বান্ বিরাটনগরে স্থিতান্ ॥৩৪

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি এবং মস্তকে প্রণিপাত করিতেছি। হে পদ্মপলাশ-লোচনে! আমাকে পরিত্রাণ কর, হে সত্য-স্বরূপিণি! আমাদের সত্য রক্ষা কর (অথবা আমাদের নিকট সত্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হও)।২৩-২৫ হে শরণ্যে! হে ভক্তবৎসলে! হে দুর্গে! আমার শরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী হও। এইরূপে স্তুতা হইয়া দেবী যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন।২৬ তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে মহাবাহো! হে প্রভাব-সম্পন্ন রাজন্! আমার বাক্য শ্রবণ কর।২৭ সংগ্রামে অবিলম্বেই তোমার জয় হইবে। আমার প্রসাদে জয়লাভ করিয়া কৌরব-বাহিনীকে বধ করিয়া রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিবে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত পুনরায় পৃথিবী ভোগ করিবে এবং প্রচুর আনন্দলাভ করিবে।২৮-২৯

আমার প্রসাদে তোমার সুখ ও আরোগ্য অব্যাহত থাকিবে। যে নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ ইহা কীর্তন করিবে, তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্য, আয়ু, স্বাস্থ্য ও পুত্র প্রদান করিব। হে রাজন্! প্রবাসে, নগরে, শত্রুসঙ্কুল সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, অরণ্যমধ্যে, দুর্গমধ্যে, দুর্গম পথে, সমুদ্রে বা দুর্গম পর্ব্বতে, তুমি যেমন আমাকে স্মরণ করিয়াছ, যাহারা আমাকে এইরূপ স্মরণ করিবে, এই জগতে কিছুই তাহাদের দুর্লভ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! এই উত্তম স্তোত্রটি যে ভক্তিভরে পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমার প্রসাদে বিরাটনগরে অবস্থিত তোমাদের সকলকেই কৌরবগণ বা সেই নগরবাসী

ন প্রজ্ঞাস্যন্তি কুরবো নৃপা বা তদ্বিবাসিনঃ।
ইত্যুক্ত্বা বরদা দেবী যুধিষ্ঠিরমবিন্দমম্।
রক্ষাং কৃত্বা চ পাণ্ডূনাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি দুর্গাস্তবে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

জনগণ জানিতে পারিবে না। বরদায়িনী দুর্গাদেবী শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষার বিধান করত সেই-স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩০-৩৫

শ্রীবরদাত্রি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্বে পাণ্ডবগণের দুর্গাস্তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজসভায়াং যুধিষ্ঠিরস্য প্রবেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততস্তু তে পুণ্যতমাং শিবাং শুভাং
মহর্ষিগন্ধর্বনিষেবিতোদকাম্।
ত্রিলোককান্তামবতীর্য্য জাহ্নবী-
মৃষীংশ্চ দেবাংশ্চ পিতৃনতর্পয়ন্॥
বরপ্রদানং হ্যনুচিন্ত্য পাণ্ডবো
হুতাগ্নিহোত্রঃ কৃতজপ্যমঙ্গলঃ।
দিশং তথেন্দ্রোদ্ভবিতঃ প্রপেদিবান্
কৃতাঞ্জলির্ধর্মমুপস্থবদ্ভনৈঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বরপ্রদানং মম হস্তবান্ পিতা
প্রসন্নচেতা বরদঃ প্রজাপতিঃ।
জলাথিনো মে তৃষিতস্য সোদরা
ময়া প্রযুক্তা বিবিশুর্জলাশয়ম্॥
নিপাতিতা রক্ষবরেণ তে বনে
মহাহবে বজ্রভৃতেব দানবাঃ।
ময়া চ গত্বা বরদোঽভিতোষিতো
বিবক্ষতা প্রশ্নমমুচ্যতং গুরুঃ॥
স মে প্রসন্নো ভগবান্ বরং দদৌ
পরিষ্বজংশ্চাহ তথৈব সৌহৃদাৎ।
বৃণীষ যদ্ বাহুলি পাণ্ডুনন্দন
স্থিতোঽন্তরিক্ষে বরদোঽস্মি পশ্যতাম্॥

সপ্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ।]

(তাহার পর তাঁহারা যাঁচার জল মহর্ষি ও গন্ধর্বগণের দ্বারা সেবিত, সেই পরম পবিত্র কল্যাণ-স্রোতা ত্রিভুবনের স্পৃহণীয়া গঙ্গানদীতে অবতরণ করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের বরপ্রদানের কথা চিন্তা করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান ও মাঙ্গলিক মন্ত্র জপ করত পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির মনে মনে বলিলেন,—আমার পিতা বরদানকারী প্রজাপতি ধর্ম্ম আমাকে বরদান করিয়াছেন। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাভিলাষে ভ্রাতৃবর্গকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা জলাশয়ে অবতরণ

স বৈ ময়োক্তো বরদঃ পিতা প্রভুঃ
সদৈব মে ধর্মরতা মতির্ভবেৎ।
ইমে চ জীবন্তু মমানুজাঃ প্রভো
বপুশ্চ রূপঞ্চ বলং তথাপ্নুয়ুঃ॥
ক্ষমা চ কীর্তিশ্চ যথেষ্টতো ভবেদ্
ব্রতঞ্চ সত্যঞ্চ সমাপ্তিরেব চ।
বরো ময়ৈষোঽস্তু যথানুকীর্তিতো
ন তস্মৃষা দেববরো বভূবিবান্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা বরদাত্মা ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্
তদৈব তৎপ্রসাদেন রূপমেবাভজৎ স্বকম্॥
স বৈ বিভাতিস্তরুণত্রিদণ্ডধৃক্
কমণ্ডলুকীষবরোঽম্বরাবৃত।
সুবক্ত্রযাশ্লিষ্টবরাম্বরঃ শিখী
পবিত্রপাণির্নৃপতে তদদ্ভুতম্॥

তথৈব তেষামপি ধর্মচারিণাং
যথেপ্সিতা হ্যাভরণাম্বরস্রজঃ।
ফলেন রাজন্তবমন্ত্রমন্ত্রিনাং
প্রশস্তধর্মাগ্র্যফলাভিকাঙ্ক্ষিণাম্॥)
ততো বিরাটং প্রথমং যুধিষ্ঠিরো
রাজা সভায়ামুপবিষ্টমাব্রজৎ।
বৈদূর্যরূপান্ প্রতিমুচ্য কাঞ্চনা-
নক্ষান্ স কঙ্কে পরিগৃহ্য বাসসা॥১
নরাধিপো রাষ্ট্রপতিং যশস্বিনং
মহাযশাঃ কৌরববংশবর্ধনঃ।
মহানুভাবো নররাজসংসদি
দুরাসদস্তীক্ষ্ণবিষো ঘরোরগঃ॥২
বলেন রূপেণ নরর্ষভো মহা-
নপূর্বরূপেণ যথামরস্তথা।
মহাব্রজালৈরিব সংবৃতো রবি-
র্যথা-লো ভস্মবৃতশ্চ বীর্যবান্॥৩

করিয়াছিল। মহাযুদ্ধে ইন্দ্রকর্তৃক নিপাতিত দানবগণের ন্যায় তাহারা যক্ষকর্তৃক বনমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিল। তখন আমি পিতা বরদাতাকারী যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরদানে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলাম। ভগবান্ ধর্ম প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দিয়াছিলেন এবং স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পাণ্ডুপুত্র। যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। আমি বরদাতা এই অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছি দেখ। আমি অতিপ্রভাবসম্পন্ন বরদাতা পিতাকে বলিয়াছিলাম—আমার বুদ্ধি যেন সর্বদা ধর্মরত থাকে, আমার এই অনুজগণ যেন জীবনলাভ করে এবং নিজ নিজ দেহ, রূপ ও বল যেন ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত হয়, সহিষ্ণুতা এবং কীর্তি যেন ইচ্ছানুরূপ হয়, আমাদের ব্রত ও সত্য যেন সমাপ্ত হয়—ইহাই আমার বর। দেববর যে "যাহা বলিয়াছ তাহাই হউক" বলিয়া বরদান করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ধর্মদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধর্মের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাভাবিক রূপ লাভ হইল। তিনি উষ্ণীষ, কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ডধারী মস্তিষ্কাবরিত উত্তম বস্ত্র পরিহিত, পবিত্রপাণি তরুণ বিপ্রবেশে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ধর্মনিষ্ঠ তদীয় ভ্রাতৃবর্গেরও মুহূর্তমধ্যে ইচ্ছানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যাদি লাভ হইল। তাঁহারা সকলেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রধান ফলের প্রতি অভিলাষী।)

তাহার পর বৈদূর্য ও কাঞ্চনময় শারী (পাশার-গুটি), শারিফলক ও পাশা কাপড়ে বাঁধিয়া বগলে লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরই প্রথমে রাজসভায় উপস্থিত যশস্বী রাজ্যপালক বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত

তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য পাণ্ডবং
বিরাটরাড্‌সূর্য্যবিবাভ্রসংবৃতম্।
সমাগতং পূর্ণশশিপ্রভাননং
মহানুভাবং নচিরেণ দৃষ্টবান্ ॥৪

মন্ত্রিদ্বিজান্ সূতমুখান্ বিশস্তথা
যে চাপি কেচিৎ পরিতঃ সমাসতে।
পপ্রচ্ছ কোঽয়ং প্রথমং সমেয়িবান্
নৃপোপমোঽয়ং লঘবেক্ষতে সভাম্ ॥৫

ন তু দ্বিজোঽয়ং ভবিতা নরোত্তমঃ
পতিঃ পৃথিব্যা ইতি মে মনোগতম্।
ন চাস্য দাসো ন রথো ন কুঞ্জরঃ
সমীপতো ভ্রাজতি চারুবিগ্রহবৎ ॥৬

পরীতলিঙ্গৈরুপলক্ষিতো হয়ং
মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইতি মে মনোগতম্।
সমীপমায়াতি চ মে গতব্যথো
যথা গজস্তামরসীং মনোৎকটঃ ॥৭

বিতর্কয়ন্তং তু নরর্ষভস্তথা
যুধিষ্ঠিরোঽভ্যেত্য বিরাটমব্রবীৎ।
ক্ষত্রং দ্বিজামাদ্বীর জীবনার্থিনং
বিনষ্টসর্বস্বমুপাগতং বিদম্ ॥৮

ইহাভিপদ্যস্ব যথানুপান্তিকে
বসুং যথা কামচরস্তথা দ্বিজো।
তমব্রবীৎ স্বাগতমিত্যনন্তরং
রাজা প্রহৃষ্টঃ প্রতিসংগৃহ্য চ ॥৯

তং রাজসিংহং প্রতিগৃহ্য রাজা
প্রীত্যাব্রুবন্ বৈনমিদং বভাষে।
কামেন তাতাভিবদাম্যহং ত্বাং
কস্যাসি রাজ্ঞো বিষয়াদিহাগতঃ ॥১০

হইলেন। তখন রাজবৃন্দের সমাদৃত কৌরববংশবর্দ্ধন মহাদ্যুতিমান্ মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের ন্যায় দুরাসদ (অর্থাৎ যাহার নিকটে যাইতে সাহস হয় না) ছিলেন। মহামেঘজালে সমাচ্ছন্ন সূর্য্য এবং ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বীর্য্যবান্ নরপুঙ্গব মহারাজ যুধিষ্ঠির অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন, আকৃতি, বল ও মহত্বে দেবতুল্য ছিলেন।১-৩

মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় ছদ্মবেশী রাজা যুধিষ্ঠির আসিতেছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত। বিরাটরাজা সমাগত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া তাঁহার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব অবিলম্বেই উপলব্ধি করিলেন।৪

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বন্দী প্রভৃতি যে কেহ চারিদিকে বসিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রথম সমাগত রাজতুল্য এই ব্যক্তিটি কে?৫ ইনি সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই নরপুঙ্গব ব্রাহ্মণ নহেন। ইনি পৃথিবীপতি হইবেন—এইরূপ আমার মনে হয়। রথ, হস্তী বা কোন ভৃত্য ইহার নিকটে নাই। অথচ ইনি নিকট হইতে উল্কার ন্যায় দীপ্তিমান্।৬ আমার মনে হয়, ইনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্রাট্—ইহাই ইহার দৈহিক চিহ্নদ্বারা সূচিত হইতেছে। নলিনীর সমীপে সমাগত উৎকট মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিষাদশূন্য এই ব্যক্তি আমার নিকটে আসিতেছেন।৭ নরপুঙ্গব যুধিষ্ঠির এইরূপ বিতর্কান্বিত বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—সম্রাট্ অবগত হউন, একটি নষ্টসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ জীবিকার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।৮ হে নিষ্পাপ। হে রাজন্! আমি এখানে আপনার নিকট স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতে ইচ্ছা করি। রাজা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি আমার স্বাগত সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।৯ বিরাটরাজা রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রীতচিত্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে

গোত্রেণ নাম্নাপি চ শংস তত্ত্বতঃ
কিং চাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্যাসমহং পুরা সখা
বৈয়াঘ্রপদ্যঃ পুনরস্মি বিপ্রঃ।
অক্ষান্ প্রযোক্তুং কুশলোঽস্মি দেবিনাং
কঙ্কেতি নাম্নাস্মি বিরাট বিদ্রুতঃ ॥১২

বিরাট উবাচ।

যদ্যপি তে হন্ত বরং ধমিচ্ছসি
প্রশাধি মৎস্যান্ বশগো হ্যহং তব।
প্রিয়াশ্চ ধূর্তা মম দেবিনঃ সদা
ভবাংশ্চ দেবোপম রাজ্যমর্হতি ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাপ্তো বিবাদঃ প্রথমং বিশাম্পতে
ন বিদ্যতে কঙ্ক ন মৎস্য হীনতঃ।
ন মে জিতঃ কশ্চন ধারয়েদ্ ধনং
বরো মমৈষোঽস্তু তব প্রসাদজঃ ॥১৪

বিরাট উবাচ।

হন্যামবধ্যং যদি কেঽপ্রিয়ং চরেৎ
প্রব্রাজয়েয়ং বিষয়াদ্ দ্বিজাংস্তথা।
শৃণ্বন্তু মে জানপদাঃ সমাগতাঃ
কঙ্কো যথাহং বিষয়ে প্রভুস্তথা ॥১৫

সমানযানো ভবিতাসি মে সখা
প্রভূতবস্ত্রো বহুপানভোজনঃ।
পস্যেত্তমস্তশ্চ বহিশ্চ সর্বদা
কৃতশ্চ তে দ্বারমপাবৃতং ময়া ॥১৬

যে ত্বানুবাদেঽনৃতবৃত্তিকর্শিতা
ক্রুধাশ্চ তেষাং বচনেন ঘাং সদা।
হাস্যামি সর্বং তদহং ন সংশয়ো
ন তে ভয়ং বিদ্যতি সংনিধৌ মম ॥১৭

বলিলেন,—হে মাতুল। অনুরাগবশে আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে এখানে আগমন করিতেছেন ?১০ আপনার নাম, গোত্র এবং কোন্ শিল্প অধিগত আছে, যথাযথ বলুন।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আমার নাম 'কঙ্ক'। আমি ক্রীড়াশৌণ্ড ব্যক্তিদিগের মধ্যে অক্ষপ্রয়োগে সুদক্ষ।১২ বিরাট বলিলেন,—বেশ। আপনাকে আপনার ইচ্ছামত বর দিতেছি অর্থাৎ আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। হে দেবকল্প। আপনি রাজ্য-লাভের যোগ্য। আপনি এই মৎস্যদেশ শাসন করুন, আমি আপনার বশবর্ত্তী। দ্যূতক্রীড়া-নিরত ধূর্তগণ সর্ব্বদা আমার প্রিয়।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! হে মৎস্য-দেশাধিপতে! কোন হীনবর্ণ মানুষের সহিত যেন বিবাদ করিতে না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর। পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া কোন ব্যক্তি যেন আমার ধন আপনার নিকট গচ্ছিত না রাখে—আপনার অনুগ্রহে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হউক।১৪

বিরাটরাজা বলিলেন,—যদি কেহ আপনার অপ্রিয় আচরণ করে, তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। অপ্রিয়কারী ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব। আমার নগর-বাসী সমাগত প্রজাবৃন্দ শ্রবণ করুন—এই রাজ্যে কঙ্কের প্রভুত্ব আমারই মত।১৫ আপনি আমার এক রথে আরোহণযোগ্য সখা হইবেন, আপনার প্রভূত বস্ত্র ও প্রচুর অন্নপানীয় থাকিবে। আপনি সর্ব্বদা অন্তঃপুরে ও বহির্ভাগে সর্ব্ব

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(এবং তু রাজ্ঞঃ প্রথমঃ সমাগমো
বভূব মাৎস্যস্য যুধিষ্ঠিরস্য চ।
বিরাটরাজস্য হি তেন সঙ্গমো
বভূব বিষ্ণোরিব বজ্রপাণিনা॥
তমাসনস্থং প্রিয়রূপদর্শনং
বিরীক্ষমাণো ন ততর্প ভূমিপঃ।
সভাঞ্চ তাং প্রজ্বলয়ন্ যুধিষ্ঠিরঃ
শ্রিয়া যথা শক্র ইব ত্রিবিষ্টপম্॥)

এবং স লব্ধ্বা তু বরং সমাগমং
বিরাটরাজ্ঞেন নরর্ষভস্তদা।
উবাস ধীরঃ পরমার্চিতঃ সুখী
ন চাপি কশ্চিচ্চরিতং বুবোধ তৎ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রবেশো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭

রাখিবেন। আমি আপনার জন্য সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।১৬ জীবিকার অভাবে ক্লিষ্ট হইয়া যাহারা আপনাকে তাহাদের প্রার্থনা আমার নিকট নিবেদন করিবার অনুরোধ জানাইবে, আপনি তাহাদের যথাযথ সর্ব্বথাই আমাকে বলিবেন—আমি সেই সমস্ত প্রার্থীদিগকে দান করিব—ইহাতে সংশয় নাই। আমার নিকটে আপনার কোন ভয় নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(এইরূপে মৎস্যদেশের রাজা ও যুধিষ্ঠিরের প্রথম সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল। ইন্দ্রের সহিত বিষ্ণুর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরাটরাজার বন্ধুত্ব হইল। শ্রীসম্পন্ন সৌন্দর্য্য ও আকৃতিসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা বিরাট ক্ষুধাতৃষ্ণাও ভুলিয়া যাইতেন। ইন্দ্র যেমন নিজ শোভায় স্বর্গকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন, যুধিষ্ঠির সেইরূপ সেই রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া রাখিলেন।) ধৈর্য্যশীল, নরপুঙ্গব যুধিষ্ঠির তখন এইভাবে বিরাটরাজার সহিত উত্তম সমাগম লাভ করিয়া পরম সমাদৃত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গুপ্তাচরণ কেহই বুঝিতে পারিল না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রবেশবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসভায়াং ভীমস্য প্রবেশঃ, বিরাটরাজেন ভীমায়াশ্বাসস্য দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরো ভীমবলঃ শ্রিয়া জ্বল-
ন্নুপাযযৌ সিংহবিলাসবিক্রমঃ।
খজাক্ষ বর্মীষু করেণ ধারয-
ন্নসিঞ্চ কালাজ্বযকোশসন্নিভম্ ॥১

স সূদরূপঃ পরমেণ বর্চসা
রবির্যথা লোকমিমং প্রকাশয়ন্।
স কৃষ্ণবাসা গিরিরাজসারবাং-
স্তং মৎস্যরাজং সমুপেত্য তস্থিবান্ ॥২

তং প্রেক্ষ্য রাজা রময়ন্নুপাগতং
ততোঽব্রবীজ্জ্ঞানপদান্ সমাগতান্
সিংহোন্নতাংসোঽয়মতীব রূপবান্।
প্রদৃশ্যতে কো নু নরর্ষভো যুবা ॥৩

অদৃষ্টপূর্বঃ পুরুষো রবির্যথা
বিতর্কয়ন্ নাস্য লভামি নিশ্চয়ম্।
তথাস্য চিত্তং হৃপি সংবিতর্কয়ন্
নরর্ষভাস্য ন যামি তত্ত্বতঃ ॥৪

দৃষ্টৈব চৈনং তু বিচারয়াম্যহং
গন্ধর্বরাজো যদি বা পুরন্দরঃ।
জানীত কোঽয়ং মম দর্শনে স্থিতো
যদীপ্সিতং তদ্লভতাস্য মা চিরম্ ॥৫

বিরাটবাক্যেন চ তেন চোদিতা
নরা বিরাটস্য সুশীঘ্রগামিনঃ।
উপেত্য কৌন্তেয়মথাক্রবংস্তদা
যথা স রাজাবদতাচ্যুতানুজম্ ॥৬

ততো বিরাটং সমুপেত্য পাণ্ডব-
স্তদীয়রূপং বচনং মহামনাঃ।
উবাচ সূদোঽস্মি নরেন্দ্র সেবকো
ভজস্ব মাং ব্যক্তমকারমুত্তমম্ ॥৭

অষ্টম অধ্যায়

[ভীমের রাজসভায় প্রবেশ ও বিরাটরাজার ভীমকে আশ্বাস দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর ভয়ানক বলবান্, সিংহের ন্যায় নির্ভীক ভাবভঙ্গী ও বিক্রম-শালী ভীমসেন উজ্জ্বল দেহকান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া হস্তে ছাতা, খড়্গ এবং কোষমুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও অক্ষত একখানি ছুরিকা লইয়া উপস্থিত হইলেন।১ জগৎ-প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর তেজে সমুজ্জ্বল, হিমালয়ের ন্যায় সারবান্ পাচকবেশধারী সেই ভীমসেন কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান পূর্বক সেই মৎস্যরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।২ রাজা সমাগত ভীমসেনকে দৃষ্টিপাত মাত্র আনন্দিত করিয়া তাহার পর সমাগত নাগরিকগণকে বলিলেন,—সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, অতিশয় রূপবান্ পুরুষপুঙ্গব কে এই যুবক দৃষ্টিগোচর হইতেছেন।৩ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এই ব্যক্তিটীকে পূর্ব্বে ত' কখনও দেখি নাই। ইহার সম্পর্কে চিন্তা করিয়া কিছু নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। ইহার মনোভাব অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াও যথার্থরূপে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।৪ ইহাকে দেখিয়াই আমি বিচার করিতেছি, ইনি গন্ধর্বরাজ অথবা দেবরাজ। আমার দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থিত এই ব্যক্তিটী কে তাহা আপনারা জানুন। ইনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা অবিলম্বে লাভ করুন।৫-৫

বিরাটরাজার সেই বাক্যে প্রেরিত হইয়া তাঁহার লোকেরা অতি শীঘ্রগতিতে ধর্মরাজের অনুজ

বিরাট উবাচ।

ন সূদভাং বল্লব শ্রদ্দধামি তে
সহস্রনেত্রপ্রতিমো বিরাজসে।
শ্রিয়া চ রূপেণ চ বিক্রমেণ চ
প্রভাসসে ত্বং নৃবরো নরেষিব ॥৮

ভীম উবাচ।

নরেন্দ্র সূদঃ পরিচারকোঽস্মি তে
জানামি সূপান্ প্রথমঞ্চ কেবলান্।
আস্বাদিতা যে নৃপতে পুরাভবন্
যুধিষ্ঠিরেণাপি নৃপেণ সর্বশঃ ॥৯

বলেন তুল্যশ্চ ন বিদ্যতে ময়া
নিযুদ্ধশীলশ্চ সদৈব পার্থিব।
গজেন্দ্র সিংহৈশ্চ সমেরিবানহং
সদা করিষ্যামি তবানঘ প্রিয়ম্ ॥১০

বিরাট উবাচ;

হনামি তে হস্তি বরান্ মহানসে
তথা চ কুর্য্যাঃ কুশলং প্রভাষসে।
ন চৈব মন্যে তব কর্ম যৎ পরং
সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমর্হসি ॥১১

তথা হি কামো ভবতস্তথা কৃতং
মহানসে ত্বং ভব মে পুরস্কৃতঃ।
নরাশ্চ যে তত্র সমাহিতাঃ পুরা
তবাংশ্চ তেষামবিশো ময়া কৃতঃ ॥১২

ভ্রাতা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্পর্কে রাজা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ করিল।৬ তখন মহামনস্বী ভীমসেন বিরাট রাজার সন্নিকটে আসিয়া দীনভাবাপন্ন বাক্যে বলিলেন—মহারাজ। আমি পাচক, আমার নাম 'বল্লব' আমি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি, আমাকে (পাচকরূপে) গ্রহণ করুন।৭ বিরাটরাজা বলিলেন—বল্লব। তুমি পাচক বলিয়া বিশ্বাস হয় না, তুমি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছ। সৌন্দর্য্য, আকৃতি এবং বিক্রমে তুমি জনগণের মধ্যে সর্বোত্তম রূপেই প্রতিভাত হইতেছ।৮

ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্। আমি পাচক, আপনার পরিচর্য্যা করিব। আমি কেবল নানা ব্যঞ্জনই উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে জানি (এবং আমি এরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি, যাহা অন্যে জানে না।) রাজন্। পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠিরও আমার প্রস্তুত ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।৯ রাজন্। আমার তুল্য বলবান্ ও সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় কেহ নাই। হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আমি সতত আপনার প্রীতি উৎপাদন করিব।১০

বিরাটরাজা সবেগে বলিলেন,—হায়। আমি তোমাকে পাকশালায় তোমার অভীষ্ট কার্য্য দিলাম। যেরূপ দক্ষতার কথা বলিতেছ, সেইরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু সে কার্য্য আমি তোমার উপযুক্ত মনে করি না। তুমি সমাগরা ধরণীকে অধিকার করিবার যোগ্য।১১ যেরূপ তোমার অভিলাষ, আমি তোমাকে সেইরূপ করিলাম। আমার গৃহে তুমিই প্রধান হও। আমি পূর্বে সেখানে যে লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, তোমাকে তাহাদের প্রভু করিয়া দিলাম।১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথা স ভীমো বিহিতো মহানসে
বিরাটরাজ্ঞো দয়িতোঽভবদ্ ভৃশম্।
উবাস রাজ্যে ন চ স্বং পৃথগ্ জনো
বুবোধ তত্রানুচরাশ্চ কেচন ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি ভীমপ্রবেশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেইভাবে রন্ধনশালায় বিমুক্ত হইয়া ভীমসেন বিরাটরাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং সেই রাজ্যে বাস করিলেন। সাধারণ লোক এবং তত্রত্য সহচরগণও কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল না ॥১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্বে ভীমের প্রবেশবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীবেশেন দ্রৌপদ্যা বিরাটরাজস্যান্তঃপুরে গমনম্, সুদেষ্ণয়া সহালাপঃ, তত্র নিবাসশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কেশান্ সমুৎক্ষিপ্য বেল্লিতাগ্রানিন্দিতান্।
কৃষ্ণান্ সূক্ষ্মান্ মৃদূন্ দীর্ঘান্ সমুদ্গ্রথ্য শুচিস্মিতা ॥১
অপৃষ্ঠতশ্চৈব তাং দৃষ্ট্বা কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি।
সা তানুবাচ রাজেন্দ্র সৈরন্ধ্রোঽহমিহাগতা ॥৪
কর্ম চেচ্ছামি বৈ কর্তুং তস্য যো মাং ঘুঘূষতি।
তথা রূপেণ বেশেন সংবৃতা চ তথা শিরা।
ন শ্রদ্দধত তাং দাসীমন্যহেতোরুপস্থিতাম্ ॥৫
বিরাটস্য তু কৈকেয়ী ভার্যা পরমসম্মতা।
আলোকয়ন্তী মনুজে প্রাসাদাদ্ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৬

নবম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীর সৈরন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে গমন, সুদেষ্ণার সহিত আলাপ ও তথায় অবস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী কৃষ্ণনেত্রা দ্রৌপদী সূক্ষ্ম কোমল দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিতাগ্র কেশরাশিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গ্রথিত করিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে আচ্ছাদিত করিলেন। তিনি অতি মলিন একটি বস্ত্র পরিধান করিয়া সৈরন্ধ্রার বেশ ধারণপূর্ব্বক দুঃখিতার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই দ্রুতগামিনী দ্রৌপদীর নিকটে আগমন করিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করেন?

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি একজন সৈরন্ধ্রী এখানে আসিয়াছি ॥১-৪

সা সমীক্ষ্য তথারূপামনাথামেকবাসসম্।
সমাহূয়ান্নবীদ্ ভদ্রে ক্ব গং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥৭
সা তামুবাচ রাজেন্দ্র সৈরন্ধ্র্যহমুপাগতা।
কর্ম্ম চেচ্ছাম্যহং কর্ত্তুং তস্য যো মাং মুমুক্ষতি ॥৮
সুদেষ্ণোবাচ।
নৈবংরূপা ভবন্ত্যেব যথা বদসি ভামিনি।
প্রেষয়ন্ত্যেব বৈ দাসীর্দাসাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ॥৯
নোচ্চগুল্ফা সংহতোরুস্ত্রিগম্ভীরা বড়ূদতা।
রক্তা পক্ষ্মসু রক্তেষু হংসগদ্গদভাষিণী ॥১০
সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
তেন তেনৈব সম্পন্না কাম্বোজীব তুরঙ্গমী ॥১১
অরালপক্ষ্মনয়না বিম্বোষ্ঠী তনুমধ্যমা।
কম্বুগ্রীবা গূঢ়শিরা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥১২
শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া।
শারদোৎপলসেবিন্যা রূপেণ সদৃশী শ্রিয়া ॥১৩
কা ত্বং ভবসি যথা ভদ্রে নাসি দাসী কথঞ্চন।
যক্ষী বা যদি বা দেবী গন্ধর্বী যদি বাপ্সরাঃ ॥১৪
নেদৃক্তা ভুজগী বা নগরস্থাথ দেবতা।
বিদ্যাধরী কিন্নরী বা যদি বা রোহিণী স্বয়ম্ ॥১৫
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ মালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী বা ত্বং ধাতুঃ প্রজাপতেঃ।
দেব্যো দেবেষু বিখ্যাতাস্তাসাং ত্বং কতমা শুভে ॥১৬

যিনি আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার আকৃতি, বেশ এবং তাদৃশ মধুর বাক্যে লোকে তাঁহাকে উদ্বাহের জন্য উদ্যমিত দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।৪

বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী কেকয়রাজ-নন্দিনী সুদেষ্ণা প্রাসাদ হইতে তাকাইয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইলেন।৬

তিনি তাদৃশী অনাথা একবস্ত্রা রমণীকে দেখিয়া ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা কর?"৭

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—আমি সৈরন্ধ্রী এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। যিনি আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহারই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি।৮

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার মত রূপবতী স্ত্রীরা তুমি যেরূপ বলিতেছ সেরূপ (অর্থাৎ কাহারও দাসী) হইবার যোগ্য নহে। তুমি নানা প্রকারের বহু দাসদাসী রাখিয়া কর্ম্ম করাইবার যোগ্যা।৯

তোমার পায়ের গ্রন্থি উঁচু নহে, উরুযুগল গভীর, স্বভাব গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গ্রীবা, নখ ও স্তন উন্নত; চরণ, নয়নপ্রান্ত, ওষ্ঠ ও নখ আরক্ত; হংসের ন্যায় গদ্গদস্বরে তুমি কথা বল।১০

তুমি সুকেশী, সুস্তনী, শ্যামাঙ্গী, তোমার নিতম্ব ও পয়োধর স্থূল, কাম্বোজী ঘোটকীর ন্যায় তুমি বহু সুলক্ষণসম্পন্না।১১

তোমার নয়নের লোমগুলি বাঁকা বাঁকা, ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলতুল্য রক্তবর্ণ, কটিদেশ কৃশ, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, শিরাগুলি অপ্রকট এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়।১২

শরৎকালের পদ্মের পাপড়ির ন্যায় যাঁহার চক্ষু, শরৎকালের পদ্মপুষ্পের ন্যায় যাঁহার অঙ্গ-সৌরভ, শারদপদ্মবাসিনী সেই লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় তোমার রূপ।১৩

হে ভদ্রে! তুমি কিছুতেই দাসী হইবার যোগ্যা নও, তুমি কে? যথার্থ পরিচয় দাও। তুমি কি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্বী অথবা অপ্সরা?১৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাস্মি দেবী ন গন্ধর্বী নাসুরী ন চ রাক্ষসী।
সৈরন্ধ্রী তু ভুজিষ্যাস্মি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৭
কেশান্ জানাম্যহং কর্তুং সিংহে সাধু বিলেপনম্।
মল্লিকোৎপলপদ্মানাং চম্পকানাং তথা স্রজে ॥১৮
গ্রথয়িষ্যে বিচিত্রাশ্চ স্রজঃ পরমশোভনাঃ।
আরাধয়ং সত্যভামাং কৃষ্ণস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥১৯
কৃষ্ণাং চ ভার্য্যাং পাণ্ডূনাং কুরূণামেকসুন্দরীম্।
তত্র তত্র চরাম্যেবং লভমানা সুভোজনম্ ॥২০
বাসাংসি যাবন্তি লভে তাবৎ তাবদ্ বসে তথা।
মালিনীত্যেব মে নাম স্বয়ং দেব্যা চকার সা।
সাহমস্মাগতা দেবি সুদেষ্ণে ত্বন্নিবেশনম্ ॥২১

সুদেষ্ণোবাচ।

ন্যস্তি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছেত রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা ॥২২
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা যস্য বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥২৩
কৃষ্ণাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য ত ইমে মম বেশ্মনি।
তেঽপি ত্বাং সংনমন্ত্যেব পুমাংসং কং ন
মোহয়েঃ ॥২৪
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্বেণ চেতসা ॥২৫

অথবা দেবকন্যা, নাগকন্যা কিংবা নগরদেবতা? তুমি কোন বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণী? ১৫

অথবা অদ্রিসুতা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা বা মালিনী? কিংবা তুমি কি ইন্দ্রাণী? অথবা বরুণ পত্নী, ধাতা বা প্রজাপতির পত্নী? হে কল্যাণি! দেবলোকে বিখ্যাতা যে সমস্ত দেবী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তুমি কে? ১৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর বা রাক্ষস-রমণী নহি, আমি সৈরন্ধ্রী, আমি দাসী—ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি। ১৭

আমি কেশবিন্যাস করিতে জানি, উত্তম অঙ্গরাগ লেপন করিতে পারি, আমি পদ্ম, চম্পক, মল্লিকা, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের পরম সুন্দর ও বিচিত্র মালা গাঁথিয়া দিব (অর্থাৎ দিতে পারি)।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা এবং কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা দ্রৌপদীর সেবিকা ছিলাম। এইভাবে উত্তম ভোজন লাভ করত যত্র তত্র বিচরণ করিয়া থাকি। ১৮-২০

যতদিন সেখানে (উত্তম ভোজন ও) বসন লাভ করি, ততদিন সেখানেই থাকিয়া যাই। দেবী দ্রৌপদী স্বয়ং আমার নাম রাখিয়াছিলেন 'মালিনী,' হে দেবি সুদেষ্ণে! সেই আমি অদ্য আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। ২১

সুদেষ্ণা বলিলেন,—তোমাকে আশ্রয় করিয়া রাখিতে পারি, ইহাতে আমার সংশয় নাই—যদি রাজা তোমাকে কামনা না করেন বা সর্বান্তঃকরণে তোমার অনুবর্তী না হন। ২২

রাজপরিবারে যত স্ত্রীলোক আছে এবং আমার গৃহেও এই যত স্ত্রীলোক (পরিচারিকা) আছে, তাহারা সকলেই আসক্ত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে; সুতরাং এমন কোন্ পুরুষ আছে যাহাকে তুমি মোহিত করিবে না? ২৩

দেখ, এই আমার বাটীতে যে গাছগুলি আছে তাহারাও যেন তোমাকে প্রণাম করিতেছে, সুতরাং কোন্ পুরুষকে না তুমি মোহিত করিবে? ২৪

যং হি দৃষ্টবত্যঙ্গি তরলায়তলোচনে।
প্রসক্তমভিযাচেথাঃ স কামবশগো ভবেৎ ॥২৬

যশ্চ ত্বাং সততং পশ্যেৎ পুরুষশ্চারুহাসিনি।
এষ সর্বানবদ্যাঙ্গি স তানঙ্গবশো ভবেৎ ॥২৭

অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষান্ বধ্যাস্যৈবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে মুক্ত গৃহে তু স্যাৎ তথা মম ॥২৮

যথা চ কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিষয়হং মন্যে বাসং তব শুচিস্মিতে ॥২৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাস্মি শক্যা বিরাটেন ন চান্যেন কথাচন।
গন্ধর্বাঃ পতয়ো মহ্যং যুবানঃ পঞ্চ ভামিনি ॥৩০

পুত্রা গন্ধর্বরাজস্য মহাবলস্য কস্যচিৎ।
রক্ষন্তি তে চ মাং নিত্যং দুঃখাচারা তথা হ্যহম্ ॥৩১

যো মে ন ধস্যাদুচ্ছিষ্টং ন চ পাদৌ প্রধাবয়েৎ।
প্রীণেয়ংস্তেন বাসেন গন্ধর্বাঃ পতয়ো মম ॥৩২

যো হি মাং পুরুষো গৃধ্যেদ্ যথান্যাঃ
প্রাকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তামেব নিবসেদ্ রাত্রিং প্রবিশ্য চ পরাং তনুম্ ॥৩৩

ন চাপ্যহং চালয়িতুং শক্যা কেনচিদঙ্গনে।
দুঃশীলা হি গন্ধর্বাস্তে চ মে বলিনঃ প্রিয়াঃ ॥৩৪

প্রচ্ছন্নাশ্চাপি রক্ষন্তি তে মাং নিত্যং শুচিস্মিতে।

সুদেষ্ণোবাচ।

এবং ত্বাং বাসয়িষ্যামি যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি ॥৩৫

হে সুন্দরি। সুশ্রোণি। বিরাটরাজা তোমার এই নরলোকে দুর্লভ আকৃতি দেখিয়া আমাকে ত্যাগ করত সর্বান্তঃকরণে তোমাকেই ভজনা করিবেন।২৫

হে অনবদ্যাঙ্গি! হে তরলায়তনেত্রে! তুমি যাহাকে আসক্তভাবে দেখিবে, সে-ই কামবশবর্ত্তী হইবে।২৬

হে চারুহাসিনি। হে সর্ব্বাঙ্গসুশোভনে। যে পুরুষ সর্ব্বদা তোমাকে দেখিবে, সে কামের বশীভূত হইয়া পড়িবে।২৭

লোকে যেমন আত্মহত্যার জন্য বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, রাজবাটীতে আমার গৃহে তোমাকে স্থানদান আমার পক্ষে সেইরূপ হইবে।২৮

হে শুভ্রহাস্যে। কর্কটী যেমন নিজের মৃত্যুর কারণস্বরূপ গর্ভধারণ করে, তোমাকে থাকিতে দেওয়াও আমি সেইরূপ মনে করি।২৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভামিনি! বিরাট অথবা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কদাচ আমাকে পাওয়া সম্ভব নহে। যৌবনশালী (যুবক) পঞ্চ গন্ধর্ব আমার পতি।৩০

তাঁহারা কোন এক মহাবলশালী গন্ধর্বরাজের পুত্র, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করেন। তাহা ছাড়া আমাকে কঠোর আচার পালন করিতে হয়।৩১

যে ব্যক্তি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান করে না এবং পাদপ্রক্ষালন করায় না, এইভাবে থাকিতে দিলে আমার পতি গন্ধর্বগণ তাহার উপর প্রীত হন।৩২

যে পুরুষ অন্যান্য সাধারণ রমণীর ন্যায় আমাকে অভিলাষ করিবে, সেই রাত্রিতেই সে অন্যদেহে প্রবেশ করিয়া বাস করিবে (অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে)।৩৩

হে সুন্দরি। আমাকে কেহ বিচলিত করিতে পারে না। সেই গন্ধর্বগণ অতি কঠোর প্রকৃতির। তাঁহারা অতিশয় বলবান্ এবং আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি।৩৪

হে শুভ্রহাসিনি। তাঁহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করেন।

ন চ পাদৌ ন চোচ্ছিষ্টং স্পৃক্ষ্যসি ত্বং কথঞ্চন।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং কৃষ্ণা বিরাটস্য ভার্য্যয়া পরিসান্ত্বিতা ॥৩৬
উবাস নগরে তস্মিন্ পতিব্রতব্রতা সতী।
ন চৈনাং বেদ তত্রান্যস্তত্ত্বেন জনমেজয় ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি দ্রৌপদীপ্রবেশে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

সুদেষ্ণা বলিলেন—বৎসে! তাহা হইলে তুমি যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেই ভাবেই রাখিব।৩৫

তুমি কিছুতেই কাহারও পাদস্পর্শ বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবধর্মপরায়ণা সতী দ্রৌপদী বিরাটরাজমহিষীর এইরূপ সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হইয়া সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! তখন কোন ব্যক্তি তাঁহার যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিল না।৩৬-৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্বে দ্রৌপদীপ্রবেশবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজেন সহ সহদেবস্য সংলাপঃ গো-রক্ষণায় তস্য নিযুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সহদেবোঽপি গোপানাং কৃত্বা বেশমনুত্তমম্।
তাধাং চৈবাং সমাস্থায় বিরাটমুপচক্রমে ॥১
গোষ্ঠদ্বারাস্য তিষ্ঠন্তং ভবনস্য সমীপতঃ।
রাজাথ দৃষ্ট্বা পুরুষান্ প্রাহিণোজ্জাতবিস্ময়ঃ ॥২

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাজমানং নরর্ষভম্।
সমুপস্থায় বৈ রাজ্ঞঃ পপ্রচ্ছু কুরুনন্দনম্ ॥৩

কস্য বা ত্বং কুতো বা ত্বং কিং বা ত্বং তু চিকীর্ষসি।
ন হি নো দৃষ্টপূর্বস্ত্বং তত্ত্বং ব্রূহি নরর্ষভ ॥৪

দশম অধ্যায়।

[বিরাটরাজার সহিত সহদেবের সংলাপ ও গোরক্ষণের জন্য তাঁহার নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সহদেবও উত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়া এবং গোপগণের ভাষা আশ্রয় করিয়া বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজভবনের নিকটবর্তী গোশালার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা বিরাট তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া লোক পাঠাইলেন।২

কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রদীপ্তকান্তি নরপুঙ্গব সহদেবকে আসিতে দেখিয়া রাজা তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

হে পুরুষপুঙ্গব! আপনি কাহার লোক, কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কি করিতে ইচ্ছা করেন? আপনাকে পূর্ব্বে তো কখনও দেখি নাই। যথার্থ পরিচয় বলুন।৪

সম্প্রাপ্য রাজানমমিত্রতাপনং
ততোঽব্রবীন্মেঘমহৌঘনিঃস্বনঃ।
বৈশ্যোঽস্মি নাম্নাঽহমরিষ্টনেমি-
র্গোসংখ্য আসং কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥৫

বস্তুং বরীচ্ছামি বিশাং বরিষ্ঠ
তান্ রাজসিংহান্ ন হি বেদ্মি পার্থান্।
ন শক্যতে জীবিতুমপ্যকর্মণা
ন চ ত্বদন্যো মম রোচতে নৃপঃ ॥৬

বিরাট উবাচ।
ত্বং ব্রাহ্মণো যদি বা ক্ষত্রিয়োঽসি
সমুদ্রনেমীশ্বরতুল্যদর্শনঃ।
আচক্ষ্ব মে ত্বমমিত্রকর্শন
ন বৈশ্যকর্ম ত্বয়ি বিদ্যতে ক্ষমম্ ॥৭

কস্যাসি রাজ্ঞো বিষয়াদিহাগতঃ
কিং বাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্।
কথং ত্বমস্মাসু নিবৎস্যসে সদা
বদস্ব কিং বাপি তবেহ বেতনম্ ॥৮

সহদেব উবাচ।
পক্ষানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্যাষ্টশতসাহস্রা গবাং বর্গাঃ শতং শতম্ ॥৯
অপরে শতসাহস্রা দ্বিস্তাবন্তস্তথা পরে।
তেষাং গোসংখ্য আসং বৈ তন্তিপালেতি
মাং বিদুঃ ॥১০
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যচ্চ সংখ্যাগতং গবাম্।
ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সমন্তাদ্ দশযোজনম্ ॥১১
গুণাঃ সুবিদিতা হ্যাসন্ মম তস্য মহাত্মনঃ।
অসকৃৎ স ময়া তুষ্টঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১২
ক্ষিপ্রজ্ঞ গাবো বহুলা ভবন্তি
ন তাসু রোগো ভবতীহ কশ্চন।
তৈস্তৈরুপায়ৈর্বিদিতং যমেভ-
র্দেবানি শিল্পানি ময়ি স্থিতানি ॥১৩

শত্রুসন্তাপক রাজার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সহদেব অতিগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কুরুপ্রবীর পাণ্ডবগণের গো-পরীক্ষক (বা গোসমূহের হিসাব-রক্ষক) ছিলাম।৫

হে নরবর! আমি আপনার নিকট বাস করিতে ইচ্ছা করি। সেই রাজসিংহ কুন্তীনন্দনদিগের সন্ধান আমি না। কাজ না করিয়াও বাঁচা যায় না। আপনি ছাড়া অন্য কোন রাজাকেও আমার ভাল লাগে না।৬

বিরাট বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন। আপনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যেই হউন, সসাগরা বসুধার অধীশ্বরের ন্যায় আপনার আকৃতি, আপনার যথার্থ পরিচয় আমাকে বলুন। বৈশ্যের কর্ম্ম আপনার যোগ্য নহে।৭

আপনি কোন্ রাজার রাষ্ট্র হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং কোন্ শিল্প আপনার অধিগত আছে? কি প্রকারে আপনি সর্ব্বদা আমার নিকট অবস্থান করিবেন এবং এখানে আপনার বেতনই বা কি হইবে আমাকে বলুন।৮

সহদেব বলিলেন,—পঞ্চ-পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির। তাঁহার এক এক পালে আটলক্ষ করিয়া এরূপ শত শত গরুর পাল ছিল।৯

আবার একলক্ষ দু'লক্ষ করিয়াও অনেক পাল ছিল। আমি তাহাদের গো-পরিসংখ্যাতা অর্থাৎ গো-সমূহের গণনাকারী বা হিসাবরক্ষক ছিলাম। লোকে আমাকে 'তন্তিপাল' বলিয়া জানে।১০

চতুর্দ্দিকে দশযোজনের মধ্যে যত গরু আছে, তাহাদের সংখ্যা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান

অবতাংস্চাপি জানামি রাজন্ পুজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১৪

বিরাট উবাচ।

শতং সহস্রাণি সমাহিতানি
সবর্ণবর্ণস্য বিমিশ্রিতানাম্ গুণৈঃ।
পশূন্ সপালান্ তবতে দদাম্যহং
তদাশ্রয়া যে পশবো ভবন্তিহ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা স রাজ্ঞোঽবিদিতো বিশাম্পতে-
রুবাস তত্রৈব সুখং নরোত্তমঃ।
ন চৈনমন্যেঽপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভরণং যথেপ্সিতম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি সহদেবপ্রবেশে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

কিছুই আমার অবিদিত নাই।১১

আমার গুণাবলি মহারাজ যুধিষ্ঠির ভাল-ভাবেই জানিতেন। তিনি আমার দ্বারা পুনঃপুনঃ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।১২

যাহাতে গরুগুলির সংখ্যা সত্বর বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে তাহাদের কোন রোগ না হয়, এসব বিষয়ে নানা উপায় আমার বিদিত। আমার এইসকল শিল্পবিদ্যা আছে।১৩

রাজন্! আমি সুলক্ষণ বৃষগুলিকেও জানি —যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা গাভীও মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে।১৪

বিরাটরাজা বলিলেন,—তুল্যবর্ণ ও তুল্যাকৃতির এক এক দলে হাজার হাজার করিয়া একলক্ষ গরু সুরক্ষিত আছে। বহুগুণান্বিত (বা নানা সুলক্ষণাক্রান্ত) সেই পশুগুলি ও তাহাদের পালকদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন আমার পশুগুলি আপনার অধীন হউক।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে সেই নরবর সহদেব রাজার অজ্ঞাত থাকিয়াই রাজধানীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অন্য লোকেরাও তাঁহাকে কোনরূপে চিনিতে পারিল না। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ভরণ-পোষণ জন্য ধন দিতেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্বে সহদেবপ্রবেশবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজসভায়ামর্জুনস্য প্রবেশঃ, রাজ্ঞা সহালাপঃ, কন্যাভ্যো নৃত্যশিক্ষাদানায় তস্য নিযুক্তিশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত রূপসম্পদা
স্ত্রীণামলঙ্কারধরো বৃহৎপুমান্।
প্রাকারবপ্রে প্রতিমুচ্য কুণ্ডলে
দীর্ঘে চ কম্বূপরি হাটকে শুভে ॥১

বাহূ চ দীর্ঘান্ প্রবিকীর্য্য মূর্দ্ধজান্
মহাভুজো বারণতুল্যবিক্রমঃ।
গজেন ভূমিং প্রতিকম্পয়ংস্তদা
বিরাটমাসাদ্য সভাসমীপতঃ ॥২

তং প্রেক্ষ্য রাজোপগতং সভাতলে
ব্যাঘ্রাৎ প্রতিচ্ছন্নমরিপ্রমাথিনম্।
বিরাজমানং পরমেণ বর্চসা
হুতং মহেন্দ্রস্য গজেন্দ্রবিক্রমম্ ॥৩

সর্বানপৃচ্ছচ্চ সভাসুচারিণঃ
কুতোঽয়মায়াতি পুরা ন মে শ্রুতঃ।
ন চৈনমুচুর্বিদিতং তদা নরাঃ
সবিস্ময়ং বাক্যমিদং নৃপোঽব্রবীৎ ॥৪

সঙ্ঘোপপন্নং পুরুষোঽমরোপমঃ
শ্যামো যুবা বারণযূথপোপমঃ।
আমুচ্য কম্বূপরি হাটকে শুভে
বিমুচ্য বেণীমপিনদ্ধ কুণ্ডলে ॥৫

গ্রথী সুকেশঃ পরিষাব চাস্যথা
সুশোভ বদ্ধা কবচী শরী যথা।
আরুহ্য যানং পরিষাবতাং ভবান্
হুতৈঃ সমো মে ভব বা ময়া সমঃ ॥৬

একাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার সভায় অর্জ্জুনের প্রবেশ, রাজার সহিত আলাপ ও কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষা-দানে নিয়োগ লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর দুর্গপ্রাচীরের মূলদেশস্থ মৃত্তিকাস্তূপের উপরে অপর একটি স্ত্রীলোকের অলঙ্কারধারী, রূপবান্, বিশালকায় পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলেন।১

হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী সেই মহাবাহু বাহু-যুগল ও দীর্ঘ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে বিরাটরাজার নিকটে সভাসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২

ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন গজরাজের ন্যায় বিক্রমশালী, মহাতেজে সমুজ্জ্বল, শত্রুপরাভবকারী মহেন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে সভাতলে সমাগত দেখিলেন।৩

বিরাটরাজা সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন, ইহার কথা ত আমি পূর্ব্বে শুনি নাই? জনগণ তাঁহাকে জানেন বলিয়া কিছু বলিলেন না। তখন রাজা সবিস্ময়ে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

গজযূথপতির ন্যায় বলশালী, শ্যামবর্ণ, সুকেশ, মাল্যধারী, দেবাকৃতি এই যুবাপুরুষ শঙ্খবলয়, সুবর্ণকেয়ূর ও কুণ্ডলযুগল পরিধান করিয়া, বেণী এলাইয়া দিয়া এবং বিকৃতভাবে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়াও শোভিত হইতেছেন।৫

ভদ্র! আপনি ধনুর্দ্ধারী এবং বাণ ও কবচধারীর তুল্য। আপনি আমার পুত্রগণের ন্যায় বা আমার ন্যায় রথারোহণ করিয়া ভ্রমণ করুন।৬

বৃদ্ধো হ্যহং বৈ পরিহারকামঃ
সর্বান্ মৎস্যাংস্ত্বয়া পালয়স্ব।
নৈবংবিধাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি
কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মনঃ ॥৭

(অর্জুন উবাচ।
বেণীঃ প্রকুর্য্যাং রুচিরে চ কুণ্ডলে
ত্বয়া স্রজঃ প্রাবরণানি সংহরে।
স্নানং চরেয়ং বিমৃজে চ দর্পণং
বিশেষকেষ্বেব চ কৌশলং মম ॥
ক্লীবেষু বালেষু জনেষু নর্তনে
শিক্ষাপ্রদানেষু চ যোগ্যতা মম।
করোমি বেণীষু চ পুষ্পপূরণং
ন মে স্ত্রিয়ঃ কর্মণি কৌশলাধিকাঃ ॥
তমব্রবীৎ প্রাংশুমুদীক্ষ্য বিস্মিতো
বিরাটরাজোপসৃতং মহাবলঃ ॥

বিরাট উবাচ।
নার্হস্তি বেশোঽয়মনূজিতস্তে
নাপুংস্কবর্হো নরদেবসিংহ।
তবৈব বেশোঽস্তুতবেশভূষণৈ-
র্বিভূষিতো ভূতপতেরিব প্রভো ॥

বিভাতি ভানোরিব রশ্মিধারিণো
ঘনাবরুদ্ধে গগনে ঘনৈরিব।
ধনুর্হি যস্যে তব শোভয়েদ্ ভুজৌ
তথা হি পীনাবতিমাত্রমায়তৌ ॥)

অর্জুন উবাচ।
গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি
তদ্রোঽস্মি নৃত্তে কুশলোঽস্মি গীতে।
তমুত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব মাং স্বয়ং
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ ॥৮

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, রাজ্যভার পরিহার করিতে চাই। আপনি নিজ বলে সমস্ত মৎস্য-দেশ পালন করুন। আমার মন ইহাই বুঝিতেছে যে, এতাদৃশ ব্যক্তিরা কিছুতেই ক্লীবাকৃতি হইতে পারেন না।৭

(অর্জুন বলিলেন,—আমি বেণী রচনা করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা মনোরম কুণ্ডল নির্মাণ করিতে পারি, মালা গাঁথিতে ও সুন্দর উত্তরীয় বন্ধন করিতে পারি। স্নান, দর্পণমার্জন এবং তিলক রচনায় আমার দক্ষতা আছে। বালক ও নপুংসক ব্যক্তিদিগকে নৃত্যশিক্ষাদানে আমার যোগ্যতা আছে। আমি খোঁপায় ফুল গুঁজিতে পারি। এই সমস্ত কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরও আমা অপেক্ষা অধিক দক্ষতা নাই। মহাবলশালী বিরাট-রাজা নিকটে সমাগত অর্জুনকে অতিশয় দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

বিরাট বলিলেন,—এই নিন্দিত বেশ আপনার অযোগ্য। হে সিংহসদৃশ নরবর! এই নপুংসকত্ব আপনার যোগ্য নহে। হে প্রভুত্বব্যঞ্জক আকৃতি-সম্পন্ন। ভূতনাথের ন্যায় আপনার এই আকৃতি অযোগ্য বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া মেঘাবৃত গগনে মেঘাচ্ছন্ন কিরণমালা বিমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। মনে হয়, ধনুকই আপনার বাহুযুগলকে অলঙ্কৃত করিতে পারে। এই বাহুযুগল সেইরূপ স্থূল ও অতিশয় দীর্ঘ।)

অর্জুন বলিলেন,—আমি গীত, বাদ্য ও নৃত্য করি। আমি নৃত্যে পটু ও সঙ্গীতে দক্ষ। রাজন্! আপনি আমাকে উত্তরার শিক্ষাদানে নিযুক্ত করুন। আমি স্বয়ং রাজকন্যার নৃত্যশিক্ষক হইব।৮

ইদং তু রূপং মম যেন বিদ্ধি ভব
প্রকীর্তয়িত্বা স্বশরীরবর্ণম্।
বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি
সুতং সুতাং বা পিতৃমাতৃবর্জিতাম্ ॥৯

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরং বৃহন্নলে
সুতাং চ যে নর্তয় যাংশ্চ তাদৃশীঃ।
ইদং তু তে কর্ম সমং ন মে মতং
সমুদ্রমেখিং পৃথিবীং বশমেষি ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।
সম্যক্ত্ব রাজা বিবিধৈঃ স্বযন্ত্রিভিঃ
পরীক্ষ্য চৈনং প্রমদাভিরাত্ত বৈ ॥১১

অপুংস্ত্বমস্যান্ত নিশম্য চ স্থিরং
ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ তম্।
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ॥১২
সখীশ্চ তস্যাঃ পরিচারিকাস্তথা
প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ ॥১৩
তথা স সত্রেণ ধনঞ্জয়ো বসন্
প্রিয়াণি কুর্বন্ সহ তাভিরাত্মবান্।
তথা চ তং তত্র ন অজ্ঞিরে জনা
বহিশ্চরা বাপ্যথ চান্তরেচরাঃ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি অর্জুনপ্রবেশো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।১১

রাজন্! যে কারণে আমার এই ক্লীবরূপ অত্যন্ত শোকাবহ, সেই কথা আপনাকে বলিয়া লাভ নাই। আমার নাম 'বৃহন্নলা'। আপনি আমাকে পুত্র বা কন্যা বলিয়া জানুন, আমার পিতা-মাতা নাই।৯

বিরাটরাজা বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি যাহা চাও, তোমাকে তাহা দিলাম। আমার কন্যা এবং কন্যাস্থানীয়াদিগকে তুমি নৃত্যশিক্ষা দাও। কিন্তু এই কার্য্য তোমার যোগ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সত্বর সেই বৃহন্নলাকে কলাবিদ্যা, নৃত্যগীত ও বাদ্যে পরীক্ষা করিয়া এবং স্বীয় বহু মন্ত্রীর মন্ত্রণা অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিলেন।১১

তাহার নপুংসকত্ব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া তারপর তাহাকে কন্যান্তঃপুরে পাঠাইলেন। বৃহন্নলাবেশী প্রজ্ঞাবশালী অর্জুন বিরাটরাজার কন্যা এবং তাহার সখী ও পরিচারিকাদিগকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিলেন।১২-১৩

সেইরূপ ছদ্মভাবে তাহাদের সহিত বাস করিয়া বুদ্ধিমান্ অর্জুন তাহাদের প্রিয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সেখানে অন্তঃপুরের বা বাহিরের কোন লোক চিনিতে পারিল না।১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্বে অর্জুনপ্রবেশবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজস্য তুরগপর্য্যবেক্ষণে তুরগশিক্ষায়াঞ্চ নকুলস্য নিযুক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত পাণ্ডবঃ প্রভু-
র্বিরাটরাজং ত্বরসা সমেয়িবান্।
তমাপতন্তং দদৃশে পৃথগ্‌জনো
বিমুক্তমভ্রাদিব সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥১

স বৈ দদর্শৈক্ষত তাংস্ততস্ততঃ
সমীক্ষমাণং স দদর্শ মৎস্যরাট্।
ততোঽব্রবীৎ তানমুগান্ নরেশ্বরঃ
কুতোঽয়মায়াতি নরোঽমরোপমঃ ॥২

স্বয়ং হয়ানীক্ষতি মামকান্ দৃঢ়ং
ধ্রুবং হয়জ্ঞো ভবিতা বিচক্ষণঃ।
প্রবেশ্যতামেব সমীপমাশু মে
বিভাতি বীরো হি যথামরস্তথা ॥৩

অথোত্তরো রাজানমিত্যভাষত-
জ্জয়োঽস্তু তে পার্থিব তত্ত্বমস্তু যৎ।
হয়েষু যুক্তো নৃপ সম্মতঃ সদা
তবাশ্বসূতো নিপুণো ভবাম্যহম্ ॥৪

বিরাট উবাচ।

দদামি যানানি ধনং নিবেশনং
মমাশ্বসূতো ভবিতুং ত্বমর্হসি।
কুতোঽসি কস্যাসি কথং ত্বমাগতঃ
প্রব্রূহি শিল্পং তব বিশ্রুতে চ যৎ ॥৫

নকুল উবাচ।

পক্ষানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তেনাহমশ্বেষু পুরা নিযুক্তঃ শত্রুকর্শন ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার অশ্বপর্য্যবেক্ষণ ও অশ্বশিক্ষায় নকুলের নিয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ ও প্রতাপশালী অপর একটি পাণ্ডুপুত্রকে বেগে বিরাট-রাজার নিকট আসিতে দেখা গেল। সাধারণ লোকে মেঘমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আসিতে দেখিল।১

তিনি চারিদিকে অশ্বগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট তাঁহাকে অশ্ব-গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার পর নিজ অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দেবতুল্য মানুষটি কোথা হইতে আসিতেছেন।২

ইনি নিজেই আমার অশ্বগুলিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কোন বিচক্ষণ অশ্বলক্ষণাভিজ্ঞ হইবেন। ইহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। এই ব্যক্তিকে বীর ও দেবতার ন্যায় মনে হইতেছে।৩

শত্রুসংহারক নকুল রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনার জয় হউক, আপনাদের মঙ্গল হউক। রাজন্! আমি নিপুণ অশ্বসারথি, আপনার সম্মতি পাইলে সর্ব্বদা আপনার অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারি।৪

বিরাট বলিলেন,—আপনি আমার অশ্বসারথি হইতে পারেন; আপনাকে বহু রথ, ধন ও গৃহ দান করিলাম, আপনি কাহার কর্ম্মচারী, কোথা হইতে কি কারণে আসিয়াছেন এবং কি শিল্প আপনার জানা আছে বলুন।৫

অশ্বানাং প্রকৃতিং বেদ্মি বিনয়ং চাপি সর্বশঃ।
দুষ্টানাং প্রতিপত্তিং চ কৃৎস্নং চৈব চিকিৎসিতম্ ॥৭

ন কাতরং স্বাস্থ্যমুপৈতি বাহনং
ন মেহস্তি দুষ্টা বড়বা কুতো হয়াঃ।
অনন্ত মামাহ স চাপি পাণ্ডবো
যুধিষ্ঠিরো গ্রন্থিকনেব নামতঃ ॥৮

(মাতলিরিব দেবপতের্দশরথনৃপতেঃ সুমন্ত্র
ইব ধন্যা।
সুমহ ইব জামদগ্ন্যস্যৈব তব শিক্ষয়াম্যশ্বান্ ॥
যুধিষ্ঠিরস্য রাজেন্দ্র নররাজস্য শাসনাৎ।
শতসাহস্রকোটীনামশ্বানামস্মি রক্ষিতা ॥)

বিরাট উবাচ।

যদস্তি কিঞ্চিন্মম বাজিবাহনং
তদস্তু সর্বং ত্বদধীনমদ্য বৈ।
যে চাপি কেচিন্মম বাজিযোজকা-
স্ত্বদাশ্রয়া সারথয়শ্চ সন্তু মে ॥৯
ইদং তবেষ্টং যদি বৈ সুরোপম
ব্রবীহি যৎ তে প্রসমীক্ষিতং বহু।
ন তেঽনুরূপং হয়কর্মবিদ্যতে
প্রভাসি রাজেব হি মন্যতো মম ॥১০
যুধিষ্ঠিরস্যেব হি দর্শনেন মে
সমং তবেদং প্রিয়মদ্য দর্শনম্।
কথং তু ভৃত্যৈঃ স বিনাকৃতো বনে
বসত্যনিন্দ্যো রমতে চ পাণ্ডবঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা স গন্ধর্ববরোপমো যুবা
বিরাটরাজ্ঞা যুদিতেন পূজিতঃ।
ন চৈনমন্যেঽপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রিয়াতিথিং বিচরন্তমন্তরা ॥১২

নকুল বলিলেন,—পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন যুধিষ্ঠির। হে শত্রুনিসূদন। তিনিই আমাকে পূর্ব্বে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।৬

আমি অশ্বের স্বভাব এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি সমস্ত জানি। দুষ্ট অশ্বকে দমন করিবার উপায় এবং অশ্বের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা জানি ।৭

আমার অশ্ব কখনও ক্লান্ত হয় না। অশ্ব কেন, আমার ঘোটকীও কখনও দুষ্ট হয় না। লোকে এবং সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরও আমাকে 'গ্রন্থিক' নামে অভিহিত করিতেন ।৮

(দেবরাজের যেমন মাতলি, দশরথের যেমন সুমন্ত্র, জমদগ্নির যেমন সুযশ, সেইরূপ আমি আপনার অশ্বগণকে শিক্ষাদান করিব। মহারাজ। রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অশ্ব রক্ষা করিতাম।)

বিরাট বলিলেন,—আমার অশ্ব ও অন্যান্য বাহন যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অদ্য তোমার অধীন হউক; আর অশ্বযোজক এবং সারথি যাহারা আছে, তাহারাও তোমার আশ্রিত হউক ।৯

হে সুরোপম! যদি ইহাই তোমার অভীষ্ট হয়, তবে তোমার নির্দ্ধারিত ধনের (বেতনের) কথা বল। অশ্বের কার্য্য করা তোমার যোগ্য নহে। তুমি রাজার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ বলিয়া আমার মনে হয় ।১০

আমার কাছে যুধিষ্ঠিরের মতই তোমাকে প্রিয়দর্শন মনে হইতেছে। হায়! অনিন্দ্যসুন্দর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভৃত্যবর্গবিরহিত হইয়া কিরূপে বনমধ্যে বাস করিতেছেন ও সন্তোষলাভ করিতেছেন ।১১

এবং হি মৎস্যে ন্যবসন্ত পাণ্ডবা
যথাপ্রতিজ্ঞাভিরমোঘদর্শনাঃ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং ব্যচরন্ সমাহিতাঃ
সমুদ্রনেমীপতয়োঽভিদুঃখিতাঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি নকুলপ্রবেশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরগন্ধর্ব্বসদৃশ সুবক নকুল আনন্দিত বিরাটরাজার সেইরূপ সমাদর লাভ করিলেন। ছদ্মবেশে বিচরণকারী প্রিয়-দর্শন ও সুন্দর সেই নকুলকে অন্য কেহও কোনরূপে জানিতে পারিল না।১২

যাঁহারা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহাদের দর্শন ব্যর্থ হইত না অর্থাৎ যাঁহাদের দর্শনে সাক্ষাৎকারীর মনোরথ পূর্ণ হইত, সেই পাণ্ডবগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে এইভাবে মৎস্যদেশে বাস করিলেন এবং সাবধানে অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নকুলের প্রবেশবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২

(সময়পালনপর্ব্ব।)

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য জীমূতনামক-মল্লবধঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং তে মৎস্যনগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
অত ঊর্দ্ধং মহাবীর্য্যাঃ কিমকুর্ব্বত বৈ দ্বিজ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং মৎস্যস্য নগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
আরাধয়ন্তো রাজানং যদকুর্ব্বত তচ্ছৃণু ॥২

কৃষ্ণবিদ্যুপ্রণাদাচ্চ ধর্ম্মস্য চ মহাত্মনঃ।
অজ্ঞাতবাসমেবং তু বিরাটনগরেঽবসন্ ॥৩
যুধিষ্ঠিরঃ সত্যধারো মৎস্যানামভবৎ প্রিয়ঃ।
তথৈব চ বিরাটস্য সপুত্রস্য বিশাম্পতে ॥৪
স হ্যক্ষহৃদয়জ্ঞস্তান্ ক্রীড়য়ামাস পাণ্ডবঃ।
অক্ষবত্যাং যথাকামং সূত্রবদ্ধানিব দ্বিজান্ ॥৫

(সময়পালন পর্ব্ব।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের জীমূত নামক মল্ল বধ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজবর! কুরু-বংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবলশালী পাণ্ডব-গণ এইভাবে মৎস্যরাজ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অতঃপর কি করিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, রাজার সেবা করিতে করিতে পাণ্ডবগণ যাহা করিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর।২

মহাত্মা ধর্ম্ম ও কৃষ্ণবিদ্যুর অনুগ্রহে তাঁহারা এইভাবে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।৩

অজ্ঞাতক বিরাটস্য বিজিত্য বসু ধর্মরাট্।
ভ্রাতৃভ্যঃ পুরুষব্যাঘ্রো যথার্হং সম্প্রযচ্ছতি ॥৬
ভীমসেনোঽপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
অভিসৃষ্টানি মৎস্যেন বিক্রীণীতে যুধিষ্ঠিরে ॥৭
বাসাংসি পরিজীর্ণানি লক্ষান্তঃপুরেঽর্জুনঃ।
বিক্রীণানশ্চ সর্বেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
সহদেবোঽপি গোপানাং বেশমাস্থায় পাণ্ডবঃ।
দধি ক্ষীরং ঘৃতঞ্চৈব পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৯
নকুলোঽপি ধনং লব্ধ্বা কৃতে কর্মণি বাজিনাম্।
তুষ্টে তস্মিন্ নরপতৌ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১০
কৃষ্ণা তু সর্বান্ ভর্তৃংস্তান্ নিরীক্ষন্তী তপস্বিনী।
যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভামিনী ॥১১

এবং সম্পাদয়ন্তস্তে তদান্যোন্যং মহারথাঃ।
বিরাটনগরে চেরুঃ পুনর্গর্ভধৃতা ইব ॥১২
সাশঙ্কা ধার্তরাষ্ট্রস্য ভয়াৎ পাণ্ডুসুতাস্তদা।
প্রেক্ষমাণাস্তদা কৃষ্ণাং দুঃখার্তা নরাধিপ ॥১৩

অথ মাসে চতুর্থে তু ব্রহ্মণঃ সুমহোৎসবঃ।
আসীৎ সমৃদ্ধো মৎস্যেষু পুরুষাণাং সুসম্মতঃ ॥১৪

তত্র মল্লাঃ সমাপেতুর্দিগ্‌ভ্যো রাজন্ সহস্রশঃ।
সমাজে ব্রহ্মণো রাজন্ যথা পশুপতেরিব ॥১৫

মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ কালখঞ্জা ইবাসুরাঃ।
বীর্য্যোন্মত্তা বলোদগ্রা রাজ্ঞা সমভিপূজিতাঃ ॥১৬

ভূপতে। যুধিষ্ঠির সভাসদ্ হইয়া মৎস্যদেশীয় জনগণের এবং বিরাটরাজা ও তৎপুত্রের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।৬

দ্যূতবিদ্যাবিশারদ যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুসারে দ্যূতক্রীড়ায় তাহাদিগকে সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় ধন জয় করিয়া বিরাটরাজার অজ্ঞাতসারে ভ্রাতৃবর্গকে যথাযোগ্যভাবে প্রদান করিতেন।৬

ভীমসেনও রাজদত্ত বহু মাংস ও বিবিধ ভোজ্য-বস্তুসমূহ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিক্রয় করিতেন।৭

অর্জুন অন্তঃপুরে লব্ধ অত্যন্ত জীর্ণ বস্ত্রগুলি বিক্রয়চ্ছলে সমস্ত ভ্রাতাকে দান করিতে লাগিলেন।৮

পাণ্ডুপুত্র সহদেবও গোয়ালার বেশ ধারণ করিয়া অন্য পাণ্ডবদিগকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিতেন।৯

নকুলও অশ্বের কার্য্য করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করত যে ধন লাভ করিতেন, তাহা পাণ্ডবদিগকে দান করিতে লাগিলেন।১০

কোপশীলা ব্রতধারিণী দ্রৌপদী সমস্ত পাণ্ডবকে অবলোকন করিতে থাকিয়া যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, সেইভাবেই বিচরণ করিতেন।১১

মহারথ পাণ্ডবগণ এইভাবে পরস্পর সহযোগিতা করিতে থাকিয়া, পুনরায় যেন গর্ভস্থ হইয়াই (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই) বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২

হে জনমেজয়! তৎকালে দুর্য্যোধনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, দ্রৌপদীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে মৎস্যদেশে বাস করিতে লাগিলেন।১৩

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যদেশে আড়ম্বরপূর্ণ একটী জনপ্রিয় ব্রহ্মার মহোৎসব উপস্থিত হইল।১৪

হে রাজন্ জনমেজয়! শিবের মেলায় যত সেই ব্রহ্মার মেলায় নানা দেশ হইতে রাজার হাজার মল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল।১৫

মহাবলশালী এবং বিশালকায় কালখঞ্জনামক অসুরগণের মত সেই বীর্য্যোন্মত্ত অতিশয় বলশালী মল্লগণ রাজার সমাদর লাভ করিল।১৬

সিংহস্কন্ধকটিগ্রীবাঃ স্ববলাঢ্যা মনস্বিনঃ।
অসকৃন্নরলক্ষাঢ্যে রঙ্গে পার্থিবসন্নিধৌ ॥১৭

তেষামেকো মহানাসীৎ সর্বমল্লানযাহ্বয়ৎ।
আবয়মানং তং রঙ্গে নোপতিষ্ঠতি কশ্চন ॥১৮

যদা সর্বে বিমনসস্তে মল্লা হতচেতসঃ।
অথ সূদেন তং মল্লং যোধয়ামাস মৎস্যরাট্ ॥১৯

নোদ্যমানস্তদা ভীমো দুঃখেনৈবাকরোন্মতিম্।
ন হি শক্নোতি বিবৃতে প্রত্যাখ্যাতুং নরাধিপম্ ॥২০

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ সার্দূলবিক্রমো বলী।
প্রবিবেশ মহারঙ্গং বিরাটমভিপূজয়ন্ ॥২১

ববন্ধ কক্ষাং কৌন্তেয়স্ততঃ সংহর্ষয়ন্ জনম্।
ততস্তু বৃত্রসঙ্কাশং ভীমো মল্লং সমাহ্বয়ৎ ॥২২

ভীমসেন নামঃ তং তত্র মল্লং প্রখ্যাতবিক্রমম্।
তাবুভৌ যুদ্ধহোৎসাহাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥২৩
মত্তাবিব মহাকায়ৌ বারণৌ ষষ্টিহায়নৌ।
ততস্তৌ নরশার্দূলৌ বাহুযুদ্ধে সমীয়তুঃ ॥২৪
বীরৌ পরমসংহৃষ্টাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
আসীৎ সুতুমুলঃ সম্পাতো বজ্র-পর্বতয়োরিব ॥২৫
উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ বলেনাতিবলাবুভৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সু, পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥২৬
উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ মত্তাবিব মহাগজৌ।
কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সুসঙ্কটৈঃ।
সংনিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মথনৈস্তথা ॥২৭
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোত্থনিঃস্বনৈঃ।
তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ ॥২৮

তাহাদের গ্রীবা, স্কন্ধ ও কটিদেশ সিংহের ন্যায়, তাহারা মনস্বী ও উজ্জ্বল বেশভূষায় অলঙ্কৃত। তাহারা রাজার নিকট রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভীষ্ট (সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিজয়গৌরব ও পারিতোষিকাদি) লাভ করিয়াছে।১৭

তাহাদের মধ্যে একজন মহামল্ল ছিল। সে সমস্ত মল্লকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আস্ফালনকারী সেই মল্লের নিকট কেহই উপস্থিত হইল না।১৮

যখন সমস্ত মল্ল নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইল তখন মৎস্যরাজ পাচকবেশী ভীমের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করাইলেন।১৯

রাজা নিযুক্ত করায় ভীমসেন অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইলেন; কারণ, তিনি প্রকাশ্যে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।২০

তাহার পর পুরুষব্যাঘ্র ভীমসেন বিরাটরাজার বন্দনা করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে করিতে বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।২১

তাহার পর জনগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কক্ষাবন্ধন (অর্থাৎ কটিবন্ধন ও মালকোঁচা) করিলেন। তাহার পর ভীমসেন সেই কৃষ্ণাসুর সদৃশ প্রখ্যাত পরাক্রমশালী ভীমূত নামক মহামল্লকে আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা উভয়েই ভীষণ পরাক্রমশালী, অতিশয় যুদ্ধোৎসাহী। ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বিশালদেহ মত্ত হস্তীযুগের ন্যায় সেই দুই নরব্যাঘ্র বাহুযুদ্ধে মিলিত হইলেন।২২-২৪

উভয়েই বীর, উভয়েই পরম আনন্দিত এবং উভয়েই উভয়কে জয় করিতে ইচ্ছুক। তখন বজ্র ও পর্ব্বতের ন্যায় তাহাদের উভয়ের অতি ভীষণ সংঘর্ষ হইল।২৫

উভয়েই পরম আনন্দিত, উভয়েই অত্যন্ত বলশালী, উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষে পরস্পরের ছিদ্র (ত্রুটি বা অনবধানতার সুযোগ) অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২৬

শলাকাসদৃশৈস্তীক্ষ্ণৈ পাদোদ্ধূতৈশ্চ দারুণৈঃ।
জানুভিশ্চাস্যনির্ঘোষৈঃ শিরোভিশ্চাবঘট্টনৈঃ ॥২৯
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরমস্ত্রং বাহুবলাশ্রয়া।
বলপ্রাণেন শূরাণাং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥৩০
অবজ্ঞায় জনঃ সর্বঃ সোৎক্রুষ্টনিনদোত্থিতঃ।
বলিনোঃ সংযুগে রাজন্ বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৩১
প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরভ্যাকর্ষাবকর্ষণৈঃ।
আকর্ষতুরথান্যোন্যং জানুভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ॥৩২
ততঃ সজেন মহতা তর্জয়ন্তৌ পরস্পরম্।
বৃঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥৩৩

চকর্ষ সোর্জ্যামুৎপাট্য ভীমো মল্লমমিত্রহা।
বিনদন্তমতিক্রোশন্ শার্দূল ইব বারণম্ ॥৩৪
নমুচস্য মহাবাহুর্মিত্রায়াস বীর্যবান্।
ততো মল্লাশ্চ মৎস্যাশ্চ বিস্ময়ং চক্রিরে পরম্ ॥৩৫
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গতসত্ত্বমচেতনম্।
প্রত্যপিংষন্মহাবাহুর্মল্লং ভুবি বৃকোদরঃ ॥৩৬
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে জীমূতে লোকবিশ্রুতে।
বিরাটঃ পরমং হর্ষমাগচ্ছদ্ বান্ধবৈঃ সহ ॥৩৭
প্রহর্ষাৎ প্রদদৌ বিত্তং বহু রাজা মহামনাঃ।
বল্লবায় মহারঙ্গে যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩৮

উভয়েই পরম আনন্দিত বিশালদেহ মত্তহস্তি-যুগের ন্যায়। বিচিত্র আঘাত ও প্রত্যাঘাত, ভয়ঙ্কর বাহুপ্রহার, ভূতলে নিপাতন, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, নিক্ষেপণ, মুষ্ট্যাঘাত, বরাহের ন্যায় ঘর্ঘর গর্জন (অথবা স্বন্ধোপরি অধোমুখে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবার শব্দ), বজ্রাঘাত-সদৃশ চপেটাঘাত, প্রসারিত অঙ্গুলীর আঘাত, শলাকাসদৃশ নখরাঘাত, দারুণ পাদোৎক্ষেপ, প্রস্তরপ্রহারের ন্যায় মস্তকযুক্ত বাহুপ্রহার এবং মস্তক দ্বারা অবঘট্টন পূর্বক বাহুবল এবং শরীরিক ও মানসিক বলের সাহায্যে উৎসব সমাজের সন্নিধানে শস্ত্রহীন সেই ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।২৭-৩০

হে রাজন্! বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের যুদ্ধে সকল লোক আনন্দিত হইল এবং তারস্বরে সাধুবাদ (বা কোলাহল) করিতে লাগিল।৩১

তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে টানাটানি ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন এবং বাহু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।৩২

তাহার পর দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, রণনিপুণ তাঁহারা উভয়েই মহাক্রোধে পরস্পরকে তর্জনপূর্বক করিতে করিতে লৌহ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন।৩৩

অক্লান্তকর্মা মহাবাহু মহাবীর ভীমসেন ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে চীৎকারকারী হস্তীর ন্যায় সেই মল্লকে দুই হাতে তুলিয়া টান দিলেন এবং উপরে উঠাইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে অন্যান্য মল্লরা ও মৎস্যদেশীয় লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল।৩৪-৩৫

মহাবাহু বৃকোদর শতগুণ ভ্রমণ করাইয়া নিষ্চেষ্ট (অসাড়) ও অচেতন সেই মল্লকে ভূতলে নিষ্পেষিত করিলেন।৩৬

সেই লোকবিখ্যাত বীর জীমূত নিহত হইলে বিরাটরাজা ও তাঁহার বান্ধবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মহামনা রাজা বিরাট আনন্দে সেই বিশাল রঙ্গমঞ্চে বল্লবকে কুবেরের ন্যায় বহু ধন দান করিলেন।৩৭-৩৮

এবং স যুযুধে মল্লান্ পুরুষাংশ্চ মহাবলান্।
বিনিঘ্নন্ মৎস্যরাজস্য প্রীতিমাহরদুত্তমাম্ ॥৩৯
যদাস্য তুল্যঃ পুরুষো ন কশ্চিৎ তত্র বিদ্যতে।
ততো ব্যাঘ্রৈশ্চ সিংহৈশ্চ দ্বিপৈশ্চাপ্যযোধয়ৎ ॥৪০
পুনরন্তঃপুরগতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বৃকোদরঃ।
যোধ্যতে স বিরাটেন সিংহৈর্মত্তৈর্মহাবলৈঃ ॥৪১
বীভৎস্বপি গীতেন স্বনৃত্যেন চ পাণ্ডবঃ।
বিরাটং তোষয়ামাস সর্বাশ্চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৪২
অথৈর্বিনীতৈর্ভবনৈস্তত্র তত্র সমাগতৈঃ।
তোষয়ামাস রাজানং নকুলো নৃপসত্তমম্ ॥
তস্মৈ প্রদেয়ং প্রাযচ্ছৎ প্রীতো রাজা ধনং বহু ॥৪৩
বিনীতান্ বৃষভান্ দৃষ্ট্বা সহদেবস্য চারিতঃ।
ধনং মহৎ বহুবিধং বিরাটঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৪৪
দ্রৌপদী প্রেক্ষ্য তান্ সর্বান্ ক্লিশ্যমানান্ মহারথান্।
বাষ্পপ্রীতমনা রাজন্ নিঃশ্বাসপরমাভবৎ ॥৪৫
এবং তে সুসংগুপ্তা প্রচ্ছন্নাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
কর্মাণি তস্য কুর্বাণা বিরাটনৃপতেস্তদা ॥৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি
জীমূতবধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

এইরূপে ভীম বহু মল্ল ও মহাবলশালী বহু পুরুষকে পরাজিত করিয়া মৎস্যরাজের মহতী প্রীতি উৎপাদন করিলেন ।৩৯

যখন দেখা গেল যে, সেখানে উঁহার সমান আর কোন লোক নাই, তখন তাঁহাকে ব্যাঘ্র, হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধ করান হইল ।৪০

বিরাটরাজা পুনরায় অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভীমকে মহাবলশালী বহু সিংহের সহিত যুদ্ধ করাইয়াছিলেন ।৪১

পাণ্ডুনন্দন অর্জুনও নিজের নৃত্য ও গীত দ্বারা বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ।৪২

নকুল নানাস্থানে সমাগত বেগবান্ অশ্বগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া রাজা বিরাটের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর যোগ্য বহু ধন দান করিতেন ।৪৩

চারিদিকে সহদেবের বিনীত (শিক্ষিত) বৃষগুলি দেখিয়াও রাজা বিরাট বহুবিধ ধন দান করিতেন ।৪৪

হে জনমেজয়। সেই মহারথ পাণ্ডবদিগের সকলকেই কষ্ট পাইতে দেখিয়া দ্রৌপদী বড় একটা সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনি দুঃখে সর্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন ।৪৫

তৎকালে পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ এইপ্রকারে বিরাটরাজার বিভিন্ন কার্য্য করিতে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত সময়পালনপর্বে জীমূতবধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৩

(কীচকবধপর্ব্ব।)

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা কীচকস্যাসক্তিঃ, দ্রৌপদ্যাঃ সমীপে প্রণয়প্রার্থনা, তয়া তস্য কীচকস্য ভর্ৎসনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বসমানেষু পার্থেষু মৎস্যস্য নগরে তদা।
সমারম্ভেষু সর্ব্বেষু মাসা দশ সমাযযুঃ ॥১

যাজ্ঞসেনী সুদেষ্ণাং তু শুশ্রূষন্তী বিশাম্পতে।
আবসৎ পরিচার্হা সুদুঃখং জনমেজয় ।২

তথা চরন্তী পাঞ্চালী সুদেষ্ণায়া নিবেশনে।
তাং দেবীং তোষয়ামাস তথা চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ।৩

তস্মিন্ বর্ষে গতপ্রায়ে কীচকস্য মহাবলঃ।
সেনাপতির্বিরাটস্য দদর্শ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৪

তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং চরন্তীং দেবতামিব।
কীচকঃ কামযামাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ।৫

স তু কামাগ্নিসন্তপ্তঃ সুদেষ্ণামভিগম্য বৈ।
প্রহসন্নিব সেনানীরিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬

নেদৃশং ময়া জাতু পূর্ব্বং দৃষ্টা
রাজ্ঞো বিরাটস্য নিবেশনে শুভা।
রূপেণ চোন্মাদয়তীব মাং ভৃশং
গন্ধেন জাতা মদিরেব ভামিনী ॥৭

কা দেবরূপা হৃদয়ঙ্গমা শুভে
হ্যাচক্ষ্ব মে কস্য কুতোঽভ্যুপেয়ুষী।
চিত্তং হি নির্মথ্য করোতি মাং বশে
ন চান্যদৌষধমস্তি মে মতম্ ॥৮

(কীচকবধপর্ব্ব।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকে দেখিয়া কীচকের আসক্তি, দ্রৌপদীর নিকট প্রণয়-প্রার্থনা ও দ্রৌপদী কর্ত্তৃক তাহাকে ভর্ৎসনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে থাকিলে তাঁহাদের দশমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। সেবাদাস্যের যোগ্যা দ্রৌপদী সুদেষ্ণার সেবা করিতে থাকিয়া অতি দুঃখে বাস করিতেছিলেন।১-২

সুদেষ্ণার ভবনে সেইরূপ কার্য্য করিতে থাকিয়া দ্রৌপদী রাণী সুদেষ্ণাকে এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।৩

সেই বৎসরটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে বিরাটরাজার সেনাপতি মহাবলশালী কীচক একদিন দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইল।৪

দেবকন্যাসদৃশী দ্রৌপদীকে দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া কীচক কামবাণে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কামনা করিল।৫

সেনাপতি কীচক কামানলে সন্তপ্ত হইয়া সুদেষ্ণার নিকট আসিয়া সহাস্যে এই কথা বলিল।৬

এখানে বিরাটরাজার ভবনে এই সুলক্ষণা রমণীকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সুনিষ্পন্না মদিরা যেমন নিজ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তোলে, এই সুন্দরী সেইরূপ নিজরূপে আমাকে অতিশয় উন্মত্ত করিয়াছে।৭

হে ভদ্রে। মদীয় চিত্তপ্রবিষ্টা এই দেবাকৃতি সুন্দরীটি কে, কাহার স্ত্রী এবং কোথা হইতে আসিয়াছে আমাকে বল? শোভনে। এই সুন্দরী আমার চিত্তকে মথিত করিয়া আমাকে

অহো তবেয়ং পরিচারিকা শুভা
প্রত্যগ্ররূপা প্রতিভাতি মানিনম্।
অনুরূপং হি করোতি কর্ম তে
প্রশাস্তু মাং যচ্চ মমাস্তি কিঞ্চন ॥৯
প্রভূতনাগাশ্বরথং মহাজনং
সমৃদ্ধিযুক্তং বহুপানভোজনম্।
মনোহরং কাঞ্চনচিত্রভূষণং
গৃহং মহচ্ছোভয়তামিহং মম ॥১০
ততঃ সুদেষ্ণামনুমন্ত্র্য কীচক-
স্ততঃ সমভ্যেত্য নরাধিপাত্মজাম্।
উবাচ কৃষ্ণামভিসান্ত্বয়ংস্তদা
মৃগেন্দ্রকন্যামিব জম্বুকো বনে ॥১১
কা ত্বং কস্যাসি কল্যাণি কুতো বা ত্বং বরাননে।
প্রাপ্তা বিরাটনগরং তৎ মমাচক্ষ্ব শোভনে ॥১২

রূপমগ্র্যং তথা কান্তিঃ সৌকুমার্য্যমনুত্তমম্।
কান্ত্যা বিভাতি বক্ত্রং তে শশাঙ্ক এব নির্মলম্ ॥১৩
নেত্রে সুবিপুলে শুভ্রে পদ্মপত্রনিভে শুভে।
বাক্যং তে চারুসর্বাঙ্গি পরপুষ্টরুতোপমম্ ॥১৪

এবং রূপা ময়া নারী কাচিদন্যা মহীতলে।
ন দৃষ্টপূর্বা সুশ্রোণি যাদৃশী ত্বমনিন্দিতে ॥১৫

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া কা ত্বমথ ভূতিঃ সুমধ্যমে।
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিরথো কান্তিরাসাং কা ত্বং বরাননে।১৬

অহীনরূপিণী কিং ত্বমনঙ্গবিহারিণী।
অতীব ভ্রাজসে শুভ্রে প্রভেবেন্দোরনুত্তমা ॥১৭

অপি চেক্ষণপক্ষ্মাণাং স্নিগ্ধং জ্যোৎস্নোপমং শুভম্।
দিব্যাংশুরশ্মিভির্বৃত্তং দিব্যকান্তিমনোরমম্ ॥১৮

বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমার যে রোগ, সেই রোগে ইহার প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য ঔষধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।৮

আহা! তোমার এই সুন্দরী পরিচারিকাটি অভিনব (অতুলনীয়) রূপবতী বলিয়া আমার মনে হইতেছে। এ যে তোমার দাসীত্ব করিতেছে ইহা অনুচিত। এই রমণী আমার উপর এবং আমার যাহা কিছু আছে তাহার উপর প্রভুত্ব করুক।৯

এই সুন্দরী আমার প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথযুক্ত-ধনজনসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন-পানীয় পরিপূর্ণ বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার সমন্বিত মনোরম ভবন অলঙ্কৃত করুক।১০

তাহার পর সুদেষ্ণার সহিত আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে আসিয়া কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীর নিকট আসিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, তখন মনে হইল—যেন অরণ্যমধ্যে শৃগাল আসিয়া পশুরাজকন্যার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল।১১

হে কল্যাণি! হে সুন্দরি! হে বরাননে! তুমি কে, তুমি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছ তাহা বল।১২

তোমার এই শ্রেষ্ঠ অপরূপ রূপলাবণ্য, উত্তম সৌকুমার্য্য, নিষ্কলুষ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল লাবণ্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডল শোভা পাইতেছে।১৩

হে শুভ্র, হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার পদ্মপত্র-সদৃশ অত্যায়ত সুন্দর নয়ন-যুগল, তোমার বাক্য কোকিলের কলকূজনের ন্যায় সুমধুর।১৪

হে সু-নিতম্বে! হে অনিন্দ্যসুন্দরি! তোমার মত এইরূপ রূপবতী অন্য কোন রমণী আমি ভূমণ্ডলে কখনও দেখি নাই।১৫

হে সুমধ্যমে! তুমি কে? তুমি কি কমল-বাসিনী লক্ষ্মী? অথবা সাক্ষাৎ হে ভূতি?

বিলোক্য বক্ত্রচন্দ্রং তে লক্ষ্মাণুপময়া যুতম্ ।
কৃৎস্নে জগতি কো নেহ কামস্য বশগো ভবেৎ ॥১৯

হারালঙ্কার-যোগ্যৌ তু স্তনৌ চোতৌ সুশোভনৌ ।
সুজাতৌ সহিতৌ লক্ষ্ম্যা পীনৌ বৃত্তৌ নিরন্তরৌ ॥২০

কুড্মলাগ্রুরুহাকারৌ তব সুভ্রু পয়োধরৌ ।
কামপ্রতোদাবিব মাং তুদতশ্চারুহাসিনি ॥২১

বলীবিভঙ্গচতুরং স্তনভারবিনামিতম্ ।
করাগ্রপরিমেয়ং মধ্যং তবেদং তনুমধ্যমে ॥২২

দৃষ্টেব চারু জঘনং সরিৎপুলিনসন্নিভম্ ।
কামব্যাধিরসাধ্যো মামপ্যাক্রামতি ভামিনি ॥২৩

জজ্বাল চাগ্নিসদৃশো দাবাগ্নিরিব নির্দয়ঃ ।
ত্বৎসঙ্গমাভিসঙ্কল্পবিবৃদ্ধো মাং দহত্যয়ম্ ॥২৪

আত্মপ্রদানবর্ষেণ সঙ্গমাম্ভোধরেণ চ ।
শময়স্ব বরারোহে জ্বলন্তং মন্মথানলম্ ॥২৫

মচ্চিত্তোন্মাদনকরা মন্মথস্য শরোৎকরাঃ ।
ত্বৎসঙ্গাশাশিতাস্তীব্রাঃ শশিনিভাননে ;
মহ্যং বিদার্য্য হৃদয়মিদং নির্দয়বেশিতাঃ ॥২৬

প্রবিষ্টা হসিতাপাঙ্গি প্রচণ্ডাশ্চণ্ডদারুণাঃ ।
অত্যুন্মাদসমারম্ভাঃ প্রীত্যুন্মাদকরা মম ।
আত্মপ্রদানসম্ভোগৈর্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি ॥২৭

চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্বাভরণভূষিতা ।
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি ॥২৮

বরাননে। তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি অথবা কান্তি ইহাদের মধ্যে কেহ ?।১৬

তুমি কি কামদেবের অঙ্গ-বিহারিণী অতি রূপবতী রতিদেবী ? হে সুভ্রু ! তুমি অনুত্তম চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিময়ী হইয়া শোভা পাইতেছ।১৭

তোমার চোখের পাতার মন্দ হাস্য জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর (অথবা তোমার স্মিত হাস্য চোখের পাতার পক্ষে জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর)। বিচ্ছুরিত দিব্য লাবণ্যকিরণে বৃত্তাকার, মনোরম দিব্যকান্তি সমন্বিত অনুপম শোভাময় তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া এই সমগ্র জগতে কে না কামের বশীভূত হইবে ?।১৮-১৯

তোমার স্থূল, বর্ত্তুল, নিবিড়, সুপরিণত ও লাবণ্য-মণ্ডিত সুন্দর স্তনযুগল হার দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। হে সুন্দরি। হে চারুহাসিনি। তোমার পদ্মকোরকাকৃতি পয়োধরযুগল কামদেবের যষ্টির (চাবুকের) ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।২০-২১

হে কৃশোদরি। করাগ্র পরিমিত তোমার এই কটিদেশ ত্রিবলী সন্নিবেশে রমণীয় এবং স্তনভারে অবনমিত।২২

ভামিনি। নদীসৈকতসদৃশ তোমার মনোরমজঘন দেখিয়াই অসাধ্য কামপীড়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে।২৩

দাবানলের ন্যায় নির্দ্দয় কামানল জ্বলিত হইয়াছে এবং তোমার সহিত সঙ্গমসঙ্কল্পে বর্দ্ধিত হইয়া ইহা আমাকে দগ্ধ করিতেছে।২৪

হে বরারোহে। সঙ্গমরূপ মেঘ ও আত্মদান রূপ বর্ষণ দ্বারা তুমি আমার প্রজ্বলিত কামানল নির্ব্বাপিত কর।২৫

হে বিধুমুখি। আমার চিত্তোন্মাদকারী কামদেবের অতি প্রচণ্ড নিষ্ঠুর শরনিকর তোমার সঙ্গমাশায় শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ হইয়া নির্দ্দয় বেগে আমার এই হৃদয় বিদারিত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার অতি উন্মাদকর ক্রিয়া আমার প্রণয়োন্মাদ সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় আত্মদান ও সম্ভোগ দ্বারা তুমি আমাকে উদ্ধার কর।২৬-২৭

নার্হসীহাসুখং বস্তুং সুখার্হা সুখবর্জিতা।
প্রাপ্নুহ্যনুত্তমং সৌখ্যং মত্তস্তং মত্তগামিনি ॥২৯

স্বাদুস্বমৃতকল্পানি পেয়ানি বিবিধানি চ।
পিবমানা মনোজ্ঞানি রমমাণা যথাসুখম্ ॥৩০

ভোগোপচারান্ বিবিধান্ সৌভাগ্যং চাপ্যনুত্তমম্।
পানং পিব মহাভাগে ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ সহ ॥৩১

ইদং হি রূপং প্রথমং তবানঘে
নিরর্থকং কেবলমদ্য ভামিনি।
অবার্য্যমাণা প্রগিবোত্তমা স্রজা
ন শোভসে সুন্দরি শোভনা সতী ॥৩২

ত্যজামি দাসান্ মম যে পুরাতনা
ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি।
অহঞ্চ তে সুন্দরি দাসবৎ স্থিতঃ
সদা ভবিষ্যে বশগো বরাননে ॥৩৩

হে সুন্দরি! বিচিত্র মাল্য ও বিচিত্র বসন ধারণ করিয়া সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি আমার সহিত পর্য্যাপ্ত কামোপভোগ কর।২৮

হে মত্তগামিনি। তুমি সুখভোগযোগ্যা, তুমি সুখবর্জিত হইয়া এখানে দুঃখে বাস করিবার যোগ্যা নও। আমার নিকট হইতে তুমি সর্ব্বোত্তম সুখভোগ প্রাপ্ত হও।২৯

অমৃততুল্য সুস্বাদু বিবিধ মনোজ্ঞ পানীয় পান করিয়া এবং যথাসুখে বিহার করিয়া, বহুবিধ ভোগ্যোপকরণ, উত্তম সৌভাগ্য ভোগ করিয়া সর্ব্বোত্তম শৃঙ্গারসুখ ভোগের সহিত সুরাপান কর।৩০-৩১

হে অনঘে। হে সুন্দরি! তোমার এই উত্তম রূপ কেবলই নিরর্থক। অবারিত, সুন্দর ও সর্ব্বোত্তম মালার ন্যায় তুমি সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াও শোভা পাইতেছ না।৩২

দ্রৌপদ্যুবাচ।
অপ্রার্থনীয়ামিহ মাং সূতপুত্রাভিমন্যসে।
নিহীনবর্ণাং সৈরন্ধ্রীং বীভৎসাং কেশকারিণীম্ ॥৩৪

(স্ত্রীষু দারেষু মেধাবী কুরুতে মহদুত্তমম্।
স্বদারনিরতো হ্যাত্ত নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ॥
ন চাধর্ম্মেণ লিপ্যেত ন চাকীর্ত্তিমবাপ্নুয়াৎ।
স্বদারেষু রতির্ধর্ম্মো মৃতস্যাপি ন সংশয়ঃ ॥
স্বজাতিদারা মর্ত্ত্যস্য ইহলোকে পরত্র চ।
প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বন্তি বিধাবৈস্তর্পয়ন্তি চ ॥
তদকর্য্যঞ্চ ধর্ম্যঞ্চ স্বর্গ্যমহুর্মনীষিণঃ।
স্বজাতিদারজাঃ পুত্রা জায়ন্তে কুলপূজিতাঃ ॥
প্রিয়া হি প্রাণিনাং দারাস্তস্মাৎ ত্বং ধর্ম্মভাগ্ ভব।
পরদারবতো মর্ত্ত্যো ন চ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আমি নিন্দনীয় নীচজাতীয় কেশরচনাকারিণী সৈরন্ধ্রী, আমি কাহারও কামনার যোগ্যা নহি। তথাপি আপনি আমাকে পছন্দ করিতেছেন।৩৪

(বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ পত্নীর প্রতি উত্তম সমাদর প্রদর্শন করেন। নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকিলেই মানুষ মঙ্গল দেখিতে পায়। অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে নাই। অযশের ভাগী হওয়া উচিত নহে। নিজপত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা মৃত ব্যক্তিরও ধর্ম্মাবহ—ইহাতে সংশয় নাই। স্বজাতীয়া রমণীই মানুষের ইহলোকে ভার্য্যা হয় এবং পরলোকে

পরদারাস্মি ভদ্রং তে ন যুক্তং ত্বয় সাম্প্রতম্।
দয়িতাঃ প্রাণিনাং দারা ধর্মং সমনুচিন্তয় ॥৩৫
পরদারে ন তে বুদ্ধির্জাতু কার্য্যা কথঞ্চন।
বিবর্জনং হ্যকার্য্যাণামেতৎ সুপুরুষব্রতম্ ॥৩৬
মিথ্যাভিসৃষ্টো হি নরঃ পাপাত্মা মোহমান্বিতঃ।
অবশঃ প্রাপ্নুয়াদ্ ঘোরং মহদ্ বা প্রাপ্নুয়াদ্ ভয়ম্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু সৈরন্ধ্র্যা কীচকঃ কামমোহিতঃ;
জানন্নপি সুদুর্বুদ্ধিঃ পরদারাভিমর্শনে ॥৩৮
দোষান্ বহূন্ প্রাণহরান্ সর্বলোকবিগর্হিতান্।
প্রোবাচেদং সুদুর্বুদ্ধির্দ্রৌপদীমভিতেজিয়ঃ ॥৩৯

নার্হস্যেবং বরারোহে প্রত্যাখ্যাতুং বরাননে।
মাং মন্মথসমাবিষ্টং ধৎস্বে চারুহাসিনি ॥৪০
প্রত্যাখ্যায় চ মাং ভীরু বশগং প্রিয়বাদিনম্।
নূনং ত্বমিতাপাঙ্গি পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি ॥৪১
অহং হি যুদ্ধে রাজ্যস্য কৃৎস্নস্যাস্য সুমধ্যমে।
প্রভুর্বাসয়িতা চৈব বীর্য্যে চাপ্রতিমঃ ক্ষিতৌ ॥৪২
পৃথিব্যাং মৎসমো নাস্তি কশ্চিন্নরঃ পুমানিহ।
রূপযৌবনসৌভাগ্যৈর্ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ ॥৪৩
সর্বকামসমৃদ্ধেষু ভোগেষনুপমেষিহ।
ভোক্তব্যেষু চ কল্যাণি কস্মাদ্ দাস্যে রতা হ্যসি ॥৪৪
ময়া দত্তমিদং রাজ্যং স্বামিন্যসি শুভাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥৪৫

প্রেতকার্য্য করে ও তর্পণোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। মনীষিগণ তাহাকে অক্ষয়, ধর্মসম্মত, স্বর্গপ্রদ বলিয়া থাকেন। স্বজাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রেরাই বংশে সমাদর লাভ করে। স্ত্রীদিগের পত্নী অতিশয় প্রিয়। সুতরাং আপনি ধর্মচারী হউন। পরদারপ্রসক্ত ব্যক্তি কল্যাণের মুখ দেখিতে পায় না।)

আমি পরস্ত্রী, আপনার মঙ্গল হউক, আমার সহিত সংযোগ আপনার অনুচিত। পত্নী প্রাণীদিগের প্রিয়। আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া দেখুন।৩৫

পরস্ত্রীর প্রতি অভিলাষ আপনার কোনরূপেই কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য বর্জন করাই সৎপুরুষের ব্রত।৩৬

মোহান্ধ পাপাত্মা ব্যক্তিই অবশ অভিলাষ করিয়া মহানিন্দা বা মহাভয় প্রাপ্ত হয়।৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে কামমোহিত, অভিতেজিয়, অতিদুর্বুদ্ধি কীচক পরদারসংস্পর্শে সর্বলোকবিগর্হিত প্রাণঘাতী বহু দোষ জানিয়াও দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল।৩৮-৩৯

হে বরারোহে! হে সুমুখি! হে চারুহাসিনি! তোমার জন্য কামাবিষ্ট আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত হইতেছে না।৪০

হে ভীরু! বশবর্ত্তী ও প্রিয়ভাষী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে।৪১

হে শুভ্রে! হে সুমধ্যমে! পৃথিবীতে বীরত্বে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এই সমগ্র মৎস্যরাজ্যের কার্য্যতঃ আমিই প্রভু এবং আমিই রক্ষক। এই রাজ্যে কাহারও বাস করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।৪২

এই পৃথিবীতে উত্তম রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য, সর্বোত্তম সুখকর সুখভোগে আমার তুল্য আর কোন পুরুষ নাই।৪৩

হে কল্যাণি! সর্ব্ব-প্রকার কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ অনুপমনীয় ভোগ্য বস্তুসমূহ তুমি ভোগ করিবে, তাহা ছাড়িয়া তুমি এখানে দাসীত্ব করিতে চাহিতেছ কেন।৪৪

হে সুমুখি! হে বরাননে! আমি এই রাজ্য তোমাকে দান করিলাম, তুমি এই রাজ্যের প্রভু হইবে; আমাকে ভজনা কর, সর্বোত্তম ভোগসমূহ উপভোগ কর।৪৫

এবমুক্তা তু সা সাধ্বী কীচকেনাতুলং বচঃ।
কীচকং প্রত্যুবাচেদং গর্হয়ন্ত্যস্ত তদ্ বচঃ ॥৪৬

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

মা সূতপুত্র মুহ্যস্ব মাস্ত ত্যক্ষ্যস জীবিতম্।
জানীহি পঞ্চভির্ঘোরৈর্নিত্যং মামভিরক্ষিতাম্ ॥৪৭

ন চাপ্যহং ত্বয়া লভ্যা গন্ধর্বাঃ পতয়ো মম।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ সাধ্বসং বা ব্যনীনশঃ ॥৪৮

অশক্যরূপং পুরুষৈরধ্বানং গন্তুমিচ্ছসি।
যথা নিশ্চেতনো বালঃ কূলস্থ কূলঘুত্তমম্ ॥৪৯

অন্তর্মহীং বা যদি বোর্ধ্বমুৎপতেঃ
সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি।
তথাপি তেভ্যো ন বিমোক্ষমর্হসি
প্রমাথিনো দেবসুতা হি খেচরাঃ ॥৫০

(মাং হি ত্বমবমন্যানঃ সূতপুত্র বিনঙ্ক্ষ্যসি।
আশু চাস্মৈব নিচয়াৎ সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ ॥
দুর্লভামভিমন্যো মাং বীরৈরভিরক্ষিতাম্।
পতিষ্যস্যবশস্তূর্ণং বৃন্তাৎ তালফলং যথা ॥
যো মামজ্ঞায় কামার্তঃ অবদ্যানি প্রভাষসে।
অশক্তস্ত্বং পুমান্ শৈলং ন লঙ্ঘয়িতুমর্হসি ॥

দিশঃ প্রপদ্যে গিরিগহ্বরাণি বা
গুহাং প্রবিষ্টোঽম্ভসিতোঽপি বা ক্ষিতেঃ ॥
যুধ্যন্ জপন্ বা প্রপতন্ গিরেস্তট-
ক্ষতাশনাদিত্যপতিং গতোঽপি বা।
ভার্য্যাভিমন্তা পুরুষো মহাত্মনাং
ন জাতু মুচ্যেত কথঞ্চনাহতঃ ॥

কীচক এইরূপ অন্যায় বাক্য বলিলে সাধ্বী সৈরন্ধ্রী তাহার সেই বাক্যের নিন্দা করিয়া প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন ॥৪৬

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আপনি মোহগ্রস্ত হইবেন না, অতই জীবনটা হারাইবেন না; জানুন, অতি ভয়ানক পঞ্চব্যক্তি কর্তৃক আমি সর্ব্বদা সুরক্ষিতা ॥৪৭

আপনি আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না, গন্ধর্বগণ আমার স্বামী। তাঁহারা কুপিত হইলে আপনাকে হত্যা করিবেন। আপনার মঙ্গল হউক, অকারণে মরণ ডাকিয়া আনিবেন না ॥৪৮

মানুষের যে পথে চলিবার সাধ্য নাই, আপনি সেই পথে পা বাড়াইতে চাহিতেছেন। যেমন মন্দবুদ্ধি অজ্ঞান বালক নদীর একতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই অন্য পারে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, আপনি সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন ॥৪৯

আমার পতিগণ গগনবিহারী, দেবপুত্র, শত্রু-দমনশীল। আপনি যদি ভূবিবরে প্রবেশ করেন বা ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হন কিংবা সমুদ্রপারে পলায়ন করেন, তথাপি তাঁহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন না ॥৫০

(হে সূতপুত্র! আমার অবমাননা করিলে আপনি সত্বর অতি অবিলম্বে সপুত্রে ও সবংশে নিহত হইবেন। আমি বীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিতা, আমি অন্যের অলভ্যা; আমাকে কামনা করিয়া আপনি বৃন্তচ্যুত তালফলের ন্যায় অবশ হইয়া সত্বর ধরাশায়ী হইবেন। আপনি আমাকে না জানিয়া কামার্ত হইয়া অসংবদ্ধ বাক্য বলিতেছেন। শক্তিহীন মানুষ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে না।

দিগন্তে আশ্রয় লইলেও, গিরিবিবরে বা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও, ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইলেও, জপ-হোমাদি নিরত হইলেও, গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেও, অগ্নি বা আদিত্যের শরণাপন্ন হইলেও মহাপুরুষদিগের ভার্য্যার

যোঽয়ং অবেক্ষং বচনং ভবিষ্যতি
প্রতোলনং বা ভুলয়া মহাগিরেঃ।
হুতাশনং প্রজ্বলিতং মহাবনে
নিদাঘবধ্যাহ্ন ইবাতুরঃ স্বয়ম্ ॥

প্রবেষ্টুকামোঽসি যথায় চাত্মনঃ
কুলস্য চৈবস্য বিনাশনায় চ।
সদেব-গন্ধর্ব-মহর্ষিসন্নিধৌ
সনাগলোকাসুররাক্ষসালয়ে ॥

গূঢ়স্থিতাং মামবমন্য চেতসা
ন জীবিতার্থী শরণং ত্বমাপ্স্যসি ॥)

ত্বং কালরাত্রিরিব কশ্চিদাতুরঃ
কিং মাং দৃঢ়ং প্রার্থয়সেঽদ্য কীচক।
কিং মাতুরঙ্কে শয়িতো যথা শিশু-
শ্চন্দ্রং জিঘৃক্ষুরিব মন্যসে হি মাম্ ॥৫১

তেষাং প্রিয়াং প্রার্থয়তো ন তে ভূমি
র্গন্তা দিবং বা শরণং ভবিষ্যতি।
ন বর্ত্ততে কীচক তে দৃশা শুভং
যা তেন সঞ্জীবনমর্থয়েত সা ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
কীচককৃষ্ণাসংবাদে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

অবমাননাকারী ব্যক্তি নিহত না হইয়া কখনও কোন প্রকারে নিস্তার লাভ করে না। আপনি যেন নিদাঘমধ্যাহ্নে কাতর হইয়া নিজের মৃত্যু ও সমস্ত বংশের বিনাশের জন্যই স্বয়ং মহারণ্যে প্রজ্বলিত দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সংগোপনে অবস্থিতা আমাকে মনে মনে অবমাননা করিয়াও সম্মিলিত দেবতা, গন্ধর্ব ও মহর্ষিবৃন্দের সন্নিধানে কিংবা নাগলোকে বা অসুর ও রাক্ষসালয়ে কোথাও আপনি জীবন-রক্ষার জন্য সাহায্যকারী বা ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাইবেন না।)

হে কীচক। কোন রোগার্ত ব্যক্তি যেমন মূঢ়ভাবে কালরাত্রির প্রার্থনা করে, আপনি কি আজ সেইভাবেই আমাকে মূঢ়রূপে প্রার্থনা করিতেছেন? মাতৃ অঙ্কে শায়িত শিশু যেমন আকাশের চন্দ্রকে ধরিতে ইচ্ছা করে, আপনি কি আজ সেইরূপই আমাকে কামনা করিতেছেন?।৫১

সেই প্রসিদ্ধ বীর গন্ধর্বগণের আমি পত্নী, আমাকে প্রার্থনা করিলে ভূতলে বা আকাশে গমন করিলেও কেহ রক্ষাকর্তা হইবে না। হে কীচক। আপনার সেই সুবুদ্ধি নাই—যাহা পরদার হইতে নিবৃত্তিরূপ নিজের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা জীবনরক্ষার কামনা করিতে পারে।৫২

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত কীচকবধপর্বে কৃষ্ণা-কীচকসংবাদবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[সুদেষ্ণয়া দ্রৌপদ্যাঃ কীচকগৃহে প্রেষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রত্যাখ্যাতো রাজপুত্র্যা সুদেষ্ণাং কীচকোঽব্রবীৎ।
অমর্ষ্যাদেন কামেন ঘোরেণাভিপরিপ্লুতঃ ॥১

যথা কৈকেয়ি সৈরন্ধ্রী সমেষ্যাৎ তদ্ বিধীয়তাম্।
যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী।
তং সুদেষ্ণে পরীপ্সস্ব প্রাণান্ ঘোরাৎ প্রহাসিষম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু সা বহুশঃ শ্রুত্বা বাচং বিলপতস্তদা।
বিরাটমহিষী দেবী কৃপাং চক্রে মনস্বিনী ॥৩

(সুদেষ্ণোবাচ

শরণাগতেয়ং সুশ্রোণী ময়া দত্তাভয়া চ সা।
তস্যাচার্য্যা চ ভদ্রং তে নৈনাং বক্তুমিহোৎসহে ॥

নৈষা শক্যা হি চান্যেন স্প্রষ্টুং পাপেন চেতসা।
গন্ধর্বাঃ কিল পঞ্চৈনাং রক্ষন্তি রময়ন্তি চ ॥

এবমেষা মমাচষ্টে তথা প্রথমসঙ্গমে।
তথৈব গন্ধরাজোঽপি সত্যমাহ মমান্তিকে ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো নাশয়েয়ুরি জীবিতম্।
রাজা চৈব সমীক্ষ্যৈনাং সম্মোহং গন্তুমর্হতি ॥

ময়া চ সত্যবচনৈরনুনীতো মহীপতিঃ।
সোঽপশ্যন্মামনিন্দ্যং দৃষ্ট্বা মনসৈবাভ্যনন্দত ॥

তস্মাদ্ গন্ধর্বমুখ্যানাং ভীতিস্তস্যোপঘাতিনাম্।
মনসাপি তদাত্মেনাং ন চিন্তয়তি পার্থিবঃ ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো গরুড়ানিলতেজসঃ।
দহেয়ুরপি লোকাংস্ত্রীন্ যুগান্তেষ্বিব ভাস্করাঃ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অপরিসীম ও ঘোরতর কামাক্রান্ত কীচক দ্রৌপদীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুদেষ্ণাকে বলিল—হে কেকয়রাজপুত্রি! সৈরন্ধ্রী যাহাতে [আমার বাটীতে] সমাগত হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। হে সুদেষ্ণে! গজগামিনী সৈরন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি সেই উপায় অবলম্বন কর।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন বিলাপকারী কীচকের বাক্যাবলী অনেকবার শুনিয়া মনস্বিনী বিরাট রাজমহিষীর করুণার উদ্রেক হইল।৩

(তিনি বলিলেন,—এই সুন্দরী সদাচারিণী সৈরন্ধ্রী আমার আশ্রিতা, আমি তাহাকে অভয়দানও করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি ইহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাকে অন্য কোন ব্যক্তি পাপমনে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। পাঁচজন গন্ধর্ব ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার সহিত বিহার করেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎকালে সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিয়াছে। দ্বিতীয় শুক্লের ন্যায় ক্রমশুল্ল-শোভিতা সেই সৈরন্ধ্রী আমার নিকট তাহা সত্যই বলিয়াছে।

সেই মহামনা গন্ধর্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে জীবন নাশ করিবেন। এখানে রাজাও ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি সত্য তথা বলিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম। তিনিও ইহাকে দেখিয়া সর্বথাই মনে আনন্দ লাভ করিতেন।

সৈরন্ধ্র্যা হেতুমাখ্যাতং মম তেষাং মহদ্ বলম্।
তব চাহমিদং গুহ্যং স্নেহাদাখ্যামি বন্ধুবৎ ॥
মা গমিষ্যসি বৈ কৃচ্ছ্রাং গতিং পরমদুর্গমাম্।
বলিনস্তে ক্রমং কুর্যুঃ কুলস্য চ ধনস্য চ ॥
তস্মাদ্রাজ্ঞাং ধনঃ কর্তুং যদি প্রাণাঃ প্রিয়াস্তব।
মা চিন্তয়েথা মা সাধু মৎপ্রিয়ং যদীচ্ছসি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু দুষ্টাত্মা ভগিনীং কীচকোঽব্রবীৎ।

কীচক উবাচ।

গন্ধর্বাণাং শতং বাপি সহস্রমযুতানি বা।
অহমেকো হনিষ্যামি গন্ধর্বান্ কিং পুনঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা সুদেষ্ণা তু শোকেনাভিপ্রপীড়িতা ॥
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো পাপমিতি স্ম হ।
প্রারুদদ্ দুঃখদুঃখার্তা বিপাকং তস্য বীক্ষ্য সা ॥

পাতালেষু পতত্যেষ বিলপন্ বড়বামুখে।
ত্বৎকৃতে বিনশিষ্যন্তি ভ্রাতরঃ সুহৃদশ্চ মে ॥

কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং যৎ ত্বমেবমভিপ্লুতঃ।
ন চ শ্রেয়োঽভিজানীষে কামমেবানুবর্তসে ॥

ধ্রুবং গতায়ুস্ত্বং পাপ যদেবং কামমোহিতঃ।
অকর্তব্যে হি মাং পাপে নিযুনক্ষি নরাধম ॥

তাবপর প্রাণঘাতী শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বদিগের ভয়ে রাজা আর ইহাকে মনে মনেও চিন্তা করেন না।

গরুড় ও পবনের ন্যায় পরাক্রান্ত সেই গন্ধর্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্তকালোদিত ভাস্কর আদিত্যের ন্যায় ত্রৈলোক্যও দগ্ধ করিতে সমর্থ।

সৈরন্ধ্রী তাহাদের এই মহাশক্তির কথা আমাকে বলিয়াছে। তোমাকেও আমি স্নেহবশতঃ বন্ধুজনের ন্যায় এই গুপ্ত কথা বলিলাম।

অতি কষ্টকর শোচনীয় অতি দুষ্কর দুর্দশায় তুমি পতিত হইও না। তাঁহারা শক্তিশালী; সেইহেতু ধনসম্পদ ও রাজ্যেরও তাঁহারা পীড়া উৎপাদন করিবেন।

সুতরাং যদি নিজের জীবন তোমার প্রিয় হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, তবে ইহার প্রতি অভিলাষ করিতে যাইও না, ইহাকে চিন্তাও করিও না, ইহার নিকট গমন করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ অভিহিত হইয়া দুরাত্মা কীচক ভগিনী সুদেষ্ণাকে বলিতে লাগিল।

কীচক বলিল,—শত, সহস্র বা অযুত অযুত গন্ধর্বকে আমি একাই হত্যা করিব; পাঁচটা গন্ধর্বের ত' কথাই নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কীচকের এই কথায় সুদেষ্ণা শোকে দুঃখে অতীব কাতর হইয়া হায় কি দুঃখ! হায় কি কষ্ট! হায় হায় এ কি পাপ! এই বলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ (কীচক) প্রলাপ বলিতে বলিতে পাতালে বাড়বানলের মুখে পতিত হইতেছে। তোমার জন্য আমার ভ্রাতৃবর্গ ও সুহৃদ্‌বর্গ বিনষ্ট হইবে।

আমি আর কি করিতে পারি? তুমি এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছ যে, কল্যাণ চিন্তা করিতেছ না; কামেরই অনুগামী হইতেছ।

পাপিষ্ঠ! তুমি যখন এরূপ কামমোহিত হইয়া পড়িয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। নরাধম! তুমি অকর্তব্য পাপ

অপি চৈতৎ পুরা প্রোক্তং নিপুণৈর্ধর্মযোজকৈঃ।
একস্তু কুরুতে পাপং স্বজাতিস্তেন হন্যতে ॥
গচ্ছত্বং ধর্মরাজস্য বিষয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
অনুবর্ত্তমিদং সর্বং স্বজনং ঘাতয়িষ্যসি ॥
এতৎ তু মে দুঃখতরং যেনাহং ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
বিধিতার্থা করিষ্যামি ভূষ্টো ভব কুলক্ষয়াৎ ॥)
স্বমন্ত্রমভিসন্ধায় তস্যার্থমনুচিন্ত্য চ।
উদ্যোগং চৈব কৃষ্ণায়াঃ সুদেষ্ণা সূতমব্রবীৎ ॥৪

পর্বণি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরামন্নঞ্চ কারয়
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারীং তবান্তিকম্ ॥৫

তত্র সম্প্রেষিতামেনাং বিজনে নিরবগ্রহে।
সান্ত্বয়েথা যথাকামং সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যদি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স বিনিক্রম্য তগিত্বা বচনাৎ তদা।
সুরামাহারয়ামাস রাজার্হাং সুপরিষ্কৃতাম্ ॥৭

ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাকারান্ বহুংশ্চোচ্চাবচাংস্তদা।
কারয়ামাস কুশলৈরন্নং পানং সুশোভনম্ ॥৮

তস্মিন্ কৃতে তদা দেবী কীচকেনোপমন্ত্রিতা।
(স্বয়ংবান্ কালপাশেন কণ্ঠে বদ্ধঃ পশুর্যথা।
নাববুধ্যত মূঢ়াত্মা মরণং সমুপস্থিতম্ ॥

কীচক উবাচ।
মধু মদ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ।
উদ্দেষ্কে ব্রূহি সৈরন্ধ্রীং যথা সা মে গৃহং ব্রজেৎ ॥
কেনচিৎ স্বল্প কার্যেণ ত্বর পৈত্রং মম প্রিয়ম্ ॥

কার্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ।

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ ও নিপুণ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, বংশের একজন পাপ করে, আর তা'র জন্য তাহার স্বজাতিরা নিহত হয়।

তুমি যমের রাজ্যে গিয়াছ, ইহাতে আর সংশয় নাই। এই সমস্ত নির্দোষ স্বজনবর্গকে তুমি হত্যা করাইবে।

ইহা আমার অতি দুঃখাবহ যে, আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সমস্ত বুদ্ধিদ্বারা সহায়তা করিব। কুলক্ষয় করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হও।)

নিজের মনের কথা স্থির করিয়া, তাহার কথা এবং দ্রৌপদীর প্রতি বলপ্রয়োগাদি উদ্যোগের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া, সুদেষ্ণা কীচককে বলিলেন,—কোন উৎসব-দিবসে তুমি ঘোষণা করিয়া সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত করাও। সেই সময়ে আমি সুরা আনয়নের জন্য ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইব।৪-৫

আমি পাঠাইয়া দিলে সেখানে তুমি ইহাকে নিরুপদ্রব নির্জন স্থানে ইচ্ছামত অনুনয় করিও, যদি তোমার সেই অনুনয়ে সৈরন্ধ্রী সম্মত হইয়া রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন এই কথায় কীচক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং রাজযোগ্য সুপরিষ্কৃত সুরা প্রস্তুতের আয়োজন করাইল এবং নিপুণ পাচকদ্বারা প্রচুর পরিমাণে নানা আকৃতির নানাবিধ খাদ্য ও সুন্দর সুন্দর পানীয় ও অন্ন প্রস্তুত করাইল।৭-৮

তাহা করা হইলে কীচক দেবী সুদেষ্ণাকে গোপনে বলিল। (কণ্ঠদেশে কালপাশে বদ্ধ পশুর ন্যায় স্বয়ংবৃত মূঢ়াত্মা কীচক উপস্থিত মৃত্যুকে জানিতে পারিল না।

কীচক বলিল,—বহুবিধ মধু, মদ্য ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। হে সুদেষ্ণে! সৈরন্ধ্রীকে বল যেন কোন কার্যে সত্বর আমার বাটীতে যায়। ইহাই আমার প্রিয়, তুমি ত্বরান্বিত হও।

অহং হি শরণং দেবং প্রপদ্যে বৃষভধ্বজম্।
সমাগমং মে সৈরন্ধ্র্যা মরণং বা বিশেষতি বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তমাহ বিনিঃশ্বস্য প্রবিশেতি গৃহং গৃহম্।
এবাহমপি সৈরন্ধ্রীং ত্বরার্থে তূর্ণমাদিশে ॥
এবমুক্তস্তু পাপাত্মা কীচকস্ত্বরিতঃ পুনঃ।
স্বগৃহং প্রাবিশৎ তূর্ণং সৈরন্ধ্রীগতমানসঃ ॥)
সুদেষ্ণা প্রেষয়ামাস সৈরন্ধ্রীং কীচকালয়ম্ ॥৯

সুদেষ্ণোবাচ।

উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরন্ধ্রি কীচকস্য নিবেশনম্।
পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে ॥১০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

ন গচ্ছেয়মহং তস্য রাজপুত্র নিবেশনম্।
ত্বমেব রাজ্ঞি জানাসি যথা স বিপ্রপ্রপঃ ॥১১

ন চাদ্যমনবস্থাস্মি তব বেশ্মনি ভামিনি।
কামবৃত্তা ভবিষ্যামি পতীনাং ব্যভিচারিণী ॥১২
ত্বং চৈব দেবী জানাসি যথা স সময়ঃ কৃতঃ।
প্রবিশন্ত্যা ময়া পূর্বং তা বেশ্মনি ভামিনি ॥১৩
কীচকস্তু সুকেশান্তে মূঢ়ো মদনদর্পিতঃ।
সোঽবমংস্যতি মাং দৃষ্ট্বা ন যাস্যে তত্র শোভনে ॥১৪

সন্তি বহ্ব্যস্তব প্রেষ্যা রাজপুত্রি বশানুগাঃ।
অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মামবমংস্যতে ॥১৫

সুদেষ্ণোবাচ।

নৈব ত্বাং জাতু হিংস্যাৎ স ইতঃ সম্প্রেষিতাং ময়া।
ইত্যুক্ত্বা প্রহিণোৎ পাত্রং রূপিণানং হিরণ্ময়ম্ ॥১৬

সা শঙ্কমানা রুদতী দৈবং শরণমীয়ুষী।
প্রাতিষ্ঠত সুরাহারী কীচকস্য নিবেশনম্ ॥১৭

"সৈরন্ধ্রীর সহিত মিলন অথবা মরণ বিধান করুন" এই বলিয়া আমি বৃষবাহন ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুদেষ্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি নিজের গৃহে যাও, আমিও সত্বর সৈরন্ধ্রীকে সুরা আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছি। এই কথা বলায় সৈরন্ধ্রীগতচিত্ত পাপাত্মা কীচক হরান্বিত হইয়া পুনরায় শীঘ্রই নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।)

তখন সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ করিলেন।৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! ওঠ, কীচকের বাটীতে যাও, পানীয় আনয়ন কর। হে কল্যাণি! পিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে।১০

সৈরন্ধ্রী বলিল,—হে রাজপুত্রি! আমি তাহার গৃহে যাইব না। হে রাজ্ঞি! আপনি নিজেই জানেন সে কিরূপ নির্লজ্জ।১১

ভদ্রে! আপনার বাটীতে থাকিয়া আমি পতিগণের নিকট ব্যভিচারিণী হইয়া কামোপভোগে প্রবৃত্ত হইব না।১২

দেবি! আমি পূর্বে আপনার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে যে সর্ত করিয়াছিলাম, তাহা ত' আপনি জানেন।১৩

কমনীয়কেশবতী সুন্দরি! কীচক অতি মূঢ় ও দর্পিত, সে আমাকে দেখিলেই অপমানিত করিবে, আমি সেখানে যাইব না।১৪

হে রাজপুত্রি! আপনার বশবর্তিনী বহু দাসী আছে, অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিন, তাহাই আপনার ভাল হইবে; কারণ, সে আমাকে অপমানিত করিবে।১৫

সুদেষ্ণা বলিলেন,—এখান হইতে আমি পাঠাইয়া দিলে সে কখনও তোমাকে আক্রমণ

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

যথাহমস্তং ভর্তৃভ্যো নাভিজানামি কঞ্চন।
তেন সত্যেন মাং প্রাপ্তাং মা কুর্য্যাৎ
কীচকো বশে ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপাতিষ্ঠত সা সূর্য্যং মুহূর্ত্তমবলা ততঃ।
স তস্যাস্তমুপব্যাহারং সর্বং সূর্য্যোঽবুবুধ্যত ॥১৯

অন্তর্হিতং ততস্তস্যাঃ রক্ষো রক্ষার্থমাদিশৎ।
তচ্চৈনাং নাজহাৎ তত্র সর্বাবস্থাসুনিশ্চিতম্ ॥২০
তাং মৃগীমিব সন্ত্রস্তাং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সমীপগাম্।
উত্তিষ্ঠন্মুদা সূতো নাবং লব্ধ্বেব পারগঃ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীসুরাহরণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

করিবে না। এই কথা কলিয়াই আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণময় পাত্র প্রদান করিলেন।১৬

তখন সৈরন্ধ্রী শঙ্কিত হইয়া রোদন করিতে করিতে দেবতার স্মরণ লইয়া সুরা আনয়নার্থে কীচকের গৃহে গমন করিল।১৭

সৈরন্ধ্রী বলিলেন—আমি যেমন পতিভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেই সত্যপ্রভাবে আমাকে পাইয়া কীচক যেন বশীভূত করিতে না পারে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সেই অবলা নারী ক্ষণকাল সূর্য্যের উপাসনা করিলেন। ভগবান সূর্য্য সেই দুষ্কোদরীর সমস্ত কথা বুঝিলেন, তারপর তাহার রক্ষণার্থে একটী প্রচ্ছন্ন রাক্ষসকে আদেশ করিলেন। সেই রাক্ষস কোন অবস্থাতেই সেই আনন্দিতা সৈরন্ধ্রীকে ত্যাগ করিল না।১৯-২০

কীচক হরিণীর ন্যায় ভীতা সেই দ্রৌপদীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া পারগমনার্থী ব্যক্তি নৌকা দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দে উত্থিত হইল।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সুরা-আনয়নবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[কীচকেন দ্রৌপদ্যা অপমানঃ।]

কীচক উবাচ।

স্বাগতং তে সুকেশান্তে সুব্যক্তং রজনী মম।
স্বামিনী ত্বমনুপ্রাপ্তা প্রকুরুষ্ব মম প্রিয়ম্ ॥১

সুবর্ণমালাঃ কম্বুশ্চ কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নক শোভনম্ ॥২

ষোড়শ অধ্যায়।

[কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীর অপমান।]

কীচক বলিলেন,—হে সুকেশি! আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত'? তুমি আমার অধীশ্বরী, তুমি উপস্থিত হইয়াছ—আমার রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে।১

সুবর্ণমালা, শঙ্খ, নানাদেশীয় সুবর্ণখচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল ও কেয়ূর, সুন্দর সুন্দর মণি ও রত্ন

আহরন্তু চ বস্ত্রাণি কৌশিকান্তরিণানি চ।
অস্তি মে শয়নং দিব্যং যদর্থমুপকল্পিতম্।
এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীম্ ॥৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

(নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুং বিনাপেনেব ব্রাহ্মণী।
যা গমিষ্যসি দুর্বুদ্ধে গতিং দুর্গান্তরাস্তরাম্॥
যত্র গচ্ছন্তি বহবঃ পরদারাভিমর্শকাঃ।
নরাঃ সন্তিন্নমর্যাদাঃ কীটাশ্চ গুহাশয়াঃ॥)
অপ্রৈষীদ্ রাজপুত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্।
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেঽতি চান্দ্রবীৎ ॥৪

কীচক উবাচ।

অস্যা তন্ত্রে নয়িষ্যন্তি রাজপুত্র্যাঃ প্রতিশ্রুতম্।
ইত্যেতাং দক্ষিণে পাণৌ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ ॥৫

এবং উত্তম, পরম ও সোমজাদি নানাবিধ বস্ত্র তোমার জন্য আনয়ন করুক। তোমার জন্যই প্রস্তুত করা আমার সুন্দর শয্যা রহিয়াছে। এস, সেই শয্যায় আমার সহিত বসন্তপুষ্পজাত মদিরা পান কর।২-৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—(চণ্ডাল যেমন ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি সেইরূপ আমাকে স্পর্শ করিতে পার না। রে দুর্ব্বুদ্ধে। মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী পারদারিক পুরুষেরা গুহাভ্যন্তরে বিলীন কীটের ন্যায় যে দুর্গতির গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে, তুই তাহাতে প্রবেশ করিস্ না।)

রাজকন্যা সুদেষ্ণা আমাকে সুরা লইয়া যাইবার জন্য তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। "সত্বর আমার পানীয় লইয়া আইস, আমার অত্যন্ত পিপাসা" এ-কথাও বলিয়া দিয়াছেন।৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথৈষাহং নাতিচরে কদাচিৎ
পতীন্ মদাদ্ বৈ মনসাপি জাতু।
তেনৈব সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং
দ্রক্ষ্যস্যদ্য পাপং পরিকৃন্তমাণম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তামভিপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রাং
বিলুম্পমানঃ পরিভর্ৎসয়ন্তীম্।
অগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে
স কীচকস্তাং সহসাক্ষিপন্তীম্ ॥৭
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাবলেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥৮

কীচক বলিল,—ভদ্রে! অদ্য দাসীরা রাজপুত্রীর নিকট প্রতিশ্রুত পানীয় লইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কীচক তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ধরিয়া ফেলিল।

দ্রৌপদী বলিলেন,—তুমি মহাপাপিষ্ঠ, আমি যেরূপ কখনও প্রমাদবশেও মনে মনেও স্বীয় পতিগণকে অতিক্রম করি নাই, সেই সত্য-প্রভাবেই তোমাকে দূরে আকৃষ্ট ও বশীকৃত দেখিব।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই কীচক বিশাল-লোচনা দ্রৌপদীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতে ইচ্ছা করিল এবং উত্তরীয়-বস্ত্র ধরিয়া ফেলিল।৭

দ্রৌপদী তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কীচক ধরিয়া রাখায় দ্রৌপদী মহাবেগে বারংবার শ্বাস লইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন, দেহে ধাক্কা লাগায় সেই পাপিষ্ঠ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত

সা গৃহীতা বিধুন্বানা ভূমাবাক্ষিপ্য কীচকম্ ।
সভাং শরণমাগচ্ছদ্ যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

তাং কীচকঃ প্রধাবন্তীং কেশপাশে পরামৃশৎ ।
অথৈনাং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাবধীৎ ॥১০

তস্য যোঽগ্নৌ তদার্কেণ রাক্ষসঃ সংনিয়োজিতঃ ।
স কীচকমপোবাহ বাতবেগেন ভারত ॥১১

স পপাত তদা ভূমৌ রক্ষোবলসমাহতঃ ।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥১২

(সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো বিরাটস্য মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥
তস্যাঃ পাদাভিঘাতাচ্চ মুখাদ্ রুধিরমাস্রবৎ ।
তাং দৃষ্ট্বা তত্র তে সভ্যা হাহাকৃতাঃ সমন্ততঃ ॥

ন যুক্তং সূতপুত্রেতি কীচকেতি চ মানবাঃ ।
কিমিয়ং বধ্যতে বালা কৃপণা চাপ্যবান্ধবা ॥)

তাং চাসীনৌ দদৃশতুর্ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরৌ ।
অমৃষ্যমাণৌ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন পরাভবম্ ॥১৩

তস্য ভীমো বধঃ প্রেপ্সুঃ কীচকস্য দুরাত্মনঃ ।
দন্তৈর্দন্তানসংক্ষত্য রোষান্নিষ্পিপেষ মহামনাঃ ॥১৪

ধূমচ্ছায়া হ্যভবত্তাং নেত্রে চোচ্ছ্বসতস্তদা ।
সস্বেদা ভ্রুকুটী চোগ্রা ললাটে সমবর্তত ॥১৫

হস্তেন মমৃজে চৈব ললাটং পরবীরহা ।
ভূয়শ্চ রুষিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোত্থায় তূষ্ণীমস্থিত ॥১৬

অথাবেক্ষ্যাদদাদ্ভূতং সূতেন যুধিষ্ঠিরঃ ।
প্রবোধনভয়াদ্ রাজা ভীমং তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৭

হইল ।৮

দ্রৌপদী কীচককে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির আছেন, তাঁহার শরণস্থল সেই রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন ।৯

কীচক প্রধাবিতা দ্রৌপদীর কেশপাশে ধরিয়া ফেলিল । তারপর রাজার সমক্ষেই তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাত করিল ।১০

হে জনমেজয় । তখন সূর্য্যদেব যে রাক্ষসটীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে কীচককে বায়ুবেগে উঠাইয়া দিল ।১১

রাক্ষস কর্তৃক সবলে তাড়িত হইয়া কীচক নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ।১২

(সভামধ্যস্থ বিরাটরাজা এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবর্গের সমক্ষেই কীচকের পদাঘাতে আহত দ্রৌপদীর মুখ হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল । তাঁহাকে দেখিয়া সেই সভার চারিদিকে সভাসদ্গণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র কীচক ! ইহা উচিত নহে । এই স্বজনহীনা দীনা বালিকাকে প্রহার করিতেছ কেন ?)

সভামধ্যে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে দেখিলেন এবং তাঁহারা কীচকের হস্তে দ্রৌপদীর সেই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিলেন না ।১৩

মহা অভিমানী ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন ক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিলেন ।১৪

তাঁহার চোখের পাতা বিস্ফারিত হইল, ললাটে ভ্রুকুটী ও ঘর্ম্মোদ্গম হইল, তিনি চোখে ধোঁয়ার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ।১৫

শত্রুবীরহন্তা ভীম হাত দিয়া ললাট মুছিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া সবল উত্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন ।১৬

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
স তমাবারয়ামাস ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮

আলোকয়সি কিং বৃক্ষং সূদ দারুকৃতেন বৈ।
যদি তে দারুভিঃ কৃত্যং বহির্বৃক্ষাদিগৃহ্যতাম্ ॥১৯

(যস্য চাত্রস্থ বৃক্ষস্য শীতচ্ছায়াং সমাশ্রিতেৎ।
ন তস্য পর্ণং দ্রুহেত পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥)

(ইঙ্গিতজ্ঞঃ স তু ভ্রাতুস্তূষ্ণীমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥
ভীমস্তু সমারম্ভং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞশ্চ চেষ্টিতম্।
দ্রৌপদ্যভ্যধিকং ক্রুদ্ধা প্রারুদৎ সা পুনঃ পুনঃ ॥
কীচকেনানুগমনাৎ কৃষ্ণা তাম্রায়তেক্ষণা।)

সা সভায়ামাসাদ্য রুদতী মৎস্যমব্রবীৎ।
অবেক্ষমাণা সুশ্রোণী পতীংস্তান্ দীনচেতসঃ ॥২০

আকারমভিরক্ষন্তী প্রতিজ্ঞাধর্মসংহিতা।
দহন্নিবেব রৌদ্রেণ চক্ষুষা দ্রুপদাত্মজা ॥২১

(দ্রৌপদ্যুবাচ

প্রজারক্ষণশীলানাং রাজ্ঞাং হৃষিততেজসাম্।
কার্য্যং হি পালনং নিত্যং ধর্মে সত্যে চ তিষ্ঠতাম্।

স্বপ্রজায়াং প্রজায়াঞ্চ বিশেষং নাধিগচ্ছতাম্।
প্রিয়েষ্বপি চ দ্বেষ্যেষু সমত্বং যে সমাশ্রিতাঃ ॥

বিবাদেষু প্রবৃত্তেষু সমং কার্য্যানুদর্শিনা।
রাজ্ঞা ধর্মাসনস্থেন জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥

রাজন্ ধর্মাসনস্থোঽপি রক্ষ মাং ত্বমনাগসীম্ ॥

অনন্তর যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া দিলেন, লোকের জানিয়া ফেলিবার ভয়ে তিনি এইভাবে ভীমকে নিষেধ করিলেন।১৭

মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী ভীমকে যুধিষ্ঠির বারণ করিতে লাগিলেন।১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সূদ (পাচক)। তুমি কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ কি? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন থাকে, তবে বাহিরের বৃক্ষ হইতে আহরণ কর।১৯

(যে সরল বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা যায় পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহার পাতাও নষ্ট করিতে নাই। ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বৃকোদর চুপ করিলেন। ভীমের সেই উদ্যম ও যুধিষ্ঠিরের নিবারণ দেখিয়া দ্রৌপদী অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। কীচক তাঁহার অনুগামী হওয়ায় ক্রোধে তাঁহার নেত্র বিস্ফারিত ও আরক্ত হইয়াছিল।)

সেই যৌবনসম্পন্না সুন্দরী দ্রৌপদী সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত পতিগণকে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার উগ্রদৃষ্টি যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞাধর্ম্মে স্থির থাকিয়া পরিচয় গোপন রাখিয়া মৎস্যরাজকে বলিতে লাগিলেন।২০-২১

(দ্রৌপদী বলিলেন,—শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহারা সমদর্শী, যাঁহা সন্ততি ও প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা পার্থক্য বোধ করেন না, সেই প্রজাপালনপরায়ণ, সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অমিতবলশালী নৃপতিবর্গের সর্ব্বথাই প্রজাদিগকে রক্ষা করা উচিত।

কোন রূপ বিবাদ সংঘটিত হইলে যে রাজা ধর্ম্মাসনস্থ হইয়া সমভাবে (অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে) কর্ত্তব্য বিচার করেন, ইহলোক এবং পরলোক এই উভয়লোকই তাঁহার বিজিত হয়।

রাজন্! আপনি ধর্ম্মাসনে সমাসীন, আপনি নিরপরাধা আমাকে রক্ষা করুন।

অহং ধনপরাধ্যস্তো কীচকেন দুরাত্মনা।
পশ্যতস্তে মহারাজ হতা পাদেন দাসবৎ ॥

মৎস্যাধিপ প্রজা রক্ষ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
যদ্বদর্থেন কার্য্যাণি মোহাত্মা কুরুতে নৃপঃ।
অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্বন্তি শত্রবঃ ॥

মৎস্যানাং কুলজস্ত্বং হি তেষাং সত্যং পরায়ণম্।
ত্বং কিলৈবংবিধো জাতঃ কুলে ধর্মপরায়ণে ॥

অতস্ত্বামভিক্রন্দে শরণার্থং নরাধিপ।
ত্রাহি মামদ্য রাজেন্দ্র কীচকাৎ পাপপুরুষাৎ ॥

অনাথবদ্ধি মাং আত্মা কীচকঃ পুরুষাধমঃ।
প্রহরত্যেব নীচাত্মা ন তু ধর্মমবেক্ষতে ॥

আমি নিরপরাধা, মহারাজ! আমি কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি দুরাত্মা কীচক আপনার সমক্ষেই ভৃত্যের ন্যায় আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মৎস্যরাজ! পিতা যেমন নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, আপনি প্রজাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করুন।

যে রাজা মোহাবিষ্ট হইয়া অধর্মানুযায়ী কার্য্য করে, শত্রুগণ অচিরেই সেই দুরাত্মাকে বশীভূত করিয়া ফেলে।

সত্যই যাহাদের পরম আশ্রয়, আপনি সেই মৎস্যরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধার্মিক বংশে আপনিও সেইরূপই হইয়াছেন।

হে রাজন্! সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইবার অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছি। হে নৃপতিপ্রবর! অদ্য আপনি আমাকে এই পাপিষ্ঠ কীচকের হাত হইতে রক্ষা করুন।

অকার্য্যাণামনারম্ভাৎ কার্য্যাণামনুপালনাৎ।
প্রজাসু যে সুবৃত্তাস্তে স্বর্গমায়ান্তি ভূমিপাঃ ॥
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞাঃ কামকারেণ পার্থিব।
প্রজাসু কিল্বিষং কৃত্বা নরকং যান্ত্যবোমুখাঃ ॥
নৈব যজ্ঞৈর্ন বা দানৈর্ন গুরোরুপসেবয়া।
প্রাপ্নুবন্তি তথা ধর্মং যথা কার্য্যানুপালনাৎ ॥
ক্রিয়ায়াশ্চক্রিয়ায়াশ্চ প্রাপণে পুণ্য-পাপয়োঃ ॥
প্রজায়াং সৃজ্যমানায়াং পুরা হ্যেতদ্ব্যজায়ত।
এতদ্ যো মানুষাঃ সম্যক্ কার্য্যং বস্ত্বহঞ্চ ভূবি।
অস্মিন্ সুনীতে দুর্নীতে লভতে কর্মজং ফলম্ ॥
কল্যাণকারী কল্যাণং পাপকারী চ পাপকম্।
তেন গচ্ছন্তি সংসর্গং স্বর্গায় নরকায় বা ॥

এই নীচমনা পুরুষাধম কীচক আমাকে অনাথা জানিয়া প্রহার করিতেছে। ধর্ম্মের দিকে তাকাইতেছে না। প্রজাদের উপর সদাচরণকারী রাজারা অকর্ত্তব্য না করিয়া এবং কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বর্গলাভ করেন।

হে রাজন্! কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যে পার্থক্য জানিয়াও প্রজার উপর পাপাচরণ করিয়া নিম্নাভিমুখী রাজারা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নরকে গমন করে।

প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে রাজার যেরূপ স্বর্গলাভ হয়, প্রভূত যজ্ঞ, প্রচুর দান বা গুরু-সেবাতেও সেরূপ হয় না।

সৎ কার্য্য ও অসৎকার্য্য, পুণ্য ও পাপপ্রাপ্তি বিষয়ে পুরাকালে প্রজাসৃষ্টির সময়ে এইরূপ কথিত হইয়াছিল। হে মানবগণ! পৃথিবীতে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব থাকায় সমীচীন কার্য্যই তোমাদের কর্ত্তব্য। জগতে সুনীতি বা দুর্নীতি

সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি কৃত্বা মোহেন মানবঃ।
পশ্চাত্তাপেন তপ্যেত দুষ্কৃত্যা মরণং গতঃ॥

এবমুক্ত্বা পরং বাক্যং বিসসর্জ শতক্রতুম্।
শক্রোঽপ্যাপৃচ্ছ্য ব্রহ্মাণং দেবরাজ্যমপালয়ৎ॥
যথোক্তং দেবদেবেন ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র কার্য্যাকার্য্যে স্থিরো ভব॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং বিলপমানায়াং পাঞ্চাল্যাং মৎস্যপুঙ্গবঃ।
অশক্তঃ কীচকং তত্র শাসিতুং বলদর্পিতম্॥
বিরাটরাজঃ সূতং তু সান্ত্বেনৈব ন্যবারয়ৎ।
কীচকং মৎস্যরাজেন কৃতাগসমনির্দ্দিতা॥

নাপরাধানুরূপেণ দণ্ডেন প্রতিপাদিতম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতা দৃষ্ট্বা সুরসুতোপমা॥
ধর্ম্মজ্ঞা ব্যবহারাণাং কীচকং কৃতকিল্বিষম্।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং স্মরন্তী ধর্ম্মমুত্তমম্॥
সম্প্রেক্ষ্য চ বরারোহা সর্ব্বাংস্তত্র সভাসদঃ।
বিরাটং চাহ পাঞ্চালী দুঃখেনাবিষ্টচেতনা॥)

যেষাং বৈরী ন স্বপিতি ষষ্ঠেঽপি বিষয়ে বসন্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২২
যে দদ্যুর্ন চ যাচেয়ুর্ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৩
যেষাং দুন্দুভিনির্ঘোষো জ্যাঘোষঃ শ্রূয়তেঽনিশম্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৪

করিলে কর্ম্মানুরূপ ফললাভ হয়।

কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে ও পাপকারী পাপঅর্জন করে। তাহার ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করিতে হয়।

মানুষ নিজের বুদ্ধিমোহবশতঃ পাপপ্রভৃতি দুষ্কার্য্য উত্তমরূপে করিয়া মরণ ডাকিয়া আনে এবং পরে অনুতাপে সন্তপ্ত হয়।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রকে বিদায় দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া দেবরাজ্য পালনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

হে রাজন্! পরম দেবতা পরমেষ্টী ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আপনিও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে সেইরূপ অবিচল হউন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে তখন বলদর্পিত কীচককে শাসন করিতে অক্ষম মৎস্যদেশাধিপতি রাজা বিরাট মধুর বাক্যেই তাহাকে বারণ করিলেন।

মৎস্যরাজ কৃতাপরাধ কীচককে অপরাধানুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন না দেখিয়া দেবসুতোপমা, ব্যবহারধর্ম্মজ্ঞা পাঞ্চালরাজপুত্রী উত্তমধর্ম্ম স্মরণ করিয়া পাপকারী কীচক ও তত্রস্থ সমস্ত সভাসদ্‌দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় বিরাটরাজাকে বলিতে লাগিলেন। দুঃখাবিষ্টচিত্তে দ্রৌপদী বলিলেন,—)

যাঁহাদের বৈরী ছয় রাজ্যের ব্যবধানে বাস করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২২

যাঁহারা সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণের হিতৈষী, যাঁহারা দানই করেন, কিন্তু প্রার্থনা করেন না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৩

যাঁহাদের জ্যানিনাদ সর্ব্বদা দুন্দুভিনিনাদের ন্যায় শোনা যায়, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিয়াছে।২৪

যে চ তেজস্বিনো দান্তা বলবন্তোঽতিমানিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৪

সর্বলোকমিমং হন্যুর্ধর্মপাশসিতাস্তু যে।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৫

শরণং যে প্রপন্নানাং ভবন্তি শরণার্থিনাম্।
চরন্তি লোকে প্রচ্ছন্নাঃ ক নু তেঽদ্য মহারথাঃ ॥২৭

কথং তে সূতপুত্রেণ বধ্যমানাং প্রিয়াং সতীম্।
মর্ষয়ন্তী যথা স্ত্রীবা বলবন্তোঽমিতৌজসঃ ॥২৮

ক নু তেষামমর্ষশ্চ বীর্য্যং তেজশ্চ বর্ততে।
ন পরীপ্সন্তি যে ভার্য্যাং বধ্যমানাং দুরাত্মনা ॥২৯

মন্নাত্র শক্যং কিং কর্তুং বিরাটে ধর্মদূষকে।
যঃ পশ্যন্ মাং মর্ষয়তি বধ্যমানামনাগসম্ ॥৩০

ন রাজা রাজবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরতি কীচকে।
দস্যূনামিব ধর্মজ্ঞে ন হি সংসদি শোভতে ॥৩১

নাহমেতেন যুক্তং বৈ হন্তুং মৎস্য তবাস্তিকে।
সভাসদোঽত্র পশ্যন্তু কীচকস্য ব্যতিক্রমম্ ॥৩২

কীচকো ন চ ধর্মজ্ঞো ন চ মৎস্যঃ কথঞ্চন।
সভাসদোঽপ্যধর্মজ্ঞা য এনং পর্য্যুপাসতে ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবংবিধৈর্বচোভিঃ সা তদা কৃষ্ণাঽশ্রুলোচনা।
উপালভত রাজানং মৎস্যানাং বরবর্ণিনী ॥৩৪

বিরাট উবাচ
পরোক্ষং নাভিজানামি বিক্রোশং যুবয়োরহম্।
অর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় কিং নু স্যাৎ কৌশলং মম ॥৩৫

যাঁহারা তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান্ ও অত্যন্ত অভিমানী, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৪

যাঁহারা এই সমস্ত জগৎটাই সংহার করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু এখন ধর্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৫

যাঁহারা আশ্রিত ও শরণাগত ব্যক্তিগণের রক্ষাকর্তা হইয়া থাকেন, যাঁহারা জগতে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহারথীরা আজ কোথায়।২৭

সেই মহাতেজস্বী মহাবীরেরা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি সূতপুত্রের প্রহার স্ত্রীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন কেন।২৮

দুরাত্মা কীচকের দ্বারা প্রহৃতা ভার্য্যার নিকটে যাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন না, তাঁহাদের তেজ, বীর্য্য, ক্রোধ কোথায় আছে।২৯

বিনা অপরাধে আমাকে প্রহৃত হইতে দেখিয়াও যিনি সহ্য করিতেছেন, সেই বিরাট রাজা ধর্মদূষক হইয়াছেন।৩০

আমি এ-ক্ষেত্রে কি করিতে পারি? রাজা কীচকের প্রতি রাজযোগ্য কিছু কার্য্য করিলেন না। হে মৎস্যরাজ! আপনার এই দস্যুর ন্যায় আচরণ সভামধ্যে শোভা পায় না।৩১

আপনার নিকটে আমাকে প্রহার করা ইহার উচিত হয় নাই। সভাসদ্‌গণ কীচকের এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করুন।৩২

কীচক ধর্মজ্ঞ নহে, মৎস্যরাজও কোনমতেই ধর্মজ্ঞ নহেন, আর যাঁহারা ইঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে বসিয়া রহিয়াছেন, সেই সভাসদ্‌গণও ধর্মজ্ঞ নহেন।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সুন্দরী দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এইরূপ বাক্যাবলীর দ্বারা মৎস্য-দেশের রাজাকে তিরস্কার করিলেন।৩৪

বিরাট বলিলেন,—আমার অসাক্ষাতে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু সভ্যা বিজ্ঞায় কৃষ্ণাং ভূয়োঽভ্যপূজয়ন্।
সাধু সাধ্বিতি চাপ্যাহুঃ কীচকঞ্চ ব্যগর্হয়ন্ ॥৩৬

সভ্যা উচুঃ।

যস্যেয়ং চারুসর্ব্বাঙ্গী ভার্য্যা স্যাদায়তেক্ষণা।
পরো লাভস্তু তস্য স্যান্ন চ শোচেৎ কথঞ্চন ॥৩৭
(যস্যা গাত্রং শুভং পীনং মুখং জয়তি পঙ্কজম্।
গতির্হংসং স্মিতং কুন্দং সৈষা নার্হতি পদ্মবম্ ॥

দ্বাত্রিংশদ্ দশনা যস্যাঃ শ্বেতা মাংসনিবন্ধনাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ মূর্দ্ধজাঃ কেশাঃ সৈষা নার্হতি পদ্মবম্ ॥

পদ্মং চক্রং ধ্বজং শঙ্খং প্রাসাদো মকরস্তথা।
যস্যাঃ পাণিতলে সন্তি সৈষা নার্হতি পদ্মবম্ ॥

আবর্ত্তাঃ খলু চত্বারঃ সর্ব্বে চৈব প্রদক্ষিণাঃ।
সমং গাত্রং শুভং স্নিগ্ধং যস্যা নার্হতি পদ্মবম্ ॥

অঙ্গিত্রহস্তপাদা চ অঙ্গিত্রদশনা চ যা।
কন্যা কমলপত্রাক্ষী কথমর্হতি পদ্মবম্ ॥

সেয়ং লক্ষণসম্পন্না পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
সুরূপিণী সুবদনা নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥

দেবদেবীব সুভগা শক্রদেবীব শোভনা।
অপ্সরা ইব সৌরূপ্যান্নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥)

ন হীদৃশী মনুষ্যেষু সুলভা বরবর্ণিনী।
নারী সর্ব্বানবদ্যাঙ্গী দেবীং মন্যামহে বয়ম্ ॥৩৮

তোমাদের বিরোধবিবরণ আমি কিছু জানি না। প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া আমার পক্ষে কি সুবিচার সম্ভব হইতে পারে ॥৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সভ্যমণ্ডলগণ অবগত হইয়া দ্রৌপদীকে প্রচুর সম্মান দিলেন, "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন এবং কীচকের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥৩৬

সভ্যগণ বলিতে লাগিলেন—এই বিশাল-নয়না, সর্ব্বাঙ্গশোভনা নারী যাহার ভার্য্যা, তাহার পরম লাভ হইবে এবং সে কিছুতেই শোক করিবে না ॥৩৭

(যাহার গাত্র সুন্দর ও পরিপুষ্ট, যাহার মুখ পদ্মের ন্যায়, গতি হংসের ন্যায় এবং স্মিতহাস্য কুন্দপুষ্পের ন্যায়, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার বত্রিশটি দাঁতই শুভ্রবর্ণ ও চারিদিকে মাংসদ্বারা বদ্ধ এবং কেশপাশ কোমল ও চিকণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, প্রাসাদ ও মকর চিহ্ন আছে, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার চারিটি রোমাবর্ত্ত সবগুলিই দক্ষিণগামী, গাত্র সুন্দর, মসৃণ ও সমান অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার হাত ও পা-এর অঙ্গুলির মধ্যে ফাঁক নাই, দাঁতগুলিও ঘনসন্নিবিষ্ট, নয়নযুগল পদ্মের পাপড়ির ন্যায়, সেই কন্যা কিরূপে পদাঘাতের যোগ্যা হইতে পারে?

এই পূর্ণচন্দ্রমুখী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুন্দরী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

দেবপত্নীর ন্যায় সুভগা, ইন্দ্রাণীর ন্যায় সুন্দরী, অপ্সরার ন্যায় সুরূপা এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।)

মনুষ্যমধ্যে এরূপ অনবদ্য-সর্ব্বাবয়বা পরম রূপবতী নারী সুলভ নহে। ইহাকে আমরা দেবী বলিয়া মনে করি ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্পূজয়ন্তস্তে কৃষ্ণাং প্রেক্ষ্য সভাসদঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপাৎ তু ললাটে স্বেদ আগমৎ ॥৩৯

(সা বিনিঃশ্বস্য সুশ্রোণী ভূষাবস্তমুখী স্থিতা।
তূষ্ণীমাসীৎ তদা দৃষ্ট্বা বিবক্ষন্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥)

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
গচ্ছ সৈরন্ধ্রি মাত্র স্থাঃ সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্ ॥৪০

ভর্তারমনুরুন্ধত্যঃ ক্লিশ্যন্তে বীরপত্নয়ঃ।
শুশ্রূষয়া ক্লিশ্যমানাঃ পতিলোকং জয়ন্ত্যুত ॥৪১

মন্যে ন কালং ক্রোধস্য পশ্যন্তি পতয়স্তব।
যেন ত্বাং নাভিধাবন্তি গন্ধর্বাঃ সূর্যবর্চসঃ ॥৪২

(শ্রুয়ন্তাং তে সুকেশান্তে মোক্ষধর্মাশ্রয়াঃ কথাঃ।
যথা ধর্মঃ কুলস্ত্রীণাং দৃষ্টো ধর্মানুরোধনাৎ ॥)

নাস্তি কশ্চিৎ স্ত্রিয়া যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং
নাপ্যুপোষণম্।
যা চ ভর্তরি শুশ্রূষা সা স্বর্গায়াভিধায়তে ॥

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

ভর্তৃমৃতে তথা পত্ন্যো ন ক্রুধ্যন্তি কদাচন।
বহূংশ্চ পরিক্লেশৈরবজ্ঞাতাশ্চ শক্রতিঃ ॥

অনন্যভাবশুশ্রূষাঃ পুণ্যলোকং ব্রজন্ত্যুত ॥

ন ক্রুদ্ধাঃ প্রতি ঘাযাদ্ বৈ পত্যুরন্তে বৃত্রহা অপি ॥
যদি তে সময়ঃ কশ্চিৎ কৃতো হ্যায়তলোচনে।
তং স্মরস্ব ক্ষমাশীলে ক্ষমা ধর্মো হ্যনুত্তমঃ ॥

ক্ষমা সত্যং ক্ষমা দানং ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা তপঃ।
ক্ষমাবতামিদং লোকঃ পরলোকঃ ক্ষমাবতাম্ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সভাসদ্‌গণ দ্রৌপদীকে দেখিয়া এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটে ঘর্মোদ্গম হইল।৩৯

(তখন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।)

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী! তুমি এখানে থাকিও না, মহিষী সুদেষ্ণার গৃহেই গমন কর।৪০

দেখ, বীর-পত্নীরা পতির অনুগামিনী হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। তাঁহারা পতির সুশ্রূষায় ক্লেশ ভোগ করিয়া পতিলোক জয় করিয়া থাকেন।৪১

মনে হয়, তোমার পতিগণ ইহা ক্রোধের উপযুক্ত কাল বলিয়া মনে করিতেছেন না। সেই জন্যই সেই সূর্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্বগণ তোমার নিকট দ্রুত উপস্থিত হইতেছেন না।৪২

(হে সুকেশিনি! ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনে কুল-স্ত্রীদিগের যেরূপ ধর্মদৃষ্ট হয়, মোক্ষধর্মাশ্রিত সেই সমস্ত কথা শ্রবণ কর।

স্ত্রীলোকদিগের কোন যজ্ঞ, কোন শ্রাদ্ধ বা দান কিংবা কোনরূপ ব্রতোপবাসাদি নাই। পতিসেবাই তাহাদের স্বর্গ-প্রদ।

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্র স্ত্রীলোকের রক্ষক। স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই।

বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও শত্রুবৃন্দের দ্বারা অবমানিত হইয়াও পত্নীগণ কখনও পতির প্রতি কুপিত হন না।

পরন্তু অনন্যচিত্তে পতিসেবা করিয়াই পুণ্যলোকে গমন করেন।

তোমার পতিগণ ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্রও তাঁহাদের নিকট যাইতে সমর্থ নহে।

হে আয়তলোচনে! হে ক্ষমাশীলে! যদি

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ চতুর্বিংশত্যধিকশততমঃ পর্বঃ।
কঃ ষষ্টিত্রিংশতাবস্ত মাসো নস্তাক্ষমী ভবেৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্তে তিষ্ঠন্তীং পুনরেবাহ ধর্মরাট্।)
অকালজ্ঞাসি সৈরন্ধ্রি শৈলূষীব বিরোষিণি।
বিঘ্নং করোষি মৎস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি ॥৪৩

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাঃ করিষ্যন্তি তব প্রিয়ম্।
ব্যপনেষ্যন্তি তে দুঃখং যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৪

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
অতীব তেষাং দুষ্টানামর্থেঽহং ধর্মচারিণী।
তস্য তস্যৈব তে বধ্যা যেষাং
জ্যেষ্ঠোঽন্বশেষিতা ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবৎ কৃষ্ণা সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্।
কেশান্ মুক্ত্বা চ সুশ্রোণী সংরম্ভাল্লোহিতেক্ষণা ॥৪৬

শুশুভে বদনং তস্যা রুদত্যাঃ শুচিরং তদা।
মেঘলেখাবিনির্মুক্তং দিবীব শশিমণ্ডলম্ ॥৪৭

তাঁহারা কোন শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্মরণ কর।

ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সর্বোত্তম ধর্ম। ক্ষমা সত্য, ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা দান ও তপস্যা, যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত।

ছয় অংশ, বারদশ অঙ্গ, চতুর্বিংশতি পর্ব, তিনশত-ষাটশলাকাযুক্ত মাসাবশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে কে আর অসহিষ্ণু হইয়া থাকে? অর্থাৎ ছয় অয়ন, বারদমাস, চতুর্বিংশতি পক্ষ, তিনশত-ষাটদিনে বিভক্ত আমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইতে আর একমাস মাত্র বাকী, এই সময়ে অসহিষ্ণু হইও না। তাৎপর্য—মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বড় বড় নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ অতি দুর্বল, অসুস্থ, ক্ষণস্থায়ী ও সহজেই বিনাশ্য। ইহার প্রতি ক্রোধে অধীর হইবার কারণ নাই। মাসখানেকের মধ্যেই এই অন্যায়ী কীচক নিজপাপে ধ্বংস হইবে, ইহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলা হইলে দ্রৌপদী চুপ করিয়া রহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন,—)

সৈরন্ধ্রি। প্রতিবিধানের উপযুক্ত কালসম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই। সেইজন্যই তুমি নটীর ন্যায় রোদন করিতেছ এবং রাজসভায় ক্রীড়ারত মৎস্য-দেশীয় ব্যক্তিগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ।৪৩

সৈরন্ধ্রি। তুমি যাও, গন্ধর্বগণ তোমার প্রিয়-কার্য করিবেন, যে ব্যক্তি তোমার অপ্রিয়-কার্য করিয়াছে, তাহাকে বিলুপ্ত করিবেন, তোমার দুঃখ দূর করিবেন।৪৪

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, সেই মহাবলবানদের জন্যই আমি ধর্মচারিণী হইয়া আছি। আমার অপ্রিয়কারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সকলেরই বধ্য।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরী দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া সুদেষ্ণার গৃহাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিলেন—তাঁহার কেশপাশ মুক্ত ছিল এবং ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল।৪৬

দীর্ঘকাল রোদন করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল তখন আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।৪৭

(পাংশুকুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী গজরাজবধূরিব।
প্রস্থে নাগনাসোরুর্ভর্তুরাজ্ঞায় শাসনম্॥
বিমুক্তা মৃগশাবাক্ষী নিঃশ্বস্যোপযযৌ হরা।
প্রভা নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতা॥
ন্যস্তা হ্যর্থে পাণ্ডবেয়াস্ত্যজেয়ুরপি জীবিতম্।
তাং তে দৃষ্ট্বা তথা কৃষ্ণাং ঋষিণো ধর্মচারিণঃ॥
সমরং নাভিবর্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ॥)

সুদেষ্ণোবাচ।

কস্মাদবধীদ্ বরারোহে কস্মাদ্ রোদিষি শোভনে।
কস্যান্ত ন সুখং ভদ্রে কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্॥৪৮

(কিমিদং পদ্মপলাশং সুদন্তোষ্ঠ কিমাননম্।
রুদত্যা অবমৃষ্টাংস্রং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্॥
বিম্বোষ্ঠং কৃষ্ণতারাক্ষ্যমত্যন্তরুচিরপ্রভম্।
নয়নাভ্যামজিহ্মাভ্যাং মুখং তে মুঞ্চতে জলম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাং নিঃশ্বস্যাব্রবীৎ কৃষ্ণা জানন্তী নাম পৃচ্ছসি।
ভ্রাত্রে ত্বং মামনুপ্রেষ্য কিমেবং ত্বং বিকত্থসে॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ

কীচকো মাংবধীৎ তত্র সুরাহারং গতাং তব।
সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো ঘথৈব বিজনে বনে॥৪৯

সুদেষ্ণোবাচ।

যাতয়ামি সুকেশান্তে কীচকং যদি মন্যসে।
যোহসৌ ত্বাং কামসম্মত্তো দুর্লভামবমন্যতে॥৫০

(গজরাজবধূর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। তাঁহার উরু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, তিনি স্বামীর আদেশ অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

নিবিড়-পয়োধরা, মৃগশিশুনেত্রা দ্রৌপদী কৃষ্ণমেঘাবৃতা শশিপ্রভার ন্যায় (কীচকের হাত হইতে) মুক্তিলাভ করিলেন। পাণ্ডবগণ যাঁহার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াও তাঁহারা সন্নিভূ ও ধর্ম্মচারী হইয়া রহিলেন।

সমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তাঁহারাও সেইরূপ (অসময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া) প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুন্দরি! কিজন্য তুমি রোদন করিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? ভদ্রে! কে তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে? কাহার কপালে আজ সুখ নাই?৪৮

(পদ্মের ন্যায় সুন্দর, পূর্ণেন্দুসম কান্তি, সুন্দর দন্ত, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকায় সুশোভিত, কৃষ্ণতারকাযুক্ত, সরলায়ত নয়নযুগলের দ্বারা অতি মনোরম এই বদনমণ্ডল রোদনরতা তোমার অশ্রুধারায় আপ্লুত হইয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছে কেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে,—নিজে জানিয়াও আপনি নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভ্রাতার কাছে আমাকে পাঠাইয়া এখন এইরূপ এত কথা বলিতেছেন কেন?)

দ্রৌপদী বলিলেন,—আপনার সুরা আনয়নের জন্য আমি তথায় গমন করিলে, নির্জ্জন অরণ্যে লোকে যেরূপ প্রহার করিবার সুযোগ পায়, কীচক আমাকে সভামধ্যে অবস্থিত রাজার সমক্ষে সেইরূপ প্রহার করিয়াছে।৪৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুকেশি! তুমি অন্যের অলভ্যা, কামোন্মত্ত হইয়া যে তোমাকে অবমাননা করিয়াছে, তুমি যদি ইচ্ছা কর,

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

অন্তে চৈনং বধিষ্যন্তি যেষামাগঃ করোতি সঃ।
মন্তে চৈবাদ্য সুশ্রোণি যমলোকং গমিষ্যতি ॥৫১

(ভ্রাতুঃ প্রযচ্ছ ভবিতা জীবভ্রাতঃ যদা চ বৈ।
সুদৃষ্টং কুরু বৈ চৈনং নাসূন্ মন্তে ধরিষ্যতি ॥
তেষাং হি মম ভ্রাতৃণাং পঞ্চানাং ধর্মচারিণাম্।
একো দুর্ধর্ষণোঽত্যর্থং বলে চাপ্রতিমো ভুবি ॥
নির্মনুষ্যমিমং লোকং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো নিশাময়িমাম্।
ন চ সংক্রুধ্যতে তাবদ্ গন্ধর্বঃ কামরূপধৃক্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সুদেষ্ণামেবমুক্ত্বা তু সৈরন্ধ্রী দুঃখমোহিতা।
কীচকস্য বধার্থায় ব্রতমীক্ষামুপাগমৎ ॥

অভ্যর্থিতা চ নারীভির্মানিতা চ সুদেষ্ণয়া।
ন চ স্নাতি ন চাশ্নাতি ন পাংশূন্ পরিমার্জতি ॥
রুধিরক্লিন্নবদনা বভূব রুদিতেক্ষণা ॥
তাং তথা শোকসন্তপ্তাং দৃষ্ট্বা প্ররুদিতাং স্ত্রিয়ঃ।
কীচকস্য বধং সর্বা মনোভিশ্চ শশংসিরে ॥

জনমেজয় উবাচ।

অহো দুঃখতরং প্রাপ্তা কীচকেন পদা হতা।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥
দুঃশলাং মানয়ন্তী যা ভর্তৃণাং ভগিনীং শুভাম্।
নাশপৎ সিন্ধুরাজং তং বলাৎকারেণ বাহিতা ॥
কিমর্থং ধর্ষণং প্রাপ্তা কীচকেন দুরাত্মনা।
নাশপৎ তং মহাভাগা কৃষ্ণা পাদেন তাড়িতা ॥

সেই কীচককে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইব।৫০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—সে যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাও উহাকে বধ করিবেন। মনে হয়, সে অদ্যই নিশ্চয় যমলোকে গমন করিবে।৫১

(আপনি আজ স্বয়ংবিত হইয়া ভ্রাতা জীবিত থাকিতেই শ্রাদ্ধদান করুন এবং উহাকে ভাল করিয়া (জন্মের মত শেষ দেখা) দেখিয়া লউন। মনে হয়, আর জীবনধারণ করিবে না।

আমার সেই পঞ্চ স্বামী পরম ধার্মিক, তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ, শক্তিতে তাঁহার সমান কেহ পৃথিবীতে নাই।

ক্রুদ্ধ হইলে তিনি এই রাত্রিতেই এই জগৎটাকে মনুষ্যশূন্য করিতে পারেন। কামরূপী সেই গন্ধর্ব এখনও কুপিত হইতেছেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুঃখবিমূঢ়া সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণাকে এইরূপ বলিয়া কীচকের বধের জন্য ব্রতরক্ষা গ্রহণ করিল।

রমণীগণকর্তৃক প্রার্থিতা, সুদেষ্ণা কর্তৃক সম্মানিতা হইয়াও সৈরন্ধ্রী স্নানাহার কিছুই করিল না এবং গাত্রের ধূলি মুছিল না, রক্তাপ্লুতমুখে রোদন করিতে লাগিল।

তাহাকে সেইরূপ শোকসন্তপ্তা ও রোদনরতা দেখিয়া সকলেই মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

জনমেজয় বলিলেন,—কীচকের পদাঘাতে পতিব্রতা, মহাভাগা, রমণীকুলতিলক দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

পতিবর্গের ভগিনী দুঃশলার মানরক্ষা করিয়া যিনি বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়াও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই।

দুরাত্মা কীচক কর্তৃক পরাভব ও পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাভাগা দ্রৌপদী কিজন্য তাহাকে অভিশাপ দান করিলেন না?

তেজোবাপিরিয়ং দেবী ধর্ম্মজ্ঞা সত্যবাদিনী।
কেশপক্ষে পরামৃষ্টা মর্ষয়িষ্যত্যনুক্তবৎ॥
নৈতৎ কারণমল্পং হি শ্রোতুকামোঽস্মি তত্ত্বতঃ।
কৃষ্ণায়াস্তু পরিক্লেশান্মনো মে দুরতে ভৃশম্॥
কস্য বংশে সমুদ্ভূতঃ স চ দুর্ললিতো যুবা।
বলোন্মত্তঃ কথং চাসীজ্জ্যালো মাৎস্যস্য কীচকঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সুদুষ্করোঽয়মনুপ্রশ্নঃ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন।
এতৎ সর্বং তথা বক্ষ্যে বিস্তরেণৈব পার্থিব॥
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ সূতো ভবতি পার্থিব।
প্রাতিলোম্যেন জাতানাং স হ্যেকো দ্বিজ এব তু॥
রথকারমিতীহং হি ক্রিয়াযুক্তং দ্বিজন্মনাম্।
ক্ষত্রিয়াদবরং বৈশ্যাদ্ বিশিষ্টমিতি চক্ষতে॥
সহ সূতেন সম্বন্ধঃ কৃতপূর্বো নরেশ্বরৈঃ।
তথাপি তৈর্মহীপাল রাজশব্দো ন লভ্যতে॥
তেষাং তু সূতবিষয়ঃ সূতানাং নামতঃ কৃতঃ।
উপজীব্য চ যৎ ক্ষত্রং লব্ধং সূতেন তৎ পরা॥
সূতানামধিপো রাজা কেকেয়ো নাম বিশ্রুত॥
রাজকন্যাসমুদ্ভূতঃ সারথ্যেঽনুপমোঽভবৎ।
পুত্রাস্তস্য কুরুশ্রেষ্ঠ মালব্যাং জজ্ঞিরে তদা॥
তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ কীচকঃ সর্বজিৎ প্রভো।
দ্বিতীয়ায়াং তু মালব্যাং চিত্রা হ্যবরজাভবৎ।
তাং সুদেষ্ণেতি বৈ প্রাহুর্বিরাটমহিষীং প্রিয়াম্॥

তাং বিরাটস্য মাৎস্যস্য কেকয়ঃ প্রদদৌ মুদা।
সুরথায়াং সুতায়াং তু কৌশল্যায়াং ক্ষেত্রমাত্মনি॥

ধর্ম্মজ্ঞা সত্যবাদিনী দেবী দ্রৌপদী অতীব তেজস্বিনী, তিনি কেশপাশে স্পৃষ্টা হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় সহ্য করিবেন—ইহার কারণ নিশ্চয়ই অল্প নহে। হে সাধুপ্রবর! আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদীর এই ক্লেশ-স্মরণে আমার চিত্ত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।

হে মুনিবর! মৎস্যরাজের শ্যালক সেই উদ্ধত কীচক কাহার বংশে জন্মিয়াছিল এবং কিরূপে এতটা বলোন্মত্ত হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কৌরবগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী মহারাজ জনমেজয়! তুমি যেরূপ এই প্রশ্ন করিয়াছ, আমিও এই সমস্ত কথা সেইরূপ বিস্তৃতভাবেই বলিব।

রাজন্! সূতনামক জাতি ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন। প্রতিলোম-সঙ্করের মধ্যে একমাত্র সেই সূত-জাতিই দ্বিজাতি ধর্ম্মাধিত।

এই জাতি দ্বিজাতির ক্রিয়াযুক্ত, ক্ষত্রিয় হইতে হীন ও বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ রথকার নামে অভিহিত হয়।

হে রাজন্! পূর্ব্বে রাজারা সূত-জাতির সহিত সম্বন্ধ করিতেন, তথাপি তাহারা রাজশব্দ লাভ করিত না।

সূতদিগের নামানুসারে তাহাদের রাজ্যকে সূতরাজ্য বলা হইত। সূতেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে তাহা লাভ করিয়াছিল।

কেকয়-নামে বিখ্যাত এক সূতরাজা সূত-দিগের অধিপতি ছিলেন।

তিনি ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সারথির কার্য্যে তাঁহার অনুপম দক্ষতা ছিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মালবরাজপুত্রীর গর্ভে তাঁহার বহু পুত্র হইয়াছিল।

রাজন্! তাহাদেরই জ্যেষ্ঠ অতি বলশালী সর্ব্বজয়ী কীচক। দ্বিতীয়া মালবরাজপুত্রীর গর্ভে পরমা সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারই

সুদেষ্ণাং মহিষীং লব্ধ্বা রাজা দুঃখমপাসুদৎ ॥
উত্তরং চোত্তরাং চৈব বিরাটাৎ পৃথিবীপতে।
সুদেষ্ণা সুষুবে দেবী কৈকেয়ী কুলবর্দ্ধনে ॥
মাতৃস্বসৃসুতাং রাজন্ কীচকস্যামনিন্দিতাম্।
সদা পরিচরন্ প্রীত্যা বিরাটে সুবলাৎ সুখী ॥
ভ্রাতরস্তস্য বিক্রান্তাঃ সর্বে চ তমনুব্রতাঃ।
বিরাটস্যৈব সংহৃষ্টা বলং কোশঞ্চ বর্দ্ধয়ন্ ॥
কালেয়া নাম দৈত্যেয়াঃ প্রাংশো ভুবি বিশ্রুতাঃ।
জজ্ঞিরে কীচকা রাজন্ বাণো জ্যেষ্ঠস্ততোঽভবৎ ॥
স হি সর্বাস্ত্রসম্পন্নো বলবান্ ভীমবিক্রমঃ।
কীচকো নষ্টমর্য্যাদো বভূব ভয়দো নৃণাম্।
তং প্রাপ্য বলসম্মত্তং বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ ॥
নিগৃহ্য সর্বানংস্চ রিপূন্ রথেন্দ্রো দানবানিব।
মেখলাং ত্রিগর্ত্তাংস্চ দশার্ণাংস্চ কলেরুকান্।
মালবান্ যবনাংস্চৈব পুলিন্দান্ কাশিকোশলান্।
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংস্চ তঙ্গণান্ পরতঙ্গণান্।
মলদান্ নিষধাংস্চৈব তুণ্ডিকেরাংস্চ কোঙ্কণান্।
কন্বদাংস্চ নিষিদ্ধাংস্চ শিবান্ চুচ্ছুন্দিকাংস্তথা।
অন্যে চ বহবঃ শূরা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
কীচকেন রণে ভগ্না ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ ॥
তমেবং বীর্য্যসম্পন্নং নাগায়ুতবলং রণে।
বিরাটস্তত্র সেনায়াশ্চকার পতিমাত্মনঃ ॥
বিরাটভ্রাতরশ্চৈব দশ দাশরথোপমাঃ।
তে চৈনমন্বর্ত্তন্ত কীচকান্ বলবত্তরান্ ॥

নাম সুদেষ্ণা। তিনিই বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী।

কেকয় সানন্দে তাঁহাকে মৎস্যরাজ বিরাটের হস্তে দান করিয়াছিলেন। কোশল-দেশীয়া শ্রেষ্ঠমাতা সুরথার মৃত্যুর পর সুদেষ্ণাকে মহিষীরূপে পাইয়া বিরাটরাজার দুঃখ দূর হইয়াছিল।

রাজন্! কেকয়নন্দিনী সুদেষ্ণাদেবী রাজা বিরাটের ঔরসে বংশবৃদ্ধির জন্য উত্তরনামক পুত্র এবং উত্তরানাম্নী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

কীচক তাহার মাসীর কন্যা সেই সুন্দরী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিয়া বিরাটরাজার নিকট সর্ব্বদা সুখে বাস করিত।

তাহার ভ্রাতারা সকলেই পরাক্রান্ত ও তাহার অনুগত ছিল। তাহারা সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া রাজা বিরাটেরই শক্তি ও কোষাগার বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

রাজন্! বিখ্যাত কালেয়নামক দৈত্যগণই পৃথিবীতে কীচকবন্ধুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই দৈত্যগণের জ্যেষ্ঠ ছিল "বাণ"।

সে-ই হইয়াছিল সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন, ভীমপরাক্রম, মহাবল কীচক। তাহার মর্য্যাদাবোধ ছিল না। সে সকল লোকের ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। বিরাট-রাজা মেখল, ত্রিগর্ত্ত, দশার্ণ, কলেরুক, মালব, যবন, পুলিন্দ, কাশী, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, মলদ, নিষধ, তুণ্ডিকের, কোঙ্কণ, কন্বদ, নিষিদ্ধ, শিব, চুচ্ছুন্দিক প্রভৃতি জনপদ জয় করিয়াছিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর, অপরাপর বহু বীর কীচককর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিল।

এতাদৃশ বীরত্বসম্পন্ন, সংগ্রামে অযুত-হস্তীর বলশালী সেই কীচককে বিরাটরাজা নিজের সেনাপতি করিয়াছিলেন।

দশরথনন্দন রামচন্দ্রতুল্য বিরাটের দশ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারাও এই অতি বলশালী কীচক-ভ্রাতৃবর্গের আনুগত্য করিতেন।

এবংবিধবলোপেতাঃ কীচকাস্তে ন তদ্বিধাঃ।
রাজ্ঞঃ স্থালা মহাস্থানো বিরাটস্য হিতৈষিণঃ॥
এতৎ তে কথিতং সর্বং কীচকস্য পরাক্রমম্।
দ্রৌপদী ন শশাপৈনং যস্মাৎ তদ্ গদতঃ শৃণু।
ক্ষমতীতি তপঃ ক্রোধাদৃষয়ো ন শপন্তি হি॥
জানন্তী তদ্ যথাতত্ত্বং পাঞ্চালী ন শশাপ তম্।
ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা দানং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা যশঃ॥
ক্ষমা সত্যং ক্ষমা শৌচং ক্ষমা কীর্তিঃ ক্ষমা শ্রুতম্॥
ক্ষমা পুণ্যং ক্ষমা তীর্থং ক্ষমা সর্বমিতি শ্রুতিঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
এতৎ সর্বং বিজানন্তী সা ক্ষমামন্বপদ্যত॥

ভর্তৃণাং মতমাজ্ঞায় ক্ষমিণাং ধর্মচারিণাম্।
নাশপৎ তং বিশালাক্ষী সতী শক্তাপি ভারত॥
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
ক্রোধাগ্নিনা ব্যদহ্যন্ত তদা কালব্যপেক্ষয়া॥
অথ ভীমো মহাবাহুঃ সূদবিদ্বংস্তু কীচকম্।
বারিতো ধর্মপুত্রেণ বেলেবোর্মিমহোদধিঃ॥
সংধার্য্য মনসা ক্রোধং দিবারাত্রং বিনিঃশ্বসন্।
মহানসে তদা কৃচ্ছ্রাৎ সুষাপ রজনীং তাম্॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীপরিভবে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬॥

কীচকেরা এইরূপ বলশালী ছিল। তাহারা মহাধনা রাজা বিরাটের পালক ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। এইজন্যই তাদৃশ উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। কীচকের পরাক্রমের কথা সমস্তই তোমাকে বলিলাম।

এক্ষণে দ্রৌপদী যেজন্য ইহাকে শাপপ্রদান করেন নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যার ফল ক্ষমা বলিয়া ঋষিগণ শাপপ্রদান করেন না।

দ্রৌপদী ইহা যথাযথরূপে জানিতেন বলিয়াই তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই। ক্ষমার অপার মহিমা, ক্ষমা ধর্ম, দান, যজ্ঞ, যশ, সত্য, শৌচ, কীর্তি, পুণ্য ও তীর্থস্বরূপ, ক্ষমা সর্বময়। যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত। এই সমস্ত জানিতেন বলিয়াই তিনি ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হে ভরতনন্দন! সতী দ্রৌপদী শক্তিসত্ত্বেও ক্ষমাশীল ধর্মাচারী পতিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়াই তাহাকে অভিশাপ দেন নাই।

সেই পাণ্ডবগণও সকলেই দ্রৌপদীকে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষায় তৎকালে ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কীচককে বধ করিতে উদ্যত মহাবাহু ভীমসেন বেলাবারিত মহাসমুদ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিবারিত হইয়া অন্তরে ক্রোধ ধারণ করিয়া দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতিকষ্টে সেই রাত্রে রন্ধনাগারে নিদ্রাগত হইলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত কীচকবধপর্বে দ্রৌপদীর পরাভববর্ণনাবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যা গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা হৃতা সূতপুত্রেণ রাজপত্নী যশস্বিনী।
বধং কৃষ্ণা পরিপ্সন্তী সেনাবাহস্য ভামিনী ॥১

অগারাবাসমেবাথ সা তদা দ্রুপদাত্মজা।
কৃত্বা শৌচং যথান্যায়ং কৃষ্ণা সা তনুমধ্যমা ॥২

গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা।
চিন্তয়ামাস রুদতী তস্য দুঃখস্য নির্ণয়ম্ ॥৩

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং কার্য্যং ভবেন্মম।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা ভীমং বৈ মনসাগমৎ ॥৪

নান্যঃ কর্ত্তা ক্বতে ভীমাদ্যমস্য মনসঃ প্রিয়ম্।
তত উত্থায় রাত্রৌ সা বিহায় শয়নং স্বকম্ ॥৫

প্রাক্রমন্নাথবিদ্বন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী।
ভবনং ভীমসেনস্য ক্ষিপ্রমায়তলোচনা ॥৬

দুঃখেন মহতা যুক্তা মানসেন মনস্বিনী।

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

তস্মিন্ জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিষি ॥৭
তৎ কর্ম্ম কৃতবানস্য কথং নিদ্রাং নিষেবসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বাথ তাং শালাং প্রবিবেশ মনস্বিনী ॥৮
যস্যাং ভীমস্তথা শেতে মৃগরাজ ইব স্বপন্।
তস্যা রূপেণ সা শালা ভীমস্য চ মহাত্মনঃ ॥৯
সম্মূর্চ্ছিতেব কৌরব্য প্রভাদাল চ তেজসা।
সা বৈ মহানসং প্রাপ্য ভীমসেনং শুচিস্মিতা ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই যশস্বিনী রাজপত্নী দ্রৌপদী কীচকের প্রহারে কুপিতা হইয়া তাহার বধ কামনা করিতে করিতে গৃহেই গমন করিলেন।

তখন সেই দ্রুপদনন্দিনী তনুমধ্যমা কৃষ্ণা গাত্র ও বস্ত্রগুলি সলিলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাযোগ্য শৌচ সম্পাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-৩

"কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে?"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি "ভীম ভিন্ন অপর কেহ অদ্য আমার মনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না" এইরূপে মনে করত ভীমকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। তারপর রাত্রিতে নিজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সদ্‌ভর্তৃকা, আয়তলোচনা, সতী দ্রৌপদী শরণার্থিনী হইয়া সত্বর ভীমের গৃহে গমন করিলেন।৪-৬

ভীব্রদুঃখে দুঃখিতা মনস্বিনী সৈরন্ধ্রী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে সেই কার্য্য (আমাকে পদাঘাত) করিয়াছে, আমার শত্রু সেই সেনাপতি, পাপিষ্ঠ, কীচক জীবিত থাকিতে আজ কিরূপে নিদ্রা যাইতেছ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া মনস্বিনী দ্রৌপদী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৭-৮

যেখানে ভীমসেন সিংহের ন্যায় শয়ন ত্যাগ করিতে করিতে সেইভাবে নিদ্রিত ছিলেন। যে গৃহ নন্দন। মহাত্মা ভীমসেন ও দ্রৌপদীর রূপে

সর্বশ্বেতেব মাহেন্দ্রী বনে জাতা ত্রিহায়ণী।
উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বারিতেব নবর্ষভম্ ॥১১

সা লতেব মহাশালং ফুল্লং গোমতিতীরজম্।
পরিষস্বজে পাঞ্চালী মধ্যমং পাণ্ডুনন্দনম্ ॥১২

বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা।
সিংহং সুপ্তং বনে দুর্গে দৃপ্তরাজবধূরিব ॥১৩

ভীমসেনমুপাদ্রিষ্টহস্তিনীব মহাগজম্।
বীণেব মধুরালাপা গন্ধারং সাধু মূর্ছতী ॥
অভ্যভাষত পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ॥১৪

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।
নাসুতস্য হি পাপীয়ান্ ভার্য্যামালভ্য জীবতি ॥১৫

সেই গৃহ যেন আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।৯

শুচিস্মিতা দ্রৌপদী রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া জলজাতা বকপত্নী ও অরণ্যজাতা ত্রিবৎসর বয়স্কা গাভীর ন্যায় যেন কামাতুরা হইয়াই পুরুষপ্রবর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল।১০-১১

লতা যেমন গোমতীতীরজাত প্রফুল্ল ও বিশাল শালবৃক্ষকে বেষ্টন করে, সেইরূপ দ্রৌপদী মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন।১২

দুর্গম অরণ্যমধ্যে সুপ্তসিংহকে সিংহী যেমন প্রবুদ্ধ করে সেইরূপ দ্রৌপদী দুইবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন।১৩

হস্তিনীর তুল্যা দ্রৌপদী মহাগজতুল্য ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন। গান্ধার স্বরে মূর্ছনা-দেওয়া বীণার ন্যায় মধুরালাপিনী অনিন্দিতা পাঞ্চালী ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন।১৪

ভীমসেন। দ্রৌপদী বলিলেন,—উঠুন, উঠুন, মৃতের ন্যায় শুইয়া আছেন কেন? পাপিষ্ঠ লোক কোন জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে প্রহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।১৫

স সম্প্রহার শয়নং রাজপুত্র্যা প্রবোধিতঃ।
উপাতিষ্ঠত মেধাবী পর্য্যঙ্কে সোপসংগ্রহে ॥১৬

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
কেনার্থেন সম্প্রাপ্তা ত্বরিতেব মমান্তিকম্ ॥১৭

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কৃশা পাণ্ডুশ্চ লক্ষ্যসে।
আচক্ষ্ব পরিশেষেণ সর্বং বিস্রাবয়ং যথা ॥১৮

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রেয়ং বা যদি বা প্রিয়ম্।
যথাবৎ সর্বমাচক্ষ্ব শ্রুত্বা জ্ঞাস্যামি যৎ ক্ষমম্ ॥১৯

অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু।
অহমাপৎসু চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥২০

ভীমসেনের বাক্যে জাগরিত হইয়া মেঘসদৃশ ভীমসেন শয়ন ছাড়িয়া উঠিয়া শয্যা গুটাইয়া দিয়া খাটের উপর বসিলেন।১৬

অনন্তর কুরুনন্দন ভীমসেন প্রিয়া মহিষী দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন—কি প্রয়োজনে তুমি যেন ত্বরান্বিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছ?১৭

তোমার বর্ণ স্বাভাবিক নহে। দেখিতেছি তুমি কৃশা এবং পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ। নিঃশেষে সমস্ত কথা বল—যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।১৮

সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হউক সমস্ত যথাযথ ভাবে বল, শুনিলে আমি কি করা উচিত বুঝিতে পারিব।১৯

হে দ্রৌপদি। 'সমস্ত কার্য্যে আমিই তোমার বিশ্বাসযোগ্য, আমিই তোমাকে বারংবার বিপন্মুক্ত করিয়াছি।২০

শীঘ্রমুক্ত। যথাকামং যৎ তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্।
গচ্ছ বৈ শয়নায়ৈব পুরা নাস্মেন বুধ্যতে ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

যে কার্য্যের কথা তোমার বলিবার ইচ্ছা, তাহা ইচ্ছামত বলিয়া সত্বর শয়ন করিতে প্রস্থান কর, অপর কেহ জানিতে না পারে।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসন্নিধে দ্রৌপদ্যাঃ স্বদুঃখৌঘবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
(সা লজ্জমানা ভীতা চ অধোমুখমুখী ততঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ বচনং বাষ্পদূষিতলোচনা ॥
অথাব্রবীদ্ ভীমপরাক্রমো বলী
বৃকোদরঃ পাণ্ডবমুখ্যসম্মতঃ।
প্রব্রূহি কিং তে করবাণি সুন্দরি
প্রিয়ং প্রিয়ে বারণখেলগামিনি ॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।
অশোচ্যং কুতস্তত্র ধর্ম্মা ভর্ত্তা যুধিষ্ঠিরঃ।
জানন্নু সর্ব্বাণি দুঃখানি কিং মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১

যস্যাং দাসীপ্রবাদেন প্রাহিণোমী তদানঘৎ।
সভাপরিষদো মধ্যে তস্যাং দহতি ভারত ॥২

(ক্ষত্রিয়েষ্বত্র কর্ণাদ্যৈর্দৃষ্টা দুর্য্যোধনেন চ।
শত্রুরাজ্যাক্ষ ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥
দ্রোণেন চ মহাবাহো কৃপেণ চ পরন্তপ।
নাহং শক্তবয়োর্মধ্যে ভ্রাতৃমধ্যে চ পাণ্ডব ॥
কেশে গৃহীত্বৈব সভাং নীতা জীবতি বৈ ত্বয়ি ॥)
পাণ্ডিবস্য সুতা নাম কা নু জীবতি মাদৃশী।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমত্র দ্রৌপদ্যাং প্রভো ॥৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখসমূহ বর্ণনা।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অশ্রুপ্লুত-নেত্রা, লজ্জিতা দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

তখন পাণ্ডবদের প্রধানরূপে সমাদৃত ভীম-পরাক্রম, মহাবলশালী বৃকোদর বলিলেন,—হে গজগামিনি! হে সুন্দরি! হে প্রিয়তমে! তোমার কি প্রিয়-কার্য্য করিব বল।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী, তাহার শোকের অভাব কোথায়? সমস্ত দুঃখ জানিয়াও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?১

হে ভরতনন্দন! সেই দ্যূতক্রীড়াকালে দুঃশাসন যে আমাকে 'দাসী' বলিয়া সভাসদ্‌গণের মধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আমাকে অদ্যাপি দগ্ধ করিতেছে।২

বনবাসগতাদ্বাপি সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
পরামর্শো দ্বিতীয়ো বৈ নোঢ়ুমুৎসহতে ত্বৎ কৃতে ॥৪

(পদ্ভ্যাং পর্য্যচরং চাহং দেশান্ বিষমসংস্থিতান্।
দুর্গান্ শ্বাপদসঙ্কীর্ণাংস্ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
ততোঽহং দ্বাদশে বর্ষে বন্যমূলফলাশনা।
ইদং পুরমনুপ্রাপ্তা সুদেষ্ণাপরিচারিকা ॥
পরিব্রিয়ন্নুপাতিষ্ঠে সত্যধর্মপথস্থিতা।
গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্ ॥
নিত্যং পিংষে বিরাটস্য ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
সাহং বহূনি দুঃখানি প্রপদ্যামি ন তে কৃতে।
দ্রুপদস্য সুতা চাহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চানুজা।
অগ্নিকুণ্ডাৎ সমুদ্ভূতা নোর্য্যাং জাতু চরাম্যি ভোঃ ॥)

(হে মহাবাহো! হে শত্রুদমনকারিন্! সেখানে দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ, গুরুদ্বয়—ভীষ্ম ও বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য আমাকে অবলোকন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই সভায় গুরুদ্বয়ের মধ্যেও ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাকে চুলে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।)

আমিন্! দ্রৌপদী ভিন্ন আর কোন্ রাজকন্যা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার ন্যায় বাঁচিয়া আছে?৩

বনবাসে আসিয়াও দ্বিতীয়বার দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের আক্রমণ দ্রৌপদী ব্যতীত আর কে সহ্য করিতে পারে?৪

(হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই কত দুর্গম, বন্ধুর, শ্বাপদসঙ্কুল দেশ আমি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছি।

দ্বাদশ-বর্ষ বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া, তারপর সুদেষ্ণার দাসী হইয়া এই নগরে প্রবেশ করিয়াছি।

সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়াও তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই পরনারীর সেবা করিতেছি। বিরাটরাজার জন্য গো-শীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম ও চন্দন নিত্যই পেষণ করিতেছি।

সেই আমি তোমার জন্য বহু দুঃখই প্রাপ্ত হই নাই। আমি দ্রুপদরাজার কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, আমি অগ্নিকুণ্ড হইতে জন্মিয়াছি, বাটিতে কোন দিন পা দিই নাই।)

মৎস্যরাজের সমক্ষে, সেই ধূর্ত মৎস্যরাজ দেখিতে দেখিতেই কীচককর্তৃক প্রস্তুতা হইয়া আমার ন্যায় কে আর বাঁচিয়া আছে?৫

হে ভারত! হে কৌন্তেয়! এইরূপ বহুবিধ কষ্টে আমি ক্লিষ্ট হইতেছি। তুমি আমার দুঃখ বুঝিতেছ না, আমার বাঁচিয়া লাভ কি?৬

হে ভরতনন্দন! হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে কীচক নামে বিরাটরাজার সেনাপতি ও শ্যালক আছে, সে অতিশয় দুরাত্মা।৭

সেই দুই সৈরন্ধ্রীবেশে রাজবাটীতে অবস্থিতা আমাকে প্রত্যহই বলে "তুমি আমার ভার্য্যা হও"৮

মৎস্যরাজমমক্ষং তু তস্য ধূর্তস্য পশ্যতঃ।
কীচকেন পরামৃষ্টা কা নু জীবতি মাদৃশী ॥৯

এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈঃ ক্লিশ্যমানাঞ্চ ভারত।
ন মাং জানাসি কৌন্তেয় কিং নু জীবিতেন মে ॥১০

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম ভারত।
সেনানীঃ পুরুষব্যাঘ্র শ্যালঃ পরমদুর্মতিঃ ॥১১

স মাং সৈরন্ধ্রিবেশেন বসন্তীং রাজবেশ্মনি।
নিত্যমেবাহ দুষ্টাত্মা ভার্য্যা মম ভবেতি বৈ ॥১২

তেনোপহূয়মানাপি বধার্হেণ সপত্নবৎ।
কালেনেব ফলং পক্বং ভয়ং মে বিদীর্য্যতে ॥১৩

(বিজানামি তবামর্ষং বলং বীর্যঞ্চ পাণ্ডব।
অতোঽহং পরিদেবামি চাপ্রজন্তে মহাবল ॥

যথা যূথপতির্মত্তঃ কুঞ্জরঃ ষষ্টিহায়নঃ।
ভূমৌ নিপতিতং বিন্দ্যং পদ্ভ্যামাক্রম্য পীড়য়েৎ ॥
তথৈব চ শিরস্তস্য নিপাত্য ধরণীতলে।
গাত্রেণ পুরুষব্যাঘ্র মর্দ পাদেন পাণ্ডব ॥

স চেদুদ্যন্তমাদিত্যং প্রাতরুত্থায় পশ্যতি।
কীচকঃ সপ্তমীং ব্যুষ্টাং নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥)

ভ্রাতরঞ্চ বিনর্দন্তং জ্যেষ্ঠং দ্যূতেন দেবিনম্।
যস্যাস্মি কর্মণা প্রাপ্তা দুঃখমেতদনন্তকম্ ॥১০

কো হি রাজ্যং পরিত্যজ্য সর্বস্বং চাত্মনা সহ।
প্রব্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা দ্যূতপ্রদেবিনম্ ॥১১
যদি নিষ্কসহস্রেণ যচ্চান্যৎ সাপ্তবন্ ধনম্।
সাপ্তপ্রাতরদেবিষ্যদপি সংবৎসরান্ বহূন্ ॥১২

কুপ্যং হিরণ্যং বাসাংসি যানং যুগ্যমজাবিকম্।
অশ্বাশ্বতরদাসাংশ্চ ন জাতু ক্ষয়মাবহেৎ ॥১৩
সোঽহং দ্যূতপ্রবাদেন শ্রিয়ঃ প্রত্যবরোপিতঃ।
তূষ্ণীমাস্তে যথা মূঢ়ঃ স্বানি কর্মাণি চিন্তয়ন্ ॥১৪

দশ নাগসহস্রাণি হয়ানাং হেমমালিনাম্।
যং যান্তমনুযান্তীহ সোঽহং দ্যূতেন জীবতি ॥১৫

হে শত্রুনিসূদন! বধযোগ্য সেই কীচক যখন আমাকে এইভাবে আহ্বান করে, কালতন্তুক পক্কফলের ন্যায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।৯

(হে পাণ্ডব। হে মহাবল। তোমার বল-বীর্য ও ক্রোধ আমি জানি। সেইজন্যই তোমার কাছেই বিলাপ করি।

ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক যূথপতি মত্তহস্তী যেমন ভূপতিত বিন্ধ্যপর্বতকে পায়ে চাপিয়া পিষ্ট করে, হে পুরুষ-ব্যাঘ্র। হে পাণ্ডব। তুমিও সেইরূপ কীচকের মস্তক ভূতলে পাতিত করিয়া পাদপদ্মে মর্দিত কর।

সেই কীচক যদি রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে উদিত সূর্যকে দর্শন করে, তাহা হইলে আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।)

অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে ধিক্কার করি, যাঁহার কার্যের ফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছি।১০

দ্যূতক্রীড়ায় নেশায় মত্ত না হইলে কোন্ লোক নিজদেহের সহিত রাজ্যও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল বনবাসের জন্যই দ্যূতক্রীড়া করে।১১

সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বা অন্য যে সকল মূল্যবান্ ধন, সোনা, রূপা, যান-বাহন, বস্ত্র, ছাগ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ইহাদের এক একটা পণ রাখিয়া যদি তিনি বহু বৎসর ধরিয়াও দিবারাত্রি খেলিতেন, তথাপি কোন দিন ক্ষয় হইত না।১২-১৩

সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখিবার বাসনাহেতুই ঐশ্বর্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের কার্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিমূঢ়ের ন্যায় মৌনী হইয়া বসিয়া আছেন।১৪

দশসহস্র হস্তী ও সুবর্ণমালালঙ্কৃত অশ্ব যাহার যাইবার সময় অনুগামী হয়, সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়াদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছেন।১৫

যথাঃ শতসহস্রাণি নৃপাণামধিতৌজসাম্।
উপাসন্ত মহারাজমিন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৬

শতং দাসীসহস্রাণাং যস্য নিত্যং মহানসে।
পাত্রীহস্তং দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥১৭

এষ নিষ্কসহস্রাণি প্রদায় দদতাং বরঃ।
দ্যূতজেন ছদ্মনৈব মহতা সমুপাশ্রিতঃ ॥১৮

এবং হি বরসম্পন্না বহবঃ সূতমাগধাঃ।
সায়ংপ্রাতরুপাতিষ্ঠন্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৯

সহস্রমুষয়ো যস্য নিত্যমাসন্ সভাসদঃ।
তপঃপ্রতোদসম্পন্নাঃ সংকামৈরুপস্থিতাঃ ॥২০

অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকাঃ গৃহমেধিনঃ।
ত্রিসন্ধ্যাসীক এবৈকো যান্ বিভর্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

অপ্রতিগ্রাহিণাং চৈব যতীনামূর্ধ্বরেতসাম্।
দশ চাপি সহস্রাণি সোঽহন্যন্তে নরেশ্বরঃ ॥২২

আমৃগংস্তমনুক্রোশং সংবিভাগস্তথৈব চ।
যস্মিন্নেতানি সর্বাণি সোঽহন্যমাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২৩

অন্ধান্ বৃদ্ধাংস্তথানাথান্ বালান্ রাষ্ট্রেষু দুর্গতান্।
বিভর্তি বিবিধান্ রাজা ধৃতিমান্ সত্যবিক্রমঃ।
সংবিভাগদয়া নিত্যমানৃশংস্যাৎ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

স এষ নিরয়ং প্রাপ্তো মৎস্যস্য পরিচারকঃ।
সভায়াং দেবিতা রাজ্ঞঃ কঙ্কো ক্রতে যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫

ইন্দ্রপ্রস্থে নিবসতঃ সময়ে যস্য পার্থিবাঃ।
আসন্ বলিকৃতঃ সর্বে সোঽদ্যান্যৈর্ভক্তিমিচ্ছতি ॥২৬

পার্থিবাঃ পৃথিবীপালা যস্যাসন্ বশবর্তিনঃ।
স বশে বিবশো রাজা পরেষামদ্য বর্ততে ॥২৭

প্রতাপ্য পৃথিবীং সর্বাং রশ্মিমানিব তেজসা।
সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য সভায়াং যুধিষ্ঠিরো ॥২৮

অধিবলশালী রাজবৃন্দের বরদাতা (লক্ষ) রথ ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেবা করিত।১৬

যাঁহার পাকশালায় শতসহস্র দাসী পাত্র হস্তে অতিথিদের দিবারাত্র ভোজন করাইত, যিনি শ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন, সহস্র সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দান করিতেন, তিনি আজ দ্যূতক্রীড়াজনিত মহাঅনর্থে পতিত হইয়া আছেন।১৭-১৮

উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলধারী সুমধুর বরসম্পন্ন বহু বন্দী ও চারণ সন্ধ্যায় ও প্রভাতে ইঁহার স্তুতিগান করিত।১৯

তপস্বী ও স্নাতক সহস্র ঋষি নিত্যই যাঁহার সভায় অবস্থান করিতেন এবং সর্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করিতেন, অষ্টাশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ—যাহাদের প্রত্যেকের ত্রিসন্ধ্যা করিয়া দাসী এবং অপ্রতিগ্রাহী ঊর্ধ্বরেতাঃ দশসহস্র সন্ন্যাসী—ইঁহাদিগকে যিনি প্রত্যহ প্রতিপালন করিতেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২০-২২

অনৈর্দুর্যূত, ঘরালুতা ও সকলকে সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর ভাগপ্রদান, এই সমস্ত যাঁহার মধ্যে ছিল, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২৩

সমাজের সর্বস্তরে ঘন বসতি হউক এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ও সন্তোষশীল রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ংবলতঃ রাজ্যমধ্যস্থ অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, শিশু ও দুরবস্থাগ্রস্ত নানাপ্রকার লোককে প্রত্যহ পালন করিতেন (অথবা স্তুতি প্রদান করিতেন)।২৪

সেই রাজা বর্তমানে যুধিষ্ঠির দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় বিরাট রাজার পরিচারক হইয়া সভামধ্যে

যমুপাসন্ত রাজানঃ সভায়ামৃষিভিঃ সহ।
তমুপাসীনমস্তাক্ষং পশ্য পাণ্ডব পাণ্ডবম্ ॥২৯

সমক্ষং যমুপাসীনং পরস্য প্রিয়বাদিনম্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং কোপো বর্ততে মামসংশয়ম্ ॥৩০

অতর্হং মহাপ্রাজ্ঞং জীবিতার্থেঽভিসংশ্রিতম্।
দৃষ্ট্বা কস্য ন দুঃখং স্যাদ্ ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩১

উপাস্তে স্ম সভায়াং যং কৃৎস্না বীর বসুন্ধরা।
তমুপাসীনমপ্যক্ষং পশ্য ভারত ভারতম্ ॥৩২

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈঃ পীড্যমানামনাথবৎ।
শোকসাগরমধ্যস্থাং কিং মাং ভীম ন পশ্যসি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীভীমসংবাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

অক্ষক্রীড়াকারী কঙ্ক নামে পরিচয় দিয়েছেন।২৮

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে সমস্ত রাজারা যাঁহার অন্নে পালিত হইতেন, তিনি আজ অন্নক্ষত ভৃতি ইচ্ছা করিতেছেন।২৯

পৃথিবীবিখ্যাত রাজারা সকলেই যাঁহার বশবর্তী ছিলেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ বিবশ হইয়া পরের বশীভূত হইয়াছেন।২৭

সেই রাজা যুধিষ্ঠির একদা কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় নিজতেজে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিয়া এক্ষণে বিরাটরাজার সভাসদ্ হইয়াছেন।২৮

পাণ্ডুনন্দন! সভামধ্যে ঋষিগণের সহিত রাজবৃন্দ যাঁহার উপাসনা করিতেন, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আজ অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন।২৯

যে যুধিষ্ঠিরকে পরের প্রিয়বাদী ও সেবারত সমক্ষরূপে দেখিয়া আমার ক্রোধ অসংশয়ে বর্দ্ধিত হয়, মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা সেই যুধিষ্ঠির বস্তুতঃ এই কার্য্যের যোগ্য নহেন, তাঁহাকে জীবন রক্ষার জন্য অপরের আশ্রিত দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়।৩০-৩১

হে বীর ভরতনন্দন! সমগ্র বসুন্ধরা সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিত, সেই ভরতনন্দনকে অন্যের উপাসনা করিতেও দেখুন।৩২

হে ভীম! এইরূপ নানাবিধ দুঃখে অনাথার ন্যায় নিপীড়িতা হইয়া আমি শোক-সাগরের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, ইহা দেখিতেছেন না কি?৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং দুঃখেন দুঃখিতায়া দ্রৌপদ্যা ভীমসমীপে বিলাপঃ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ইদং তু তে মহদ্ দুঃখং যৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত।
ন মেঽভ্যসূয়া কর্ত্তব্যা দুঃখাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥১
সূদকর্ম্মণি হীনে ত্বমসমে ভরতর্ষভ।
ব্রুবন্ বল্লবজাতীয়ঃ কস্য শোকং ন বর্দ্ধয়েঃ ॥২
সূপকারং বিরাটস্য বল্লবং ত্বাং বিদুর্জনাঃ।
প্রেষ্যত্বং সমনুপ্রাপ্তং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩
যদা মহানসে সিদ্ধে বিরাটমুপতিষ্ঠসি।
ব্রুবাণো বল্লবঃ সূদস্তদা সীদতি মে মনঃ ॥৪
যদা প্রহৃষ্টঃ সম্রাট্ ত্বাং সংযোধয়তি কুঞ্জরৈঃ।
হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্য্যো মম তুষ্যতি মনঃ ॥৫
শার্দূলৈর্মহিষৈঃ সিংহৈরাগারে যোধ্যসে যদা।
কৈকেয্যাঃ প্রেক্ষণাপাঙ্গৈস্তদা মে কম্পতে হৃদয়ম্ ॥৬
ততঃ উত্থায় কৈকেয়ী সর্ব্বাস্তাঃ প্রত্যভাষত।
প্রেষ্যাঃ সমুত্থিতাশ্চাপি কৈকেয়ীং তাং
ত্রিরোঽব্রুবন্ ॥৭
প্রেক্ষ্য মামনবস্থাঙ্গীং কশ্মলোপহতামিব।
স্নেহাৎ সংবাসজাদ্ ধর্ম্মাৎ সূদমেবা শুচিস্মিতা ॥৮
যোদ্ধামানং মহাবীর্য্যমিয়ং সমনুশোচতি।
কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবাশ্চাপি তদ্বিদুঃ ॥৯
স্ত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ।
সৈরন্ধ্রী প্রিয়সংবাসাদ্বিভ্যতী করুণাদিনী ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিতা দ্রৌপদীর ভীমের সম্মুখে বিলাপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি যাহা বলিব ইহা আপনার মহা দুঃখকর হইবে, আমার উপরে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না, বড় দুঃখেই আমি এ কথা বলিতেছি।১

হে ভরতর্ষভ! আপনি আপনার অসদৃশ এই হীন পাচকবৃত্তিতে বল্লব-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার না শোক বর্দ্ধন করিতেছেন?২

লোকে আপনাকে বিরাটরাজার আজ্ঞাবহ পাচক বল্লব বলিয়া জানে। আপনি প্রভু হইয়াও আজ ভৃত্যের দশায় পড়িয়াছেন—ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে?৩

যখন রন্ধনশালার কার্য্য শেষ করিয়া আপনি 'বল্লব পাচক' বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।৪

যখন আনন্দিত বিরাটরাজা আপনাকে হস্তিযুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করায়, অন্তঃপুরে রমণীরা হাসিতে থাকে, আমার কিন্তু মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।৫

যখন গৃহমধ্যে মহিষ, ব্যাঘ্র ও সিংহের সহিত আপনি যুদ্ধ করিতে থাকেন ও সুদেষ্ণা তাহা দেখিতে থাকে, তখন আমার কষ্ট হয়।৬

তারপর আমাকে অনিন্দ্যসুন্দরী ও দুঃখিতার ন্যায় দেখিয়া, সুদেষ্ণা উঠিয়া উপস্থিত সমস্ত দাসীদিগকে বলিতে থাকে এবং সেই স্ত্রীলোকেরাও সুদেষ্ণাকে বলিতে থাকে যে, এই বিমলহাসিনী সৈরন্ধ্রী একত্র অবস্থানজনিত স্নেহের ধর্ম্মে মহাবীর্য্যশালী ঐ পাচককে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া শোকগ্রস্ত হয়। সৈরন্ধ্রী সুরূপা, বল্লবও সুন্দর, স্ত্রীলোকের চিত্ত দুর্জ্ঞেয়। ইহারা উভয়েই সমান

অস্মিন্ রাজকুলে চেমৌ তুল্যকালনিবাসিনৌ।
ইতি ক্রুধাণা বাক্যানি সা মাং নিত্যমতর্জয়ৎ ॥১১

ক্রুধ্যন্তীং মাঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সমনস্কত মাং বরি।
তস্যাং তথা ব্রুবত্যাং তু দুঃখং মাং সমবাবিশৎ ॥১২

দ্বন্দ্বযোধং নিরস্ত্রং প্রাপ্তে ভীমে ভীমপরাক্রমে।
শোকে যৌধিষ্ঠিরে মগ্না নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৩

যঃ সদেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্ব্বাংস্তৈরবরোধজয়ৎ।
সোঽয়ং যাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা ॥১৪

যোঽভপর্যদমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসম্।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ ॥১৫

যস্মাদ্ ভয়মবিত্রাণাং সদৈব পুরুষর্ষভাৎ।
স লোকপরিভূতেন বেশেনাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৬

যস্য জ্যাক্ষেপকঠিনৌ বাহু পরিঘসন্নিভৌ।
স শঙ্খপরিপূর্ণাভ্যাং শোচয়াস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭

যস্য জ্যাতলনির্ঘোষাৎ সমকম্পন্ত শত্রবঃ।
স্ত্রিয়ো গীতস্বনং তস্য মুদিতাঃ পর্য্যুপাসতে ॥১৮

কিরীটং সূর্য্যসঙ্কাশং যস্য মূর্দ্ধ্নশ্যশোভত।
বেণীবিকৃতকেশান্তঃ সোঽয়মস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥১৯

তং বেণীকৃতকেশান্তং ভীমবন্ধানমর্জুনম্।
কন্যাপরিবৃতং দৃষ্ট্বা ভীম সীদতি মে মনঃ ॥২০

যস্মিন্নস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি মহাত্মনি।
আধারঃ সর্ব্ববিদ্যানাং স বারয়তি কুণ্ডলে ॥২১

রূপসম্পন্ন বলিয়া আমার মনে হয়, সৈরন্ধ্রী স্ত্রীজিতের সহবাসবশতঃই নিত্য করুণ (শোক-সূচক) কথা বলে।৭-১০

এই রাজবাটীতে ইহারা উভয়েই একই সময় হইতে বাস করিতেছে। এইরূপ নানা কথা বলিয়া সুদেষ্ণা আমাকে নিত্য ভর্ৎসনা করিত।১১

আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আপনার প্রতি আসক্ত বলিয়া আমরা করিত। তাহার এইরূপ বাক্যে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইত।১২

আপনি ভীমপরাক্রম ভীমসেন, আপনি এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করায়, যুধিষ্ঠির-দৃষ্ট শোকে মগ্ন হইয়া আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।১৩

যে যুবক এক-রথে সকল দেবতা ও মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এই বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক হইয়াছেন।১৪

কুন্তীকুমার! যে অপ্রমেয় বলশালী অর্জুন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এখন অন্তঃপুরচারী হইয়া কূপমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।১৫

যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে শত্রুগণ সর্ব্বদাই ভয় করিত, সেই ধনঞ্জয় আজ লোকের অবজ্ঞাত ক্লীববেশে অবস্থান করিতেছেন।১৬

যাঁহার পরিঘতুল্য বাহুদ্বয় জ্যা-কর্ষণে কঠিন, সেই অর্জুন আজ তাঁহার সেই বাহুকে শঙ্খবলয়ে পূর্ণ করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়া আছেন।১৭

যাঁহার ধনুর জ্যা-নির্ঘোষে (ধ্বনিতে) শত্রুগণ কম্পিত হইত, স্ত্রীলোকেরা এখন তাঁহার গানের সুর (ধ্বনি) সানন্দে উপভোগ করিতেছে।১৮

যাঁহার মস্তকে সূর্য্যতুল্য কিরীট শোভা পাইত, সেই ধনঞ্জয়ের কেশাগ্র আজ বেণী-বন্ধনে বিকৃত।১৯

হে ভীমসেন! ভয়াবহ মহাবীর অর্জুনকে কেশাগ্রে বেণী-বন্ধন করিয়া কন্যাবৃন্দে পরিবৃত দেখিলে, আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২০

সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ যাঁহার নিকট রহিয়াছে,

স্প্রষ্টুং রাজসহস্রাণি তেজসাপ্রতিমানি বৈ।
সমরে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব মহার্ণবঃ ॥২২

সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্তকো যুবা।
আস্তে বেশপ্রতিচ্ছন্নঃ কন্যানাং পরিচারিকঃ ॥২৩

যস্য স্ম রথঘোষেণ সমকম্পত মেদিনী।
সপর্বত-বনা ভীম সহস্থাবর-জঙ্গমা ॥২৪

যস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুন্ত্যাঃ শোকো ব্যনশ্যত।
স শোচয়তি মামদ্য ভীমসেন তবানুজঃ ॥২৫

ভূষিতং তমলঙ্কারৈঃ কুণ্ডলৈঃ পরিহাটকৈঃ।
কম্বুপাণিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৬

যস্য নাস্তি সমো বীর্য্যে কশ্চিদ্দুর্য্যাং বসুন্ধরাং।
সোঽহং কন্যাপরিবৃতো গায়মানো বনঞ্জয়ঃ ॥২৭

ধর্ম্মে শৌর্য্যে চ সত্যে চ ভীবলোকস্য সম্মতম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৮

যদা হেমং পরিবৃতং কন্যাভির্দেবরূপিণম্।
প্রতিয়ামিব মাতঙ্গং পরিকীর্ণং করেণুভিঃ ॥২৯

মৎস্যরাজপতিং পার্থং বিরাটং সমুপস্থিতম্।
পশ্যামি তূর্য্যমধ্যস্থং শিশো নষ্টস্তি মে তদা ॥৩০

নূনমার্য্যা ন জানাতি কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং ধনঞ্জয়ম্।
অজাতশত্রুং কৌরব্যং ভ্রাতরং দুর্য্যতেষিনম্ ॥৩১

(ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্য-ব্রাহ্মাগ্নেয়ৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
অস্ত্রৈঃ সম্ভর্পয়ন্ পার্থঃ সর্বানস্ত্রৈকরথোঽজয়ৎ ॥
দিব্যৈরস্ত্রৈরচিন্ত্যাত্মা সর্বশত্রুনিবর্হণঃ ॥

যিনি সর্ব্বাবস্থায় আমার, তিনি আজ কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিয়া আছেন।২১

মহাসমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হয় না, সেইরূপ অতুল পরাক্রমশালী হাজার হাজার রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও অগ্রসর হয় না, সেই যুবক বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক ও কন্যাদিগের পরিচারক হইয়া স্ত্রীবেশে অবস্থান করিতেছেন।২২-২৩

হে ভীম! যাঁহার রথের শব্দে পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর ও জঙ্গম-সমন্বিত সমগ্র ধরণী কম্পিত হইত, যে মহাভাগ জন্মগ্রহণ করিলে কুন্তীদেবীর শোক নষ্ট হইয়াছিল, আপনার অনুজ সেই অর্জ্জুন আজ আমাকে শোকে মগ্ন করিতেছেন।২৪-২৫

তাঁহাকে কুণ্ডল-বলয়াদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ও শাঁখা পরিয়া আসিতে দেখিলে আমার মন বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়ে।২৬

পৃথিবীতে যাঁহার তুল্য বীর্য্যবান্ আর কেহ নাই, সেই ধনঞ্জয় আজ কন্যাবৃন্দে পরিবৃত ও নর্ত্তকীরূপে রহিয়া আছেন।২৭

ধর্ম্ম, শৌর্য্য এবং সত্যে যিনি জীব-জগতের সম্মানিত, সেই অর্জ্জুনকে নারীবেশে বিকৃত দেখিয়া আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২৮

যখন এই দেবতুল্য রূপবান্ অর্জ্জুনকে কন্যাবৃন্দ পরিবৃত হইয়া, করিণীবৃন্দে পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মৎস্যরাজ বিরাটের নিকট উপস্থিত হইতে ও চতুর্দ্দিকে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে দেখি, তখন আমার মন বিষদিগ্ধ হয় (অর্থাৎ অন্ধকারময়) হইয়া যায়।২৯-৩০

পূজ্যা যজ্ঞসেনী নিশ্চয়ই অর্জ্জুন যে এইরূপ কষ্টে পড়িয়াছেন ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যে দ্যূতক্রীড়ায় ছল নেশায় ডুবিয়া গিয়াছেন, ইহা জানেন না।৩১

(অর্জ্জুন অগ্নির তৃপ্তিসাধনার্থে ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম, আগ্নেয় ও বৈষ্ণব অস্ত্রে একরথে সবলকে জয় করিয়াছিলেন।

দিব্যগান্ধর্বমস্ত্রঞ্চ বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্।
ব্রাহ্মং পাশুপতং চৈব স্থূণাকর্ণঞ্চ দর্শয়ন্॥
পৌলোমান্ কালকেয়াংশ্চ ইন্দ্রশত্রূন্ মহাসুরান্।
নিবাতকবচৈঃ সার্ধং ঘোরানেকরথোঽজয়ৎ।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থঃ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ॥
কন্যাপুরগতং দৃষ্ট্বা গোষ্ঠেষ্বিব মহর্ষভম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং কুন্তীঃ গচ্ছতি মে মনঃ॥)

তথা দৃষ্ট্বা যবীয়াংসং সহদেবং পরাং পতিম্।
গোষু গোবেশমাস্থান্তং পাণ্ডুস্তাস্মি ভারত॥৩২

সহদেবস্য বৃত্তানি চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।
ন নিদ্রামভিগচ্ছামি ভীমসেন কুতো রতিম্॥৩৩

ন বিন্দামি মহাবাহো সহদেবস্য দুষ্কৃতম্।
যস্মিন্নেবংবিধং দুঃখং প্রাপ্তবান্ সত্যবিক্রমঃ॥৩৪

দুরাত্মি ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরং প্রিয়ম্।
গোষু গোরূপসঙ্কাশং মৎস্যেনাভিনিবেশিতম্॥৩৫

সংবৃতাং রক্তবেশ্যাং গোপালানাং পুরোগমম্।
বিরাটমভিনন্দন্তমথ মে তপতি হৃদঃ॥৩৬

সহদেবং হি মে বীর নিত্যমার্য্যা প্রশংসতি।
মহাভিজনসম্পন্নঃ শীলবান্ বৃত্তবানিতি॥৩৭

স্ত্রীনিবেষো মধুরবাগ্ বাধিকশ্চ প্রিয়শ্চ মে।
ন তেঽরণ্যেষু যোক্তব্যো যাজসেনি কথাঞ্চন॥৩৮

সুকুমারশ্চ শূরশ্চ রাজানং চাপ্যনুব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠাপচায়িনং বীরং স্বয়ং পাকালি ভোজয়েঃ॥৩৯

ইত্যুবাচ হি মাং কুন্তী রুদতী পুত্রগৃদ্ধিনী।
প্রব্রজন্তং মহারণ্যং তং পরিষ্বজ্য তিষ্ঠতী॥৪০

অচিন্ত্যনীয় প্রভাবশালী, সর্ব্বশত্রুসংহারকারী অর্জ্জুন গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ও বায়ব্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, পাশুপত, স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া, নিবাতকবচগণের সহিত ইন্দ্রশত্রু, ঘোরাকৃতি, পৌলোম ও কালকেয়নামক মহাসুরদিগকে এক-রথে জয় করিয়াছিলেন। সেই অর্জ্জুন কূপ-মধ্যে সংবৃত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরগত হইয়া আছেন।

গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় কন্যান্তঃপুরবর্ত্তী স্ত্রীবেশ-বিকৃত অর্জ্জুনকে দেখিয়া আমার মন কুন্তীদেবীকে স্মরণ করিতেছে।)

সেইরূপ কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবকে গো-বৃন্দের মধ্যে গোপযোগ্য বেশে গো-পালকরূপে আসিতে দেখিয়া আমি পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছি।৩২

হে ভরতনন্দন ভীমসেন! সহদেবের চরিত্র পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রা যাইতে পারি না। আমার সন্তোষ কোথায়।৩৩

হে মহাবাহো! সহদেবের কি পাপ-কর্ম্ম করা আছে জানি না—যাহার ফলে সত্যনিষ্ঠ সহদেব এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন।৩৪

হে ভরতপুঙ্গব! আপনার প্রিয়-ভ্রাতা উত্তম বৃষভসদৃশ সহদেবকে মৎস্যরাজ বিরাটকর্ত্তৃক গো-রক্ষায় নিয়োজিত দেখিয়া আমি সন্তাপ ভোগ করি।৩৫

রক্তবস্ত্রাদি পরিহিত, গো-পালকবৃন্দের পুরো-গামী, রূপিতাকৃতি সহদেবকে বিরাটরাজার আনন্দবিধান করিতে দেখিয়া আমার সন্তাপ হয়।৩৬

হে বীর! আমার শাশুড়ী সর্ব্বদাই সহদেবের প্রশংসা করেন যে, সহদেব মহা আভিজাত্য-সম্পন্ন, সুশীল, সচ্চরিত্র, লাজুক, মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। দ্রৌপদি! অরণ্যমধ্যে রাত্রিতেও তুমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও।৩৭-৩৮

তং দৃষ্ট্বা ব্যাপৃতং গোষু বৎসচর্ম্মকপাশয়ম্।
সহদেবং ধ্রুবাং জ্যেষ্ঠং কিং নু জীবামি পাণ্ডব ॥৪১

যস্ত্রিভির্নিত্যসম্পন্নো রূপেণাস্ত্রেণ সেবয়া।
সোঽধ্বরক্ষো বিরাটস্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৪২

অত্যকীর্য্যন্ত বৃষ্ণীনি দামগ্রন্থিমবীক্ষ্য তম্
বিনয়ন্তং হয়েনাশ্বান্ মহারাজস্য পশ্যতঃ ॥৪৩

অপশ্যমেনং শ্রীমন্তং মৎস্যং ভ্রাজিষ্ণুমুত্তমম্।
বিরাটমুপতিষ্ঠন্তং দর্শয়ন্তঞ্চ বাজিনঃ ॥৪৪

কিং নু মাং মন্যসে পার্থ সুখিনীতি পরন্তপ।
এবং দুঃখসমাবিষ্টা যুধিষ্ঠিরনিমিত্ততঃ ॥৪৫
অতঃ প্রতিবিশিষ্টানি দুঃখান্যন্যানি ভারত।
বর্ত্তন্তে ময়ি কৌন্তেয় বক্ষ্যামি শৃণু তান্যপি ॥৪৬
যুষ্মাসু ত্রিষমাণেষু দুঃখানি বিবিধান্যুত।
শোষয়ন্তি শরীরং মে কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদী-ভীমসংবাদে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

সে বীর হইলেও অত্যন্ত সুকুমার-প্রকৃতির এবং যুধিষ্ঠিরের সে একান্ত অনুগত। হে যাজ্ঞসেনি। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বীর পূজারী সহদেবকে তুমি স্বয়ং ভোজন করাইও ।৪৯

মহারণ্যে প্রস্থানোদ্যত সহদেবকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া পুত্রস্নেহভরা কুন্তীদেবী রোদন করিতে করিতে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন ।৪০

সেই বীর সহদেবকে গোপালনে ব্যাপৃত ও রাত্রিতে গো-চর্ম্মাপরি শায়িত দেখিয়াও আমি কেন বাঁচিয়া আছি ।৪১

রূপ, সেবা এবং অস্ত্রশক্তি এই তিনটী যাহার নিত্যই সমান রহিয়াছে, তিনিই আজ বিরাট রাজার অশ্ববন্ধনকারী হইয়াছেন। সময়ের বিপর্য্যয় দেখুন ।৪২

তিনি যখন মহারাজের সমক্ষে বেগে অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন, তখন অশ্বরূঢ় রজ্জুগ্রন্থি দেখিয়া (রজ্জুগ্রন্থির প্রতীকার) তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায় ।৪৩

হায়। হায়। আমি সর্ব্বদা উৎসাহোদ্দীপ্ত, অনুপম-শ্রীমণ্ডিত এই নকুলকে মৎস্যরাজ বিরাটের সেবা করিতে ও অশ্বের খেলা দেখাইতে দেখিলাম ।৪৪

হে শত্রুপীড়ক ভীমসেন। আপনি কি মনে করেন আমি সুখে আছি? যুধিষ্ঠিরের জন্য এইরূপ শতদুঃখে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি ।৪৫

হে ভরতনন্দন! ইহা অপেক্ষাও কত অধিক দুঃখ আমার মধ্যে সঞ্চিত আছে তাহাও বলিব, শ্রবণ করুন ।৪৬

আপনারা জীবিত থাকিতেই নানাবিধ দুঃখে আমার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার অধিক দুঃখ আর কি আছে ।৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ স্বীয়দুঃখকথনম্।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অহং দৈরন্ধ্রিবেশেন চরন্তী রাজবেশ্মনি।
শৌচদাস্যে সুদেষ্ণায়া অক্ষধূর্তস্য কারণাৎ ॥১
বিক্রিয়াং পশ্য মে তীব্রাং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপ।
আত্মকালমুপাসন্তী সর্বং দুঃখং কিলাস্তবৎ ॥২
অনিত্যা কিল মর্ত্যানামর্থসিদ্ধির্জয়াজয়ৌ।
ইতি কৃষ্ণঃ প্রতীক্ষামি ভর্তৃণামুদয়ং পুনঃ ॥৩
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্তৃণামুদয়ং পুনঃ ॥৪
য এব হেতুর্ভবতি পুরুষস্য জয়াবহঃ।
পরাজয়ে চ হেতুঃ স ইতি প্রতিপালয়ে।
কিং মাং ন প্রতিজানীষে ভীমসেন মৃতামিব ॥৫

জন্তবো যাচন্তি পুরুষা হন্তা যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাত্যন্তে পরৈরিতি চ মে শ্রুতম্ ॥৬
ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি ন চৈবাস্যাতিবর্তনম্।
ইতি চাপ্যাগমং ভূয়ো দৈবস্য প্রতিপালয়ে ॥৭
যত্র পূর্বং জলং যত্র পুনস্তত্রৈব গচ্ছতি।
ইতি পর্য্যায়মিচ্ছন্তী প্রতীক্ষে উদয়ং পুনঃ ॥৮
দৈবেন কিল যস্যার্থঃ সুনীতোঽপি বিপদ্যতে।
দৈবস্য চাগমে যত্নস্তেন কার্য্যো বিজানতা ॥৯
যৎ তু মে বচনস্যান্তে কর্ষিতস্য প্রয়োজনম্।
পৃচ্ছ মাং দুঃখিতাং তত্ত্বং পৃষ্টা চাত্র ব্রবীমি তে ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর স্বীয় দুঃখ নিবেদন।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে পরন্তপ! রাজকন্যা হইয়াও আমার দুঃসহ দুরবস্থা দেখুন। অক্ষধূর্ত যুধিষ্ঠিরের জন্য আমি সৈরন্ধ্রী বেশে রাজবাটীতে থাকিয়া সুদেষ্ণার শৌচের জল জোগাইতেছি। আমি নিজের সুসময়ের প্রতীক্ষায় আছি।১-২

সমস্ত দুঃখেরই ত' শেষ আছে। মানুষের অর্থলাভ, জয়-পরাজয় অনিত্য এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয়-লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৩

সম্পদ্ ও বিপদ চক্রের ন্যায় আবর্তিত হয় এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৪

মানুষের জয়লাভের হেতু যাহা (ভাগ্য বা কাল), পরাজয়েরও হেতু হয় তাহাই (ভাগ্য বা কালই)—এই মনে করিয়াই (সৌভাগ্যের) প্রতীক্ষা করিতেছি। হে ভীমসেন! আপনি কি আমাকে মৃতবৎ বুঝিতে পারিতেছেন না?৫

মানুষ একবার দান করিয়াও আবার এক-সময়ে ভিক্ষা করে, প্রহার করিয়াও প্রহৃত হয় এবং বধ করিয়াও নিহত হয়।৬

দৈবের অসাধ্য নাই, দৈবকে অতিক্রম করাও যায় না। এইজন্যই পুনরায় অনুকূল দৈবাগমের প্রতীক্ষায় আছি।৭

পূর্বে যেখানে জল ছিল, পুনরায় সেখানেই যায় (রিক্ত সরোবর পুনরায় কালক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে)। এইজন্য পরিবর্তনের আশা করিয়া পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৮

যে ব্যক্তির সুবিচারিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত কার্য্যও দৈববশতঃ বিনষ্ট হয়, তাহার উচিত, তাদৃশরূপে জানিয়া দৈবের আনুকূল্য সম্পাদনে যত্ন করা।৯

মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং দুহিতা দ্রুপদস্য চ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা মদন্যা কা বিজীবিষেৎ ॥১১

কুরূন্ পরিভবেৎ সর্বান্ পঞ্চালানপি ভারত।
পাণ্ডবেয়াংশ্চ সম্প্রাপ্তো মম ক্লেশো দুরিষ্ময় ॥১২

ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুরৈঃ পুত্রৈর্বন্ধুভিঃ পরিবারিতা।
এবং সমৃদ্ধিতা নারী কা ন্বন্যা দুঃখিতা ভবেৎ ॥১৩

নূনং হি বালয়া ধাতুর্ময়া বৈ বিপ্রিয়ং কৃতম্।
যস্য প্রসাদাদ্ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ ॥১৪

বর্ণাবকাশমপি মে পশ্য পাণ্ডব যাদৃশম্।
তাদৃশো মে ন তত্রাসীদ্ দুঃখে পরমকে তদা ॥১৫

যথৈব তীম জানীষে যন্মে পার্থ সুখং পুরা।
সাহং দাসীমমাপন্না ন শান্তিমধিগচ্ছতে ॥১৬

নাদৈষিকমহং মন্যে যত্র পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমবন্ধা মহাবাহুরাস্তে ভস্ম ইবানলঃ ॥১৭

অশক্যা বেদিতুং পার্থ প্রাণিনাং বৈ গতির্নৃপৈঃ।
বিনিপাতমিমং মন্যে যুষ্মাকং সুবিচিন্তিতম্ ॥১৮

যস্যা মম মুখপ্রেক্ষা সূর্যমিত্রসমাঃ সদা।
সা প্রেক্ষে মুখমন্যাসামবরাণাং বরা সতী ॥১৯

পশ্য পাণ্ডব মেঽবস্থাং যথা নার্হামি বৈ তথা।
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু পশ্য কালস্য পর্যয়ম্ ॥২০

আমার এই কথা বলিবার যে কি প্রয়োজন, দুঃখাভিভূতা আমাকে যদি তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি আপনার নিকট সব যথার্থ বিষয় বলিতেছি ।১০

দ্রুপদরাজার কন্যা এবং পাণ্ডবগণের মহিষী হইয়াও এই অবস্থায় পড়িয়া আমি ভিন্ন কে আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে ।১১

হে অরিন্দম। আমি যে ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা সমস্ত কৌরব, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে অভিভূত করিবে ।১২

ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্বশুরগণ, পুত্রবর্গ ও বহু পরিজনে পরিবৃতা এবং মহাসমৃদ্ধিশালিনী হইয়াও অন্য কোন্ রমণী এইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ।১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়ই আমি বাল্যকালে বিধাতার অপ্রিয় কিছু করিয়াছি, যাহার ফলে আমি পুনঃপুনঃ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি ।১৪

হে পাণ্ডব। দেখুন, আমার বর্ণ যেরূপ ম্লান হইয়াছে, তখন বনবাসে পরম দুঃখের মধ্যেও সেরূপ ছিল না ।১৫

হে ভীমসেন। হে কৃষ্ণাপুত্র। আপনি নিজেই জানেন, পূর্বে আমার কত সুখ ছিল। সেই আমি আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পরাধীনা হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ।১৬

ভীষণ ধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জুন—যিনি দিগ্বিজয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন আনিয়া ধনঞ্জয়নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই যেখানে ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—ইহাকে আমি দৈব-কৃত ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না ।১৭

হে কৌন্তেয়। প্রাণিদিগের গতি মানুষের জানিবার শক্তি নাই। আপনাদের এই পতন চিন্তারও অতীত বলিয়া মনে করি ।১৮

ইন্দ্রতুল্য আপনারা সকলেই আমার মুখাপেক্ষী থাকিতেন, সেই আমি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়াও আজ হীন রমণীগণের মুখাপেক্ষিণী হইয়া আছি ।১৯

হে পাণ্ডব। কালের বিপর্য্যয় দেখুন, আপনারা জীবিত থাকিতেই আমি যে অবস্থার যোগ্যা নই, আমার সেই অবস্থা দেখুন ।২০

যস্যাঃ সাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী বশবর্ত্তিনী।
আসীৎ সাদ্য সুদেষ্ণায়া ভীতাহং বশবর্ত্তিনী ॥২১

যস্যাঃ পুরঃসরা আসন্ পৃষ্ঠতশ্চানুগামিনঃ।
সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী ॥২২

ইদং তু দুঃখং কৌন্তেয় মমাসহ্যং নিবোধ তৎ।
যা ন জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্তনমাত্মনঃ ॥
অন্যত্র কৃষ্ণ্যা তস্যাং তে সা পিনষ্ম্যদ্য চন্দনম্ ॥২৩

পশ্য কৌন্তেয় পাণী মে নৈবাভূতাং হি যৌ পুরা।
ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস কিণবন্তৌ করাবুভৌ ॥২৪

বিভেমি কৃষ্ণ্যা যা নাহং যুষ্মাকং বা কদাচন।
সাদ্যাগ্রতো বিরাটস্য ভীতা তিষ্ঠামি কিঙ্করী ॥২৫

কিং নু বক্ষ্যতি সত্রাগ্যাং বর্ণকঃ সূতকো ন বা।
নাস্তপিষ্টং হি মৎস্যস্য চন্দনং কিল রোচতে ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা কীর্ত্তয়ন্তি দুঃখানি ভীমসেনস্য ভামিনী।
রুরোদ শনকৈঃ কৃষ্ণা ভীমসেনমুপেক্ষতী ॥২৭
সা বাষ্পকলয়া বাচা নিঃশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ।
হৃদয়ং ভীমসেনস্য ঘট্টয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৮
নাল্পং কৃতং ময়া ভীম দেবানাং কিল্বিষং পুরা।
অভাগ্যা যত্র জীবামি কর্ত্তব্যৈ সতি পাণ্ডব ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তস্যাঃ করৌ সূক্ষ্মৌ কিণবন্তৌ বৃকোদরঃ।
মুখমাদায় বৈ পত্ন্যা রুরোদ পরবীরহা ॥৩০

সসাগরা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার বশীভূতা হইয়া ভীতা হইয়া থাকি।২১

আমার নিজেরই সত্রগামী ও পশ্চাদ্‌গামী কত লোক ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার অগ্রে অগ্রে ও পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করি।২২

হে কৌন্তেয়! এই দুঃখ আমার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছে—আপনি তাহা শ্রবণ করুন। যে আমি একমাত্র কৃষ্ণাদেবী ছাড়া নিজের জন্যও অঙ্গরাগ নিমিত্ত কখনও পেষণ করি নাই, সেই আমি আজ চন্দন পেষণ করিতেছি।২৩

হে কৌন্তেয়! আমার করযুগল দেখুন, যাহা পূর্ব্বে এরূপ কিণযুক্ত ছিল না—এই বলিয়া ভীমকে উভয় করতল দেখাইলেন।২৪

যে আমি কৃষ্ণাদেবীকে বা আপনাদিগকেও কখনও ভয় করিয়া চলি নাই, সেই আমি আজ বিরাটরাজার দাসী হইয়া ভয়ে ভয়ে অবস্থান করি, কি জানি রাজা কি বলিবেন, অনুলেপন উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইল কিনা! অপরের দ্বারা চন্দন মৎস্যরাজের পছন্দ হয় না।২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শোভনা দ্রৌপদী ভীমের নিকট নিজ দুঃখ কীর্ত্তন করিতে করিতে চুপি চুপি রোদন করিতে লাগিলেন।২৭

তিনি পুনঃপুনঃ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে ভীমের হৃদয় মথিত করিয়া এই কথা বলিলেন।২৮

হে ভীম! আমি পূর্ব্বে হয় ত' দেবতাদিগের নিকট কম পাপ করি নাই, যেখানে আমার মরাই উচিত ছিল, সেখানে ভাগ্যহীনা হইয়া বাঁচিয়া আছি।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শত্রুবীরহন্তা বৃকোদর পত্নী দ্রৌপদীর কিণযুক্ত (কড়া-পড়া) সেই কোমল করযুগল নিজের মুখের উপর রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।৩০

তৌ গৃহীত্বা চ কৌন্তেয়ো বাষ্পমুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্।
ততঃ পরমদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

বীর্য্যবান্ ভীমসেন সেই করযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিলেন, তারপর পরম দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন ।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদী ও ভীমের কথোপকথনবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-দ্রৌপদ্যোঃ সংলাপঃ ।]

ভীমসেন উবাচ।

বিপন্নস্য মে বাহুবলং গাণ্ডীবং ফাল্গুনস্য চ।
যৎ তে রক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃষ্ণবিপাণ্ডিরৌ ॥১

সভায়াং তু বিরাটস্য কথোধি কদনং মহৎ।
তত্র যে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যৎ প্রতীক্ষতে ॥২

অথবা কীচকস্যাহং পোথয়ামি পদা শিরঃ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ক্রীড়ন্নিব মহাদ্বিপঃ ॥৩

অপশ্যং ত্বাং যদা কৃষ্ণে কীচকেন পদা হতাম্।
তদৈবাহং চিতীর্ষামি মৎস্যানাং কদনং মহৎ ॥৪
তত্র মাং ধর্ম্মরাজস্তু কটাক্ষেণ ন্যবারয়ৎ।
তদহং তস্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাস্মি ভামিনি ॥৫
যচ্চ রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যবনং কুরূণামবধস্য চ।
সুযোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥৬
দুঃশাসনস্য পাপস্য ময়া নাহৃতং শিরঃ।
তন্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
মা ধর্ম্মং জহি সুশ্রোণি ক্রোধং জহি মহামতে ॥৭

একবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও দ্রৌপদীর সংলাপ।]

ভীম বলিলেন—আমার বাহুবলকে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্কার দিই। যেহেতু তোমার এই করযুগল যাহা পূর্ব্বে রক্তবর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা কিণযুক্ত হইয়াছে (কড়া পড়িয়াছে)।১

আমি সভামধ্যে বিরাটরাজার মহা দুর্দ্দশা করিতাম—কিন্তু যুধিষ্ঠির যে তাকাইয়া রহিলেন তাহাই আমার নিষেধ বলিয়া মনে হইল।২

অথবা আমি ক্রীড়ারত মত্তহস্তীর ন্যায় পদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত কীচকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম।৩

হে দ্রৌপদি! যখন তোমাকে কীচকের পদাঘাতে আহত দেখিয়াছিলাম, তখনই আমি মৎস্যদেশবাসীদের ধ্বংস সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।৪

কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কটাক্ষ দ্বারা নিষেধ করিলেন। তাঁহার সেই নিষেধ বুঝিতে পারিয়াই আমি চুপ করিয়াই রহিলাম।৫

রাজ্য হইতে যে বিচ্যুত হইয়াছি, কৌরবদিগকে যে সংহার করি নাই, দুর্য্যোধন, কর্ণ,

ইমং তু সমুপালব্ধং যত্তো রাজ যুধিষ্ঠিরঃ।
শৃণুয়াদ্ বাপি কল্যাণি কৃৎস্নং জহ্যাৎ স জীবিতম্ ॥৮

ধনঞ্জয়ো বা সুশ্রোণি যমৌ বা ভরতর্ষভৌ।
লোকান্তরগতেষ্বেষু নাহং শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥৯

পুরা সুকন্যা ভার্য্যা চ ভার্গবং চ্যবনং বনে।
বল্মীকভূতং শার্য্যাতমন্বপদ্যত ভামিনী ॥১০

নারায়ণী চন্দ্রসেনা রূপেণ যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরদ্ বৃদ্ধং পুরা বর্ষসহস্রিণম্ ॥১১

দুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরৎ সীতা মহারণ্যনিবাসিনম্ ॥১২

রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া।
ক্লিশ্যমানাপি সুশ্রোণি রামমেবান্বপদ্যত ॥১৩

লোপামুদ্রা তথা ভীরু যযৌ রূপগুণান্বিতা।
অগস্ত্যমন্বরাদ্ভিত্বা কামান্ সর্বানমানুষান্ ॥১৪

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনিন্দিতা।
সাবিত্র্যনুচচারৈকা যমলোকং মনস্বিনী ॥১৫

যৈষতাঃ কীর্তিতা নার্য্যো রূপবত্যঃ পতিব্রতাঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি সর্বৈ সমুদিতা গুণৈঃ ॥১৬

মাদ্বীর্ষং ক্ষম কালং ত্বং মাসমর্দ্ধঞ্চ শম্ভিতম্।
পূর্ণে ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি ॥১৭

নকুলি, সৌবল ও পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের মস্তক যে আমি ছিঁড়িয়া আনি নাই—ছুরপ্রান্তিক শল্যের ন্যায় তাহা আমার সমস্ত শরীরকে দগ্ধ করিতেছে। হে সুন্দরি! হে বুদ্ধিমতি! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ধৈর্য্যত্যাগ করিও না।৬-৭

হে কল্যাণি! তোমার নিকট হইতে এই ভিরস্কারের সমস্ত কথা যদি রাজা যুধিষ্ঠির শুনিতেও পান, তাহা হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।৮

সুশ্রোণি! ভরতর্ষভে, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ইহারা লোকান্তরগত হইলে আমিও বাঁচিতে পারিব না।৯

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনি অরণ্যে বল্মীকে পরিণত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী সুকন্যা সেই অবস্থাতেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।১০

নারায়ণী চন্দ্রসেনার কথা বোধ হয় তোমার শোনা আছে। তিনি পূর্ব্বকালে সহস্র বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধপতির অনুগামিনী থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন।১১

বিদেহরাজপুত্রী জানকী বনবাসী পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন—তাঁহার কথাও তোমার অবশ্যই শোনা আছে।১২

রাক্ষসের হস্তে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াও বহুকষ্ট পাইয়াও রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী সীতা রামেরই অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৩

রূপযৌবনশালিনী লোপামুদ্রা মনুষ্যলোকদুর্লভ সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৪

অনিন্দ্যসুন্দরী মনস্বিনী সাবিত্রী একাকিনী যমলোক পর্য্যন্ত দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন।১৫

হে কল্যাণি! এই যে পতিব্রতা রূপবতী রমণীদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তুমিও ইহাদিগের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না।১৬

আর দীর্ঘকাল নহে, একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল তুমি সহ্য কর। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে তুমি রাজরাণী হইবে।১৭

(সত্যেন তে শপে চাহং ভবিতা নাস্যথেতি হ।
সর্বাসাং পরমস্ত্রীণাং প্রামাণ্যং কর্তুমর্হসি ॥
সর্বেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং মূর্ধ্নি স্থাস্যসি ভামিনি।
ভর্তৃভক্ত্যা চ বৃত্তেন ভোগান্ প্রাপ্স্যসি দুর্লভান্)।

দ্রৌপদ্যুবাচ।
আর্তয়ৈতন্ময়া ভীম কৃতং বাষ্পপ্রমোচনম্।
অপারয়ন্ত্যা দুঃখানি ন রাজানমুপালভে ॥১৮
বিমুক্তেন ব্যতীতেন ভীষণেন মহাবল।
প্রত্যুপস্থিতকালস্তু কার্য্যস্যানন্তরো ভব ॥১৯
ময়েহ ভীম কৈকেয়ী রূপাভিভবশঙ্কয়া।
নিত্যমুদ্বিজতে রাজা কথং নেয়াদিমামিতি ॥২০

(তোমার নিকট সত্য পূর্ব্বক শপথ করিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না। তুমি সমস্ত উত্তম রমণীদিগের প্রভুত্ব করিবার যোগ্যা।

হে ভামিনি। তুমি সমস্ত রাজবৃন্দেরও মস্তকে স্থান পাইবে এবং চরিত্র ও পতিভক্তির প্রভাবে দুর্লভ ভোগাবলি প্রাপ্ত হইবে।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভীম। আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাতর হইয়া আমি এই অশ্রুমোচন করিয়াছি। রাজাকে তিরস্কার করি নাই ।১৮

সে যাই হোক, আর অতীতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। হে মহাবল। এখন যে কার্য্যের কাল উপস্থিত, সেই কার্য্যের সম্মুখীন হউন ।১৯

হে ভীম। এখানে সুদেষ্ণা আমার রূপের কাছে এবং নিজের অভিভব আশঙ্কা করিয়া, 'রাজা কোনরূপে ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া না পড়েন' এই ভয়ে নিত্যই উদ্বিগ্ন থাকেন ।২০

তস্যা বিদিত্বা তং ভাবং স্বয়ং চানুত্তদর্শনঃ।
কীচকোঽয়ং দুরাত্মাত্মা সদা প্রার্থয়তে হি মাম্ ॥২১
তমহং কুপিতা ভীম পুনঃ কোপং নিয়ম্য চ।
অব্রুবং কামসম্মূঢ়মাত্মানং রক্ষ কীচক ।২২
গন্ধর্বাণামহং ভার্য্যা পঞ্চানাং মহিষী প্রিয়া।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ শূরাঃ সাহসকারিণঃ ॥২৩
এবমুক্তঃ দুরাত্মাত্মা কীচকঃ প্রত্যুবাচ হ।
নাহং বিভেমি সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাণাং শুচিস্মিতে ॥২৪
শতং শতসহস্রাণি গন্ধর্বাণামহং রণে।
সমাগতং হনিষ্যামি ত্বং ভীরু কুরু মে ক্ষণম্ ॥২৫
ইত্যুক্তে চাব্রুবং মন্দং কামাতুরমহং পুনঃ।
ন ত্বং প্রতিবলৈশ্চৈষাং গন্ধর্বাণাং যশস্বিনাম্ ॥২৬

তাহার সেই মনোভাব জানিয়া এবং নিজেও অসত্যদর্শী বলিয়া দুরাত্মা কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করে ।২১

হে ভীম। আমি প্রথমে কুপিতা হইয়া এবং পরে কোপ দমন করিয়া, কামমোহিত সেই কীচককে বলিয়াছি যে, কীচক। তুমি আত্মাকে রক্ষা কর ।২২

আমি পাঁচটি গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা এবং প্রিয়তমা মহিষী। তাঁহারা অসম-সাহসী বীর। তাঁহারা কুপিত হইলে তোমাকে হত্যা করিবেন ।২৩

এইরূপ বলিলে, অতি দুরাত্মা কীচক প্রত্যুত্তরে বলিয়াছে—হে সৈরন্ধ্রি। হে শুচিস্মিতে। আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভয় করি না ।২৪

শত শত বা লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব আসিলেও আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব। ভীরু। তুমি আমার আনন্দ-বিধান কর ।২৫

সে এই কথা বলিলে সেই কামোন্মত্ত কীচককে আমি পুনরায় এই কথা বলিয়াছি—তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগের সমান শক্তিমান্ নও ।২৬

ধর্মে স্থিতাস্মি সততং কুলশীলসমন্বিতা।
নেচ্ছামি কঞ্চিৎ বধ্যন্তং তেন জীবসি কীচক ॥২৭

এবমুক্তঃ স দুষ্টাত্মা প্রাহসৎ মামবৎ তদা।
অথ মাং তত্র কৈকেয়ী প্রৈষয়ৎ প্রণয়েন তু ॥২৮

তেনৈব দেশিতা পূর্বং ভ্রাতৃপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
সুরামানয় কল্যাণি কীচকস্য নিবেশনাৎ ॥২৯

সূতপুত্রস্তু মাং দৃষ্ট্বা সহসা সাত্ত্বমবর্তয়ৎ।
সান্ত্বে প্রতিহতে ক্রুদ্ধঃ পরামর্শমনাতয়ৎ ॥৩০

বিদিত্বা তস্য সঙ্কল্পং কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
তথাহং রাজশরণং জবেনৈব প্রধাবিতা ॥৩১

সম্প্রধর্ষে তু মাং রাজ্ঞঃ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
পাতয়িত্বা তু দুষ্টাত্মা পদাহং তেন তাড়িতা ॥৩২

প্রেক্ষতে স্ম বিরাটস্তু কঙ্কস্তু বহবো জনাঃ।
রথিনঃ পীঠমর্দাশ্চ হস্ত্যারোহাশ্চ সৈনিকাঃ ॥৩৩

উপালব্ধো ময়া রাজা কঙ্কশ্চাপি পুনঃ পুনঃ।
ততো ন বারিতো রাজ্ঞা ন তস্যাবিনয়ঃ কৃতঃ ॥৩৪

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম সারথিঃ।
ত্যক্তধর্মা নৃশংসশ্চ নরস্ত্রীলম্পটঃ প্রিয়ঃ ॥৩৫

শূরোঽভিমানী পাপাত্মা সর্বার্থেষু চ মুগ্ধবান্।
দারামর্শী মহাভাগ লভতেঽর্থান্ বহূনপি ॥৩৬

আহরেদপি বিত্তানি পরেষাং ক্রোশতামপি।
ন তিষ্ঠতি স্ম সন্মার্গে ন চ ধর্মং বুভূষতি ॥৩৭

পাপাত্মা পাপভাবশ্চ কামবাণবশানুগঃ।
অবিনীতশ্চ দুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৮

আমি কুলশীলবতী ও সতত ধর্মপরায়ণা, আমি কাহারও মৃত্যু কামনা করি না। কীচক! সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া আছ।২৭

এই কথা বলায় দুষ্টাত্মা কীচক তখন সদর্পে হাসিয়া উঠিয়াছিল। তারপর সুদেষ্ণা আমাকে "হে কল্যাণি! কীচকের বাটী হইতে সুরা আনয়ন কর", এই বলিয়া সস্নেহে সেখানে পাঠাইয়াছিল। কীচকই তাহাকে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিল এবং ভ্রাতার প্রীতি-বিধানেচ্ছায় সুদেষ্ণা ইহা করিয়াছিল।২৮-২৯

কীচক আমাকে দেখিয়া অনেক মধুর বাক্যে অনুনয় করিল, অনুনয় নিষ্ফল হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল।৩০

দুরাত্মা কীচকের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমি রাজভবনের দিকে বেগে ছোটাইয়া আসিলাম।৩১

রাজার সমক্ষেই কীচক আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ভূতলে নিপাতিতা করিয়া পদাঘাত করিল।৩২

বিরাটরাজা দেখিয়াছিলেন, কঙ্ক দেখিয়াছিলেন। আরও হস্ত্যারোহী, রথারোহী, রাজপ্রিয় নাগরিক, বণিক্ প্রভৃতি বহু লোকেও দেখিয়াছিল।৩৩

আমি রাজাকে এবং কঙ্ককে পুনঃপুনঃ তিরস্কার করিয়াছি। তাহাতেও রাজা তাহাকে বারণ করেন নাই। তাহার ঔদ্ধত্য দমন করেন নাই।৩৪

এই যে রাজা বিরাটের সহায় কীচক, সে অতিশয় নৃশংস, অধার্মিক হইলেও তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের অত্যন্ত প্রিয় ও সমাদৃত।৩৫

সে বীরাভিমানী, পাপমতি, সর্ব্ব-বিষয়েই সে মূঢ়, সে আপনাদের দারাভিমর্ষী। বহু অর্থও সে পায়।৩৬

সে আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়াও পরের ধন হরণ করে। সে সৎপথে অবস্থান করে না এবং ধর্ম্মলাভ করিতে চায় না।৩৭

দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্ যদি জহ্যাক জীবিতম্।
তদ্ ধর্মে ব্যত্যমানানাং মহান্ ধর্মো নশিষ্যতি ॥৩৯

সমগ্রং রক্ষমাণানাং ভার্য্যা যো ন ভবিষ্যতি।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৪০

প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ।
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তেন জায়াং বিদুর্বুধাঃ ॥৪১

ভর্তা তু ভার্য্যায়া রক্ষ্যঃ কথং জায়াত্মজোদরে।
বদতাং বর্ণধর্মাংশ্চ ব্রাহ্মণানামিতি শ্রুতঃ ॥৪২

ক্ষত্রিয়স্য সদা ধর্ম্মো নান্যঃ শস্ত্রনিবর্হণাৎ।
পশ্যতো ধর্মরাজস্য কীচকো মাং পদাবধীৎ ॥৪৩

তব চৈব সমক্ষে বৈ ভীমসেন মহাবল।
ঘৃণা হ্যহং পরিত্রাতা তস্মাদ্ ঘোরাজ্জটাসুরাৎ ॥৪৪

অন্যত্রথং তথৈব যমজৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অহীনমপি পাপিষ্ঠং ঘোরহং মানয়ন্মতে ॥৪৫

কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোকক্ষয়ম আরভ।
তমেবং কামসম্মত্তং ভিন্দি কুম্ভমিবাশ্মনি ॥৪৬

যো নিমিত্তমনর্থানাং বহূনাং মম ভারত।
তং চেজ্জীবন্তমাদিত্যঃ প্রাতরুত্থাস্যতি ॥৪৭

বিষমাল্যেত্য পাস্যামি ন কীচকবশং গমম্।
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যং ভীমসেন তবাগ্রতঃ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা ভীমস্যোরঃসমাশ্রিতা।
ভীমশ্চ তাং পরিষ্বজ্য মহৎ সান্ত্বং প্রচক্রমে ॥৪৯

সে পাপাচারী, পাপস্বভাব, কামরাগের বশীভূত, অশিক্ষিত ও অতি দুষ্ট-প্রকৃতির। তাহাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছি ॥৩৮

এখন সে যদি আমাকে যখনই দেখা হইবে তখনই প্রহার করে এবং আমি যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে ধর্মরক্ষার যত্ন করিতে গিয়া আপনাদের মহান ধর্ম নষ্ট হইবে ॥৩৯

প্রতিপ্রকৃতি রক্ষা করিতে গেলে আপনাদের ভার্য্যা থাকিবে না। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে সন্ততি রক্ষিত হয়, সন্ততি রক্ষিত হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মাই ভার্য্যার মধ্যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই পণ্ডিতেরা তাহাকে 'জায়া' বলিয়া জানেন।

ভার্য্যা 'আমার গর্ভে কি করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে' এই বলিয়া ভর্তাকে রক্ষা করিবে। বর্ণধর্মব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি —ক্ষত্রিয়দিগের শস্ত্রবধ ব্যতীত অন্য ধর্ম নাই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং আপনার সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মহাবল ভীমসেন! আপনি আমাকে সেই ভীষণ জটাসুরের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন ॥৪০-৪৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত জয়দ্রথকেও জয় করিয়াছেন। আমার অবমাননাকারী এই পাপিষ্ঠকেও বধ করুন ॥৪৫

হে ভরতনন্দন! কীচক রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া আমার শোকোৎপাদন করিতে পারিয়াছে। কামোন্মত্ত সেই কীচককে প্রস্তরের উপর মৃৎ-কুম্ভের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া ফেলুন ॥৪৬

হে ভরতনন্দন! যে কীচক আমার বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে, তাহার জীবন থাকিতে থাকিতে যদি কল্য প্রভাতে সূর্যোদয় হয়, তবে বিষ প্রস্তুত করিয়া পান করিব, কীচকের আয়ত্তের মধ্যে যাইব না। ভীমসেন! আপনার সম্মুখে মরণই আমার শ্রেয়ঃ ॥৪৭-৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের বক্ষোলগ্না হইয়া রোদন করিতে

আশ্বাসয়িত্বা বহুশো দুঃখার্ত্তাং সুমধ্যমাম্।
হেতুতত্ত্বার্থসংযুক্তৈর্বচোভির্দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৫০
প্রমৃজ্য বদনং তস্যাঃ পাণি-স্পর্শসমাকুলম্।
কীচকং মনসাগচ্ছৎ সৃকিণী পরিসংলিহন্ ॥
উবাচ চৈনাং দুঃখার্ত্তাং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

লাগিলেন। ভীম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন ॥৪৯

তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ যথার্থ বাক্যে অভিনয় করিয়া দ্রৌপদীকে বারংবার আশ্বাস দান করিলেন ॥৫০

তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল করতল দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া সৃকিণী লেহণ করিতে করিতে মনে মনে কীচককে স্মরণ করিলেন এবং ক্রোধান্বিতা হইয়া দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন ॥৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-কীচকয়োর্যুদ্ধম্, কীচকবধশ্চ।]

ভীমসেন উবাচ।
তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥১
অস্যাঃ প্রদোষে শর্ব্বর্য্যাঃ কুরুষ্বানেন সঙ্গতম্।
দুঃখং শোকঞ্চ নির্ধূয় যাজ্ঞসেনি শুচিস্মিতে ॥২
বৈষা নর্ত্তনশালেহ মৎস্যরাজেন কারিতা।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাসুখম্ ॥৩
তত্রাস্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রাপ্য দর্শয়িষ্যামি পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ।]

ভীম বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেই রূপ করিব। অদ্য আমি সেই কীচককে ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিহত করিব ॥১

বিমলহাসিনি! যাজ্ঞসেনি! শোক দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এই রাত্রির (অর্থাৎ আগামী রাত্রির) প্রদোষ কালে উহার সহিত মিলনের আয়োজন কর ॥২

মৎস্যরাজ ঐ যে নর্ত্তনশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, দিনের বেলা এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রিতে যে যার গৃহে চলিয়া যায় ॥৩

সেখানে একটি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত (খটাদি) শয্যা রহিয়াছে। সেখানেই উহাকে উহার মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব ॥৪

যথা চ ত্বাং ন পশ্যেয়ুঃ কুরবাণাং তেন সংবিদম্।
কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি যথা সমিহিতো ভবেৎ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তৌ কথয়িত্বা তু বাষ্পদুঃখসমন্বিতৌ।
রাত্রিশেষং তমস্যুগ্রং ধারয়ামাসতুর্ধৃতি ॥৬

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় কীচকঃ।
গত্বা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥৭

সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহনম্।
ন চৈব শরণে ত্রাণমভিপন্না বলীয়সা ॥৮

প্রবাদেনেহ হি মৎস্যানাং রাজা বীরো বৃহদ্বলঃ।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ ॥৯

যাং মুখং প্রতিপদ্যস্ব দাসো ভীরু ভবামি তে।
অহং তব সুশ্রোণি শতং নিষ্কান্ দদাম্যহম্ ॥১০
দাসীশতঞ্চ তে দদ্যাং দাসানামপি চাপরম্।
রথং চাশ্বতরীযুক্তমস্তু নৌ ভীরু সঙ্গমঃ ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং মে সময়ং ত্বদ্য প্রতিপদ্যস্ব কীচক।
ন ত্বাং সখা বা ভ্রাতা বা জানীয়াৎ সঙ্গতং ময়া ॥১২
অনুপ্রবাদাদ্ ভীতাস্মি গন্ধর্বাণাং যশস্বিনাম্।
এবং মে প্রতিজানীহি অহং ত্বামুপগতা তব ॥১৩

কীচক উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা সুশ্রোণি ভাষসে।
একো গন্ধর্বে গমিষ্যামি শূন্যমাবসথং তব ॥১৪

তাহার সহিত গুপ্ত বার্ত্তালাপ করিবার সময়ে কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়। কল্যাণি! সে যাহাতে উপস্থিত হয়, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে দুঃখিত হইয়া এবং অশ্রুত্যাগ করিয়া সেইরূপ স্থির করিলেন। সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশটুকু তাঁহাদের নিকট অতি অসহ্য বিবেচিত হইল।৬

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া কীচক রাজবাটীতে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিল যে, 'সভামধ্যে রাজার সাক্ষাতেই তুমিতে ফেলিয়া পদাঘাত করিলাম দেখিলে ত'! প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তুমি পরিত্রাণ পাইবে না।৭-৮

বিরাটরাজা নামে মাত্র মৎস্যদেশের রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন,—ইহা কথার কথা মাত্র। সেনাপতি হইলেও আমিই প্রকৃতপক্ষে এ-দেশের রাজা।৯

ভীরু! যদি তুমি সানন্দে আমাকে ভজনা কর, তবে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। সুশ্রোণি! প্রতিদিন তোমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি তোমাকে শত সুবর্ণমুদ্রা দিতেছি।১০

তোমাকে একশত দাসী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং অশ্বতরী (খচ্চর) যোজিত রথ দিব। হে ভীরু! আমাদের মিলন হউক।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—কীচক! তুমি আজ আমার নিকট এইরূপ শপথ কর যে, তোমার কোন সখা বা ভ্রাতা কেহই তোমার সহিত আমার মিলনের কথা জানিতে পারিবে না।১২

যশস্বী গন্ধর্বগণের জন্য লোকাপবাদকে আমি ভয় করি। আমার কাছে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব।১৩

কীচক বলিল,—এইরূপই হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহাই করিব। ভদ্রে! আমি একাকী তোমার শূন্য গৃহে যাইব।১৪

সমাগমার্থং ভদ্রোরু ত্বয়া মদনমোহিতঃ।
যথা ত্বাং নৈব পশ্যেয়ুর্গন্ধর্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥১৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যদেতন্নর্ত্তনাগারং মৎস্যরাজেন কারিতম্।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥১৬
তমিস্রে তত্র গচ্ছেথা গন্ধর্বাস্তন্ন জানতে।
তত্র দোষঃ পরিহৃতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭

(কীচক উবাচ।

তথা তন্নে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু মন্যসে।
একঃ সন্ নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যামি শোভনে ॥
সমাগমার্থং সুশ্রোণি শপে চ সুকৃতেন মে।
যথা ত্বাং নাবধূয়ন্তে গন্ধর্বা বরবর্ণিনি ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি গন্ধর্বেভ্যো ন তে ভয়ম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদর্থমপি জল্পন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন হ।
দিবসার্দ্ধং সমভবন্মাসেনৈব সমং নৃপ ॥১৮
কীচকোঽথ গৃহং গত্বা ভৃশং হর্ষপরিপ্লুতঃ।
সৈরন্ধ্রীরূপিণং মূঢ়ো মৃত্যুং তং নাবুধ্যবান্ ॥১৯
গন্ধাভরণমাল্যেষু ব্যাসক্তঃ সবিশেষতঃ।
অলঙ্কর্ত্তে তদাত্মানং সত্বরঃ কামমোহিতঃ ॥২০
তস্য তৎ কুর্বতঃ কর্ম কালো দীর্ঘ ইবাভবৎ।
অনুচিন্তয়তশ্চাপি তামেবায়তলোচনাম্ ॥২১
আশীর্বত্যধিকা চাপি শ্রীঃ শ্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ।
নির্বাপকালে দীপস্য বর্ত্তীমিব দিবক্ষতঃ ॥২২
কৃতসম্প্রত্যয়স্তস্যাঃ কীচকঃ কামমোহিতঃ।
রাজানাদ্য দিবসং যান্তং চিন্তয়ানঃ সমাগমম্ ॥২৩

আমি কামে মোহিত হইয়া পড়িয়াছি। ভদ্রোরু। তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি সেইভাবে যাইব, যাহাতে সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্বগণ তোমাকে দেখিতে না পায় ।১৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—মৎস্যরাজ এই যে নৃত্য-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—দিনের বেলায় এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রে যে যাহার গৃহে চলিয়া যায় ।১৬

রাত্রির অন্ধকারে সেখানে যাইও, গন্ধর্বেরা তাহা জানেন না। সেখানে মিলিত হইলে সব দোষ দূর হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ।১৭

(কীচক বলিল,—হে সুন্দরি! হে ভীরু! হে ভদ্রে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। একাকীই সঙ্গমার্থে নর্ত্তনাগারে আগমন করিব —ইহা আমার পুণ্যের নামে শপথ করিতেছি। হে বরবর্ণিনি! গন্ধর্বেরা যে তোমাকে জানিতে পারিবে না, তাহা সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তোমার গন্ধর্বগণের নিকট হইতে ভয় নাই।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতর্ষভ! কীচকের সহিত সেই কথা বলিতে বলিতে দ্রৌপদীর দিবসার্দ্ধও একমাসের তুল্য বোধ হইল ।১৮

তারপর কীচক গৃহে গমন করিয়া নিরতিশয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মূঢ় কীচক সৈরন্ধ্রীরূপী সেই মৃত্যুকে বুঝিতে পারিল না ।১৯

সে কামমোহিত হইয়া গন্ধ, আভরণ ও মাল্যের প্রতি সবিশেষ আসক্ত হইয়া পড়িল এবং ত্বরান্বিত হইয়া নিজেকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল ।২০

সেই সময় কার্য্য করিতে করিতে তাহার নিকট সময় যেন দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং সে সর্ব্বদা আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে চিন্তা করিতে লাগিল ।২১

নির্ব্বাণকালে বর্ত্তিকা দগ্ধ করিতে উদ্যত প্রদীপের উজ্জ্বল্যের ন্যায় চিরদিনের মত শোভা-ত্যাগ করিতে উদ্যত সেই কীচকের সৌন্দর্য্য সমধিক হইল ।২২

ততস্তু দ্রৌপদী গত্বা তদা ভীমং মহানসে।
উপাতিষ্ঠত কল্যাণী কৌরব্যং পতিমন্তিকম্ ॥২৪

উবাচ সুকেশান্তা কীচকস্য বধাৎ কৃতঃ।
সঙ্গমো নর্তনাগারে যথোবাচ পরন্তপ ॥২৫

শূন্যং স নর্তনাগারমাগমিষ্যতি কীচকঃ।
একো নিশি মহাবাহো কীচকং তং নিসূদয় ॥২৬

তং সূতপুত্রং কৌন্তেয় কীচকং মদদর্পিতম্।
গত্বা ত্বং নর্তনাগারং নির্জীবং কুরু পাণ্ডব ॥২৭

দর্পাচ্চি সূতপুত্রোঽসৌ গন্ধর্বানবমন্যতে।
তং ত্বং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ দুরাত্মানমিতোদ্ধর ॥২৮

অস্রং দুঃখাতিভূতায়া মম মার্জস্ব ভারত।
আত্মনশ্চৈব তদ্রং তে কুরু মানং কুলস্য চ ॥২৯

ভীমসেন উবাচ।

স্বাগতং তে বরারোহে যন্মাং বেদয়সে প্রিয়ম্।
ন হ্যন্যং কঞ্চিদিচ্ছামি সহায়ং বরবর্ণিনি ॥৩০

যা মে প্রীতিস্ত্বয়াখ্যাতা কীচকস্য সমাগমে।
হত্বা হিড়িম্বং সা প্রীতির্মনসো বরবর্ণিনি ॥৩১

সত্যং ভ্রাতৄংশ্চ ধর্মং চ পুরস্কৃত্য ব্রবীমি তে।
কীচকং নিহনিষ্যামি বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৩২

তং গন্ধর্বে প্রকাশে বা পোথয়িষ্যামি কীচকম্।
অথ চেদপি যোৎস্যন্তি হিংসে মৎস্যানপি
ধ্রুবম্ ॥৩৩

ততো দুর্যোধনং হত্বা প্রতিপৎস্যে বসুন্ধরাম্।
কামং মৎস্যমুপাস্যাং বৈ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪

সৈরন্ধ্রীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাগমের চিন্তা করিতে করিতে কামমোহিত কীচক দিবস যে চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না।২৩

তারপর দ্রৌপদী তখন রন্ধনাগারে গিয়া নিজ পতি কৌরববংশীয় ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন।২৪

সুকেশী দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—হে পরন্তপ। আপনি যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি নৃত্য-গৃহে কীচকের আগমনের ব্যবস্থা করিয়াছি।২৫

সেই কীচক জনশূন্য নৃত্য-গৃহে একাকী আগমন করিবে। হে মহাবাহো। সেই কীচককে হত্যা করুন।২৬

হে কুন্তী ও পাণ্ডুর পুত্র। সেই সূতপুত্র মদমত্ত কীচককে নর্তনাগারে গিয়া আপনি প্রাণশূন্য করুন।২৭

ঐ সূতপুত্র অহঙ্কারে গন্ধর্বদিগকে অবজ্ঞা করে। বীর যোদ্ধপ্রবর। তাহাকে আপনি দূর হইতে সর্পের ন্যায় উদ্ধৃত করুন।২৮

হে ভারত। দুঃখাভিভূতা আমার অশ্রু মার্জনা করুন এবং আপনার নিজের মঙ্গল ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করুন।২৯

ভীমসেন বলিলেন,—দ্রৌপদি। তোমাকে স্বাগত জানাই, যেহেতু তুমি আমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইলে। সুন্দরি। আমি অপর কাহাকেও সহায়রূপে ইচ্ছা করি না।৩০

কীচকের সমাগমের সংবাদ দিয়া তুমি আমার যে আনন্দের কথা বলিলে হিড়িম্বাসুরকে বধ করিয়া আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল।৩১

ধর্ম, সত্য ও ভ্রাতৃবর্গকে সম্মুখে রাখিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি, দেবরাজের বৃত্রাসুর বধের ন্যায় আমি কীচককে বধ করিব।৩২

গোপনে বা প্রকাশ্যে সেই কীচককে চূর্ণ করিব। পরে যদি যুদ্ধ করে, তবে মৎস্য-দেশবাসীদিগকেও নিশ্চয়ই বধ করিব।৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথা ন সত্যাজ্ঞেষাস্তং সত্যং যৎকুরুতে বিভো।
নিগূঢ়স্তং তথা পার্থ কীচকং তং নিসূদয় ॥৩৫

ভীমসেন উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা বৎ ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহ বান্ধবৈঃ ॥৩৬

অদৃশ্যমানস্তস্যাথ তমস্বিন্যামনির্শিতে।
নাগো বিল্বমিবাক্রম্য পোথয়িষ্যাম্যহং শিরঃ।
অলভ্যাভিজ্ঞতস্তস্য কীচকস্য দুরাত্মনঃ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমোঽথ প্রথমং গত্বা রাত্রৌ ছদ্ম উপাবিশৎ।
মৃগং হরিরিবাদৃশ্যঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষেত কীচকম্ ॥৩৮

কীচকশ্চাপ্যলঙ্কৃত্য যথাকামমুপাগমৎ।
তাং বেলাং নর্ত্তনাগারং পাঞ্চালীসঙ্গমাশয়া ॥৩৯

মন্যমানঃ স সঙ্কেতমাগারং প্রাবিশচ্চ তৎ।
প্রবিষ্টশ্চ স তদ্ বেশ্ম তমসা সংবৃতং মহৎ ॥৪০

পূর্ব্বাগতং ততস্তত্র ভীমপ্রতিযোদ্ধিনম্।
একান্তাবস্থিতং চৈনমাসসাদ স দুর্ম্মতিঃ ॥৪১

শয়ানং শয়নে তত্র সুতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
আত্মন্যাধানং কোপেন কৃষ্ণাধর্ষণজেন হ ॥৪২

উপসঙ্গম্য চৈবৈনং কীচকঃ কামমোহিতঃ।
হর্ষোন্মথিতচিত্তাত্মা স্মরমানোঽভ্যভাষত ॥৪৩

প্রাপিতং তে ময়া বিত্তং বহুরূপমনন্তকম্।
যৎ কৃতং ধনরত্নাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্ ॥৪৪

তারপর দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজের উপাসনা করেন, করুন।৩৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে প্রভো। আমার জন্য যাহাতে আপনি সত্যভ্রষ্ট না হন, সেই ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই সেই কীচককে বধ করুন।৩৫

ভীম বলিলেন,—তাহাই হউক। হে ভীরু। তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। অদ্য সেই কীচককে সকলের অগোচরেই সবান্ধবে হত্যা করিব। হে পৃথুচরিত্রে। আমি অদ্য রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া হস্তী যেমন বিল্বফলকে চূর্ণ করে, অপ্রাপ্যা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক সেই দুরাত্মা কীচকের মস্তক সেইরূপ চূর্ণ করিব।৩৬-৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাত্রিতে ভীমই প্রথমে নর্ত্তনাগারে গমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন এবং সিংহ যেমন অদৃশ্য থাকিয়া হরিণের প্রত্যাশা করে সেইরূপ কীচকের আগমনের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।৩৮

এদিকে কীচকও ইচ্ছামত অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদীর সঙ্গলাভের সেই সময়ে নর্ত্তনাগারে আগমন করিল।৩৯

সে সঙ্কেত স্মরণ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই দুর্ম্মতি কীচক অন্ধকারাবৃত সেই বিশাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তারপর দেখানে একপ্রান্তে অবস্থিত, অতুল প্রতাপশালী, পূর্ব্বাগত ভীমের নিকট উপস্থিত হইল।৪০-৪১

দ্রৌপদীর অবমাননা-জনিত কোপে প্রজ্বলিত ভীমসেন সেখানে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।৪২

কীচক তাঁহাকে স্পর্শ করিল। কামমোহিত কীচকের হৃদয় ও আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে আলাপ করিতে লাগিল।৪৩

হে সুলোচনে। ধনরত্নসমন্বিত, দাসীশত-শোভিত, রূপলাবণ্যযুক্ত যুবতীবৃন্দে অলঙ্কৃত,

রূপলাবণ্যযুক্তাভির্মৃদ্বীভিরলঙ্কৃতম্।
গৃহং চান্তঃপুরং মুভ্রু ক্রীড়ার্থমিহরাজিতম্।
তৎ সর্বং ত্বাং সমুদ্দিশ্য সহসাহমুপাগতঃ ॥৪৫

অকস্মাত্ত্বাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যোঽস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥৪৬

ভীমসেন উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বং দর্শনীয়োঽথ দিষ্ট্যাত্মানং প্রশংসসি।
ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্বো ন কর্হিচিৎ ॥৪৭

স্পর্শং বেৎসি বিশালাক্ষি কামবর্মবিচক্ষণঃ।
স্ত্রীণাং প্রীতিকরো নান্যস্ত্বৎসমঃ পুরুষস্ত্বিহ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
সহসোৎপত্য কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ হ ॥৪৯

অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপ দৃষ্টমাত্রং ময়া ভুবি।
দ্রক্ষ্যতেঽদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥৫০

নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরন্ধ্রী বিচরিষ্যতি।
সুখমেব চরিষ্যন্তি সৈরন্ধ্র্যাঃ পতয়ঃ সদা ॥৫১

ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ।
স কেশেষু পরামৃষ্টো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৫২

আক্ষিপ্য কেশান্ বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাণ্ডবম্।
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীৎ ক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ ॥৫৩

বসন্তে বারিতাহেতোর্বলবদ্দ্বাভ্রয়োরিব।
কীচকানাং তু মুখ্যস্য নরাণাং চোত্তমস্য চ ॥৫৪

বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পূর্বমেব কপি-সিংহয়োঃ।
অন্যোন্যমপি সংরব্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥৫৫

আমোদে আহ্লাদে পরিপূর্ণ গৃহ ও অন্তঃপুর যাহা আমি নির্মাণ করিয়াছি এবং নানা প্রকারের অনন্ত বিত্তসম্পদ যাহা আমি অর্জন করিয়াছি তৎসমস্তই আমি তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি, তারপরে সহসা তোমার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি ।৪৪-৪৫

গৃহস্থিতা রমণীরা অকস্মাৎ আমাকে প্রশংসা করিতেছে যে, তোমার মত সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নাই ।৪৬

ভীম বলিলেন,—অহো! তুমি কত সুন্দর। কেমন নিজের প্রশংসা করিতেছ! তোমার কত স্পর্শ এমন। এমন স্পর্শ পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই ।৪৭

তুমি স্পর্শ করিতে জান, তুমি সুরসিক, কামধর্মে তুমি সুপণ্ডিত। তোমার মত স্ত্রীলোকের আনন্দদায়ক অপর কোন পুরুষ নাই ।৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহাকে এই কথা বলিয়া ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন হাসিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ উত্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন ।৪৯

ভীম বলিলেন,—অদ্য সিংহকর্তৃক নিপাতিত মহাহস্তীর ন্যায় আমার দ্বারা আকৃষ্ট পাপিষ্ঠ তোকে তোর ভগিনী ভূপাতিত পর্বতের ন্যায় দেখিবে ।৫০

তুই নিহত হইলে সৈরন্ধ্রী অবাধে বিচরণ করিতে পারিবে, সৈরন্ধ্রীর পতিগণও সর্বদা সুখেই বিচরণ করিবে ।৫১

তারপর মহাবলশালী ভীমসেন তাহার মাল্য-ভূষিত কেশ ধরিয়া ফেলিলেন। বলপূর্বক কেশে ধৃত হইয়া বীরপ্রবর কীচক বেগে একটানে কেশগুলি ছাড়াইয়া লইয়া ভীমকে বাহুতে ধরিয়া ফেলিল ।৫২-৫৩

বসন্তকালে হস্তিনীর জন্য দুই হস্তীর যুদ্ধের ন্যায় সেই ক্রুদ্ধ বীরদ্বয়ের প্রবল বাহুযুদ্ধ হইল। কীচকদিগের জ্যেষ্ঠ কীচক এবং নরোত্তম ভীম—ইহাদের

বালি-সুগ্রীবের ন্যায় পূর্বে কপি-সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর জয়েচ্ছু পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ।৫৪-৫৫

ততঃ সমুদ্যম্য ভুজৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
নখদংষ্ট্রাভিরন্যোন্যং জঘ্নতুঃ ক্রোধবিদ্যোদ্ধতৌ ॥৫৬

বেগেনাভিহতো ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা।
স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ ন রণে পদাদ্ চলিতঃ পদম্ ॥৫৭

তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উত্তাবপি প্রকম্পেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৮

তয়োর্হ্যাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদন্তায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব বৃপ্তয়োঃ ॥৫৯

অভিপত্যাথ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্লাদ্বরিন্দমঃ।
মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং প্রতিঘ্নকটামুখম্ ॥৬০

ন চাপ্যেনং তদা ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
তমাক্ষিপৎ কীচকোঽথ বলেন বলিনাং বরঃ ॥৬১

তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদ্রুভয়োর্বলিনোস্তদা।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি ॥৬২

অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্ গৃহমধ্যে বৃকোদরঃ।
ধুনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্ ॥৬৩

ভীমেন চ পরামৃষ্টো দুর্বলো বলিনাং বরে।
প্রাস্পন্দত যথা প্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্ ॥৬৪

ঈষদাকলিতং চাপি ক্রোধান্ ভ্রুতপদং স্থিতম্।
কীচকো বলবান্ ভীমং জানুভ্যামাক্ষিপদ্ ভুবি ॥৬৫

পাতিতো ভুবি ভীমস্তু কীচকেন বলীয়সা।
উৎপপাতাথ বেগেন দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥৬৬

স্পর্দ্ধয়া চ বলোন্মত্তৌ তাবুভৌ সূত-পাণ্ডবৌ।
নিশীথে পর্য্যকর্ষেতাং বলিনৌ নির্জনে স্থলে ॥৬৭

পূর্ব্বকালে বালী ও সুগ্রীবনামক বীর বানর-ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল ।৪৪-৫৫

তারপর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ, পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী তাঁহারা উভয়ে বিষোদ্ধত পঞ্চশীর্ষ সর্পদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধোদ্ধত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দংষ্ট্রাতুল্য নখদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ।৫৬

বলবান্ কীচক সবেগে আঘাত করিলেও, যুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ সেই ভীম এক পা ও সরিলেন না ।৫৭

তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে প্রবৃদ্ধ-বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৫৮

বৃপ্ত ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় নখ ও দন্তায়ুধে তাঁহাদের নিষ্ঠুর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ।৫৯

তারপর ক্রুদ্ধ কীচক লাফাইয়া উঠিয়া হস্তী যেমন মদস্রাবী হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিল ।৬০

বীর্য্যবান্ ভীমও তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর বলবান্ কীচক ভীমকে টানিতে লাগিল ।৬১

সেই বীরদ্বয়ের বাহু নিষ্পেষণে বাঁশ কাটিবার শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল ।৬২

অনন্তর বৃকোদর সেই গৃহমধ্যে উহাকে জোরে টান দিয়া, প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে কাঁপাইতে থাকে, সেইরূপ ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন ।৬৩

বলবান্ ভীমের আক্রমণে কীচক দুর্বল হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ভীমকে টানিতে লাগিল ।৬৪

ভীম সামান্য একটু স্খলিত হইতেই কীচক বল পাইয়া, ক্রোধে কম্পিতপদে দণ্ডায়মান ভীমসেনকে দুই জানুদ্বারা ভূতলে পাতিত করিল ।৬৫

বলশালী কীচককর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াই ভীম দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন ।৬৬

স্পর্দ্ধাবশে বলোন্মত্ত সূত ও পাণ্ডব দুই বলবান্ নিশীথে নির্জ্জন স্থলে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ।৬৭

ততস্তদ্ ভবনং শ্রেষ্ঠঃ প্রাকম্পত মুহুর্মুহুঃ।
বলবচ্চাপি সংক্রুদ্ধাবন্যোন্যং প্রতি গর্জতঃ ॥৬৮

তলাভ্যাং স তু ভীমেন বক্ষস্তস্মিন্নহন্যত।
কীচকো রোষসন্তপ্তঃ পদাত্ন চলিতঃ পদম্ ॥৬৯

মুহূর্তং তু স তং বেগং সহিত্বা ভুবি দুঃসহম্।
বলাদবহীয়ত তদা সূতো ভীমবলার্পিতঃ ॥৭০

তং হ্রীয়মাণং বিজ্ঞায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
বক্ষস্যানীয় যেনোন মমর্দৈনং বিচেতসম্ ॥৭১

ক্রোধাবিষ্টো বিনিঃশ্বস্য পুনশ্চৈনং বৃকোদরঃ।
অগ্রাহ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ কেশেষ্বেব তদা নৃপম্ ॥৭২

গৃহীত্বা কীচকং ভীমো বিষবাজ মহাবলঃ।
শার্দূলঃ পিশিতাকাঙ্ক্ষী গৃহীত্বেব মহামৃগম্ ॥৭৩
ততঃ এনং পরিশ্রান্তমুপলভ্য বৃকোদরঃ।
যোক্ত্রেণাবাধ বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া যথা ॥৭৪
নদন্তং স মহানাদং ভিন্নভেরীসমস্বনম্।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্ ॥৭৫
প্রগৃহ্য তরসা মোর্ব্যাং কণ্ঠে তস্য বৃকোদরঃ।
অপীড়য়ত কৃষ্ণায়াস্তদা কোপোপশান্তয়ে ॥৭৬
অথ তং ভগ্নসর্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরম্
আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা কীচকাধমম্।
অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৭৭
তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় কীচকং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৭৮

বলোন্মত্ত সেই দুই বীর কীচক ও ভীম সেই নির্জন স্থানে রাত্রিকে স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।৬৭

তাহাতে সেই উত্তম গৃহও মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৬৮

ভীম উভয় করতলদ্বারা কীচকের বক্ষে আঘাত করিলেন। রোষসন্তপ্ত বলবান্ কীচক তাহাতে এক পা-ও নড়িল না।৬৯

কীচক তখন সেই দুঃসহ বেগ একমুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিয়া, ভীমের বলে পীড়িত হইয়া পড়িল।৭০

মহাবল ভীমসেন তাহাকে বলহীন বুঝিতে পারিয়া, বুকের উপর টানিয়া আনিয়া অজ্ঞান-প্রায় উহাকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।৭১

ক্রোধাবিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিজয়ী-বীর বৃকোদর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় উহাকে কেশেই জোর করিয়া ধরিলেন।৭২

মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্র মহাকায় পশুকে ধরিয়া লইয়া যেমন শোভা পায়, মহাবলশালী ভীম কীচককে ধারণ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইলেন।৭৩

তারপর বৃকোদর উহাকে পরিশ্রান্ত বুঝিয়া, পশুকে যেমন রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বিশীর্ণ-ভেরীর শব্দের ন্যায় মহাশব্দে গর্জ্জনকারী মূর্চ্ছিতপ্রায় কীচককে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইলেন, তখনও সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল।৭৪-৭৫

তখন দ্রৌপদীর ক্রোধশান্তির জন্য বৃকোদর দুইবাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন।৭৬

তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়াছিল, চক্ষু বহির্গত হইয়াছিল, বসন স্খলিত হইয়াছিল। তারপর সেই অধম কীচককে জানুদ্বারা কটিদেশে আক্রমণ করিয়া বাহু দ্বারা পীড়ন করিলেন এবং পশুর ন্যায় বধ করিলেন।৭৭

অভ্যাবর্তনো ভূত্বা ভ্রাতুর্ভার্য্যাপহারিণম্।
শান্তিং লব্ধাস্মি পরমং হত্বা সৈরন্ধ্রিকণ্টকম্ ॥৭৯

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তং কীচকং ক্রোধদরাগনেত্রঃ।
আমুক্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্ত-
মুদ্ভ্রান্তনেত্রং ব্যসুমুৎসসর্জ্জ ॥৮০

নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং বলী।
সমাক্রম্য চ সাক্রুদ্ধো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৮১

তস্য পাদৌ চ পাণী চ শিরো গ্রীবাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধৃক্ ॥৮২

তং সম্প্রমথিতসর্ব্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতম্।
কৃষ্ণায়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮৩

কীচক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভীম তাহাকে ভূতলে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আজ আমি সৈরন্ধ্রীর কণ্টক ভ্রাতৃদারাপহারী এই কীচককে বধ করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম ।৭৮-৭৯

ক্রোধে আরক্তনেত্র পুরুষপ্রবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া প্রাণহীন সেই কীচককে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বসনাভরণ স্খলিত হইয়াছিল, দেহ তখনও ফুরফুর করিতেছিল, নয়ন উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল ।৮০

বলবান্ ভীম ক্রোধে দশন দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক পাণি দ্বারা পাণি নিষ্পেষণ করিয়া এবং সবলে চাপিয়া ধরিয়া মহাদেবের পশুমারণের ন্যায় তাহার হস্ত, পদ, মস্তক, গ্রীবা সমস্তই দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন ।৮১-৮২

মহাবল ভীমসেন সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পেষিত করিয়া তাহাকে মাংস-পিণ্ডের ন্যায় বধ করিয়া ফেলিয়া দ্রৌপদীকে দেখাইলেন ।৮৩

উবাচ চ মহাতেজা দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্।
পশ্যৈনমেহি পাঞ্চালি কামুকোঽয়ং যথা কৃতঃ ॥৮৪

এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
পাদেন পীড়য়ামাস তস্য কায়ং দুরাত্মনঃ ॥৮৫

ততোঽন্বিষ্যে তত্র প্রবাল্য দর্শয়িত্বা তু কীচকম্।
পাঞ্চালীং স তদা বীর ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৮৬

প্রার্থয়ন্তি সুকেশান্তে যে বাং শীলগুণান্বিতাম্।
এবং তে ভীরু বধ্যন্তে কীচকঃ শোভতে যথা ॥৮৭

তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃষ্ণায়াঃ প্রিয়মুত্তমম্।
তথা স কীচকং হত্বা গত্বা যোষস্ত বৈ শমম্ ॥৮৮

আমন্ত্র্য দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং ক্ষিপ্রমায়ান্যহানসম্।
কীচকং ঘাতয়িত্বা তু দ্রৌপদী যোষিতাং বরা।
প্রহৃষ্টা গতসন্তাপা সভাপালানুবাচ হ ॥৮৯

মহাতেজস্বী ভীম রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদীকে বলিলেন,—হে পাঞ্চালি! আইস, এই কামুকের কি অবস্থা করিয়াছি দেখ ।৮৪

হে মহারাজ জনমেজয়! ভীষণ পরাক্রমশালী ভীমসেন এইরূপ বলিয়া সেই দুরাত্মার শরীরকে পা দিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন ।৮৫

তারপর আগুন জ্বালাইয়া দ্রৌপদীকে কীচকের অবস্থা দেখাইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—হে সুকেশি! হে ভীরু! তোমার ন্যায় সচ্চরিত্রা পতিব্রতা রমণীদের যাহারা প্রার্থনা করে তাহারা এই কীচকের ন্যায় নিহত হইয়া থাকে ।৮৬-৮৭

দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রীতিকর সেই দুষ্কর কার্য্য করিয়া সেইরূপে কীচককে হত্যা করিয়া ক্রোধ-শান্তি লাভ করিয়া ভীম দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইয়া সত্বর রন্ধনাগারে আগমন করিলেন ।৮৮

রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী কীচককে বধ করাইয়া আনন্দিত হইলেন, তাঁহার সন্তাপ দূর হইল।

কীচকোঽয়ং হতঃ শেতে গন্ধর্বৈঃ পতিভির্মম।
পরস্ত্রীকামসম্মত্তস্তত্রাগচ্ছত পশ্যত ॥৯০
তচ্ছ্রুত্বা তাদিতং তস্যা নর্তনাগাররক্ষিণঃ।
সহসৈব সমাজগ্মুর্দ্বারাদ্বোদ্ঘাঃ সবন্ধনঃ ॥৯১
ততো গত্বাথ তদ্ বেশ্ম কীচকং বিনিপাতিতম্।
গতাসুং রুধিরোদ্ভূমৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥৯২
পাণিপাদবিহীনং তু দৃষ্ট্বা চ ব্যথিতাভবন্।
নিরীক্ষন্তি ততঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥৯৩

অমানুষং কৃতং কর্ম তং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতম্।
কাস্য গ্রীবা ক চরণৌ ক পাণী ক শিরস্তথা।
ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্বেণ হতং তদা ॥৯৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
কীচকবধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

তিনি সভাগৃহের প্রহরীদিগকে বলিলেন,—পরস্ত্রীর প্রতি কামোন্মত্ত কীচক আমার পতি গন্ধর্বগণ কর্তৃক নিহত হইয়া পড়িয়া আছে—সেখানে আসিয়া দেখ ।৮৯-৯০

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নর্তনাগারের সহস্র সহস্র রক্ষিগণ মশাল লইয়া দলে দলে উপস্থিত হইল ।৯১

তারপর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুধিরাক্ত গতপ্রাণ কীচককে ভূমিতলে বিপাতিত দেখিতে পাইল ।৯২

তাহারা হস্তপদবিহীন কীচকবে দেখিয়া ব্যথিত হইল—তারপর সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল ।৯৩

তখন তাহারা কীচকবে বিপাতিত দেখিয়া "অমানুষিক কার্য। করা হইয়াছে, ইহার গ্রীবা কোথায়? চরণদ্বয় কোথায়? হস্তযুগল কোথায়? মাথাটাই বা কোথায় গেল?"—এই বলিয়া গন্ধর্বেরা হস্তে নিহত কীচকবে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল ।৯৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত কীচকবধপর্বে কীচকবধবিষয়ক- দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীং বদ্ধা কীচকভ্রাতৃভিঃ শ্মশানভূমৌ আনয়নম্, তান্ হত্বা ভীমেন সৈরন্ধ্র্যা মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ কালে সমাগম্য সর্বে তত্রাস্য বান্ধবাঃ।
রুরুদুঃ কীচকং দৃষ্ট্বা পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥১

সর্বে সংহৃষ্টরোমাণঃ সন্ত্রস্তাঃ প্রেক্ষ্য কীচকম্।
তথা সন্নিহতসর্বাঙ্গং কূর্ম্মং স্থল ইবোদ্ধৃতম্ ॥২

পোথিতং ভীমসেনেন তদ্বিস্ফোটেব ধানবম্।
সংস্কারমিতুমিচ্ছন্তো বহির্নেতুং প্রচক্রমুঃ ॥৩

দদৃশুস্তে ততঃ কৃষ্ণাং সূতপুত্রাঃ সমাগতাঃ।
অদূরাচ্চানবদ্যাঙ্গীং স্তম্ভমালিঙ্য তিষ্ঠতীম্ ॥৪

সমবেতেষু সর্বেষু তামূচুরুপকীচকাঃ
হন্যতাং শীঘ্রমধমা যৎকৃতে কীচকো হতঃ ॥৫

অথবা নৈব হন্তব্যা দহ্যতাং কামিনা সহ।
মৃতস্যাপি প্রিয়ং কার্য্যং সূতপুত্রস্য সর্বথা ॥৬

ততো বিরাটমূচুস্তে কীচকোঽস্যাঃ কৃতে হতঃ।
সহানেনাস্তু দহ্যেম তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৭

পরাক্রমং তু সূতানাং মত্বা রাজানুমোদত।
সৈরন্ধ্র্যাঃ সূতপুত্রৈশ্চ সহ দাহং বিশাম্পতিঃ ॥৮

তাং সমাদায় বিত্রস্তাং কৃষ্ণাং কমললোচনাম্।
মোমুহ্যমানাং তে তত্র জগৃহুঃ কীচকা ভৃশম্ ॥৯

ততস্তু তাং সমাবোপ্য নিবধ্য চ সুবধ্যয়াম্।
জগ্মুঃ কৃষ্ণস্য তে সর্বে শ্মশানাভিমুখাস্তদা ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কীচক-ভ্রাতৃবর্গের সৈরন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশান-ভূমিতে আনয়ন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া ভীমের সৈরন্ধ্রীকে মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময়ে কীচকের বান্ধবগণ সকলে সেখানে আগমন করিয়া কীচককে দেখিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রোদন করিতে লাগিল।১

সকলেই ইন্দ্রের হস্তে দানবের ন্যায় ভীমের হস্তে চূর্ণিত কীচকের সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দিত হইয়া স্থলোদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহাকে দাহ করাইবার ইচ্ছা করিয়া বাহিরে লইতে আরম্ভ করিল।২-৩

তারপর সেই সূতপুত্রগণ সুন্দরী দ্রৌপদীকে অদূরে একটি স্তম্ভমূলে সংলগ্না হইয়া অবস্থান করিতে দেখিল।৪

সমবেত সকল লোকের মধ্যে কীচকের ভ্রাতারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এই দুষ্টাকে সত্বর হত্যা কর—ইহার জন্যই কীচক নিহত হইয়াছেন।৫

অথবা ইহাকে হত্যা না করিয়া কামার্ত্ত কীচকের সহিত দাহ কর। সেই কার্য্য মৃত কীচকেরও সর্ব্বথা প্রিয় হইবে।৬

তারপর তাহারা বিরাটরাজাকে বলিল,—কীচক ইহার জন্যই নিহত হইয়াছে, ইহাকে আমরা কীচকের সহিত দাহ করিব, আপনি অনুমতি দিন।৭

রাজা তাহাদের পরাক্রম স্মরণ করিয়া, কীচকের সহিত সৈরন্ধ্রীর দাহ অনুমোদন করিলেন।৮

তাহারা ভয়সন্ত্রস্তা, অত্যন্ত বিমূঢ়া, কমল-লোচনা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া সজোরে তাঁহাকে ধারণ করিল।৯

ক্লিশ্যমানা তু সা রাজন্ সূতপুত্রৈরনিন্দিতা।
প্রাক্রোশদ্রাঘমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্ ॥১২

যেষাং জ্যাতলনির্ঘোষো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ব্যশ্রূয়ত মহাযুদ্ধে ভীমঘোষস্তরস্বিনাম্ ॥১৩

রথঘোষশ্চ বলবান্ গন্ধর্বাণাং তরস্বিনাম্।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্ ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাস্তাঃ কৃপণা বাচঃ কৃষ্ণায়াঃ পরিদেবিতম্।
শ্রুত্বৈবাত্যাপতদ্ ভীমঃ শয়নাদবিচারয়ন্ ॥১৫

ভীমসেন উবাচ।

অহং শৃণোমি তে বাচং যথা সৈরন্ধ্রি ভাষিতাম্।
তস্মাৎ তে সূতপুত্রেভ্যো ভয়ং ভীরু ন বিদ্যতে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্বিজজৃম্ভে সিষাংসয়া।
ততঃ স ব্যায়তং কৃত্বা বেষং বিপরিবর্ত্য চ ॥১৭
অথারোপ্যাত্মবন্ধস্য নির্গমং বহিরন্তরা।
স ভীমসেনঃ প্রাকারাদারুরুহ তরসা দ্রুমম্ ॥১৮
শ্মশানাভিমুখঃ প্রায়াদ্ যত্র তে কীচকা গতাঃ।
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং নিঃসৃত্য চ পুরোত্তমাৎ।
জবেন পতিতো ভীমঃ সূতানামগ্রতস্তদা ॥১৯
চিতাসমীপে গত্বা স তত্রাপশ্যদ্ বনস্পতিম্।
তালমাত্রং মহাস্কন্ধং মূর্ধ্বশুষ্কং বিশাম্পতে ॥২০

তারপর তাহারা সকলে তাঁহাকে শবাধারে বসাইয়া, বাঁধিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল।১০

হে রাজন্! সূতপুত্রগণ যখন লইয়া চলিল, তখন নিরপরাধা, পতিব্রতা, মহাবীরপত্নিশালিনী দ্রৌপদী আত্মত্রাণাভিলাষে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়দ্বল—তাঁহারা আমার এই বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১২

মহাযুদ্ধে বেগশালী যে বীর গন্ধর্বগণের ভয়ানক সিংহনাদ, উৎকট রথ-নির্ঘোষ এবং বজ্রধ্বনিতুল্য জ্যা-নিনাদ শোনা যাইত—তাঁহারা আমার বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১৩-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রৌপদীর সেই কাতর-বাক্য ও সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া ভীম বিচ্ছিন্নারে শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন।১৫

ভীম বলিলেন,—হে সৈরন্ধ্রি! তুমি যে সকল বাক্য বলিতেছ, তোমার সেই বাক্য আমি শুনিতে পাইতেছি। অতএব হে ভীরু! সূতপুত্রগণের নিকট তোমার ভয়ের কারণ নাই।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন নিষাংসায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সত্বরে বেশ পরিবর্তন করিয়া, বহির্দ্বার না খুলিয়াই লাফাইয়া বাহিরে আসিলেন। সেই ভীমসেন প্রাচীর হইতে বেগে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কীচকেরা যেখানে গিয়াছে, সেই শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক সুরক্ষিত নগরী হইতে নির্গত হইয়া মহাবেগে তৎক্ষণাৎ সূতপুত্রদিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।১৭-১৯

রাজন্! চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি

তং নাগবদুপক্রম্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।
স্কন্ধমারোপয়ামাস দশব্যামং পরন্তপঃ ॥২১
স তং বৃক্ষং দশব্যাহং সস্কন্ধবিটপং বলী।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ সূতান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥২২
উরুবেগেন তস্যাথ ন্যগ্রোধাশ্বত্থ-কিংশুকাঃ।
ভূমৌ নিপতিতা বৃক্ষাঃ সঞ্জশব্দস্তত্র শুশ্রুবে ॥২৩
তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বমাগতম্।
বিত্রেসুঃ সর্বতঃ সূতা বিষাদভয়কম্পিতাঃ ॥২৪
গন্ধর্বো বলবানেষি ক্রুদ্ধ উদ্যম্য পাদপম্।
সৈরন্ধ্রী মুচ্যতাং শীঘ্রং যতো নো ভয়মাগতম্ ॥২৫
তে তু দৃষ্ট্বা তথাবিদ্ধং ভীমসেনেন পাদপম্।
বিমুচ্য দ্রৌপদীং তত্র প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥২৬

ভ্রুবস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য স বল্গী দানবানিব।
শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥২৭
বৃক্ষেণৈতেন রাজেন্দ্র প্রভাজনসুতো বলী।
ততঃ আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে ॥২৮
উবাচ চ মহাবাহুঃ পাঞ্চালীং তত্র দ্রৌপদীম্।

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং দুর্ধর্ষঃ স বৃকোদরঃ ॥২৯
এবং তে ভীরু বর্ত্তন্তে যে ত্বাং ক্লিশ্নন্ত্যনাগসম্।
প্রৈষি ত্বং নগরং কৃষ্ণে ন ভয়ং বিদ্যতে তব ॥৩০
অন্তেনাহং গমিষ্যামি বিরাটস্য মহানসম্ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পঞ্চাধিকং শতং তচ্চ নিহতং তেন ভারত।
মহাবনমিবচ্ছিন্নং শিল্পে বিগলিতদ্রুমম্ ॥৩২

সেখানে তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, বিশাল কাণ্ড-সমন্বিত একটি শুষ্কাগ্র বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।২০

শত্রুদমনকারী ভীম হস্তীর ন্যায় দশ 'ব্যাম' (দুই বাহু দুইদিকে প্রসারিত করিলে তাহাকে 'ব্যাম' বলে) দীর্ঘ সেই বৃক্ষটিকে উৎপাটিত করিয়া, দুই বাহু দিয়া ধরিয়া স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইলেন।২১

বলবান্ ভীম কাণ্ড ও শাখা-সমন্বিত দশব্যাম দীর্ঘ সেই বৃক্ষ তুলিয়া লইয়া দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সূতগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।২২

তাঁহার প্রবল বেগে ভূতলে নিপতিত বট, অশ্বত্থ, পলাশ প্রভৃতি বহু বৃক্ষ সেখানে রাশি রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল।২৩

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সেই গন্ধর্ব আসিয়াছে বুঝিয়া সূতগণ সকলেই সন্ত্রস্ত হইল, ত্রাসে ও বিষাদে তাহারা কম্পিত হইতে লাগিল।২৪

সূতগণ বলিতে লাগিল,—"বলবান্ গন্ধর্ব ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া আসিতেছে, সৈরন্ধ্রীকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, উহা হইতেই আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।"২৫

অথন তাহারা ভীমসেন কর্তৃক উত্তোলিত বৃক্ষ দেখিয়া দ্রৌপদীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।২৬

হে রাজেন্দ্র! ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন, সেই বলবান্ পবননন্দন ভীম সেইরূপ সেই একশত পাঁচ জন সূতপুত্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই বৃক্ষাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! তারপর তিনি দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস দান করিলেন।২৭-২৮

সেই দুর্ধর্ষ বীর মহাবাহু বৃকোদর অশ্রুপূর্ণমুখী বিষাদগ্রস্তা পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীকে বলিলেন।২৯

হে ভীরু! নিরপরাধা তোমাকে যাহারা

এবং তে নিহতা রাজন্ শতং পঞ্চ চ কীচকাঃ
স চ সেনাপতিঃ পূর্বমিত্যেতৎ সূতষট্‌শতম্ ॥৩৩
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং নরা নার্যশ্চ সর্বতাঃ :
বিস্ময়ং পরমং গত্বা নোচুঃ কিঞ্চন ভারত ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

কই দেয়, তাহারা এইরূপেই নিহত হইয়া থাকে। কৃষ্ণে! তুমি নগর মধ্যে গমন কর, তোমার ভয় নাই ।৩০

আমি অন্যপথে বিরাটরাজার রন্ধনশালায় যাইতেছি ।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! সেই পঞ্চাধিক শত সংখ্যক সূতপুত্র ভীমের হস্তে নিহত হইয়া ছিন্নক্রম মহারণ্যের ক্রমশ্রেণীর ন্যায় পড়িয়া রহিল ।৩২

হে রাজন্! সেই একশত পাঁচ জন কীচক ভ্রাতা এবং পূর্ব্বে নিহত সেনাপতি কীচক সর্ব্বসমেত একশত ছয়জন সূতপুত্র এইভাবে নিহত হইল ।৩৩

হে ভরতনন্দন! সমাগত নরনারীগণ সেই মহা আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, তখন ভয়ে তাহাদের বাক্যস্ফূর্তি হইল না ।৩৪

শ্রীমদ্ভগবদ্বিদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২১

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্মশানতো রাজভবনং প্রত্যাগত্য দ্রৌপদ্যা বৃহন্নলয়া সুদেষ্ণয়া চ সহ বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে দৃষ্ট্বা নিহতান্ সূতান্ রাজ্ঞে গত্বা ন্যবেদয়ন্।
গন্ধর্বৈর্নিহতা রাজন্ সূতপুত্রা মহাবলাঃ ॥১
যথা বজ্রেণ বৈ পীর্ণং পর্বতস্য মহদ্বিধঃ।
ব্যক্তিকীর্ণাঃ প্রদৃশ্যন্তে তথা সূতা মহীতলে ॥২
সৈরন্ধ্রী চ বিমুক্তাসৌ পুনরায়াতি তে গৃহম্।
সর্বং সংশমিতং রাজন্ নগরং তে ভবিষ্যতি ॥৩

যথারূপা চ সৈরন্ধ্রী গন্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ।
পুংসাবিষ্টশ্চ বিষয়ে মৈথুনায় ন সংশয়ঃ ॥৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্মশান হইতে রাজবাটীতে ফিরিয়া দ্রৌপদীর বৃহন্নলা ও সুদেষ্ণার সহিত বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই নাগরিক নরনারীগণ সূতপুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্! মহাবলশালী সূতপুত্রগণ গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে ।১

যেমন বিকীর্ণ সূতগণ বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের বিশাল শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ।২

সৈরন্ধ্রী মুক্তি পাইয়া পুনরায় আপনার গৃহে আগমন করিতেছে। রাজন্! আপনার সমগ্র রাজধানী সংশয়াপন্ন হইবে ।৩

যথা সৈরন্ধ্রিদোষেণ ন তে রাজন্নিদং পুরম্।
বিনাশমেতি বৈ ক্ষিপ্রং তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥৫

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অব্রবীৎ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং সূতানাং পরমক্রিয়া ॥৬

একস্মিন্নেব তে সর্বে সুসমিদ্ধে হুতাশনে
দহন্তাং কীচকাঃ শীঘ্রং রক্ষন্তৈশ্চ সবান্ধবৈঃ ॥৭

সুদেষ্ণামব্রবীদ্ রাজা মহিষীং ভ্রাতৃসাধ্বসঃ।
সৈরন্ধ্রীমাগতাং ক্রূরাং মমৈব বচনাদিদম্ ॥৮

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি তত্রং তে যথাকামং বরাননে।
বিভেতি রাজা সুশ্রোণি গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ ॥৯

ন হি ত্বামুৎসহে বক্তুং স্বয়ং গন্ধর্বরক্ষিতাম্
স্ত্রিয়াস্তদোষতস্তাং বক্তুমতস্ত্বাং প্রব্রবীম্যহম্ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ মুক্তা ভয়াৎ কৃষ্ণা সূতপুত্রান্ নিরস্য চ।
সোক্তিতা ভীমসেনেন জগাম নগরং প্রতি ॥১১

ত্রাসিতেব মৃগী বালা শার্দূলেন মনস্বিনী।
গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা ॥১২

তাং দৃষ্ট্বা পুরুষা রাজন্ প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ।
গন্ধর্বাণাং ভয়ত্রস্তাঃ কেচিদ্ দৃষ্ট্বা স্তথৌলয়ন্ ॥১৩

ততো মহানসদ্বারি ভীমসেনমবস্থিতম্।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চালী যথা মত্তং মহাদ্বিপম্ ॥১৪

তং বিস্মিতা শনৈঃ সংজ্ঞাপিরিদমব্রবীৎ।
গন্ধর্বরাজায় নমো যেনাস্মি পরিমোচিতা ॥১৫

সৈরন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, তাহা সকলেই জানে। গন্ধর্বেরাও মহাবলশালী। মৈথুনার্থে পুরুষের বিষয়াভিলাষ অত্যন্ত প্রিয়—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই ॥৪

রাজন্! সৈরন্ধ্রীর দোষে আপনার এই নগর যাহাতে ধ্বংস না হয়, সত্বর তাহার উপায় বিধান করুন ॥৫

তাহাদের সেই কথা শুনিয়া বিরাটরাজা বলিলেন,—প্রথমে নিহত সূতগণের সৎকার কার্য্য কর ॥৬

নানাপ্রকার রত্ন ও গন্ধাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া উত্তমরূপে প্রজ্বলিত একই অগ্নিতে কীচক ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে দাহ কর ॥৭

রাজা ভীত হইয়া মহিষী সুদেষ্ণাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী আসিলে আমার আদেশ বলিয়া তাহাকে এই কথা বলিও। সুমুখি! সৈরন্ধ্রি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। হে সুশ্রোণি! রাজা গন্ধর্বদের নিকট পরাভবের ভয় করেন ॥৮-৯

তিনি বলিয়াছেন—"সৈরন্ধ্রী গন্ধর্বদের দ্বারা সুরক্ষিতা, এজন্য তাহাকে সরাইয়া দেওয়া উচিত হইলেও স্বয়ং বলিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের তাহাকে বলিতে দোষ নাই"। এজন্য আমিই তোমাকে বলিতেছি ॥১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সূতপুত্রদিগকে নিরস্ত করিয়া ভীমসেন দ্রৌপদীর বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেওয়ায়, ভয়মুক্ত হইয়া দ্রৌপদী নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥১১

তিনি গাত্র ও বস্ত্র জলে প্রক্ষালিত করিয়া ব্যাঘ্র-বিত্রাসিতা শিশু-হরিণীর ন্যায় যাইতে লাগিলেন ॥১২

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা গন্ধর্বের ভয়ে ভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ দর্শনমাত্রেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল ॥১৩

হে রাজন্! তারপর দ্রৌপদী রন্ধনশালার দ্বারদেশে অবস্থিত মত্ত-হস্তীর ন্যায় ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং মৃদুহাস্য-সহকারে ধীরে

ভীমসেন উবাচ।

যে পূর্বা বিচরন্তীহ পুরুষা বশবর্তিনঃ।
তস্যাস্তে বচনং শ্রুত্বা হ্যনৃণা বিহরন্তুতঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সা নর্তনাগারে ধনঞ্জয়মপশ্যত।
রাজ্ঞঃ কন্যা বিরাটস্য নর্তয়ানং মহাভুজম্ ॥১৭

ততস্তা নর্তনাগারাদ্ বিনিষ্ক্রম্য মহার্জুনাঃ।
কন্যা দদৃশুরায়ন্তীং ক্লিষ্টাং কৃষ্ণামনাগসম্ ॥১৮

কন্যা ঊচুঃ।

দিষ্ট্যা সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা।
দিষ্ট্যা বিনিহতাঃ সূতা যে ত্বাং ক্লিশ্নন্তি মানদম্ ॥১৯

বৃহন্নলোবাচ।

কথং সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ।
ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্বমেব যথা তথম্ ॥২০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

বৃহন্নলে কিং নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্যমদ্য বৈ।
যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্ ॥২১
ন হি দুঃখং সমাপ্নোসি সৈরন্ধ্রী যদনুশ্নুতে।
কেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব ॥২২

বৃহন্নলোবাচ।

বৃহন্নলাপি কল্যাণি দুঃখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
তির্যগ্‌যোনিগতা বালে ন চৈনং বেদয়ন্তি তে ॥২৩
ত্বয়া সহোষিতা চাস্মি বৃক্ষ ইবৈঃ সহোষিতা।
ক্লিশ্যন্তীং ত্বাং সুশ্রোণি কো নু দুঃখং ন

চেষ্টতে ॥২৪

ধীরে ধীরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—গন্ধর্বরাজকে প্রণাম, যিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন ॥১৪-১৫

ভীম বলিলেন,—যে পুরুষেরা পূর্ব্ব হইতেই তোমার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা তোমার কথা শুনিয়া অতঃপর ঋণমুক্ত হইয়া বিহার করুন ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রৌপদী নর্ত্তনাগারে বিরাটরাজার কন্যাদিগকে নৃত্য-শিক্ষাদানে ব্যাপৃত মহাবাহু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন ॥১৭

তখন সেই কন্যারা অর্জ্জুনের সহিত নৃত্যগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিনা অপরাধে উপদ্রুতা দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিল ॥১৮

কন্যাগণ বলিল,—সৈরন্ধ্রি! ভাগ্যক্রমে তুমি মুক্ত হইয়াছ, ভাগ্যক্রমে তুমি পুনরায় আসিয়াছ, যাহারা নিরপরাধা তোমাকে কষ্ট দিয়াছিল, সেই সূতগণও ভাগ্যক্রমেই নিহত হইয়াছে ॥১৯

বৃহন্নলা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি কিরূপে মুক্ত হইলে, কিরূপেই বা সেই পাপিষ্ঠগণ নিহত হইল, সমস্ত কথা তোমার মুখে যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥২০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি ত' কন্যান্তঃপুরের মধ্যে সর্ব্বদা সুখেই বাস করিতেছ, আজ আর তোমার সৈরন্ধ্রীর কথায় কাজ কি ॥২১

সৈরন্ধ্রী যেরূপ দুঃখ পাইতেছে, তুমি ত' আর সেরূপ দুঃখ পাইতেছ না। সেইজন্যই এই দুঃখিনীকে যেন হাসিতে হাসিতেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ ॥২২

বৃহন্নলা বলিলেন,—হে কল্যাণি! বৃহন্নলাও স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখ পাইতেছে। হে বালিকে! তুমি তাহাকে বুঝিতেছ না ॥২৩

আমি তোমার সহিত বাস করিতেছি, তুমিও সকলের সহিত বাস করিতেছ, তুমি

ন তু কেনচিদন্যস্তং কস্যচিদ্‌দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
বেদিতুং শক্যতে সূনং তেন মাং নাববুধ্যসে ।২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ সহৈব কন্যাভির্দ্রৌপদী রাজযোষিতম্।
প্রবিবেশ সুদেষ্ণায়াঃ সমীপমুপগামিনী ।২৬

তামব্রবীদ্ রাজপুত্রী বিরাটবচনাদিদম্।
সৈরন্ধ্রি গম্যতাং শীঘ্রং যত্র কামযসে গতিম্ ।২৭

রাজা বিভেতি তে তন্দ্রে গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ।
ত্বং চাপি তরুণী শুভ্রা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥
পুংসোমিষ্টশ্চ বিষয়ো গন্ধর্বাশ্চাতিকোপনাঃ ।২৮

দুঃখ পাইলে কে না দুঃখবোধ করিবে ।২৪

নিশ্চয়ই কেহ কখনও কাহারও হৃদয়ের অবস্থা আদ্যোপান্তভাবে বুঝিতে পারে না—সেইজন্য তুমি আমাকে বুঝিতে পারিতেছ না ।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর কন্যাগণের সঙ্গেই দ্রৌপদী সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইলেন ।২৬

বিরাটরাজার কথানুসারে সুদেষ্ণা তাঁহাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! শীঘ্রই তোমার যেখানে যাইতে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও ।২৭

হে ভদ্রে! রাজা তোমার গন্ধর্বদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয় করেন। হে সুন্দরি! তুমি যুবতী, সৌন্দর্য্যে তুমি জগতে অতুলনীয়া, পুরুষেরাও বিষয়াভিলাষী, গন্ধর্বগণও অতি ক্রোধী ।২৮

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে কোপনে! আর

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
ত্রয়োদশাহমাত্রং মে রাজা কাময়তু ভামিনি।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যন্তি গন্ধর্বাস্তে ন সংশয়ঃ ।২৯
ততো মামুপনেষ্যন্তি করিষ্যন্তি চ তে প্রিয়ম্।
শ্রুবঞ্চ প্রেষণা রাজা যোক্ষ্যতে সহ বান্ধবৈঃ ।৩০
(রাজা কৃতোপকারাংশ্চ কৃতজ্ঞাংশ্চ সদা ভজেৎ।
সাধবশ্চ বলোৎসিক্তাঃ কৃতপ্রতিকৃতেপ্সবঃ ॥
অধিনী প্রব্রবীম্যেষা যদ্ বা তদ্ বেত্তি চিন্তয়।
ভদ্রন্তে ভদ্রমাত্রং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয়ী দুঃখমোহিতা।
উবাচ দ্রৌপদীমার্তা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতা ।

তেরটি দিন মাত্র রাজা আমাকে ক্ষমা করুন, সেই গন্ধর্বগণ (ইহার মধ্যেই) কৃতকার্য্য হইবেন, —সন্দেহ নাই ।২৯

তারপর তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইবেন, আপনারও প্রিয় কার্য্য করিবেন এবং রাজাও নিশ্চয় সবান্ধবে কল্যাণযুক্ত হইবেন ।৩০

(হে কল্যাণময়ি! রাজা গন্ধর্বদিগের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারাও সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সাধু, বলগর্বিত হইলেও তাঁহারা কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছুক। [আবার অপকারের প্রতিশোধ লইতেও ইচ্ছুক।]

আমি প্রার্থিনী হইয়া আপনাকে ইহা বলিতেছি—যাহা হয় চিন্তা করুন। এই তেরটা দিন পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সুদেষ্ণা দুঃখে বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন।

যদ্ভদ্রে যত্রেষ্টং বং ত্বামহং শরণং গতা।
ত্রায়স্ব মম ভর্তারং পুত্রাংশ্চৈব বিশেষতঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি কীচকদাহে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

আত্মবর্গের শোকে মুহ্যমানা কাতর হইয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ইচ্ছামত অবস্থান কর, আমি তোমার শরণ লইলাম। আমার স্বামী ও পুত্রদিগকে তুমি বিশেষভাবে রক্ষা করিও।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকের দাহবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনমুপগতানাং দূতানাং পাণ্ডবসন্দেশং শ্রোতুং প্রয়াসস্য ব্যর্থতাকথনম্, কীচকবধবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

(কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
শোকমাহারয়ৎ তীব্রং সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥)

কীচকস্য তু ঘাতেন সানুজস্য বিশাম্পতে।
অভ্যাহতং চিন্তয়িত্বা ব্যস্মরন্ত পৃথগ্ জনাঃ ॥১

অস্মিন্ পুরে জনপদে সংজ্ঞাহোঽভূচ্চ সর্ব্বশঃ।
শৌর্য্যাদ্ধি বল্লভো রাজ্ঞো মহাসত্ত্বঃ স কীচকঃ ॥২

আসীৎ প্রহর্ত্তা সৈন্যানাং দারহর্ত্তা চ দুর্ম্মতিঃ।
স হতঃ খলু পাপাত্মা গন্ধর্বৈর্দুষ্টপূরুষঃ ॥৩

ইত্যজল্পন্ মহারাজ পরলোকবিনাশনম্।
দেশে দেশে মনুষ্যাশ্চ কীচকং দুষ্প্রধর্ষণম্ ॥৪

অথ বৈ ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ প্রযুক্তা যে বরিশ্চরাঃ।
মৃগয়ন্তো বহূন্ গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥৫

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের নিকট আগত তদীয় চরগণের পাণ্ডবদিগের সংবাদ জানিবার প্রয়াসের ব্যর্থতা কথন এবং কীচকের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(কীচক নিহত হইলে শত্রুবীরঘাতী রাজা বিরাট পুরোহিত ও অমাত্যগণ সহ তীব্র শোক প্রাপ্ত হইলেন।)

রাজন্ জনমেজয়! ভ্রাতৃবর্গ সহ কীচক নিহত হওয়ায় সাধারণ লোকে মহাভয়ের কারণ উপস্থিত মনে করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।১

সেই নগরে এবং রাজ্যমধ্যে জনগণের জল্পনা হইতে লাগিল যে, মহাবলশালী কীচক বীর্য্যবত্তাহেতু রাজার অতিশয় প্রিয় ছিল।২

সেই দুর্ম্মতি সৈন্যদের প্রহার করিত, পরস্ত্রী ধর্ষণ করিত। সেই পাপাত্মা দুষ্টপুরুষ দুর্জ্জন গন্ধর্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।৩

সংবিধায় যথাদৃষ্টং যথাদেশপ্রদর্শনম্।
কৃতকৃত্যা নিবর্ত্তন্ত তে চরা নগরং প্রতি ॥৬

তত্র দৃষ্ট্বা তু রাজানং কৌরব্যং ধৃতরাষ্ট্রজম্।
দ্রোণ-কর্ণ-কৃপৈঃ সার্দ্ধং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥৭

সহিতং ভ্রাতৃভিশ্চাপি ত্রিগর্ত্তৈশ্চ মহারথৈঃ।
দুর্য্যোধনং সভামধ্যে আসীনমিদমব্রুবন্ ॥৮

চরা উচুঃ

কৃতোঽস্মাভিঃ পথো যত্নস্তেষামন্বেষণে সদা।
পাণ্ডবানাং মনুষ্যেন্দ্র তস্মিন্ গহনে কাননে ॥৯

নির্জ্জনে মৃগসঙ্কীর্ণে নানাদ্রুমলতাকুলে।
লতাপ্রতানবহুলে নানাগুল্মসমাবৃতে ॥১০

ন চ বিদ্মো গতা যেন পার্থাঃ সুদৃঢ়বিক্রমাঃ।
মার্গমাণাঃ পরন্যাসং তেষু তেষু তথা তথা ॥১১

গিরিকূটেষু তুঙ্গেষু নানাজনপদেষু চ।
জনাকীর্ণেষু দেশেষু খর্ব্বটেষু পুরেষু চ ॥১২

নরেন্দ্র বহুশোঽন্বিষ্টা নৈব বিদ্মশ্চ পাণ্ডবান্।
অত্যন্তং বা বিনষ্টাস্তে তদ্রং তুভ্যং নরর্ষভ ॥১৩

বর্ত্মভিস্তেষমাণা বৈ রথিনাং রথিনত্তম।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং বি নরসত্তম ॥১৪

কিঞ্চিৎকালে মনুষ্যেন্দ্র সূতানামনুগা বয়ম্।
মৃগয়িত্বা যথান্যায়ং বেদিতুর্থাঃ স্ম তত্ত্বতঃ ॥১৫

হে মহারাজ জনমেজয়। শত্রুসৈন্যবিনাশকারী দুষ্প্রধর্ষ বীরদের বিষয়ে দেশে দেশে লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল।৫

এদিকে দুর্য্যোধন যাহাদিগে যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা বহু গ্রাম, বহু রাজ্য, বহু নগর অন্বেষণ করিয়া এবং যত দেশের কথা জানা আছে ও যত দেশ দেখা গিয়াছে, সমস্তই যথাযথভাবে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য সমাপনপূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।৫-৬

তাহারা সেখানে কৌরবনন্দন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহামতি ভীষ্ম ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত এবং ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় মহারথ রাজবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া এই কথা বলিল।৭-৮

চরগণ বলিল,—হে রাজন্। আমরা সেই নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ নানা গুল্ম-পরিপূর্ণ লতা-প্রতানে দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বিশাল অরণ্যমধ্যে সেই পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিতে অতিশয় যত্ন করিয়াছি।৯-১০

কিন্তু সুদৃঢ় পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ কোন্ পথে গিয়াছেন জানিতে পারি নাই। আমরা চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহে, জনাকীর্ণ জনপদসমূহে, সমস্ত রাজ্যে, সমস্ত নগরে, জনযুক্ত প্রান্তরসমূহে তাঁহাদের পথচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বেড়াইয়াছি।১১-১২

হে রাজন্। বহু অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডবগণের সন্ধান জানিতে পারি নাই। হয়ত' তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ। আপনার মঙ্গল হউক।১৩

হে রথিশ্রেষ্ঠ। আমরা রথারোহীদিগের পথেও অনুসন্ধান করিয়াছি। তাঁহাদের গতিবিধি বা বাসস্থানের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই।১৪

রাজন্! কিছুদিন ধরিয়া আমরা পাণ্ডব-গণের সারথিদের সন্ধান করিয়াছি। হে পরন্তপ!

প্রাপ্তা স্মারবতীং সূতা বিনা পার্থৈঃ পরন্তপ।
ন তত্র কৃষ্ণা রাজেন্দ্র পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ ॥১৬

সর্বথা বিপ্রনষ্টাস্তে নমস্তে ভরতর্ষভ।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং বাপি মহাত্মনাম্ ॥১৭

পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিং বিদ্মঃ কর্মাপি বা কৃতম্।
স নঃ শাধি মনুষ্যেন্দ্র অত ঊর্ধ্বং বিশাম্পতে ॥১৮

অন্বেষণে পাণ্ডবানাং ভূয়ঃ কিং করবামহে।
ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর বাচং তত্রভবতীং শৃণু ॥১৯

যেন ত্রিগর্তা নিহতা বলেন মহতা নৃপ।
সূতেন রাজ্ঞো মৎস্যস্য কীচকেন বলীয়সা ॥২০

স হতঃ পতিতঃ শেতে গন্ধর্বৈর্নিশি ভারত।
অদৃশ্যমানৈর্দুষ্টাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ সোদরৈঃ ॥২১

(শ্যালো রাজ্ঞো বিরাটস্য সেনাপতিরুদায়ুধঃ।
সুদেষ্ণায়াঃ স বৈ জ্যেষ্ঠঃ শূরো বীরো গতব্যথঃ ॥

উৎসাহবান্ মহাবীর্য্যো নীতিমান্ বলবানপি।
যুদ্ধজ্ঞো রিপুবীরঘ্নঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ ॥

প্রজারক্ষণদক্ষশ্চ শত্রুগ্রহণশক্তিমান্।
বিজিতারির্মহাযুদ্ধে প্রচণ্ডো মারুতৎ পরঃ ॥

নরনারীমনোহ্লাদী ধীরো বাগ্মী রণপ্রিয়ঃ।
স হতো নিশি গন্ধর্বৈঃ স্ত্রীনিমিত্তং নরাধিপ।
অদৃশ্যমাণো দুষ্টাত্মা নিশীথে সহ সোদরৈঃ ॥

সুরথশ্চাস্য নিহতা যোধাশ্চ প্রবরা হতাঃ ॥)

যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া আমরা যথার্থ সংবাদই জানিতে পারিয়াছি যে, সারথিরা পাণ্ডবগণ ছাড়াই একা একা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র। সেখানে দ্রৌপদীও নাই, উত্তমব্রতপালনকারী পাণ্ডবগণও নাই।১৫-১৬

হে ভরতর্ষভ। আপনাকে প্রণাম করি। তাঁহারা মরিয়াই গিয়াছেন। সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের গতিবিধি বা বাসস্থান বা তাঁহাদের কৃত কোন কার্য্য বা কোনরূপ সংবাদই জানিতে পারি নাই। অতঃপর আপনার কি আদেশ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন।১৭-১৮

রাজন্। আমাদের আদেশ করুন, অতঃপর পাণ্ডবদের অন্বেষণার্থে আমরা আর কি করিব? বীর মহারাজ। এই আর এক প্রীতিকর শুভ-সংবাদ আমাদের নিকট শ্রবণ করুন।১৯

রাজন্। মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি সূত-জাতীয় মহাবলশালী কীচক—যে প্রবল পরাক্রমে ত্রিগর্তদেশীয় রাজাদের নিহত করিয়াছিল, ভারত! সেই দুরাত্মা সহোদর-ভ্রাতৃগণের সহিত রাত্রিকালে অদৃশ্য গন্ধর্বগণের হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শায়িত হইয়াছে।২০-২১

(রাজা বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি, সুদেষ্ণার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সেই কীচক মহাবুদ্ধিমান্, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, অবিষাদী, উৎসাহী, নীতিমান্, বলবান, মহাবীর, যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, সিংহ-তুল্য বিক্রমশালী, প্রজাপালনে দক্ষ ও শত্রুকে বন্দী করিতে সমর্থ ছিল। সে মহাযুদ্ধে বহু শত্রু জয় করিয়াছিল।

সে ধৈর্য্যশালী, বাগ্মী, সমরপ্রিয়, নরনারীর মনোরঞ্জনকারী ছিল। রাজন্! অমর্ষান্বিত সেই দুরাত্মা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সহোদর-গণের সহিত গন্ধর্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে। তাহার বন্ধুবান্ধব এবং সৈন্যগণও নিহত হইয়াছে।)

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য শত্রূণাঞ্চ পরাভবম্।
কৃতকৃত্যশ্চ কৌরব্য বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চারপ্রত্যাগমনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে কুরুরাজ! এই প্রিয়-সংবাদ এবং শত্রুগণের পরাভব-সংবাদ শুনিয়া আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করুন এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রত্যাগমন বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানামন্বেষণায় সদৈন্যৈঃ সহ দুর্য্যোধনস্য পরামর্শঃ, কর্ণ-দুঃশাসনয়োস্তত্র সম্মতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা জ্ঞাত্বা তেষাং বচস্তদা।
চিরমন্তর্মনা ভূত্বা প্রত্যুবাচ সভাসদঃ ॥১

দুষ্টুখা খলু কার্য্যাণাং গতিবিজ্ঞাতুমস্তরঃ।
তস্মাৎ সর্বে বিরীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্ডবা গতাঃ ॥২

অল্পাবশিষ্টং কালস্য গতভূয়িষ্ঠমন্তরঃ।
তেষামজ্ঞাতচর্য্যায়াশ্চিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে ॥৩

অস্য বর্ষস্য শেষং তে যাতয়ুরিহ পাণ্ডবাঃ।
নিরুত্তসময়ান্তে বি সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪

ক্রুদ্ধস্য ইব নাগেন্দ্রাঃ সর্বে হ্যাশীবিষোপমাঃ।
দুঃখা ভবেয়ুঃ সংরব্ধাঃ কৌরবান্ প্রতি তে ধ্রুবম্ ॥৫

সর্বে ক নাম বেত্তারঃ কৃচ্ছ্ররূপধরাঃ স্থিতাঃ।
প্রবিশেয়ুর্জিতক্রোধাস্তাবদেব পুনর্বনম্ ॥৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সদস্যগণের সহিত দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং কর্ণ ও দুঃশাসনের এবিষয়ে সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই গুপ্তচরগণের বাক্য অবগত হইয়া দীর্ঘকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সভাসদ্‌গণের প্রতি বলিলেন।১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কার্য্যের পরিণতি দেখ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠা কঠিন। সুতরাং আপনারা সকলে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, পাণ্ডবগণের কোথায় যাওয়া সম্ভব।২

এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাহাদের অজ্ঞাতবাসের কাল বেশীর ভাগই অতিবাহিত হইয়াছে, শেষ ভাগে আর অল্প কালই অবশিষ্ট আছে।৩

এই বর্ষের অবশিষ্টাংশে যদি পাণ্ডবগণ অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে সত্য-পরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে।৪

তাহারা সকলেই মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় বলবান্। তাহারা নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া কৌরবগণের পক্ষে বিষধর সর্পতুল্য দুঃখদায়ক হইবে।৫

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বৃতুবধ্বং যথা তেঽন্যন্তথব্যয়ম্।
রাজ্যং নির্ব্বিঘ্নমব্যগ্রং নিঃসপত্নং চিরং ভবেৎ ॥৭
অথাব্রবীৎ ততঃ কর্ণঃ ক্ষিপ্রং গচ্ছন্তু তারত।
অন্যে ধূর্তা নরা দক্ষা নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ ॥৮
চরন্তু দেশান্ সংবীতাঃ স্ফীতান্ জনপদাকুলান্।
তত্র গোষ্ঠীষু রম্যাসু সিদ্ধপ্রব্রজিতেষু চ ॥৯
পবিত্রাশ্রমেষু তীর্থেষু বিবিধেষাকরেষু চ।
বিজ্ঞাতব্যা মনুষ্যৈস্তৈস্তর্কজ্ঞা সুবিনীতজা ॥১০
বিবিধৈস্তৎপরৈঃ সম্যক্ তজ্জ্ঞৈর্নিপুণসংবৃতৈঃ।
অন্বেষ্টব্যাঃ সুনিপুণৈঃ পাণ্ডবাশ্ছন্নবাসিনঃ ॥১১
নদীকুঞ্জেষু তীর্থেষু গ্রামেষু নগরেষু চ
আশ্রমেষু চ রম্যেষু পর্ব্বতেষু গুহাসু চ ॥১২

অথাব্রজ্ঞানন্তরতঃ পাপভাবানুরাগবান্
জ্যেষ্ঠঃ দুঃশাসনস্তত্র ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥১৩
যেষু নঃ প্রত্যয়ো রাজংশ্চারেষু মনুজাধিপ।
তে যান্তু দত্তদেয়া বৈ তুরন্তান্ পারমার্গিতুম্ ॥১৪

এতচ্ছ্রুত্বা তু কর্ণো বৈ সর্বমীহামহে তথা।
যথোদ্দিষ্টং চরাঃ সর্বে মৃগয়ন্তু যতস্ততঃ ॥১৫

এতে চান্যে চ ভূয়াংসো দেশাদ্ দেশং যথাবিধি।
ন তু তেষাং গতির্বাসঃ প্রবৃত্তিশ্চোপলভ্যতে ॥১৬

অত্যন্তং বা নিগূঢ়াস্তে পারং চোদ্বিষতো গতাঃ।
ব্যালৈশ্চাপি মহারণ্যে ভক্ষিতাঃ শূরমানিনঃ ॥১৭

তাহারা সকলেই সময়জ্ঞ, তাহারা অতি দুর্জ্জয় বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে তাহারা ক্রোধ দমন করিয়া পুনরায় তাবৎকাল অরণ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে রাজ্য নির্ব্বিঘ্ন, নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও একান্তভাবে বিনাশসম্ভাবনাশূন্য হইয়া চিরস্থায়ী হয়, সেই ভাবে অতি সত্বর তাহাদের সংবাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করুন।৬-৭

অনন্তর কর্ণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—রাজন্! শীঘ্র আর একদল অনুসন্ধান-দক্ষ, কার্য্যপটু, চপলতাশূন্য চতুরলোক উত্তমরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ দেশসমূহে গমন করুক। তাহারা সেখানে রমণীয় গোষ্ঠীসমূহে, সিদ্ধাশ্রম-সমূহে এবং রাজধানী, তীর্থস্থান ও খনিসমূহে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া জানিতে চেষ্টা করিবে।৮-১০

বিবিধবেশধারী অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ ব্যক্তিগণ সম্যক্ তৎপর ও উত্তমরূপে সংবৃত থাকিয়া নদীতীরবর্ত্তী কুঞ্জসমূহে, তীর্থস্থানসমূহে, গ্রাম, নগর ও সুরম্য আশ্রমসমূহে এবং পর্ব্বত ও গুহা-সমূহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিবে।১১-১২

অনন্তর দুর্য্যোধনের পরবর্ত্তী ভ্রাতা পাপা-ভাবানুরাগী দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিল।১৩

রাজন্! চরগণের মধ্যে যাহারা আমাদের বিশ্বস্ত তাহারাই পাণ্ডবদিগকে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে গমন করুক এবং তাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে, তাহা অগ্রেই দেওয়া হউক।১৪

কর্ণ এই যাহা বলিলেন,—আমিও সমস্তই সেইরূপ ইচ্ছা করি। যেরূপ বলা হইয়াছে সমস্ত চরগণ সেইভাবে যত্ন করিয়া অন্বেষণ করুক।১৫

ইহারা এবং আরও বহুতর ব্যক্তি সর্ব্বত্র দেশ হইতে দেশান্তরে যথাবিধানে অন্বেষণ করিতে থাকুক। কিন্তু তাহাদের বাসস্থান, গতিবিধি বা কোনরূপ সংবাদই ত' পাওয়া যাইতেছে না।১৬

হয়ত' তাহারা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে অথবা সমুদ্রের পরপারে চলিয়া গিয়াছে কিংবা

অথবা বিষয়ং প্রাপ্য বিনষ্টাঃ পার্থতাঃ সদা।
তস্মান্মানমবজ্ঞায় কৃত্বা ত্বং কুরুনন্দন।
কুরু কার্য্যং মহোৎসাহং মন্যসে যদরিন্দম ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি কর্ণদুঃশাসনবাক্যে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

হয়ত সেই বীরাভিমানী পাণ্ডবেরা মহারণ্যে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।১৭

অথবা কোন বিপদে পড়িয়া চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হে রাজন্! হে কুরুনন্দন! চিত্ত ব্যাকুল না করিয়া মহা উৎসাহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন করিয়া যান।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে কর্ণ-দুঃশাসনবাক্যে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যস্য সম্মতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাব্রবীন্মহাবীর্য্যো দ্রোণস্তত্ত্বার্থদর্শিবান্।
ন তাদৃশা বিনশ্যন্তি ন প্রয়ান্তি পরাভবম্ ॥১
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধর্ম্মজ্ঞাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ ধর্ম্মরাজমনুব্রতাঃ ॥২
নীতিধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞং পিতৃবচ্চ সমাহিতম্।
ধর্ম্মে স্থিতং সত্যধৃতিং জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠানুযায়িনঃ ॥৩
অনুব্রতা মহাত্মানং ভ্রাতরো ভ্রাতরং নৃপ।
অজাতশত্রুং শ্রীমন্তং সর্ব্বভ্রাতৃমনুব্রতম্ ॥৪

তেষাং তথা বিধেয়ানাং নিভৃতানাং মহাত্মনাম্।
কিমর্থং নীতিমান্ পার্থঃ শ্রেয়ো নৈষাং করিষ্যতি ॥৫

তস্মাদ্ যত্নাৎ প্রতীক্ষন্তে কালস্যোদয়মাগতম্।
ন হি তে নাশমুজ্জেয়ুরিতি পশ্যামহং দ্বিয়া ॥৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহাপরাক্রমশালী দ্রোণ বলিলেন,—তাদৃশ ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বা পরাভব প্রাপ্তও হয় না।১

তাহারা বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। ভ্রাতৃবৃন্দের মতানুবর্ত্তী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবর্গও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী। তাহারা সকলেই নিয়মানুগ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতি-শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, পিতৃবৎ গুরুানুযায়ী, ধর্ম্মনিরত, সত্যনিষ্ঠ ও উচ্চমনা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য করিয়া থাকে।২-৪

নীতিমান্ যুধিষ্ঠির তাদৃশ বিনীত, বশীভূত ও উদারচেতাঃ সেই ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল বিধান করিবেন না কেন?৫

সুতরাং তাহারা নিশ্চয় অভ্যুদয়কালের প্রতীক্ষায় আছে। আমার বুদ্ধির দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না।৬

সাম্প্রতং চৈব যৎ কার্য্যং তদ্ধ ক্ষিপ্রকালিকম্।
ক্রিয়তাং সাধু সঞ্চিন্ত্য বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্ ॥৭
যথাবৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং সর্বার্থেষু ধৃতাত্মনাম্।
দুর্জ্ঞেয়াঃ খলু শূরাস্তে দুরাপাস্তপসা বৃতাঃ ॥৮
শুদ্ধাত্মা গুণবান্ পার্থঃ সত্যবান্ নীতিমান্ শুচিঃ।
তেজোরাশিরসংখ্যেয়ো গৃহ্নীয়াদপি চক্ষুষা ॥৯
বিদ্যায় ক্রিয়তাং তস্মাদ্ ভূয়শ্চ মৃগয়াময়ে।
ব্রাহ্মণৈশ্চারকৈঃ সিদ্ধৈর্যে চান্যে তদ্‌বিদো জনাঃ ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দ্রোণবাক্যে চারপ্রত্যাচারে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

সম্প্রতি যাহা অবিলম্বে করণীয়, তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া শীঘ্রই সম্পাদন কর। সর্ব্ববিষয়ে দৃঢ়বুদ্ধি (বা ধৈর্য্যশীল) এই পাণ্ডবগণের বাসস্থান-বিষয়ে চিন্তা কর। সেই বীরগণ দুর্জ্ঞেয়, তাহারা তপোবলে আবৃত, তাহাদিগকে পাওয়া কঠিন ।৭-৮

যুধিষ্ঠির শুদ্ধাত্মা, গুণবান্, সত্যপরায়ণ, নীতিমিষ্ঠ, শুচিতাসম্পন্ন এবং তেজোরাশিস্বরূপ। সে দৃষ্টিদ্বারাও সকলকে বশীভূত বা মোহিত করিতে পারে ।৯

সুতরাং বিশেষভাবে বুঝিয়া কার্য্য কর। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যাহারা তাহাদিগকে জানে এইরূপ চর ও অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা পুনরায় আমরা অন্বেষণ করিয়া দেখি ।১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দ্রোণবাক্যে চরপ্রেরণে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য যুধিষ্ঠিরমহত্ত্ববর্ণনম্, অনুসন্ধানে সম্মতিসূচনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো ভরতানাং পিতামহঃ।
শ্রুতবান্ দেশকালজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বধর্মবিৎ ॥১
আচার্য্যবাক্যোপরমে তদ্বাক্যমভিনন্দয়ৎ
হিতার্থং সমুদাচৈষাং ভারতীং ভারতান্ প্রতি ॥২
যুধিষ্ঠিরে সমাসক্তাং ধর্মজ্ঞে ধর্মসংবৃতাম্।
অসৎসু দুর্লভাং নিত্যং সতাং চাভিমতাং সদা ॥৩
ভীষ্মঃ সমবদৎ তত্র গিরং সাধুভিরর্চিতাম্।
যচ্চৈব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সর্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ববর্ণনা ও অনুসন্ধানে সম্মতি সূচনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে শ্রুতসম্পন্ন দেশ, কাল ও তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কৌরব-পাণ্ডবগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আচার্য্যের বাক্য অনুমোদন করিয়া কৌরবগণের হিতার্থে তাহাদের প্রতি এই বাক্য বলিলেন ।১-২

যাহা ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত, যাহা অসৎ লোকের মধ্যে দুর্লভ, সজ্জনের যাহা সম্মত, যাহা সাধুদিগের প্রশংসিত, ভীষ্ম তথায় সেইরূপ

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সাধুব্রতসমন্বিতাঃ।
শ্রুতব্রতোপপন্নাশ্চ নানাশ্রুতিসমন্বিতাঃ ॥৫
বৃদ্ধানুশাসনে যুক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
সন্নদ্ধাঃ সমরজ্ঞাতে পালয়ন্তঃ শুচিব্রতাঃ ॥৬
ক্ষত্রধর্মরতা নিত্যং কেশবানুগতাঃ সদা।
প্রবীরপুরুষাত্তে বৈ মহাত্মানো মহাবলাঃ ॥
নাবসীদিতুমর্হন্তি উদ্বহন্তঃ সতাং ধুরম্ ॥৭
ধর্মতশ্চৈব গুপ্তাস্তে সুবীর্যেণ চ পাণ্ডবাঃ।
ন নাশমধিগচ্ছেয়ুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৮
তত্র বুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
ন তু নীতিঃ সুনীতস্য শক্যতেঽন্যেন বেদিতুং পরৈঃ ॥৯
যৎ তু শক্যমিহাস্মাভিস্তান্ বৈ সংকীর্ত্য পাণ্ডবান্।
বুদ্ধ্যা প্রযুক্তং ন দ্রোহাৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ
তৎ ॥১০

ন ত্বিয়ং মানুষৈর্নীতিস্তস্য বাচ্যা কথঞ্চন।
সা ত্বিয়ং সাধু বক্তব্যা ন দুর্নীতিঃ কথঞ্চন ॥১১
বৃদ্ধানুশাসনে স্নাত স্তিষ্ঠতা সত্যশীলিনা।
অবস্থং ত্বিহ ধীরেণ সভাং মধ্যে বিপশ্চিতা ॥১২
যথার্হমিহ বক্তব্যং সর্বথা ধর্মলিপ্সয়া।
তত্র নাহং তথা মন্যে যথায়মিতরো জনঃ ॥১৩
নিবাসং ধর্মরাজস্য যস্মিংস্ত্রয়োদশে।
তত্র তাত ন তেষাং হি রাজ্ঞাং ভাব্যমসাম্প্রতম্ ॥১৪
পুরে জনপদে চাপি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দানশীলো বদান্যশ্চ নিভৃতো হ্রীনিষেধকঃ ॥
জনো জনপদে ভাব্যো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫
প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সত্যপরো জনঃ।
ক্ষত্তঃ পুতঃ শুচির্দক্ষো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬

ধর্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন। এই যে সর্বার্থতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণ শ্রোণ বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সর্বলক্ষণসম্পন্ন, উত্তমব্রতপরায়ণ, সর্ববেদসমন্বিত, শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়তাত্মা, সত্যব্রতপরায়ণ বৃদ্ধোপদেশে অবহিত, পবিত্রাচারসম্পন্ন, নিয়ত ক্ষাত্রধর্মে নিরত, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত, সজ্জনের ভারবহনকারী, সেই মহাত্মা, মহাবলশালী পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবগণ অবসন্ন হইতে পারে না; তাঁহারা সমরজ্ঞ, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন ।৩-৭

পাণ্ডবগণ ধর্মবলে ও উত্তম বীর্যবলে সুরক্ষিত। তাঁহারা বিনষ্ট হইতে পারে না—আমার মতি দ্রোণের এই বাক্যে আস্থাযুক্ত ।৮

হে ভরতসত্তম। সে-ক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের সম্পর্কে এক বুদ্ধি বলিব। উত্তম নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নীতি অপরের অন্বেষণ করিবার শক্তি নাই ।৯

সেই পাণ্ডবগণের কথা চিন্তা করিয়া, এবিষয়ে আমরা যাহা করিতে পারি, বুদ্ধি অনুসারে তাহা বলিব, বিদ্বেষবশতঃ নহে—তাহা শ্রবণ কর ।১০

মানুষ ব্যক্তির যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে এই নীতি (যাহা অপরে বলিতেছে) বক্তব্য নহে। সেই নীতি যাহাতে ভাল হয়, সেইরূপ ভাবেই বক্তব্য। অনীতি কোন রূপেই বক্তব্য নহে ।১১

বৎস। যে ব্যক্তি বৃদ্ধদিগের অনুশাসন মানিয়া চলে, সত্যসেবী হয়, সজ্জন দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছা করে, এইরূপ ধীর ব্যক্তিকে ধর্মলাভেচ্ছায় অবশ্যই যথার্থ কথা বলিতে হইবে। সে বিষয়ে এই ত্রয়োদশ বর্ষে যুধিষ্ঠিরের নিবাসস্থান সাধারণলোকে যেমন মনে করে, আমি তেমন মনে করি না ।১২-১৪

হে তাত। রাজা যুধিষ্ঠির যে নগরে বা যে জনপদে থাকিবে, সেখানকার রাজাদের কোনরূপ অকল্যাণ হইবে না। রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবে, সে দেশের লোকে দানশীল, হিতাকাঙ্ক্ষী, বিনীত ও লজ্জাশীল হইবে ।১৫

নাসূয়কো ন চাপীর্ষুর্নাভিমানী ন মৎসরী।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র স্বয়ং ধর্মানুব্রতঃ ॥১৭

ব্রহ্মঘোষাশ্চ ভূয়াংসঃ পূর্ণাহুত্যস্তথৈব চ।
ক্রতবশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥১৮

সদা চ তত্র পর্জন্যঃ সম্যগ্বর্ষী ন সংশয়ঃ।
সম্পন্নসস্যা চ মহী নিরাতঙ্কা ভবিষ্যতি ॥১৯

গুণবন্তি চ ধান্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি শুভগন্ধা চ ভারতী ॥২০

বায়ুশ্চ সুখসংস্পর্শো নিষ্প্রতীপঞ্চ দর্শনম্।
ন ভয়ং বাধিষ্যতে তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

গাবশ্চ বহুলাস্তত্র ন কৃশা ন চ দুর্বলাঃ।
পয়াংসি হবিষ্যন্তি রসবন্তি হিতানি চ ॥২২

গুণবন্তি চ পেয়ানি ভোজ্যানি রসবন্তি চ।
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩

রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্বিতাঃ।
দৃশ্যানি চ প্রসন্নানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

ধর্মাশ্চ তত্র সর্বেষু সেবিতাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গুণৈশ্চ সংযুক্তা অস্মিন্ বর্ষে
ত্রয়োদশে ॥২৫

দেশে তস্মিন্ ভবিষ্যন্তি তাত পাণ্ডবসংযুতে।
সম্প্রীতিমান্ জনস্তত্র সন্তুষ্টঃ শুচিরব্যয়ঃ ॥২৬

দেবতাতিথিপূজাসু সর্বভাবানুরাগবান্।
দৃষ্টদানো মহোৎসাহঃ স্ব-স্বধর্মপরায়ণঃ ॥২৭

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে সর্ব্বদা প্রিয়বাদী, ভিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট, শুচি ও দক্ষতাযুক্ত হইবে।১৬

সেখানে লোকে স্বয়ং ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে, পরকীয় গুণে দোষারোপকারী বা পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু কিংবা মাৎসর্য্য বা পরদ্রোহী হইবে না।১৭

সেখানে বহু বেদধ্বনি, পূর্ণাহুতি এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞ হইবে।১৮

মেঘ সেখানে সর্ব্বদাই সুবৃষ্টি প্রদান করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবী শস্যপূর্ণা ও আতঙ্ক-শূন্যা হইবে।১৯

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে ধান্য উত্তমগুণযুক্ত, ফল সুস্বাদু, মাল্য সুরভিত এবং ভাষা শ্রুতিমধুর (বা নির্দ্দোষ শব্দাঢ্য), বায়ু সুখস্পর্শ ও দর্শন অবাধিত হইবে, তত্র দেখানে প্রবেশ করিবে না।২০-২১

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সে দেশে গরুর বাহুল্য থাকিবে, গরু কৃশ বা দুর্ব্বল হইবে না, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত সুস্বাদু ও হিতকর হইবে; সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ গুণাঢ্য পানীয় থাকিবে।২২-২৩

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানকার শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ গুণাঢ্য ও নির্ম্মল হইবে।২৪

হে তাত! পাণ্ডবাধিষ্ঠিত সেই দেশে এই ত্রয়োদশ বর্ষে সকল দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব-স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের সেবা করিবে এবং ধর্ম্মও নিজ গুণে ও প্রভাবে সম্পন্ন হইবে।

লোকে সন্তুষ্ট, প্রীতিমান্, পবিত্র, বিত্তব্যয়শূন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই দেবতাও অতিথিপূজনে অনুরক্ত, দানপ্রিয়, নিজধর্ম্মপরায়ণ ও সদা উৎসাহশালী হইবে।২৫-২৭

অশুভাদ্ধি শুভপ্রেপ্সুর্বিষ্টধর্ম্মঃ শুভব্রতঃ।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮
ত্যক্তবাক্যানৃতস্তাত শুভকল্যাণমঙ্গলঃ।
শুভার্থেপ্সুঃ শুভমতির্যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৯
ভবিষ্যতি জনস্তত্র নিত্যং চেষ্টপ্রিয়ব্রতঃ।
বর্ম্মাত্মা শক্যতে জ্ঞাতুং নাপি তাত দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০
কিং পুনঃ প্রকৃতৈস্তাত পার্থো বিজ্ঞায়তে ক্বচিৎ।
যস্মিন্ সত্যং ধৃতির্দানং পরা শান্তির্ধ্রুবা ক্ষমা ॥৩১
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
তস্মাৎ তত্র বিষাদং তু ছহং যত্নেন বীমতঃ ॥৩২

এবমেতৎ তু সঞ্চিন্ত্য যৎকৃতে মন্ত্রণে হিতম্।
তৎ ক্ষিপ্রং কুরু কৌরব্য যত্নেবং শ্রদ্দধাসি মে ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি চার-প্রত্যাচারে ভীষ্মবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে অশুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুভাভিলাষী হইবে, যজ্ঞপ্রিয় ও পরহিত ব্রতী হইবে।২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকেরা মিথ্যা কথা বলিবে না। তাহাদের স্বস্ত্যয়নাদি কল্যাণকার্য্য ও বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, সকলে সদ্বৃত্তি দ্বারা অর্থলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, এবং শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে। সেখানে লোকে নিত্যই যজ্ঞপরায়ণ ও পরের হিতসাধনে ব্রতী হইবে। বৎস! যে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, দান, পরমা শান্তি, অচলা ক্ষমা, শ্রী, কীর্ত্তি, লজ্জা, মহাতেজস্বিতা, দয়া ও সরলতা বিদ্যমান, দ্বিজাতিগণও সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জানিতে সমর্থ নহে, সাধারণ লোকে কি আর যুধিষ্ঠিরকে কখনও জানিতে পারিবে?

সুতরাং বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের যে সময়ে বিহিত প্রচ্ছন্নাবস্থান ও ত্রুটিহীন প্রচ্ছন্ন গতিবিধি সে বিষয়ে আমি অন্যরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না।

হে কৌরবনন্দন! আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে ইহা এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিয়া যাহা করিলে ভাল হইবে মনে কর, সত্বর তাহার ব্যবস্থা কর।২৯-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রেরণে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যস্যোক্তিঃ, দুর্য্যোধনস্য কর্ত্তব্যনিশ্চয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শারদ্বতো বাক্যমিত্যুবাচ কৃপস্তদা।
যুক্তং প্রাপ্তঞ্চ বৃদ্ধেন পাণ্ডবান্ প্রতি ভাষিতম্ ॥১

ধর্ম্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং তত্ত্বজ্ঞঞ্চ সহেতুকম্।
তত্রানুরূপং ভীষ্মেণ মমাপ্যত্র শিরং শৃণু ॥২

তেষাং চৈব শক্তিতীর্থৈর্বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্।
নীতিবিধীয়তাং চাপি সাম্প্রতং যা হিতা ভবেৎ ॥৩

নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত প্রাকৃতোঽপি বুভূষতা।
কিং পুনঃ পাণ্ডবাস্তাত সর্ব্বাস্ত্রকুশলা রণে ॥৪

তস্মাৎ সত্রং প্রবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
গূঢ়ভাবেষু ছদ্মেষু কালে চোদয়মাগতে ॥৫

স্বরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রে চ জ্ঞাতব্যং বলমাত্মনঃ।
উদয়ঃ পাণ্ডবানাঞ্চ প্রাপ্তে কালে ন সংশয়ঃ ॥৬

নিবৃত্তসময়াঃ পার্থা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
মহোৎসাহা ভবিষ্যন্তি পাণ্ডবা অমিতৌজসঃ ॥৭

তস্মাদ্ বলঞ্চ কোষঞ্চ নীতিশ্চাপি বিধীয়তাম্।
যথা কালোদয়ে প্রাপ্তে সম্যক্ তৈঃ সন্দধামহে ॥৮

তাত বুদ্ধ্যাপি তৎ সর্বং বুধ্যস্ব বলমাত্মনঃ।
নিয়তং সর্বমিত্রেষু বলবৎস্ববলেষু চ ॥৯

উচ্চাবচং বলং জ্ঞাত্বা মধ্যস্থং চাপি ভারত।
প্রহৃষ্টমপ্রহৃষ্টঞ্চ সন্দধাম তথা পরৈঃ ॥১০

সান্ত্বা দানেন ভেদেন দণ্ডেন বলিকর্ম্মণা।
স্থানেনাক্রম্য চ পরান্ বলাচ্ছাস্তস্য দুর্বলান্ ॥১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্যের উক্তি এবং দুর্য্যোধনের কর্ত্তব্যনিশ্চয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তখন এই কথা বলিলেন যে, কুলবৃদ্ধ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত, সময়োচিত, ধর্ম্মার্থসম্পন্ন মধুর বাক্য যথার্থভাবেই কারণসহকারে বলিয়াছেন। আমারও এবিষয়ে তদনুরূপ বাক্য শ্রবণ কর।১-২

তাহাদের শক্তি ও বাসস্থান চরগণের দ্বারা জানিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং সম্প্রতি যাহা হিতকর হয়, সেইরূপ নীতি বিধান কর।৩

বৎস! উন্নতিকামী ব্যক্তি সাধারণ শত্রুকেও অবজ্ঞা করিবে না, সুতরাং সেখানে সমরে সর্ব্বাস্ত্র-কুশল পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিবার আছে?৪

সুতরাং উদারচেতা পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশী হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিতেই তাহাদের আসন্ন আবির্ভাবকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে নিজের সৈন্য ও শক্তির পরিমাণ অবগত হওয়া উচিত। সময় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।৫-৬

অমিততেজা, মহাবলশালী, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।৭

সুতরাং সৈন্য, কোষ ও নীতি—এই তিনেরই ব্যবস্থা অবলম্বন কর—যাহাতে আমরা সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের সহিত উপযুক্তভাবে মিলিত হইতে পারি।৮

বৎস! প্রবল বা দুর্ব্বল সমস্ত মিত্রের মধ্যেও নিজের শক্তির পরিমাণ নিজবুদ্ধি দ্বারাও নিশ্চিত-রূপে নিরূপণ করা প্রয়োজন।৯

সান্ত্বয়িত্বা তু মিত্রাণি বলং চাত্মায়ত্তাং সুখম্।
সুকোষ-বলসংবৃদ্ধঃ সম্যক্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১২
যোৎস্যতে চাপি বলিভিরবিভিঃ প্রত্যুপস্থিতৈঃ।
অন্যৈস্ত্বং পাণ্ডবৈর্বাপি হীনৈঃ স্ববলবাহনৈঃ ॥১৩
এবং সর্বং বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং স্বধর্মতঃ।
যথাকালং মনুষ্যেন্দ্র চিরং সুখমবাপ্স্যসি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততো দুর্যোধনো বাক্যং শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্।
মুহূর্তমিব সঞ্চিন্ত্য সচিবানিদমব্রবীৎ ॥

দুর্যোধন উবাচ।

শ্রুতং হেতন্ময়া পূর্বং কথাসু জনসংসদি।
বীরাণাং শাস্ত্রবিদুষাং প্রাজ্ঞানাং মতিনিশ্চয়ে ॥

হে ভরতকুলজন। আমাদের সৈন্যবল উচ্চ, সমান অথবা হীন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তাহা জানিয়া আমরা শত্রুর সহিত সেইভাবে যোগাযোগ করিব।১০

আপনি উপযুক্ত কোষ ও বলদ্বারা প্রবুদ্ধ হইলে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা কয়দান দ্বারা যথাযোগ্যভাবে প্রবল শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া এবং দুর্ব্বলদিগকে বলপূর্ব্বক নতি স্বীকার করাইয়া, মিত্রদিগকে মধুর বাক্য ও ব্যবহারে শান্ত রাখিয়া নিজ সৈন্যদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সন্তুষ্ট কর, তবেই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে এবং সৈন্য ও বাহনাদিতে হীনবল পাণ্ডবগণ অথবা বলবান্ অন্যান্য শত্রুগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারিবে।১১-১৩

হে রাজন্। এইভাবে স্বধর্মানুসারে যথাকালে সমস্ত কর্ত্তব্যবিষয় বিশেষভাবে নিশ্চিত করিয়া লইলে চিরকালের জন্য সুখী হইতে পারিবে।১৪

কৃতিনাং সারকর্তৃত্বং জানামি নয়চক্ষুষা।
সত্ত্বে বাহুবলে ধৈর্য্যে প্রাণে শরীরসম্ভবে।
সম্প্রতং মানুষে লোকে সদৈত্য-নর-রাক্ষসে ॥

চত্বারস্তু নরব্যাঘ্রা বলে শক্রোপমা ভুবি।
উত্তমাঃ প্রাণিনাং তেষাং নাস্তি কশ্চিদ্ বলে সমঃ ॥

সমপ্রাণবলা নিত্যং সম্পূর্ণবলপৌরুষাঃ।
বলদেবশ্চ ভীমশ্চ মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥
চতুর্থঃ কীচকস্তেষাং পঞ্চমং নানুশুশ্রুমঃ।
অন্যোন্যানন্তরবলাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥
বাহুযুদ্ধমভীপ্সন্তো নিত্যং সংরব্ধমানসাঃ।
তেনাহমবলঙ্ঘামি প্রত্যয়েন বৃকোদরম্ ॥

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দুর্য্যোধন সেই মহাপুরুষগণের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল যেন চিন্তা করিয়া মন্ত্রীদলকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে জনসভায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও বীরগণের সম্বন্ধে ধারণা স্থির করার বিষয়ে কথাবার্ত্তায় ইহা শুনিয়াছি এবং নীতিজ্ঞ চক্ষুধারাও কৃতিবান্ বীরগণের সারতা ও অসারতা জানিয়াছি। সম্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও রাক্ষস-সমন্বিত মনুষ্যলোকে দৈহিক সারবত্তা, প্রাণশক্তি, ধৈর্য্য ও বাহুবলে চারিজন নরপুঙ্গব প্রাণীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম, তাঁহারা ইন্দ্রতুল্য বলবান্, বলে তাঁহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

তাঁহাদের মধ্যেই বল ও পৌরুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাঁহাদের বল ও প্রাণশক্তি সর্ব্বদাই সমান। তাঁহারা হইলেন—বলরাম, ভীম, মদ্ররাজ শল্য এবং তাঁহাদের চতুর্থ ব্যক্তি কীচক। পঞ্চম কোন ব্যক্তির কথা শোনা যায় না। তাঁহাদের পরস্পরের শক্তির তারতম্য নাই, তাঁহারা পরস্পর

মনস্তভিনিবিষ্টং মে ব্যক্তং জীবন্তি পাণ্ডবাঃ।
তত্রাহং কীচকং মন্যে ভীমসেনেন ঘাতিতম্ ॥
সৈরন্ধ্রীং দ্রৌপদীং মত্বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
নূনং কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন কীচকঃ ॥
গন্ধর্ব্বব্যপদেশেন হতো নিশি মহাবলঃ।
কো হি শক্তঃ পরো ভীমাৎ কীচকং হন্তুমোজসা ॥
শক্রং বিনা বাহুবীর্য্যাৎ তথা সর্ব্বাঙ্গচূর্ণনে।
মর্দিতুং বা তথা শীঘ্রং চর্ম্মমাংসাস্থিচূর্ণিতম্ ॥
রূপমস্তৎ সমাস্থায় ভীমস্যৈতদ্ বিচেষ্টিতম্।
ধ্রুবং কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন সূতজাঃ ॥
গন্ধর্ব্বব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ।
পিতামহেন যে চোক্তা দেশস্য চ জনস্য চ ॥
গুণাস্তে মৎস্যরাজস্য বহুশোঽপি ময়া শ্রুতাঃ।
বিরাটনগরে মন্যে পাণ্ডবাশ্ছন্নচারিণঃ ॥
নিবসন্তি পুরে রম্যে তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
মৎস্যরাষ্ট্রং হনিষ্যাথো গ্রহীষ্যামশ্চ গোধনম্ ॥
গৃহীতে গোধনে নূনং তেঽপি যোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
অপূর্ণে সময়ে চাপি যদি পশ্যেম পাণ্ডবান্ ॥
দ্বাদশান্যানি বর্ষাণি প্রবেক্ষ্যন্তি পুনর্বনম্।
তস্মাদস্মত্তবেণাপি লাভোঽস্মাকং ভবিষ্যতি।
কোষবৃদ্ধির্বিহাস্মাকং শত্রূণাং নিধনং ভবেৎ ॥
কথং সুযোধনং পশ্যেন্ যুধিষ্ঠিরকৃতঃ পুরা।
এতচ্চাপি বলত্যেব মাৎস্যঃ পরিভবাগ্নিনা ॥

জয়াভিলাষী।

তাঁহারা মনে মনে কুপিত ও সর্ব্বদাই বাহুযুদ্ধে অভিলাষী। সেই বিশ্বাসবশে আমি ভীমকে চিনিতে পারিয়াছি।

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে পাণ্ডবেরা জীবিত আছে। আমি মনে করি—সেখানে কীচককে ভীমই হত্যা করিয়াছে এবং সৈরন্ধ্রীকে দ্রৌপদী বলিয়াই মনে করি, ইহাতে আর বিতর্কের অবকাশ নাই। বোধ করি, দ্রৌপদীর জন্যই ভীম রাত্রিকালে গন্ধর্ব্বের নামে মহাবলশালী কীচককে বধ করিয়াছে। ভীম ভিন্ন আর কে নিজবলে কীচককে হত্যা করিতে সমর্থ?

তা ছাড়া, শত্রুব্যতিরেকে কেবল বাহুবলে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিতে বা মর্দ্দিত করিতেই বা আর কে পারে? অত শীঘ্র চর্ম্ম, অস্থি, মাংস চূর্ণ করা—ইহা স্বরূপ ধারণ করিয়া ভীমেরই কার্য্য। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর জন্য ভীম গন্ধর্ব্বের নামে সূতপুত্রগণকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত দেশের ও তত্রত্য জনগণের যে সমস্ত গুণের কথা বলিয়াছেন—মৎস্যরাষ্ট্রের ঐরূপ গুণের কথাও আমি বহুবার শুনিয়াছি। মনে হয়, বিরাটনগরেই পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছে এবং রমণীয় রাজধানীতে বাস করিতেছে। সেইখানেই যাত্রা করা হউক। আমরা মৎস্যরাষ্ট্রকে আঘাত দিব এবং গোধন হরণ করিব।

গোধন হরণ করিলে সেই পাণ্ডবগণও নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবে। সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমরা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় আরও দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিবে।

ইহার যে কোন একটিতেই আমাদের লাভ হইবে। ইহাতে আমাদের কোষবৃদ্ধি হইবে এবং শত্রুনিধনও হইবে।

তস্মাৎ কর্তব্যমেতদ্ বৈ তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
এতৎ সুনীতং মন্যেঽহং সর্বেষাং যদি রোচতে ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চার-প্রত্যাচারে কৃপবাক্যে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

মৎস্যরাজ আমার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া এরূপ কথাও বলিয়া থাকে যে, যেব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূর্ব্বে পালিত হইয়াছে, সে কি করিয়া দুর্য্যোধনের বলভুক্ত হইতে পারে (বা বস্তুতঃ স্বীকার করিতে পারে)।

সুতরাং ইহাই কর্ত্তব্য। সেখানে যাত্রা করা হউক। ইহাই উত্তম নীতিসম্মত বলিয়া আমি মনে করি—অন্যের যদি ইহা সকলের মনঃপূত হয়)।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে চরপ্রেরণপ্রসঙ্গে কৃপবাক্যবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সুশর্মণঃ প্রস্তাবানুসারেণ ত্রিগর্তবাসিনাং কৌরবাণাঞ্চ মৎস্যদেশাক্রমণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ রাজা ত্রিগর্তানাং সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যমুবাচ স্থবিতো বলী ॥১

অনরুদ্ধিকৃতাঃ পূর্বং মৎস্যশাল্বেয়কৈঃ প্রভো।
সূতেনৈব চ মৎস্যস্য কীচকেন পুনঃ পুনঃ ॥২

বাধিতো বন্ধুভিঃ সার্ধং বলাদ্ বলবতা বিভো।
স কর্ণমভ্যুদীক্ষ্যাথ দুর্য্যোধনমভাষত ॥৩

অনরুদ্ধৎস্যরাজ্যা যে রাষ্ট্রং বাধিতযোজনা।
প্রণেতা কীচকস্তস্য বলবানভবৎ পুরা ॥

ক্রূরোঽমর্ষী চ দুষ্টাত্মা ভুবি প্রখ্যাতবিক্রমঃ।
নিহতঃ স তু গন্ধর্বৈঃ পাপকর্মা নৃশংসবান্ ॥৫

তস্মিন্ বিনিহতে রাজা হতদর্পো নিরাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি নিরুৎসাহো বিরাট ইতি মে মতিঃ ॥৬

ত্রিংশ অধ্যায়।

[সুশর্ম্মার প্রস্তাব অনুসারে ত্রিগর্তবাসী ও কৌরবগণের মৎস্যদেশ আক্রমণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বহুরথাধিপতি ত্রিগর্ত দেশের রাজা বীর সুশর্ম্মা ব্যথিত হইয়া সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন।১

প্রভাবশালী দুর্য্যোধন! মৎস্য ও শাল্বদেশীয় জনগণ এবং মৎস্যরাজ্যের সেনাপতি সূতজাতীয় কীচক সুশর্ম্মার সহিত বারংবার শঠতা করিয়াছিল।২

বলবান্ কীচক বলপ্রয়োগে বন্ধুবর্গের সহিত এই সুশর্ম্মাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। সেই সুশর্ম্মা কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন।৩

মৎস্যরাজ বলপ্রয়োগে বারবার আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। বলবান্ কীচক পূর্ব্বে তাহার সেনাপতি ছিল।৪

সেই দুরাত্মা অতিশয় ক্রূর ও ক্রোধী ছিল। তাহার পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত ছিল। সেই নৃশংস ও পাপাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইয়াছে।৫

সে নিহত হওয়ায় রাজা বিরাট এখন

তত্র যাত্রা মম মতা যদি তে রোচতেঽনঘ।
কৌরবাণাঞ্চ সর্বেষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥৭

এতৎ প্রাপ্তমহং মন্যে কার্য্যমাত্যয়িকং হি নঃ।
রাষ্ট্রং তস্যাভিযাস্যামো বহুধান্যধনাকুলম্ ॥৮

আহরামোঽস্য রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ।
গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি বা তস্য হরিষ্যামো বিতাগতঃ ॥৯

অথবা গোধনান্যস্য শুভানি চ বহূনি চ।
বিবিধানি হরিষ্যামঃ প্রতিপীড্য পুরং বলাৎ ॥১০

কৌরবৈঃ সহ সঙ্গম্য ত্রিগর্তৈশ্চ বিশাম্পতে।
গাস্তস্যাপহরামোঽস্য সর্বৈশ্চৈব সুসংহতাঃ ॥১১

সংবিভাগেন কৃত্বা তু বিদ্যাম্যোঽস্য পৌরুষম্।
হত্বা চাস্য চমূং কৃৎস্নাং বশমেবানয়ামহে ॥১২

তং বশে স্থাপয়িত্বা তু কৃত্বা সুখং বৎস্যামহে বয়ম্।
ভবতাং বলবৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কর্ণো রাজানমব্রবীৎ।
সূক্তং সুশর্মণা বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতঞ্চ নঃ ॥১৪

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বিনির্যামো যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
বিভজ্য চাপ্যনীকানি যথা বা মন্যতেঽনঘ ॥১৫

প্রাজ্ঞো বা কুরুবৃদ্ধোঽয়ং সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
আচার্য্যশ্চ যথা দ্রোণঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
মন্যন্তে তে যথা সর্বে তথা যাত্রা বিধীয়তাম্ ॥১৬

মন্ত্রয়িত্বা চাপি গচ্ছামঃ সাধনার্থং মহীপতেঃ।
কিন্তু নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্য্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ ॥১৭

নিঃসহায়, হতদর্প ও নিরুৎসাহ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় ।৬

উৎসাহশীল সম্রাট্। যদি আপনার এবং সমস্ত কৌরবগণ ও মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে সেখানে যুদ্ধযাত্রায় আমার সম্মতি আছে ।৭

আমি মনে করি, এখন উপযুক্তকাল আসিয়াছে ও আমাদের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্যকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। বিরাটরাজার বহু-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজ্যে আমরা অভিযান করিব ।৮

তাহার বিবিধ ধনরত্ন হরণ করিব, অথবা নগর আক্রমণ করিয়া বিত্তানুসারে বলপূর্ব্বক নানা-প্রকারের বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম গোধন হরণ করিব ।৯

অথবা তাহার যে সুন্দর অনেক গরুর বহু দল আছে, বলপূর্ব্বক মৎস্যনগরকে বিধ্বস্ত করিয়া সেই সমস্ত গোসকলকে হরণ করিব ।১০

হে রাজন্। কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত জনগণের সহিত উত্তমরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অদ্য আমরা তাহার গোধনসমূহ হরণ করিব ।১১

উহার পরাক্রমকে ইতস্ততঃ বিভক্ত করিয়া নিগৃহীত করিব এবং সমস্ত সৈন্য হত্যা করিয়া উহাকে বশীভূত করিব ।১২

যাহাকে ন্যায়ানুসারে বশীভূত করিয়া আমরা সুখে বাস করিতে থাকিব এবং আপনারও তাহাতে বলবৃদ্ধি হইবে—সন্দেহ নাই ।১৩

তাহার সেই কথা শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—সুশর্ম্মা উত্তম কথাই বলিয়াছেন, এই বাক্য আমাদের হিতকর এবং কালোচিত ।১৪

সুতরাং সমগ্র বাহিনী একত্র করিয়া অথবা দলে দলে সেনা বিভক্ত করিয়া শীঘ্রই আমরা যাত্রা করি কিংবা আপনি যেমন মনে করেন এবং আমাদের সকলের পিতামহ কুরুকুলবৃদ্ধ এই প্রাজ্ঞ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ এবং শরদ্বানের নন্দন কৃপ—ইঁহারা সকলে যেরূপ মনে করেন, সেইভাবে যাত্রা করা হউক ।১৫-১৬

রাজার কার্য্য-সাধনের জন্য মন্ত্রণাপূর্ব্বক আমরা সত্বর যাত্রা করিব। অর্থবল ও পৌরুষহীন পাণ্ডবেরা

অত্যন্তং বা প্রনষ্টাস্তে প্রাপ্তা বাপি যমক্ষয়ম্।
যাতো বাজন্ নিরুদ্বিগ্নঃ বিরাটনগরং বয়ম্॥
আদাস্যামো হি শাস্তস্য বিবিধানি বসূনি চ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দুর্যোধনো রাজা বাক্যমাদায় তস্য তৎ।
বৈকর্তনস্য কর্ণস্য ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়ৎ স্বয়ম্ ॥১৯

শাসনে নিত্যসংযুক্তং দুঃশাসনমনন্তরম্।
সহ বৃদ্ধৈস্তু সম্মন্ত্র্য ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্ ॥২০

যথোদ্দেশঞ্চ গচ্ছাম সহিতাস্তত্র কৌরবৈঃ।
সুশর্মা চ যথোদ্দিষ্টং দেশং যাতু মহারথঃ।
ত্রিগর্তৈঃ সহিতো রাজা সমগ্রবলবাহনঃ ॥২১

প্রাগেব বি সুসংযোতো মৎস্যস্য বিষয়ং প্রতি।
অথস্ততো বয়ং তত্র যাস্যামো দিবসান্তরে ॥
বিষয়ং মৎস্যরাজস্য সুসমৃদ্ধং সুসংহতাঃ ॥২২

তে যান্তু সহিতাস্তত্র বিরাটনগরং প্রতি।
ক্ষিপ্রং গোপান্ সমাদায় গৃহ্যন্তু বিপুলং ধনম্ ॥২৩
গবাং শতসহস্রাণি শ্রীমন্তি গুণবন্তি চ।
বয়মপ্যনুগৃহ্যৈনো ত্বিত্বা কৃত্বা বহুদ্বিনীম্ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে স্ম গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহ্নের্মহীপতে।
সন্নদ্ধা রথিনঃ সর্বে সপদাতা বলোৎকটাঃ ২৫

প্রতি বৈরং চিকীর্ষন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ।
আদাতুং গাঃ সুশর্মাণ কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমীম্ ॥২৬

আমাদের কিই বা করিবে ?১৭

হয়ত' তাহারা একান্তভাবেই চক্ষুর অগোচরে গমন করিয়াছে কিংবা হয়ত' যমালয়েই চলিয়া গিয়াছে। রাজন্। আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইয়াই বিরাটনগরে যাত্রা করিয়া তাহার নানাবিধ ধনরত্ন ও গোধনসমূহ আনয়ন করিব।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্যোধন সেই সূর্য্যপুত্র কর্ণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া নিয়তশাসনাধীন সন্নিহিত দুঃশাসনকে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আদেশ করিলেন যে, বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সত্বর সৈন্য যোজনা কর।১৯-২০

আমরা কৌরবগণের সহিত সেই বাহিনীতে মিলিত হইয়া যথাস্থানে গমন করিব। মহারথ সুশর্মাও যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করুন। রাজা সুশর্মা ত্রিগর্তদেশীয় জনগণের সহিত সমগ্র সৈন্য ও বাহনসহ সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্বেই মৎস্যরাজ্যে প্রবেশ করুন। আমরা পশ্চাদ্ভাগে সুসংহত হইয়া দ্বিতীয়দিবসে মৎস্যরাজের সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্যে গমন করিব।২১-২২

তাঁহারা তথায় সম্মিলিত হইয়া বিরাটনগরে প্রবেশ করুন এবং গোপদিগকে আক্রমণ করিয়া বিপুল গোধন গ্রহণ করুন।২৩

আমরাও সৈন্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়া, পশ্চাতে সুন্দর শ্রীমন্তিত গুণসম্পন্ন শতসহস্র গোধন গ্রহণ করিব।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। তাঁহার নির্দ্দেশমত অগ্নিকোণে গমন করিয়া উৎকৃষ্টবলশালী রথী এবং পদাতি সকলে সম্মিলিত ও সুসজ্জিত হইল।২৫

অপরে দিবসে সর্বে রাজন্ সুরথ কৌরবাঃ।
অষ্টম্যাং তে সুগৃহ্নন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দক্ষিণ-গোগ্রহে সুশর্মাভিযানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

মহাবলশালী তাহারা সকলে বৈরনির্যাত-নেচ্ছায় গোধনের প্রতি অভিলাষী হইল। হে রাজন্! অনন্তর সুশর্মা কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমীতে গো-ধন গ্রহণ করিতে এবং কৌরবেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে সহস্র সহস্র গো-যূথ পরিগৃহীত করিতে লাগিল।২৬-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দক্ষিণগোগ্রহে সুশর্মার অভিযানে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবচতুষ্টয়ৈঃ সহ রাজ্ঞো বিরাটস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্তেষাং মহারাজ তত্রৈবাভিততেজসাম্।
ছদ্মলিঙ্গপ্রবিষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১
ব্যতীতঃ সময়ঃ সম্যগ্ বসতাং বৈ পুরোত্তমে।
কুর্বতাং তস্য কর্মাণি বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥২
কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
পরাং সম্ভাবনাং চক্রে কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥৩
তত্ত্রয়োদশস্যান্তে তস্য বর্ষস্য ভারত।
সুশর্মণা গৃহীতং তদ্ গোধনং ভরসা বহু ॥৪

(ততঃ শব্দো মহানাসীৎ বেণুশ্চ বিরজস্পৃশৎ।
শঙ্খদুন্দুভিঘোষশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥
গবাশ্ব-রথ-নাগানাং নরাণাঞ্চ পদাতিনাম্।
এবং তৈস্তুভিনির্যায় মৎস্যরাজস্য গোধনে ॥

ত্রিগর্তৈর্গৃহ্যমাণে তু গোপালাঃ প্রত্যবেদয়ন্।
অথ ত্রিগর্তা বহবঃ পরিগৃহ্য ধনং বহু ॥

পরিক্ষিপ্য হয়ৈঃ শীঘ্রৈ রথব্রাতৈশ্চ ভারত।
গোপালান্ প্রত্যযুধ্যন্ত রণে কৃত্বা ভয়ে ধৃতিম্ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

[চারি পাণ্ডবের সহিত রাজা বিরাটের যুদ্ধ যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! তারপর সেই বিরাটরাজার রাজধানীতে ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক অবস্থান করিয়া বিরাট রাজারই কার্য্য করিতে করিতে অমিততেজস্বী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল।১-২

কীচক নিহত হইবার পরে শত্রুবীরহন্তা বিরাটরাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।৩

হে ভরতনন্দন! তারপর সেই ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইবার পরে সুশর্মা সেই বহুসংখ্যক গোধন বলপূর্বক গ্রহণ করিতে লাগিল।৪

(তারপর ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল এবং ধূলি আকাশ স্পর্শ করিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ ও ভেরীর ভীষণ শব্দ এবং গো-অশ্ব-রথ-হস্তী-

তে হন্যমানা বহুভিঃ প্রাস-তোমরপাণিভিঃ।
গোপালা গোকুলে ভক্তা বারয়ামাসুরোজসা ॥
পরশ্বধৈশ্চ মুসলৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥
গোপালাঃ কর্মভিশ্চিত্রৈর্ঘ্নন্তো রথিনাম্ সমন্ততঃ।
তে হন্যমানাঃ সংক্রুদ্ধাস্ত্রিগর্তা রথযোধিনঃ ॥
বিসৃজ্য শরবর্ষাণি গোপান্ ব্যত্রাবয়ন্ রণে।)
ততো জবেন মহতা গোপঃ পুরমথাব্রজৎ।
স দৃষ্ট্বা মৎস্যরাজস্য রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী ॥৫
শূরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিভিঃ।
সংবৃতং মন্ত্রিভিঃ সার্ধং পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬
তং সভায়াং মহারাজমাসীনং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
সোঽভ্যবীদুপসঙ্গম্য বিরাটং প্রণতস্তদা ॥৭

অস্মান্ ধৃষ্টি বিনির্জিত্য পরিভূয় সবান্ধবান্।
গবাং শতসহস্রাণি ত্রিগর্তাঃ কালয়ন্তি তে ॥৮

তান্ পরীপ্সস্ব রাজেন্দ্র মা নেষুঃ পশবস্তব।
শ্রুত্বা নৃপতিঃ সেনাং মৎস্যানাং সমযোজয়ৎ ॥৯

রথ-নাগাশ্বকলিলাং পত্তি-ধ্বজসমাকুলাম্।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ তস্যাস্ত্রাণায় ভেজিরে ॥১০

তানুমন্তি বিচিত্রাণি শুভদেহ্যানি ভাগশঃ।
সবস্ত্রাণসগর্ভং তু কবচং তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১

বিরাটস্য প্রিয়ো ভ্রাতা শতানীকোঽভ্যধাবয়ৎ।
সর্বপারসবং বর্ম কল্যাণপটলং দৃঢ়ম্ ॥১২

মল্লযুদ্ধ ও পদাঘাতনৈপুণ্যের দ্বারা কোলাহল উত্থিত হইল। সেই ত্রিগর্তের সৈন্যগণ এইভাবে অভিযান করিয়া মৎস্যরাজের গো-ধন গ্রহণ করিতে লাগিলে গোপালগণ বাধা দিতে লাগিল। হে ভরতনন্দন। অনন্তর বহুসংখ্যক ত্রিগর্তসেনা বহু ধন গ্রহণ করিয়া শীঘ্রগামী অশ্ব ও রথবৃন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ স্থির করিয়া গোপালদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রাস ও তোমরধারী বহুসংখ্যক ত্রিগর্তসেনার আঘাতে আহত হইয়াও গোকুলে রাজভক্ত গোপালগণ মুসল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল ও পরশুদ্বারা আশ্চর্য্য রকমের আঘাত করিয়া চারিদিকে অশ্ব-গুলিকে আহত করিল। তখন আঘাত পাইয়া রথারোহী ত্রিগর্তসেনারা ক্রুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধে বাণবর্ষণ করিয়া গোপালদিগকে তাড়াইয়া দিল।)

তদনন্তর একটি গোপ মহাবেগে নগরীর প্রতি ধাবিত হইল। সে মৎস্যরাজকে দেখিয়াই রথ হইতে লাফ খাইয়া লাফাইয়া পড়িল ॥৫

তারপর নিকটে আসিয়া কুণ্ডলাঙ্গদধারী বীর যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবেষ্টিত ও মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট রাষ্ট্রবর্ধনকারী সেই বিরাটরাজাকে প্রণামপূর্বক বলিল ॥৬-৭

ত্রিগর্তের সেনারা আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও সবান্ধবে লাঞ্ছিত করিয়া আপনার শতসহস্র গোধন হরণ করিয়া লইতেছে ॥৮

মহারাজ। তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করুন, আপনার পশুগুলি নষ্ট না হয়। তাহা শুনিয়া মৎস্যরাজ রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল পদাতি ও পতাকা-সমাকীর্ণ সৈন্য সমাবেশিত করিলেন ॥৯-১০

তন্মধ্যে বিরাটরাজার প্রিয়-ভ্রাতা শতানীক হীরকখচিত সৌবর্ণ উজ্জ্বল কাঞ্চনময় কবচ পরিধান

শতানীকাদবরজো মদিরাক্ষোঽভ্যহারয়ৎ।
শতসূর্য্যং শতাবর্তং শতবিন্দু শতাক্ষিমৎ ॥১৩

অভেদ্যকল্পং মৎস্যানাং রাজা কবচমাহরৎ।
উৎসেধে যস্য পদ্মানি শতং সৌগন্ধিকানি চ ॥১৪

সুবর্ণপৃষ্ঠং সূর্য্যাভং সূর্য্যদত্তোঽভ্যহারয়ৎ।
দৃঢ়মায়সগর্ভঞ্চ শ্বেতং বর্ম শতাক্ষিমৎ ॥১৫

বিরাটস্য সুতো জ্যেষ্ঠো বীরঃ শঙ্খোঽভ্যহারয়ৎ।
শতশশ্চ তনুত্রাণি রথাশ্বং তে মহারথাঃ ॥১৬

যোৎস্যমানা অনহ্যন্ত দেবরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সুপক্ষরেষু শুভ্রেষু মহৎসু চ মহারথাঃ ॥১৭

পৃথক্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথেষ্বাস্থানযোজয়ন্।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রতীকাশে রথে বিবৃহে হিরণ্ময়ে ॥১৮

মহাদ্ভুতাবো মৎস্যস্য ধ্বজ উচ্ছ্রিয়তে তদা।
অথাস্যান্ বিবিধাকারান্ ধ্বজান্ হেমপরিষ্কৃতান্ ॥১৯

যথাস্বং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথেষু সমযোজয়ন্।
(রথেষু যুজ্যমানেষু কঙ্কো রাজানমব্রবীৎ।
মহাপাস্ত্রৈঃ চতুর্মার্গমবাপ্তমুবিদত্তমাৎ ॥

দংশিতো রথমাস্থায় পদং নির্য্যামহং পরাম্।
অন্যঞ্চ বলবান্ শূরো বল্লবো দৃশ্যতেঽনঘ ॥

গোসংখ্যমথবঞ্চঞ্চ রথেষু সমযোজয়।
নৈতে ন জাতু যুধ্যেয়ুর্গবার্থমিতি মে মতিঃ ॥)

অথ মৎস্যোঽব্রবীদ্ রাজা শতানীকং জঘন্যজম্ ।২০

করিলেন।১২

শতানীকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদিরাক্ষ সর্ব্ববিধ অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ স্বর্ণপত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন।১৩

মৎস্যরাজ বিরাট যে অভেদ্যপ্রায় কবচ পরিধান করিলেন, তাহা এমনই ধাতুরত্নাদিখচিত ও কারুকার্য্যমণ্ডিত যে, তাহাতে যেন শত শত সূর্য্য, শত শত আবর্ত্ত, শত শত বিন্দু ও শত শত চক্ষু রহিয়াছে। যাহার উপরিভাগে শত শত পদ্ম ও শত শত সৌগন্ধিক (কহ্লার) অঙ্কিত রহিয়াছে এবং যাহার পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণময়—সূর্য্যদত্ত'-নামক এক বীর সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত সেই কবচ পরিধান করিলেন।১৪-১৫

বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র 'শঙ্খ'-নামক বীর চক্ষুর ন্যায় শত শত চিহ্নযুক্ত লৌহগর্ভ সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন। দেবতুল্য রূপবান্ ও মহারথ শত শত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার জন্য নিজ নিজ কবচ পরিধান করিলেন।

তারপর মহারথ যোদ্ধৃবৃন্দ সুন্দর সুন্দর উপকরণযুক্ত শ্বেতবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ রথে পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত অশ্বসমূহ যোজিত করিলেন।

তখন বিরাটরাজার চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুন্দর রথে সুদর্শন, সুবিশাল ও সুসজ্জিত ধ্বজ উত্থাপিত হইল।

তারপর বীর ক্ষত্রিয়েরা নিজ নিজ রথে স্বর্ণখচিত নানা আকৃতির বিভিন্ন ধ্বজ সংযোজিত করিলেন।

(যখন রথগুলি যোজনা করা হইতেছিল, তখন কঙ্ক রাজাকে বলিয়াছিলেন—কোনও বিখ্যাত ধনুর নিকট হইতে আমিও চারিমার্গের (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির উপর প্রয়োগযোগ্য) অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি।

আমিও বর্ম্মাবৃত ও রথারূঢ় হইয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিব। হে অনঘ! এই বলবান্ বল্লবও বীর, উহাকে এবং গো-সংখ্যাতা ও অশ্ব-রক্ষককেও রথারোহণে নিযুক্ত করুন। ইহারা

কঙ্ক-বল্লব-গোপালা দামগ্রন্থিশ্চ বীর্য্যবান্।
যুধ্যেয়ুরিতি মে বুদ্ধির্বর্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১

এতেষামপি বীরস্তাং রথা ধ্বজপতাকিনঃ।
কবচানি চ চিত্রাণি দৃঢ়ানি চ মৃদূনি চ ॥২২

প্রতিমুঞ্চন্তু গাত্রেষু বীরস্তামায়ুধানি চ।
বীরাভরূপাঃ পুরুষা নাগরাজকরোপমাঃ ॥২৩

নেমে জাতু ন যুধ্যেয়ুরিতি মে বীরতে মতিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতের্বাক্যং ব্যথিতমানসঃ ॥
শতানীকস্তু পার্থেভ্যো রথান্ রাজন্ সমাদিশৎ ॥২৪

সহদেবায় রাজ্ঞে চ ভীমায় নকুলায় চ।
তান্ প্রহৃষ্টাংস্ততঃ সূতা রাজভক্তিপুরস্কৃতাঃ ॥২৫

নিদিষ্টা নরদেবেন রথান্ শীঘ্রমযোজয়ন্।
কবচানি বিচিত্রাণি মৃদূনি চ দৃঢ়ানি চ ॥২৬
বিরাটঃ প্রাদিশদ্ যানি তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
তান্যাদৃচ্য শরীরেষু সংপিতাস্তে পরন্তপাঃ ॥২৭

রথান্ হয়ৈঃ সুসম্পন্নানাস্থায় চ নরোত্তমাঃ।
নির্যযুর্মুদিতাঃ পার্থাঃ শক্রসঙ্ঘাবমর্দ্দিনঃ ॥২৮

তরস্বিনস্তুল্যরূপাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
রথান্ হেমপরিচ্ছন্নানাস্থায় চ মহারথাঃ ॥২৯

বিরাটমন্বয়ুঃ পার্থাঃ সহিতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ।
চত্বারো ভ্রাতরঃ শূরাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ॥৩০

(দীর্ঘাণাঞ্চ দৃঢ়ানাঞ্চ ধনুষাং তে যথাবলম্।
উৎকৃষ্য পাণান্ মৌর্ব্বীণাং বীরাশ্চাপেষ্বযোজনম্ ॥

গোধন রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবে না এরূপ আমার মনে হয় না।

অনন্তর মৎস্যরাজ কনিষ্ঠভ্রাতা শতানীককে বলিলেন।১৬-২০

কঙ্ক, বল্লব, গোপালক ও দামগ্রন্থি—ইহারা বীর্য্যবান্। ইহারা যুদ্ধ করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে—ইহাতে সংশয় নাই।২১

ইহাদিগকেও ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ দাও। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচ ইহারা গাত্রে পরিধান করুন। ইহাদিগকে অস্ত্র দাও। ইহারা পৌরুষ-সম্পন্ন, ইহাদের অঙ্গ ও আকৃতি বীরের ন্যায়, কর করিরাজকরতুল্য।২২-২৩

ইহারা কখনো যুদ্ধের অযোগ্য নহেন—এই ধারণাই আমার দৃঢ় হইয়াছে। হে জনমেজয়! রাজার এই বাক্য শুনিয়া শতানীক যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব—এই পাণ্ডবগণের জন্য রথের আদেশ করিলেন। তারপর রাজভক্তির জন্য পুরস্কৃত রাজনির্দ্দিষ্ট সারথিরা আনন্দিত পাণ্ডবগণকে শীঘ্রই রথ যোগাইয়া দিল। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচসমূহ—সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবগণের জন্য রাজা যেগুলি আদেশ করিয়াছিলেন—সেইগুলি শরীরে পরিধান করিয়া পরন্তপ পাণ্ডবগণ সুসজ্জিত হইলেন।২৪-২৭

শত্রুসঙ্ঘ-মর্দ্দনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইয়া অশ্বসংযুক্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন।২৮

তাই যুদ্ধবেশী কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সকলেই বলবান্, সকলেই বীর, সকলেই মহারথ, সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অব্যর্থপরাক্রম। তাঁহারা চারিজাতা সুবর্ণখচিত চারিটী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া বিরাটরাজার অনুগমন করিলেন।২৯-৩০

(তাঁহারা দীর্ঘ ও সুদৃঢ় ধনুকগুলির জ্যা-গ্রন্থি শক্তি অনুসারে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া তুলিয়া ধনুকের কোটিতে আরোপণ করিলেন।

ততঃ সুবাসসঃ সর্বে তে বীরাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
চোদিতা নরদেবেন ক্ষিপ্রমশ্বানচোদয়ন্ ॥
তে হয়া হেমসংছন্না বৃহন্তঃ সাধুবাহিনঃ।
চোদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত পক্ষিণামিব পঙ্‌ক্তয়ঃ ॥
তীব্রাশ্চ মত্তমাতঙ্গা প্রতিনিকরটামুখাঃ।
ক্ষরন্তশ্চৈব নাগেন্দ্রাঃ সুস্রাবঃ যষ্টিহায়নাঃ ॥৩১
আরুহ্য যুদ্ধকুশলৈঃ শিক্ষিতা হস্তিসাদিভিঃ।
রাজানমন্বয়ুঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥৩২
বিশারদানাং যুধ্যানাং হৃষ্টানাং চারুজীবিনাম্।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি দশ নাগশতানি চ ॥৩৩

ষষ্টিশ্চাশ্বসহস্রাণি মৎস্যানামভিনির্যযুঃ।
তদনীকং বিরাটস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥৩৪

সম্প্রয়াতং তদা রাজন্ নিরীক্ষন্তং পরাং পদম্।
তম্ বলাগ্র্যং বিরাটস্য সম্প্রহৃষ্টমশোভত।
যূঢ়ানুযুজনাকীর্ণং গজাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
মৎস্যরাজবলোদ্যোগে এক-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

তারপর উত্তম বসনাবৃত ও চন্দনালঙ্কৃত সেই বীরগণ সকলেই রাজার আদেশ পাইয়া দ্রুত অশ্ব চালনা করিলেন।

সেই রথবহনক্ষম সুবর্ণভূষিত বিশালকায় অশ্বসমূহ প্রেরিত হইয়া পক্ষিবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইল।

যাহাদের করটামুখ বিদীর্ণ হইয়াছে এইরূপ মত্ত হস্তী ও যাহাদের মদক্ষরণ হইতেছে এইরূপ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৃঢ় ও সুদীর্ঘ দন্তযুক্ত বিশাল বিশাল শিক্ষিত হস্তী—যাহাদের পৃষ্ঠে যুদ্ধকুশল হস্ত্যারোহীরা আরোহণ করিয়াছেন—যাহাদিগকে এক একটী চলন্ত পর্ব্বত বলিয়া যেন মনে হয়, তাদৃশ হস্তীর দল রাজার পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।৩১-৩২

যুদ্ধবিশারদ, জানন্দিত ও সুচারুজীবন-যাত্রার অত্যন্ত অর্থাৎ সবল সুস্থ (যাহারা অনাহার, অল্পাহার বা অনুপযুক্তাহারে ক্লিষ্ট) মৎস্যদেশীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণের আট হাজার রথ, এক হাজার হস্তী, ষাটহাজার অশ্ব সেই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিল।৩৩-৩৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! গোষ্ঠনিরীক্ষণরত বিরাটরাজার অনুগামী হইয়া তদীয় সেই সৈন্যবৃন্দ শোভা পাইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল দৃঢ় অস্ত্রধারী, জনসমাকীর্ণ, যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত বিরাট রাজার সেই উত্তম সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে
মৎস্যরাজের রণোদ্যোগবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মৎস্য-ত্রিগর্তদেশীয়সৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নির্যায় নগরাচ্ছূরা বৃঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ।
ত্রিগর্তানভ্যপাশ্যন্ মৎস্যাঃ সূর্য্যে পরিণতে সতি ॥১

তে ত্রিগর্তাশ্চ মৎস্যাশ্চ সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
অন্যোন্যমভিসর্জন্তো গোষু গৃধ্না মহাবলাঃ ॥২

ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গাস্তোমরাঙ্কুশনোদিতাঃ।
গ্রামণীয়ৈঃ সমারূঢ়াঃ কুশলৈর্হস্তিসাদিভিঃ ॥৩

তেষাং সমাগমো ঘোরস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
হতানাং পরমন্যোন্যং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥৪

দেবাসুরসমো রাজন্নাসীৎ সূর্য্যেঽবলম্বতি।
পদাতিরথনাগেন্দ্রবরারোহবলৌঘবান্ ॥৫

অন্যোন্যহতসঙ্কল্পাংস্তাং নিঘ্নতাং চেতরেতরম্।
উদতিষ্ঠদ্ বলো ভৌমং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬

পক্ষিণশ্চাপতন্ ভূমৌ সৈন্যেন রজসাবৃতাঃ।
ইষুভির্ব্যতিসর্পদ্ভিরাদিত্যোঽন্তরধীয়ত ॥৭

খড়্গৈস্তৈরিব সংযুক্তমন্তরিক্ষং ব্যরাজত।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি ব্যতিষিক্তানি ধন্বিনাম্ ॥৮

পততাং লোকবীরাণাং সম্যগ্নিক্ষিপমস্তাম্।
যথা রথৈঃ সমাজগ্মুঃ পাদাতৈশ্চ পদাতয়ঃ ॥৯

নাগিনঃ নাগিভিশ্চৈব গৃহ্যন্তশ্চাপি মহাগজাঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈঃ শক্তিভিস্তোমরৈরপি ॥১০

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[মৎস্য ও ত্রিগর্তদেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্য-দেশীয় বীর যোদ্ধৃগণ নগর হইতে নির্গত হইয়া সৈন্য ব্যূহরচনাপূর্ব্বক যখন ত্রিগর্ত্তের সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইলেন, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।১

যোধনাভিলাষী, মহাবলশালী, রণোন্মত্ত সেই ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল।২

রাজকীয় সুদক্ষ হস্ত্যারোহিদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ভীষণাকার মত্তহস্তীর দলও তোমর ও অঙ্কুশ-দ্বারা পরিচালিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।৩

হে রাজন্! পরস্পরের হত্যানিরত সেই সৈন্যগণের ভয়াবহ রোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম যমের রাজ্য বাড়াইতে লাগিল।৪

সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে নামিয়া পড়িয়াছেন। হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী এবং পদাতিক সৈন্য-সমূহের সেই সম্মিলিত সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় হইয়াছিল।৫

তাহারা পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল, ভূতল হইতে এত ধূলি উত্থিত হইল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না।৬

সৈন্যসমুদ্ভূত ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষীরাও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরস্পর সংসক্ত শরজালে সূর্য্যও আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন।৭

জগদ্বিখ্যাত বীরগণ ধনুক ধারণ করিয়া বাম ও দক্ষিণে শরক্ষেপণ করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে সুবর্ণ-খচিত ধনুকগুলি পরস্পর সংসক্ত হইতে লাগিল। তাহাতে আকাশে যেন জোনাকীর ঝাঁক মিলিত

সংবেদ্ধাঃ সমরে রাজন্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
নিঘ্নন্তঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরান্ পরিঘবাহবঃ ॥১১
ন শেকুরভিসংবেদ্ধাঃ শূরান্ কর্তুং পরাঙ্মুখান্।
কৃত্তোত্তরোষ্ঠং সুনসং কৃত্তকেশমলঙ্কৃতম্ ॥১২
অদৃশ্যত শিরশ্ছিন্নং রক্তোগ্রস্তং সকুণ্ডলম্।
অদৃশ্যংস্তত্র গাত্রাণি শরৈশ্ছিন্নানি ভাগশঃ ॥১৩
শালস্কন্ধনিকাশানি ক্ষত্রিয়াণাং মহামৃধে।
নাগভোগনিকাশৈশ্চ বাহুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥১৪
আস্তীর্ণা বহুধা ভাতি শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
রথিনাং রথিভিশ্চাত্র সম্প্রহারোঽভ্যবর্তত ॥১৫

সাদিভিঃ সাদিনাং চাপি পদাতীনাং পদাতিভিঃ
উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং রুধিরেণ প্রদর্পতা ॥১৬

কশ্মলং চাবিশদ্ ঘোরং নির্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
(যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
ব্যূহং কৃত্বা বিরাটস্য অযুধ্যত পাণ্ডবঃ ॥
আত্মানং স্যেনবৎ কৃত্বা তুণ্ডমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পক্ষৌ যমৌ চ ভবতঃ পুচ্ছমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥

ত্রিসহস্রং রথান্ বীরঃ পরলোকং প্রবেশয়ৎ।
নকুলস্ত্রিশতং হত্বা সহদেবশ্চতুঃশতম্ ॥)

উপাবিশন্ গুরুস্রস্তাঃ শরৈর্গাঢ়ং প্রবেজিতাঃ।
অন্তরিক্ষে পতিষ্যন্তো দর্শনং চাপ্যকুর্বত ॥১৭

তে যত্তাঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ
ন শেকুর্যুধিসংবেদ্ধাঃ শূরান্ কর্তুং পরাঙ্মুখান্ ॥১৮

হইতেছে, এইরূপ দেখা গেল।৮-৯

রথ রথের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। হে রাজন্! তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে পরস্পরকে তরবারি, প্রাস, পট্টিশ, শক্তি ও তোমর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরিঘতুল্য বাহুশালী বীরগণ সংক্রোধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও, বীর প্রতিপক্ষদিগকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। উত্তম নাসিকাযুক্ত, ছিন্নকেশ, কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্ন-মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে দেখা গেল—যাহার উপরের ওষ্ঠ কাটিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।১০-১৩

সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরগণের শালস্কন্ধসদৃশ দেহসমূহ শরাঘাতে ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইতে দেখা যাইল। মহাসর্পসদৃশ চন্দনানুলিপ্ত বাহু ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে বসুধা আস্তীর্ণ হইল। রথীর সহিত রথীর, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রবাহিত রুধির-ধারায় ভূতলের ধূলি প্রশমিত হইল।১৪-১৬

একটা ভয়ানক নির্দ্দয়তা আবিষ্ট হইল এবং তাহা যেন ক্রমেই সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল।

(পাণ্ডুনন্দন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও তখন বিরাট-রাজার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই ব্যূহের আকৃতি শ্যেনবৎ করিয়া যুধিষ্ঠির তাহার মুখ হইলেন, নকুল ও সহদেব দুইটি পক্ষ এবং ভীম হইলেন তাহার পুচ্ছ।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। সর্ব্বশস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ বীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া দুই সহস্র রথীকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। নকুল তিনশত ও সহদেব চারিশত রথীর প্রাণ হরণ করিলেন।)

শতানীকঃ শতং হত্বা বিশালাক্ষশ্চতুঃশতম্।
প্রবিষ্টৌ মহতীং সেনাং ত্রিগর্তানাং মহারথৌ ॥১৯

তৌ প্রবিষ্টৌ মহাসেনাং বলবন্তৌ মনস্বিনৌ।
আর্চ্ছেতাং বহুসংযন্তৌ কেশাকেশি রথারথি ॥২০

লক্ষয়িত্বা ত্রিগর্তানাং তৌ প্রবিষ্টৌ রথব্রজম্।
অগ্রতঃ সূর্য্যদত্তশ্চ মদিরাক্ষশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥২১

বিরাটস্তত্র সংগ্রামে হত্বা পঞ্চশতান্ রথান্।
হয়ানাঞ্চ শতান্যষ্টৌ হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥২২

চরন্ স বিবিধান্ মার্গান্ রথেন রথসত্তমঃ।
ত্রিগর্তানাং সুশর্মাণমাচ্ছেদ্ ক্ষুরপ্রধং রণে ॥২৩

তৌ ব্যবাহরতাং তত্র মহাস্ত্রানৌ মহাবলৌ।
অন্যোন্যমভিসর্পন্তৌ গোষ্ঠেষু বৃষভাবিব ॥২৪

ততো রাজা ত্রিগর্তানাং সুশর্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
মৎস্যং সমাসাদ্য রাজানং দ্বৈরথেন নরর্ষভঃ ॥২৫

ততো রথাভ্যাং রথিনৌ ব্যতীয়তুরমর্ষণৌ।
শরান্ ব্যসৃজতাং শীঘ্রং তোয়ধারা ঘনা ইব ॥২৬

অন্যোন্যং চাপি সংরব্ধৌ বিচেরতুরমর্ষণৌ।
কৃতাস্ত্রৌ নিশিতৈর্বাণৈরসিশক্তিগদাভৃতৌ ॥২৭

ততো রাজা সুশর্মাণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চাস্য বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥২৮

পক্ষিগণ শরজালে অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া বলিয়া রহিল, আকাশে যাহাদের গতি তাহাদের দর্শনও শরজালে অবরুদ্ধ হইল।১৭

পরিঘতুল্য বাহুশালী সেই বীরগণ যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিয়াও প্রতিপক্ষীয় বীরদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিলেন না।১৮

মহারথ শতানীক একশত ও মহারথ বিশালাক্ষ চারিশত সৈন্য বধ করিয়া উভয়েই ত্রিগর্ত্তের বিশাল বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।১৯

সেই বলবান্ ও নির্ভীকচিত্ত বীরদ্বয় সেই বিশাল বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেশাকেশি (পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ) ও রথারথি (রথে রথে যুদ্ধ) যুদ্ধের সম্মুখীন হইলেন।২০

তাঁহারা দুই ভ্রাতে ত্রিগর্ত্তসেনার রথসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সূর্য্যদত্ত অগ্রবর্ত্তী ও মদিরাক্ষ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।২১

সেই যুদ্ধে বিরাটরাজা পাঁচশত রথ ধ্বংস করিয়া আটশত অশ্ব ও পাঁচটী মহারথ বীরকে হত্যা করিলেন।২২

উত্তম রথী বিরাট রথারোহণে নানা পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চনময় রথে আরূঢ় ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন।২৩

মহা উৎসাহী ও মহাবলশালী তাঁহারা উভয়ে সেই রণক্ষেত্রে হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে পরস্পরের প্রতি গোষ্ঠমধ্যে বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।২৪

তারপর রণোন্মত্ত পুরুষপ্রবীর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।২৫

তারপর অতি ক্রোধী দুই রথী রথে রথে পরস্পর মিলিত হইলেন এবং জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শীঘ্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২৬

অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত শাণিত বাণসহ অসি, শক্তি ও গদাধারী তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি সক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।২৭

তারপর বিরাটরাজা সুশর্ম্মাকে দশটী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচ পাঁচটী বাণ দ্বারা উহার চারিটী অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।২৮

তথৈব মৎস্যরাজানং সুশর্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
পঞ্চাশতা শিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধ পরমাস্ত্রবিৎ ॥২৯
ততঃ সৈন্যং মহারাজ মৎস্যরাজ-সুশর্মণোঃ।
নাভ্যজানাৎ তদান্যোন্যং সৈন্যেন রজসাবৃতম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাট-সুশর্মযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

উত্তম অস্ত্রবিদ্ সমরোদ্যত সুশর্মাও সেইরূপ পঞ্চাশটী শাণিত বাণ দ্বারা মৎস্যরাজকে বিদ্ধ করিল ॥২৯

হে মহারাজ জনমেজয়। তারপরে মৎস্যরাজের ও সুশর্মার সৈন্যগণ সৈন্যোত্থিত ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিল না ॥৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে বিরাট ও সুশর্মাযুদ্ধবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং প্রযত্নেন সুশর্মসমীপতো বিরাটস্য মুক্তিলাভঃ, ভীমহস্তেন সুশর্মণো নিগ্রহঃ, যুধিষ্ঠিরকৃপয়া মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমসাভিপ্লুতে লোকে রজসা চৈব ভারত।
অতিষ্ঠন্ বৈ মুহূর্তং তু বৃঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥১

ততোঽন্ধকারং প্রণুদন্নুদতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ।
কুর্বাণো বিমলাং রাত্রিং নন্দয়ন্ ক্ষত্রিয়ান্ যুধি ॥২

ততঃ প্রকাশমাসাদ্য পুনর্যুদ্ধমবর্তত।
ঘোররূপং ততস্তে স্ম নাবৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥৩
ততঃ সুশর্মা ত্রৈগর্তঃ সহ ভ্রাত্রা যবীয়সা।
অভ্যদ্রবন্মৎস্যরাজং রথব্রাতেন সর্বশঃ ॥৪
ততো রথাভ্যাং প্রস্কন্দ্য ভ্রাতরৌ ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
গদাপাণী সুসংরব্ধৌ সমভ্যদ্রবতাং রথান্ ॥৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের চেষ্টায় সুশর্মার হাত হইতে বিরাটের মুক্তিলাভ, ভীমের হস্তে সুশর্মার নিগ্রহ ও যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত। সেই সময় ধূলায় ও অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় সুসজ্জিত সৈন্যসহ যোদ্ধৃবৃন্দ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন ॥১

তারপর অন্ধকার দূর করিয়া চন্দ্রের উদয় হইলে রাত্রি নির্মল হইল এবং তখন ক্ষত্রিয়গণ আবার যুদ্ধের অবকাশ পাইয়া আনন্দিত হইল ॥২

তারপর আলোকে পাইয়া পুনরায় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইল না ॥৩

তারপর সুশর্মা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা ও ত্রিগর্তদেশীয় সৈন্যবৃন্দের সহিত রথযুক্ত হইয়া চারিদিক হইতে মৎস্যরাজের দিকে ধাবিত হইল ॥৪

(মত্তাবিব বৃষাবেতৌ গজাবিব মদোদ্ধতৌ ।
সিংহাবিব গজ-প্রাপ্তৌ শক্রবৃত্রাবিবোত্থিতৌ ॥
উভৌ তুল্যবলোৎসাহাবুভৌ তুল্যপরাক্রমৌ ।
উভৌ তুল্যাস্ত্রবিদ্বাংসৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥)

তয়োরেব তেষাং তু বলানি তানি
ক্রুদ্ধান্যন্যোন্যমভিদ্রবন্তি ।
গদাসিষষ্টিপ্রাসৈশ্চ পরশ্বধৈশ্চ
প্রাপৈশ্চ তীক্ষ্ণাগ্রশরাসনৈঃ ॥৬

বলং তু মৎস্যস্য বলেন রাজ্ঞা
সর্বং ত্রিগর্তাধিপতিঃ সুশর্মা ।
প্রমথ্য জিত্বা চ প্রসহ্য মৎস্যং
বিরাটমোজস্বিনমভ্যধাবৎ ॥৭

তারপর সেই ক্ষত্রিয়বীর দুই ভ্রাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং গদা হস্তে লইয়া প্রতিপক্ষের রথগুলির দিকে ধাবিত হইল ।৫

(ইহারা দুইজনে যেন মত্ত বৃষভদ্বয়, যেন মদমত্ত দুই হস্তী, যেন হস্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দুই সিংহ, যেন যুদ্ধোদ্যত ইন্দ্র ও বৃত্র ।

দুইজনেরই বল, উৎসাহ ও পরাক্রম সমান । দুই জনেই সমান অস্ত্রবিশারদ এবং দুইজনেই সমান সংগ্রামদক্ষ ।)

উভয়পক্ষের সেই সৈন্যগণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা, অসি, যষ্টি, প্রাস, পরশু এবং তীক্ষ্ণাগ্র ও সুদৃঢ়ধারযুক্ত প্রাস লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল ।৬

ত্রিগর্তাধিপতি রাজা সুশর্মা মৎস্যরাজের সমস্ত সৈন্যকে বলে প্রপীড়িত ও পরাজিত করিয়া সহসা তেজস্বী মহারাজ বিরাটের প্রতি ধাবিত হইল ।৭

তৌ নিহত্য পৃথগ্ ধুর্য্যাবুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী ।
বিরথং মৎস্যরাজানং জীবগ্রাহমগৃহ্ণতাম্ ॥৮

তমুদ্ধৃত্য সুসংহৃত্য যুবতীমিব কামুকঃ ।
স্যন্দনং স্বং সমারোপ্য প্রযযৌ শীঘ্রবাহনঃ ॥৯

তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে বিরাটে বলবত্তরে ।
প্রাদ্রবন্ত ভয়াত্মৎস্যাস্ত্রিগর্তৈর্বদিতা ভৃশম্ ॥১০

তেষু শস্ত্রস্তমানেষু কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
প্রত্যভাষন্মহাবাহুং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥১১

মৎস্যরাজঃ পরামৃষ্টস্ত্রিগর্তেন সুশর্মণা ।
তং মোচয় মহাবাহো ন গচ্ছেদ্ বিষয়াং বশম্ ॥১২

উষিতাঃ স্ম সুখং সর্বে সর্বকামৈঃ সুপূজিতাঃ ।
ভীমসেন ত্বয়া কার্য্যা তস্য ধীরস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১৩

তাহারা দুই ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রথবাহী অশ্ব, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বধ করিয়া রথহীন মৎস্যরাজকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিল ।৮

তারপর সুশর্মা তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া, কামুক যেমন যুবতীকে লইয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ নিজরথে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল ।৯

সেই অতিবলবান্ বিরাটরাজা রথহীন হইয়া শত্রুহস্তে ধৃত হইলে, ত্রিগর্তসৈন্যের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল ।১০

তাহারা সন্ত্রস্ত হইলে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী মহাবাহু ভীমসেনকে বলিলেন ।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো ! মৎস্যরাজ ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মার হস্তে ধৃত হইয়াছে,

ভীমসেন উবাচ

অহমেনং পরিত্রাস্যে শাসনাৎ তব পার্থিব।
পশ্য মে সুমহৎ কর্ম যুধ্যতঃ সহ শত্রুভিঃ ॥১৪

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
একান্তমাশ্রিতো রাজন্ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥১৫

সুস্কন্ধোঽয়ং মহাবৃক্ষো গদারূপ ইব স্থিতঃ।
অহমেনমপাকৃত্য ত্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৭

মা ভীম সাহসং কার্ষীস্তিষ্ঠৈবেহ বনস্পতিঃ।
মা ত্বং বৃক্ষেণ কর্মাণি কুর্বাণমতিমানুষম্ ॥১৮

জনাঃ সমববুধ্যেরন্ ভীমোঽয়মিতি ভারত।
অন্যদেবায়ুধং কিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যস্ব মানুষম্ ॥১৯

চাপং বা যদি বা শক্তিং নিস্ত্রিংশং বা পরশ্বধম্।
যদেব মানুষং ভীম তদেবেহোপলক্ষিতম্ ॥২০

তদেবায়ুধমাদায় মোক্ষয়াশু মহীপতিম্।
যমৌ চ চক্ররক্ষৌ তে ভবিতারৌ মহাবলৌ ॥২১

সহিতাঃ সমরে তত্র মৎস্যরাজং পরীপ্সত।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বেগেন ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২২

গৃহীত্বা তু ধনুঃ শ্রেষ্ঠং জবেন সুমহাজবঃ।
ব্যমুঞ্চদ্ধরধারাণি পর্জন্য ইব তোয়দঃ ॥২৩

তং ভীমো ভীমকর্মাণং সুপর্ণমিবাত্রবীৎ।
বিরাটং সমরীক্ষ্যেনং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবৎ ॥২৪

তাঁহাকে মুক্ত কর। তিনি যেন শত্রুর বশীভূত না হইয়া পড়েন।১২

আমরা সকলে সর্বপ্রকার অভীষ্টবস্তু দ্বারা সম্পন্নিত হইয়া সুখে বাস করিয়াছি। ভীম! তুমি সেই বাসের ঋণ পরিশোধ কর।১৩

ভীম বলিলেন,—রাজন্! আপনার আদেশে আমি ইহাকে রক্ষা করিব। শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধে আমার গুরুতর কার্য্য দেখুন।১৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়া একপ্রান্তে অবস্থান করুন এবং আমার পরাক্রম দেখুন।১৫

গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুন্দর কাণ্ড-যুক্ত এই যে বিশাল বৃক্ষটি রহিয়াছে, আমি ইহাকে উৎপাটিত করিয়া শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিতেছি।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর ভ্রাতা ভীমকে মত্ত-হস্তীর ন্যায় বৃক্ষটি নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি সাহসের কার্য্য করিও না, এই বৃক্ষ থাকুক বৃক্ষদ্বারা অতিমানবীয় কর্ম করিলে লোকে তোমাকে 'এই ভীম' বলিয়া চিনিয়া ফেলে। সুতরাং তুমি মানবোচিত অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণ কর।১৮-১৯

হে ভীম! ধনুক, শক্তি, খড়্গ বা পরশু—যাহা কিছু মানবের যোগ্য অস্ত্র, অন্যের লক্ষ্য না করিবার মত সেই অস্ত্র লইয়াই তুমি সত্বর রাজাকে মুক্ত কর।২০

মহাবলশালী নকুল ও সহদেব তোমার চক্র-রক্ষক হইবে। সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে মৎস্যরাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাবেগ ও মহা-বলশালী ভীমসেন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, উৎকৃষ্ট ধনুক গ্রহণপূর্বক জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় বর্ষণের ন্যায় মহাবেগে অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২২-২৩

সুশর্মা চিন্তয়ামাস কালান্তকযমোপমম্।
ভিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তং পৃষ্ঠতো রথপুঙ্গবঃ।
পশ্চাদ্ভাগে সুমহৎ কর্ম মহদ্ যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥২৫
পরাবৃত্তো ধনুর্গৃহ্য সুশর্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভীমসেনেন তে রথাঃ ॥২৬
রথানাঞ্চ সহস্রাণি বাজিনাঞ্চ সহাদিনাম্।
সহস্রশতসঙ্ঘাতাঃ পূরাণামগ্রধন্বিনাম্ ॥২৭
পাতিতা ভীমসেনেন বিরাটস্য সমীপতঃ।
পত্তয়ো নিহতাস্তেষাং গদাং গৃহ্য মহাত্মনা ॥২৮
তদ্ দৃষ্ট্বা তাদৃশং যুদ্ধং সুশর্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং শেষং হি বলস্য মে।
অপরো দৃশ্যতে সৈন্যে পুরা মগ্নো মহাবলে ॥২৯

অনন্তর ভীম সেই ভীমকর্মা সুশর্মার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটরাজার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, উহাকে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া ডাক দিলেন।২৪

পশ্চাদ্ভাগে প্রলয়কালে সাহায্যোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় ভীমকে 'তিষ্ঠ', 'তিষ্ঠ' বলিতে শুনিয়া, উত্তম রথী সুশর্মা চিন্তা করিলেন—আমার এই দুষ্কর কার্য্য যাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের দেখিতে দেখিতেই আবার সমক্ষেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।২৫

সুশর্মা ধনুক ধারণ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত পশ্চাতে ফিরিল। নিমেষের মধ্যেই ভীমসেন সেই সমস্ত রথ এবং অশ্বারোহী সহ শত শত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, হস্তী ও অগ্র্যপ্রধান যোদ্ধৃবীরকে বিরাটরাজার সমীপেই নিপাতিত করিলেন এবং গদা ধারণ করিয়া তাহাদের পদাতিবৃন্দকে সংহার করিলেন।২৬-২৮

রণোন্মত্ত সুশর্মা তাদৃশ যুদ্ধ দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, আমার সৈন্যের আর কত অবশিষ্ট আছে? দেখা যাইতেছে ভ্রাতা ও মহাবলশালী সৈন্যমধ্যে পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।২৯

আকর্ণপূর্ণেন তদা ধনুষা প্রত্যদৃশ্যত।
সুশর্মা সায়কাংস্তীক্ষ্ণান্ ক্ষিপতে চ পুনঃ পুনঃ ॥৩০
ততঃ সমস্তাস্তে সর্বে ভূধরানভ্যচোদয়ন্।
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্বাণাস্ত্রিগর্তান্ প্রত্যবর্ষণাঃ ॥৩১
তান্ নিবৃত্তরথান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ সা মহাচমূঃ।
বৈরাটিঃ পরমক্রুদ্ধো যুযুধে পরমাদ্ভুতম্ ॥৩২
সহস্রমবধীৎ তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমঃ সপ্ত সহস্রাণি যমলোকমদর্শয়ৎ ॥৩৩
নকুলশ্চাপি সপ্তৈব শতানি প্রাহিণোচ্ছরৈঃ।
শতানি ত্রীণি পূরাণাং সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৩৪
যুধিষ্ঠিরসমাদিষ্টো নিজগ্নে পুরুষর্ষভঃ।
ততোঽভ্যপতদত্যুগ্রঃ সুশর্মাণমুদায়ুধঃ ॥৩৫

তখন সুশর্মাকে আকর্ণপূর্ণ ধনুক আকর্ষণ করিতে দেখা গেল। তিনি পুনঃপুনঃ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩০

তারপর দ্রোণাদির ন্যায় প্রভৃতি সকলে সম্মিলিত হইয়া দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ত্রিগর্তসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইলেন।৩১

পাণ্ডবগণকে রথ ফিরাইতে দেখিয়া সেই বিশাল বাহিনী এবং বিরাটরাজার পুত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া অতি অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩২

সেই যুদ্ধে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। ভীম সাতহাজার সৈন্যকে যমালয় দর্শন করাইলেন।৩৩

হত্বা তাং মহতীং সেনাং ত্রিগর্তানাং মহারথঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ব্যরমাণো মহারথঃ ॥৩৬
অভিপত্য সুশর্মাণং শরৈরভ্যাহনদ্ ভৃশম্।
সুশর্মাপি সুসংরব্ধস্ত্বরমাণো যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৭
অবিধ্যদ্দশভির্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ততো রাজ্ঞাজ্ঞাকারী কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ ॥৩৮
সমাসাদ্য সুশর্মাণমশ্বানস্য ব্যপোথয়ৎ।
পৃষ্ঠগোপাংশ্চ যন্তাথ হত্বা পরমসায়কৈঃ ॥৩৯
অথাস্য সারথিং ক্রুদ্ধো বধোপস্থাদপাতয়ৎ।
চক্ররক্ষশ্চ শূরো বৈ মদিরাক্ষোঽভিবিশ্রুতঃ ॥৪০
সমাযান্তং বিরথং দৃষ্ট্বা ত্রিগর্তং প্রাহরৎ তদা।
ততো বিরাটঃ প্রস্কন্দ্য রথাদথ সুশর্মণঃ ॥৪১

যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুলও শরপ্রহারে সাতশত সৈন্যকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সহদেব তিনশত বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির ত্রিগর্তের সেই বিপুল সৈন্য সংহার করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র উত্তোলন করত সুশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইলেন।

তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়াই অতি তীব্রভাবে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও কুপিত হইয়া দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরকে নয়টি বাণে এবং চারি বাণে চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। হে জনমেজয়। তারপর ক্ষিপ্রকারী কুন্তীপুত্র বৃকোদর সুশর্ম্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার অশ্বগুলিকে চূর্ণ করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠরক্ষীদিগকেও উত্তম বাণদ্বারা বধ করিলেন।৩৪-৩৯

তাহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। বিখ্যাত বীর সেনাপতি (অথবা চক্ররক্ষায় নিযুক্ত) মদিরাক্ষ ত্রিগর্তরাজকে রথহীন দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহাকে প্রহার করিল। তারপর বলবান্ বিরাটরাজা সুশর্ম্মার রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহারই গদা ধরিয়া তাহার প্রতিই ধাবিত হইলেন এবং তিনি বৃদ্ধ হইয়াও গদা হস্তে লইয়া যুবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪০-৪২

গদাং তস্য পরামৃশ্য তমেবাভ্যদ্রবদ্ বলী।
স চচার গদাপাণির্বৃদ্ধোঽপি তরুণো যথা ॥৪২
পলায়মানং ত্রৈগর্ত্তং দৃষ্ট্বা ভীমোঽভ্যভাষত।
রাজপুত্র নিবর্ত্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৪৩
অনেন বীর্য্যেণ কথং গান্তুং প্রার্থয়সে বলাৎ।
কথং চানুচরাংস্ত্যক্ত্বা শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥৪৪
ইত্যুক্তঃ স তু পার্থেন সুশর্মা রথযূথপঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তীব্রং স সহসাঽভ্যদ্রবদ্ বলী ॥৪৫
ভীমস্তু ভীমসঙ্কাশো রথাৎ প্রস্কন্দ্য পাণ্ডবঃ।
প্রাদ্রবৎ তূর্ণমব্যগ্রো ভীবিতেপ্সুঃ সুশর্মণঃ ॥৪৬
তং ভীমসেনো ধাবন্তমভ্যধাবত বীর্য্যবান্।
ত্রিগর্তরাজমাদাতুং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪৭

ত্রিগর্তরাজকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন,—রাজপুত্র। প্রত্যাবর্ত্তন কর, পলায়ন করা তোমার উচিত নয়।৪৩

এই বীরত্ব লইয়া তুমি বলপূর্ব্বক গোধন লইতে ইচ্ছা কর কেমন করিয়া? কিরূপেই বা অনুচরগণকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ।৪৪

ভীমকর্ত্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া রথযূথাধিপতি বলবান্ সুশর্ম্মা সহসা "থাম্ থাম্" বলিয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইল।৪৫

পাণ্ডুনন্দন ভীম উগ্রমূর্ত্তি হইয়া রথ হইতে

অভিক্রম্য সুশর্ম্মাণং কেশপক্ষে পরামৃশৎ।
সমুদ্যম্য তু বেগাৎ তং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥৪৮

পদা মূর্দ্ধি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিলপিষ্যতঃ।
তস্য জানুং দদৌ ভীমো জঘনে চৈনমরদ্বিষা ॥
স মোহমগমদ্ রাজা প্রহারৈরতিপীড়িতঃ ॥৪৯

তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে ত্রিগর্ত্তানাং মহারথে।
অভজ্যত বলং সর্ব্বং ত্রৈগর্ত্তং তদ্ ভয়াতুরম্ ॥৫০

বিদ্রুতা গাস্ততঃ সর্ব্বাঃ পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
অবজিত্য সুশর্ম্মাণং ধনং চাদায় সর্ব্বশঃ ॥৫১

স্ববাহুবলসম্পন্না ত্রীনিমেবা মহাব্রতাঃ।
বিরাটস্য মহাত্মানঃ পরিক্লেশবিনাশনাঃ ॥৫২

বিত্তাঃ সহস্রং তে সর্বে রথ ভীমোঽভ্যতাড়য়ত ॥৫৩

নায়ং পাপসমাচারো মম্বো জীবিতুমর্হতি।
কিং তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যদ্ রাজা সততং ঘৃণী ॥৫৪

গলে গৃহীত্বা রাজানমানীয় বিবশং বশম্।
ততঃ এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ ॥৫৫

রথমারোপয়ামাস বিলপ্তং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
অভ্যেত্য রথমধ্যস্থমগচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫৬

দর্শয়ামাস ভীমস্তু সুশর্ম্মাণং নরাধিপম্।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রো ভীমমাহবশোভিনম্ ॥৫৭

তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতাং বৈ নরাধমঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্ ভীমঃ সুশর্ম্মাণং মহাবলম্ ॥৫৮

ক্রতবেগে লাফাইয়া পড়িয়া সুশর্ম্মার জীবন-হরণের ইচ্ছায় অতিশয় ব্যগ্র হইয়া ধাবিত হইলেন ।৪৬

ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিতে উদ্যত সিংহের ন্যায় বীর্য্যবান্ ভীমসেন ধাবিত সুশর্ম্মাকে ধরিবার জন্য দ্রুত ধাবিত হইলেন এবং দৌড়াইয়া গিয়া সুশর্ম্মাকে কেশপাশে ধরিয়া ফেলিলেন ও ক্রোধে তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া ধরাতলে নিষ্পেষিত করিলেন ।৪৭-৪৮

মহাবাহু ভীম তাহার বিলাপ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন এবং তাঁহার উপর জানু দিয়া মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। সেই গুরুতর প্রহারে পীড়িত হইয়া রাজা সুশর্ম্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ।৪৯

ত্রিগর্ত্তের মহারথ রাজা সুশর্ম্মা রথহীন হইয়া ধৃত হইলে ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত সৈন্য ভয়ে পীড়িত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ।৫০

তারপর সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত গরুগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া, সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বাহুবলশালী, দৃঢ়ব্রত, বিরাটরাজার ক্লেশবিনাশক মহামতি মহারথ পাণ্ডবগণ সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বিরাটরাজার সমক্ষে অবস্থান করিলেন ।৫১-৫২

অনন্তর ভীম বলিলেন,—এই পাপাচারী আমার কাছে জীবন পাইতে পারে না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি—রাজা যে সর্ব্বদাই দয়ালু ।৫৪

রাজা সুশর্ম্মা ধূলি-সমাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাহীন ও অবশ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। কুন্তীর পুত্র ভীমসেন তাঁহাকে গলায় ধরিয়া বশীভূত করিয়া বন্ধন করিলেন ।৫৫

তারপর রথে চড়াইয়া রণস্থলের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সুশর্ম্মাকে দেখাইলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিজয়ী ভীমকে দেখিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন,—"নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।" তখন ভীম সুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন ।৫৬-৫৮

ভীম উবাচ।

জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে শৃণতঃ শৃণু।
দাসোঽস্মীতি বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ ॥৫৯

এবং তে জীবিতং হ্যস্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ।
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ ॥৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুঞ্চ মুঞ্চাধমাচারং প্রমাণং যদি তে বয়ম্।
দাসভাবং গতো হ্যেষ বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥
অদ্যাসৌ গচ্ছ মুক্তোঽসি নৈবং কার্ষীঃ কদাচন ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দক্ষিণগোগ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

ভীম বলিলেন,—মূঢ়! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সভায় ও জনসমবায়ে সর্ব্বত্রই নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দিবে ॥৫৯

ইহা হইলে তোমাকে জীবনদান করিব। যুদ্ধজয়ীর নিকট ইহাই নিয়ম। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে সস্নেহ বাক্য বলিলেন ॥৬০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যদি তুমি আমাদিগকে মুক্ত কর, তবে এই অধমাচারীকে ছাড়িয়া দাও। এ বিরাটরাজার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুশর্ম্মাকে বলিলেন,—তুমি মুক্ত হইলে, তুমি আর দাস নও। তুমি চলিয়া যাও। আর কখনও এরূপ করিও না ॥৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দক্ষিণ গো-গ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটস্য পাণ্ডবান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনম্, যুধিষ্ঠিরেণ বিরাটরাজস্তাভিনন্দনম্, রাজ্যমধ্যে রাজ্ঞো জয়ঘোষণা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু সব্রীড়ঃ সুশর্ম্মাসীদধোমুখঃ।
স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য প্রতস্থিবান্ ॥১

বিসৃজ্য তু সুশর্ম্মাণং পাণ্ডবাস্তে হতদ্বিষঃ।
স্ববাহুবলসম্পন্না ত্রীনিবেষা যতব্রতাঃ ॥২

সংগ্রামশিরসো মধ্যে তাং রাত্রিং সুখিনোঽবসন্।
ততো বিরাটঃ কৌন্তেয়ানভিমানুষবিক্রমান্।
অর্চয়ামাস বিত্তেন মানেন চ মহারথান্ ॥৩

বিরাট উবাচ।

যথৈব মম রত্নানি যুষ্মাকং তানি বৈ তথা।
কার্য্যং কুরুত বৈ সর্বে যথাকামং যথাসুখম্ ॥৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বিরাট কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিরাটরাজার অভিনন্দন ও রাজ্যমধ্যে রাজার জয়ঘোষণা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিলে সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং মুক্তি পাইয়া রাজার নিকটে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল ॥১

সুশর্ম্মাকে বিদায় দিয়া বাহুবলশালী শত্রুবধকারী দৃঢ়ব্রত, সন্ধানজ্ঞ পাণ্ডব রণস্থলের নিকটবর্ত্তী

ধনাম্যলঙ্কৃতাঃ কন্যা বসূনি বিবিধানি চ।
ধনসঞ্চাপ্যভিপ্রেতং যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৫
যুষ্মাকং বিক্রমাদদ্য মুক্তোঽহং ব্যসনাদিহ।
তস্মাদ্ ভবন্তো মৎস্যানামীশ্বরাঃ সর্ব এব হি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেত্যেবাব্রুবন্ মৎস্যং কৌরবেয়াঃ পৃথক্ পৃথক্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥৭
প্রতিনন্দাম তে বাক্যং সর্বং চৈব বিশাম্পতে।
এতেনৈব প্রতীতাঃ স্ম যৎ ত্বং মুক্তোঽদ্য শত্রুভিঃ ॥৮
ততোঽব্রবীৎ প্রীতমনা মৎস্যরাজো যুধিষ্ঠিরম্।
পুনরেব মহাবাহুর্বিরাটো রাজসত্তমঃ ॥৯

এহি স্বামভিষেক্ষ্যামি মৎস্যরাজ্যস্য নো ভবান্ ॥১০
ধনসঞ্চাপ্যভিপ্রেতং যদ্যেতৎ ভুবি দুর্লভম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রদাস্যামি সর্বমর্হতি নো ভবান্ ॥১১

রত্নানি গাঃ সুবর্ণঞ্চ মণিমুক্তমথাপি চ।
বৈয়াঘ্রপদ্য বিপ্রেন্দ্র সর্বথৈব নমোঽস্তু তে ॥১২

যৎকৃতে ত্বদ্য পশ্যামি রাজ্যং সন্তানমেব চ।
যতশ্চ জ্ঞাতিসংরম্ভো ন চ শত্রুবশং গতঃ ॥১৩

ততো যুধিষ্ঠিরো মৎস্যং পুনরেবাভ্যভাষত।
প্রতিনন্দামি তে বাক্যং মনোজ্ঞং মৎস্য ভাষিতে ॥১৪

সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। তারপর বিরাটরাজা অমানুষিক বিক্রমশালী মহারথ পাণ্ডবগণকে ধন ও সম্মান দিয়া অর্চনা করিলেন।২-৩

বিরাট বলিলেন,—রাজ্যের এই ধনরত্ন যেমন আমার, তেমনি আপনাদেরও। আপনারা সকলে ইচ্ছামত এবং যাহাতে আপনাদের আনন্দ হয়, সেইরূপ কার্য্য করুন।৪

যুদ্ধে শত্রুসংহারকারিগণ। অলঙ্কৃতা কন্যা-সমূহ, নানাবিধ ধন এবং যাহা আপনাদের মনের অভিপ্রেত তাহা দিতেছি। আপনাদের পরাক্রমেই আমি আজ মুক্ত ও ব্যসনমুক্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনারা সকলেই মৎস্যদেশের অধীশ্বর।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সেইরূপ এই সমস্ত কথা বলিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া একে একে বলিলেন—।৭

হে রাজন্। আপনার সমস্ত বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি যে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি।৮

তারপর রাজশ্রেষ্ঠ মৎস্যরাজ মহাবাহু বিরাট প্রীতিচিত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় বলিলেন,—আসুন আপনাকে অভিষিক্ত করিব, আপনিই আমাদের মৎস্যদেশের রাজা।৯-১০

যাহা মনের অভিপ্রেত, যাহা জগতে দুর্লভ, তাহা আমি ইচ্ছানুসারে প্রদান করিব। আপনি আমার সমস্ত বস্তুই পাইবার যোগ্য।১১

হে বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর। আপনি সর্বপ্রকারেই আমার রত্ন, গো, হিরণ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি সমস্ত পাইবার যোগ্য। আপনাকে প্রণাম করি।১২

আপনার জন্যই অদ্য রাজ্য ও সন্তান-সন্ততি দেখিতে পাইতেছি এবং নিগৃহীত ও পরাভূত হইয়াও শত্রুর বশীভূত হই নাই।১৩

তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় মৎস্যরাজকে বলিলেন,—আপনার বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করি। মৎস্যরাজ। আপনি চমৎকার কথা বলিতেছেন।১৪

আনৃশংস্যপরো নিত্যং সুহৃদী সততং ভব।

(বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুনরেব বিরাটশ্চ রাজা কঙ্কমভাষত।
অহো সূদস্য কর্মাণি বল্লবস্য দ্বিজোত্তম।
লোহহং সূদেন সংগ্রামে বল্লবেনাভিরক্ষিতঃ॥

যৎকৃতে সর্বমেবৈতদুপপন্নং মহানঘ।
বরং বৃণীষ তস্মত্বং তে ব্রূহি কিং করবাণি তে॥

দদামি তে মহাপ্রীত্যা রত্নান্যুচ্চাবচানি চ।
শয়নাসনযানানি কন্যাশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ॥

হস্ত্যশ্বরথসঙ্ঘাশ্চ রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
এতানি চ মম প্রীত্যা প্রতিগৃহ্নীষ সুব্রত॥

তং তথাবাদিনং তত্র কৌরব্যঃ প্রত্যভাষত।
একৈব তু মম প্রীতির্যৎ ত্বং মুক্তোঽসি শত্রুভিঃ॥
প্রতীতশ্চ পুরং তুষ্টঃ প্রবেক্ষ্যসি তদানঘ।
দারৈঃ পুত্রৈশ্চ সংশ্লিষ্য সা হি প্রীতির্মমাধুনা॥)
গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতং নগরং তব পার্থিব॥১৫

সুহৃদাং প্রিয়মাখ্যাতুং ঘোষয়ন্তু চ তে জয়ম্।
ততস্তদ্বচনাদ্রাজ্ঞো দূতান্ রাজা সমাদিশৎ॥১৬

আচক্ষধ্বং পুরং গত্বা সংগ্রামবিজয়ং মম।
কুমার্যঃ সমলঙ্কৃত্য পর্য্যাগচ্ছন্তু মে পুরাৎ॥১৭

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি গণিকাশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ।
এতাং চাজ্ঞাং ততঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞো মৎস্যেন নোদিতাঃ।
তথাজ্ঞাং শিরসা কৃত্বা প্রস্থিতা হৃষ্টমানসাঃ॥১৮

আপনি নিয়ত ধর্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা উত্তম সুখভোগ করুন।

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা পুনরায় কঙ্ককে বলিলেন,—হে দ্বিজবর। পাচক বল্লবের কি আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী। পাচক বল্লব আমাকে সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছে।

হে অনঘ। আপনার জন্যই আমার এ সমস্ত ঘটিয়াছে। আপনি বর লউন, আপনার মঙ্গল হউক, বলুন—আমি আপনার কি করিব?

মহানন্দে আপনাকে নানাবিধ রত্ন, যান-বাহন, শয্যা, আসন, অলঙ্কৃত কন্যাসমূহ, হস্তী অশ্বরথবৃন্দ ও নানা রাজ্য দান করিতেছি। হে সুব্রত! আপনি আমার প্রীতির জন্য এই সমস্ত গ্রহণ করুন।

তিনি সেইরূপ বলিলে যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—আমার একমাত্র আনন্দ যে, আপনি শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

আপনি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া এবং দারাপত্যবর্গসহ সম্মিলিত হইয়া রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিবেন—তাহাই আমার অভিলষিত আনন্দ হইবে।)

রাজন্! আপনার দূতগণ ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধু-বর্গের নিকট প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য নগরে গমন করুক এবং আপনার জয় ঘোষণা করুক।

তারপর মৎস্যরাজ তাঁহার কথা অনুসারে দূত-গণকে আদেশ করিলেন।১৫-১৬

"পুরীমধ্যে গমন করিয়া আমার যুদ্ধজয়ের কথা ঘোষণা কর। সর্ব্বপ্রকার বাদ্য, অলঙ্কৃতা কন্যাগণ ও অলঙ্কৃতা গণিকাগণ আমার নগর হইতে আগমন করুক।" তারপর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মৎস্যরাজপ্রেরিত দূতগণ সেই আদেশ শিরোধার্য্য করত আনন্দিত-চিত্তে প্রস্থান করিল।১৭-১৮

তে গত্বা তত্র তাং রাত্রিমথ সূর্য্যোদয়ং প্রতি।
বিরাটস্য পুরাভ্যাশে দূতা জয়মঘোষয়ন্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
দক্ষিণগোগ্রহে বিরাটজয়ঘোষে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

সেই দূতগণ সেই রাত্রিটুকু চলিয়া সূর্য্যোদয়ের সময়ে নগরের নিকটে গিয়া বিরাটরাজার জয় ঘোষণা করিল।১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণ গোগ্রহে বিরাটরাজার জয়ঘোষণার চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবগণ উত্তরদিশি বিরাটরাজস্য গোধনহরণম্, যুদ্ধং কর্ত্তুং রাজকুমারায় উত্তরায় গোপাধ্যক্ষস্য উৎসাহদানঞ্চ।]

যাতে ত্রিগর্ত্তান্ মৎস্যে তু পশূংস্তান্ বৈ পরীপ্সতি
দুর্য্যোধনঃ সমাত্যো বিরাটস্যুপরায়ণে ॥১

ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ পরমাস্ত্রবিৎ।
দ্রৌণিশ্চ সৌবলশ্চৈব তথা দুঃশাসনঃ প্রভো ॥২

বিবিংশতিবিকর্ণশ্চ চিত্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্
দুর্মুখো দুঃসলশ্চৈব যে চৈবান্যে মহারথাঃ ॥৩

এতে মৎস্যানুপাগম্য বিরাটস্য মহীপতেঃ।
ঘোষান্ বিদ্রাব্য তরসা গোধনং জহ্রুরোজসা ॥৪

ষষ্টিঃ শতানাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি চ।
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৫

গোপালানাং তু ঘোষস্য হন্যতাং তৈর্মহারথৈঃ।
আরাবঃ সুমহানাসীৎ সম্প্রহারে ভয়ঙ্করে ॥৬

গোপাধ্যক্ষো ভয়ত্রস্তো রথমাস্থায় সত্বরঃ।
জগাম নগরায়ৈব পরিক্রোশংস্তদার্ত্তবৎ ॥৭

স প্রবিশ্য পুরং রাজ্ঞো নৃপবেশ্মাভ্যয়াৎ ততঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণমাখ্যাতুং প্রবিবেশ হ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরবগণকর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিরাটরাজার গোধন-হরণ এবং গোপাধ্যক্ষকর্ত্তৃক রাজকুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা সেই গোধন উদ্ধারার্থে ত্রিগর্ত্তসেনার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, এই অবসরে দুর্য্যোধন অমাত্যবর্গসহ বিরাটনগরে উপস্থিত হইলেন।১

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, উত্তমাস্ত্রবিৎ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন এবং আরও অন্যান্য মহারথগণ—ইঁহারা মৎস্যদেশে উপনীত হইয়া বলপ্রয়োগে বিরাটরাজার গোপগণকে বিতাড়িত করিয়া বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিলেন।২-৪

কৌরবগণ ষাটিহাজার গরুকে বিশাল এক রথব্যূহদ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিলেন।৫

সেই ভয়ানক যুদ্ধে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক প্রহৃত গোষ্ঠস্থ গোপালকগণের মহাকোলাহল উত্থিত হইল।৬

দৃষ্ট্বা ভূমিঞ্জয়ং নাম পুত্রং মৎস্যস্য মানিনম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচষ্ট রাষ্ট্রস্য পশুকর্ষণম্ ॥৯

বন্তিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি তে।
তদ্ বিজেতুং সমুত্তিষ্ঠ গোধনং রাষ্ট্রবর্ধন ॥১০

রাজপুত্র হিতপ্রেপ্সুঃ ক্ষিপ্রং নির্যাহি ত্বং স্বয়ম্।
ত্বাং হি মৎস্যো মহীপালঃ পুত্রপালমিহাকরোৎ ॥ ১১

ত্বয়া পরিষদো মধ্যে শ্লাঘতে স নরাধিপঃ।
পুত্রো মমানুরূপশ্চ পুরশ্চেতি কুলোদ্বহঃ ॥১২

ইষ্বস্ত্রে নিপুণো যোধঃ সদা বীরশ্চ মে সুতঃ।
তস্য তৎ সত্যমেবাস্তু মনুষ্যেন্দ্রস্য ভাষিতম্ ॥১৩

আবর্তয় কুরূন্ জিত্বা পশূন্ পশুপতাং বর।
নির্দহৈষামনীকানি ভীমেন শরতেজসা ॥১৪

ধনুশ্চ্যুতৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
দ্বিষতাং ভিন্ধ্যনীকানি গজানামিব যূথপঃ ॥১৫

পাশোপধানাং জ্যাতন্ত্রীং চাপদণ্ডাং মহাস্বনাম্।
শরবর্ণাং ধনুর্বীণাং শত্রুমধ্যে প্রবাদয় ॥১৬

শ্বেতা রজতসঙ্কাশা রথে যুজ্যন্তু তে হয়াঃ।
ধ্বজঞ্চ সিংহং সৌবর্ণমুচ্ছ্রয়ন্তু তব প্রভো ॥১৭

রুক্মপুঙ্খাঃ প্রসন্নাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ত্বয়া।
ছাদয়ন্তু শরাঃ সূর্য্যং রাজ্ঞাং মার্গনিরোধকাঃ ॥১৮

তখন গোপগণের অত্যন্ত ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।৭

সে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার পর রাজভবনে গমন করিল এবং সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া বলিবার জন্য প্রবেশ করিল।৮

ভূমিঞ্জয়নামক বিরাটরাজার এক মনস্বী পুত্রকে দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যের পশুহরণের সমস্ত কথা বলিতে লাগিল।৯

কৌরবগণ আপনার রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী রাজপুত্র! আপনি সেই গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী রাজপুত্র! আপনি সেই গোধন হরণ করিয়া লইতে উদ্যত হউন।১০

হে রাজপুত্র! আপনি বিজয়লাভে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর স্বয়ং নির্গত হউন। মৎস্যরাজ আপনাকে এই রক্ষকশূন্য নগরীর রক্ষক করিয়া গিয়াছেন।১১

রাজা বিরাট আপনার জন্য সর্ব্বদাই শ্লাঘা করিয়া বলেন যে, আমার এই পুত্র আমার অনুরূপ বীর এবং কুলশ্রেষ্ঠ।১২

আমার পুত্র বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রে নিপুণ এবং বীর যোদ্ধা। সেই রাজার সেই উক্তি সত্য হউক।১৩

পশুবরে ধনবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজকুমার! কৌরবদিগকে জয় করিয়া পশুগুলিকে ফিরাইয়া আনুন এবং ভয়ানক শরানলে উহাদের সৈন্যদিগকে ভস্ম করুন।১৪

যূথপতি যেমন গজযূথকে বিদ্রাবিত করে, আপনি ধনুক হইতে নির্গত সুবর্ণময় মূল ও ঋজুপুঙ্খ পূর্ব্বযুক্ত শরজালে শত্রুসৈন্য বিদারিত করুন।১৫

শত্রুবর্গের মধ্যে পাশরূপ উপধান (পাশব্যায় প্রান্তবর্ত্তী কাঁস, উপধান বীণার ন্যায় বাঁধিবার কীলক) জ্যা-রূপ তন্ত্রী, চাপরূপ দণ্ড ও বাণরূপ ধ্বনিযুক্ত মহাঘোষবতী ধনুকরূপ বীণা বাদিত করুন।১৬

রজতসদৃশ শুভ্রবর্ণ অশ্বসমূহ আপনার রথে যোজিত হউক। হে প্রভাবশালী রাজপুত্র! আপনার সুবর্ণময় সিংহযুক্ত ধ্বজ উত্তোলন করা হউক।১৭

রণে জিত্বা কুরূন্ সর্বান্ বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
যশো মহদবাপ্য ত্বং প্রবিশেদং পুরং পুনঃ ॥১৯
ত্বং হি রাষ্ট্রস্য পরমা গতির্বৎস্যতেঃ সুতঃ।
যথা হি পাণ্ডুপুত্রাণামর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥২০
এবমেব গতির্নৃনং ভবান্ বিষয়বাসিনাম্।
গতিমন্তো বয়ং স্মস্ত সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স্ত্রীমধ্য উক্তস্তেনাসৌ তদ্ বাক্যমভয়ঙ্করম্।
অন্তঃপুরে ভ্রাজমান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তর-গোগ্রহে গোপবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

আপনার নিপুণ হস্তে নিক্ষিপ্ত রাজবৃন্দের মার্গরোধকারী সুবর্ণময় মূলদেশ ও নির্মল ফলকযুক্ত শরজাল সূর্যাংশু আচ্ছাদিত করুক।১৮

ইন্দ্র যেমন অসুর জয় করেন, আপনি সেইরূপ যুদ্ধে সমস্ত কৌরবগণকে জয় করিয়া প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া পুনরায় এই নগরীতে প্রবেশ করুন।১৯

আপনি মৎস্যদেশের রাজপুত্র, এই রাজ্যের পরম আশ্রয়। বিজয়ীদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জুন যেমন পাণ্ডুপুত্রদিগের অবলম্বন, আপনি সেইরূপ দেশবাসীদিগের অবলম্বন। দেশবাসী আমরা সকলে আজ (অসহায় নহি) নিশ্চয়ই সহায়যুক্ত।২০-২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গোপাধ্যক্ষ সেই অভয়দায়ক বাক্য বলায় রাজপুত্র উত্তর (ভূমিঞ্জয়) অন্তঃপুরমধ্যে আস্ফালন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন।২২

শ্রীমদ্ভবিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তরগোগ্রহে গোপবাক্য বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজপুত্রেণ উত্তরেণ সারথেরনুসন্ধানে কৃতে সতি দ্রৌপদ্যাঃ সারথ্যায় বৃহন্নলায়া নামকীর্তনম্ চ।]

উত্তর উবাচ।
অদ্যাহমনুগচ্ছেয়ং দৃঢ়ধন্বা পরাং পদম্।
যদি মে সারথিঃ কশ্চিদ্ ভবেদস্যেষু কোবিদঃ ॥১
ত্বং ত্বহং নাবগচ্ছামি যো মে যন্তা ভবেন্নরঃ।
পশ্যন্তং সারথিং ক্ষিপ্রং মম যুক্তং প্রযান্তমঃ ॥২
অষ্টাবিংশতিরাত্রং বা মাসং বা মুনয়স্ততঃ।
যৎ তদাসীন্মমযুদ্ধং তত্র মে সারথির্হতঃ ॥৩
স লভেয়ং যথা ত্বন্তং হয়যানবিদং নরম্।
ত্বরাযানস্য যাস্যাহং সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজম্ ॥৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজপুত্র উত্তর সারথি সন্ধান করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কর্তৃক সারথ্যের জন্য বৃহন্নলার নাম নির্দ্দেশ।]

উত্তর বলিলেন,—অদ্য আমি দৃঢ় ধনুক ধারণ করিয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারি, যদি অশ্বচালনায় নিপুণ কেহ আমার সারথি হয়।১

সেরূপ কোন লোককে আমি জানি না, যে আমার সারথি হইতে পারে। আমি প্রস্থানোদ্যত, সত্বর আমার উপযুক্ত সারথি দেখুন।২

বিগাহ্য তৎ পরানীকং গজবাজিরথাকুলম্।
শস্ত্রপ্রকাশনির্বীর্য্যান্ কুরূন্ নিষ্ঠানয়ে পশূন্ ॥৫
দুর্য্যোধনং শান্তনবং কর্ণং বৈকর্ত্তনং কৃপম্।
দ্রোণঞ্চ সহ পুত্রেণ মহেষ্বাসান্ সমাগতান্ ॥৬
বিত্রাসয়িত্বা সংগ্রামে দানবানিব বজ্রভৃৎ।
অনেনৈব মুহূর্ত্তেন পুনঃ প্রত্যানয়ে পশূন্ ॥৭
পুনর্যাস্যন্তি কুরবঃ প্রহৃষ্যন্তোধনং গোধনম্।
কিং নু শক্যা ময়া কর্ত্তুং যদহং তত্র নাভবম্ ॥৮
পশ্যেয়ুরপ্য মে বীর্য্যং কুরবস্তে সমাগতাঃ।
কিং নু পার্থোঽর্জ্জুনঃ সাক্ষাদবতস্থান্ প্রবাধতে ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তদর্জ্জুনো বাক্যং রাজ্ঞঃ পুত্রস্য তাষতঃ।
অতীতসময়ে কালে ব্রিয়াং ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ॥১০
দ্রুপদস্য সুতাং তন্বীং পাঞ্চালীং পাবকাত্মজাম্।
সত্যার্জ্জবগুণোপেতং তর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতাম্ ॥১১
উবাচ রহসি শ্রীতঃ কৃষ্ণাং সর্ব্বার্থকোবিদঃ।
উত্তরং ব্রূহি কল্যাণি ক্ষিপ্রং মদ্বচনাদিদম্ ॥১২
অয়ং বৈ পাণ্ডবস্যাসীৎ সারথিঃ সম্মতো দৃঢ়ঃ।
মহাযুদ্ধেষু সংসিদ্ধঃ স তে বশ্যা ভবিষ্যতি ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং স্ত্রীষু ভাষতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
ন সামর্থত পাঞ্চালী বীভৎসোঃ পরিকীর্ত্তনম্ ॥১৪
অথৈনমুপসঙ্গম্য স্ত্রীমধ্যাৎ সা তপস্বিনী।
ব্রীড়মানেব শনকৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
যোঽসৌ দুঃখবাসনাতো সুখা সুপ্রিয়দর্শনঃ।
বৃহন্নলেতি বিখ্যাতঃ পার্থস্যাসীৎ স সারথিঃ ॥১৬

সর্ব্বশেষে আটাশ রাত্রি বা একমাস ধরিয়া যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমার সারথি নিহত হইয়াছে।৩

সেই আমি যদি অবগতিজ্ঞ অশ্ব লোক পাই, তবে আজ ত্বরিতগতিতে গমন করিয়া উন্নসিত বিশাল বিশাল ধ্বজাকীর্ণ হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রবলে কৌরবদিগকে নির্বীর্য্য ও পরাজিত করিয়া পশুগুলিকে আনয়ন করি।৪-৫

সমাগত মহাযুদ্ধের দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য ও সপুত্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে বিত্রাসিত করেন, সেইরূপ বিত্রাসিত করিয়া এই মুহূর্ত্তেই পুনরায় পশুগুলি প্রত্যানয়ন করি।৬-৭

কৌরবগণ অবসর পাইয়া গোধন লইয়া প্রস্থান করিতেছে, আমি আর কি করিতে পারি, আমি যে সেখানে ছিলাম না।৮

সমাগত সেই কৌরবগণ অদ্য আমার বীরত্ব দর্শন করিবে। সাক্ষাৎ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনই কি আজ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে।৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আস্ফালনকারী রাজপুত্রের সেই কথা শুনিয়া, সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত অর্জ্জুন তৎকালে প্রতিজ্ঞা-পূর্ত্তির সময় অতীত হওয়ায়, সত্য ও সরলতাগুণযুক্তা, পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরতা, অনিন্দ্যসুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যা পাবকাত্মজা দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে নির্জ্জনে প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, "এই বৃহন্নলা পাণ্ডবদের সমাদৃত সারথি ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধে সে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে-ই তোমার সারথি হইবে"।১০-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজপুত্র পুনঃপুনঃ সেই কথা বলিতেছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহার মুখে সেই (নিজের সমকক্ষরূপে) অর্জ্জুনের নামোল্লেখ সহ্য করিতে পারিলেন না।১৪

অনন্তর নারীদের মধ্য হইতে ধীরা দ্রৌপদী

ধনুষ্টনবরশ্চাসীৎ তস্য শিষ্যো মহাত্মনঃ।
দৃষ্টপূর্বো ময়া বীর চরন্ত্যা পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৭

যদা তৎ পাবকো দাবমদহৎ খাণ্ডবং বহু।
অর্জুনস্য তদাদেন সংগৃহীতা ধনোত্তমাঃ ॥১৮

তেন সারথিনা পার্থঃ সর্বভূতানি সর্বশঃ।
অজয়ৎ খাণ্ডবপ্রস্থে ন হি যন্তাস্তি তাদৃশঃ ॥১৯

উত্তর উবাচ।

সৈরন্ধ্রি জানামি তথা যুবানং
নপুংসকো নৈব ভবেদ্ যথাসৌ।
অহং ন শক্নোমি বৃহন্নলাং তুতে
বক্তুং স্বয়ং যচ্ছ হয়ান্ যমেতি বৈ ॥২০

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী।
অস্যাঃ স বীর বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২১
যদি বৈ সারথিঃ স স্যাৎ কৃৎস্নান্ সর্বান্ ন সংশয়ঃ।
জিত্বা গাশ্চ সমাদায় ধ্রুবমাগমনং ভবেৎ ॥২২
এবমুক্তঃ স সৈরন্ধ্র্যা ভগিনীং প্রত্যভাষত।
গচ্ছ বৃহন্নলাঙ্গি ত্বমানয় বৃহন্নলাম্ ॥২৩
সা ভ্রাত্রা প্রেষিতা শীঘ্রমগচ্ছন্নর্তনাগৃহম্।
যত্রাস্তে স মহাবাহুচ্ছদ্মনা সত্যেন পাণ্ডবঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলাসারথ্যকথনে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

উত্তরের নিকট আসিয়া লজ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন।১৫

ঐ যে হস্তীর ন্যায় বিশালকায় অতিসুন্দর প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত যুবক রহিয়াছেন, উনি অর্জুনের সারথি ছিলেন।১৬

বহুবিদ্যায় উনি সেই মহাত্মার উত্তম শিষ্য ছিলেন। হে বীর! আমি যখন পাণ্ডবগণের নিকটে থাকিতাম, তখন উহাকে দেখিয়াছি।১৭

যখন অগ্নি সুবিশাল খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন উনি অর্জুনের উত্তম অস্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।১৮

উহারই সারথ্যে অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সমস্ত প্রাণীকে সর্বতোভাবে জয় করিয়াছিলেন। উঁহার ন্যায় সারথি আর নাই"।১৯

উত্তর বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি ইহাকে যেরূপ যুবক বলিয়া জান, তাহাতে এ ত' নপুংসক হইতে পারে না। হে কল্যাণি! আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে "আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রণ কর" এ কথা বলিতে পারিব না।২০

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে বীর! এই যে সুন্দরী কুমারী আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, ইহার কথা তিনি রক্ষা করিবেন—সন্দেহ নাই।২১

যদি তিনি সারথি হ'ন, তবে সমস্ত কৌরবগণকে জয় করিয়া গোধনসমূহ লইয়া আসা নিশ্চয় হইবে—ইহাতেও সন্দেহ নাই।২২

সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে উত্তর তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন,—সুন্দরাঙ্গি! তুমি যাও, বৃহন্নলাকে লইয়া আইস।২৩

ভ্রাতার আদেশে সেই কুমারী শীঘ্রই নৃত্যশালায় গমন করিল—যেখানে মহাবাহু অর্জুন ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে বৃহন্নলার সারথ্যকথনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহন্নলাং সারথিং কৃত্বা উত্তরস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

সা প্রাদ্রবৎ কাঞ্চনমাল্যধারিণী।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা প্রহিতা যশস্বিনী।
সুদক্ষিণা বেদিবিলগ্নমধ্যা
সা পদ্মপত্রায়তনিত্য শিখণ্ডিনী ॥১

তন্বী শুভাঙ্গী মণিচিত্রমেখলা
মৎস্যস্য রাজ্ঞো দুহিতা শ্রিয়াবৃতা।
তদন্তরাগারমরালপক্ষ্মা
শতহ্রদা মেঘমিবাবভাসতে ॥২

সা হস্তিহস্তোপমসংহিতোরুঃ
সুনিস্থিতা চারুদতী সুমধ্যমা।
আসাদ্য তং বৈ বরমাল্যধারিণী
পার্থং শুভা নাগবধূরিব দ্বিপম্ ॥৩

সা বভূবুতং মনসঃ প্রিয়াচিতং
দৃষ্ট্বা বিরাটস্য পথেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
সুদর্শনীয়া প্রমুখে যশস্বিনী
প্রীত্যাব্রবীদর্জুনমায়তেক্ষণা ॥৪

সুসংহতোরুং কনকোজ্জ্বলত্বচং
পার্থং কুমারীঃ স তদাভ্যভাষত।
কিমাগমঃ কাঞ্চনমাল্যধারিণি
মৃগাক্ষি কিং ত্বং ত্বরিতেব ভামিনি ॥
কিং তে মুখং সুন্দরি ন প্রসন্ন-
মাচক্ষ্ব তত্ত্বং মম শীঘ্রমঙ্গনে ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তাং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীং সখীং তদা।
প্রহসন্নব্রবীদ্ রাজন্ কিমাগমনমিত্যুত ॥৬

তমব্রবীদ্ রাজপুত্রী সমুপেত্য নরর্ষভম্।
প্রণয়ং ভাবয়ন্তী সা সখীমধ্যে ইদং বচঃ ॥৭

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ময়ূরপুচ্ছ ও সুবর্ণমাল্যালঙ্কৃতা, যজ্ঞের বেদিমধ্যের ন্যায় কৃশমধ্যা, লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীসম্পন্না, যশস্বিনী ও অতীব দাক্ষিণ্যবতী সেই রাজকন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রস্থান করিল।

লাবণ্যময়ীতনুকা সেই মৎস্যরাজকন্যা কৃশাঙ্গী, তাহার অবয়বগুলি সুলক্ষণা, মণিময় উজ্জ্বল মেখলা, চোখের পাতার লোমগুলি বক্র, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে, রাজকন্যা সেইরূপ নৃত্যশালায় প্রবেশ করিল।১-২

তাহার উরুযুগল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় এবং সম্মিলিত দাঁতগুলি উজ্জ্বল ও সুগঠিত, কটিদেশ সুন্দর, সৌন্দর্য্যে কোন খুঁত নাই। রত্নস্বরূপিণী দেবরাজের রাজলক্ষ্মীর ন্যায় পরম সমাদৃতা, আয়তলোচনা, সুদর্শনা, চিত্তের প্রীতিকরী সেই বিরাটরাজকন্যা হস্তীর সম্মুখবর্ত্তিনী হস্তিনীর ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সানন্দে তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইল।৩-৪

তখন সেই অর্জ্জুন সংহতোরু রাজকুমারীকে বলিলেন,—হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি! হে হরিণলোচনে! তোমার কি জন্য আগমন? হে ভামিনি! তুমি যেন ত্বরান্বিতা, ইহা কিজন্য? হে সুন্দরি! হে শোভনাঙ্গি! তোমার মুখ অপ্রসন্ন কেন?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সেই সখীভাবাপন্না বিশাললোচনা রাজপুত্রীকে দেখিয়া অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কি জন্য আগমন?৬

গাবো রাষ্ট্রস্য কুরুভিঃ কাল্যন্তে নো বৃহন্নলে।
তা বিজেতুং মম ভ্রাতা প্রয়াস্যতি ধনুর্ধরঃ ॥৮

নাচিরং নিহতস্তস্য সংগ্রামে রথসারথিঃ।
তেন নাস্তি সমঃ সূতো যোদ্ধস্য সারথ্যমাচরেৎ ॥৯

তস্মৈ প্রবৃতমানায় সারথ্যং বৃহন্নলে।
আচচক্ষে হয়জ্ঞানে সৈরন্ধ্রী কৌশলং তব ॥১০

অর্জুনস্য কিলাসীস্ত্বং সারথির্দয়িতঃ পুরা।
যয়াজয়ৎ সহায়েন পৃথিবীং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১১

সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্নলে।
পুরা দূরতরং গাবো হ্রিয়ন্তে কুরুভির্হি নঃ ॥১২

অথৈতদ্ বচনং মেঽদ্য বিমুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১৩
এবমুক্তস্তু সুশ্রোণ্যা তথা সখ্যা পরন্তপঃ।
জগাম রাজপুত্রস্য সকাশমমিতৌজসঃ ॥১৪
তমাব্রজন্তং ত্বরিতং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
অনুজগ্মুর্বিশালাক্ষী গজংগজবধূরিব ॥১৫
দূরাদেব তু তাং প্রেক্ষ্য রাজপুত্রোঽভ্যভাষত।
ত্বয়া সারথিনা পার্থঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥১৬
পৃথিবীমজয়ৎ কৃৎস্নাং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সৈরন্ধ্রী ত্বাং সমাচষ্টে সা হি জানাতি পাণ্ডবান্ ॥১৭
সংযচ্ছ বাজিকানস্মাংস্তেষৈব তু বৃহন্নলে।
কুরুভির্যোৎস্যমানস্য গোধনানি পরীপ্সতঃ ॥১৮

রাজকন্যা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার স্নেহ উদ্রেক করিয়া সখীগণমধ্যে এই কথা বলিল।৭

হে বৃহন্নলে। আমাদের রাজ্যের গোধনগুলিকে কৌরবগণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা ধনুর্ধারণ করত সেগুলিকে জয় করিয়া আনিতে যাইবেন।৮

তাঁহার রথের সারথি অদ্যদিন হইল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহার মত আর কোন সারথি নাই যে তাঁহার সারথ্য করিতে পারে।৯

বৃহন্নলে। তুমি সারথির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সৈরন্ধ্রী তাঁহাকে অশ্ববিজ্ঞানে আপনার দক্ষতার কথা বলিয়াছে।১০

আপনি নাকি পূর্ব্বে অর্জুনের প্রিয় সারথি ছিলেন। সেই পাণ্ডবপ্রবীর আপনার সহায়তায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।১১

হে বৃহন্নলে। সেই আপনি আমার ভ্রাতার সারথির কার্য্য উত্তমরূপে করুন। বিলম্ব হইলে কৌরবগণ আমাদের গোধনগুলিকে অতিদূরে লইয়া চলিয়া যাইবে।১২

আর যদি আমার প্রেরণায় ও স্নেহের দাবীতে অনুরুদ্ধ হইয়া আপনি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে আমি জীবন ত্যাগ করিব।১৩

সখী উত্তরাসুন্দরী এইরূপ বলিলে, শত্রুসন্তাপক অর্জুন সেই অমিততেজস্বী রাজপুত্রের নিকট গমন করিলেন।১৪

মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় সেই অর্জুন দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, গজানুগামিনী গজবধূর ন্যায় বিশাললোচনা রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিল।১৫

রাজপুত্র বৃহন্নলাকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন—তোমার সহায়তায় অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং তোমারই সহায়তায় তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সৈরন্ধ্রী তোমার পরিচয় দিয়াছে। সে ত' পাণ্ডবগণকে জানে।১৬-১৭

হে বৃহন্নলে। তুমি সেইরূপভাবে আমার অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। আমি গোধন উদ্ধারার্থে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।১৮

সত্য কহ, সত্যই সাম্য ও বস্তুধর্ম্ম, জীবের শরণ্য হল সত্য, দেবগণ দেবকীমাতার গর্ভস্থ আমাকে স্তব করেছিলেন, হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প, সত্যের দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়। ত্রিকালে সৃষ্টির পূর্ব্বে, পরে ও বর্ত্তমানে আপনি সর্ব্বদা বিদ্যমান, আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তিস্থান, ঐ পঞ্চভূতে আপনি অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করেন, ঐ সৃষ্ট্যাদির বিনাশ হলেও আপনি অবশেষ থাকেন। প্রিয় সত্যবাক্য ও সর্ব্বত্র সমদর্শন—এ উভয়ের আপনিই প্রবর্ত্তক। আপনি সত্যাত্মক, আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম। এভাবে স্তব করে তাঁরা গমন করেন। দশলক্ষণ ধর্ম্মের প্রধানলক্ষণ সত্য আমি। আমি অন্তঃ স্বরূপ, আমি জল, আমি পবিত্র, আমি মধ্য, আমি বহিঃ, আমি অন্ত, আমি অগ্র, আমি অব্যয়, আমি জ্যোতি, আমি অন্ধকার, আমি পঞ্চতন্মাত্র, আমি ইন্দ্রিয়, আমি বুদ্ধি, আমি অহঙ্কার, আমি বিষয়, আমি ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণু, আমি মহেশ্বর, আমি উমা-স্কন্দ-গণেশ, আমি আমি ইন্দ্র, আমি অগ্নি, আমি যম, আমি নির্ঋতি, আমি বরুণ, আমি বায়ু, আমি কুবের, আমি শিব, আমি ভূর্লোক, আমি ভুবর্লোক, আমি স্বর্লোক, আমি মহর্লোক, আমি জনলোক, আমি তপোলোক, আমি সত্যলোক, আমি পৃথিবী, আমি জল, আমি তেজ, আমি বায়ু, আমি আকাশ, আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্র, আমি নক্ষত্র, আমি গ্রহ, আমি পঞ্চপ্রাণ, আমি বর্ত্তমান কাল, আমি মৃত্যু, আমি অমৃত, আমি অতীতকালস্বরূপ, আমি ভূত-ভবিষ্যৎকালবর্ত্তী সমস্ত বিশ্বস্বরূপ; আমি অন্তর্য্যামী, আমি গায়ত্রীর আদিভূত ওঙ্কার, আমি বিরাট্ মূর্ত্তি, আমি ভুক্ত, আমি পীত, আমি কৃত, আমি অকৃত, আমি পর, আমি অপর, আমি

4 NOV 1970

সর্ব্বাশ্রয় সূত্রস্বরূপ, আমি জগতের হিতকারী, আমি শিব, আমি অক্ষয়স্বরূপ, আমি সূক্ষ্ম ও অব্যয়। আমি প্রাজাপত্য-পবিত্র, আমি সৌম্য, আমি অগ্রাহ্য, আমি অগ্রিয় বস্তুস্বরূপ, আমি সংহর্ত্তা, আমি নগ-সাগরাদির বিনাশক, প্রলয়াগ্নির আশ্রয়, আমিই প্রাণিহৃদয়ে দেবতা ও প্রাণরূপে অবস্থিত রয়েছি, উত্তর-দিকে আমার মস্তক, দক্ষিণদিকে আমার চরণ এবং সমস্তই আমার মধ্যভাগ, আমি ত্রিমাত্রে-ওঙ্কার, আমি ওঙ্কারজ্ঞাপিগণকে স্বর্গে উন্নীত করি এবং পুণ্যক্ষীণ হ'লে অধঃকৃত করি, আমি ওঙ্কার, আমি নিত্য, আমি সনাতন-পুরুষ, আমি প্রণব, আমি সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও সুরসকল আমার আদ্যন্ত জানতে পারে না বলে আমি অনন্ত, আমি ভক্তকে গর্ভ-জরা ও মৃত্যুরূপ-সংসারসাগর হতে পার করি বলে—আমি তার। আমি জরামুজ-অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জ। সব আমি, সব আমি, সব আমি।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারমঠ
৭।২।৬৬
বৈশাখী পূর্ণিমা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করি। "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" যা হতে অভ্যুদয় ও জগতের উন্নতি এবং মোক্ষলাভ হয় তাইই ধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" বেদবিহিত কর্ম্মই ধর্ম্ম আর যা তার বিপরীত তা অধর্ম্ম, আর্য্যগণের বেদই সর্ব্বস্ব, বেদই সংসার-পথের পথপ্রদর্শক, বেদ

[নবমবর্ষ, শ্রাবণ মাস, ১৩৭৭] [দ্বিতীয় সংখ্যা— শারদী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মুদ্রণ-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারত সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ্, ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে উহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে উহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কূপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীউনকুহেক্স বাণী

পুষ্করবঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৪।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

অর্জুনস্ত কিলাশীত্বং সারথির্বিদিতঃ পুরা।
স্বরাজয়ৎ সহায়েন পৃথিবীং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১৯

এবমুক্তা প্রত্যুবাচ রাজপুত্রং বৃহন্নলা।
কা শক্তির্মম সারথ্যং কর্তুং সংগ্রামমূর্ধনি ॥২০

গীতং বা যদি বা নৃত্যং বাদিত্রং বা পৃথগ্বিধম্।
তৎ করিষ্যামি তত্রং তে সারথ্যং তু কৃতো মম ॥২১

উত্তর উবাচ।
বৃহন্নলে গায়নো বা নর্তনো বা পুনর্ভব।
ক্ষিপ্রং মে রথমাস্থায় নিগৃহ্নীষ হয়োত্তমান্ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স তত্র নর্মসংযুক্তমকরোৎ পাণ্ডবো বহু।
উত্তরায়াঃ প্রমুখতঃ সর্বং জ্ঞাত্বাবিদন্নঃ ॥২৩

উর্ধ্বমুৎক্ষিপ্য কবচং শরীরে প্রত্যমুঞ্চত।
কুমার্যস্তত্র তং দৃষ্ট্বা প্রাহসন্ পৃথুলোচনাঃ ॥২৪

স তু দৃষ্ট্বা বিমুহ্যন্তং স্বয়মেবোত্তরস্ততঃ।
কবচেন মহার্হেণ সমনহ্যদ্ বৃহন্নলাম্ ॥২৫

স বিভ্রৎ কবচং চাগ্র্যং স্বয়মপ্যংশুমৎপ্রভম্।
ধ্বজঞ্চ সিংহমুচ্ছ্রিত্য সারথ্যে সমকল্পয়ৎ ॥২৬

ধনূংষি চ মহার্হাণি বাণাংশ্চ রুচিরান্ বহূন্।
আদায় প্রযযৌ বীরঃ স বৃহন্নলসারথিঃ ॥২৭

অথোত্তরা চ কন্যাশ্চ সখ্যস্তামন্ত্রয়ংস্তদা।
বৃহন্নলে আনয়েথা বাসাংসি রুচিরাণি চ ॥২৮

পাঞ্চালিকার্থং চিত্রাণি সূক্ষ্মাণি চ মৃদূনি চ।
বিজিত্য সংগ্রামগতান্ ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ কুরূন্ ॥২৯

তুমি যদি পূর্বে অর্জুনের প্রিয় সারথি ছিলে। তোমার সাহায্যে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছেন।১৯

এইরূপ অভিহিত হইয়া বৃহন্নলা রাজপুত্রকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—সংগ্রামক্ষেত্রে সারথির কার্য্য করিতে আমার কি শক্তি আছে।২০

নৃত্য, গীত বা নানাবিধ বাদ্য যদি হয়, তবে তাহা করিব। আপনার মঙ্গল হউক, আমার সারথ্য করিবার শক্তি কোথায়।২১

উত্তর বলিলেন,—বৃহন্নলা! তুমি গায়ক বা নর্তক যাহাই হও না কেন, সত্বর আমার রথে আরোহণ করিয়া অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত কর।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শত্রুদমনকারী সেই অর্জুন সবকিছু জানিয়াও সেখানে উত্তরার সম্মুখে হাস্যকর অনেকপ্রকার কার্য্য করিলেন।২৩

কবচকে উপরদিকে তুলিয়া শরীরে পরিধান করিলেন। বিশাললোচনা কুমারীগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল।২৪

অর্জুন কিভাবে কবচটা পরিবেন—তাহা ঠিক পাইতেছেন না দেখিয়া উত্তর নিজেই মহামূল্য কবচ পরাইয়া দিলেন।২৫

তিনি নিজেও সূর্যাংশুর উত্তম কবচ পরিধান করিয়া সিংহাঙ্কিত ধ্বজদণ্ড উত্তোলন-পূর্বক তাঁহাকে সারথ্যে প্রবৃত্ত করিলেন।২৬

বীর উত্তর মহামূল্য ধনুক ও বহু বিচিত্র বাণ লইয়া বৃহন্নলা-সারথির সহিত প্রস্থান করিলেন।২৭

অনন্তর উত্তরা ও অন্যান্য কন্যাগণ এবং সখীবৃন্দ বলিলেন,—বৃহন্নলে! সংগ্রামাগত ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে জয় করিয়া, আমাদের পুতুলের জন্য সূক্ষ্ম, কোমল, বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্রসমূহ আনয়ন করিও।২৮-২৯

এবং তা ব্রুবতীঃ কন্যাঃ সহিতাঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ হসন্ পার্থো মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ ॥৩০

বৃহন্নলোবাচ।

যদুত্তরোঽহং সংগ্রামে বিজেষ্যতি মহারথান্।
অথাহরিষ্যে বাসাংসি দিব্যানি রুচিরাণি চ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু বীভৎসুস্ততঃ প্রাচোদয়দ্ধয়ান্।
কুরূনভিমুখঃ শূরো নানাধ্বজপতাকিনঃ ॥৩২
তমুত্তরং বীক্ষ্য রথোত্তমে স্থিতং
বৃহন্নলায়াঃ সহিতং মহাভুজম্।
স্ত্রিয়শ্চ কন্যাশ্চ দ্বিজাশ্চ সুব্রতাঃ
প্রদক্ষিণং চক্রুরথোত্তমং তদা ॥৩৩
যযুর্বৃষভযূথস্যগামিনঃ
পুরাভবৎ খাণ্ডবদাহমঙ্গলম্।
কুরূন্ সমাসাদ্য রণে বৃহন্নলে
মহোত্তরেণাস্তু তবাস্ত মঙ্গলম্ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে উত্তরনির্য্যাণং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭

সেই কন্যাগণ সম্মিলিত হইয়া এইরূপ বলিলে, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় স্বরসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিলেন।৩০

বৃহন্নলা বলিলেন,—যদি এই উত্তর যুদ্ধে মহারথ কৌরবদিগকে জয় করেন, তাহা হইলে বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্রগুলি আনয়ন করিব।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া তারপর বীর অর্জ্জুন নানাপ্রকার ধ্বজপতাকা-সমন্বিত কৌরবগণের অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।৩২

বৃহন্নলার সহিত সেই মহাবাহু উত্তরকে উত্তম রথে অবস্থিত দেখিয়া পুরনারীরা, কন্যারা ও সুব্রতব্রাহ্মণগণ প্রদক্ষিণ করিলেন।৩৩

অনন্তর রমণীগণ বলিলেন,—হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে বৃষভযূথগামী অর্জ্জুনের খাণ্ডবদাহ সময়ে যে মঙ্গললাভ হইয়াছিল, অদ্য উত্তরের সহিত রণক্ষেত্রে কৌরবগণকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সেই মঙ্গললাভ হউক।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে উত্তরের যুদ্ধযাত্রাবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীতায়োত্তরায় অর্জুনস্যাশ্বাসদানম্, রথোপরি উত্তোলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স রাজধান্যা নির্য্যায় বৈরাটিরকুতোভয়ঃ।
প্রযাহীত্যব্রবীৎ সূতং যত্র তে কুরবো গতাঃ ॥১
সমবেতান্ কুরূন্ সর্বান্ জিগীষূনবজিত্য বৈ।
গাস্তেষাং ক্ষিপ্রমাদায় পুনরেষ্যামহং পুরম্ ॥২
ততস্তাংশ্চোদয়ামাস সদশ্বান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
তে হয়া নরসিংহেন নোদিতা বাতরংহসঃ ॥৩
আলিখন্ত ইবাকাশমুদ্ধূতঃ কাঞ্চনমালিনঃ ॥৩
নাতিদূরমথো গত্বা মৎস্যপুত্র-ধনঞ্জয়ৌ।
অবেক্ষেতামমিত্রঘ্নৌ কুরূণাং বলিনাং বলম্ ॥৪
শ্মশানমভিতো গত্বা আসসাদ কুরূনথ।
তাং শমীমবধীক্ষেতাং বৃঢ়ানীকাংশ্চ সর্বশঃ ॥৫

তদনীকং মহৎ তেষাং বিবস্বৌ সাগরোপমম্।
সর্পমাণমিবাকাশে বনং বহুলপাদপম্ ॥৬
রজসে পার্থিবো রেণুর্নিতান্তেন সর্পতা।
দৃষ্টিপ্রণাশো ভূতানাং বিবস্পৃক্ কুরুসত্তম ॥৭
তদনীকং মহদ্ দৃষ্ট্বা গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্।
কর্ণ-দুর্য্যোধন-কৃপৈর্গুপ্তং শান্তনবেন চ ॥৮
দ্রোণেন চ সপুত্রেণ মহেষ্বাসেন ধীমতা।
হৃষ্টরোমা ততোবিগ্নঃ পার্থং বৈরাটিরব্রবীৎ ॥৯

উত্তর উবাচ।

নোৎসহে কুরূংস্তর্যোদ্ধুং রোমহর্ষঃ হি পশ্য মে।
বহুপ্রবীরমত্যুগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥১০

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক ভীত উত্তরকে আশ্বাসদান ও রথোপরি উত্তোলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজপুত্র নির্ভীক উত্তর রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া সারথিকে বলিলেন,—কৌরবগণ যেদিকে গিয়াছে, সেইদিকে চল।১

সেখানে সমবেত জয়লাভেচ্ছুক সমস্ত কৌরবকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে গোধনগুলি উদ্ধার করত শীঘ্রই আমি পুনরায় নগরে ফিরিয়া আসিব।২

তারপর অর্জুন সেই উত্তম অশ্বগুলিকে ছুটাইয়া দিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুবর্ণমাল্যালঙ্কৃত বায়ুর ন্যায় বেগবান্ সেই অশ্বগুলি যেন আকাশের গায়ে আঁচড় কাটিতে কাটিতে রথ টানিয়া লইয়া চলিল।৩

অনন্তর শত্রুবাহী উত্তর ও ধনঞ্জয় অনতিদূরে গমন করিয়া বলবান্ কৌরবগণের সৈন্য দেখিতে পাইলেন।৪

তারপর শ্মশানের কাছাকাছি গিয়া কৌরবগণের নিকটবর্তী হইলেন এবং সেই শমীবৃক্ষটিকে ও চারিদিকে সুসজ্জিত সৈন্যগণকে দেখিতে লাগিলেন।৫

তাহাদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সাগরের ন্যায় দেখাইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন বহুপাদপাকীর্ণ অরণ্য আকাশে আগাইয়া চলিয়াছে।৬

হে কুরুসত্তম। সেই সলিলগতিতে গমনকারী সৈন্যদ্বারা উৎপাদিত সর্বপ্রাণীর দৃষ্টিআচ্ছাদনকারী গগনস্পর্শী ধূলিজাল দৃষ্ট হইল।৭

মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, ভীষ্ম, মহামতি দ্রোণ ও তৎপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক রক্ষিত

প্রতিযোদ্ধুং ন শক্যামি কুরুসৈন্যমনন্তকম্।
নাশংসে ভারতীং সেনাং প্রবেষ্টুং তীব্রকার্মুকাম্ ॥১১

রথ-নাগাশ্ব-কলিলাং পত্তিধ্বজসমাকুলাম্।
দৃষ্টৈব হি পরানীকে মনঃ প্রব্যথতীব মে ॥১২

যত্র দ্রোণশ্চ ভীষ্মশ্চ কৃপঃ কর্ণো বিবিংশতিঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লিকঃ ॥১৩

দুর্যোধনশ্চ বীরো রাজা চ রথিনাং বরঃ।
ছাত্তিমন্তো মহেষ্বাসাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৪

(মত্তা ইব মহানাগা যুক্তধ্বজপতাকিনঃ।
নীতিমন্তো মহেষ্বাসা সর্বাস্ত্রকৃতনিশ্চয়াঃ ॥
দুর্জয়াঃ সর্বসৈন্যানাং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
পতাকিনশ্চ মাতঙ্গাঃ সজ্ঞাশ্চ মহারথাঃ ॥

বিপ্রকীর্ণাঃ কৃতত্রোগা বাজিনশ্চিত্রভূষিতাঃ।
তান্ জেতুং সমরে শূরান্ দুর্বুদ্ধিরহমাগতঃ ॥)

দৃষ্টৈব হি কুরুনেতান্ ব্যূঢ়ানীকান্ প্রহারিণঃ।
রুধিতানি চ রোমাণি কম্পতে চাপতং মম ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আবজাতো বিজাতশ্চ দৌর্খ্যাদ্ দুর্তশ্চ পশ্চতঃ।
পরিদেবয়তে মন্দঃ সকাশে সব্যসাচিনঃ ॥১৬

ত্রিগর্তান্ মে পিতা যাতঃ শূন্যে সম্প্রণিধায় মাম্।
সর্বাং সেনামুপাদায় ন মে সন্তীহ সৈনিকাঃ ॥১৭

সোঽহমেকো বহূন্ বালঃ কৃতাস্ত্রানকৃতশ্রমঃ।
প্রতিযোদ্ধুং ন শক্যামি নিবর্তস্ব বৃহন্নলে ॥১৮

হস্তী, অশ্ব ও রথবৃন্দে সমাকীর্ণ সেই বিপুল সৈন্য দেখিয়া বিরাটনন্দন উত্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া অর্জুনকে বলিতে লাগিলেন।৮-৯

উত্তর বলিলেন,—কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার উৎসাহ নাই, দেখ আমার কিরূপ রোমাঞ্চ হইতেছে। বহুবীর-পরিপূর্ণ, দেবতাদেরও দুর্জয় এই সীমাহীন অতি ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা ও পদাতি-সমাকীর্ণ ভয়ানক কার্মুকশালী এই কৌরব-সেনার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, বাহ্লীকরাজ সোমদত্ত এবং রথিশ্রেষ্ঠ বীর রাজা দুর্যোধন এই সমস্ত সমর-বিশারদ তেজস্বী মহাধনুর্ধরগণ রহিয়াছেন। রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে দেখিয়াই আমার মন যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে।১০-১৬

(তাঁহারা মহাকায় মত্তহস্তীর ন্যায়, ধ্বজপতাকা সমন্বিত, রণনীতিজ্ঞ, মহাধনুর্ধারী, সর্ববিধ অস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, সমস্ত সৈন্য এবং ইন্দ্রের সহিত দেবতাদেরও দুর্জয়। ধ্বজশোভিত বিশাল বিশাল রথ, পতাকা-শোভিত হস্তী, বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত ও সমরায়োজনে সুসজ্জিত অশ্ববৃন্দ চতুর্দিকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বীর-দিগকে সংগ্রামে জয় করিতে আসিয়াছি। অহো। আমি দুর্বুদ্ধি।)

এই যুদ্ধনিপুণ সৈন্য-সজ্জিত কৌরবগণকে দেখিয়াই আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছে।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অতি সাধারণ প্রকৃতির দুর্বল উত্তর হৃদয়বেধকারী অসাধারণ বীর অর্জুনের সমক্ষে মূর্খভাবশতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৬

আমার পিতা সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া শূন্য নগরীতে আমাকে রাখিয়া ত্রিগর্ত সৈন্যের প্রতি অভিযান করিয়াছেন। এখানে আমার সৈন্য নাই।১৭

বৃহন্নলোবাচ।

ভয়েন দীনরূপোঽসি বিবর্ণস্তাং হর্ষবর্ধনঃ।
ন চ তাবৎ কৃতং কর্ম পরৈঃ কিঞ্চিদ্ রণাজিরে ॥১৯
স্বয়মেব চ মামাত্থ বহ মাং কৌরবান্ প্রতি।
সোঽহং ত্বাং তত্র নেষ্যামি যত্রেতে বহবো ধ্বজাঃ ॥২০
মহামাসিবৃষ্টিপ্রাণাং কুরূণামাততায়িনাম্।
নেষ্যামি ত্বাং মহাবাহো পৃথিব্যামপি যুধ্যতাম্ ॥২১
তথা স্ত্রীষু প্রতিশ্রুত্য পৌরুষং পুরুষেষু চ।
কথমাত্মোঽভিনির্ধায় কিমর্থং ন যুযুৎসসে ॥২২

ন চেদ্ বিজিত্য গাস্তাত্বং গৃহান্ বৈ প্রতিযাস্যসি।
প্রহসিষ্যন্তি বীরাস্ত্বাং নরা নার্যশ্চ সঙ্গতাঃ ॥২৩

অহমপ্যত্র সৈরন্ধ্র্যা খ্যাতা সারথ্যকর্মণি।
ন চ শক্ষ্যাম্যনির্জিত্য গাঃ প্রধাতুং পুরং প্রতি ॥২৪
স্তোত্রেণ চৈব সৈরন্ধ্র্যাস্তব বাক্যেন তেন চ।
কথং ন যুধ্যেয়মহং কুরূন্ সর্বান্ স্থিরো ভব ॥২৫

উত্তর উবাচ।

কামং হরন্তু মৎস্যানাং ভূয়াংসঃ কুরবো ধনম্।
প্রহসন্তু চ মাং নার্যো নরা বাপি বৃহন্নলে ॥২৬
সংগ্রামে ন চ কার্যং মে গাবো গচ্ছন্তু চাপি যে।
শূন্যং যে নগরং চাপি পিতুশ্চৈব বিভেম্যহম্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবদ্ ভীতো রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
ত্যক্ত্বা মানঞ্চ দর্পঞ্চ বিসৃজ্য সশরং ধনুঃ ॥২৮

সেই আমি বালক, সমরে অশিক্ষিত, আমি একাকী অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত বহু বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিব না। বৃহন্নলে! ফিরিয়া চল।১৮

বৃহন্নলা বলিলেন,—তুমি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছ। তুমি শত্রুদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছ। শত্রুরা ত' রণাঙ্গণে কিছুই কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই।১৯

তুমি ত' নিজেই আমাকে বলিয়াছিলে যে "আমাকে কৌরবদের নিকটে লইয়া যাও।" সেই আমি তোমাকে যেখানে ঐ বহুসংখ্যক ধ্বজ দেখা যাইতেছে, সেইখানে লইয়া যাইব।২০

হে মহাবাহো! উহারা সমগ্র ভূমণ্ডলে যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত হইলেও আমি তোমাকে ঐ অগ্নিবলুচ্ছ বৃত্রতুল্য আততায়ী কৌরবগণের মধ্যে লইয়া যাইব।২১

স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের মধ্যে সেইরূপ পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি দিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নির্গত হইয়া এখন যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ না কেন?২২

যদি সেই অপহৃত গরুগুলি জয় না করিয়া তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তবে বীরগণ এবং নরনারীগণ সকলেই সম্মিলিত হইয়া তোমাকে উপহাস করিবে।২৩

আমাকেও সৈরন্ধ্রী সারথ্যকার্য্যে প্রশংসা করিয়াছে। আমি গো-ধন জয় না করিয়া নগরে ফিরিয়া যাইতে পারিব না।২৪

সৈরন্ধ্রীর সেই প্রশংসার জন্য এবং তোমার সেইরূপ বাক্যের জন্য আমিই সমস্ত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি স্থির হও।২৫

উত্তর বলিল,—বৃহন্নলে! এই অসংখ্য কৌরবগণ না হয় মৎস্যরাজ্যের ধন হরণ করিয়া লইয়া যাউক, নরনারীগণও আমাকে উপহাস করুক।২৬

আমার গোধনগুলি যাউক, যুদ্ধে আমার কাজ নাই। আমার রাজধানী রক্ষকহীন, পিতাকে আমি ভয় করি।২৭

বৃহন্নলোবাচ।

নৈষ শূরৈঃ স্মৃতো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নম্।
জ্যেষ্ঠস্য মরণং যুদ্ধে ন ভীতস্য পলায়নম্ ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু কৌন্তেয়ঃ সোঽবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ।
তমন্বধাবদ্ ধাবন্তং রাজপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ ॥৩০
দীর্ঘাং বেণীং বিধুন্বানঃ সাধু যচ্চে চ বাসসী।
বিধুন্বন্ বেণীং ধাবন্তমজানন্তোঽর্জুনং তদা ॥৩১
সৈনিকাঃ প্রাহসন্ কেচিৎ তথারূপমবেক্ষ্য তম্।
তং শীঘ্রমভিধাবন্তং সম্প্রেক্ষ্য কুরবোঽব্রুবন্ ॥৩২
ক এষ বেগসম্ভ্রান্তো ভস্মন্যেব হুতাশনঃ।
কিংনিমিত্তং যথা পুংসঃ কিংনিমিত্তং যথা স্ত্রিয়ঃ ॥৩৩

সারূপ্যমর্জুনস্যেব ক্লীবরূপং বিভর্তি চ।
তথৈবৈতন্নিরো গ্রীবং তৌ বাহূ পরিঘোপমৌ ॥
তথৈবাস্য বিক্রান্তং নাগয়ন্তো ধনঞ্জয়াৎ ॥৩৪

অমরেষ্বিব দেবেন্দ্রো মানুষেষু ধনঞ্জয়ঃ।
একঃ কোঽস্মানুপাধাবাদন্যো লোকে ধনঞ্জয়াৎ ॥৩৫

একঃ পুত্রো বিরাটস্য শূন্যে সংনিহিতঃ পুরে।
স এষ কিল নির্যাতো বালভাবান্ন সৌকৃত্যাৎ ॥৩৬

নূনং ছন্নং হি চরন্তং পার্থমর্জুনম্।
উত্তরঃ সারথিং কৃত্বা নির্যাতো নগরাদ্ বহিঃ ॥৩৭

স নো মন্যামহে দৃষ্ট্বা ভীত এব পলায়তে।
তং নূনমেষ ধাবন্তং জিঘৃক্ষতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া উত্তর যানমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া ভয়ে রথ হইতে লাফ দিয়া লাফ খাইতে খাইতে পলায়ন করিতে লাগিল।২৮

বৃহন্নলা বলিলেন,—বীরগণ ক্ষত্রিয়ের পলায়নকে ধর্ম্ম বলেন না। যুদ্ধে মরণই প্রশংসনীয়, তবে পলায়ন নহে।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তীপুত্র সেই অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া রথ হইতে লাফ দিয়া দীর্ঘবেণী ও উত্তর রক্তবর্ণ বস্ত্রযুগল কম্পিত করিতে করিতে পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।৩০-৩১

তখন বেণী দুলাইয়া প্রধাবিত অর্জ্জুনকে না চিনিয়া সৈনিকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সেইরূপ বেশ দেখিয়া হাসিতে লাগিল। দ্রুত প্রধাবিত অর্জ্জুনকে দেখিয়া কৌরবগণ বলিতে লাগিলেন—ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় ছদ্মবেশী এই লোকটি কে? ইহার কিছুটা পুরুষের মত, আবার কিছুটা স্ত্রীলোকের মত।৩২-৩৩

যেন অর্জ্জুনেরই তুল্য আকৃতি, অথচ ক্লীবরূপ ধারণ করিতেছে। সেই এই মস্তক, সেই গ্রীবা, সেই পরিঘতুল্য বাহুদ্বয়, তাহার মতই ইহার পদবিক্ষেপ, এ অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ নহে।৩৪

দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় মানুষের মধ্যে অর্জ্জুন। জগতে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কে একাকী আমাদের সম্মুখীন হইতে পারে।৩৫

বিরাটের একটি পুত্র শূন্য রাজধানীতে ছিল। এ সেই বালকস্বভাববশতঃ চপলতাবশে নির্গত হইয়াছিল, বিক্রমবশে নহে।৩৬

নিশ্চয়ই ছদ্মবেশে বিচরণকারী কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া উত্তর নগর হইতে বহির্গত হইয়াছে।৩৭

মনে হয় সে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে এবং অর্জ্জুন নিশ্চয় পলায়মান রাজপুত্রকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে।৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইতি স্ম কুরবঃ সর্বে বিমৃশন্তঃ পৃথক্ পৃথক্।
ন চ ব্যবসিতুং কিঞ্চিদুত্তরং শক্নুবন্তি তে ।৩৯

ছন্নং তথা তং সত্রেণ পাণ্ডবং প্রেক্ষ্য ভারত।
(দুর্যোধন উবাচেদং সৈনিকান্ রথসত্তমান্ ॥

অর্জুনো বাসুদেবো বা রামঃ প্রদ্যুম্ন এব বা।
তে হি নঃ প্রতিসংযাতুং সংগ্রামে ন চ শক্নুয়ুঃ ॥

অন্যো বা ক্লীবরূপেণ যজ্ঞাগচ্ছেন্ নরাং পদম্।
অপরিজ্ঞা শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥

কথমেকরথেনাং সমস্তান্ যোধয়েৎ কুরূন্।
অর্জুনো নেতি চেত্যেবং ন ব্যবস্যন্তি তে পুনঃ।
ইতি স্ম কুরবঃ সর্বে মন্ত্রয়ন্তো মহারথাঃ ॥

দৃঢ়ধন্বী মহাসত্ত্বঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অদ্যাগচ্ছতি যো যোদ্ধুং সর্বং সংশয়িতং বলম্ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! কৌরবগণ সকলে ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন অর্জুনকে দেখিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পরবর্তী কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।৩৯

(দুর্যোধন রথারোহী উত্তম সৈন্যদিগকে বলিলেন যে, অর্জুনই হউক বা কৃষ্ণই হউক এবং বলরামই হউক বা প্রদ্যুম্নই হউক—তাহারা সংগ্রামে আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

অপর কেহ যদি ক্লীববেশে এই গোষ্ঠে আগমন করে, তাহাকে তীক্ষ্ণ শরজালে পীড়িত করিয়া ভূপাতিত করিব।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন,—ও কি করিয়া একা সমস্ত কৌরবের সহিত যুদ্ধ করিবে? তাঁহারা কিন্তু ইহাকে অর্জুন নহে এরূপ নিশ্চয়ও করিলেন না। মহারথ কৌরবগণ সকলে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, যদি গম্ভীর আস্ফালনকারী, ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রান্ত, মহাবলশালী অর্জুন আজ যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তবে সমস্ত সৈন্যই সংশয়াপন্ন হইবে। তাঁহারা অর্জুন ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।)

ন চাপ্যন্যং নরং তত্র ব্যবস্যন্তি ধনঞ্জয়াৎ।)
উত্তরং তু প্রধাবন্তমভিদ্রুত্য ধনঞ্জয়ঃ।
গত্বা পদশতং তূর্ণং কেশপক্ষে পরামৃশৎ ॥৪০

সোঽর্জুনেন পরামৃষ্টঃ পর্যাদেবয়দার্তবৎ।
বহুদং কৃপণং চৈব বিরাটস্য সুতস্তদা ॥৪১

উত্তর উবাচ

শৃণুষ্বাত্মং হি কল্যাণি বৃহন্নলে সুমধ্যমে।
নিবর্তয় রথং ক্ষিপ্রং জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥৪২

শাতকুম্ভস্য শুদ্ধস্য শতং নিষ্কান্ দদামি তে।
মণীনষ্টৌ চ বৈদূর্য্যান্ হেমবন্ধান্ মহাপ্রভান্ ॥৪৩

হেমদণ্ডপ্রতিচ্ছন্নং রথং যুক্তঞ্চ সুব্রতৈঃ।
তাংশ্চ দশ মাতঙ্গান্ মুঞ্চ মাং ত্বং বৃহন্নলে ॥৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমাদীনি বাক্যানি বিলপন্তমচেতসম্।
প্রহস্য পুরুষব্যাঘ্রো রথস্থাস্থিকমানয়ৎ ॥৪৫

অর্জুন প্রধাবিত উত্তরের অভিমুখে শতপদ গমন করিয়া সত্বর তাহার কেশগুচ্ছ ধরিয়া ফেলিলেন।৪০

অর্জুনকর্তৃক ধৃত হইয়া সেই বিরাটরাজ-নন্দন তখন আর্তের ন্যায় বহু কাতর বিলাপ করিতে লাগিল।৪১

উত্তর বলিল,—হে কল্যাণি! বৃহন্নলে! তুমি শ্রবণ কর, সত্বর রথ ফিরাইয়া লও। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে কল্যাণের মুখ দেখিতে

অথৈনমব্রবীৎ পার্থো ভয়ার্ত্তং নষ্টচেতসম্।
যদি নোৎসহসে যোদ্ধুং শত্রুভিঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥
এহি মে ত্বং হয়ান্ যচ্ছ যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ ॥৪৬
প্রবাহেতদ্ রথানীকং মদ্বাহুবলরক্ষিতঃ।
অপ্রধৃষ্যতমং ঘোরং গুপ্তং বীর্যৈর্মহারথৈঃ ॥৪৭
মা ভৈষ্ট্বং রাজপুত্রাগ্র্য ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
কথং পুরুষশার্দূল শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥৪৮
অহং বৈ কুরুভির্যোৎস্যে বিকর্ষ্যামি চ তে পশূন্।
প্রবিশ্যৈতদ্ রথানীকং কক্ষপ্রধ্মাং দুরাসদম্ ॥৪৯
যন্তা ভব নরশ্রেষ্ঠ যোৎস্যেঽহং কুরুভিঃ সহ।

এবং ব্রুবাণো বীভৎসুর্বৈরাটিমপরাজিতঃ ॥
সমাশ্বাস্য মুহূর্তং তমুত্তরং ভরতর্ষভ ॥৫০
ততঃ এনং বিচেষ্টন্তমকামং ভয়পীড়িতম্।
রথমারোপয়ামাস পার্থঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৫১
(গাণ্ডীবং পুনরাদাতুমুপায়াৎ তাং শমীং প্রতি ॥
উত্তরং স সমাশ্বাস্য কৃষ্ণা যজ্ঞসেনজাং।)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে উত্তরাশ্বাসনে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।৩৮

পায় ।৪২

তোমাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণের একশত মোহর দিব এবং সোনায় বাঁধান আটটি বহোজ্জ্বল বৈদূর্য্যমণি দিব ।৪৩

বৃহন্নলে। তোমাকে সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত, সুবর্ণপতাকাশোভিত রথ ও দশটি মত্ত-মাতঙ্গ প্রদান করিব, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাও ।৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বহুবিলাপ-নিরত ক্ষুদ্রচেতা উত্তরকে পুরুষব্যাঘ্র অর্জুন হাসিতে হাসিতে রথের নিকটে আনিলেন ।৪৫

তারপর অর্জুন ভয়ার্ত্ত ও হতোৎসাহ উত্তরকে বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন রাজপুত্র! যদি তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আইস, আমি শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করি, তুমি আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রিত কর ।৪৬

তুমি আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া মহারথী বীরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত এই অতি দুর্দ্ধর্ষ ভয়ানক রথগুলির দিকে গমন কর ।৪৭

হে পরন্তপ। হে রাজপুত্রপ্রবর। তুমি ভয় পাইও না, তুমি ক্ষত্রিয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। তুমি শত্রুমধ্যে কিপ্রকারে বিষাদগ্রস্ত হইতেছ ।৪৮

আমিই কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব এবং এই অপ্রধৃষ্য ও দুরাসাদ্য রথব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার পশুগুলি উদ্ধার করিব ।৪৯

হে নরশ্রেষ্ঠ। তুমি সারথি হও, আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। হে ভরতর্ষভ জনমেজয়। কুন্তীপুত্র যোদ্ধৃপ্রবর অপরাজিত অর্জুন এইরূপ বলিয়া, বিরাটরাজপুত্র উত্তরকে কণকাল আশ্বাসদানপূর্ব্বক তারপর ভয়ার্ত্ত, অনিচ্ছুক ও বিকৃতাচরণকারী উহাকে রথে আরোহণ করাইলেন ।৫০-৫১

(অর্জুন উত্তরকে আশ্বাসদানপূর্ব্বক সারথি করিয়া গাণ্ডীব আনয়নের জন্য পুনরায় সেই শমীবৃক্ষের দিকে গমন করিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে উত্তরকে আশ্বাসপ্রদানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণেনার্জুনস্যালৌকিকপরাক্রমস্য প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা ক্লীববেশেন রথস্থং নরপুঙ্গবম্।
শমীমভিমুখং যান্তং রথমারোপ্য চোত্তরম্ ॥১
ভীষ্মদ্রোণমুখাস্তত্র কুরবো রথিনস্তমাঃ।
বিত্রস্তমনসঃ সর্বে ধনঞ্জয়কৃতাদ্ ভয়াৎ ॥২
তানবেক্ষ্য হতোৎসাহানুৎপাতানপি চাদ্ভুতান্।
গুরুঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত ॥৩

চণ্ডাশ্চ বাতাঃ সংবান্তি রুক্ষাঃ শর্করবর্ষিণঃ।
ভস্মবর্ণপ্রকাশেন তমসা সংবৃতং নভঃ ॥৪

রুক্ষবর্ণাশ্চ জলদা দৃশ্যন্তেঽদ্ভুতদর্শনাঃ।
নিঃসরন্তি চ কোষেভ্যঃ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৫

শিবাশ্চ বিনদন্ত্যেতা দীপ্তায়াং দিশি দারুণাঃ।
হয়াশ্চাশ্রূণি মুঞ্চন্তি ধ্বজাঃ কম্পন্ত্যকম্পিতাঃ ॥৬
বাসূংস্যত্র রূপাণি সংদৃশ্যন্তে বহূনি চ।
যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু সাধ্বসং সমুপস্থিতম্ ॥৭
রক্ষধ্বমপি চাত্মানং ব্যূহধ্বং বাহিনীমপি।
বৈশসঞ্চ প্রতীক্ষধ্বং রক্ষধ্বং চাপি গোধনম্ ॥৮
এষ বীরো মহেষ্বাসঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
আগতঃ ক্লীববেশেন পার্থো নান্যত্র সংশয়ঃ ॥৯
নরীনৃত্য লঙ্কেশবনারিকেতু-
র্বগাহ্বয়ো নাম বগারিসূনুঃ।
এষোঽস্ত্রনাবেশধরঃ কিরীটী
জিত্বাব যঃ নেষ্যতি চাস্মদা বঃ ॥১০

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণ কর্তৃক অর্জুনের অলৌকিক পরাক্রমের প্রশংসা।]

উত্তরকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া ক্লীববেশে রথারূঢ় নরপুঙ্গব অর্জুনকে শমীবৃক্ষাভিমুখে যাইতে দেখিয়া তত্রত্য রথিপ্রবর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণ সকলেই অর্জুনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।১-২

তাঁহাদিগকে হতোৎসাহ হইতে দেখিয়া এবং অদ্ভুত অনিষ্টকর অলক্ষণসমূহ দেখিয়া শ্রেষ্ঠ বহুর্দ্ধর আচার্য দ্রোণ বলিলেন—।৩

রুক্ষ ও বালুকাবর্ষী প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছে। ভস্মের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট অন্ধকারের দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে।৪

অদ্ভুত আকৃতির রক্তবর্ণ মেঘসমূহ দেখা যাইতেছে। নানাবিধ অস্ত্র কোষ হইতে খসিয়া পড়িতেছে।৫

প্রজ্বলিত দিগন্তে ঐ দারুণ শৃগালগুলি চীৎকার করিতেছে, অশ্বগুলি অশ্রুমোচন করিতেছে এবং ধ্বজগুলি আপনা-আপনি কাঁপিতেছে।৬

যেরূপ বহু অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভয় আসন্ন, আপনারা অবহিত হইয়া অবস্থান করুন, আত্মরক্ষা করুন, ব্যূহরচনাপূর্বক সৈন্য সমাবেশ করুন। একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতীক্ষায় থাকুন এবং গোধনগুলিকে রক্ষা করিতে থাকুন।৭-৮

সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবহুর্দ্ধর এই অর্জুন নপুংসক বেশে উপস্থিত হইয়াছে—ইহাতে সংশয় নাই।৯

হে ভীষ্ম! সম্ভবতঃ স্ত্রীবেশধারী এই ব্যক্তি ইন্দ্রপুত্র কপিধ্বজ অর্জুন। এই অর্জুন আপনাদিগকে জয় করিয়া গোধনগুলি লইয়া যাইবে,

স এষ পার্থো বিক্রান্তঃ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
নাযুদ্ধেন নিবর্ত্তেত সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥১১
ক্লেশিতশ্চ বনে পূর্ব্বো বাসবেনাপি শিক্ষিতঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো বাসবপ্রতিমো যুধি ॥
নেহাস্য প্রতিযোদ্ধারমহং পশ্যামি কৌরবাঃ ॥১২
মহাদেবোঽপি পার্থেন শ্রূয়তে যুধি তোষিতঃ।
কিরাতবেশপ্রচ্ছন্নো গিরৌ হিমবতি প্রভুঃ ॥১৩

কর্ণ উবাচ।

সদা ত্বয়ি কাঙ্ক্ষন্ত গুণৈরন্যান্ বিকত্থসে।
ন চার্জ্জুনঃ কলাপূর্ণো মম দুর্য্যোধনস্য চ ॥১৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

যস্যেব পার্থো রাধেয় কৃতং কার্য্যং তবেদৃশম।
জ্ঞাতাঃ পুনশ্চরিষ্যন্তি দ্বাদশান্যান্ বিশাম্পতে ॥১৫
অথৈষ কশ্চিদেবাস্যঃ ক্লীববেশেন মানবঃ।
শরৈরেনং সুনির্শিতৈঃ পাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ ব্রুবতি তদ্ বাক্যং ধৃতরাষ্ট্র পরন্তপ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপো দ্রৌণিঃ পৌরুষং
তদপূজয়ন্ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুনপ্রশংসায়ামেকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

আপনারা গোধন রক্ষা করুন।১০

এই সেই কুন্তীপুত্র শত্রুসন্তাপক পরাক্রান্ত অর্জ্জুন,—যে সমস্ত সুরাসুরের সহিতও যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক নহে।১১

এই বীর ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে এবং বনে ইহাকে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে। এ কুপিত হইলে যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য হইয়া উঠে। হে কৌরবগণ! আমি এখানে ইহার সমকক্ষ যোদ্ধা কাহাকেও দেখিতেছি না।১২

শোনা যায়, অর্জ্জুন হিমাচলে কিরাত-বেশে প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বর মহাদেবকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়াছে।১৩

কর্ণ বলিলেন,—আপনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে উদ্বেজিত করিয়া অর্জ্জুনের পুণ্যের কথা বলিয়া থাকেন। অথচ অর্জ্জুন আমার বা দুর্য্যোধনের আংশিক যোগ্যতাসমন্বিতও নহে।১৪

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে কর্ণ! এ ব্যক্তি যদি অর্জ্জুন হয়, তবে আমার কার্য্যসিদ্ধ হইবে। রাজন্! ইহারা পরিজ্ঞাত হইয়া পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনে বিচরণ করিবে।১৫

আর যদি এ ব্যক্তি ক্লীববেশধারী অপর কোন মনুষ্য হয়, অত্যন্ত শাণিত শরজালে ইহাকে ভূপাতিত করিব।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পরন্তপ জনমেজয়! সেই দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা সেই পরাক্রমের প্রশংসা করিলেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহে অর্জ্জুনের প্রশংসাবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শমীবৃক্ষাদস্ত্রমবতারয়িতুমুত্তরং প্রতি অর্জুনস্যাদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তাং শমীমুপসংগম্য পার্থো বৈরাটিমব্রবীৎ।
সুকুমারং সমাজ্ঞায় সংগ্রামে নাস্তিকোবিদম্ ॥১
সমাদিষ্টো ময়া ক্ষিপ্রং ধনূংষ্যবহরোত্তর।
নেমানি হি শরীরাণি সোঢ়ুং শক্ষ্যন্তি মে বলম্ ॥
ভারং চাপি গুরুং বোঢ়ুং মুহূর্তং বা প্রমর্দিতুম্ ॥২
মম বা বাহুবিক্ষেপঃ শত্রুনিহ বিমোক্ষতঃ।
(নৈতিঃ কামফলং কর্তুং কর্ম বৈজয়িকং হিহ।
অতিসূক্ষ্মাণি হ্রস্বানি সর্বাণি চ মৃদূনি চ।
আয়ুধানি মহাবাহো তবৈতানি পরন্তপ ॥)
তস্মাদ্ ভূমিপ্রসাদোঽয় শমীমেতাং পলাশিনীম্ ॥৩
অস্তাং হি পাণ্ডুপুত্রাণাং ধনূংষি নিহিতান্যুত।
যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য বীভৎসোর্যময়োস্তথা ॥৪

ধ্বজাঃ শরাশ্চ সূণাণাং দিব্যানি কবচানি চ।
অত্র চৈতন্মহাবীর্যং ধনুঃ পার্থস্য গাণ্ডিবম্ ॥৫
একং শতসহস্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
ব্যায়ামসহমত্যর্থং তূণরাজসমং মহৎ ॥৬
সর্বায়ুধমহামাত্রং শত্রুসম্বাধকারকম্।
সুবর্ণবিকৃতং দিব্যং গুরুভারসহক্ষমম্ ॥৭
অলং ভারং গুরুং বোঢ়ুং দারুণং চারুদর্শনম্।
তাদৃশান্যেব সর্বাণি বলবন্তি দৃঢ়ানি চ।
যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য বীভৎসোর্যময়োস্তথা ॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জুনাস্ত্রকথনে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্রগুলি নামাইতে উত্তরের প্রতি অর্জুনের আদেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই শমীবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্জুন উত্তরকে অতি সুকুমার ও সংগ্রামে অনভিজ্ঞ জানিয়া বলিলেন—।১

উত্তর! তুমি আমার আদেশে সত্বর ধনুক-গুলি নামাইয়া আন। তোমার এই ধনুকগুলি আমার বল সহ্য করিতে বা গুরুভার বহন করিতে কিংবা হস্তীদিগকে মর্দিত করিতে পারিবে না ।২

শত্রুসংহারক আমার বাহুবিক্ষেপ সহ্য করিতে পারিবে না। (হে মহাবাহু পরন্তপ! তোমার এই আয়ুধগুলি সমস্তই অতিশয় সূক্ষ্ম (সরু) হ্রস্ব ও কোমল। এক্ষেত্রে এই গুলির দ্বারা অভিলষিত বিজয়সাধক যুদ্ধকার্য্য করা যাইবে না।) অতএব হে ভূমিঞ্জয়! এই পত্র-সুশোভিত শমীবৃক্ষে আরোহণ কর ।৩

এই শমীবৃক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই বীর পাণ্ডবগণের ধনুকগুলি ও তাঁহাদের বিচিত্র কবচ, ধ্বজ ও শরসমূহ স্থাপিত আছে। এখানে অর্জুনের সেই মহাবীর্যসম্পন্ন গাণ্ডীব নামক ধনুক রহিয়াছে, যাহা একাই লক্ষ সংখ্যক ধনুকের সমকক্ষ, যাহার সাহায্যে পাণ্ডবদের রাষ্ট্রের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত শক্তি-প্রয়োগ-সহিষ্ণু, যাহা তালবৃক্ষের ন্যায় বিশাল ।৪-৬

সেই সুবর্ণচিত্রিত, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব, গুরু-ভার বহনে সমর্থ ভীষণ ও সুদর্শন ধনুক রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সমস্ত ধনুকগুলিই ঐরূপ শক্ত ও সুদৃঢ় ।৭-৮

শ্রীবসুগবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহে অর্জুনের অস্ত্রকথনবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্যাদেশেন শমীবৃক্ষত উত্তরস্য পাণ্ডবানামস্ত্রাবতারণম্।]

উত্তর উবাচ।

অস্মিন্ বৃক্ষে কিলোদ্ধৃতং শরীরমিতি নঃ শ্রুতম্।
তদহং রাজপুত্রঃ সন্ স্পৃশেয়ং পাণিনা কথম্ ॥১

নৈবংবিধং ত্বয়া যুক্তমলঙ্কৃং ক্ষত্রযোনিনা।
মহতো রাজপুত্রেণ মন্ত্রবজ্ঞবিদা সতা ॥২

স্পৃষ্টবন্তং শরীরং মাং শববদ্বেদিষ্যতে চিম্।
কথং বা ব্যবহার্য্যং মে কুর্যাস্ত্বং বৃহন্নলে ॥৩

বৃহন্নলোবাচ।

ব্যবহার্য্যশ্চ রাজেন্দ্র শুচিশ্চৈব ভবিষ্যসি
ধনূংষ্যেতানি মা ত্বৈষ্ট শরীরং নাত্র বিদ্যতে ॥৪

নাহং মৎস্যরাজস্য কুলে জাতঃ মনস্বিনাম্।
ত্বাং কথং নিন্দিতং কর্ম কারয়েয়ং নৃপাত্মজ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স পার্থেন রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
আরুরোহ শমীবৃক্ষং বৈরাটিরবশস্তদা ॥৬

তমবশ্যাসচ্ছত্রুঘ্নো রথে তিষ্ঠন্ ধনঞ্জয়ঃ।
অবরোপয় বৃক্ষাগ্রাদ্ ধনূংষ্যেতানি মা চিরম্ ॥৭

পরিবেষ্টনমেতেষাং ক্ষিপ্রং চৈব ব্যপানুদ।
সোঽপহৃত্য মহার্হাণি ধনূংষি পৃথুবক্ষসাম্ ॥
পরিবেষ্টনপত্রাণি বিমুচ্য সমুপানয়ৎ ॥৮

তথা সংনহনান্যেষাং পরিমুচ্য সমন্ততঃ।
অপশ্যদ্ গাণ্ডিবং তত্র চতুষ্টিরপরৈঃ সহ ॥৯

তেষাং বিমুচ্যমানানাং ধনুষামর্কবর্চসাম্।
বিনিশ্চেরুঃ প্রভা দিব্যা প্রবাণামুদয়েষিব ॥১০

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের আদেশে উত্তরের শমীবৃক্ষ হইতে পাণ্ডবগণের অস্ত্র অবতারণ।]

উত্তর বলিল,—এই বৃক্ষে শবদেহ রক্ষিত আছে এরূপ আমরা শুনিয়াছি। আমি রাজপুত্র হইয়া কিরূপে তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিব।১

আমি ক্ষত্রিয়জাতিতে উৎপন্ন, মন্ত্রযজ্ঞবিদ্ রাজপুত্র, এইরূপ মহৎ হইয়া এতাদৃশ বস্তু স্পর্শ করা আমার উচিত নহে।২

হে বৃহন্নলে। এই শবদেহ স্পর্শ করিলে আমি শববাহকের ন্যায় অশুচি হইয়া পড়িব। তখন তুমি আমাকে কিরূপে সমাজে ব্যবহার-যোগ্য করিবে।৩

বৃহন্নলা বলিলেন,—হে সুক্ষত্রিয়। তুমি শুচি ও সমাজে ব্যবহারযোগ্যই থাকিবে, এগুলি ধনুক, তুমি ভয় করিও না, ইহার মধ্যে শবদেহ নাই।৪

হে রাজপুত্র। তুমি মহৎ ব্যক্তিদিগের বংশে উৎপন্ন, মৎস্যরাজের পুত্র। তোমাকে আমি নিন্দিত কার্য্য করাইব কেন।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে সেই উত্তর তখন বাধ্য হইয়া রথ হইতে গোলাকারে লাফাইয়া পড়িয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিল।৬

শত্রুঘাতী অর্জ্জুন রথের উপরে দাঁড়াইয়া তাহাকে আদেশ করিলেন—বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে এই ধনুকগুলি অবিলম্বে নামাইয়া আন এবং সত্বর উহাদের আবরণগুলি খুলিয়া ফেল। উত্তর বিশালবক্ষাঃ পাণ্ডবগণের মহামূল্য ধনুকগুলি নামাইয়া আবরণপত্রগুলি উন্মোচিত করিয়া আনিল।৭-৮

স তেষাং রূপমালোক্য ভোগিনামিব দৃষ্টতাম্।
হৃষ্টরোমা ভয়োদ্বিগ্নঃ ক্ষণেন সমপদ্যত ॥১১
সংস্পৃশ্য তানি চাপানি ভানুমন্তি বৃহন্তি চ।
বৈরাটির্ফল্গুনং রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে অস্ত্রাবরোপণে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

এবং চারিদিক্‌কার আচ্ছাদনগুলি অপসারণ করিয়া তন্মধ্যে চারিটী ধনুকের সহিত গাণ্ডীবটী দেখিতে পাইল।৯

গ্রহগুলি উদিত হইলে তাহাদের যেমন প্রভা বিস্ফুরিত হয়, আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ধনুকগুলিরও সেইরূপ বিচিত্র প্রভা নির্গত হইল।১০

বিসর্পিত সর্পের ন্যায় সেই ধনুকগুলির আকৃতি দেখিয়া উত্তর তৎক্ষণাৎ ভয়ে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।১১

তে রাজন্ জনমেজয়! সেই প্রভাময় বিশাল ধনুকগুলি স্পর্শ করিয়া উত্তর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিল—।১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে অস্ত্র অবতারণে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনসমীপে উত্তরস্য পাণ্ডবানামস্ত্রবিষয়কপ্রশ্নঃ।]

উত্তর উবাচ।
বিন্দবো জাতরূপস্য শতং যস্মিন্ নিপাতিতাঃ।
সহস্রকোটি সৌবর্ণাঃ কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥১
বায়ুপা যত্র সৌবর্ণাঃ পৃষ্ঠে ভাসন্তি সংশিতাঃ।
সুপার্শ্বং সুগ্রহং চৈব কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥২
তপনীয়স্য শুদ্ধস্য যষ্টির্যস্যেন্দ্রগোপকাঃ।
পৃষ্ঠে বিভক্তাঃ শোভন্তে কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥৩
সূর্য্যা যত্র চ সৌবর্ণাস্ত্রয়ো ভাসন্তি সংশিতাঃ।
তেজসা প্রজ্বলন্তো হি কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥৪
শলভা যত্র সৌবর্ণাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।
সুবর্ণমণিচিত্রঞ্চ কস্যৈতদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[উত্তর কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট পাণ্ডবদের অস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন।]

উত্তর বলিল,—যাহাতে শত শত সুবর্ণ-বিন্দু নিপাতিত আছে এবং যাহার প্রান্তদ্বয় অতি উজ্জ্বল, এই সেই উত্তম ধনুকটি কোন্ কীর্ত্তিমান্ পাণ্ডবের?১

যাহার পৃষ্ঠদেশে নিবেশিত সুবর্ণময় হস্তীগুলি শোভা পাইতেছে, যাহার পার্শ্বদেশ ও মধ্যভাগ সুন্দর—এই উত্তম ধনুকটি কাহার?২

যাহার পৃষ্ঠদেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণময় যষ্টিসংখ্যক ইন্দ্রগোপকীট দলে দলে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে—এই উত্তম ধনুকটি কাহার?৩

যাহাতে তিনটি সুবর্ণময় সূর্য্য বসানো আছে এবং সেগুলি আপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছে—এই উত্তম ধনুকটি কাহার?৪

ইমে চ কঙ্ক নারাচাঃ সাহস্রা লোহবাহিনঃ।
সমস্তাৎ কলধৌতাগ্রা উপাসংগে হিরণ্ময়ে ॥৬

বিপাঠাঃ পৃথবঃ কঙ্ক গার্ধ্রপত্রাঃ শিলাশিতাঃ।
হারিদ্রবর্ণাঃ সুমুখাঃ পীতাঃ সর্বায়সাঃ শরাঃ ॥৭

কঙ্কায়সিতশ্চাপঃ পঞ্চশার্দূললক্ষণঃ।
বরাহকর্ণব্যামিশ্রান্ শরান্ ধারয়তে দশ ॥৮

কঙ্কেমে পৃথবো দীর্ঘাশ্চন্দ্রবিম্বার্ধদর্শনাঃ।
শতানি সপ্ত তিষ্ঠন্তি নারাচা রুধিরাশনাঃ ॥৯

কঙ্কেমে শুকপত্রান্তৈঃ পূর্বৈরর্ধৈঃ সুবাসসঃ।
উত্তরৈর্বায়সৈঃ পীতৈর্হেমপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥১০

গুরুভারসহো দিব্যঃ শাত্রবাণাং ভয়ঙ্করঃ।
কঙ্কায়ঃ সায়কো দীর্ঘঃ শিলাপৃষ্ঠঃ শিলামুখঃ ॥১১

বৈয়াঘ্রকোষে নিহিতো হেমচিত্রো দুরাসদঃ।
সুকল্পশ্চিত্রকোষশ্চ কিঙ্কিনীসায়কো মহান্ ॥১২

কঙ্ক হেমৎসরুনিভ্যাঃ খড়্গঃ পরমনির্মলঃ।
কঙ্কায়ং বিমলঃ খড়্গো গব্যে কোষে সমর্পিতঃ ॥১৩

হেমৎসরুবরাধুষ্যো নৈঘষ্যো ভারসাধনঃ।
কঙ্ক পাকনখে কোষে সায়কো হেমবিগ্রহঃ ॥১৪

প্রমাণরূপসম্পন্নঃ পীত আকাশসন্নিভঃ।
কঙ্ক হেমময়ে কোষে সুতপ্তে পাবকপ্রভে ॥১৫

নিস্ত্রিংশোঽয়ং গুরুঃ পীতঃ সায়কঃ পরবিদ্রবঃ।
কঙ্কায়সিতঃ খড়্গো হেমবিন্দুভিরাবৃতঃ ॥১৬

আশীবিষসমস্পর্শো পরকায়প্রভেদনঃ।
গুরুভারসহো দিব্যঃ সপত্নানাং ভয়প্রদঃ ॥১৭

যাহাতে স্বর্ণভূষিত মীনা করা পত্রগুলি রহিয়াছে—উজ্জ্বল প্রভাময় মণিদ্বারা বিচিত্র এই উত্তম ধনুকটি কাহার ?৫

সুবর্ণময় তূণমধ্যে এই সহস্র সহস্র বাণ—যেগুলি চারিদিকে লোমযুক্ত ও যাহাদের অগ্রভাগ সুবর্ণমণ্ডিত—এগুলি কাহার ?৬

এই শাণপ্রস্তরে শাণিত ও কর্মকারের পান দেওয়া, সুত্রপক্ষশোভিত, সর্ব্বাংশে লৌহময় বিপাঠাখ্য, স্থূল ও তীক্ষ্ণাগ্র হরিদ্রাতুল্যবর্ণ বাণগুলি কাহার ?৭

পঞ্চব্যাঘ্রচিহ্নিত এই কৃষ্ণবর্ণ চাপটি (তূণ) কাহার—যাহাতে বরাহচিহ্নযুক্ত দশটি বাণ রহিয়াছে ?৮

কাহার এই স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার শোণিতপানকারী সাতশত নারাচ বাণ রহিয়াছে ?৯

শুকপক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রভাযুক্ত পূর্ব্বার্দ্ধ, শিলাশাণিত লৌহময় উত্তরার্দ্ধ, পীতবর্ণ সুবর্ণময় মূলদেশ ও সুন্দর পক্ষযুক্ত বাণগুলি কাহার ?১০

অত্যন্তভারসহনক্ষম, শত্রুদের ভয়াবহ, ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, সুবর্ণচিত্রিত ভেকপৃষ্ঠ ও ভেকমুখাকৃতি এই দীর্ঘ ও দুর্দ্ধর্ষ খড়্গটি কাহার ?

বিচিত্র কোষনিহিত সুবর্ণময় বাঁট ও উত্তম ফলকযুক্ত অতি উজ্জ্বল এই বিশাল 'কিঙ্কিনী-সায়ক' খড়্গটি কাহার ?

গো-চর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, ভারসহ সুবর্ণময় মুষ্টিযুক্ত এই নিষধদেশীয় উজ্জ্বল খড়্গটি কাহার ?

ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত কোষমধ্যে সুবর্ণখচিত পীতবর্ণ ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এই খড়্গটি কাহার ? প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য কাঞ্চননির্ম্মিত কোষমধ্যে অতি নির্ম্মল ও ত্রিশ অঙ্গুলির অধিক পরিমাণ এই বিশাল খড়্গটি কাহার ?

গুরুভারসহ, পরদেহবিদারক, সুবর্ণবিন্দু পরিব্যাপ্ত, কৃষ্ণবর্ণ এই সুন্দর খড়্গটি কাহার—

নিদর্শনঞ্চ যথাতত্ত্বং ময়া পৃষ্টো বৃহন্নলে।
বিস্ময়ো মে পরো জাতো দৃষ্ট্বা সর্বমিদং মহৎ ॥১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নাম বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরবাক্যং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

যাহার স্পর্শ সর্পের ন্যায় এবং যাহা শত্রুদিগের ভয়প্রদ ।১১-১৭

আমার পরম বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা তুমি যথাযথভাবে বল ।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহে উত্তরবাক্যনামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪২

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহন্নলাকর্তৃকং পাণ্ডবাস্ত্রপরিচয়দানম্।]

বৃহন্নলোবাচ।

যস্মাৎ পূর্বমিহাপৃচ্ছ শত্রুসেনাপহারিণম্।
গাণ্ডীবমেতৎ পার্থস্য লোকেষু বিদিতং ধনুঃ ॥১
সর্বায়ুধমহামাত্রং শাতকুম্ভপরিষ্কৃতম্।
এতৎ তদর্জুনস্যাদ্য গাণ্ডীবং পরমায়ুধম্ ॥২
যৎ তচ্ছতসহস্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
যেন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ পার্থো বিজয়তে যুধে ॥৩
চিত্রমুজ্জ্বলবর্ণৈর্বৈঃ শ্লক্ষ্ণমায়তমব্রণম্।
দেব-মানব-গন্ধর্বৈঃ পূজিতং শাশ্বতী সমাঃ ॥৪
এতদ্ বর্ষসহস্রং তু ব্রহ্মা পূর্বমধারয়ৎ।
ততোঽনন্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়ৎ ॥৫
ত্রীণি পঞ্চশতং চৈব শক্রোঽশীতি চ পঞ্চ চ।
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তথৈব বরুণঃ শতম্।
পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিং চ বর্ষাণি শ্বেতবাহনঃ ॥৬
মহাবীর্যং মহানির্ঘোষমেতৎ তদ্ ধনুরুত্তমম্।
এতৎ পার্থমনুপ্রাপ্তং বরুণাচ্ছাকুনর্দনম্ ॥৭
পূজিতং সুরমর্ত্যেষু বিভর্তি পরমং বপুঃ।
সুপার্শ্বং ভীমসেনস্য জাতরূপপরিষ্কৃতং ধনুঃ।
যেন পার্থোঽজয়ৎ কৃৎস্নাং দিশং প্রাচীং পরন্তপঃ ॥৮

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বৃহন্নলা কর্তৃক পাণ্ডবদের অস্ত্রের পরিচয় দান।]

বৃহন্নলা বলিলেন,—তুমি আমাকে প্রথমে যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই অর্জুনের জগদ্বিখ্যাত ধনুক, শত্রুসৈন্যের কালস্বরূপ গাণ্ডীব ।১

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে অভিধায় সুবর্ণোজ্জ্বল এই গাণ্ডীব অর্জুনের সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ছিল ।২

যাহা লক্ষ ধনুকের সমান, যাহা রাষ্ট্রবৃদ্ধির সহায়, যাহা দ্বারা অর্জুন যুদ্ধে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে জয় করেন ।৩

যাহা নানাবিধ বর্ণদ্বারা চিত্রিত, মসৃণ, আয়ত ও অক্ষত এবং যাহা চিরকাল ধরিয়া দেব, মানব ও গন্ধর্বগণের প্রশংসিত ।৪

পূর্বে ব্রহ্মা সহস্র বৎসর এই ধনুক ধারণ করিয়াছিলেন, তারপর প্রজাপতি পাঁচশত ত্রিবৎসর, ইন্দ্র পঁচাশী বৎসর, চন্দ্র পাঁচশত বৎসর, বরুণ একশত বৎসর এবং শ্বেতবাহন অর্জুন পঁয়ষট্টি বৎসর ধারণ করিয়াছেন ।৫-৬

ইন্দ্রগোপকচিত্রঞ্চ ধনেতচ্চারুদর্শনম্।
রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্যৈতদ্ বৈরাটে বসুরুত্তমম্ ॥৯

সূর্য্যা যস্মিংস্তু সৌবর্ণাঃ প্রকাশন্তে প্রকাশিনঃ।
তেজসা প্রজ্বলন্তো বৈ নকুলস্যৈতদায়ুধম্ ॥১০

শলভা যত্র সৌবর্ণাস্তপনীয়বিচিত্রিতাঃ।
এতন্মাদ্রীসুতস্যাপি সহদেবস্য কার্ম্মুকম্ ॥১১

যে ত্বিমে ক্ষুরসঙ্কাশাঃ সহস্রা লোমবাহিনঃ।
এতেঽর্জুনস্য বৈরাটে শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ ॥১২

এতে জ্বলন্তঃ সংগ্রামে তেজসা শত্রুঘাতিনঃ।
ভবন্তি বীরস্তাক্ষয্যা ব্যূহতঃ সমরে রিপূন্ ॥১৩

যে তেমে পৃথবো দীর্ঘাশ্চন্দ্রবিম্বার্দ্ধদর্শনাঃ।
এতে ভীমস্য নিশিতা রিপুসঙ্ঘবধাঃ শরাঃ ॥১৪

হারিদ্রাবর্ণা যে তেতে হেমপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
নকুলস্য কলাপোঽয়ং পক্ষব্যাঘ্রসলক্ষণঃ ॥১৫

যেনাসৌ ব্যজয়ৎ কৃৎস্নাং প্রতীচাং দিশমাহবে।
কলাপো হ্যেষ তস্যাসীন্মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥১৬

যে ত্বিমে ভাস্করাকারাঃ সর্বপারণবাঃ শরাঃ।
এতে চিত্রক্রিয়োপেতাঃ সহদেবস্য ধীমতঃ ॥১৭

যে ত্বিমে নিশিতাঃ পীতাঃ পৃথবো দীর্ঘবাসসঃ।
হেমপুঙ্খাস্ত্রিপর্বাণো রাজ্ঞ এতে মহাশরাঃ ॥১৮

বজ্ররূপঃ সায়কো দীর্ঘঃ শিলাপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ।
অর্জুনস্যৈষ সংগ্রামে গুরুভারসহো দৃঢ়ঃ ॥১৯

বৈরাত্রকোষঃ সুমহান্ ভীমসেনস্য সায়কঃ।
গুরুভারসহো দিব্যঃ শাত্রবাণাং ভয়ঙ্করঃ ॥২০

এই উত্তমধনুকটী মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। এই সুদর্শন ধনুকটী বরুণের নিকট হইতে অর্জুনের হস্তে আসিয়াছে।৭

যাহার মধ্যভাগ সুবর্ণময়, পার্শ্বদেশ সুন্দর, দেবতা ও মনুষ্যদের পূজিত (প্রশংসিত) বিশালাকৃতি সেই ধনুকটী ভীমসেনের। শত্রুসন্তাপক কুন্তীনন্দন ভীমসেন যাহার দ্বারা সমগ্র পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন।৮

হে বিরাটনন্দন! ইন্দ্রগোপচিত্রিত এই যে সুদর্শন ও অত্যুত্তম ধনুক—ইহা রাজা যুধিষ্ঠিরের।৯

যাহাতে দীপ্তিমান্ সুবর্ণময় সূর্য্যগুলি জ্বেজ্বে প্রজ্বলিত হইয়া শোভা পাইতেছে—এটী নকুলের ধনুক।১০

যাহাতে সুবর্ণখচিত মৌনাকরা পতঙ্গগুলি রহিয়াছে—ইহা মাদ্রীপুত্র সহদেবের ধনুক।১১

হে বিরাটনন্দন! যে বাণগুলি লোমযুক্ত সহস্রসংখ্যক, ক্ষুরধার ও সর্পবিষতুল্য সেইগুলি অর্জুনের।১২

রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারোদ্যত বীর অর্জুনের এই বাণগুলি জ্বেজ্বে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং অক্ষয় হইয়া থাকে।১৩

দীর্ঘ, স্থূল ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার এই যে রিপুসঙ্ঘহারী শানিত শরগুলি—এগুলি ভীমের।১৪

বাণপ্রস্তরে শানিত, হরিদ্রাবর্ণ ও সুবর্ণপুঙ্খ এই বাণগুলি নকুলের এবং পক্ষব্যাঘ্রচিহ্নিত এই তূণও নকুলের।১৫

নকুল যাহা দ্বারা যুদ্ধে সমস্ত পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিল—এই তূণ সেই মাদ্রীপুত্র নকুলের ছিল।১৬

এই যে সূর্য্যাকৃতি সর্বশত্রু সংহারকারী কারুকার্য্যমণ্ডিত শরগুলি রহিয়াছে—এ-গুলি ধীমান্ সহদেবের।১৭

আর এই যে শানিত ও পান দেওয়া দীর্ঘপক্ষযুক্ত স্থূল-সুবর্ণপুঙ্খ এবং পর্ব্বত্রয় যুক্ত বড় বড় বাণগুলি দেখা যাইতেছে—এগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের।১৮

এই যে বজ্রপৃষ্ঠ ও বজ্রমুখাকৃতি দীর্ঘ, দৃঢ় ও সংগ্রামে গুরুভার সহনক্ষম খড়্গ, ইহা অর্জুনের।১৯

মুক্তলম্বিচিত্রকোশশ্চ হেমৎসরুরযুক্তবঃ।
নিস্ত্রিংশঃ কৌরবস্যৈষ ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ॥২১
যস্ত পাকনখে কোশে নিহিতশ্চিত্রবোধনে।
নকুলস্যৈষ নিস্ত্রিংশো গুরুভারসহো দৃঢ়ঃ ॥২২
যস্তুয়ং বিপুলঃ খড়্গো গব্যে কোশে সমর্পিতঃ।
সহদেবস্য বিজ্ঞেয়ঃ সর্বভারসহঃ দৃঢ়ম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে আয়ুধবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩

ব্যাঘ্রচর্মকোষে নিহিত শত্রুদের ভয়ঙ্কর গুরুভারসহ সুবিশাল অলৌকিক এই খড়্গটি ভীমসেনের ।২০

উত্তমফলকবিশিষ্ট, বিচিত্র কোষ ও সুবর্ণমুষ্টিযুক্ত এই সর্বোত্তম খড়্গটি কৌরবনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ।২১

ছাগচর্মনির্মিত কোষমধ্যে স্থাপিত বিচিত্রমুষ্টি গুরুভার বহন সমর্থ এই সুদৃঢ় খড়্গটি নকুলের ।২২

আর এই যে গো-চর্মনির্মিত কোষমধ্যে স্থাপিত বিশাল খড়্গ, ইহাকে সর্বভারসহ, দৃঢ় ও সহদেবের বলিয়া অবগত হও ।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তরগোগ্রহে আয়ুধবর্ণননামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনকর্তৃকং নিজস্য ভ্রাতৃণাঞ্চ উত্তরায় পরিচয়দানম্।]

উত্তর উবাচ।

সুবর্ণবিকৃতানীমান্যায়ুধানি মহাত্মনাম্।
রুচিরাণি প্রকাশন্তে পার্থিবানামতোধিকম্ ॥১
ক ন্বিদর্জুনঃ পার্থঃ কৌরব্যো বা যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২

সর্ব এব মহাত্মানঃ সর্বাস্ত্রবিনাশনাঃ।
রাজ্যমক্ষৈঃ পরাকীর্য ন শ্রূয়ন্তে কথঞ্চন ॥৩

দ্রৌপদী ক্ব চ পাঞ্চালী স্ত্রীরত্নমিতি বিশ্রুতা।
জিতানক্ষৈস্তদা কৃষ্ণা তানেবানুগমদ্ বনম্ ॥৪

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক উত্তরের নিকট নিজের ও ভ্রাতৃবর্গের পরিচয় দান।]

উত্তর বলিলেন,—বিপ্রকারী মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই মনোরম সুবর্ণখচিত অস্ত্রগুলি প্রকাশ পাইতেছে ।১

কুন্তীপুত্র অর্জুন, কৌরবরাজ যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুনন্দন নকুল, সহদেব ও ভীমসেন—ইঁহারা কোথায় ।২

তাঁহারা সকলেই মহা উৎসাহশালী, সকলেই সর্বশস্ত্র সংহার করিতে সমর্থ। পাশাখেলায় রাজ্য হারাইবার পর হইতে আর তাঁহাদের কথা কোনরূপ শোনা যায় না ।৩

রমণীরত্ন বলিয়া বিখ্যাতা পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? তিনি ত' তৎকালে

অর্জুন উবাচ।

অহমস্মার্জুনঃ পার্থঃ সত্যনামো যুধিষ্ঠিরঃ।
বল্লবো ভীমসেনস্তু পিতুস্তে রসপাচকঃ ॥৫
অশ্বরক্ষোঽথ নকুলঃ সহদেবস্তু গোকুলে।
সৈরন্ধ্রীঃ দ্রৌপদীং বিদ্ধি যৎকৃতে কীচকা হতাঃ ॥৬

উত্তর উবাচ।

দশ পার্থস্য নামানি যানি পূর্বং শ্রুতানি মে।
প্রব্রূহ্যস্তানি যদি মে শ্রদ্দধ্যাং সর্বমেব তে ॥৭

অর্জুন উবাচ।

হন্ত তেঽহং সমাচক্ষে দশ নামানি যানি মে।
বৈরাটে শৃণু তানি ত্বং যানি পূর্বং শ্রুতানি তে ॥৮
একাগ্রমানসো ভূত্বা শৃণু সর্বং সমাহিতঃ।
অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ ॥
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥৯

উত্তর উবাচ

কেনাসি বিজয়ো নাম কেনাসি শ্বেতবাহনঃ।
কিরীটী নাম কেনাসি সব্যসাচী কথং ভবান্ ॥১০
অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কৃষ্ণো বীভৎসুরেব চ।
ধনঞ্জয়শ্চ কেনাসি ব্রূহি তত্ত্বম তত্ত্বতঃ ॥১১
শ্রুতা মে তস্য বীরস্য কেবলা নামহেতবঃ।
তৎ সর্বং যদি মে ব্রূয়াঃ শ্রদ্দধ্যাং সর্বমেব তে ॥১২

অর্জুন উবাচ।

সর্বান্ জনপদান্ জিত্বা বিত্তমাদায় কেবলম্।
মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহুর্মাং ধনঞ্জয়ম্ ॥১৩
অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধদুর্মদান্।
নাজিত্বা বিনিবর্তামি তেন মাং বিজয়ং বিদুঃ ॥১৪

অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণেরই পিছু পিছু বনে গমন করিয়াছিলেন।৪

অর্জুন বলিলেন,—আমিই কুন্তীপুত্র অর্জুন, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির, তোমার পিতার ব্যঞ্জন-পাচক বল্লব ভীমসেন।৫

অশ্বরক্ষক নকুল এবং গোষ্ঠে নিযুক্ত সহদেব। সৈরন্ধ্রীকেই দ্রৌপদী বলিয়া জানিও—যাহার জন্য কীচকেরা নিহত হইয়াছে।৬

উত্তর বলিল,—অর্জুনের যে দশটি নামের কথা পূর্বে আমি শুনিয়াছি, তুমি যদি সেইগুলি বলিতে পার, তবে তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারি।৭

অর্জুন বলিলেন,—আচ্ছা, তোমাকে আমি আমার দশটি নাম বলিতেছি। হে বিরাটরাজ-পুত্র। তুমি পূর্বে যেগুলি শ্রবণ করিয়াছ, সেইগুলি শ্রবণ কর।৮

স্থির হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার সমস্ত শ্রবণ কর,—অর্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।৯

উত্তর বলিল,—কি কারণে তুমি বিজয়, কি কারণে শ্বেতবাহন, কিজন্যই বা কিরীটী এবং কিজন্যই বা তুমি সব্যসাচী?১০

অর্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, বীভৎসু ও ধনঞ্জয়ই বা তুমি কি কারণে হইয়াছ, তাহা আমাকে যথার্থভাবে বল।১১

আমি সেই বীরের নামগুলির কারণ সমস্ত শুনিয়াছি। সেই সমস্ত যদি তুমি বলিতে পার, তবে তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতে পারি।১২

অর্জুন বলিলেন,—সমস্ত জনপদ জয় করিয়া, সমস্ত ধন আহরণ করিয়া ধনের মধ্যেই অবস্থান করিয়াছিলাম, সেইজন্যই আমাকে সকলে ধনঞ্জয় বলিয়া থাকে।১৩

শ্বেতাঃ কাঞ্চনসন্নাহা রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ
সংগ্রামে যুধ্যমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ ॥১৫
উত্তরাভ্যাং ফল্গুনীভ্যাং নক্ষত্রাভ্যামহং দিবা।
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ ॥১৬
পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ।
কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্য্যাভং তেনাহমপি কিরীটিনম্ ॥১৭
ন কুর্য্যাং কর্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন।
তেন দেব-মনুষ্যেষু বীভৎসুরিতি বিশ্রুতঃ ॥১৮
উভৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে।
তেন দেব-মনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ ॥১৯
পূর্ব্বিষ্যাং চতুরস্রায়াং বর্ণো মে দুর্লভঃ সদা।
করোমি কর্ম শুক্লঞ্চ তস্মাদ্ধ্যর্জুনং বিদুঃ ॥২০
অহং দুরাপো দুর্ধর্ষো দমনঃ পাকশাসনিঃ।
তেন দেব-মনুষ্যেষু জিষ্ণুর্নামাস্মি বিশ্রুতঃ ॥২১
কৃষ্ণ ইত্যেব মে নাম চক্রে পিতা মম।
কৃষ্ণাবদাতস্তু ততঃ প্রিয়ত্বাদ্ বালকস্য বৈ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পার্থং বৈরাটিরভ্যবাদয়দন্তিকাৎ।
অহং ভূমিঞ্জয়ো নাম নাম্নাহমপি চোত্তরঃ ॥২৩
দিষ্ট্যা ত্বাং পার্থ পশ্যামি স্বাগতং তে ধনঞ্জয়।
লোহিতাক্ষ মহাবাহো নাগরাজকরোপম ॥২৪
ধনঞ্জয়াদবোচং ত্বাং ফল্গুমহসি ভাষসে।
যত্তত্ত্বয়া কৃতং পূর্বং চিত্রং কর্ম সুদুষ্করম্ ॥
অতো ভয়ং ব্যতীতং মে শ্রীশ্চ পরমা ত্বয়ি ॥২৫

যেহেতু আমি সংগ্রামে রণোদ্যত বীরগণের প্রতি ধাবিত হই এবং তাহাদিগকে জয় না করিয়া ফিরি না, সেজন্য আমাকে বিজয় বলা হয়।১৪

আমি যখন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করি, তখন আমার রথে সুবর্ণভূষিত শ্বেত অশ্বগুলি নিযুক্ত হয়, এজন্য আমি শ্বেতবাহন।১৫

আমি দিবাভাগে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে হিমালয়ের উপর জন্মিয়াছিলাম, এজন্য আমাকে ফাল্গুন বলিয়া সকলে জানে।১৬

পূর্ব্বে দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইন্দ্র আমার মস্তকে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত একটি কিরীট দিয়াছিলেন, সেজন্য আমাকে কিরীটী বলা হয়।১৭

আমি যুদ্ধ করিতে গিয়া কখনও কোন বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণ্য কোন কার্য্য করি না, সেইজন্য দেবতা ও মনুষ্যমধ্যে আমি বীভৎসু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি।১৮

আমি দুই হাতেই গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে পারি, সেজন্য দেবতা ও মনুষ্যগণ আমাকে সকলে সব্যসাচী বলিয়া জানেন।১৯

চতুঃসাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার সমান বর্ণ দুর্লভ এবং আমি শুক্ল (অর্থাৎ নির্দ্দোষ, অনিন্দনীয়) কর্ম্ম করিয়া থাকি, সেজন্য আমি অর্জ্জুন নামে পরিচিত।২০

আমি দুরাসাদ, দুর্দ্ধর্ষ, দমনকারী ও ইন্দ্র-পুত্র, এজন্য আমি দেবতা ও মনুষ্যমধ্যে জিষ্ণু নামে খ্যাত হইয়াছি।২১

আমার উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং আমি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। এজন্য বাল্যকালে পিতাই আমার 'কৃষ্ণ' এই মধুর নামটি রাখিয়াছিলেন।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সেই বিরাট-রাজপুত্র উত্তর নিকটে গিয়া অর্জ্জুনকে অভিবাদন করিল—আমার নাম ভূমিঞ্জয়, উত্তরও আমার অপর নাম।২৩

হে অর্জ্জুন! আমার সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম। হে ধনঞ্জয়! হে লোহিতাক্ষ!

(দাসোঽহং তে ভবিষ্যামি পশ্য মামনুকম্পয়া।
যা প্রতিজ্ঞা কৃতা পূর্বং তব সারথ্যকর্মণি ॥
মনঃ শান্তঞ্চ মে জাতং জাতং ভাগ্যঞ্চ যে মহৎ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জুনপরিচয়দানে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪

হে নাগরাজকরসদৃশ বিশালবাহো। আপনাকে আগত জ্ঞাপন করি।২৪

না জানিয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন। যেহেতু আপনি পূর্বে বিস্ময়জনক অতি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছেন, সেজন্য আমার ভয় চলিয়া গিয়াছে এবং আপনার উপর পরম প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছে।২৫

(আপনি যে প্রতিজ্ঞা পূর্বে করিয়াছেন, তদনুসারে আপনার সারথ্য-কার্য্যে আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখুন। আমি আপনার দাস হইব। আমার মন সুস্থ হইয়াছে, আমার মহা ভাগ্যোদয় হইয়াছে।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহে অর্জুনের পরিচয়প্রদানে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য যুদ্ধোদ্যোগঃ, অস্ত্র-শস্ত্রস্মরণম্, তৈঃ সহ বার্ত্তালাপঃ, উত্তরস্য ভয়নিবারণঞ্চ।]

উত্তর উবাচ।

আস্থায় রুচিরং বীর রথং সারথিনা ময়া।
কতমং বাস্তবেহনীকমুক্তো যাস্যাম্যহং ত্বয়া ॥১

অর্জুন উবাচ

প্রীতোঽস্মি পুরুষব্যাঘ্র ন ভয়ং বিদ্যতে তব।
সর্বান্ হনিষ্যামি তে শত্রূন্ রণে রণবিশারদ ॥২

স্বস্থো ভব মহাবাহো পশ্য মাং শত্রুভিঃ সহ।
যুধ্যমানং বিমর্দেঽস্মিন্ কুর্বাণং ভৈরবং মহৎ ॥৩
এতান্ সর্বানুপানয়ান্ ক্ষিপ্রং বদীহি যে রথে।
এবং চাহর নিস্ত্রিংশং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরাবান্ সূতরণ্ডদা।
অর্জুনস্যানুযান্ গৃহ্য শীঘ্রেণাবাতরৎ ততঃ ॥৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের যুদ্ধোদ্যোগ, অস্ত্রশস্ত্র স্মরণ, তাহাদের সহিত বার্ত্তালাপ ও উত্তরের ভয় নিবারণ।]

উত্তর বলিল,—হে বীর। আপনি উত্তম রথে আরোহণ করিয়া আমার সারথ্যে কোন্ সৈন্যের দিকে গমন করিবেন? আপনি আদেশ করিলেই আমি যাইব।১

অর্জুন বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র। আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার ভয় নাই। হে সমর-বিশারদ। আমি যুদ্ধে তোমার সকল শত্রু তাড়াইয়া দিতেছি।২

হে মহাবাহো। তুমি আশ্বস্ত হও। আমি শত্রুদের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করি এবং এই যুদ্ধে কিরূপ মহাভয়ানক কার্য্য করি, তাহা দেখ।৩

এই সমস্ত তূণগুলি সত্বর বন্ধন কর এবং আমার রথে একটি সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ আনয়ন কর।৪

অর্জুন উবাচ।

অহং বৈ কুরুভির্যোৎস্যামীত্যবজ্ঞেষ্যসি মে পশূন্ ॥৬
লক্ষলক্ষপতাকিকেপং বাহুপ্রাকারতোরণম্।
ত্রিগুণভূতপস্থাবসনেকধ্বজসঙ্কুলম্ ॥৭
জ্যাক্ষেপণং ক্রোধকৃতং মৌর্বীনিনদদুন্দুভি।
নগরং তে ময়া গুপ্তং রথোপস্থং ভবিষ্যতি ॥৮
অধিষ্ঠিতো ময়া সংখ্যে রথো গাণ্ডীবধন্বনা।
অজেয়ঃ শত্রুসৈন্যানাং বৈরাটে যোৎস্যতে ভয়ম্ ॥৯

উত্তর উবাচ।

বিভেমি নাহমেতেভ্যো জানামি ত্বাং স্থিরং যুধি।
কেশবেনাপি সংগ্রামে সাক্ষাদিন্দ্রেণ বা সমম্ ॥১০
ইদং তু চিন্তয়ন্নেবং পরিমুহ্যামি কেবলম্।
নিশ্চয়ং চাপি দুর্মেধা ন পচ্ছামি কথঞ্চন ॥১১
এবং যুক্তাঙ্গরূপস্য লক্ষণৈঃ সূচিতস্য চ।
কেন কর্মবিপাকেন ক্লীবত্বমিদমাগতম্ ॥১২

মন্যে ত্বাং ক্লীববেশেন চরন্তং শূলপাণিনম্।
গন্ধর্বরাজপ্রতিমং দেবং বাপি শতক্রতুম্ ॥১৩

অর্জুন উবাচ

(উর্বশীশাপসম্ভূতং ক্লৈব্যং মাং সমুপস্থিতম্।
পুরাহমাজ্ঞয়া ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যাস্মি সুরালয়ম্ ॥
প্রাপ্তবানুর্বশীং দৃষ্ট্বা সুধর্মায়াং ময়া তদা।
নৃত্যন্তীং পরমং রূপং বিভ্রতীং বল্লিসন্নিধৌ ॥
অপশ্যংস্তামনির্বিণ্ণং কুটুম্বাময়য়স্য মে।
রাত্রৌ সমাগতা মহ্যং শয়ানং বস্তুমিচ্ছয়া ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন অর্জুনের কথা শুনিয়া উত্তর ব্যথিত হইয়া অর্জুনের অস্ত্রগুলি লইয়া বেগে রথ হইতে অবতরণ করিল।৫

অর্জুন বলিলেন,—আমি কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার পশুগুলি অনায়াসে জয় করিয়া আনিব।৬

আমার দ্বারা রক্ষিত রথগর্ভ তোমার নগর-স্বরূপ (নিরাপদ বাসস্থান) হইবে। আমার সন্তরই হইবে ধনুক, বাণ, যষ্টি ও তূণদ্বারা আকীর্ণ এবং বহু ধ্বজ-পতাকায় পরিব্যাপ্ত সেই নগরীর পার্শ্বেষ্টন-প্রাচীর, আমার বাহুযুগলই তাহার প্রাকার-তোরণ, ধনুকের জ্যা হইবে কামান, মেরী-নিনাদ হইবে দুন্দুভি এবং ক্রোধ হইবে সেই নগরীর ক্রিয়াকলাপ।৭-৮

গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আমি অধিষ্ঠান করিলে এই রথ যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের অপরাজেয় হইবে। হে বিরাটনন্দন। তোমার ভয় অপগত হউক।৯

উত্তর বলিল,—আমি ইহাদের ভয় করি না। যুদ্ধে আপনাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা ইন্দ্রের সমান অটল বলিয়াই জানি।১০

কেবল এই কথা চিন্তা করিয়াই বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ও মন্দবুদ্ধি বলিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না যে, এইপ্রকার পুরুষযোগ্য আকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও লক্ষণসম্পন্ন হইয়াও কোন্ কর্মফলে আপনার এই ক্লীবত্ব উপস্থিত হইল।১১-১২

আপনি গন্ধর্বরাজতুল্য, আপনাকে ক্লীববেশে বিচরণকারী শূলপাণি বা শতক্রতু (ইন্দ্র) বলিয়াই মনে করি।১৩

(অর্জুন বলিলেন,—উর্বশীর আপত্তনিত ক্লীবত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বে আমি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার আদেশে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলাম।

সেখানে ইন্দ্রের সম্মুখে দেবসভায় পরম রূপবতী উর্বশীকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম।

আমার বংশের আদি জননী উর্বশীকে আমি অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম।

অহং তামভিধাস্যেব মাতৃসৎকারমাচরম্।
সা চ মামশপৎ ক্রুদ্ধা শিখণ্ডী ত্বং ভবেরিতি ॥
প্রেক্ষ্য তমিন্দ্রো মামাহ মা ভৈস্ত্বং পার্থ যদ্ভতঃ।
উপকারো ভবেৎ তুভ্যমজ্ঞাতবসতৌ পুরা ॥
ইত্যুক্তো মামনুগ্রাহ্য ততঃ প্রেষিতবান্ বৃষা।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ব্রতং তীর্ণং ময়ানঘ ॥)
ভ্রাতুর্নির্দ্দেশমাজ্ঞায় সংবৎসরমিদং ব্রতম্।
চরামি ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৪
নাস্মি ক্লীবো মহাবাহো পরবান্ ধর্ম্মসংযুতঃ।
সমাপ্তব্রতমুত্তীর্ণং বিদ্ধি মাং ত্বং নৃপাত্মজ ॥১৫

উত্তর উবাচ।

পরমোঽনুগ্রহো মেঽদ্য যত্তর্কো ন মে বৃথা।
ন হীদৃশাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি তু নরোত্তম ॥১৬
সহায়বানস্মি রণে যুধ্যেয়মমরৈরপি।
সাধ্বসং হি প্রনষ্টং মে কিং কর্ত্তাস্মি ব্রবীহি মে ॥১৭
অহং তে সংগ্রহীষ্যামি হয়ান্ শুক্লবালকুশান্।
শিক্ষিতো হ্যস্মি সারথ্যে তীর্থতঃ পুরুষর্ষভ ॥১৮
দারুকো বাসুদেবস্য যথা শক্রস্য মাতলিঃ।
তথা মাং বিদ্ধি সারথ্যে শিক্ষিতং নরপুঙ্গব ॥১৯
যস্য যাতে ন পশ্যন্তি ভূমৌ ক্ষিপ্তং পদং পদম্।
দক্ষিণাং যো ধুরং যুক্তঃ সুগ্রীবসদৃশো হয়ঃ ॥২০
যোঽয়ং ধুরং ধুর্য্যবরো বাহাং বহতি শোভনঃ।
তং মন্যে মেঘপুষ্পস্য জবেন সদৃশং হয়ম্ ॥২১
যোঽয়ং কাঞ্চনসন্নাহঃ পার্ষ্ণিং বহতি শোভনঃ।
সমং শৈব্যস্য তং মন্যে জবেন বলবত্তরম্ ॥২২

তাহাতে তিনি রাত্রিতে বিহার-বাসনায় নিদ্রামগ্ন আমার নিকট আগমন করিলেন।

আমি তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক মাতৃবৎ সম্মান প্রদর্শন করিলাম। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন "তুমি ক্লীব হইবে"।

ইন্দ্র তাহা শুনিয়া আমাকে বলিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি ক্লীবত্বের ভয়ে ভীত হইও না। ভবিষ্যতে অজ্ঞাতবাসে ইহা তোমার উপকারে লাগিবে।

এইরূপ অনুগ্রহ করিয়া তারপর ইন্দ্র আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। হে অনঘ! সেই ব্রতই এই উপস্থিত হইয়াছিল এবং আমি তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছি।)

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে এক বৎসর ধরিয়া এই ব্রত ও ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছি, এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম।১৪

হে মহাবাহো! আমি ক্লীব নহি। আমি পরাধীন ও ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ ছিলাম। হে রাজপুত্র! আমার ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়াই জান।১৫

উত্তর বলিল,—আমার প্রতি অদ্য পরম অনুগ্রহ হইল। যেহেতু আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। হে নরোত্তম! এতাদৃশ ব্যক্তিরা ক্লীব হইতে পারেন না।১৬

এক্ষণে আমি যুদ্ধে সহায়বান্ হইলাম। এখন দেবগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি। আমার ভয় নষ্ট হইয়াছে, কি করিব আদেশ করুন।১৭

হে পুরুষর্ষভ! শত্রুসৈন্যভঞ্জনকারী আপনার অশ্বগণকে আমি নিয়ন্ত্রিত করিব। আমি সারথ্যের কার্য্যে গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি।১৮

হে নরপুঙ্গব! শ্রীকৃষ্ণের যেমন দারুক, ইন্দ্রের যেমন মাতলি, আমাকেও সারথ্যে সেইরূপ শিক্ষিত বলিয়া জানুন।১৯

যাহার গমনকালে ভূতলে নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটী পা কেহ দেখিতে পায় না এবং যুগদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে যেটী যোজিত আছে—এই অশ্বটী শ্রীকৃষ্ণের সুগ্রীবনামক অশ্বের তুল্য।২০

যোঽয়ং বহতি যে পার্ষ্ণিং দক্ষিণামিতঃ স্থিতঃ।
বলাহকাখ্যপি মতঃ স ভবে বীর্য্যবত্তরঃ ॥২৩
যাঞ্চেবায়ং রথো যোদ্ধুং সংগ্রামেঽর্হতি বন্ধিনম্।
ত্বং চেমং রথমাস্থায় যোদ্ধুমর্হো মতো মম ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিমুচ্য বাহুভ্যাং বলয়ানি স বীর্য্যবান্।
চিত্রে কাঞ্চনসন্নাহে প্রত্যমুঞ্চৎ তদা তদে ॥২৫
কৃষ্ণান্ ভঙ্গিমতঃ কেশান্ শ্বেতৈরোদ্গ্রথ্য বাসসা।
অথাসনৌ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥
অভিদধ্যৌ মহাবাহুঃ সর্বাস্ত্রাণি রথোত্তমে ॥২৬
উচুশ্চ পার্থং সর্বাণি প্রাঞ্জলীনি নৃপাস্ত্রজম্।
ইমে স্ম পরমোদারাঃ কিঙ্করাঃ পাণ্ডুনন্দন ॥২৭

প্রণিপত্য ততঃ পার্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
সর্বাণি মানসানীহ ভবন্তেত্যভ্যভাষত ॥২৮
প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনোঽভবৎ।
অধিজ্যং তরসা কৃত্বা গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপদ্ ধনুঃ ॥২৯
তস্য বিক্ষিপ্যমাণস্য ধনুষোঽভূন্মহাস্বনিঃ।
যথা শৈলস্য মহতঃ শৈলেনৈবাবজঘ্নতঃ ॥৩০
স নির্ঘাতোঽভবদ্ ভূমিম্ দিক্ষু বায়ুর্ববৌ ভৃশম্।
পপাত মহতী চোল্কা নিঃশব্দা ন প্রচকাশিরে ॥
ভ্রান্তধ্বজং খং তদাসীৎ প্রকম্পিতমহাদ্রুমম্ ॥৩১
তং শব্দং কুরবোঽজ্ঞানন্ বিস্ফোটসনেরিব।
ধনঞ্জয়ো ধনুঃশ্রেষ্ঠং বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ রথে ॥৩২

আর এই যে উত্তম ও সুন্দর অশ্বটী বামভাগে যুগদণ্ড বহন করিতেছে, তাহাকে বেগে মেঘপুষ্প-নামক অশ্বের সমান বলিয়া মনে করি।২১

সুবর্ণভূষণে সজ্জিত এই যে সুন্দর অশ্বটী পশ্চাদ্ভাগের বামপার্শ্ব বহন করিতেছে, তাহাকে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের শৈব্যনামক অশ্বের সমান, কিন্তু বেগ দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক বলবান্ বলিয়া মনে করি।২২

আর যেটী দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া আমার পশ্চাদ্ভাগ বহন করিতেছে সেটী শ্রীকৃষ্ণের বলাহকনামক অশ্ব অপেক্ষাও বেগে অধিকতর শক্তিমান্ বলিয়া মনে হয়।২৩

এই রথটী সংগ্রামে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ আপনাকেই বহন করিবার যোগ্য এবং আপনিও এই রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া আমার ধারণা।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুদ্বয় হইতে বলয়গুলি খুলিয়া ফেলিয়া, স্বর্ণখচিত দুইটী অ্যা-আত-বারণ (দস্তানা) পরিধান করিলেন।২৫

মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশগুলি শ্বেতবস্ত্রদ্বারা উর্দ্ধদিকে বন্ধন করিয়া অনন্তর সেই উত্তম রথোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া শুচি ও সংযত-চিত্তে সমস্ত অস্ত্রগুলিকে ধ্যান করিলেন।২৬

সমস্ত অস্ত্রগুলিও কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজপুত্র অর্জ্জুনকে বলিল—হে পাণ্ডুপুত্র! এই আমরা পরম অনুগত ভৃত্য বিদ্যমান আছি।২৭

তারপর অর্জ্জুন অস্ত্রদিগকে প্রণিপাত পূর্ব্বক করতল দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"এখন আপনারা সকলে আমার মনোমধ্যে উপস্থিত থাকুন"।২৮

তাপর অস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। তিনি গাণ্ডীবে গুণ আরোপণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন।২৯

আকর্ষণমাত্রেই সেই ধনুকের ঘোর পর্ব্বতের সহিত মহাপর্ব্বতের আঘাতের ন্যায় উৎকট শব্দ হইল।৩০

সেই নির্ঘাত ধ্বনিতে ভূমি বিদারিত হইল, চারিদিকে ঝটিকা সৃষ্টি হইল, বৃহদাকার উল্কা

উত্তর উবাচ।

একস্তং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বহুনেতান্ মহারথান্।
কথং জেষ্যসি সংগ্রামে সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগান্ ॥৩৩

অসহায়োঽসি কৌন্তেয় সসহায়শ্চ কৌরবাঃ।
অতএব মহাবাহো ভীতস্তিষ্ঠামি তেঽগ্রতঃ ॥৩৪

ঊবাচ পার্থো মা ভৈষীঃ প্রহস্য স্বনবৎ তদা ॥৩৫

যুধ্যমানস্য মে যত্র সঙ্গতৈঃ সুমহাবলৈঃ।
সহায়ো ঘোষযাত্রায়াং কস্তদাসীৎ সখা মম ॥৩৬

তথা প্রতিভয়ে তস্মিন্ দেব-দানবসঙ্কুলে।
খাণ্ডবে যুধ্যমানস্য কস্তদাসীৎ সখা মম ॥৩৭

নিবাতকবচৈঃ সার্ধং পৌলোমৈশ্চ মহাবলৈঃ।
যুধ্যতো দেবরাজার্থে কঃ সহায়স্তদাভবৎ ॥৩৮

স্বয়ংবরে তু পাঞ্চাল্যা রাজভিঃ সহ সংযুগে।
যুধ্যতো বহুভিস্তাত কঃ সহায়স্তদাভবৎ ॥৩৯

উপজীব্য গুরুং দ্রোণং শক্রং বৈশ্রবণং যমম্।
বরুণং পাবকং চৈব কৃপং কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্ ॥৪০

পিনাকপাণিনং চৈব কথমেতান্ ন যোধয়ে।
রথং বাহয় মে শীঘ্রং যোৎস্যে তে মানসো জ্বরঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে উত্তরার্জুনয়োর্বাক্যং
নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

পতিত হইল, দিঙ্মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল না। রজঃগুলি আকাশে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, বড় বড় বৃক্ষগুলিও কাঁপিয়া উঠিল।৩১

অর্জুন যে রথের মধ্যে বাহুদ্বারা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিলেন, তাহার বজ্রধ্বনির ন্যায় সেইশব্দ কৌরবগণ জানিতে পারিলেন।৩২

উত্তর বলিল—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী এই বহুসংখ্যক মহারথিদিগকে যুদ্ধে আপনি একাকী কিরূপে পরাজিত করিবেন?৩৩

হে কৌন্তেয়! আপনি সহায়হীন এবং কৌরবগণ সহায়সম্পন্ন। হে মহাবাহো! এইজন্য আমি আপনার সমক্ষে ভীত হইয়া আছি।৩৪

তখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া অর্জুন বলিলেন,—ভয় করিও না।৩৫

হে বীর! ঘোষযাত্রাকালে যখন অতিশয় বলবান্ গন্ধর্ব্ববৃন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল?৩৬

সেই দেবদানবসঙ্কুল তাদৃশ ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় ছিল?৩৭

দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য নিবাতকবচও পৌলোম-নামক মহাবলশালী দৈত্যবৃন্দের সহিত যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন আমার সহায় কে ছিল?৩৮

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে সঙ্ঘবদ্ধ বহু ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। তখন সেই যুদ্ধে কে আমার সহায় ছিল?৩৯

গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৃপাচার্য্য, কৃষ্ণ, মাধব ও মহাদেব—ইঁহাদের আশ্রয় লইয়া আমি ইঁহাদের সহিত কেন যুদ্ধ করিতে পারিব না? তোমার মনস্তাপ দূর হউক, তুমি সত্বর আমার রথ চালনা কর।৪০-৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে উত্তর ও অর্জুনের বাক্যনামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৫

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরস্য রথে অর্জুনধ্বজস্যাগমনম্, অর্জুনস্য শঙ্খধ্বনিঃ, দ্রোণেন দুর্লক্ষণানাং বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উত্তরং সারথিং কৃত্বা শমীং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
আয়ুধং সর্বমাদায় প্রযযৌ পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১
ধ্বজং সিংহং রথাৎ তস্মাদপনীয় মহারথঃ।
প্রণিধায় শমীমূলে প্রায়াদুত্তরসারথিঃ ॥২
দেবীং মায়াং রথে যুক্তাং বিহিতাং বিশ্বকর্মণা।
কাঞ্চনং সিংহলাঙ্গূলং ধ্বজং বানরলক্ষণম্ ॥৩
মনসা চিন্তয়ামাস প্রসাদং পাবকস্য চ।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা ধ্বজে ভূতান্যচোদয়ৎ ॥৪
পতাকং বিচিত্রাঙ্গং দোপসাঙ্গং মহাবলম্।
খাৎ পপাত রথে তূর্ণং দিব্যরূপং মনোরমম্ ॥৫

রথং তমাগতং দৃষ্ট্বা দক্ষিণং প্রাকরোৎ তদা।
রথমাস্থায় বীভৎসুঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ॥৬
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
ততঃ প্রায়াদুদীচীঞ্চ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥৭
স্বনবন্তং মহাশঙ্খং বলবান্নরিমর্দনঃ।
প্রাধমদ্ বলমাস্থায় বিধমন্তঃ লোমহর্ষণম্ ॥৮

(শশাঙ্করূপং বীভৎসুঃ প্রাধ্মাপয়দরিন্দমঃ।
শঙ্খশব্দোঽস্য সোঽত্যর্থং শ্রূয়তে কালমেঘবৎ ॥
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন ধনুষো নিস্বনেন চ।
বানরস্য চ নাদেন রথনেমিস্বনেন চ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[উত্তরের রথে অর্জুনের ধ্বজের আগমন, অর্জুনের শঙ্খধ্বনি, দ্রোণ কর্তৃক দুর্লক্ষণসমূহ বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুন উত্তরকে সারথি করিয়া শমীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করত সমস্ত আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।১

মহারথ অর্জুন সেই রথ হইতে সিংহচিহ্নিত ধ্বজটি খুলিয়া শমীবৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া সারথি উত্তরের সহিত প্রস্থান করিলেন।২

রথোপরি প্রযুক্ত বিশ্বকর্ম্মার বিহিত দৈবী মায়া, কাঞ্চনময় সিংহলাঙ্গূল, বানরধ্বজ ও অগ্নিদেবের অনুগ্রহ মনে মনে স্মরণ করিলেন। অগ্নিদেবও তাঁহার সেই স্মরণের কথা জানিতে পারিয়া ভূতদিগকে ধ্বজোপরি অধিষ্ঠানের আদেশ দিলেন।৩-৪

পতাকাসমন্বিত, বিচিত্রাকৃতি, অধিরূঢ়, অলক্ষ্য-ভূতাধিষ্ঠিত, অলৌকিক ও মনোরম সেই ধ্বজ আকাশ হইতে ক্রত রথোপরি পতিত হইল।৫

তখন কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন অর্জুন তাহাকে আসিতে দেখিয়া সেই রথটিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৬

তারপর কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌রূপধ্বজশোভিত অর্জুন রথে বসিয়া জ্যাঘাতবারণ ও অঙ্গুলিত্রবন্ধন করিয়া গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।৭

শত্রুমর্দ্দনকারী মহাবলবান্ অর্জুন শত্রুর রোমাঞ্চজনক ভীষণ ধ্বনিযুক্ত বৃহৎ শঙ্খ মহাবেগে ধ্বনিত করিলেন।৮

(শত্রুদমনকারী অর্জুন শশাঙ্করূপ শঙ্খটি ধ্বনিত করিলেন। কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

CALCUTTA CENTRAL

অজয়ন্ত তদ্বং ঘোরমকরোৎ পাকশাসনিঃ।)
ততস্তে তবনা ধূর্বা ভানুত্যাদ্রথমন্মহীম্।
উত্তরশ্চাপি সন্ত্রস্তো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥৯
সংস্থাপ্য চাশ্বান্ কৌন্তেয়ঃ সমুদ্যম্য চ রশ্মিভিঃ।
উত্তরঞ্চ পরিষজ্য সমাশ্বাসয়দর্জ্জুনঃ ॥১০

অর্জ্জুন উবাচ।

মা ভৈস্ত্বং রাজপুত্রাগ্র্য ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
কথং তু পুরুষব্যাঘ্র শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥১১

শ্রুতাস্তে শঙ্খশব্দাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ।
কুঞ্জরাণাং নদতাং ব্যূঢ়ানীকেষু তিষ্ঠতাম্ ॥১২
স ত্বং কথমিহানেন শঙ্খশব্দেন ভীষিতঃ।
বিবর্ণরূপো বিত্রস্তঃ পুরুষঃ প্রাকৃতো যথা ॥১৩

উত্তর উবাচ।

শ্রুতা মে শঙ্খশব্দাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ।
কুঞ্জরাণাং নিনদতাং ব্যূঢ়ানীকেষু তিষ্ঠতাম্ ॥১৪
নৈকবিধঃ শঙ্খশব্দঃ পুরা ভাতু ময়া শ্রুতঃ।
ধ্বজস্য চাপি রূপং মে দৃষ্টপূর্বং ন ঈদৃশম্ ॥১৫
ধনুষশ্চৈব নির্ঘোষঃ শ্রুতপূর্বো ন মে কচিৎ।
অস্য শঙ্খস্য শব্দেন ধনুষো নিস্বনেন চ ॥১৬
অমানুষাণাং শব্দেন ভূতানাং বনবাসিনাম্।
রথস্য চ নিনাদেন মনো মুহ্যতি মে ভৃশম্ ॥১৭
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা হৃদয়ং ব্যথতীব মে।
ধ্বজেন পিহিতাঃ সর্বা দিশো ন প্রতিভান্তি মে ॥১৮
গাণ্ডীবস্য চ শব্দেন কর্ণৌ মে বধিরীকৃতৌ।
স মুহূর্তং প্রধাতব্য তু পার্থো বৈরাটিমব্রবীৎ ॥১৯

ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন সেই শঙ্খের ধ্বনি, ধনুকের টঙ্কার, ধ্বজস্থ বানরের সিংহনাদ ও রথচক্রের শব্দে অজয় প্রাণীদের ভীষণ ভয় উৎপাদন করিলেন।)

তাহাতে সেই রথবাহী অশ্বগুলি জানুদ্বারা ভূমিতে পতিত হইল এবং উত্তরও ভীত হইয়া রথপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল।৯

অর্জ্জুন অশ্বগুলিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া এবং রশ্মির সাহায্যে উত্তোলিত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বাস দিতে লাগিলেন।১০

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে শত্রুসন্তাপক রাজপুত্র-প্রবর! তুমি ভয় পাইও না, তুমি ক্ষত্রিয়, হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি শত্রুমধ্যে কিরূপে বিষাদগ্রস্ত হইতেছ?১১

তুমি ত' সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অবস্থিত গর্জ্জনকারী হস্তিবৃন্দের বৃংহণধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি ও প্রচণ্ড ভেরীশব্দ অনেক শুনিয়াছ।১২

সেই তুমি সাধারণ লোকের মত এই শঙ্খের শব্দেই ভয় পাইয়া এমন বিবর্ণ ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলে কেন?১৩

উত্তর বলিল,—আমি অনেক শঙ্খধ্বনি ও তীব্র ভেরীশব্দ শুনিয়াছি, সজ্জিত সেনাবাহিনীর মধ্যস্থিত হস্তীর নিনাদও শুনিয়াছি।১৪

কিন্তু আমি এতাদৃশ শঙ্খশব্দ পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই এবং ধ্বজেরও এইরূপ আকৃতি আমার পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।১৫

ধনুকের এইরূপ নির্ঘোষ পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই, এই শঙ্খের ধ্বনি, ধনুকের টঙ্কার, ধ্বজবাসী ভূতবর্গের অলৌকিক গর্জ্জন ও রথের শব্দে আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে।১৬-১৭

দশদিক্ যেন ব্যাকুল হইয়া গিয়াছে এবং মন যেন ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ধ্বজদ্বারা সমস্ত দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।১৮

গাণ্ডীবের শব্দ আমার কর্ণদ্বয়কে বধির করিয়া

অর্জুন উবাচ।

একান্তং রথমাস্থায় পদ্ভ্যাং ভূমিপীড়নম্।
দৃঢ়ঞ্চ রশ্মীন্ সংযচ্ছ শঙ্খং ধ্মাস্যাম্যহং পুনঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শঙ্খরুপাদায়াদ্ দারয়ন্নিব পর্বতান্।
গুহা গিরি গাঞ্চ তথা দিশঃ শৈলাংস্তথৈব চ।
উত্তমঞ্চাপি সংলীনো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥২১

তস্য শঙ্খস্য শব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ ঘোষেণ পৃথিবী সমকম্পত ॥২২
তং সমাশ্বাসয়ামাস পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ ॥২৩

দ্রোণ উবাচ

যথা রথস্য নির্ঘোষো যথা মেঘ উদীর্য্যতে।
কম্পতে চ যথা ভূমির্যথৈবোহস্তঃ সব্যসাচিনঃ ॥২৪

শস্ত্রাণি ন প্রকাশন্তে ন প্রজ্বলন্তি বাহিনঃ।
অগ্নয়শ্চ ন ভাসন্তে সমিদ্ধাস্তন্ন শোভনম্ ॥২৫
প্রত্যাদিত্যঞ্চ নঃ সর্বে মৃগা ঘোরপ্রবাদিনঃ।
ধ্বজেষু চ নিলীয়ন্তে বায়সাস্তন্ন শোভনম্ ॥২৬
শকুনাশ্চাপসব্যা নো বেদয়ন্তি মহদ্ ভয়ম্ ॥২৭
গোমায়ুরেষ সেনায়াং রুদন্ মধ্যেন ধাবতি।
অনাহতশ্চ নিষ্ক্রান্তো মহদ্ বেদয়তে ভয়ম্ ॥২৮
তবতাং রোমকূপাণি প্রহৃষ্টান্যুপলক্ষয়ে।
ধ্রুবং বিনাশো যুদ্ধেন ক্ষত্রিয়াণাং প্রদৃশ্যতে ॥২৯
জ্যোতীংষি ন প্রকাশন্তে দারুণা মৃগপক্ষিণঃ।
উৎপাতা বিবিধা ঘোরা দৃশ্যন্তে ক্ষত্রনাশনাঃ ॥৩০
বিশেষত ইহাস্মাকং নিমিত্তানি বিনাশনে।
উদ্যাস্যন্তি প্রণীতাভির্বাধ্যতে পৃতনা তব ॥
বাহনান্যপ্রহৃষ্টানি রুদন্তীব বিশাম্পতে ॥৩১

দিয়াছে। তারপর অল্পকাল অগ্র গমন করিলে সেই অর্জুন উত্তরকে বলিলেন।১৯

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পদদ্বয়ের দ্বারা রথকে উত্তমরূপে চাপিয়া ধরিয়া রশ্মিগুলি দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধর, আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর পর্ব্বত, পর্ব্বত-গুহা, দিক্‌সমূহ ও দিগন্তস্থিত শৈলমালা যেন বিদারিত করিয়াই অর্জুন পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং উত্তরও সঙ্কুচিত হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।২১

সেই শঙ্খের শব্দ, রথচক্রের নিনাদ ও গাণ্ডীবের নির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিলেন।২২

তখন অর্জুন উত্তরকে পুনরায় আশ্বস্ত করিলেন।২৩

দ্রোণ বলিলেন,—যেরূপ রথের নির্ঘোষ, যেরূপ মেঘ উঠিয়াছে এবং ভূমি যেরূপ কম্পিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়—এ ব্যক্তি অর্জুন ভিন্ন অপর কেহ নহে।২৪

অস্ত্রগুলি ঝলমল করিতেছে না, অশ্বগুলি হৃষ্ট হইতেছে না, প্রজ্বলিত অগ্নি উজ্জ্বল হইতেছে না—ইহা সুলক্ষণ নহে।২৫

আমাদের সমস্ত পশুগুলি সূর্য্যাভিমুখে ঘোর চীৎকার করিতেছে এবং ধ্বজোপরি বায়স উপবেশন করিতেছে—তাহাও সুলক্ষণ নহে।২৬

আমাদের দক্ষিণভাগে থাকিয়া শকুনগুলিও মহাভয়ের সূচনা করিতেছে।২৭

ঐ শৃগালটি চীৎকার করিতে করিতে সেনার মধ্য দিয়া দৌড়াইতেছে এবং বিনা বাধায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাভয়ের সূচনা করিতেছে।২৮

আপনাদের রোমকূপগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি, যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ নিশ্চিত-ভাবে দৃষ্ট হইতেছে।২৯

গ্রহগুলি প্রকাশ পাইতেছে না, ভয়ানক পশু-পক্ষীসকল সম্মুখে আসিতেছে এবং ক্ষত্রিয়-বিনাশ-

উপাসন্তে চ সৈন্যানি গৃধ্রাস্তব সমন্ততঃ।
তপ্যাসে বাহিনীং দৃষ্ট্বা পার্থবাণপ্রপীড়িতাম্ ॥
পরাভূতা চ বঃ সেনা ন কশ্চিদ্ যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥৩২
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠাঃ সর্বে যোধা বিচেতসঃ
গাঃ সম্প্রদাপ্য বিষ্ঠাবো ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে ঔৎপাতিকো নাম
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬

সূচক নানাপ্রকার ভয়ানক উৎপাত দেখা যাইতেছে।৩০

হে রাজন্ দুর্যোধন! এখানে বিশেষভাবে আমাদের বিনাশসূচক দুর্লক্ষণগুলি দেখা যাইতেছে। প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ তোমার সেনার ক্লেশোৎপাদন করিতেছে, বাহনগুলি বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যেন রোদন করিতেছে।৩১

গৃধ্রগুলি তোমার সৈন্যের চারিদিকে আশ্রয় লইয়াছে। তুমি সেনাকে অর্জুনের বাণে পীড়িত দেখিয়া সন্তপ্ত হইবে। তোমার সৈন্য পরাজিত হইবে, কেহই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না।৩২

সমস্ত যোদ্ধা নিরুৎসাহ, অধিকাংশেরই মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। গরুগুলিকে পাঠাইয়া দিয়া আমরা যোদ্ধৃবর্গ ব্যূহ রচনাপূর্বক সৈন্য সজ্জিত করিয়া অবস্থান করি।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তরগোগ্রহে উৎপাত প্রাদুর্ভাব নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনস্য যুদ্ধসঙ্কল্পঃ, কর্ণস্যোক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ দুর্যোধনো রাজা সমরে ভীমবিক্রমঃ।
ভীষ্মং রথর্ষভং কৃপঞ্চ সুমহারথম্ ॥১
উক্তোঽয়মর্থ আচার্যৌ ময়া কর্ণেন চানঘৌ।
পুনরেব প্রবক্ষ্যামি ন হি তৃপ্যামি তং ব্রুবন্ ॥২
পরাভূতৈর্হি বস্তব্যং তৈশ্চ দ্বাদশ বৎসরান্।
বনে জনপদে জ্ঞাতৈরেষ এব পণো হি নঃ ॥৩
তেষাং ন তাবদ্বিদিতং বর্ততে তু ত্রয়োদশম্।
অজ্ঞাতবাসো বীভৎসুরথাস্মাভিঃ সমাগতঃ ॥৪

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দুর্যোধনের যুদ্ধসঙ্কল্প ও কর্ণের উক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজা দুর্যোধন রণক্ষেত্রে রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহারথ কৃপকে বলিলেন।১

হে আচার্যদ্বয়! আমি এবং কর্ণ একথা বার বার বলিয়াছি এবং আবারও বলিব, কারণ, সে কথা বলিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।২

পরাজিত হইলে তাহারা বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর কোন দেশে অজ্ঞাতবাস করিবে—ইহাই ছিল আমাদের পণ।৩

তাহাদের ত্রয়োদশ বৎসর এখনও সমাপ্ত হয় নাই, অজ্ঞাতবাস চলিতেছে, অথচ অর্জুন আমাদের সহিত (যুদ্ধে) মিলিত হইয়াছে।৪

অনিবৃত্তে তু নির্বাসে যদি বীভৎসুরাগতঃ।
পুনর্দ্বাদশ বর্ষাণি বনে বৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫
লোভাদ্ বা তে ন জানীয়ুরস্মান্ বা মোহ আবিশৎ।
হীনাতিরিক্তমেতেষাং ভীষ্মো বেদিতুমর্হতি ॥৬
অর্থানাঞ্চ পুনর্ধৈধে নিত্যঃ ভবতি সংশয়ঃ।
অন্যথা চিন্তিতো হ্যর্থঃ পুনর্ভবতি সোঽন্যথা ॥৭
উত্তরং মার্গমাণানাং মৎস্যানাঞ্চ যুযুৎসতাম্।
যদি বীভৎসুরায়াতস্তদা কস্তাপরাধ্যতি ॥৮
ত্রিগর্তানাং বরং হেতোর্মৎস্যান্ যোদ্ধুমিহাগতাঃ।
মৎস্যানাং বিপ্রকারান্তে বহুনস্মানকীর্তয়ন্ ॥৯
তেষাং ভয়াভিভূতানাং তদস্মাভিঃ প্রতিশ্রুতম্।
প্রথমং তৈর্গ্রহীতব্যা মৎস্যানাং গোধনং মহৎ।
সপ্তম্যামপরাহ্ণে বৈ তথা তৈস্তু সমাহিতম্ ॥১০

নির্ব্বাসন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি অর্জ্জুন আসিয়া থাকে, তবে পাণ্ডবগণ পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাসী হইবে।৫

রাজ্যলোভে হয়ত' তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই অথবা আমাদেরই ভুল হইতেছে, ইহাদের ন্যূনাধিক্য ভীষ্মদেব জানিতে পারেন।৬

বস্তুর বৈধির্য্যবিষয়ে সর্ব্বদাই সংশয় জন্মে, কোন বিষয় একরূপ চিন্তা করা যায়, কিন্তু তাহা অন্যরূপ হইতেও পারে।৭

উত্তরকে অন্বেষণকারী ও যুদ্ধাভিলাষী মৎস্য-সেনার পক্ষ লইয়া অর্জ্জুন যদি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা কাহার অপরাধ করিলাম ?৮

আমরা ত্রিগর্ত্তের অধিবাসীদিগের জন্য মৎস্য-দেশকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছি। ত্রিগর্ত্তেরা মৎস্যদেশের অনুষ্ঠিত বহু অপকারের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিল।৯

অষ্টম্যাং পুনরস্মাভিরাদিত্যস্যোদয়ং প্রতি।
ইমা গাবো গ্রহীতব্যা ন তু মৎস্যে গবাং পদম্ ॥১১
তে বা গাস্তানরিষ্যন্তি যদি বা স্যুঃ পরাজিতাঃ।
অস্মান্ বা হ্যাপসন্ধায় কুর্য্যুর্মৎস্যেন সঙ্গতম্ ॥১২
অথবা তানপাহায় মৎস্যো জানপদৈঃ সহ।
সর্ব্বয়া সেনয়া সার্দ্ধং সংবৃতো ভীমরূপয়া।
আয়াতঃ কেবলং রাত্রিমস্মান্ যোদ্ধুমিহাগতঃ ॥১৩
তেষামেব মহাবীর্য্যঃ কশ্চিদেষ পুরঃসরঃ।
অস্মান্ জেতুমিহায়াতো মৎস্যো বাপি স্বয়ং ভবেৎ ॥১৪
যদ্যেষ রাজা মৎস্যানাং যদি বীভৎসুরাগতঃ।
সর্ব্বৈর্যোদ্ধব্যমস্মাভিরিতি নঃ সময়ঃ কৃতঃ ॥১৫
অথ কস্মাৎ ত্বিতা হেতো রথেষু রথসত্তমাঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিকর্ণো দ্রৌণিরেব চ ॥১৬

তাহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ায় আমরা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। কথা ছিল—সপ্তমীর অপরাহ্ণে প্রথমে তাহারা মৎস্যদেশের প্রভূত গোধন হরণ করিবে। তাহারা ত' সেইরূপ করিয়াছে।১০

মৎস্যরাজ গোষ্ঠে গমন করিলে অষ্টমীর দিন সূর্য্যোদয় কালে আমাদের এই গোধনগুলি হরণ করিবার কথা।১১

হয়ত' তাহারা গরুগুলি আনয়ন করিবে অথবা যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে, কিংবা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া মৎস্যরাজের সহিত যদি সন্ধি করিয়া থাকে, অথবা বিরাট-রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যের লোকেদের সহিত এবং ভীমাকৃতি সমস্ত সৈন্যের সহিত সুরক্ষিত হইয়া কেবল রাত্রিটুকুর মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এখানে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে।১২-১৩

এই ব্যক্তি তাহাদেরই অগ্রবর্ত্তী কোন মহাবীর

সন্ত্রান্তমনসঃ সর্বে কালে হ্যস্মিন্ মহারথাঃ।
নান্যত্র যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽস্তি তথাত্মা প্রণিধীয়তাম্ ॥১৭
আচ্ছিন্নে গোধনেঽস্মাকমপি দেবেন বজ্রিণা।
যমেন বাপি সংগ্রামে কো হাস্তিনপুরং ব্রজেৎ ॥১৮

শরৈরেভিঃ প্রণুন্নানাং ভগ্নানাং গহনে বনে।
কো হি জীবেৎ পদাতীনাং তবেদমেষু সংশয়ঃ ॥১৯

দুর্যোধনবচঃ শ্রুত্বা রাধেয়স্ত্বব্রবীদ্ বচঃ।
আচার্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥২০

জানাতি হি মতং তেষামস্ত্রাণ্যেষাং তথৈব নঃ।
অর্জুনে চাস্ত সম্প্রীতিমধিকামুপলক্ষয়ে ॥২১

তথা হি দৃষ্ট্বা বীভৎসুমুপায়ান্তং প্রশংসতি।
যথা সেনা ন ভজ্যেত তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥২২
দ্রোণিতং হ্যুপশৃণ্বানে দ্রোণে সর্বং বিষজ্জিতম্।
অদেশিকা মহারণ্যে গ্রীষ্মে শত্রুবশং গতাঃ।
যথা ন বিদ্রবেৎ সেনা তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥২৩
ইষ্টা হি পাণ্ডবা নিত্যমাচার্যস্য বিশেষতঃ।
আসন্নপরার্ধাংশ্চ কথাতে স্ম স্বয়ং তথা ॥২৪
অশ্বানাং দ্রেষিতং শ্রুত্বা কঃ প্রশংসোপরো ভবেৎ।
স্থানে বাপি ব্রজন্তো বা সদা দ্রেষন্তি বাজিনঃ ॥২৫
সদা চ বায়বো বান্তি নিত্যং বর্ষতি বাসবঃ।
স্তনয়িত্নোশ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে বহুশস্তথা ॥২৬

অথবা এখানে আমাদিগকে ভয় করিবার জন্য সমাগত স্বয়ং মৎস্যরাজও হইতে পারে।১৪

যদি এই ব্যক্তি মৎস্যদেশের রাজা হয় অথবা যদি অর্জুনই আসিয়া থাকে, তবে আমরা সকলে যুদ্ধ করিব—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম।১৫

এক্ষণে এইরূপ সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা এই শ্রেষ্ঠতম রথিগণ সকলেই চঞ্চলচিত্ত হইয়া রথোপরি নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন? যুদ্ধ ভিন্ন কল্যাণ নাই, সেইভাবেই নিজেকে একাগ্র (স্থিরসঙ্কল্প) করুন।১৬-১৭

গোধন যখন হরণ করা হইয়াছে, তখন আমাদের ইন্দ্রদেব বা যমের সহিতও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (তাহা না করিয়া) কে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যাইবে?১৮

পদাতিরা যদি গহনবনে পলায়ন করে, তবে আমার এই শরজালে তাড়িত হইয়া তাহাদের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না। অশ্বারোহীদেরও জীবনসংশয় হইবে।১৯

দুর্যোধনের কথা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, দ্রোণাচার্যকে পিছনে রাখিয়া উক্তরূপ নীতি বিধান করুন।২০

ইনি তাহাদের অভিপ্রায় জানেন, এজন্য আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। অর্জুনের উপরে ইহার সমধিক প্রীতিও লক্ষ্য করিতেছি।২১

কারণ, ইনি অর্জুনকে আসিতে দেখিয়াই তাহার প্রশংসা আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাতে আমাদের সেনারা রণে ভঙ্গ না দেয়, সেইরূপ নীতি বিধান করুন।২২

দ্রোণাচার্য অশ্বের হ্রেষারব শুনিবামাত্রই সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে মহারণ্যে বিদেশাগত সৈন্যগণ যাহাতে শত্রুর (শত্রুপক্ষীয় দ্রোণের) বশীভূত হইয়া বিচলিত না হয়, সেইরূপ নীতি বিধান করুন।২৩

পাণ্ডবগণ সর্বদা আচার্যের বিশেষ প্রিয়। সময়মত এপক্ষের সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করা ইত্যাদি স্বার্থ-সাধনার্থেই তাহারা উঁহাকে (এ পক্ষে) রাখিয়াছে। উনি নিজেই সেইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন।২৪

অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া কে প্রশংসোপরায়ণ হইতে পারে? অশ্বগণ স্থানে অস্থানে যাইতে

কিমত্র কার্য্যং পার্থস্য কথং বা ন প্রশস্যতে।
অন্যত্র কামাদ্ দ্বেষাদ্ বা রোষাদস্মাসু কেবলাৎ ॥২৭
আচার্য্যা বৈ কারুণিকাঃ প্রাজ্ঞাশ্চাপাপদর্শিনঃ।
বৈত্তে মহাভয়ে প্রাপ্তে সম্প্রষ্টব্যাঃ কথঞ্চন ॥২৮
প্রাসাদেষু বিচিত্রেষু গোষ্ঠীষু পবনেষু চ।
কথা বিচিত্রাঃ কুর্বাণাঃ পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥২৯
বহুন্যাশ্চর্যরূপাণি কুর্বাণা জনসংসদি।
ইত্যাত্রে চোপসন্ধানে পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥৩০
পরেষাং বিবরজ্ঞানে মনুষ্যচরিতেষু চ।
হস্ত্যশ্বরথচর্য্যাসু খরোষ্ট্রোক্ষাবিকর্ষণি ॥৩১
গোধনেষু প্রভোলীষু বরধারমুখেষু চ।
অন্নসংস্কারদোষেষু পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥৩২
পণ্ডিতান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পরেষাং গুণবাদিনঃ।
বিধীয়তাং তথা নীতির্যথা বধ্যো ভবেৎ পরঃ ॥৩৩
গাবশ্চ সম্প্রতিষ্ঠাপ্য সেনাং বূঢ়াং সমন্ততঃ।
আরক্ষাশ্চ বিধীয়ন্তাং যত্র যোৎস্যামহে পরান্ ॥৩৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে দুর্যোধনবাক্যে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

যাইতে সর্ব্বদাই হ্রেষাধ্বনি করিয়া থাকে।২৫

বায়ু সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়, উহা নিয়তই বর্ষণ করেন, সেইরূপ মেঘের গর্জ্জন ও' অনেক শোনা যায়।২৬

ইহাতে অর্জ্জুনের কি কৃতিত্ব আছে? তাহার প্রতি অনুরাগ অথবা আমাদের প্রতি কেবল ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভিন্ন কি কারণেই বা তাহার প্রশংসা করা হইতেছে।২৭

আচার্য্যগণ দয়ালু, প্রাজ্ঞ ও অবিসোদর্শী হইয়া থাকেন। মহাভয় উপস্থিত হইলে কোনরূপেই ইহাদের নিকট কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।২৮

পণ্ডিতগণ বিচিত্র রাজভবন বা দেবমন্দিরে কিংবা সভামধ্যে অথবা উপবনে বিচিত্র বিচিত্র উপাখ্যান বলিয়া থাকেন এবং সেই সকল স্থানেই শোভা পাইয়া থাকেন।২৯

পণ্ডিতেরা জনসভায় বহুবিধ আশ্চর্য্য অস্ত্র ও উপকরণাদির আসাদন ও মোক্ষণাদি বিষয়ে বহু আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব সেই সবক্ষেত্রেই তাঁহারা শোভা পায়।৩০

পরের দোষ ত্রুটি নিরূপণে, লোকচরিত্র পরিজ্ঞানে, হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগমেষাদির রোপে, গোধন পরিচর্য্যায় পশ্চিমধ্যে প্রদাতব্য বৈশ্বদেবাদি বলি বিষয়ে, উত্তম ধান্য-নির্ম্মাণাদি বিষয়ে, অন্ন পানীয়াদির দোষগুণ নির্ণয়ে—পটু পণ্ডিতেরা সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই শোভা পাইয়া থাকেন।৩১-৩২

পরের গুণবাদী পণ্ডিতদিগকে পিছনে রাখিয়া সেইরূপ নীতি বিধান করুন, যাহাতে শত্রু নিহত হইতে পারে।৩৩

আপনার সৈন্যগুলি পাঠাইয়া দিয়া সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া যেখানে থাকিয়া আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব, সেই রণক্ষেত্র সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করুন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে
উত্তর-গোগ্রহে দুর্য্যোধনবাক্যে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্তাস্ত্রপ্রশংসা।]

কর্ণ উবাচ।

সর্বানায়ুষ্মতো ভীতান্ ত্রস্তানিব লক্ষয়ে।
অযুদ্ধমনসশ্চৈব সর্বাংশ্চৈবানবস্থিতান্ ॥১
যদ্যেষ রাজা মৎস্যানাং যদি বীভৎসুরাগতঃ।
অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্ ॥২
মম চাপপ্রযুক্তানাং শরাণাং নতপর্বণাম্।
নাবৃত্তির্গচ্ছতাং তেষাং সর্পাণামিব সর্পতাম্ ॥৩
কঙ্কপুঙ্খাঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ময়া।
ছাদয়ন্তু শরাঃ পার্থং শলভা ইব পাদপম্ ॥৪
শরাণাং পুঙ্খসক্তানাং মৌর্ব্যাভিহতয়া দৃঢ়ম্।
শ্রোষ্যতাং তলয়োঃ শব্দো ভের্য্যোরাহতয়োরিব ॥৫
সমাহিতো হি বীভৎসুর্বর্ষাণ্যষ্টৌ চ পঞ্চ চ।
জ্ঞাতস্নেহশ্চ যুদ্ধেঽস্মিন্ ময়ি সম্প্রহরিষ্যতি ॥৬
পাত্রীভূতশ্চ কৌন্তেয়ো ব্রাহ্মণো গুণবানিব।
শরৌঘান্ প্রতিগৃহ্লাতু ময়া মুক্তান্ সহস্রশঃ ॥৭
এষ চৈব মহেষ্বাসস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
অহং চাপি নরশ্রেষ্ঠাদর্জুনাদবরঃ কচিৎ ॥৮
ইতশ্চেতশ্চ নির্মুক্তৈঃ কাঞ্চনৈর্গাঢ়বাজিতৈঃ।
দৃশ্যতামদ্য বৈ ব্যোম খদ্যোতৈরিব সংবৃতম্ ॥৯
অদ্যাহমুপমক্ষয্যং পুরা বাচা প্রতিশ্রুতম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রায় দাস্যামি নিহত্য সমরেঽর্জুনম্ ॥১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণের আত্মশ্লাঘা।]

কর্ণ বলিলেন,—আয়ুষ্মান্ আপনাদের সকলকেই যেন সন্ত্রস্ত, যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক এবং সকলকে অতীব চঞ্চল দেখিতেছি।১

এই ব্যক্তি যদি মৎস্যদেশের রাজা হয় অথবা যদি অর্জ্জুনই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বেলাভূমি যেমন সাগরের প্রতিরোধ করে, আমি তদ্রূপ উহাকে প্রতিরোধ করিব।২

আমার ধনুষ্কর্ষারা প্রেরিত সমীকৃত গ্রন্থিযুক্ত বাণগুলি সর্পের ন্যায় বিসর্পিত হয় এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।৩

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ আমার সুবর্ণময় মূলদেশযুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণাগ্র বাণগুলি অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করুক।৪

আমার মূলদেশে সংসক্ত বাণগুলির এবং আহত ভেরীদ্বয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে আহত জ্যা-র সহিত জ্যা-ঘাতবারণযুগলের শব্দ শ্রবণ করুক।৫

অর্জ্জুন ত্রয়োদশ বৎসর ব্রতচারী ছিল। এক্ষণে যুদ্ধের প্রতি অভিলাষী হইয়াছে, সুতরাং আমার উপরে প্রহার করিবে।৬

অর্জ্জুন গুণবান্ ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সৎপাত্র, সে আমার পরিত্যক্ত সহস্র সহস্র বাণ প্রতিগ্রহ করুক।৭

এই অর্জ্জুন ত্রিভুবনবিখ্যাত মহাধনুর্দ্ধর এবং আমিও নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহি।৮

ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত কাঞ্চনময় বাণগুলি দ্বারা অদ্য আকাশ খদ্যোতাকীর্ণবৎ লক্ষিত (জোনাকী-পোকার ন্যায় পরিবৃত) হউক।৯

অদ্য আমি বাক্যদ্বারা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করিয়া দুর্য্যোধনের অপরিশোধ্য ঋণ শোধ করিব।১০

অন্তরাচ্ছিদ্যমানানাং পুঙ্খানাং যত্তিশীর্য্যতাম্।
শলভানামিবাকাশে প্রচারঃ সম্প্রদৃশ্যতাম্ ॥১১

ঐন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈর্ম্মহেন্দ্রসমতেজসম্।
অর্দ্দয়িষ্যামহং পার্থমুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥১২

রথাদবতরিষ্যং ভূয়ং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
বিষক্তং পার্থমাদায় গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥১৩

তমগ্নিমিব দুর্দ্ধর্ষমসিশক্তিশরেন্ধনম্
পাণ্ডবাগ্নিহরং দীপ্তং প্রমহন্তমিবাহিতম্ ॥১৪

অম্বরেণপুরোবাতো রথোঘস্তনয়িত্নুমান্।
শরধারো মহামেঘঃ শময়িষ্যামি পাণ্ডবম্ ॥১৫

যৎকার্ম্মুকবিনির্ম্মুক্তাঃ পার্থমাশীবিষোপমাঃ।
শরাঃ সমভিপর্ষ্যন্তি বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥১৬

হস্তেজবৈ কুম্ভপৃথৈঃ সুপৌতৈর্নতপর্ব্বভিঃ।
আচিতং পশ্য কৌন্তেয়ং কর্ণিকারৈরিবাচলম্ ॥১৭

আমন্ত্র্যাস্ময়া হস্ত্রং যৎ প্রাপ্তমৃষিসত্তমাৎ।
তদুপাশ্রিত্য বীর্য্যঞ্চ যুধ্যেয়মপি বাসবম্ ॥১৮

ধ্বজাগ্রে বানরস্তিষ্ঠন্ ভয়ন্নব নিহতো ময়া।
অত্যর্থং পততাং ভূমৌ বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥১৯

শত্রোর্ম্মম বিপন্নানাং ভৃতানাং ব্রজবাসিনাম্।
নিশঃ প্রতিষ্ঠমানানামস্তু শব্দো দিবংগমঃ ॥২০

অদ্য দুর্য্যোধনস্যাহং শল্যং হৃদি চিরস্থিতম্।
সমূলমুদ্ধরিষ্যামি বীতংহ্রং পাণ্ডবন্ যথা ॥২১

হতাশ্বং বিরথং পার্থং পৌরুষে পর্য্যবস্থিতম্।
নিঃশস্ত্রং যথা বাণস্য পশ্যন্তু কৌরবাঃ ॥২২

মধ্যপথে ছিন্ন, বিশীর্ণ ও পঙ্খযুক্ত বাণগুলি আকাশে পতঙ্গসঞ্চারের ন্যায় দৃষ্ট হউক।১১

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় নিষ্ঠুর শরজালে আমি মহেন্দ্রতুল্য তেজস্বী অর্জ্জুনকে উল্কাপীড়িত হস্তীর ন্যায় পীড়ন করিব।১২

গরুড় যেমন সর্পকে ধরিয়া আনে, আমি সেইরূপ সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবীর অভিরথ অর্জ্জুনকে রথ হইতে অবশ অবস্থায় ধরিয়া আনিব।১৩

অর্জ্জুন দুর্দ্ধর্ষ অগ্নির ন্যায়, অসি, শক্তি ও বাণ তাহার ইন্ধন; আমি মহামেঘস্বরূপ, অস্ত্রের গতিবেগ সেই মেঘের পুরোবর্ত্তী ঝটিকা, রথ-সমূহের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন, শরধারাই তাহার বৃষ্টিধারা। আমি সেই পরমশত্রু প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দাহকারী পাণ্ডবানলকে প্রশমিত করিব।১৪-১৫

সর্প যেমন বল্মীকমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, আমার ধনুক হইতে নির্ম্মুক্ত সর্পতুল্য বাণগুলি সেইরূপ অর্জ্জুনের মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।১৬

যাহাদের মূলদেশ সুবর্ণময় এবং গ্রন্থিগুলি সমীকৃত, সেইরূপ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত অর্জ্জুনকে কর্ণিকার কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় দেখুন।১৭

ঋষিপ্রবর জামদগ্ন্যের নিকট হইতে আমি যে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এবং নিজবীর্য্য আশ্রয় করিয়া আমি ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি।১৮

অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রে অবস্থিত বানর অদ্যই মৎপ্রযুক্ত অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া ভয়ানক রব করিতে করিতে ভূতলে পতিত হউক।১৯

শত্রু অর্জ্জুনের ধ্বজবাসী ভূতগণ আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া দিগ্বিদিকে প্রধাবন করুক এবং তাহাদের আর্ত্তনাদে আকাশ ব্যাপ্ত হউক।২০

অদ্য আমি অর্জ্জুনকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়ের দীর্ঘকালের প্রোথিত শল্য সমূলে উদ্ধৃত করিব।২১

কামং গচ্ছন্তু কুরবো ধনমাদায় কেবলম্।
রথেষু বাপি তিষ্ঠন্তো যুদ্ধং পশ্যন্তু মামকম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে কর্ণবিকত্থনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮

অদ্য কৌরবগণ অর্জ্জুনকে হতাস্ত্র, রথহীন ও আমার পরাক্রমের অধীন হইয়া সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতে দেখুন ।২২

কৌরবগণ কেবল গোধন লইয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাক অথবা রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক আমার যুদ্ধ দর্শন করুন ।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে কর্ণের আত্মশ্লাঘায় অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৪৮

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং নির্ভর্ৎস্য কৃপাচার্য্যস্য স্বাভিমতখ্যাপনম্।]

কৃপ উবাচ।

সদৈব তব রাধেয় যুদ্ধে ক্রূরতরা মতিঃ।
নার্থানাং প্রকৃতিং বেৎসি নানুবন্ধমবেক্ষসে ॥১
মায়া হি বহবঃ সান্ত্ব শাস্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ।
তেষাং যুদ্ধং তু পাপিষ্ঠং বেদয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥২
দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেৎ।
হীনকালং তদেবেহ ফলং ন লভতে পুনঃ ॥
দেশে কালে চ বিক্রান্তং কল্যাণায় বিধীয়তে ॥৩
আনুকূল্যেন কার্য্যাণামন্তরং সংবিধীয়তে।
ভারং হি রথকারস্য ন ব্যবস্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪
পরিচিন্ত্য তু পার্শ্বেন সন্নিপাতো ন নঃ ক্ষমঃ।
একঃ কুরূনভ্যগচ্ছদেকশ্চাগ্নিমতর্পয়ৎ ॥৫
একশ্চ পঞ্চ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমধারয়ৎ।
একঃ সূতস্রামারোপ্য বৈরথে কৃষ্ণমাহবৎ ॥৬

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্যের কর্ণকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক নিজমত প্রকাশ।]

কৃপ বলিলেন,—হে কর্ণ। তোমার অবিশ্বাস ক্রূর বুদ্ধি সর্ব্বদাই যুদ্ধের দিকে। তুমি কার্য্যের প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ, মূলকারণ এবং পরিণাম বা ফলাফল চিন্তা করিতেছ না।১

শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াও সুচিন্তিত বহু ছলনা বা প্রতারণা আমার জানা আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ একটি অধম বা হীনতম উপায়—ইহাই ঐতিহাসিকগণ বলেন।২

দেশ ও কালের নিয়মানুসারে যুদ্ধ করিলে উহা জয়াবহ হইয়া থাকে। সেই যুদ্ধই আবার অসময়ে ফলদায়ক হয় না। উপযুক্ত দেশে ও উপযুক্ত সময়ে পরাক্রম কল্যাণজনক হইতে পারে।৩

দেশ ও কালের আনুকূল্য অনুসারে কার্য্যের পার্থক্য বিধান করিতে হয়। পণ্ডিতেরা রথকারের (সূতের) উপর ভরসা করিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করিতে উৎসাহযোগ করেন না।৪

একঃ কিরাতরূপেণ হিংসং রুদ্রমযোধয়ৎ।
অস্মিন্নেব বনে পার্থো দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণসখায়বান্ ॥৭
একশ্চ পঞ্চবর্ষাণি শক্রাদস্ত্রাণ্যশিক্ষত।
একঃ সোহয়মরিং জিত্বা কুরূণামকরোদ্ যশঃ ॥৮
একো গন্ধর্বরাজানং চিত্রসেনমরিন্দমঃ।
বিজিগ্যে তরসা সংখ্যে সেনাং প্রাপ্য সুদুর্জয়াম্ ॥৯
তথা নিবাতকবচাঃ কালখঞ্জাশ্চ দানবাঃ।
দৈবতৈরপ্যবধ্যাস্তে একেন যুধি পাতিতাঃ ॥১০
একেন হি ত্বয়া কর্ণ কিং নামেহ কৃতং পুরা।
একৈকেন যথা তেষাং ভূমিপালাঃ বলে কৃতাঃ ॥১১
ইন্দ্রোঽপি হি ন পার্থেন সংযুগে যোদ্ধুমর্হতি
যস্তেনাশংসতে যোদ্ধুং কর্তব্যং তস্য ভেষজম্ ॥১২
আশীবিষস্য ক্রুদ্ধস্য পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
অবমুচ্য প্রদেশিন্যা দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥১৩
অথবা কুঞ্জরং মত্তমেক এব চরন্ বনে
অনঙ্কুশং সমারুহ্য নগরং প্রস্থমিচ্ছসি ॥১৪
সমিদ্ধং পাবকং চৈব ঘৃতমেদোবসাহুতম্।
ঘৃতাক্তশ্চীরবাসাস্ত্বং মধ্যেনোত্তর্তুমিচ্ছসি ॥১৫
আত্মানং কঃ সমুৎক্ষিপ্য কণ্ঠে বদ্ধ্বা মহাশিলাম্।
সমুদ্রং তরতে দোর্ভ্যাং তত্র কিং নাম পৌরুষম্ ॥১৬
অকৃতাস্ত্রঃ কৃতাস্ত্রং বৈ বলবন্তং সুদুর্বলঃ।
তাদৃশং কর্ণ যঃ পার্থং যোদ্ধুমিচ্ছেৎ স দুর্মতিঃ ॥১৭

চিন্তা করিয়া দেখিলে অর্জুনের সহিত সংঘর্ষে আসা অকর্তব্য। অর্জুন একাকী উত্তর-কুরু অভিযান করিয়াছিল, একাকী (খাণ্ডবদাহে) অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল।৫

একাকী পঞ্চ বর্ষ ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিল, একাকী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রৈবত-যুদ্ধে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল।৬

একাকী কিরাতবেশী শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই বনবাসকালেই (জয়দ্রথ-কর্তৃক) অপহৃতা দ্রৌপদীকে অর্জুন একাই জয় করিয়া লইয়াছিল।৭

একাই ইন্দ্রের নিকট পঞ্চবর্ষ থাকিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিল, ইনি একাকী শত্রু জয় করিয়া কৌরবদের মান রক্ষা করিয়াছিল।৮

শত্রুদমনকারী অর্জুন একাই যুদ্ধে গমন করিয়া নিজবলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে এবং তাঁহার দুর্জয় সৈন্যগণকে জয় করিয়াছিল ও একাই দেবতাদেরও অবধ্য নিবাতকবচ এবং কালখঞ্জ-নামক প্রসিদ্ধ দানবগণকে জয় করিয়াছিল।৯-১০

হে কর্ণ! তাঁহাদের এক একজন যেরূপ বহু রাজাকে বশীভূত করিয়াছিল, তুমি সেরূপ একাকী পূর্বে কোন্ কার্য করিয়াছ?১১

ইন্দ্রও অর্জুনের সহিত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার অযোগ্য। যে ব্যক্তি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত (অর্থাৎ সে উন্মত্ত, তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য)।১২

তুমি দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলন করিয়া তর্জনী দ্বারা ক্রুদ্ধ বিষধরের দশন উৎপাটিত করিয়া আনিতে ইচ্ছা করিতেছ।১৩

অথবা তুমি একাকী অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে অঙ্কুশ ব্যতিরেকেই মত্ত-হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।১৪

তুমি ঘৃতাক্ত ও চীর-পরিহিত হইয়া ঘৃত, মেদ ও বসায় (চর্বির) আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।১৫

কে নিজেকে বন্ধন করিয়া এবং কণ্ঠদেশে বিশাল শিলা বাঁধিয়া বাহুদ্বয়ে সমুদ্র পার

অস্মাভির্হোষ নিকৃতো বর্ষাণ্যহ ত্রয়োদশ।
সিংহঃ পাশবিনির্ম্মুক্তো ন নঃ শেষং করিষ্যতি ॥১৮

একান্তে পার্থমাসীনং কূপেঽগ্নিমিব সংবৃতম্।
অজ্ঞাতবাসব্যবস্থন্ত প্রাপ্তাঃ স্মো ভরতর্ষভম্ ॥১৯

সহ যুধ্যামহে পার্থমাগতং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
সৈন্যান্যিতিষ্ঠন্তু সন্নদ্ধা ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥২০

দ্রোণো দুর্য্যোধনো ভীষ্মো ভবান্ দ্রৌণিস্তথা বয়ম্।
সর্ব্বে যুধ্যামহে পার্থং কর্ণ মা সাহসং কৃথাঃ ॥২১

বয়ং ব্যবসিতং পার্থং বজ্রপাণিমিবোদ্যতম্।
ষড়্রথা প্রতিযুধ্যেম তিষ্ঠেম যদি সংহতাঃ ॥২২

ব্যূঢ়ানীকানি সৈন্যানি বয়ন্তাঃ পরমধন্বিনঃ।
যুধ্যামহেঽর্জ্জুনং সংখ্যে দানবা ইব বাসবম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে কৃপবাক্যং নাম
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

হইয়া থাকে? তাহাতে পৌরুষই বা কি আছে ?১৬

হে কর্ণ! যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও অতি দুর্ব্বল হইয়াও তাদৃশ অস্ত্র-পারদর্শী মহাবলশালী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে, তাহার দুর্বুদ্ধি হইয়াছে।১৭

আমরা ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া উহার সহিত শঠতা করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে শাপমুক্ত সিংহ আর আমাদের অবশিষ্ট রাখিবে না, নিঃশেষ করিয়া দিবে।১৮

অর্জ্জুন কূপমধ্যে সংবৃত অগ্নির ন্যায় এবৎপ্রকারে অজ্ঞাতবাস করিতেছিল, আমরা না জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া মহাভয়ের সম্মুখীন হইয়াছি।১৯

আমরা সকলে সমাগত রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুনের সহিত একসঙ্গে যুদ্ধ করিব। যোদ্ধা সৈন্যবৃন্দ সুসজ্জিত হইয়া ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করুক।২০

ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, তুমি, অশ্বত্থামা ও আমি—সকলে মিলিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। কর্ণ! দুঃসাহস করিও না।২১

আমরা ছয় রথী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করি, তবে সমুদ্যত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় দৃঢ়সঙ্কল্প অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধারূপে যুদ্ধ করিতেও পারি।২২

ব্যূহবদ্ধ সৈন্যগণ এবং মহাবলবান্ আমরা বলবান্ হইয়া রণক্ষেত্রে ইন্দ্রের সহিত দানবগণের ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহ প্রসঙ্গে কৃপাচার্য্যের বাক্যবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৯

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম্ন আশ্বাসনম্।]

অশ্বত্থামোবাচ।

ন চ তাবজ্জিতা গাবো ন চ সীমান্তরং গতাঃ।
ন হাস্তিনপুরং প্রাপ্তাস্তৎ কর্ণ বিকত্থসে ॥১

সংগ্রামাংশ্চ বহূন্ জিত্বা লব্ধ্বা চ বিপুলং ধনম্।
বিজিত্য চ পরাঃ সেনাং নাহুঃ কিঞ্চন পৌরুষম্ ॥২

বজ্রহস্তাগ্নিবাক্যান্ত ভূক্ষীং ভাতি দিবাকরঃ।
তূষ্ণীং ধারয়তে লোকান্ বসুধা সচরাচরান্ ॥৩

চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্মাণি বিহিতানি স্বয়ম্ভুবা।
ধনং বৈরবিগম্যং যচ্চ কুর্বন্ ন দুষ্যতি ॥৪

অধীত্য ব্রাহ্মণো বেদান্ যাজয়েত যজেত বা।
ক্ষত্রিয়ো ধনুরাশ্রিত্য যজেচ্চৈব ন যাজয়েৎ ॥৫

বৈশ্যোঽবিগম্য বিত্তানি ব্রহ্মকর্মাণি কারয়েৎ।
শূদ্রঃ শুশ্রূষণাং কুর্যাৎ ত্রিষু বর্ণেষু নিত্যশঃ।
বন্দনাযোগবিধিভির্বৈতসীং বৃত্তিমাস্থিতঃ ॥৬

বর্ত্তমানা যথাশাস্ত্রং প্রাপ্য চাপি মহীমিমাম্।
সৎকুর্বন্তি মহাভাগা গুরূন্ হ্যবিগুণানপি ॥৭

প্রাপ্য দ্যূতেন কো রাজ্যং ক্ষত্রিয়স্তোষ্টুমর্হতি।
তথা নৃশংসসঙ্কল্পোঽয়ং যার্তরাষ্ট্রশ্চ নির্ঘৃণঃ ॥৮

তথাবিগম্য বিত্তানি কো বিকত্থেত বিচক্ষণঃ।
নিকৃত্যা বঞ্চনাযোগৈশ্চরন্ বৈতংসিকো যথা ॥৯

কৃতঘ্নং বৈরথং যুদ্ধং যত্রাজৈর্বীর্যসম্মতম্।
নকুলং সহদেবং বা ধনং বেধাং স্বয়া হৃতম্ ॥১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার আশ্বাসন।]

অশ্বত্থামা বলিলেন,—হে কর্ণ! গোধনগুলি জয় করিয়া লওয়া হয় নাই, (হরণ করা হইয়াছে) সেগুলি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয় নাই, এমনকি সীমান্তও অতিক্রম করে নাই। অথচ তুমি আস্ফালন করিতেছ।১

বহু সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া এবং বিপুল ধন আহরণ করিয়া এবং জ্যেষ্ঠ সেনাদের জয় করিয়াও ত' বিজয়ীরা কোন পৌরুষের স্পর্দ্ধা করেন না।২

অগ্নি বিনা বাক্যেই দগ্ধ করে, সূর্য্য নীরবেই প্রকাশিত হয়, পৃথিবী বিনা বাক্যেই স্থাবর জঙ্গম সহ সমস্ত লোককে ধারণ করে।৩

বিধাতা চারিবর্ণেরই কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন—যাহাদ্বারা ধন অর্জ্জন করিতে হইবে এবং যাহা করিলে অপরাধ হইবে না।৪

ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক যজন ও যাজন করিবেন। ক্ষত্রিয় ধনুক ধারণ করিয়া যজন করিবেন, যাজন করিবেন না।৫

বৈশ্য নিজবৃত্তিতে ধনার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পাদন করাইবেন। শূদ্র বিনত সেবার উপযুক্ত বিধানে বেতনবৃত্তি অর্থাৎ নম্রতা অবলম্বন করিয়া তিন বর্ণের সেবা করিবে।৬

মহৎ ব্যক্তিরা যথাশাস্ত্র আচরণ করিয়া এই সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়াও গুরুজনগণ অভিশয় গুণহীন হইলেও তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকেন।৭

কোন্ ক্ষত্রিয় দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? কিন্তু এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন তাহাতে তুষ্ট আছে; কারণ, সে নির্দ্দয় ও নৃশংস প্রকৃতির।৮

বিত্তলাভ করত শঠতা ও বঞ্চনা প্রয়োগে ব্যাধের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করিতে পারে?৯

যুধিষ্ঠিরো জিতঃ কস্মিন্ ভীমশ্চ বলিনাং বরঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং ত্বয়া কস্মিন্ সংগ্রামে নির্জিতং পুরা ॥১১

তথৈব কতমদ্ যুদ্ধং যস্মিন্ কৃষ্ণা জিতা ত্বয়া।
একবস্ত্রা সভাং নীতা দুষ্টকর্মন্ বলস্থয়া ॥১২

মূলমেষাং মহৎ কৃত্তং সারার্থী চন্দনং যথা।
কর্ম কারয়িষ্যাঃ সূত তত্র কিং বিদুরোঽব্রবীৎ ॥১৩

যথাশক্তি মনুষ্যাণাং সমযালক্ষয়ামহে।
অন্যেষামপি সত্ত্বানামপি কীটনিপীলিকৈঃ ॥
দ্রৌপদ্যাঃ সম্পরিক্লেশং ন ক্ষন্তুং পাণ্ডবোঽর্হতি ॥১৪

ক্ষয়ায় ধার্তরাষ্ট্রাণাং প্রাদুর্ভূতো ধনঞ্জয়ঃ
ত্বং পুনঃ পণ্ডিতো ভূত্বা বাচং বক্তুমিহেচ্ছসি ॥১৫

দৈবান্তকরণো জিষ্ণুর্ন নঃ শেষং করিষ্যতি ॥১৬

নৈব দেবান্ ন গন্ধর্বান্ নাসুরান্ ন চ রাক্ষসান্।
ভয়াদিহ ন যুধ্যেত কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭

যং রথেষোঽতিসংক্রুদ্ধঃ সংগ্রামে নিপতিষ্যতি।
রুক্মং গরুত্মান্ বেগেন বিনিহত্য তমেষ্যতি ॥১৮

ত্বত্তো বিশিষ্টং বীর্যেণ ধনুষ্মন্তরমাট্ সমম্।
বাসুদেবসমং যুদ্ধে তং পার্থং কো ন পূজয়েৎ ॥১৯

দেবং দৈবেন যুধ্যেত মানুষেণ চ মানুষম্।
অস্ত্রং হ্যস্ত্রেণ বো হন্যাৎ কোঽর্জুনেন সমঃ পুমান্ ॥২০

পুত্রাদনন্তরং শিষ্য ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
এতেনাপি নিমিত্তেন প্রিয়ো দ্রোণশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২১

তুমি যাহাদের ধন হরণ করিয়াছ, কোন্ দ্যূতযুদ্ধে সেই অর্জুন, নকুল বা সহদেবকে তুমি জয় করিয়াছিলে ?১০

উত্তম বলবান্ ভীম বা যুধিষ্ঠিরকে কোন্ যুদ্ধে জয় করিয়াছ ? পূর্বে কোন্ যুদ্ধে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করিয়াছ ?১১

হে দুষ্কার্যকারিন্। সেটাই বা কোন্ যুদ্ধ—যাহাতে জয় করিয়া তুমি একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে লইয়া গিয়াছিলে ?১২

হে সূত। সারার্থী ব্যক্তি যেমন চন্দনের মূল ছেদন করে, সেইরূপ ধনলোভে ইহাদের (পাণ্ডবদের) মহৎ মূলের (কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণের) উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। ইহাদিগকে যখন বিক্রয় করিয়াছিলে, তখন বিদুর কি বলিয়াছিলেন ?১৩

মানুষ সাধ্যমত সহ্য করিতে পারে, কীট পিপীলিকা সহ অন্যান্য প্রাণীদেরও সহিষ্ণুতা শক্তি-অনুযায়ী—ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। দ্রৌপদীর পীড়ন পাণ্ডবেরা ক্ষমা করিতে পারে না।১৪

অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের ধ্বংসের জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তুমি আবার পণ্ডিত সাজিয়া কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।১৫

শত্রুতার শেষকারী অর্জুন আমাদের অবশিষ্ট রাখিবে না।১৬

এই কুন্তীপুত্র অর্জুন এক্ষেত্রে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব অথবা রাক্ষসদের সহিতও যুদ্ধ করিতে ভয়ে পরাঙ্মুখ হইবে না।১৭

অতি ক্রুদ্ধ অর্জুন যুদ্ধোপরি গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধে যাহাদের উপর পতিত হইবে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াই গমন করিবে।১৮

অর্জুন বীরত্বে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধনুর্ধারণে দেবরাজতুল্য, যুদ্ধে বাসুদেবের সমকক্ষ, সেই অর্জুনকে কে না সম্মান করিবে ?১৯

যে অর্জুন দৈব অস্ত্র দ্বারা দেবতার সহিত ও মানবীয় অস্ত্র দ্বারা মানুষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রকে প্রতিহত করিতে পারে, সেই অর্জুনের সমকক্ষ কোন্ পুরুষ আছে ?২০

ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ পুত্র ও শিষ্যে পার্থক্য নাই—

যথা ত্বমকরোর্দ্যূতমিন্দ্রপ্রস্থং যথাহরঃ।
যথানৈষীঃ সভাং কৃষ্ণাং তথা যুধ্যস্ব পাণ্ডবম্ ॥২২
অয়ং তে মাতুলঃ প্রাজ্ঞঃ ক্ষত্রধর্মস্য কোবিদঃ।
দ্যূতদেবী গান্ধারঃ শকুনির্যুধ্যতামিহ ॥২৩
নাক্ষান্ ক্ষিপতি গাণ্ডীবং ন কৃন্তং ন চ পাপরং ন চ।
জ্বলতো নিশিতান্ বাণাংস্তান্তান্ ক্ষিপতি
গাণ্ডীবম্ ॥২৪
ন হি গাণ্ডীবনির্মুক্তা সার্দ্রপক্ষাঃ সুতেজনাঃ।
নান্তরেষবতিষ্ঠন্তে গিরীণামপি দারণাঃ ॥২৫
অন্তকঃ পবনো মৃত্যুস্তথাগ্নির্বড়বামুখঃ।
কুর্য্যুরেতে কচিচ্ছেষং ন তু ক্রুদ্ধো ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬
যথা সভায়াং দ্যূতং তং মাতুলেন সহাকরোঃ।
তথা যুধ্যস্ব সংগ্রামে সৌবলেন সুরক্ষিতঃ ॥২৭
যুধ্যন্তাং কামতো যোধা নাহং যোৎস্যে ধনঞ্জয়ম্।
মৎস্যো হ্যস্মাভিরাত্তোদ্যো যস্যাগচ্ছেদ্ গবাং
পদম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে ত্রৈপিষাকাং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ৫০

ইহা জানেন। এই কারণেও পাণ্ডবগণ দ্রোণের প্রিয় ॥২১

তুমি যেমন দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, যেমন ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করিয়াছ এবং যেমন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছ, তেমন পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ কর ॥২২

এই তোমার প্রাজ্ঞ মাতুল, ক্ষাত্রধর্মের পণ্ডিত, কপটদ্যূতক্রীড়াপরায়ণ গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন ॥২৩

গাণ্ডীব ত' সভা, ত্রেতা ও দ্বাপর নামক পাশার ছক নিক্ষেপ করে না। (ছয়ী বা চক্তও ক্ষেপণ করে না।) গাণ্ডীব নিক্ষেপ করে অতিশয় তীক্ষ্ণ ও জ্বলন্ত বাণ ॥২৪

গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত অতি তীক্ষ্ণ বাণগুলি পর্ব্বতকেও বিদারিত করে, ভিতরে আটকাইয়া থাকে না ॥২৫

কৃতান্ত, বায়ু, মৃত্যু ও বড়বানল—ইহারাও হয়ত' কদাচিৎ শেষ রাখেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন শেষ রাখে না, নিঃশেষ করিয়া ছাড়ে ॥২৬

যেমন তুমি সভামধ্যে মাতুলের সহিত মিলিত হইয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে, তেমন রণক্ষেত্রেও তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥২৭

ইচ্ছা হইলে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে পারেন, আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব না। মৎস্যরাজ যদি গোষ্ঠে আগমন করেন, তবে তাঁহার সহিত আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব ॥২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অশ্বত্থামার বাক্যনামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫০

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যানাং মধ্যে শান্তিমৈক্যঞ্চ স্থাপয়িতুং ভীষ্মস্য প্রযত্নঃ, দুর্য্যোধনং রক্ষিতুং দ্রোণস্য প্রয়াসশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

সাধু পশ্যতি বৈ দ্রৌণিঃ কৃপঃ সাধ্বনুপশ্যতি।
কর্ণস্তু অস্ত্রধর্মেণ কেবলং যোদ্ধুমিচ্ছতি ॥১

আচার্য্যো নাতিবক্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা।
দেশ-কালৌ তু সম্প্রেক্ষ্য যোদ্ধব্যমিতি মে মতিঃ ॥২

যস্য সূর্য্যসমাঃ পঞ্চ সপত্নাঃ হ্যাঃ প্রহারিণঃ।
কথমস্যাদরে তেষাং ন প্রমুহ্যেত পণ্ডিতঃ ॥৩

স্বার্থে সর্বে বিমুহ্যন্তি যেঽপি ধর্মবিদো জনাঃ।
তস্মাদ্ রাজন্ ব্রবীম্যেষ বাক্যং তে যদি রোচতে ॥৪

কর্ণো হি যদচোবৎ স্বাং তেজঃসম্জননায় তৎ।
আচার্য্যপুত্রঃ ক্ষমতাং মহৎ কার্য্যমুপস্থিতম্ ॥৫

নায়ং কালো বিরোধস্য কৌন্তেয়ে সমুপস্থিতে।
ক্ষন্তব্যং ভবতা সর্বমাচার্য্যেণ কৃপেণ চ ॥৬

ভবতাং হি কৃতাস্ত্রত্বং যথাদিত্যে প্রভা তথা।
যথা চন্দ্রমসো লক্ষ্মীঃ সর্বথা নাপকৃষ্যতে ॥৭

এবং ভবৎসু ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্।
চত্বার একতো বেদাঃ ক্ষাত্রমেকত্র দৃশ্যতে ॥৮

নৈতৎ সমস্তমুভয়ং কস্মিংশ্চিদনুশুশ্রুম।
অন্যত্র ভারতাচার্য্যাৎ সপুত্রাদিতি মে মতিঃ ॥৯

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সৈন্যগণের মধ্যে একতা ও শান্তিরক্ষায় ভীষ্মের প্রযত্ন ও দ্রোণকর্তৃক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার প্রয়াস।]

ভীষ্ম বলিলেন,—অশ্বত্থামার দৃষ্টি উত্তম, কৃপেরও উত্তম দৃষ্টি। কর্ণ ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করিয়া কেবল যুদ্ধ করিতে চায়।১

বিজ্ঞ ব্যক্তির আচার্য্যের নিন্দা করা অনুচিত এবং দেশ কাল বিচার করিয়াই যুদ্ধ করা উচিত, ইহা আমার মনে হয়।২

যাহার সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সংগ্রামপটু পাঁচ পাঁচটি শত্রু, তাহাদের অভ্যুত্থানে পণ্ডিত ব্যক্তিও বিমূঢ় হইয়া পড়েন।৩

স্বার্থের ক্ষেত্রে সকলেই বিমূঢ় হইয়া পড়েন —যাঁহারা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহারাও। অতএব হে রাজন্! যদি আমার বাক্য তোমার রুচিকর হয়, আমি বলিতেছি যে, কর্ণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা উত্তেজিত করিবার জন্যই, নিন্দা করিবার জন্য নহে। আচার্য্যপুত্র তাহা ক্ষমা করুন।৪-৫

গুরুতর কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন ইহা বিরোধের সময় নহে। আপনাকে সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে। কৃপ এবং আচার্য্যকেও সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে।৬

সূর্য্যে প্রভা এবং চন্দ্রে শোভা যেমন সর্বথা বিদ্যমান থাকে—কখনও অন্যথা থাকেনা; সেইরূপ আপনাদের মধ্যে অস্ত্রপারদর্শিতা সর্বপ্রকারেই বিদ্যমান ও অক্ষুণ্ণ আছে।৭

এইরূপে আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। একদিকে চারিটি বেদ এবং অন্যদিকে ক্ষাত্রতেজ একত্রে দৃষ্ট হইতেছে।৮

পুত্রের সহিত ভারতাচার্য্য দ্রোণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে এতদুভয়ের এবং প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ ও উপনিষৎসমূহের সমাবেশের কথা শুনি নাই—ইহাই আমার মনে হয়।৯

বেদান্তাশ্চ পুরাণানি ইতিহাসং পুরাতনম্।
জামদগ্ন্যমৃতে রাজন্ কো দ্রোণাদধিকো ভবেৎ ॥১০

ব্রহ্মাস্ত্রং চৈব বেদাশ্চ নৈতদন্যত্র দৃশ্যতে।
আচার্য্যপুত্রঃ ক্ষমতাং নায়ং কালো বিভেদনে ॥১১

সর্বে সংহত্য যুধ্যামঃ পাণ্ডবানাং বলং মহৎ ॥১২

বলস্য ব্যসনাখ্যাহু র্মনীষিণঃ।
মুখ্যো ভেদো হি তেষাং তু পাণ্ডিত্যে বিদুষাং মতঃ ॥১৩

অশ্বত্থামোবাচ।

নৈব ন্যায্যমিদং বাচ্যমস্মাকং পুরুষর্ষভ,
কিং তু রোষপরীতেন গুরুণা ভাষিতা গুণাঃ ॥১৪

শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।
সর্বথা সর্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ ॥১৫

দুর্যোধন উবাচ।

আচার্য্য এব ক্ষমতাং শান্তিরত্র বিধীয়তাম্।
অভিন্নমানে তু গুরৌ তদ্ যুক্তং রোষকারিতম্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্যোধনো দ্রোণং ক্ষময়ামাস ভারত।
সহ কর্ণেন তস্যেন কৃপেণ চ মহাত্মনা ॥১৭

দ্রোণ উবাচ।

যদেতৎ প্রথমং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ।
তেনৈবাহং প্রসন্নো বৈ নীতিরত্র বিধীয়তাম্ ॥১৮

যথা দুর্যোধনং পার্থো নোপসর্পতি সঙ্গরে।
সাহসাদ্ যদি বা মোহাৎ তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥১৯

বনবাসে হ্যনির্বৃত্তে দর্শয়েয় ধনঞ্জয়ঃ।
বনং চালভমানোঽত্র নাস্য সৎ ক্ষন্তুমর্হতি ॥২০

রাজন্ দুর্যোধন! পরশুরাম ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি দ্রোণাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইবেন ?১০

ব্রহ্মাস্ত্র এবং বেদসমূহ—ইহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আচার্য্যপুত্র! ক্ষমা করুন, ইহা অনৈক্যের সময় নহে। আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া সমাগত ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।১১-১২

মনীষিগণ সৈন্যের যে সমস্ত ব্যসন অর্থাৎ বিনাশকর বিপদের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্যই প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা অহিতকর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।১৩

অশ্বত্থামা বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার এই তীব্রোচিত বাক্যকে নিন্দনীয় বলা উচিত নহে; কিন্তু (কপট দ্যূতক্রীড়ায়) দ্রুদ্ধ হইয়াই আমার পিতৃদেব অর্জ্জুনের গুণের কথা বলিয়াছেন।১৪

শত্রুরও গুণ গ্রহণ করিতে হয় এবং গুরুরও দোষ থাকিলে তাহা বলিতে হয়। পুত্র ও শিষ্যকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপ্রযত্নে হিতকর উপদেশ দিতে হয়।১৫

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আচার্য্যই ক্ষমা করুন এবং ইহার শান্তি বিধান করুন। গুরুদেব যদি ভিন্নমত না হন, তাহা হইলেই সেই কার্য্য ক্রোধই করাইয়াছে (বলিয়া বুঝা যাইবে)।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন জনমেজয়! তারপর দুর্য্যোধন কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সহিত দ্রোণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।১৭

দ্রোণ বলিলেন,—শান্তনুনন্দন ভীষ্মই প্রথমে এ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাতেই আমি প্রসন্ন হইয়াছি। এখন এবিষয়ে নীতি স্থির করুন।১৮

সাহস করিয়াই হউক বা ভ্রমবশেই হউক, যাহাতে অর্জ্জুন যুদ্ধে দুর্য্যোধনের নিকটে উপস্থিত

যথা নায়ং সমাধুজ্যাদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কথঞ্চন।
ন চ সেনাঃ পরাজয্যাৎ তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥২১
উক্তং দুর্য্যোধনেনাপি পুরস্তাদ্ বাক্যমীদৃশম্।
তদনুস্মৃত্য শাস্ত্রেণ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে দ্রোণবাক্যে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১

না হয়, সেইরূপ নীতি বিধান করুন।১৯

বনবাস সমাপ্ত না হইলে অর্জ্জুন দেখা দিবে না এবং এখানে ধরা পড়িয়া এজন্যে তাহা (গোধনহরণ) ক্ষমা করিতে পারিবে না।২০

যাহাতে অর্জ্জুন কোনপ্রকারেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত সংযুক্ত না হয় এবং সেনাগুলিকেও পরাজিত করিতে না পারে, সেইরূপ নীতি স্থির করুন।২১

দুর্য্যোধনও পূর্ব্বে এইরূপ কথা বলিয়াছে। ভীষ্মদেব। আপনি দুর্য্যোধনের সেই কথা স্মরণ করিয়া যথাযথ বলিতে পারেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে দ্রোণবাক্যে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য সম্মতিঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

কলাঃ কাষ্ঠাশ্চ যুজ্যন্তে মুহূর্ত্তাশ্চ দিনানি চ।
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥১
ঋতবশ্চাপি যুজ্যন্তে তথা সংবৎসরা অপি।
এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ত্ততে ॥২
হেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌ মাসাবুপজায়তে ॥৩
এষামত্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৪
সর্বং যথাবচ্চরিতং যদ্ যদেভিঃ প্রতিপ্রক্রমম্।
এবমেতদ্ ধ্রুবং জ্ঞাত্বা ততো যোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫
সর্বে চৈব মহাত্মানঃ সর্বে ধর্মার্থকোবিদাঃ।
যেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা কস্মাদ্ ধর্মেঽপরাধ্নুয়ুঃ ॥৬

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্মের সম্মতি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবস, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র—ইহারা সংযুক্ত হইয়া থাকে।১

ঋতু, সংবৎসর—ইহারাও পরস্পর সংযুক্ত হয়। এইভাবে কাল বিভাগপূর্ব্বক কালচক্র আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।২

গ্রহগতির ব্যতিক্রমবশতঃ তাহাদের কাল অতিরিক্ত হইয়া গিয়া প্রতি পাঁচ বৎসরে দুইমাস করিয়া উপজাত (সঞ্চিত) হয়।৩

পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে এভাবে পাঁচমাস বারদিন অধিক সংযুক্ত হইয়াছে—ইহা আমার মনে হয়।৪

অলুব্ধাশ্চৈব কৌন্তেয়াঃ কৃতবস্তশ্চ দুষ্করম্।
ন চাপি কেবলং রাজ্যমিচ্ছেয়ুস্তেঽনুপায়তঃ ॥৭

তদৈব তে হি বিক্রান্তমীযুঃ কৌরবনন্দনাঃ।
ধর্মপাশনিবদ্ধাস্তু ন চেয়ুঃ ক্ষত্রিয়ব্রতাৎ ॥৮

যচ্চানৃত ইতি খ্যায়াদ্ যঃ স সজ্জেৎ পরাভবম্।
ব্রুবুর্মরণং পার্থা নানৃতত্বং কথঞ্চন ॥৯

প্রাপ্তকালে তু প্রাপ্তব্যং নোৎসৃজেয়ুর্নরর্ষভাঃ।
অপি বজ্রভৃতা গুপ্তং তথাবীর্য্যা হি পাণ্ডবাঃ ॥১০

প্রতিযুধ্যেম সমরে সর্বশাস্ত্রভৃতাং বরম্।
তস্মাদ্ যদত্র কল্যাণং লোকে সদ্ভিরনুষ্ঠিতম্ ॥
তৎ সংবিধীয়তাং শীঘ্রং
যা বো হর্ষোদ্ভবাৎ পরম্ ॥১১

ন হি পশ্যামি সংগ্রামে কদাচিদপি কৌরব।
একান্তবিজিতিং রাজেন্দ্র সম্প্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥১২

সম্প্রবৃত্তে তু সংগ্রামে ভাবাভাবৌ জয়াজয়ৌ।
অবশ্যমেকং স্পৃশতো দৃষ্টমেতদসংশয়ম্ ॥১৩

তস্মাদ্ যুদ্ধোচিতং কর্ম কর্ম বা ধর্মসংহিতম্।
ক্ষিপ্রতামাশু রাজেন্দ্র সম্প্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪

(একোঽপি সমরে পার্থঃ পৃথিবীং নির্দহেচ্ছরৈঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তাত কিং পুনঃ কৌরবান্ রণে ॥
তস্মাৎ সন্ধিং কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুষ্ব যদি মন্যসে।)

দুর্যোধন উবাচ।

নাহং রাজ্যং প্রদাস্যামি পাণ্ডবানাং পিতামহ।
যুদ্ধোপচারিকং যৎ তু তচ্ছীঘ্রং প্রবিধীয়তাম্ ॥১৫

ইহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সমস্তই যথাযথভাবে পালন করিয়াছে। ইহা যে এইরূপ তাহা নিশ্চিত জানিয়া তারপর অর্জুন আগমন করিয়াছে।৫

তাহারা সকলেই মহৎ, সকলেই ধর্ম ও অর্থে অভিজ্ঞ। যুধিষ্ঠির যাহাদের রাজা (নেতা), তাহারা ধর্মে অপরাধী হইবে কেন।৬

পাণ্ডবগণ লুব্ধ নহে। তাহারা তপশ্চরণাদি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছে। তাহারা অসদুপায়ে কেবল রাজ্য কামনা করিবে না।৭

হে কৌরবনন্দনগণ। তখনই তাহারা বিক্রম প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম-পাশে বদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই।৮

যে সত্যচ্যুত বলিয়া খ্যাত হইবে, সে পরাভব প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ডবগণ বরং মরণ বরণ করিবে, কিন্তু কোনপ্রকারেই সত্যচ্যুত হইবে না।৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এইরূপ বীর্য্যবান্ যে, সময় উপস্থিত হইলে যাহা প্রাপ্য তাহা ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না।১০

সংগ্রামে আমরা সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিব, সুতরাং এক্ষেত্রে যাহা কল্যাণকর হয় এবং জগতে সজ্জনগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্বর বিধান কর। তোমাদের অর্থ পরাভবগত না হউক।১১

হে রাজশ্রেষ্ঠ কৌরব। আমি যুদ্ধে কখনও জয়লাভ নিশ্চিত মনে করি না, অথচ অর্জুন উপস্থিত হইয়াছে।১২

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জীবন-মৃত্যু, জয়-পরাজয় অবশ্যই একপক্ষকে আশ্রয় করে—ইহা নিঃসংশয়ে দেখা গিয়াছে।১৩

সুতরাং হে রাজশ্রেষ্ঠ। যুদ্ধোচিত কার্য্য অথবা ধর্মসঙ্গত কার্য্য যাহা হয় সত্বর কর। অর্জুন আসিয়া পড়িল।১৪

(সমরে অর্জুন একাকীই শরজালে পৃথিবী

CALCUTTA CENTRAL

ভীষ্ম উবাচ

অত্র বা আমিকা বুদ্ধিঃ শ্রূয়তাং যদি রোচতে।
সর্বথা হি ময়া শ্রেয়ো বক্তব্যং কুরুনন্দন ॥১৬

ক্ষিপ্রং বলচতুর্ভাগং গৃহ্য গচ্ছ পুরং প্রতি।
ততোঽপরশ্চতুর্ভাগো গাঃ সমাদায় গচ্ছতু ॥১৭

বয়ং চার্ধেন সৈন্যস্য প্রতিযোৎস্যাম পাণ্ডবম্।
অহং দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ অশ্বত্থামা কৃপস্তথা।
প্রতিযোৎস্যাম বীরংস্তমাগতং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥১৮

মৎস্যং বা পুনরায়ান্তমাগতং বা শতক্রতুম্।
অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্ ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদ্ বাক্যং রুরুচে তেষাং ভীষ্মেণোক্তং মহাত্মনা।
তথা হি কৃতবান্ রাজা কৌরবাণামনন্তরম্ ॥২০
ভীষ্মঃ প্রস্থাপ্য রাজানং গোধনং তদনন্তরম্।
সেনামুখ্যান্ ব্যবস্থাপ্য ব্যূহিতুং সম্প্রচক্রমে ॥২১

ভীষ্ম উবাচ।

আচার্য্য মধ্যে তিষ্ঠ ত্বমশ্বত্থামা তু সব্যতঃ।
কৃপঃ শারদ্বতো ধীমান্ পার্শ্বং রক্ষতু দক্ষিণম্ ॥২২
অগ্রতঃ সূতপুত্রস্তু কর্ণস্তিষ্ঠতু দংশিতঃ।
অহং সর্বস্য সৈন্যস্য পশ্চাৎ স্থাস্যামি পালয়ন্ ॥২৩
(সর্বে মহারথাঃ শূরা মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
যুধ্যন্তু পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমাগতং বস্তুতো যুধি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভেদ্যং সর্বসৈন্যানাং ব্যূহং ব্যূহং কুরূত্তমঃ।
বজ্রগর্ভং ত্রৌহিমুখমর্ধচক্রান্তমণ্ডলম্ ॥

দ্বন্দ্ব করিয়া ফেলিতে পারে, কৌরবগণ ত' তুচ্ছ; আর সংগ্রামে ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলে ত' কথাই নাই। অতএব হে কৌরবশ্রেষ্ঠ। যদি ইচ্ছা হয় তবে সন্ধি করিয়া ফেল।)

দুর্যোধন বলিলেন,—হে পিতামহ। আমি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না। যুদ্ধের জন্য যাহা কর্তব্য, তাহা সত্বর করুন ।১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—এ বিষয়ে আমার যাহা মনে হয়, তাহা যদি তোমার ভাল লাগে শ্রবণ কর। হে কুরুনন্দন। সর্বপ্রকারে যাহা মঙ্গলকর, তাহাই আমার বলা উচিত ।১৬

শীঘ্র সৈন্যের এক চতুর্থাংশ লইয়া তুমি রাজধানীর দিকে গমন কর। তারপর অপর এক চতুর্থাংশে গোধনগুলি লইয়া গমন করুক ।১৭

আর আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য—আমরা যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত অর্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিব ।১৮

অথবা যদি মৎস্যরাজই আগত হইয়া থাকে কিংবা ইন্দ্রও যদি আসিয়া থাকেন, বেলা যেমন সমুদ্রের প্রতিরোধ করে, আমি সেইরূপ তাহার প্রতিরোধ করিব ।১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহামতি ভীষ্মের কথিত সেই বাক্য তাহাদের রুচিকর হইল। অবিলম্বে কৌরবরাজ দুর্যোধন সেইরূপই করিলেন ।২০

ভীষ্ম রাজাকে পাঠাইয়া দিয়া এবং তাহার পশ্চাতে গোধনগুলিকেও পাঠাইয়া দিয়া প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বিশেষভাবে অবস্থাপিত করিয়া ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ।২১

ভীষ্ম বলিলেন,—আচার্য্য। আপনি মধ্যভাগে অবস্থান করুন এবং অশ্বত্থামা বামভাগে থাকুন। শরদ্বানের পুত্র বুদ্ধিমান্ কৃপ দক্ষিণভাগ রক্ষা করুন ।২২

সূতপুত্র কর্ণ সুসজ্জিত হইয়া সম্মুখভাগে অবস্থান করুক। আমি সমস্ত সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া অবস্থান করিব ।২৩

তস্য ব্যূহস্য পশ্চার্দ্ধে ভীষ্মশ্চাথোত্তরায়ুষঃ।
সৌবর্ণং তালমুচ্ছ্রিত্য রথে তিষ্ঠন্নশোভত ॥)
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে ভীষ্মসৈন্যব্যূহে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

(আপনারা বীর, মহাবলশালী, মহা ধনুর্দ্ধর এবং মহারথ। সকলে যুদ্ধে সমাগত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহিত সমরে যুদ্ধ করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমস্ত সৈন্যের দুর্ভেদ্য, প্রান্তভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, ব্রীহিমুখনামক ব্যূহ রচনা করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরায়ুধ হইয়া রথোপরি সুবর্ণময় তালধ্বজ উত্তোলন পূর্ব্বক অবস্থান করত শোভা পাইতে লাগিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে ভীষ্মের সৈন্যব্যূহরচনার ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য সৈন্যাক্রমণার্জ্জুনেন বিরাটগোধনস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু কৌরবেয়েষু ভারত।
উপায়াদর্জ্জুনস্তূর্ণং রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥১
দদৃশুস্তে ধ্বজাগ্রং বৈ শুশ্রুবুশ্চ মহাস্বনম্।
ঘোষ্যমাণস্য তূর্ণং গাণ্ডীবস্য চ নিঃস্বনম্ ॥২
ততস্তু সর্ব্বমালোক্য দ্রোণো বচনমব্রবীৎ।
মহারথমনুপ্রাপ্তং দৃষ্ট্বা গাণ্ডীবধন্বিনম্ ॥৩

দ্রোণ উবাচ।

এষদ্ ধ্বজাগ্রং পার্থস্য দূরতঃ সম্প্রকাশতে।
এষ ঘোষঃ স রথজো ঘোরবীর্য্যস্য বানরঃ ॥৪
এষ তিষ্ঠন্ রথশ্রেষ্ঠে রথে চ রথিনাং বরঃ।
উৎকর্ষতি ধনুঃশ্রেষ্ঠং গাণ্ডীবমনিবর্ত্তনম্ ॥৫
ইমৌ চ বাণৌ সহিতৌ পাদয়োর্মে ব্যবস্থিতৌ।
অপরৌ চাপ্যভিক্রান্তৌ কর্ণৌ সংস্পৃশ্য মে শরৌ ॥৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের সেনার উপর আক্রমণ করিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিরাটের গোধন প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশজ জনমেজয়! কৌরবদিগের সৈন্যগণ সেইভাবে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিলে অর্জ্জুন রথঘোষে নিনাদিত করিয়া দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলেন।১

সৈন্যগণ ধ্বজাগ্র দর্শন করিল এবং মহাশব্দ শ্রবণ করিল, পুনঃপুনঃ অতিশয় বিকম্পিত গাণ্ডীবের শব্দও শ্রবণ করিল।২

তারপর সমস্ত দেখিয়া এবং মহারথ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন উপস্থিত বুঝিয়া দ্রোণ এই কথা বলিলেন।৩

দ্রোণ বলিলেন,—ইহা অর্জ্জুনেরই ধ্বজাগ্রভাগ দূর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এই সেই রথনির্ঘোষ, অবস্থিত ঐ বানরও ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে।৪

নিরস্য হি বনে বাসং কৃত্বা কর্মাতিমানুষম্।
অভিবাদয়তে পার্থঃ শ্রোত্রে চ পরিপৃচ্ছতি ॥৭

চিরদৃষ্টোঽয়মস্মাভিঃ প্রজ্ঞাবান্ বান্ধবপ্রিয়ঃ।
অতীবস্থলিতো লক্ষ্যো পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৮

ধ্বজী শঙ্খী চারুতলী নিষঙ্গী
শঙ্খী পতাকী কবচী কিরীটী।
খড়্গী চ ধন্বী চ বিভাতি পার্থঃ
শিখী বৃতঃ স্রুক্‌স্রুবিবাজ্যসিক্তঃ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(তমদূরমুপায়ান্তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবমর্জুনম্।
নারয়ঃ প্রেক্ষিতুং শেকুস্তপন্তং হি যথা রবিম্॥
স তং দৃষ্ট্বা রথানীকং পার্থঃ সারথিমব্রবীৎ।)

অর্জুন উবাচ।

ইন্দ্রপাতে চ সেনায়া হয়ান্ সংযচ্ছ সারথে।
যাবৎ সমীক্ষে সৈন্যেঽস্মিন্ কাসৌ কুরুকুলাধমঃ ॥১০

সর্বানেতাননাদৃত্য দৃষ্ট্বা তমতিমানিনম্।
তস্য মূর্দ্ধ্নি পতিষ্যামি তত এতে পরাজিতাঃ ॥১১

এষ ব্যবস্থিতো দ্রোণো দ্রৌণিশ্চ তদনন্তরম্।
ভীষ্মঃ কৃপশ্চ কর্ণশ্চ মহেষ্বাসাঃ সমাগতাঃ ॥১২

রাজানং নাত্র পশ্যামি গাঃ সমাদায় গচ্ছতি।
দক্ষিণং মার্গমাস্থায় শঙ্কে জীবপরায়ণঃ ॥১৩

উৎসৃজৈতদ্ রথানীকং গচ্ছ যত্র সুযোধনঃ।
তত্রৈব যোৎস্যে বৈরাটে নাস্তি যুদ্ধং নিরাশিষম্।
তং জিত্বা বিনিবর্ত্তিষ্যে গাঃ সমাদায় বৈ পুনঃ ॥১৪

রথিপ্রবর অর্জ্জুন উত্তম রথে অবস্থান করিয়া বজ্রতুল্য নির্ঘোষসমন্বিত ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবকে আকর্ষণ করিতেছে।৫

এই দুইটি বাণ সম্মিলিত হইয়া আমার পক্ষদ্বয়ে পতিত হইল। আর দুইটি বাণ আমার কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিয়া অতিক্রান্ত হইল।৬

বনবাসে নির্ব্বাসন সমাপ্ত করিয়া এবং অমানুষিক কার্য্য করিয়া অর্জ্জুন অভিবাদন করিতেছে এবং কর্ণে (কুশল) প্রশ্ন করিতেছে।৭

অতিশয় শোভায় সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞাবান্ বন্ধুবৎসল এই পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে আমি বহুকাল পরে দেখিলাম।৮

উত্তম রত্নাভরণ, কবচ, কিরীট, শঙ্খ, খড়্গ, ধনুক, বাণ ও তূণধারণকারী, রথারোহী, পতাকাসমন্বিত এই অর্জ্জুন ঘৃত প্রভৃতি স্রুক্‌পরিবৃত ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে।৯

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্ত সূর্য্যের ন্যায় সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে অদূরে আসিতে দেখিয়া শত্রুগণ তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিল না। সেই রথারূঢ় সৈন্যবৃন্দকে সম্মুখে দেখিয়া অর্জ্জুন সারথিকে বলিলেন,—।)

অর্জ্জুন বলিলেন,—সারথি, তুমি সৈন্যগণের অগ্রভাগের প্রান্তসীমায় অশ্বগুলিকে সংযত কর, যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, এই সৈন্যমধ্যে কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে।১০

এই সমস্ত সৈন্যকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অতি গর্ব্বিত দুর্য্যোধনকে দেখিয়া তাহার মস্তকের উপরেই পতিত হইব, তাহা হইলেই ইহারা পরাজিত হইবে।১১

এই দ্রোণাচার্য্য অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পরে অশ্বত্থামা, মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ সকলেই সম্মিলিত হইয়া আছেন।১২

রাজা দুর্য্যোধনকে ত' এখানে দেখিতেছি না, সম্ভবতঃ সে জীবন রক্ষার জন্য গোধন লইয়া

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স বৈরাটির্হয়ান্ সংযম্য বত্নতঃ।
নিবর্ত্য চ ততো রশ্মীন্ যত্র তে কুরুপুঙ্গবাঃ।
অচোদয়ৎ ততো বাহান্ যত্র দুর্যোধনো গতঃ ॥১৫

উৎসৃজ্য রথবংশং তু প্রয়াতে শ্বেতবাহনে।
অভিপ্রায়ং বিদিত্বা চ কৃপো বচনমব্রবীৎ ॥১৬

নৈবোহস্তরেণ রাজানং ধীমৎসুঃ স্থাতুমিচ্ছতি।
তস্য পাকিং প্রতীক্ষামো জবেনাভিপ্রয়াস্ততঃ ॥১৭

ন হ্যেনমভিসংক্রুদ্ধমেকো যুধ্যেত সংযুগে।
অন্যো দেবাৎ সহস্রাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীসুতাৎ।
আচার্য্যাচ্চ সপুত্রাদ্ বা ভারদ্বাজাদ্মহারথাৎ ॥১৮

কিং নো গাবঃ করিষ্যন্তি ধনং বা বিপুলং তথা।
দুর্যোধনঃ পার্থজলে পুরা নৌরিব মজ্জতি ॥১৯

তথৈব গত্বা বিত্তংস্তূর্ণমস্মি বিশ্রাব্য চাত্মনঃ।
শলভৈরিব তাং সেনাং শরৈঃ শীঘ্রমবাকিরৎ ॥২০

কীর্য্যমাণাঃ শরৌঘৈস্তু যোধাস্তে পার্থচোদিতৈঃ।
নাপশ্যন্নাবৃতাং ভূমিং নান্তরিক্ষং পত্রিভিঃ ॥২১

তেষামাপততাং যুদ্ধে নাপধানেঽবতস্থিরে।
শীঘ্রমেব পার্থস্য পূজয়ন্তি স্ম চেতসা ॥২২

ততঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ স বিষহ্যং লোমহর্ষণম্।
বিস্ফার্য্য চ ধনুঃশ্রেষ্ঠং ধ্বজে ভূতান্যচোদয়ৎ ॥২৩

তস্য শঙ্খস্য শব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ ঘোষেণ পৃথিবী সমকম্পত ॥২৪

দক্ষিণ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে।১৩

হে বিরাটনন্দন! এই রথরশ্মি পরিত্যাগ কর। দুর্যোধন যেখানে আছে, সেইখানে চল। সেখানেই যুদ্ধ করিব, যুদ্ধ নিরাশিষ হয় না। তাহাকে জয় করিয়া গোধন লইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটপুত্র উত্তর এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই কুরুপ্রবীরগণ যেখানে ছিলেন সেইস্থানে অশ্বগুলিকে সত্বরে সংযত করিয়া তারপর রশ্মিগুলি বিসর্জিত করত দুর্যোধন যেদিকে গিয়াছে, অশ্বগুলিকে সেইদিকে চালনা করিল।১৫

অর্জ্জুন রথী সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৃপাচার্য্য বলিলেন।১৬

এই অর্জ্জুন দুর্যোধনকে ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না। আমরা বেগে প্রস্থানোদ্যত সেই অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ ভাগে গমন করিব।১৭

দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, সপুত্র মহারথ দ্রোণাচার্য্য ভিন্ন অন্য কেহ রণক্ষেত্রে অতিক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না।১৮

গরুগুলি অথবা বিপুল ধনরাশি আমাদের কি করিবে? দুর্যোধন অর্জ্জুন-সলিলে নৌকার ন্যায় ডুবিয়া যাইবে।১৯

অর্জ্জুন সেই ভাবে গমন করিয়া নিজের নাম শ্রবণ করাইয়া পতঙ্গের ন্যায় শরজালে শীঘ্রই সেই সেনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২০

অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে আকীর্ণ হইয়া সেই যোদ্ধৃবৃন্দ শরজালে সমাবৃত ভূমি ও আকাশ দেখিতে পাইলেন না।২১

যুদ্ধে সমাগত সেই যোদ্ধৃবৃন্দের পলায়ন করিবার বুদ্ধি হইল না। তাঁহারা মনে মনে অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতারই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২২

তারপর অর্জ্জুন শত্রুবর্গের রোমাঞ্চকর শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ধনুকটী বিস্ফারিত করিয়া

অমানুষাণাং ভূতানাং তেষাঞ্চ ধ্বজবাসিনাম্।
ঊর্দ্ধং পুচ্ছান্ বিধুন্বানা বেগমাণাঃ সমন্ততঃ।
গাবঃ প্রতিনিবর্ত্তন্ত দিশমাস্থায় দক্ষিণাম্ ॥২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে গোনিবর্ত্তনে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩

ধ্বজস্থ ভূতগণকে প্রেরণা দান করিলেন।২৩

তাঁহার শঙ্খের নিনাদ, রথঘোষের শব্দ এবং সেই ধ্বজবাসী অলৌকিক ভূতগণের ও গাণ্ডীবের নির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল।২৪

গরুগুলি চারিদিকে হাম্বারব করিতে করিতে লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দক্ষিণ দিক্ ধরিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে গো-প্রত্যাবর্ত্তনে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৩

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণপ্রভৃতীনামুপরি অর্জুনস্যাক্রমণম্, বিকর্ণস্য পরাজয়ঃ, শত্রুসন্তাপ-সংগ্রামজিতোর্বধঃ, কর্ণস্য পরাভবশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স শত্রুসেনাং ভরসা প্রণুদ্য
গাস্তা বিজিত্যাথ ধনুর্দ্ধরাগ্র্যঃ।
দুর্য্যোধনায়াভিমুখং প্রয়াতো
ভূয়ো বলং মোহয়িতুং কৌরব্যমাণঃ ॥১
সোঽথ প্রযান্তং ত্বরয়েন মৎস্যান্
কিরীটিনং কৃতকার্য্যঞ্চ মত্বা।
দুর্য্যোধনায়াভিমুখং প্রয়ান্তং
কুরুপ্রবীরাঃ সহসা নিপেতুঃ ॥২

তেষামনীকানি বহূনি পার্থঃ
যূথানি দৃষ্ট্বা বহুলধ্বজানি।
মৎস্যস্য পুত্রং বিবৃতাং নিহন্তা
বৈরাটিমাবন্ত্র্য ততোঽভ্যুবাচ ॥৩

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কর্ণ প্রভৃতির উপর অর্জুনের আক্রমণ, বিকর্ণের পরাজয়, শত্রুসন্তাপ ও সংগ্রামজিতের বধ ও কর্ণের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মনুষ্যরহিতের অগ্রগণ্য অর্জুন বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করত সেই গরুগুলিকে জয় করিয়া লইয়া পুনরায় যুদ্ধাভিলাষে দুর্য্যোধনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১

গরুগুলি মহাবেগে মৎস্যদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলে অর্জুন কৃতকার্য্য ও দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবিত মনে করিয়া কৌরববীরগণ সহসা ছুটিয়া আসিলেন।২

তাঁহাদের দৃঢ়ভাবে ব্যূহবদ্ধ বহুধ্বজাকীর্ণ বহুসৈন্য দেখিয়া তখন শত্রুহন্তা অর্জুন মৎস্যরাজপুত্র উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন।৩

এতেন তূর্ণং প্রতিপাদয়েমান্
শ্বেতান্ হয়ান্ কাঞ্চনরশ্মিযোক্ত্রান্।
রথেন সর্বেণ কুরু প্রযত্ন-
মাদাদয়েঽহং কুরুসিংহরন্ধ্রম্ ॥৪

গজো গজেনেব মমা দুরাত্মা
যোদ্ধুং সমাকাঙ্ক্ষতি সূতপুত্রঃ।
তমেব মাং প্রাপয় রাজপুত্র
দুর্যোধনাপাশ্রয়জাতদর্পম্ ॥৫

স তৈর্হয়ৈর্বাতজবৈর্বৃহদ্ভিঃ
পুত্রো বিরাটস্য সুবর্ণকক্ষৈঃ।
ব্যধ্বংসয়ৎ তদ্ রথিনামনীকং
ততোঽবধীৎ পাণ্ডবমাজিমধ্যে ॥৬

তং চিত্রসেনো বিশিখৈর্বিপাঠৈঃ
সংগ্রামজিচ্ছত্রুসহো জয়শ্চ।
প্রত্যুদ্যযুর্ভীরতমাপতন্তং
মহারথাঃ কর্ণমতীপ্সমানাঃ ॥৭

ততঃ স তেষাং পুরুষপ্রবীরঃ
পরাসনাচিঃ শরবেগতাপঃ।
ত্রাতং রথানামবধীৎ সমন্যু-
র্বনং যথাগ্নিঃ কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥৮

তস্মিংস্তু যুদ্ধে তুমুলে প্রবৃত্তে
পার্থং বিকর্ণোঽভিযযৌ রথেন।
বিপাঠবর্ষেণ কুরুপ্রবীরো
ভীমেন ভীমানুজমাসসাদ ॥৯

ততো বিকর্ণস্য ধনুর্বিকৃষ্য
জাম্বূনদাগ্র্যোপচিতং দৃঢ়জ্যম্।
অপাতয়ৎ তং ধ্বজমস্য মধ্য
ছিন্নধ্বজঃ সোঽপ্যপরাজ্জবেন ॥১০

তং শাত্রবাণাং গণবাধিতারং
কর্মাণি কুর্বন্তমমানুষাণি।
শক্রস্তপঃ পার্থমমুষ্যমাণঃ
সমার্দয়চ্ছরবর্ষেণ পার্থম্ ॥১১

এই কাঞ্চনময় রজ্জুবদ্ধ শ্বেত অশ্বগুলিকে এই পথ দিয়া সত্বর চালিত কর। তুমি সম্পূর্ণ বেগ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা কর। আমি কুরুপক্ষীয় বীরবৃন্দের সম্মুখীন হইব।৪

হস্তীর সহিত হস্তীর ন্যায় দুরাত্মা কর্ণ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার খুব অহঙ্কার হইয়াছে। হে রাজপুত্র। আমাকে তাহার কাছেই উপস্থিত কর।৫

বিরাটপুত্র উত্তর বায়ুবেগ বায়ুর ন্যায় এবং যাহাদের পৃষ্ঠাস্তরণের প্রান্তভাগ সুবর্ণময় তাদৃশ সেই বৃহদাকার অশ্বগুলির দ্বারা রথারোহী সৈন্যদের সেই সৈন্যব্যূহ বিধ্বংসিত করিল।৬

তারপর অর্জুনকে রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে লইয়া গেল। চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ, শত্রুসহ ও জয়-নামক মহারথীরা কর্ণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে বিপাঠনামক সুদৃঢ় বাণদ্বারা প্রবাহিত অর্জুনের অভ্যর্থনা করিল।৭

তারপর শরবেগ যাহার তাপ, ধনুক যাহার শিখা, তাদৃশ অগ্নিতুল্য পুরুষপ্রবীর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া দাবানলের বনদাহের ন্যায় সেই কুরুপুঙ্গব-গণের রথবৃন্দকে দগ্ধ করিলেন।৮

সেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথারূঢ় কৌরবপক্ষীয় বীর বিকর্ণ ভয়ানক বিপাঠবর্ষণে ভীমানুজ অতিরথ অর্জুনের সম্মুখীন হইলেন।৯

তারপর অর্জুন বিকর্ণের সুবর্ণখচিত দৃঢ় জ্যা-যুক্ত ধনুক উড়াইয়া দিয়া তাহার প্রসিদ্ধ

স তেন রাজ্ঞাতিরথেন বিদ্ধো
বিগাহমানো ধ্বজিনং কুরূণাম্।
শত্রুন্তপং পঞ্চভিরাশু বিদ্ধা
ততোঽস্য সূতং দশভির্জঘান ॥১২

ততঃ স বিদ্ধো ভরতর্ষভেণ
বাণেন গাত্রাবরণাতিগেন।
গতাসুরাজৌ নিপপাত ভূমৌ
নগো নগাগ্রাদিব বাতরুগ্ণঃ ॥১৩

নরর্ষভাস্তেন নরর্ষভেণ
বীরা রণে বীরতরেণ ভগ্নাঃ।
চকম্পিরে বাতবশেন কালে
প্রকম্পিতানীব মহাবনানি ॥১৪

হতান্ত পার্থেন নরপ্রবীরা
গতাসবোর্ব্যাং সুষুপুঃ সুবেষাঃ।
বসুপ্রদা বাসবতুল্যবীর্য্যাঃ
পরাজিতা বাসবজেন সংখ্যে ॥১৫

সুবর্ণকার্ত্তস্বরবর্ম্মনদ্ধা
নাগা যথা হৈমবতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ।
তথা স শত্রূন্ সমরে বিনিঘ্নন্
গাণ্ডীবধন্বা পুরুষপ্রবীরঃ ॥১৬

চচার সংখ্যে বিদিশো দিশশ্চ
দহন্নিবাগ্নির্বনমাতপান্তে।
প্রকীর্ণপর্ণানি যথা বসন্তে
বিনাময়ন্নিব পবনোঽনুদাংশ্চ ॥১৭

তথা দশপ্লান্ বিকিরন্ কিরীটী
চচার সংখ্যেঽতিরথো রথেন।
শোণাশ্ববাহস্য হয়ান্ নিহত্য
বৈকর্ত্তনভ্রাতুরধীনসত্ত্বঃ।
একেন সংগ্রামজিতঃ শরেণ
শিরো জহারাথ কিরীটমালী ॥১৮

অস্ত্রদত্ত প্রমথিত করিয়া পাতিত করিলেন। অন্য দিক হইলে সে-ও বেগে পলায়ন করিল।১০

শত্রুতপনামক বীর সেই শত্রুসৈন্যগণের পীড়নরত অলৌকিক কার্য্যকারী অর্জ্জুনকে সহ্য করিতে না পারিয়া (অর্থাৎ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া) শরবর্ষণে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।১১

সেই অতিরথ রাজা শত্রুতপকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন কৌরববাহিনীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সত্বর শত্রুতপকে পাঁচটি বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া তারপর দশটি বাণদ্বারা তাহার সারথিকে নিহত করিলেন।১২

তারপর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক গাত্রাবরণভেদকারী বাণদ্বারা বিদ্ধ শত্রুতপ প্রাণহীন হইয়া পর্ব্বতাগ্র হইতে বাত্যা-ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় রণক্ষেত্রে ভূমিতলে পতিত হইল।১৩

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণ শ্রেষ্ঠতর মহাবীর পুরুষপ্রবর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কালবৈশাখীর ঝড়ে প্রকম্পিত মহারণ্যের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।১৪

সুবর্ণ ও লৌহনির্ম্মিত বর্ম্মে আবৃত-দেহ, দানবীর, বাসবতুল্য পরাক্রান্ত, হিমালয়ের হস্তীর ন্যায় বিশালকায় সুবেশ বীরপুরুষ ইন্দ্রপুত্র পুরুষপ্রবীর গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, প্রহৃত ও নিহত হইয়া ধরাতলে শায়িত হইল।১৫-১৬

অর্জ্জুন এইরূপে যুদ্ধে শত্রুগণকে নিহত করিতে করিতে গ্রীষ্মের শেষভাগে বনদহনকারী হুতাশনের ন্যায় রণাঙ্গনের দিগ্বিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকালে বাতাস যেমন জীর্ণ পত্রগুলিকে ঝরাইয়া দেয় এবং মেঘকেও মিলাইয়া দেয়, অতিরথ অর্জ্জুন সেইরূপ শত্রুগণকে বিকীর্ণ

তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি সূতপুত্রো
বৈকর্তনো বীর্যমথাদদানঃ।
প্রগৃহ দন্তাবিব নগরাজো
মহর্ষভং ব্যাঘ্র ইবাভ্যধাবৎ ॥১৯

স পাণ্ডবং দ্বাদশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বৈকর্তনঃ শীঘ্রমথো জঘান।
বিব্যাধ পার্শ্বেষু হয়াংশ্চ সর্বান্
বিরাটপুত্রশ্চ করে নিজঘ্নে ॥২০

তমাপতন্তং সহসা কিরীটী
বৈকর্তনং বৈ তরসাভিপত্য।
প্রগৃহ বেগং সুপতজ্জবেন
নাগং গরুত্মানিব চিত্রপক্ষঃ ॥২১

তাবুত্তমৌ সর্বধনুর্ধরাণাং
মহাবলৌ সর্বপরস্বসাহৌ।
কর্ণস্য পার্থস্য নিশম্য যুদ্ধং
জিগৃক্ষমাণাঃ কুরবোঽভিতস্থুঃ ॥২২

স পাণ্ডবস্তূর্ণমুদীর্ণকোপঃ
কৃতাগসং কর্ণমুপেক্ষ্য হর্ষাৎ।
অশ্বেন সার্ধং সরথং সসারথি-
মন্তর্দধে ঘোরশরৌঘবৃষ্ট্যা ॥২৩

ততঃ সুবিদ্ধাঃ সরথাঃ সনাগা
যোধা বিনেদুস্তরসর্ষভাণাম্।
অন্তর্হিতা বিস্মৃথাঃ সহাশ্বাঃ
কিরীটিনা কীর্ণরথাঃ পৃষৎকৈঃ ॥২৪

স চাপি তানর্জুনবাহমুক্তা-
ঞ্ছরাঞ্ছরৌঘৈঃ প্রতিহত্য বীরঃ।
তস্থৌ মহাত্মা সবসুঃ সবাণঃ
সবিস্ফুলিঙ্গোঽগ্নিরিবাশু কর্ণঃ ॥২৫

ও বিক্ষিপ্ত করিয়া রথারোহণে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। লাল রঙের অশ্বগুলি যাহার রথবাহক, কর্ণভ্রাতা সেই সংগ্রামজিতের অশ্বগুলিকে নিহত করিয়া অত্যুৎসাহী কিরীটমালী অতিরথ অর্জুন একটি বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।১৭-১৮

ভ্রাতা সংগ্রামজিৎ নিহত হইলে সূতপুত্র কর্ণ অবিলম্বে গজরাজ যেমন নিজ দন্তযুগলের উপর নির্ভর করিয়াই ধাবিত হয়, সেইরূপ নিজবীর্য অবলম্বন করিয়া মহাবৃষভের প্রতি ধাবিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধাবিত হইলেন।১৯

সূতপুত্র কর্ণ সত্বর দ্বাদশটি বাণদ্বারা অর্জুনকে আঘাত করিলেন, সমস্ত অশ্বের গাত্রে বিদ্ধ করিলেন এবং সারথি উত্তরের বাহুতে আঘাত করিলেন।২০

অর্জুন সহসা সমাগত কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া নিজবেগে তাহার বেগ নিগৃহীত করিয়া বিচিত্র পক্ষযুক্ত গরুড় যেমন সর্পের উপর পতিত হয়, সেইরূপ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।২১

তাঁহারা উভয়েই সমস্ত ধনুর্ধরের মধ্যে উত্তম, উভয়েই মহাবলশালী এবং উভয়েই সমস্ত শত্রুকে সহ্য করিতে সমর্থ। কৌরবগণ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২২

বহুঅপরাধকারী কর্ণকে দেখিয়াই অর্জুনের ক্রোধ ক্ষিপ্র উদ্দীপ্ত হইল। তিনি উৎসাহ-সহকারে মুহূর্তকালমধ্যে ঘোর শরজাল বর্ষণ করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২৩

অনন্তর কৌরবগণের যোদ্ধৃবৃন্দ রথ ও সারথির সহিত অর্জুনের শরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। ভীষ্ম প্রভৃতি রথিগণ ও তাঁহাদের রথ ও অশ্ব সমস্তই অর্জুনের শরজালে আচ্ছাদিত হইল।২৪

ততস্তদুদ্যম্য বৈ তলত্রাণবন্ধঃ
সশব্দতেবীপণবপ্রণাদঃ।
প্রক্ষেড়িতজ্যাতলনিস্বনং তং
বৈকর্তনং পূজয়তাং কুরূণাম্ ॥২৬

উদ্ধূতলাঙ্গূলমহাপতাক-
ধ্বজোত্তমাংসাকুলভীষণাস্যম্।
গাণ্ডীব-নির্হ্রাদকৃতপ্রণাদং
কিরীটিনং প্রেক্ষ্য ননাদ কর্ণঃ ॥২৭

স চাপি বৈকর্তনমর্দয়িত্বা
সাশ্বং সসূতং সরথং পৃষৎকৈঃ
তমাববর্ষ প্রসভং কিরীটী
পিতামহং দ্রোণ-কৃপৌ চ দৃষ্ট্বা ॥২৮

স চাপি পার্থং বহুভিঃ পৃষৎকৈ-
বৈকর্তনো মেঘ ইবাভ্যবর্ষৎ।

সেই মহা অধ্যবসায়ী বীর কর্ণও অর্জুন-বাহুমুক্ত সেই শরগুলিকে শরজালে দ্রুত প্রতিহত করিয়া ধনুক ও বাণের সহিত স্ফুলিঙ্গযুক্ত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।২৫

তারপর ধনুকের জ্যা ও জ্যাঘাত-বারণের সাধর্মে মহাশব্দ-সৃষ্টিকারী কর্ণকে অভিনন্দিত করিতে গিয়া কৌরবগণের শঙ্খ, ভেরী, পণবধ্বনি ও করতলে চপেটাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল।২৬

উত্তোলিত লাঙ্গূলরূপ বিশাল পতাকাযুক্ত উত্তম কপিধ্বজের স্কন্ধদেশে ব্যাঘ্র ও ভীষণ তুণাদি যাহার সন্নিহিত, গাণ্ডীবধ্বনিসহ সিংহনাদকারী সেই অর্জুনকে দেখিয়া কর্ণ গর্জিয়া উঠিলেন।২৭

সেই অর্জুনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত সেই কর্ণকে পীড়িত করিয়া বলপূর্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।২৮

তথৈব কর্ণশ্চ কিরীটমালী
নাহন্ত নারাচগণৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥২৯

তয়োঃ সুতীক্ষ্ণান্ সৃজতোঃ শরৌঘান্
মহাশরৌঘাস্ত্রবিবর্ষণে রণে।
রথে বিলগ্নাবিব চন্দ্র-সূর্যৌ
ঘনান্তরেণানুদদর্শ লোকঃ ॥৩০

অথাততকারী চতুরো হয়াংশ্চ
বিব্যাধ কর্ণো নিশিতৈঃ কিরীটিনঃ।
ত্রিভিশ্চ বজ্রাগ্নিসমপ্রভাণো
বিব্যাধ তূর্ণং ত্রিভিরস্য কেতুম্ ॥৩১

ততোঽভিবিদ্ধঃ সমরাবমর্দী
প্রবোধিতঃ সিংহ ইব প্রসুপ্তঃ।
গাণ্ডীবধন্বা চ ঋষভঃ কুরূণা-
মভিস্মরৈঃ কর্ণমিয়ায় জিষ্ণুঃ ॥৩২

সেই কর্ণও অর্জুনকে বহুবাণবর্ষণে মেঘের ন্যায় অভিদৃষ্ট করিলেন। অর্জুনও সেইরূপ কর্ণকে শাণিত শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২৯

সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণকারী কর্ণ ও অর্জুনের প্রচুর বাণ ও প্রচুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষতকারী যুদ্ধে লোকে যেন মেঘের মধ্যে দিয়া চন্দ্র ও সূর্যকে রথে লগ্ন হইতে দেখিল।৩০

অনন্ত ক্ষিপ্রকারী কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর অর্জুনের চারিটী অশ্বকে তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিয়া তিনটী বাণে তাঁহার সারথিকে এবং তিনটী বাণে ধ্বজকে বিদ্ধ করিলেন।৩১

তখন সুপ্ত সিংহ যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। সমরে শত্রুমর্দনকারী গাণ্ডীবধারী কুরুপুঙ্গব অর্জুন যে সমস্ত বাণ সোজাসুজি প্রবেশ করে, সেইরূপ বাণ দিয়া কর্ণকে আক্রমণ করিলেন।৩২

শরাস্ত্রসৃষ্ট্যা নিহতো মহাত্মা
প্রাদুশ্চকারাতিমনুষ্যকর্ম
প্রাচ্ছাদয়ৎ কর্ণরথং পৃষৎকৈ-
র্লোকানিমান্ সূর্য্য ইবাংশুজালৈঃ ॥৩৩
স হস্তিনেবাভিহতো গজেন্দ্রঃ
প্রগৃহ্য তল্পান্ নিশিতান্ বিষঙ্গাৎ।
আকর্ণপূর্ণং ধনুরিকৃষ্য
বিব্যাধ গাত্রেষু সূতপুত্রম্ ॥৩৪
অথাস্য বাহূরুশিরোললাটং
গ্রীবাং বরাঙ্গানি পরাবধর্ষী।
শীতৈশ্চ কর্ণৈর্ধৃতি নিশিতেন
গাণ্ডীবমুক্তৈরশনিপ্রকাশৈঃ ॥৩৫
স পার্থমুক্তৈরিষুভিঃ প্রণুন্নো
গজো গজেনেব জিতস্তরস্বী।
বিহায় সংগ্রামশিরঃ প্রযাতো
বৈকর্তনঃ পাণ্ডববাণতপ্তঃ ॥৩৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে কর্ণাপযানে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৪

প্রহৃত অর্জুন শর ও অস্ত্রসৃষ্টিদ্বারা অমানুষিক কাণ্ড করিতে লাগিলেন। সূর্য্য যেমন কিরণজালে সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করেন, সেইরূপ তিনি শরজালে কর্ণের রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ।৩৩

হস্তীর দ্বারা অভিহত গজপতির ন্যায় অর্জুন তূণ হইতে শানিত শরসমূহ লইয়া এবং ধনুককে আকর্ণ সম্পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া কর্ণের গাত্রে বিদ্ধ করিলেন ।৩৪

শত্রুমর্দ্দনকারী অর্জুন যুদ্ধে উহার বাহু, উরু, গ্রীবা, ললাট, মস্তক ও সমস্ত উত্তম অঙ্গগুলি গাণ্ডীবমুক্ত বজ্রতুল্য শানিত বাণাঘাতে বিদারিত করিয়া দিলেন ।৩৫

অর্জুনের বাণে সন্তপ্ত সূর্য্যপুত্র কর্ণ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণের বেগে হস্তীদ্বারা বিজিত বলবান্ হস্তীর ন্যায় সম্মুখ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে কর্ণের পলায়নে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য কৌরবসৈন্যসংহারঃ, উত্তরেণ কৃপাচার্য্যসন্নিধৌ রথস্থাপনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অপবাহ্যে তু রাধেয়ে দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
অনীকেন যথান্যেন শরৈরার্চ্ছন্ত পাণ্ডবম্ ॥১
বহুধা তস্য সৈন্যস্য ব্যূঢ়স্যাপততঃ শরৈঃ।
অধারয়ত বেগং ন বেলেব তু মহোদধেঃ ॥২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জুনের কৌরবসৈন্য সংহার, উত্তরকর্ত্তৃক কৃপাচার্য্যের সম্মুখে রথ আনয়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ পলায়ন করিলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি নিজ নিজ সৈন্য লইয়া বীরে বীরে অর্জুনের সম্মুখে আসিলেন। বেলা যেমন সমুদ্রের বেগ ধারণ করে, উভয়-দ্বেষী কুন্তীপুত্র অর্জুন সেইরূপ শরদ্বারা প্রথমে নানাপ্রকারে

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
দিব্যমস্ত্রং প্রকুর্বাণঃ প্রত্যায়াদ্ রথসত্তমঃ ॥৩

যথা রশ্মিভিরাদিত্যঃ প্রচ্ছাদয়তি মেদিনীম্।
তথা গাণ্ডীবনির্মুক্তৈঃ শরৈঃ পার্থো দিশো দশ ॥৪

ন রথানাং ন চাশ্বানাং ন গজানাং ন বর্ম্মণাম্।
অবিবিদ্ধং শিতৈর্বাণৈরাসীদ্ ব্যাকুলমন্তরম্ ॥৫

দিব্যযোগাচ্চ পার্থস্য হয়ানামুত্তমস্য চ।
শিক্ষাশিল্পোপপন্নত্বাদস্ত্রাণাঞ্চ পরিক্রমাৎ।
বীর্য্যবত্ত্বং দ্রুতং চাস্ত্র্যং দৃষ্ট্বা জিষ্ণোরপূজয়ন্ ॥৬

কালাগ্নিমিব বীভৎসুং নির্দ্দহন্তমিব প্রজাঃ।
নাশক্নুবন্ প্রেক্ষিতুং সেহুর্জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥৭

তানি প্রভাস্তনীকানি বেজুর্বেনমার্গপৈঃ।
শৈলং প্রতি বলাভ্রাণি ব্যাপ্তানীবার্করশ্মিভিঃ ॥৮

অশোকানাং বনানীবচ্ছন্নানি বহুশঃ শুভৈঃ।
রেজুঃ পার্থশরৈস্তত্র তদা সৈন্যানি ভারত ॥৯

স্রজোঽর্জ্জুনশরৈঃ শীর্ণং শুক্লৎপুষ্পং হিরণ্ময়ম্।
ছত্রাণি চ পতাকাশ্চ খে দদার সদাগতিঃ ॥১০

স্ববলত্রাসনাৎ ত্রস্তাঃ পরিপেতুর্দিশো দশ।
রথাঙ্গদেশানাদায় পার্থচ্ছিন্নযুগা হয়াঃ ॥১১

কর্ণকক্ষবিষাণেষু অন্তরোষ্ঠেষু চৈব হ।
মর্ম্মস্বঙ্গেষু চাহত্যাপাতয়ৎ সমরে গজান্ ॥১২

কৌরব্যাগ্রগজানাং তু শরীরৈর্গতচেতসাম্।
রুধিরেণ সংবৃতা ভূমির্মেঘৈরিব নভস্তলম্ ॥১৩

যুগান্তসময়ে সর্ব্বং যথা স্থাবর-জঙ্গমম্।
কালক্ষয়মশেষেণ দহত্যগ্নিশিখঃ শিখী।
তদ্বৎ পার্থো মহারাজ দদাহ সমরে রিপূন্ ॥১৪

ব্যূহবদ্ধ হইয়া সমাগত সেই সৈন্যের বেগ ধারণ করিলেন।১-২

তারপর শ্বেতবাহন কুন্তীপুত্র রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন হাসিয়া দিব্যাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক প্রত্যাক্রমণ আরম্ভ করিলেন।৩

সূর্য্য যেমন রশ্মিজালে পৃথিবী আচ্ছাদিত করেন, সেইরূপ অর্জ্জুন গাণ্ডীবমুক্ত শরজালে দশদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।৪

রথে অশ্ব ও হস্তীর এবং যোদ্ধৃবৃন্দের গাত্রাবরণের এইরূপ দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও রহিল না, যেখানে শর বিদ্ধ হয় নাই।৫

অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র সম্পর্ক থাকায় এবং উত্তরের অশ্বগুলির শিক্ষাশিল্প ও অস্ত্র এড়াইবার কৌশলবশতঃ অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা ও উত্তম বেগ দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৬

কালাগ্নিতুল্য অর্জ্জুন লোকদিগকে যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিলেন। শত্রুগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।৭

অর্জ্জুনের বাণে আক্রান্ত হইয়া সেই সেই সৈন্যগণ পর্ব্বতসমীপস্থ সূর্য্যরশ্মিপরিব্যাপ্ত অভিবৃষ্ট মেঘপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৮

হে জনমেজয়! তখন সেখানে অর্জ্জুনের উত্তম শরজালে বহুলাংশে আচ্ছন্ন হইয়া সেই সৈন্যগণ অশোকবৃক্ষের বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৯

অর্জ্জুনের বাণে মালার শীর্ণ ও বিবর্ণ সুবর্ণময় ফুলগুলি এবং ছত্র ও পতাকাসমূহ বাতাসে আকাশে উড়িতে লাগিল।১০

অর্জ্জুন যাহাদের যুগদণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন, সেই অশ্বগুলি স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের সন্ত্রাস দর্শন করত ত্রস্ত হইয়া রথরথের একাংশে টানিয়া লইয়া দশদিকে দৌড়াইতে লাগিল।১১

পার্থ কর্ণ, কক্ষ, দন্ত, ওষ্ঠান্তর এবং অন্যান্য মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়া রণক্ষেত্রে হস্তীদিগকে নিপাতিত করিলেন।১২

ততঃ সর্বাস্ত্রতেজোভির্মুখো নিম্বনেন চ।
শব্দেনামানুষাণাঞ্চ পূরণানাং ধ্বজবাসিনাম্।
ভৈরবং শব্দমত্যর্থং বানরস্য চ কূর্বতঃ ॥১৫
দৈবাধিপাচ্চ বীভৎসুস্তস্মিন্ দৌর্যোধনে বনে।
তমুৎপাদয়ামাস বলবান্রিপমর্দনঃ ॥১৬
রথশক্তিমিত্রাণাং প্রাগেব নিপতদ্ ভুবি।
সোঽপয়াৎ সহসা পশ্চাৎ
সাহসাচ্চাভ্যুপেয়িবান্ ॥১৭
শরব্রাতৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ সন্নিবিষ্টৈঃ খগৈরিব।
অর্জুনস্য খমাবব্রে লোহিতপ্রাশনৈঃ খগৈঃ ॥১৮
অত্র মধ্যে যথার্কস্য রশ্ময়স্তিগ্মতেজসঃ।
দিশাশ্চ চ তথা রাজন্নসংখ্যাতাঃ শরাস্তদা ॥১৯
সকৃদেবানতং শেকুঃ রথমস্যিতুং পথে।
অলভ্যাঃ পুনরন্যৈস্তু রথাৎ সোঽতিপ্রপাদয়ৎ ॥২০
তে শরা দ্বিট্‌শরীরেষু যথৈব ন সসজ্জিরে।
দ্বিড়্‌লোকেষু তথৈবোর্বী সসজ্জে রথস্তদা ॥২১
স তদ্ বিক্ষোভয়ামাস হয়াতিবলমঞ্জসা।
অনন্তভোগো ভুজগঃ ক্রীড়ন্নিব মহার্ণবে ॥২২
অন্ততো নিত্যমত্যর্থং সর্বমেবাভিপদ্যতা।
অশ্রূয়ত সুতৈর্ঘূর্ণো দিবীটিনঃ ॥২৩
সন্ততাস্তত্র মাতঙ্গা বাণৈরন্যান্তরান্তরে।
সংবৃতাস্তেন দৃশ্যন্তে মেঘা ইব গতত্বিষঃ ॥২৪

আকাশ যেমন মেঘজালে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় উত্তম হস্তীগুলির চেতনাহীন দেহ-সমূহে ক্ষণকাল মধ্যে ভূতল আচ্ছাদিত হইয়া গেল।১৩

হে মহারাজ জনমেজয়। যুগান্তকালে তীক্ষ্ণ শিখাযুক্ত অনল যেমন সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে কালান্তকভাগে নিঃশেষে দগ্ধ করে, অর্জুন যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে সেইভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।১৪

তারপর শত্রুমর্দনকারী বলবান্ অর্জুন সমস্ত অস্ত্রের তেজে, ধনুকের শব্দে এবং ধ্বজবাসী অলৌকিক ভূতবর্গের ও অতি ভৈরবরবকারী বানরের এবং শঙ্খের শব্দে দুর্যোধনের সেই সৈন্যারণ্যে ভীষণ ভীতির সঞ্চার করিলেন।১৫-১৬

অনেক শত্রুর রথশক্তি পূর্ব্বেই ভূপাতিত হইয়াছিল। তাহারা সহসা নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়া পুনরায় সাহস করিয়া আগাইয়া আসিল।১৭

অর্জুন রুধিরপায়ী পক্ষীবৃন্দের ন্যায় আদেশানুসারে নির্ম্মিত আকাশগামী তীক্ষ্ণাগ্র শরনিকরে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।১৮

হে রাজন্। তীক্ষ্ণতেজাঃ সূর্য্যের যেমন অসংখ্য রশ্মি তৎকালে শত্রুবাহিনীর মধ্যে অর্জুনেরও চতুর্দ্দিকে সেইরূপ অগণিত শরনিকর দেখা যাইতে লাগিল।১৯

শত্রুগণ একবার মাত্র সম্মুখাগত অর্জুনের রথকে চিনিতে পারিবার অবকাশ পাইল। পরমুহূর্ত্তেই তাহা তাহাদের অসহ্য হইল; কারণ, অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে অশ্বের সহিত রথ হইতে পাতিত করিতে লাগিলেন।২০

অর্জুনের সেই বাণগুলি যেমন শত্রুদের শরীরে আটকাইয়া না থাকিয়া তাহা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল, অর্জুনের রথও সেইরূপ শত্রুসৈন্যের মধ্যে আটক না থাকিয়া তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।২১

মহাসমুদ্রে ক্রীড়ানিরত অনন্ত ফণাসমন্বিত নাগরাজের ন্যায় অর্জুন ক্ষণমধ্যে নিজবলে সেই শত্রুবাহিনীকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিলেন।২২

নিয়ত অভিবেগে বাণবর্ষণকারী অর্জুনের ধনুকের অক্ষয়পূর্ব্ব মহানির্ঘোষ জগতের সমস্ত শব্দকে অভিভূত করিয়া প্রাণীদিগের শ্রুতিগোচর হইল।২৩

বিশোঽনুভ্রমতঃ সর্ব্বাঃ সব্য-দক্ষিণমস্ততঃ।
সততং দৃশ্যতে যুদ্ধে সাহস্রকাঞ্চনমণ্ডলম্ ॥২৫

পতন্ত্যারূপেষু যথা চক্ষুর্বিদ্ধ ন কদাচন।
নালক্ষ্যেষু শরাঃ পেতুস্তথা গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥২৬

মার্গো গজসহস্রস্য যুগপদ্ গচ্ছতো বনে।
যথা ভবেৎ তথা জজ্ঞে ধনুষ্মার্গঃ কিরীটিনঃ ॥২৭

সূনবঃ পার্থজয়ৈষিণাচ্ছন্নঃ সর্ব্বামরৈঃ সহ।
হন্ত্যস্মানিত্যমন্যন্ত পার্থেন নিহতাঃ পরে ॥২৮

গন্তব্যত্যর্থমহিতান্ বিজয়ং তত্র মেনিরে।
কালমর্জুনরূপেণ সংহরন্তমিব প্রজাঃ ॥২৯

কুরুসেনাশরীরাণি পার্থেনৈবাহতান্যপি।
সেদুঃ পার্থহতানীব পার্থকর্মানুশাসনাৎ ॥৩০

ওষধীনাং পিরাসীব বিষজ্ঞীর্ঘাণি সোঽস্বয়াৎ।
অবনেস্তঃ কুরূণাং হি বীর্য্যাণ্যর্জুনজাদ্ ভয়াৎ ॥৩১

অর্জুনাবিদ্ধবিজ্ঞানি বনান্যর্জুনবিদ্বিষাম্।
চক্রুর্লোহিতধারাভির্বর্ষীং লোহিতাম্বরাম্ ॥৩২

লোহিতেন সমাযুক্তৈঃ পাংশুভিঃ পবনোদ্ধূতৈঃ।
বভূবুর্লোহিতাস্তত্র দৃশমাদিত্যরশ্ময়ঃ ॥৩৩

সার্কং খং তৎক্ষণেনাসীৎ সন্ধ্যাভ্রমিব লোহিতম্।
অপ্যস্তং প্রাপ্য সূর্য্যোঽপি নিবর্ত্তেত ন পাণ্ডবঃ ॥৩৪

তখায় অর্জুন কর্ত্তৃক অদূরে বাণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া হস্তীগুলি সূর্য্যকিরণাবৃত মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।২৪

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বামে ও দক্ষিণে শরক্ষেপকারী অর্জুনের ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইল।২৫

যেমন রূপহীন বস্তুর উপর চক্ষু কখনও পতিত হয় না, অর্জুনের শরগুলি সেইরূপ লক্ষ্যবস্তুর বাহিরে কখনও পতিত হয় নাই। (অর্থাৎ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় নাই)।২৬

সহস্র হস্তী একসঙ্গে গমন করিলে অরণ্য-মধ্যে যেমন পথ হইয়া যায়, সেইরূপ অর্জুনের ধনুর পথ হইয়া গেল।২৭

অর্জুনের শরাঘাতে আহত হইয়া অন্যেরা এইরূপ মনে করিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই অর্জুনের জয়াভিলাষী হইয়া ইন্দ্র সমস্ত দেবতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে আঘাত করিতে-ছেন।২৮

সেই যুদ্ধে অতিমাত্রায় শত্রুবধকারী অর্জুনকে সকলেই মনে করিল যে, কৃতান্তই যেন অর্জুন-রূপে লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।২৯

যে সমস্ত কুরুসৈন্যের অর্জুনের আঘাত লাগে নাই, সেই দেহগুলিও অর্জুনের কৃতকর্ম্মের প্রভাবে অর্জুনকর্ত্তৃক নিহতের ন্যায় (মৃতদেহের ন্যায়) অসাড় হইয়া গেল।৩০

অর্জুন ওষধি অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদি বা লতা-গুল্মাদির ন্যায় শত্রুর মস্তকগুলি মাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। অর্জুনের ভয়ে কৌরবগণের বীর্য্য প্রনষ্ট হইয়া গেল।৩১

অর্জুনরূপী বাত্যায় বিধ্বস্ত হইয়া তদীয় শত্রু-বাহিনীরূপ অরণ্য রুধির-ধারায় ধরাতল রক্তবর্ণ করিয়া দিল।৩২

রক্তরঞ্জিত ধূলিজাল বায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হওয়ায় সেই স্থানে সূর্য্যরশ্মিও অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া গেল।৩৩

সূর্য্যের সহিত আকাশ তৎকালে সান্ধ্যরক্ত সূর্য্য ও আকাশের ন্যায় রক্তবর্ণ হইল। সূর্য্যও অস্তাচলে পৌঁছিয়া নিবৃত্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু অর্জুন নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন।৩৪

তান্ সর্বান্ সমরে শূরঃ সৌভদ্রে সমবস্থিতান্।
দিব্যৈরস্ত্রৈরচিন্ত্যাত্মা সর্বানার্চ্ছদ্ ধনুর্ধরান্ ॥৩৫

স তু দ্রোণং ত্রিসপ্তত্যা ক্ষুরপ্রাণাং সমার্পয়ৎ।
দুঃসহং দশভির্বাণৈর্দ্রৌণিমষ্টাভিরেব চ ॥৩৬

দুঃশাসনং ত্রয়োদশভিঃ কৃপং শারদ্বতং ত্রিভিঃ।
তীব্রং শান্তনবং ষষ্ট্যা রাজানঞ্চ শতেন হ।
কর্ণঞ্চ কর্ণিনা কর্ণে বিব্যাধ পরবীরহা ॥৩৭

তস্মিন্ বিদ্ধে মহেষ্বাসে কর্ণে সর্বাস্ত্রকোবিদে।
হতাশ্বসূতে বিরথে ততোঽনীকমভজ্যত ॥৩৮

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা পার্থমাভিবিচেতসং পুনঃ।
অভিপ্রায়ং সমাজ্ঞায় বৈরাটিরিদমব্রবীৎ ॥৩৯

আত্মায় কুচিরং ক্ষিপ্রং রথং সারথিনা ত্বয়া।
কতমং বাস্তদেহনীকমুক্তো যাস্যাম্যহং ত্বয়া ॥৪০

অর্জুন উবাচ

লোহিতাশ্বমবিষ্টং যং বৈয়াঘ্রমনুপশ্যসি।
নীলং পতাকামাশ্রিত্য রথে তিষ্ঠন্তমুত্তর ॥৪১

কৃপস্তৈতন্মনীকাগ্র্যং প্রাপয়ৈবেতদেব মাম্।
এতস্য ধর্ষয়িষ্যামি শীঘ্রাস্ত্রং দৃঢ়ধন্বিনঃ ॥৪২

ধ্বজে কমণ্ডলুর্যস্য শার্ঙ্গকৌক্ষময়ঃ শুভঃ।
আচার্য্য এষ হি দ্রোণঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥৪৩

সহ মত্তৈশ্চ মাদ্রস্থ সর্বশস্ত্রভৃতামপি।
সুপ্রসহ্যং মহাবীর্যং কুরুষ্বৈনং প্রদক্ষিণম্ ॥৪৪

অত্রৈব বাববোধ্যৈনমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
ইমি যে প্রথমং দ্রোণঃ শরীরে প্রহরিষ্যতি।
ততোঽহস্ত প্রহরিষ্যামি নাস্য কোপো ভবেদিতি ॥৪৫

তাহারা সকলেই নিজ নিজ সৌভদ্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। অচিন্ত্যস্বভাব বীর অর্জুন সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন।৩৫

তিনি বাসন্তবটি ক্ষুরধার অস্ত্রে দ্রোণের দেহ ব্যাপ্ত করিলেন। দশটি বাণদ্বারা দুঃসহকে ও আটটি বাণে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন।৩৬

শত্রুবীরঘাতী অর্জুন দুঃশাসনকে বারটি, শরদ্বানের পুত্র কৃপকে তিনটি, শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে ষাটটি ও রাজা দুর্যোধনকে একশতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কর্ণকে কর্ণদ্বয়ে কর্ণিবাণে বিদ্ধ করিলেন।৩৭

সর্বাস্ত্রবিৎ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ বিদ্ধ হইলে এবং তাহার অশ্ব ও সারথি নিহত এবং তাহার রথ ভগ্ন হইলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল।৩৮

সেই সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে থাকিলেও অর্জুনকে রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর এই কথা বলিল—।৩৯

৩৫৩

হে অর্জুন! এই মনোরম রথে আরোহণ করিয়া সারথি আমার সহিত আপনি কোন্ সৈন্যের অভিমুখে যাইবেন? আপনি বলিলে আমি গমন করিব।৪০

অর্জুন বলিলেন,—উত্তর! ঐ যে রথোপরি নীল পতাকার তলায় আশ্রিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত উত্তমাকৃতি লোকটিকে দেখিতেছ—যাহার অশ্বগুলি লাল রঙের, ঐ কৃপের সৈন্যগণের কাছেই আমাকে লইয়া যাও। ঐ দৃঢ় ধনুর্দ্ধরকে আমি আমার অস্ত্রের ক্ষিপ্রতা দেখাইব।৪১-৪২

যাঁহার ধ্বজোপরি সুবর্ণময় উত্তম কমণ্ডলু রহিয়াছে—ইনি সমস্ত ধনুর্দ্ধরদিগের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ।৪৩

ইনি সর্ব্বদাই আমার ও সমস্ত অস্ত্রধারীদিগেরও মাননীয়। আমার প্রতি সুপ্রসন্ন এই মহাবীরকে প্রদক্ষিণ কর।৪৪

অথবা এই সময়েই উহাকে আরোহণ কর (উহার উপর চড়াও হও), কারণ ইহাই যুদ্ধের সনাতন ধর্ম্ম; ইনি যে প্রথমে দ্রোণের শরীরে প্রহার করিবেন, তাহার পর আমি প্রহার করিব, ইহাতে ইহার ক্রোধ হইবে না।৪৫

অস্তাবিদূরে হি ধনুর্ধ্বজাগ্রে যস্ত দৃশ্যতে।
আচার্য্যস্তৈষ পুত্রো বৈ অশ্বত্থামা মহারথঃ ॥৪৬

সদা মমৈষ মান্যস্ত সর্বশস্ত্রভৃতামপি।
এতস্ত ত্বং রথং প্রাপ্য নিবর্তেথাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৪৭

য এষ তু রথানীকে সুবর্ণকবচাবৃতঃ।
সেনাগ্রেণ তৃতীয়েন ব্যবহার্য্যেণ তিষ্ঠতি ॥৪৮

যস্ত নাগো ধ্বজাগ্রেঽসৌ হেমকেতনসংবৃতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজঃ শ্রীমানেষ রাজা সুযোধনঃ ॥৪৯

এতস্তাভিমুখং বীর রথং পরমবাজবহ্।
প্রাপয়ৈবৈষ রাজা হি প্রমাথী যুদ্ধদুর্মদঃ ॥৫০

এষ দ্রোণস্ত শিষ্যাণাং শীঘ্রাস্ত্রে প্রথমো মতঃ।
এতস্ত দর্শয়িষ্যামি শীঘ্রাস্ত্রং বিপুলং রণে ॥৫১

নাগরক্ষা তু রুচিরা ধ্বজাগ্রে যস্ত তিষ্ঠতি।
এষ বৈকর্তনঃ কর্ণো বিদিতঃ পূর্বমেব তে ॥৫২

এতস্ত রথমাসাদ্য রাধেয়স্ত দুরাত্মনঃ।
যতো তবেথাঃ সংগ্রামে স্পর্ধতে হি সদা ময়া ॥৫৩

যস্ত নীলানুসারেণ পতাকারেণ কেতুনা।
হস্তাবাপী বৃহদ্ধনা রথে তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্ ॥৫৪

যস্ত তারার্কচিত্রোঽসৌ ধ্বজো রথবরে স্থিতঃ।
যশ্চৈতৎ পাণ্ডুরং ছত্রং বিমলং মূর্ধ্নি তিষ্ঠতি ॥৫৫

মহতো রথবংশস্ত নানাধ্বজপতাকিনঃ।
বলাহকাগ্রে সূর্য্যো বা য এষ পুরতঃ স্থিতঃ ॥৫৬

হৈমং চন্দ্রার্কসঙ্কাশং কবচং যস্ত দৃশ্যতে।
জাতরূপপরিস্তোমং মনস্তাপয়তীব মে ॥৫৭

অর্থাৎ যদি দ্রোণ আমার দেহে প্রথমে আঘাত করেন, তবেই আমি উঁহাকে প্রহার করিব, তাহাতে উঁহার ক্রোধ হইবে না ।৪৫

উঁহার অনতিদূরে যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে ধনুক দৃষ্ট হইতেছে, উনি আচার্য্যপুত্র মহারথ অশ্বত্থামা ।৪৬

ইনিও সর্ব্বদা আমার এবং সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের মাননীয়। ইঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইলেই তুমি বারংবার ফিরিয়া আসিবে ।৪৭

রথারূঢ় সৈন্যদের মধ্যে স্বর্ণময় কবচে আবৃত এই যে ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ অপরিশ্রান্ত বীরসেনা লইয়া অবস্থান করিতেছে—যাহার ধ্বজাগ্রভাগে সুবর্ণপতাকাযুক্ত নাগ শোভা পাইতেছে—ইনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন ।৪৮-৪৯

হে বীর। পরমবেগকারী এই রথটি উঁহারই সম্মুখভাগে লইয়া চল। এই রাজা যুদ্ধে দুর্দমনীয় এবং শত্রুপ্রমর্দনকারী ।৫০

ইনি দ্রোণের শিষ্যবর্গের মধ্যে শীঘ্র অস্ত্রক্ষেপণে প্রথিত, বিপুল সংগ্রামে ইঁহাকে শীঘ্রগামী অস্ত্র দেখাইয়া দিব ।৫১

যাহার ধ্বজাগ্রভাগে হস্তীচিহ্নিত পতাকাপ্রান্ত অবস্থিত—এ ব্যক্তি কর্ণ। ইহাকে ত' পূর্ব্বেই চিনিয়াছ ।৫২

এই দুরাত্মা কর্ণের নিকটে রথে থাকিয়াও সাবধান থাকিবে ; কারণ, সে আমার সহিত সর্ব্বদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ।৫৩

যে বীর নীল পতাকাযুক্ত, পতাকাচিহ্নিত কেতু, হস্তত্রাণ ও বৃহৎ ধনুক লইয়া রথোপরি অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার উভয় রথোপরি সূর্য্য ও তারকামণ্ডল ঐ ধ্বজ অবস্থিত এবং যাঁহার মস্তকে ঐ নির্ম্মল ছত্রটি রহিয়াছে, যিনি মেঘবৃন্দের পুরোবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় নানাবিধ ধ্বজপতাকা-সমন্বিত বিশাল রথরাজির পুরোভাগে

এষ শান্তনবো ভীষ্মঃ সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
রাজন্নিয়াতিমুদ্ধশ্চ সুযোধনবশানুগঃ ॥৫৮

পশ্চাদেষ প্রযাতব্যো ন মে বিঘ্নকরো ভবেৎ।
এতেন যুধ্যমানস্য ত্বরতঃ সংযচ্ছ মে হয়ান্ ॥৫৯

ততোঽব্রবদ্বৃহদ্ব্যাঘ্রো বৈরাটিঃ সব্যসাচিনম্।

অবস্থিত, যাঁহার সুবর্ণময় গাত্রাবরণ সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং যাঁহার স্বর্ণময় শিরস্ত্রাণ আমার চিত্তকে যেন সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে, ইনি আমাদের সকলের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। ইনি রাজযোগ্য শোভা ও সম্পদের মধ্যেই বৃদ্ধ হইয়াছেন, ইনি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ॥৫৪-৫৮

সর্ব্বশেষে ইহার নিকট যাইতে হইবে, ইনি আমার বিঘ্নকারক হইবেন না। ইহার সহিত যুদ্ধের সময়ে ত্বরাপূর্ব্বক আমার অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবে ॥৫৯

যত্রাতিষ্ঠৎ কৃপো রাজন্ যোৎস্যমানো ধনঞ্জয়ম্ ॥৬০

হে রাজন্ জনমেজয়! তারপর বিরাটরাজার পুত্র উত্তর ব্যগ্র না হইয়া অর্জ্জুনকে যেখানে কৃপ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে লইয়া গেল ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুন-কৃপসংগ্রামে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুন-কৃপ-সংগ্রামবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫৫

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যার্জ্জুনয়োর্যুদ্ধদর্শনায় বিমানারূঢ়-দেবানামাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তান্তনীকান্তদৃশুস্তু কুরূণামুগ্রধন্বিনাম্।
সংসর্পন্তে যথা মেঘা ঘর্মান্তে মন্দমারুতাঃ ॥১
অভ্যাসে বাজিনস্তস্থুঃ সমারূঢ়াঃ প্রহারিণঃ।
ভীমরূপাশ্চ মাতঙ্গাস্তোমরাঙ্কুশনোদিতাঃ।
মহামাত্রৈঃ সমারূঢ়া বিচিত্রকবচোজ্জ্বলাঃ ॥২
ততঃ শক্রঃ সুরগণৈঃ সমারুহ্য সুদর্শনম্।
সহোপায়াৎ তদা রাজন্ বিশ্বাশ্বিমরুতাং গণৈঃ ॥৩

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ দর্শনার্থে বিমানারূঢ় হইয়া দেবতাদের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অত্যল্প ধনুর্দ্ধর কৌরব-গণের সেই সৈন্যগুলি বর্ষাকালে মৃদু বায়ুযুক্ত সঞ্চরণশীল মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল ॥১

অশ্বারোহী যোদ্ধৃবৃন্দ এবং মহামাত্র কর্ত্তৃক অধিরূঢ় তোমর ও অঙ্কুশ দ্বারা পরিচালিত উজ্জ্বল বিচিত্র কবচযুক্ত ভীষণাকার হস্তীবৃন্দ সমীপে অবস্থান করিতে লাগিল ॥২

তারপর ইন্দ্র, দেবগণ ও বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্‌গণের সহিত সুদর্শন বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন ॥৩

তদ্ দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব-মহোরগসমাকুলম্।
শুশুভেঽভ্রবিনির্মুক্তং গ্রহাণামিব মণ্ডলম্ ॥৪

অস্ত্রাণাঞ্চ বলং তেষাং মানুষেষু প্রযুঞ্জতাম্।
রূপঞ্চ ভীমং মহদ্ যুদ্ধং কৃপার্জুনসমাগমে।
দ্রষ্টুমভ্যাগতা দেবাঃ ঋষিসঙ্ঘৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥৫

শতং শতসহস্রাণাং যত্র সূর্যা হিরণ্ময়ী।
মণিরত্নময়ী চাপ্যা প্রাসাদং তদবারয়ৎ ॥৬

ততঃ কামগমং দিব্যং সর্বরত্নবিভূষিতম্।
বিমানং দেবরাজস্য শুশুভে খেচরং তদা ॥৭

তত্র দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ তিষ্ঠন্তি সহবাসবাঃ।
গন্ধর্বাঃ রাক্ষসাঃ সর্পাঃ পিতরশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥৮

তথা রাজা যযুযনা বলাক্ষঃ সুপ্রতর্দনঃ।
অষ্টকশ্চ শিবিশ্চৈব যযাতির্নহুষো গয়ঃ ॥৯

মনুঃ পুরূরবুর্ত্তায়ুঃ কৃশাশ্বঃ সগরো বলঃ।
বিমানে দেবরাজস্য সমদৃশ্যন্ত সুপ্রভাঃ ॥১০

অগ্নেরীশস্য সোমস্য বরুণস্য প্রজাপতেঃ।
তথা ধাতুর্বিধাতুশ্চ কুবেরস্য যমস্য চ ॥১১

অলম্বুষোগ্রসেনানাং গন্ধর্বস্য চ তুম্বুরোঃ।
যথামানং যথোদ্দেশং বিমানানি চকাশিরে ॥১২

সর্বদেবনিকায়াশ্চ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অর্জুনস্য কুরূণাঞ্চ দ্রষ্টুং যুদ্ধমুপাগতাঃ ॥১৩

দিব্যানাং সর্বমাল্যানাং গন্ধঃ পুণ্যোঽথ সর্বশঃ।
প্রসসার বসন্তাগ্রে বনানামিব ভারত ॥১৪

তত্র বস্ত্রাণি দেবানাং সমদৃশ্যন্ত তিষ্ঠতাম্।
আতপত্রাণি বাসাংসি স্রজশ্চ ব্যজনানি চ ॥১৫

উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং সর্বং ব্যাপ্তং মরীচিভিঃ।
দিব্যগন্ধানুপাদায় বায়ুর্যোধানসেবত ॥১৬

দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব ও মহানাগে পরিপূর্ণ সেই রণক্ষেত্র মেঘমুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪

মানুষের উপর প্রযুক্ত সেই অস্ত্রগুলির বল এবং কৃপ ও অর্জুনের সংঘর্ষে সেই তুমুল মহাযুদ্ধ দেখিবার জন্য দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ বিমানে আগমন করিলেন।৫

তারপর দেবরাজের স্বেচ্ছামত বিচরণকারী আকাশবিহারী প্রাসাদতুল্য সর্বরত্নবিভূষিত স্বর্গীয় বিমান শোভা পাইতে লাগিল।৬

কোটিসংখ্যক সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং অপর একটি মণিরত্নময় স্তম্ভ সেই বিমানটীকে ধারণ করিয়াছিল।৭

তাহাতে ইন্দ্রের সহিত তেত্রিশটি দেবতা এবং মহর্ষিগণের সহিত পিতৃগণও গন্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্পগণ অবস্থান করিতেছিলেন।৮

তাহাড়া ইন্দ্রসদৃশপ্রভাবশালী রাজা যযুযনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরূ, রঘু, ভায়ু, কৃশাশ্ব, সগর, বল ইঁহাদিগকেও দেবরাজের সেই বিমানে দেখা গেল।৯-১০

অগ্নি, ঈশান, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, কুবের, যম, অলম্বুষা, উগ্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব এবং তুম্বুরু নামক গন্ধর্বের বিমানগুলি প্রমাণানুসারে যথাযথ স্থানে শোভা পাইতে লাগিল।১১-১২

সমস্ত দেবতাবৃন্দ এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিবৃন্দ অর্জুন ও কৌরবগণের যুদ্ধ দেখিতে সমাগত হইলেন।১৩

হে জনমেজয়। বসন্তের প্রারম্ভে বনাবলীর সৌরভের ন্যায় স্বর্গীয় সমস্ত মাল্যের পবিত্র গন্ধ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।১৪

বিমানে অবস্থিত দেবগণের উত্তরীয়, ছত্র, বস্ত্র, মাল্য ও ব্যজন শোভা পাইতে লাগিল।১৫

প্রভাসিতমিবাকাশং চিত্ররূপমলঙ্কৃতম্।
সম্পতদ্ভিঃ স্থিতৈশ্চাপি নানাবস্ত্রবিভূষিতৈঃ ॥১৭
বিমানৈর্বিবিধৈশ্চিত্রৈরুপানীতৈঃ সুশোভনৈঃ।
বজ্রহস্তস্তুতে তত্র বিমানস্থৈঃ সুরৈর্বৃতঃ ॥১৮
বিভ্রন্মালাং মহাতেজাঃ পদ্মোৎপলসমাযুতাম্।
বিপ্রেক্ষ্যমাণো বহুভির্বীভৎসুং সুমহাহবম্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে দেবাগমনে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

পৃথিবীর ধূলি প্রশমিত হইল। প্রভাজালে সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইল। স্বর্গীয় সৌরভ বহন করিয়া বায়ু যোদ্ধৃগণের সেবা করিতে লাগিল ॥১৬

শ্রেষ্ঠ দেবগণ কর্তৃক আনীত, অবস্থিত ও বিচরণরত নানারত্নসমুজ্জ্বল বহুবিধ বিচিত্র বিমানদ্বারা আকাশ যেন বিচিত্র রূপ ধারণ করিল।

সেখানে পদ্ম ও উৎপল সংযুক্ত মালাধারণকারী মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র বিমানস্থ বহু দেবতা পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বহুবীরের সহিত সেই মহা যুদ্ধ দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন না (মহাযুদ্ধকারী পুত্র অর্জুনকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন না) ॥১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে দেবতাদের আগমন বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫৬

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, যুদ্ধক্ষেত্রাৎ কৌরবসৈন্যৈঃ কৃপস্যাপসারণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দৃষ্ট্বা ব্যূঢ়ানীকানি কুরূণাং কুরুনন্দন।
তত্র বৈরাটিমাসাদ্য পার্থো বচনমব্রবীৎ ॥১
জাম্বূনদময়ী বেদী ধ্বজে যস্য প্রদৃশ্যতে।
তস্য দক্ষিণতো যাহি কৃপঃ শারদ্বতো যতঃ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বলপ্রবরঃ শ্রুত্বা বৈরাটিস্ত্বরিতস্ততঃ।
হয়ান্ রজতসঙ্কাশান্ হেমজালাবচোদয়ৎ ॥৩
আনুপূর্ব্যাৎ তু তৎ সর্বমাস্থায় জবমুত্তমম্।
প্রাহিণোচ্ছক্রসঙ্কাশান্ কুপিতানীব তান্ হয়ান্ ॥৪

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৃপ ও অর্জুনের যুদ্ধ, কৌরবসৈন্য কর্তৃক কৃপকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! তখন কৌরবগণের ব্যূহবদ্ধ সৈন্যবাহিনী দেখিয়া অর্জুন উত্তরকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন ॥১

যাহার ধ্বজাগ্রে স্বর্ণময়ী বেদী শোভা পাইতেছে, তাঁহার দক্ষিণে যেখানে শারদ্বতপুত্র কৃপ রহিয়াছেন, সেখানে গমন কর ॥২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অর্জুনের কথা শুনিয়া উত্তর ত্বরান্বিত হইয়া সুবর্ণজালযুক্ত রজতশুভ্র অশ্বগুলিকে চালিত করিল ॥৩

ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে উত্তম গতিবেগ দিয়া শক্রতুল্য সেই কুপিতপ্রায় অশ্বগুলিকে ছুটাইয়া দিল ॥৪

স গত্বা কুরুসেনায়াঃ সমীপং হয়কোবিদঃ।
পুনরাবর্তয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহসঃ ॥৫
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য মণ্ডলং সব্যমেব চ।
কুরূন্ সম্মোহয়ামাস মৎস্যো যানেন তত্ত্ববিৎ ॥৬
কৃপস্তু রথমাস্থায় বৈরাটিরভূতোভয়ঃ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য তস্থৌ তস্যাগ্রতো বলী ॥৭
ততোঽর্জুনঃ শঙ্খবরং দেবদত্তং মহারবম্।
প্রধ্মৌ বলমাস্থায় নাদ বিত্রাস্য চাত্মনঃ ॥৮
তস্য শব্দো মহানাসীদ্ ব্যুদ্যমানস্য জিষ্ণুনা।
তথা বীর্য্যবতা সংখ্যে পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥৯
পূজয়াকক্রিয়ে শঙ্খং কুরবঃ সহসৈনিকাঃ।
অর্জুনেন তথা ধ্মাতঃ শতধা যন্ন দীর্য্যতে ॥১০
দিবমাবৃত্য শব্দস্তু নিবৃত্তঃ শুশ্রুবে পুনঃ।
সৃষ্টো মঘবতা বজ্রঃ প্রপতন্নিব পর্বতে ॥১১
এতস্মিন্নন্তরে বীরো বলবীর্য্যসমন্বিতঃ।
অর্জুনং প্রতি সংরব্ধঃ কৃপঃ পরমদুর্জয়ঃ ॥
অমৃষ্যমাণস্তং শব্দং কৃপঃ শারদতস্তদা ॥১২
অর্জুনং প্রতি সংরব্ধো যুদ্ধার্থী স মহারথঃ।
মহোদবিজমাদায় দধ্মৌ বেগেন বীর্য্যবান্ ॥১৩
স তু শব্দেন লোকাংস্ত্রীণাবৃত্য রবিনার বরঃ।
ধনুরাদায় সুমহজ্জ্যাশব্দমকরোৎ তদা ॥১৪
তৌ রথৌ সূর্য্যসঙ্কাশৌ যোৎস্যমানৌ মহাবলৌ।
শারদাবিব জীমূতৌ ব্যরোচেতাং ব্যবস্থিতৌ ॥১৫
ততঃ শারদতস্তূর্ণং পার্থং দশভিরাশুগৈঃ।
বিব্যাধ পরবীরঘ্নং নিশিতৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥১৬

অশ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ উত্তর কৌরবসেনার সমীপে গমন করিয়া বায়ুতুল্য বেগবান্ সেই অশ্বগুলিকে পুনরায় আবর্তিত করিল।৫

মৎস্যরাজপুত্র উত্তর অশ্বগতিসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। সে অশ্বগুলিকে দক্ষিণ ও বামাবর্তে মণ্ডলাকারে আবর্তিত করিয়া গমনদ্বারা কৌরবগণকে সম্মোহিত করিল।৬

নির্ভীক ও বলবান্ বিরাট-নন্দন উত্তর কৃপাচার্য্যের রথের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দক্ষিণাবর্তে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখভাগে অবস্থান করিল।৭

তারপর অর্জুন নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া মহাশব্দকারী দেবদত্তনামক উত্তম শঙ্খটী সবেগে ধ্বনিত করিলেন।৮

বীর্য্যবান্ অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধে সেইভাবে নিনাদিত সেই শঙ্খের বিদীর্য্যমাণ পর্বতের ন্যায় ভীষণ শব্দ হইল।৯

কৌরবগণ সৈন্যগণের সহিত শঙ্খটীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যেহেতু তাহা অর্জুনের সেইরূপ সবেগে আপূরণেও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল না।১০

সেই শব্দ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া পুনরায় নিবৃত্ত হইয়া আসিল এবং ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্বতোপরি পতিত বজ্রের ন্যায় শ্রুত হইল।১১

এই সময়ে বলবীর্য্যসম্পন্ন অতিশয় দুর্জয়বীর কৃপাচার্য্য অর্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন বীর্য্যবান্ শারদ্বতনন্দন মহারথ কৃপ সেই শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া অর্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধাভিলাষী হইয়া মহোদধিজাত শঙ্খ লইয়া বেগে ধ্মাত করিলেন।১২-১৩

ঋষিপ্রবর কৃপ তখন শঙ্খ নিনাদে ত্রিভুবন আপূরিত করিয়া সুবিশাল ধনুক লইয়া জ্যা-নিনাদ করিতে লাগিলেন।১৪

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাবলশালী সেই দুই রথী যুদ্ধার্থে পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া শরৎ-কালের মেঘদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৫

পার্থোঽপি বিপ্রকৃতং লোকে গাণ্ডীবং পরমায়ুধম্।
বিকৃষ্য চিক্ষেপ বহূন্ নারাচান্ মর্মভেদিনঃ ॥১৭
তান্ প্রাপ্তাঞ্জিতৈর্বাণৈর্নারাচান্ রক্তভোজনান্।
কৃপশ্চিচ্ছেদ পার্থস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৮
ততঃ পার্থস্য সংক্রুদ্ধশ্চিত্রান্ মার্গান্ প্রদর্শয়ন্।
দিশঃ সঞ্ছাদয়ন্ বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ॥
একচ্ছায়মিবাকাশমকরোৎ সর্বতঃ প্রভুঃ ॥১৯
প্রাচ্ছাদয়ৎসমেয়াত্মা পার্থঃ শরশতৈঃ কৃপম্।
স শরৈরর্দিতঃ ক্রুদ্ধঃ শিতৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ॥২০
তূর্ণং দশসহস্রেণ পার্থমপ্রতিমৌজসম্।
অর্দয়িত্বা মহাস্ত্রাণি ননর্দ সমরে কৃপঃ ॥২১
ততঃ কনকপর্বাগ্রৈর্ঘোরঃ সন্নতপর্বভিঃ।
স্বয়ন্ গাণ্ডীবনির্মুক্তৈরর্জুনস্তস্য বাজিনঃ ॥২২
চতুর্ভিশ্চতুরস্তাংস্তৈরবিধ্যৎ পবনেরিতৈঃ।
তে হতা নিশিতৈর্বাণৈর্ন্যপতন্ত্রিব পন্নগৈঃ ॥
উৎপেতুঃ সহসা সর্বে কৃপঃ স্থানাদথাচ্যবৎ ॥২৩
চাক্ষং তু গৌতমং স্থানাৎ সমীক্ষ্য কুরুনন্দনঃ।
ন বিব্যাধ পরবীরঘ্নো রক্ষমাণোঽস্য গৌরবম্ ॥২৪
স তু লব্ধ্বা পুনঃ স্থানং গৌতমঃ সব্যসাচিনম্।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্ত্বরিতঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥২৫
ততঃ পার্থো ধনুস্তস্য তলেন নিশিতেন হ।
চিচ্ছেদৈকেন তূষ্ণীঞ্চ হস্তাবাপমথাহয়ৎ ॥২৬
অথাস্য কবচং বাণৈর্নিশিতৈর্মর্মভেদিভিঃ।
ব্যধমন্ন চ পার্থোঽস্য শরীরমবদীড়য়ৎ ॥২৭
তস্য নির্মুচ্যমানস্য কবচাৎ কায় আবভৌ।
সময়ে মুচ্যমানস্য সর্পস্যেব তনুর্যথা ॥২৮

তারপর কৃপাচার্য্য সত্বর দশটী মর্ম্মভেদী শানিতবাণদ্বারা শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।১৬

অর্জ্জুনও জগদ্বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ আয়ুধ গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া মর্ম্মভেদী বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন।১৭

অর্জ্জুনের সেই শোণিতপায়ী শত শত সহস্র সহস্র বাণ নিকটে আসিতে না আসিতেই কৃপাচার্য্য শানিত বাণ দ্বারা সেগুলি ছেদন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।১৮

তারপর প্রতাপশালী মহারথ অর্জ্জুন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কৌশলজাল প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে দিগ্বিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া আকাশের সর্ব্বাংশে অবিচ্ছিন্ন এক ছায়া রচনা করিলেন।১৯

অপ্রমেয় বৈর্য্যশালী অর্জ্জুন শত শত বাণদ্বারা কৃপকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কৃপ শরাঘাতে পীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অসাধারণ তেজস্বী মহাত্মা অর্জ্জুনকে অগ্নিশিখাতুল্য দশসাজার শানিত বাণে পীড়িত করিয়া রণক্ষেত্রে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।২০-২১

তারপর বীর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া যে বাণের গ্রন্থিগুলি তাল করিয়া চাঁছিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, যাহার সর্ব্বাগ্রভাগ সুবর্ণময়, গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সেইরূপ সুতীক্ষ্ণ চারিটী উত্তম বাণ দ্বারা কৃপাচার্য্যের চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। সেই প্রজ্বলিত প্রায় পন্নগতুল্য শানিত বাণগুলির আঘাতে সেই অশ্বগুলি সকলেই লাফাইয়া উঠিল এবং কৃপাচার্য্য স্থানচ্যুত হইয়া পড়িলেন।২২-২৩

তাঁহাকে স্থানচ্যুত হইতে দেখিয়া শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আর শরপ্রহার করিলেন না।২৪

গৌতমবংশীয় সেই কৃপ পুনরায় স্বস্থানস্থ হইয়া সত্বর দশটী কঙ্কপক্ষ শোভিত বাণদ্বারা অর্জ্জুনকে আঘাত করিলেন।২৫

তারপর অর্জ্জুন একটী শানিত ভল্লদ্বারা পুনরায় তাঁহার ধনুত্রাণ হরণ করিলেন।২৬

ছিত্বে বন্ধুষি পার্থেন সোঽন্যদাদায় কার্মুকম্।
চকার গৌতমঃ সজ্যং তদ্বদ্ভূতমিবাভবৎ ॥২৯
স তদপ্যস্য কৌন্তেয়শ্চিচ্ছেদ নতপর্বণা।
এবমন্যানি চাপানি বহূনি কৃতহস্তবৎ ॥
শারদতস্য চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ পঞ্চবীরহা ॥৩০
সচ্ছিন্নধনুরাদায় রথশক্তিং প্রতাপবান্।
প্রাহিণোৎ পাণ্ডুপুত্রায় প্রদীপ্তামশনীমিব ॥৩১
তামর্জুনস্তদাদায় শক্তিং হেমবিভূষিতাম্।
বিরথস্তাং মহোল্কাভাং চিচ্ছেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥৩২
সাপতদ্ দশধা ছিন্না ভূমৌ পার্থেন ধীমতা ॥৩৩
যুগপচ্চৈব তল্লৈস্তু ততঃ সজ্যধনুঃ কৃপঃ।
তস্যাপ্তু নিশিতৈঃ পার্থঃ বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥৩৪
ততঃ পার্থো মহাতেজা বিশিখানগ্নিতেজসঃ।
চিক্ষেপ সমরে ক্রুদ্ধস্ত্রয়োদশ শিলাশিতান্ ।৩৫
অথাস্য যুগমেকেন চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ষষ্ঠেন চ শিরঃ কায়াচ্ছরেণ রথনায়কঃ ॥৩৬
ত্রিভিস্ত্রিবেণুং সমরে ধ্বজ্যামক্ষং মহারথঃ।
দ্বাদশেন তু তল্লেখং চকর্তাস্য ধ্বজং তদা ॥৩৭
ততো বজ্রনিকাশেন কার্ষ্ণিঃ প্রহসন্নিব।
ত্রয়োদশেনেন্দ্রসমঃ কৃপং বক্ষস্যবিধ্যত ॥৩৮
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদামাদায় বিরথো ভূমিং চিক্ষেপ তাং গদাম্ ॥৩৯

তারপর অর্জুন শাণিত ও মর্মভেদনক্ষম বাণদ্বারা উহার কবচ কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু উহার দেহে আঘাত করিলেন না।২৭

কবচমুক্ত হইয়া তাঁহার শরীর সেই সময়ে নির্মোক (খোলস) মুক্ত সর্পদেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৮

অর্জুন ধনুক কাটিয়া ফেলিলে কৃপ আর একটি ধনুক লইয়া জ্যা-যুক্ত করিলেন। তাহা এত অদ্ভুত হইল যে, অর্জুন ক্ষিপ্রহস্তে উহার সেই ধনুকটীও বাণদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। এইভাবে শক্তিশালী অর্জুন কৃপাচার্যের আনত বহু ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন।২৯-৩০

প্রতাপশালী কৃপ ধনুক ছিন্ন হওয়ায় রথস্থিত শক্তি লইয়া প্রজ্বলিত বজ্রের ন্যায় অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।৩১

তখন অর্জুন মহোল্কাসদৃশ সুবর্ণভূষিত সেই শক্তিটী আকাশে আসিতে আসিতেই দশটি বাণদ্বারা উহাকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং ধীমান্ অর্জুন কর্তৃক দশখণ্ডে কর্তিত হইয়া তাহা ভূতলে পতিত হইল।৩২-৩৩

তারপর অমিতশক্তি বন্ধুক ধারণ করিয়া কৃপাচার্য একসঙ্গে দশটি তীক্ষ্ণধার বাণদ্বারা সেই অর্জুনকে সত্বর আক্রমণ করিলেন।৩৪

তদনন্তর মহাতেজস্বী অর্জুন সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিতুল্য তেজোযুক্ত ত্রয়োদশটী শিলাশাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৩৫

মহারথ অর্জুন তখন তাহার একটী বাণ দ্বারা উহার যুগদণ্ড, চারিটী দ্বারা চারিটী অশ্ব, ষষ্ঠ বাণটী দ্বারা সারথির দেহ হইতে মস্তক, তিনটী বাণে তিনটী বংশদণ্ড, দুইটী বাণে চক্রধারণকারী অক্ষনামক রথাবয়ব এবং বাদশ তীক্ষ্ণটী বাণ দ্বারা উহার ধ্বজদণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন।৩৬-৩৭

তৎপরে সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী অর্জুন যেন হাসিতে হাসিতেই বজ্রতুল্য ত্রয়োদশবাণটী দ্বারা কৃপাচার্যের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।৩৮

তখন হতাশ্ব, হতসারথি রথহীন ও ধনুকহীন কৃপ গদা হস্তে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সত্বর সেই গদা নিক্ষেপ করিলেন।৩৯

সা চ মুক্তা গদা শুর্ণী কৃপেণ সুপরিষ্কৃতা।
অর্জুনেন শরৈর্ভিন্না প্রতিমার্গমথাগমৎ ॥৪০
তং তু যোধাঃ পরীপ্সন্তঃ শারদ্বতমমর্ষণম্।
সর্বতঃ সমরে পার্থং শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥৪১
ততো বিরাটস্য সুতঃ সব্যমাবৃত্য বাজিনঃ।
ধনুষ্কং মণ্ডলং কৃত্বা তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ৎ ॥৪২

ততঃ কৃপমুপাদায় বিরথং তে নরর্ষভাঃ।
অপজহুর্মহাবেগাঃ কুন্তীপুত্রাদ্ ধনঞ্জয়াৎ ॥৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে কৃপাপযানে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।৫৭

কৃপ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অত্যুজ্জ্বল বিশাল গদা অর্জুন কর্তৃক শরাঘাতে প্রেরিত হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিল ।৪০

তখন সেই ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য যোদ্ধৃবৃন্দ চারিদিকে অর্জুনকে শরবৃষ্টিতে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ।৪১

তারপর বিরাটরাজার পুত্র অশ্বগুলিকে দক্ষিণদিকে ঘুরাইয়া ধনুষ্কমণ্ডল (শত্রুর গতিরোধকারী বা তদীয় শরজালের লক্ষ্যভ্রষ্টতাকারক নিজ রথের অস্থিরতা-সম্পাদক অশ্বের গতিবিশেষ) করিয়া সেই যোদ্ধৃবৃন্দকে প্রতিহত করিতে লাগিল ।৪২

তখন মহাবেগশালী সেই যোদ্ধৃবৃন্দ রথচ্যুত কৃপাচার্য্যকে কুন্তীপুত্র অর্জুনের নিকট হইতে অপসারণ করিয়া লইয়া গেল ।৪৩

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে কৃপাচার্য্যের পলায়নে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫৭

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ সহার্জুনস্য যুদ্ধম্, আচার্য্যস্য পলায়নঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃপেঽপনীতে দ্রোণস্তু প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অভ্যদ্রবদনাধৃষ্যঃ সোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনম্ ॥১
স তু কুমরথং দৃষ্ট্বা গুরুমায়ান্তমন্তিকাৎ।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠ উত্তরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২

অর্জুন উবাচ।

যত্রৈষা কাঞ্চনী বেণী ধ্বজে যস্য প্রকাশতে।
উচ্ছ্রিতা প্রবরে দণ্ডে পতাকাভিরলঙ্কৃতা ॥
অত্র যাং বহ ভদ্রং তে দ্রোণানীকায় সারথে ॥৩

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জুনের দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ এবং আচার্য্যের পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৃপাচার্য্যকে রণাঙ্গন হইতে অপসারিত করা হইলে রক্তবর্ণ-অশ্বশালী দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য ধনুর্ব্বাণ লইয়া শ্বেতবাহন অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ।১

সুবর্ণময় রথারূঢ় গুরু দ্রোণকে অদূরে আসিতে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ-সমরবিজয়ী অর্জুন উত্তরকে এই কথা বলিলেন— ।২

CALCUTTA

অশ্বাঃ শোণাঃ প্রকাশন্তে বৃহন্তশ্চারুবাহিনঃ।
স্নিগ্ধবিদ্রুমসঙ্কাশাস্তাম্রাস্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৪
যুক্তা রথবরে যস্ত সর্ব্বশিক্ষাবিশারদাঃ ॥৪
দীর্ঘবাহুর্মহাতেজা বলরূপসমন্বিতঃ।
সর্বলোকেষু বিক্রান্তো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৫
যুদ্ধ্যা তুল্যো হ্যশনসা বৃহস্পতিসমো নয়ে।
বেদান্তবৈব চত্বারো ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥৬
সসংহারাণি সর্বাণি দিব্যান্যস্ত্রাণি যানিব।
ধনুর্বেদশ্চ কার্ৎস্ন্যেন যস্মিন্ নিত্যং প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৭
ক্ষমা দমশ্চ সত্যঞ্চ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
এতে চান্যে চ বহবো যস্মিন্ নিত্যং দ্বিজে গুণাঃ ॥৮

তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি মহাভাগেন সংযুগে।
তস্মাৎ তং প্রাপয়াচার্য্যং ক্ষিপ্রমুত্তর বাহয় ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনেনৈবমুক্তস্তু বৈয়াঘ্রৈর্হেমভূষণান্।
চোদয়ামাস তান্ বাহান্ ভারদ্বাজরথং প্রতি ॥১০
তমাপতন্তং বেগেন পাণ্ডবং রথিনাং বরম্।
দ্রোণঃ প্রত্যুদ্যযৌ পার্থং মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥১১
ততঃ প্রাধ্মাপয়চ্ছঙ্খং ভেরীপটনিনাদিতম্।
প্রচুক্ষুভে বলং সর্বমহুত ইব সাগরঃ ॥১২
অথ শোণান্ মদস্রাবাংস্তান্ হংসবর্ণৈর্মনোজবৈঃ।
মিশ্রিতান্ সমরে দৃষ্ট্বা ব্যস্মরন্ত রণে নরাঃ ॥১৩

অর্জুন বলিলেন,—হে সারথি উত্তর। যেখানে ঐ বহু পতাকা পরিশোভিতা, উত্তম ধনুর্দ্ধারিণী উন্নমিতা, কাঞ্চনময়ী বেদী যাঁহার ধ্বজোপরি শোভা পাইতেছে—ঐখানে দ্রোণাচার্য্যের সৈনিকগণের উদ্দেশে আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। তোমার মঙ্গল হইবে ।৩

উত্তমরূপে রথবহনকারী, বিশালকায়, স্নিগ্ধ বিদ্রুমের ন্যায় প্রভাবশালী, রক্তবর্ণ, রক্তমুখ, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশিক্ষাবিশারদ অশ্বগুলি যাঁহার উত্তম রথে সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে ।৪

সেই দীর্ঘবাহু, মহাতেজস্বী, বলবান্ ও রূপবান্, সমস্ত জগতের মধ্যে পরাক্রান্ত, প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে শুক্রাচার্য্য ও নীতিতে বৃহস্পতির তুল্য। যাঁহার মধ্যে চারিবেদ, ব্রহ্মচর্য্য, সংহার সহ সমস্ত দিব্যাস্ত্র এবং সমগ্র ধনুর্ব্বেদ নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং যে ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষমা, দম, সত্য, অহিংসা, সরলতা এবং অন্যান্য বহুগুণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই মহাভাগ দ্রোণের সহিত আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে চাই। অতএব হে উত্তর। আমাকে দ্রুত আচার্য্যের নিকট লইয়া চল। অতিদ্রুত চালাও ।৫-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উত্তর স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত সেই অশ্বগুলিকে আচার্য্যের রথাভিমুখে চালাইয়া দিলেন ।১০

বেগে প্রধাবিত সেই রথিপ্রবর অর্জুনকে, মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীকে অভ্যর্থনা করে, দ্রোণ সেইরূপ অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন ।১১

তারপর তিনি শরভেরীর ন্যায় নিনাদকারী শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। তাহাতে সমস্ত সৈন্যবাহিনী ইক্ষুরস সাগরের ন্যায় ক্ষুভিত হইয়া উঠিল ।১২

অনন্তর সেই রক্তবর্ণ উত্তম অশ্বগুলিকে রণক্ষেত্রে মনের ন্যায় বেগবান্ হংসবর্ণ অশ্বগুলির সহিত মিশ্রিত দেখিয়া রণক্ষেত্রস্থ জনগণ বিস্মিত হইল ।১৩

তৌ রথৌ রথিসম্পন্নৌ দৃষ্ট্বা সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
আচার্য্যশিষ্যৌ বলিনৌ কৃতবিদ্যৌ মনস্বিনৌ ॥১৪
সমাগম্যেতরেতরং দ্রোণ-পার্থৌ মহাবলৌ।
দৃষ্ট্বা প্রাকম্পত মুহূর্ত্তমন্যোন্যং প্রহৃষ্য বলম্ ॥১৫
হর্ষযুক্তস্ততঃ পার্থঃ প্রহসন্নিব বীর্য্যবান্।
রথং রথেন দ্রোণস্য সমাসাদ্য মহারথঃ ॥১৬
অভিবাদ্য মহাবাহুঃ সাম্নপূর্ব্বমিদং বচঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা ॥১৭
উষিতাঃ স্মো বনে বাসং প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছবঃ।
কোপং নার্হসি নঃ কর্ত্তুং সদা সমরদুর্জ্জয় ॥১৮
অহং তু প্রহৃতে পূর্ব্বং প্রহরিষ্যামি তে হ্যনঘ।
ইতি মে বর্ত্ততে বুদ্ধিস্তত্র ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৯

গুরু এবং শিষ্য, দ্রোণ ও অর্জ্জুন—তাঁহারা দুই রথীই মহাবলশালী, উভয়েই উদারচেতা, উভয়েই বীর্য্যসম্পন্ন, কৃতবিদ্য ও মনস্বিপ্রবর ।১৪

তাঁহাদিগকে সমুদ্যতসমরে উপস্থিত দেখিয়া এবং তৎকালে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া কৌরবগণের বিপুলবাহিনী অত্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল ।১৫

তারপর বীর্য্যবান্, মহারথ, মহাবাহু, কুন্তীপুত্র শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতেই দ্রোণের রথকে নিজ রথের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সবিনয়ে মধুর বাক্যে এই কথা বলিলেন— ।১৬-১৭

আমরা বনে বাস করিতেছিলাম, এক্ষণে প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করি। হে সমরদুর্জ্জয়! আপনি আমাদের উপর কোপ করিতে পারেন না ।১৮

হে অনঘ! আপনি প্রথমে প্রহার করিলে পরে আমি আপনাকে প্রহার করিব, এরূপ আমার অভিপ্রায়, আপনি তাহাই করুন ।১৯

ততোঽস্মৈ প্রাহিণোদ্ দ্রোণঃ শরানবিংশতিম্
অপ্রাপ্তাংশ্চৈব তান্ পার্থশ্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ ॥২০
ততঃ শরসহস্রেণ রথং পার্থস্য বীর্য্যবান্।
অবাকিরৎ ততো দ্রোণঃ শীঘ্রমস্ত্রং বিদর্শয়ন্ ॥২১
হয়াংশ্চ রজতপ্রখ্যান্ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
অবাকিরন্মহেষ্বাসা পার্থং সঙ্কোপয়ন্নিব ॥২২
এবং প্রবৃত্তে যুদ্ধে তারথ্যজ-কিরীটিনোঃ।
সহসা বিমুক্তো সংখ্যে বিশিখান্ দীপ্ততেজসঃ ॥২৩
তাবুভৌ খ্যাতকর্ম্মাণাবুভৌ বায়ুসমৌ জবে।
উভৌ দিব্যাস্ত্রবিদ্বাংসাবুভৌ সমতেজসৌ।
ক্ষিপন্তৌ শরকোটীনি মোহয়ামাসতুর্নৃপান্ ॥২৪
ব্যস্ময়ন্ত ততো যোধা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ।
শরান্ বিসৃজতোস্তূর্ণং সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥২৫

তারপর দ্রোণ অর্জ্জুনের প্রতি বিংশতির অধিক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেগুলিকে অর্জ্জুন মধ্যপথেই নিপুণহস্তে ছেদন করিলেন ।২০

তারপর বীর্য্যবান্, অপ্রমেয় উৎসাহশালী দ্রোণ শীঘ্রাস্ত্রতা দেখাইয়া অর্জ্জুনের রথকে সহস্র-বাণে আকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অর্জ্জুনের ক্রোধ উৎপাদন করিবার জন্যই যেন তাঁহার রজত-শুভ্র অশ্বগুলিকে শিলাশানিত, কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ।২১-২২

এইরূপে রণক্ষেত্রে সমানভাবে তেজোদীপ্ত বাণবর্ষণকারী দ্রোণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।২৩

তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা, উভয়েই বেগে বায়ুতুল্য, উভয়েই দিব্য-অস্ত্রে অভিজ্ঞ, উভয়েই উত্তমপরাক্রমী, উভয়ে শরজাল নিক্ষেপ করিয়া রাজবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিলেন ।২৪

তখন যত যোদ্ধা সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং 'সাধু,

দ্রোণং হি সমরে কোঽন্যো যোদ্ধুমর্হতি ফাল্গুনাৎ।
যৌত্রঃ ক্ষত্রিয়ধর্মোঽয়ং গুরুণা ধনুষ্যত
ইত্যব্রুবন্ জনাস্তত্র সংগ্রামশিরসি স্থিতাঃ ॥২৬
বীরৌ তাবভিসংরব্ধৌ শরিকৃত্তৌ মহাভুজৌ।
ছাদয়েতাং শরব্রাতৈরন্যোন্যমপরাজিতৌ ॥২৭
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্।
ভারদ্বাজোঽথ সংক্রুদ্ধঃ ফাল্গুনং প্রত্যবিধ্যত ॥২৮
স সায়কময়ৈর্জালৈরর্জুনস্য রথং প্রতি।
ভানুমদ্ভিঃ শিলাধৌতৈর্ভানোরাচ্ছাদয়ৎ প্রভাম্ ॥২৯
পার্থশ্চ সুমহাবাহুর্মহাবেগৈর্মহারথঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্ ॥৩০
তথৈব দিব্যং গাণ্ডীবং ধনুরাদায় পাণ্ডবঃ।
শত্রুঘ্নং বেগবান্ হৃষ্টো ভারসাধনমুত্তমম্ ॥৩১
বিসসর্জ শরাংশ্চিত্রান্ সুবর্ণবিকৃতান্ বহূন্।
নাশয়ন্ শরবর্ষাণি ভারদ্বাজস্য বীর্য্যবান্ ॥
তূর্ণং চাপবিনির্মুক্তৈস্তদদৃশ্যমিবাভবৎ ॥৩২
স রথেন চরন্ পার্থঃ প্রেক্ষণীয়ো ধনঞ্জয়ঃ।
যুগপদ্ বিদ্ধ্যু সর্বাসু সর্বতোঽস্ত্রাণ্যদর্শয়ৎ ॥৩৩
একচ্ছায়মিবাকাশং বাণৈশ্চক্রে সমন্ততঃ।
নাদৃশ্যত তদা দ্রোণো নীহারেণেব সংবৃতঃ ॥৩৪
তস্যাভবৎ তদা রূপং সংবৃতস্য শরোত্তমৈঃ।
জাজ্বল্যমানস্য তদা পর্বতস্যেব সর্বতঃ ॥৩৫
দৃষ্ট্বা তু পার্থস্য রথে শরৈঃ স্বরথমাবৃতম্।
স বিস্ফার্য্য ধনুঃ শ্রেষ্ঠং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥৩৬

সাধু' বলিয়া দ্রুত-শরক্ষেপকারী তাঁহাদের উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৫

সেখানে সংগ্রাম-পুরোভাগে অবস্থিত জনগণ এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, অর্জুন ভিন্ন আর কে রণক্ষেত্রে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? গুরুর সহিত যে যুদ্ধ করিলেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের বীরধর্ম।২৬

সেই মহাবাহু অপরাজিত বীরদ্বয় ক্রুদ্ধ ও নিকটবর্তী হইয়া শরজালে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২৭

অনন্তর ক্রুদ্ধ দ্রোণ হেমপৃষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ সুবিশাল ধনুক বিস্ফারিত করিয়া অর্জুনকে প্রত্যাঘাত করিলেন।২৮

তিনি অর্জুনের রথ লক্ষ্য করিয়া প্রভাযুক্ত শিলাশাণিত শরজালে সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং মেঘ যেমন বৃষ্টি দ্বারা পর্বতকে সিক্ত করে, মহারথ মহাবাহু দ্রোণ সেইরূপ মহাবেগশালী শাণিত বাণদ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।২৯-৩০

বেগশীল সম্পন্ন অর্জুনও সেইরূপ শত্রুধ্বংসকারী দুষ্করকার্য্যসাধক গাণ্ডীবনামক উত্তম দিব্য ধনুক লইয়া সুবর্ণখচিত বহু বিচিত্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৩১

এবং ধনুক হইতে দ্রুত নির্মুক্ত শরজালে দ্রোণের শরবৃষ্টি নষ্ট করিলেন,—তাহা যেন বড়ই বিস্ময়কর হইল।৩২

ধর্শনীয় সেই ধনঞ্জয় রথারোহণে বিচরণ করিয়া সমস্ত দিকে সর্ব্বত্র একই সঙ্গে অস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।৩৩

চারিদিকে বাণধারা অবিচ্ছিন্ন এক ছায়ার আকাশকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণ নীহারাচ্ছন্নের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।৩৪

উত্তম শরজালে সমাবৃত হইয়া তখন দ্রোণের আকৃতি চারিদিকে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।৩৫

যুদ্ধে অর্জুনের শরজালে নিজরথ সমাবৃত দেখিয়া তিনি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনিযুক্ত উত্তম

অগ্নিচক্রোপমং ঘোরং ব্যকর্ষৎ পরমাহবম্ ।
ব্যশাতয়চ্ছরাংস্তস্য দ্রোণঃ সমিতিশোভনঃ ॥৩৭
মহানভূৎ ততঃ শব্দো বংশানামিব দহ্যতাম্ ॥৩৮
আত্মনঃসদৃশৈঃ পুঙ্খৈশ্চিত্রচাপবিনির্গতৈঃ ।
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা দিশঃ সূর্যাঞ্চ প্রভাম্ ॥৩৯
ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরাণাং নতপর্বণাম্ ।
বিয়চ্চরাণাং বিততি দৃশ্যন্তে বহবো ব্রজাঃ ॥৪০
দ্রোণস্য পুঙ্খসক্তাশ্চ প্রস্তবন্তঃ শরাসনাৎ ।
একো দীর্ঘ ইবাদৃশ্যনাকাশে সংহতঃ শরঃ ॥৪১
এবং তৌ স্বর্ণবিকৃতান্ বিমুঞ্চন্তৌ মহাশরান্ ।
আকাশং সংবৃতং বীরাবুল্কাভিরিব চক্রতুঃ ॥৪২
শরাভ্যস্তৌ তু বিবভূঃ কঙ্কবর্ণিবাসসঃ ।
পঙ্‌ক্ত্যঃ শরদি হংসানাং হংসানাং চরতামিব ॥৪৩

যুদ্ধং সমভবৎ তত্র তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
দ্রোণ-পাণ্ডবয়োর্ঘোরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৪৪
তৌ সজ্জাবিব চাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্ ।
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥৪৫
তৌ ব্যবাহরতাং যুদ্ধে সংরব্ধৌ রণশোভিনৌ ।
উদীরয়ন্তৌ সমরে দিব্যান্যস্ত্রাণি ভারত ॥৪৬
অথ দ্রোণস্তু সমরে শরান্ সৃষ্টান্ শিলাশিতান্ ।
স্ববাবরজ্জৈর্বীরৈরর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥৪৭
দর্শয়ন্ লোকমাণানামস্ত্রমুগ্রপরাক্রমঃ ।
ইষুভিস্তূর্ণমাকাশং বহ্বীভশ্চ সমাবৃণোৎ ॥৪৮
ত্রিঘাংসন্তং নরব্যাঘ্রমর্জুনং ভিন্নসেতুজম্ ।
আচার্যমুখ্যঃ সমরে দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥
অর্জুনেন মহাক্রোড়ঞ্চরৈঃ সমতপদ্‌ভিঃ ॥৪৯

ধনুক বিস্ফারিত করিয়া আগ্নেয় চক্রতুল্য ভীষণ সেই শ্রেষ্ঠ আয়ুধ আকর্ষণ করিলেন। রণক্ষেত্রে শোভমান দ্রোণ অর্জুনের সেই শরগুলি কাটিয়া ফেলিলেন।৩৬-৩৭

তাহাতে দহ্যমান বংশের ন্যায় মহাশব্দ হইতে লাগিল।৩৮

অপ্রমেয়-স্বরূপ দ্রোণাচার্য্য বিচিত্র চাপনির্গত স্বর্ণময় মূলভাগযুক্ত শরজালে সমস্ত দিক্ এবং সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন।৩৯

তারপর যাহাদের মূলদেশ কনকময়, গ্রন্থিগুলি অতিনত স্থূল, গমনচারী সেইরূপ বাণসমূহের বহুসংখ্যক ঝাঁক আকাশে দেখা যাইতে লাগিল।৪০

আবার দ্রোণের ধনুক হইতে নির্গত ও মূলদেশে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আকাশে সম্মিলিত একটি দীর্ঘ শরের ন্যায়ও দৃষ্ট হইল।৪১

সেই বীরদ্বয় এইরূপে সুবর্ণমণ্ডিত মহাবাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিয়া আকাশকে যেন উল্কাজালে আবৃত করিলেন।৪২

তাঁহাদের বস্ত্র ও ময়ূরপক্ষযুক্ত বাণগুলি শরৎকালে আকাশে বিচরণকারী হংসশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৪৩

মহা অধ্যবসায়ী দ্রোণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ ও ইন্দ্রের ন্যায় অতি কোপপ্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল।৪৪

দুইটী হস্তী যেমন দন্তাগ্র দ্বারা পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া আঘাত করিতে থাকে, তাঁহারা উভয়ে সেইরূপ পূর্ণবেগে নিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন।৪৫

সমরে শোভমান তাঁহারা উভয়ে সংগ্রামে যাঁকে যাঁকে দিব্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধোচিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।৪৬

অনন্তর আচার্য্যপ্রবর দ্রোণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শিলাশাণিত শরগুলি বিজয়িপ্রবর অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা নিবারিত করিলেন।৪৭

এবং উগ্রপরাক্রমশালী অর্জুন দর্শকবৃন্দকে

দিব্যাস্ত্রাণি বর্ষন্তং তস্মিন্ বৈ তুমুলে রণে।
অস্ত্রেরস্ত্রাণি সংবার্য্য ফাল্গুনং সমযোধয়ৎ ॥৫০
অযোধয়েতাং সম্প্রহারঃ ক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ।
অন্যবিশ্বোত্তমান্যোন্যং দেব-দানবয়োরিব ॥৫১
ঐন্দ্রং বায়ব্যমায়েয়মস্ত্রমস্ত্রেণ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণেন মুক্তমাত্রং তু গ্রসতি স্ম পুনঃ পুনঃ ॥৫২
এবং শূরৌ মহেষ্বাসৌ বিসৃজন্তৌ শিতাঞ্জয়ান্।
একচ্ছায়ং চক্রতুস্তাবাকাশং শরবৃষ্টিভিঃ ॥৫৩
তত্রার্জুনেন মুক্তানাং পততাং বৈ শরৌঘয়ু।
পর্বতেষিব বজ্রাণাং শব্দাগাং শ্রূয়তে স্বনঃ ॥৫৪
ততো নাগা যথাশ্চৈব বাজিনশ্চ বিদাম্পতে।
শোণিতাক্তা ব্যদৃশ্যন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥৫৫

বাহুংশ্চ সকেয়ূরবিচিত্রাংশ্চ মহারথৈঃ।
সুবর্ণচিত্রৈঃ কবচৈর্ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ ॥৫৬
যোধৈশ্চ নিহতৈস্তত্র পার্থবাণপ্রপীড়িতৈঃ।
বলমাসীৎ সমুদ্ভ্রান্তং দ্রোণার্জুনসমাগমে ॥৫৭
বিধুন্বানৌ তু তৌ তত্র ধনুষী ভারসাধনে।
আচ্ছাদয়েতামন্যোন্যং ততক্ষতুরথেষুভিঃ ॥৫৮
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
দ্রোণ-কৌন্তেয়য়োস্তত্র বলি-বাসবয়োরিব ॥৫৯
অথ পূর্বায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ব্যদারয়েতামন্যোন্যং প্রাণদ্যূতে প্রবর্তিতে ॥৬০
অথান্তরিক্ষে নাগোঽভূদ্ দ্রোণং তত্র প্রশংসতাম্।
দুষ্করং কৃতবান্ দ্রোণো ধনর্জুনময়ে যুধি ॥৬১

অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য সত্বর বহুবাণে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ।৫৮

উত্তেজনাঃ পুরুষব্যাঘ্র অর্জুন যুদ্ধে আঘাত করিতে ইচ্ছুক হইলেও শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবর দ্রোণ মন্ত্রপূত শরদ্বারা অর্জুনের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।৪৯

এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রনিবারণ করিয়া সেই তুমুল সংগ্রামে দিব্যাস্ত্রবর্ষণকারী অর্জুনকে যুদ্ধ করাইতে লাগিলেন ।৫০

তখন ক্রুদ্ধ ও পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু সেই দুইটী নরসিংহের দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ হইতে লাগিল ।৫১

দ্রোণ, ঐন্দ্র, বায়ব্য, আগ্নেয় প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করা মাত্রই অর্জুন সেইগুলি পুনঃ পুনঃ গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিলেন ।৫২

সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় এইরূপে শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে করিতে শরবৃষ্টিতে আকাশকে অবিচ্ছিন্ন ছায়াময় করিয়া ফেলিলেন ।৫৩

সেইযুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ও প্রাণিবর্গের উপর পতিত শরসমূহের শব্দ পর্ব্বতোপরি পতিত বজ্রের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল ।৫৪

হে রাজন্! তাহার হস্তী, রথ ও অশ্বসমূহ রক্তাক্ত হইয়া পুষ্পিত পলাশতরুর ন্যায় দৃষ্ট হইল ।৫৫

দ্রোণ ও অর্জুনের সেই সংঘর্ষে অর্জুনের বাণে প্রপীড়িত নিহত যোদ্ধৃবৃন্দ, বিপাতিত সুবর্ণচিত্রিত কবচ, ধ্বজ, বিচিত্র ও বিশাল বিশাল রথ এবং কেয়ূরযুক্ত ছিন্ন বাহুসমূহ দৈন্যগণের উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িবার কারণ হইল ।৫৬-৫৭

সেই যুদ্ধে তাঁহারা উভয়ে অসাধ্য সাধনকারী ধনুকদুইটী বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে বাণদ্বারা আচ্ছাদিত ও ক্ষতবিক্ষত করিলেন ।৫৮

হে ভরতর্ষভ। সেখানে সেই দ্রোণ এবং অর্জুনের বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হইল ।৫৯

তারপর জীবন লইয়া খেলা চলিতে লাগিল, পূর্ণবেগে নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত করা বাণ দিয়া তাঁহারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিলেন ।৬০

প্রমাথিনং মহাবীর্য্যং দৃঢ়মুষ্টিং দুরাসদম্।
জেতারং দেব-দৈত্যানাং সর্বেষাঞ্চ মহারথম্ ॥৬২
অবিভ্রমঞ্চ শিক্ষাঞ্চ লাঘবং দূরপাতিতাম্।
পার্থস্য সমরে দৃষ্ট্বা দ্রোণস্যাতুচ্ছ বিস্ময়ঃ ॥৬৩
অথ গাণ্ডীবমুদ্যম্য দিব্যং ধনুরমর্ষণঃ।
বিচকর্ষ রণে পার্থো বাহুভ্যাং ভরতর্ষভ ॥৬৪
তস্য বাণময়ং বর্ষং শলভানামিবাবহিম্।
দৃষ্ট্বা তে বিস্মিতাঃ সর্বে সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥৬৫
ন চ বাণান্তরে বাহুরস্য শক্নোতি সন্ধিতুম্।
অবিশং সন্দধানস্য শরাণুৎসৃজতস্তথা ॥৬৬
অন্তরং নান্তরং কশ্চিৎ পার্থস্যাদদতোঽপি চ ॥৬৭
তথা শীঘ্রাস্ত্রযুদ্ধে তু বর্তমানে নৃপাত্মজে।
শীঘ্রং শীঘ্রতরং পার্থঃ সন্ধানমনুসীরয়ন্ ॥৬৮
ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্বণাম্।
যুগপৎ প্রাপতংস্তত্র দ্রোণস্য রথমন্তিকাৎ ॥৬৯
কীর্যমাণে তদা দ্রোণে শরৈর্গাণ্ডীবধন্বনা।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যানাং ভরতর্ষভ ॥৭০
পাণ্ডবস্তু তু শীঘ্রাস্ত্রং মঘবা প্রত্যপূজয়ৎ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥৭১
ততো বৃন্দেন মহতা রথানাং রথর্ষভঃ।
আচার্যপুত্রঃ সহসা পাণ্ডবং পর্যবারয়ৎ ॥৭২
অশ্বত্থামা তু তৎ কর্ম হৃদয়েন মহাত্মনঃ।
পূজয়ামাস পার্থস্য কোপং চাস্যাকরোদ্ দৃঢ়ম্ ॥৭৩
স মন্যুবশমাপন্নঃ পার্থমস্ত্রেণ রণে।
ছিন্নদ্রুমসহস্রাণি পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥৭৪

অনন্তর সেই যুদ্ধে দ্রোণের প্রশংসাকারীদের শব্দ আকাশে উত্থিত হইল যে, দ্রোণ যে শত্রুমর্দনকারী, মহাবীর্যসম্পন্ন, সমস্ত দেবদৈত্য বিজেতা, দৃঢ়মুষ্টি ও দুর্ধর্ষ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে দিয়াছেন ইহা অতি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন।৬১-৬২

যুদ্ধে অর্জুনের শিক্ষা, অ-ভ্রান্তি, ক্ষিপ্রতা ও অতিদূরপর্যন্ত অস্ত্রক্ষেপণশক্তি দেখিয়া দ্রোণেরও বিস্ময় হইল।৬৩

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর অসহিষ্ণু হইয়া অর্জুন যুদ্ধে স্বর্গীয় ধনুক গাণ্ডীব উত্তোলন করিয়া দুইবাহু দ্বারা আকর্ষণ করিলেন।৬৪

তাঁহার পঙ্খশ্রেণীর ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নিরবচ্ছিন্ন বাণবর্ষণ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।৬৫

উহার বাণের মধ্য দিয়া বায়ুও প্রবাহিত হইতে পারিল না। অবিরত শরসন্ধান, শরবর্ষণও শরগ্রহণকারী অর্জুনের কাঁক অর্থাৎ গ্রহণ, সন্ধান ও ক্ষেপণের ব্যবধান কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।৬৬-৬৭

সেইরূপ অতি দারুণ শীঘ্রাস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অর্জুন আরও ক্ষিপ্র ও ক্ষিপ্রতর ভাবে অস্ত্র শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৬৮

তারপর মসৃণীকৃত লক্ষ লক্ষ বাণ নিকট হইতে একসঙ্গে দ্রোণের রথের উপর পতিত হইতে লাগিল।৬৯

হে ভরতর্ষভ! তখন অর্জুন কর্তৃক দ্রোণ বাণজালে আকীর্ণ হইলে সৈন্যগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।৭০

ইন্দ্র এবং গন্ধর্বও অপ্সরা প্রভৃতি যাঁহারা সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অর্জুনের শীঘ্রগামী অস্ত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭১

তারপর রথযূথপতি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সহসা বৃহৎ রথবৃন্দ লইয়া অর্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।৭২

অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা অর্জুনের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন, উহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধও করিলেন।৭৩

আবৃত্য তু মহাবাহুর্যতেঃ স্রৌণিস্ততো হয়ান্।
অন্তরং প্রদধৌ পার্থো দ্রোণস্য ব্যপনয়িতুম্ ॥৭৫
স তু লব্ধান্তরঃ তূর্ণমপায়াজ্জবনৈর্হয়ৈঃ।
দ্বিরন্তর্ধায়তঃ শূরো নিকৃতঃ পরমেষুভিঃ ॥৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে দ্রোণাপয়ানে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮

তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া বর্ষণরত মেঘের ন্যায় সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।৭৪

মহাবাহু অর্জ্জুন যেদিকে অশ্বত্থামা সেইদিকে অশ্বগুলিকে ঘুরাইয়া লইয়া দ্রোণকে পলায়নের সুযোগ দান করিলেন।৭৫

উত্তম উত্তম বাণাঘাতে প্রস্তুত দ্বিরন্তর দ্বিরন্তর্ধা বীর দ্রোণ অবসর পাইয়া বেগবান্ অশ্বদ্বারা সত্বর পশ্চাদপসরণ করিলেন।৭৬

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর গোগ্রহপ্রসঙ্গে দ্রোণের পশ্চাদপসরণে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৮

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থামা সহ অর্জ্জুনস্য যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ প্রযযাবর্জ্জুনং রণে।
তং পার্থঃ প্রতিজগ্রাহ বায়ুবেগমিবোদ্ধতম্ ॥
শরজালেন মহতা বর্ষমাণমিবাম্বুদম্ ॥১
তয়োর্দেবাসুরসমঃ সন্নিপাতো মহানভূৎ
বিরতোঃ শরজালানি বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥২
ন স্ম সূর্য্যস্তদা ভাতি ন চ বাতি সমীরণঃ।
শরজালাবৃতে ব্যোম্নি চ্ছায়াভূতে সমন্ততঃ ॥৩
মহাংশ্চটচটাশব্দো ঘোষয়োর্হ্যমানয়োঃ।
দহ্যতাবিব বেণূনাং মহাপুরুষরক্ষয়ে ॥৪
হয়ানস্যার্জ্জুনঃ সর্বান্ কৃতবান্নষ্টচেষ্টিতান্।
তে রাজন্ ন প্রজানন্ত দিশং কাঞ্চনমোহিতাঃ ॥৫

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! তারপরে অশ্বত্থামা যুদ্ধে অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে উদ্ধত ঘটিকাবেগের ন্যায় প্রচুর শরনিকর দ্বারা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় গ্রহণ করিলেন।১

বৃত্র ও ইন্দ্রের ন্যায় শরজালবর্ষণকারী অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল।২

তখন আকাশে শরজালে আবৃত হইয়া চারিদিকে ছায়াময় হইয়া গেল, সূর্য্যও প্রতিভাত হইল না, বায়ুও প্রবাহিত হইল না।৩

হে শত্রুপুরবিজয়ী রাজা জনমেজয়! দহ্যমান বেণুবনের ন্যায় যুদ্ধ্যমান যোদ্ধৃদ্বয়ের ভয়ানক "চট্ চট্" শব্দ হইতে লাগিল।৪

হে রাজন্! অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সমস্ত অশ্বকে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিলেন, তাহারা বিমূঢ় হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইল।৫

ততো দ্রৌণির্মহাবীর্য্যঃ পার্থস্য বিচরিষ্যতঃ।
বিবরং সূক্ষ্মমালোক্য জ্যাং চিচ্ছেদ ক্ষুরেণ হ।
তদস্ত্রাপূজয়ন্ দেবাঃ কর্ম দৃষ্ট্বাতিমানুষম্ ॥৬
দ্রোণো ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চৈব মহারথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি তাবন্তোঽপূজয়ন্ কর্ম তস্য তৎ ॥৭
ততো দ্রৌণির্বলুঃ শ্রেষ্ঠমপকৃষ্য মহাধনুঃ।
পুনরেবাহনৎ পার্থং হৃদয়ে কঙ্কপত্রিভিঃ ॥৮
ততঃ পার্থো মহাবাহুঃ প্রহস্য স্ববলং তদা।
যোজয়ামাস নবধা মৌর্য্যা গাণ্ডীবমোজসা ॥৯
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রমাবৃত্য তেন পার্থঃ সমাগমৎ।
বারণেনেব মত্তেন মত্তো বারণযূথপঃ ॥১০
ততঃ প্রবব্রতে যুদ্ধং পৃথিব্যামেকবীরয়োঃ।
বপুষ্মতোঃ ঘনয়োরেব সুমহল্লোমহর্ষণম্ ॥১১

তৌ বীরৌ সমৃতঃ সর্বে কুরবো বিস্ময়ান্বিতাঃ।
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ যূথপাবিব সঙ্গতৌ ॥১২
তৌ সমাজগ্মতুর্বীরাবন্যোন্যং পুরুষর্ষভৌ।
শরীরাশীবিষাকারৈর্ঘ্নদ্ভিরিব পন্নগৈঃ ॥১৩
অক্ষয্যাবিষুধী দিব্যৌ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
তেন পার্থো রণে শূরস্তৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৪
অথথাম্নঃ পুনর্বাণাঃ ক্ষিপ্রমস্যন্তমন্তরা রণে।
জগ্মুঃ শতীক্ষ্ণং তূর্ণমভূৎ তেনাধিকোঽর্জুনঃ ॥১৫
ততঃ কর্ণো মহাচাপং বিকৃষ্যাত্যধিকং তদা।
অবাকিপৎ ততঃ শব্দো হাহাকারো মহানভূৎ ॥১৬
ততশ্চক্রুর্দ্রবে পার্থো যত্র বিস্ফার্য্যতে ধনুঃ।
দদর্শ তত্র রাধেয়ং তস্য কোপো ব্যবর্দ্ধত ॥১৭
স রোষবশমাপন্নঃ কর্ণমেব জিঘাংসয়া।
তমৈক্ষত বিবৃতাভ্যাং নেত্রাভ্যাং কুরুপুঙ্গবঃ ॥১৮

তারপর মহাবীর অশ্বত্থামা বিচরণোদ্যত পার্থের সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁহার জ্যা-ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই অতিমানবিক কার্য্য দেখিয়া দেবগণ প্রশংসা করিলেন।৬

এবং দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭

তারপর অশ্বত্থামা শ্রেষ্ঠ ধনুক আকর্ষণ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে পুনরায় বক্ষঃস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন।৮

তখন মহাবাহু অর্জ্জুন সসম্ভ্রমে হাস্য করিয়া বলপূর্ব্বক গাণ্ডীবে নূতন জ্যা আরোপণ করিলেন।৯

তারপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া অর্জ্জুন মত্তহস্তীর সহিত মত্ত হস্তিযূথপতির ন্যায় অশ্বত্থামার সহিত মিলিত (যুদ্ধে লিপ্ত) হইলেন।১০

তারপর এইরূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

সমস্ত কৌরবগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া সম্মিলিত মহাবীর্য্যশালী দুইটী যূথপতির ন্যায় যুদ্ধরত সেই বীরযুগলকে দেখিতে লাগিলেন।১২

সেই শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষদ্বয় বিষধর সর্পের ন্যায় আকৃতিযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য শরনিকরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন।১৩

মহাত্মা অর্জ্জুনের স্বর্গীয় তূণ দুইটী অক্ষয়। তাহাতে বীর অর্জ্জুন যুদ্ধে পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিলেন।১৪

কিন্তু সমরে দ্রুত বাণবর্ষণ নিক্ষেপ করিতে করিতে অশ্বত্থামার সমস্ত বাণ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। তাহাতে অর্জ্জুন জয়ী হইলেন।১৫

তারপর কর্ণ তখন বিশাল ধনুক অত্যধিক আকর্ষণ করিয়া একেবারে অবনত করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।১৬

তথা তু বিমুখে পার্থে দ্রোণপুত্রস্য সায়কান্।
ববিতাঃ পুরুষা রাজন্ পাণ্ডবস্য সহস্রশঃ ॥১৯
উৎসৃজ্য চ মহাবাহুর্দ্রোণপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ।
অভিদুদ্রাব সহসা কর্ণমেব দশদ্ভিৎ ॥২০
তমভিদ্রুত্য কৌন্তেয়ঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
কাময়ন্ দ্বৈরথং তেন যুদ্ধং বচনমব্রবীৎ ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে অর্জুনাশ্বত্থামযুদ্ধে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯

তখন কুরুপুঙ্গব অর্জুন যেখানে ধনুক বিস্ফারিত হইতেছিল, সেদিকে দৃষ্টি দিলেন, সেখানে কর্ণকে দেখিতে পাইলেন এবং তখন তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল।১৭

তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়ে কর্ণকেই দেখিতে লাগিলেন।১৮

হে রাজন্! অর্জুন সেইভাবে বিমুখ হইয়া পড়িলে ধরাশায়ী লোকেরা অশ্বত্থামাকে সহস্র সহস্র বাণ আনিয়া দিল।১৯

কিন্তু শত্রুবিজয়ী মহাবাহু অর্জুন অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া সহসা কর্ণের প্রতিই ধাবিত হইলেন।২০

ক্রোধে রক্তচক্ষু অর্জুন কর্ণের সম্মুখে গমন করিয়া তাহার সহিতই দ্বৈরথযুদ্ধ কামনা করিয়া এই কথা বলিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জুন ও অশ্বত্থামার যুদ্ধবিষয়ক উনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, কর্ণস্য পরাজয়শ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

কর্ণ যৎ তে সভামধ্যে বহু বাচা বিকত্থিতম্।
ন মে যুধি সমোঽস্তীতি তদিদং সমুপাস্থিতম্ ॥১
সোঽহং কর্ণ ময়া সার্ধং ব্যবহৃত্য মহামৃধে।
জ্ঞাস্যস্তবলমাত্মানং ন চাস্মানবমংস্যসে ॥২
অবোচঃ পরুষা বাচো ধর্মমুৎসৃজ্য কেবলম্।
ইদং তু দুষ্করং মন্যে তদিদং তে চিকীর্ষিতম্ ॥৩
যৎ ত্বয়া কথিতং পূর্বং মামনাসাদ্য কিঞ্চন।
তদদ্য কুরু রাধেয় কুরুমধ্যে ময়া সহ ॥৪

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ, কর্ণের পরাজয়।]

অর্জুন বলিলেন,—কর্ণ! তুমি যে সভামধ্যে "যুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেহ নাই" বলিয়া মুখে বহু আস্ফালন করিয়াছিলে এখন কার্যতঃ তাহা প্রমাণের সময় উপস্থিত।১

কর্ণ! সেই তুমি অদ্য মহাযুদ্ধে আমার সহিত অস্ত্র ব্যবহার করিয়া নিজেকে দুর্বল বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং আর কখনও অপরের অবমাননা করিবে না।২

যৎ সভায়াং স পাঞ্চালীং ক্লিশ্যমানাং দুরাত্মভিঃ।
দৃষ্টবানসি তস্যাস্য ফলমাপ্নুহি কেবলম্ ॥৫

ধর্মপাশনিবদ্ধেন যন্ময়া মর্ষিতং পুরা।
তস্য রাধের ক্রোধস্য বিজয়ং পশ্য মে মৃধে ॥৬

বনে দ্বাদশ বর্ষাণি যানি নোক্তানি দুর্মতে।
তস্যাস্য প্রতিক্রোধস্য ফলং প্রাপ্নুহি সম্প্রতি ॥৭

এহি কর্ণ ময়া সার্ধং প্রতিযুধ্যস্ব সঙ্গরে।
প্রেক্ষকাঃ কুরবঃ সর্বে ভবন্তু তব সৈনিকাঃ ॥৮

কর্ণ উবাচ।

ব্রবীষি বাচা যৎ পার্থ কর্মণা তৎ সমাচর।
অতিশেতে হি তে বাক্যং কর্মেদং প্রথিতং ভুবি ॥৯

যৎ ত্বয়া মর্ষিতং পূর্বং তদপক্লেন মর্ষিতম্।
ইতো গৃহীমহে পার্থ তব দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্ ॥১০

ধর্মপাশনিবদ্ধেন যৎ ত্বয়া মর্ষিতং পুরা।
তথৈব বদ্ধমাত্মানমবদ্ধমিব মন্যসে ॥১১

যদি তাবদ্ বনে বাসো যথোক্তশ্চরিতস্ত্বয়া।
তৎ ত্বং ধর্মার্থবিৎ ক্লিষ্টঃ স ময়া যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥১২

যদি শক্রঃ স্বয়ং পার্থ যুধ্যতে তব কারণাৎ।
তথাপি ন ব্যথা কাচিন্মম স্যাদ্ বিক্রমিষ্যতঃ ॥১৩

অয়ং কৌন্তেয় কালস্তে নচিরাৎ সমুপস্থিতঃ।
যোৎস্যসে হি ময়া সার্ধমস্ত্রক্ষয়ি যে বলম্ ॥১৪

অর্জুন উবাচ।

ইদানীমেব তাবৎ ত্বমপযাতো রণাজ্জয়।
তেন জীবসি রাধের শিষ্টস্তদনুজস্তব ॥১৫

ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্কশ বাক্যই বলিয়া গিয়াছ। কিন্তু যাহা তোমার করিবার ইচ্ছা, তাহা তোমার পক্ষে দুষ্কর বলিয়াই মনে করি।৩

হে কর্ণ! আমার অসাক্ষাতে পূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছ, অদ্য কৌরবগণের মধ্যে আমার সাক্ষাতে কার্যতঃ তাহা প্রমাণিত কর।৪

তুমি যে সভামধ্যে দুরাত্মাদের দ্বারা নিপীড়িতা দ্রৌপদীকে দেখিয়াছিলে আজ তবু তাহারই ফল লাভ কর।৫

হে কর্ণ! ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকিয়া পূর্বে আমি যাহা সহ্য করিয়াছিলাম, যুদ্ধে আমার সেই ক্রোধের বিজয়মূর্তি দেখ।৬

রে দুর্মতি! অরণ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর করিয়া যাহা যাহা সহ্য করিয়া আসিয়াছি, অদ্য তাহারই প্রতিমূর্তি এই ক্রোধের ফল এক্ষণে ভোগ কর।৭

কর্ণ! আগমন কর, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সহিত প্রাতপক্ষরূপে যুদ্ধ কর, সমস্ত কৌরবগণ ও তোমার সৈনিকগণ দর্শক হউক।৮

কর্ণ বলিলেন,—অর্জুন! বাক্যে যাহা বলিতেছ কার্যে তাহা আচরণ কর। জগতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তোমার বাক্য কার্যকে অতিক্রম করিয়া যায়।৯

তুমি পূর্বে যাহা সহ্য করিয়াছ, তাহা শক্তি নাই বলিয়াই করিয়াছ। এখন তোমার পরাক্রম দেখিলে তাহা স্বীকার করিব।১০

তুমি যে ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকায় সহ্য করিয়াছিলে, এখনও ত' তুমি সেইরূপ বদ্ধই আছ, অথচ নিজেকে অ-বদ্ধ বলিয়া মনে করিতেছ।১১

যদি তুমি কথামত বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি সত্যই ধর্মার্থবিৎ এবং ক্লিষ্ট হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ।১২

কিন্তু হে অর্জুন! যদি ইন্দ্রও স্বয়ং তোমার জন্য যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার যুদ্ধ করিতে কোন কষ্ট হইবে না।১৩

ভ্রাতরং ঘাতয়িত্বা ত্বত্যক্ত্বা রণশিরশ্চ কঃ।
ত্বদন্যঃ কঃ পুমান্ সৎসু ক্রয়াদেবং ব্যবস্থিতঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি কর্ণং ব্রুবন্নেব বীভৎসুরপরাজিতঃ।
অভ্যয়াদ্ বিসৃজন্ বাণান্ কায়াবরণভেদিনঃ ॥১৭

প্রতিজগ্রাহ তং কর্ণঃ শ্রীমান্ বাণৌঘ মহারথঃ।
বহুভা শরবর্ষেণ বর্ষান্নমিবাম্বুদম্ ॥১৮

উৎপেতুঃ শরজালানি ঘোররূপাণি সর্বশঃ।
অবিধ্যদশভাম্ বাহ্বোশ্চ হস্তাবাপং পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯

লোহমুষ্টিধরঃ কর্ণস্ত নিষঙ্গস্তাবলম্বনম্।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রেণ শরেণ নতপর্বণা ॥২০

উপাসঙ্গাদুপাদায় কর্ণো বাণানথাপরান্।
বিব্যাধ পাণ্ডবং হস্তে তস্য মুষ্টিরশীর্যত ॥২১

ততঃ পার্থো মহাবাহুঃ কর্ণস্য ধনুরচ্ছিনৎ।
স শক্তিং প্রাহিণোৎ তস্মৈ তাং পার্থো
ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥২২

ততোঽস্যানুপপেতুর্বধবো রাধেয়স্য পদানুগাঃ।
তাংশ্চ পাণ্ডবনির্মুক্তৈঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥২৩

ততোঽস্যাবাহুবৈস্তীক্ষ্ণৈর্বীভৎসুর্ভারসাধনৈঃ।
আকর্ণমুক্তৈরবধীৎ তে হতাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥২৪

অথাপরেণ বাণেন জ্বলিতেন মহৌজসা।
বিব্যাধ কর্ণং কৌন্তেয়স্তীক্ষ্ণেনোরসি বীর্যবান্ ॥২৫

অর্জুন! তোমার এই কামনা অবিলম্বে উপস্থিত, তুমি আমার সহিতই যুদ্ধ করিবে এবং আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবে।১৪

অর্জুন বলিলেন,—কর্ণ! এখনই তুমি আমার যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছিলে, সেই জন্যই বাঁচিয়া গিয়াছ, তোমার ভ্রাতা নিহত হইয়াছে।১৫

ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সম্মুখ সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তুমি ভিন্ন আর কোন্ পুরুষ সজ্জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিতে পারে।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অপরাজিত অর্জুন কর্ণকে এই কথা বলিয়াই কবচ ভেদ করিতে সমর্থ এইরূপ বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।১৭

মহারথ কর্ণ প্রীত হইয়া বর্ষণরত মেঘের ন্যায় অর্জুনকে প্রচুর শরবর্ষণ দ্বারা গ্রহণ করিলেন।১৮

চারিদিকে ভীষণাকার শরসমূহ উৎপাতিত হইতে লাগিল। অর্জুন অস্ত্রগুলিকে এবং বাহুদ্বয়ের হস্তত্রাণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া শানিতাগ্র মসৃণ বাণদ্বারা কর্ণের তূণীরবলম্বন রজ্জুছেদন করিলেন।১৯-২০

অনন্তর কর্ণ তূণীর হইতে অন্যবাণ লইয়া অর্জুনের হস্তে প্রহার করিলেন, তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল।২১

তারপর মহাবাহু অর্জুন কর্ণের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ তাঁহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, অর্জুনও বাণ দ্বারা তাহা পাতিত করিলেন।২২

তারপর কর্ণের পশ্চাৎ অনুসরণকারী যোদ্ধৃগণ আসিয়া পড়িল। অর্জুন তাহাদিগকে গাণ্ডীবমুক্ত শরজালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।২৩

তারপর অর্জুন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক নিক্ষিপ্ত দৃঢ় কার্যসাধক তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা কর্ণের অশ্বগুলিকে বধ করিলেন, তাহারা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।২৪

অনন্তর বীর অর্জুন প্রজ্বলিত অপর একটি বাণ দ্বারা মহাবেগে কর্ণকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।২৫

তস্য ছিত্ত্বা তনুত্রাণং কায়মভ্যগমচ্ছরঃ।
ততঃ স তমসাবিষ্টো ন স্ম কিঞ্চিৎ
প্রজজ্ঞিবান্ ॥২৬
স গাঢ়বেদনো হিত্বা রথং প্রায়াদুদঙ্মুখঃ।
ততোঽর্জুন উদক্রোশদুত্তরশ্চ মহারথঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে কর্ণাপযানে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০

বাণটি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাতে তিনি মূর্ছাবিষ্ট হইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না।২৬

কর্ণ তীব্র বেদনায় কাতর হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে পলায়ন করিলেন। তারপর মহারথ অর্জুন এবং উত্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে কর্ণ পলায়নবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরায়াজ্ঞাবস্থাশ্বাসদানম্, দুঃশাসনস্য পরাজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বৈকর্তনং জিত্বা পার্থো বৈরাটিমব্রবীৎ
এতস্মাৎ প্রাপয়ানীকং যত্র তালো হিরণ্ময়ঃ ॥১
অত্র শান্তনবো ভীষ্মো রথেঽস্মাকং পিতামহঃ।
কাঙ্ক্ষমাণো ময়া যুদ্ধং তিষ্ঠত্যমরদর্শনঃ ॥২
অথ সৈন্যং মহদ্ দৃষ্ট্বা রথ-নাগ-হয়াকুলম্।
অব্রবীদুত্তরঃ পার্থমপবিদ্ধঃ শরৈর্ভৃশম্ ॥৩
নাহং শক্ষ্যামি বীরেহ নিবর্ত্তং তে হয়োত্তমান্।
বিষীদন্তি মম প্রাণা মনো বিহ্বলতীব মে ॥৪
অস্ত্রাণামিব দিব্যানাং প্রভাবঃ সম্প্রঘূর্ণ্যতাম্।
ত্বয়া চ কুরুভিশ্চৈব ত্রস্তাব দিশো দশ ॥৫
গন্ধেন মূর্চ্ছিতশ্চাহং বসা-রুধির-মেদসাম্।
বৈবীভূতং মনো মেঽদ্য তব চৈব প্রপশ্যতঃ ॥৬

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক উত্তরকে আশ্বাস দান ও দুঃশাসনের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর কর্ণকে জয় করিয়া অর্জুন উত্তরকে বলিলেন যে, যেখানে সুবর্ণময় তালবৃক্ষ রহিয়াছে, সেই সৈন্যমধ্যে আমাকে লইয়া চল।১

ঐখানে দেবতুল্য দর্শনীয় আমাদের পিতামহ ভীষ্মদেব আমার সহিত যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রথোপরি অবস্থিত আছেন।২

উত্তর শরাঘাতে অতিশয় আঘাত পাইয়াছিল। রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখিয়া সে অর্জুনকে বলিল—।৩

হে বীর। আমি এই সৈন্যমধ্যে আপনার উত্তম অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব না, আমার প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।৪

অদৃষ্টপূর্ব্বঃ শূরাণাং ময়া সংখ্যে সমাগমঃ।
গদাপাতেন মহতা শঙ্খানাং নিস্বনেন চ ॥৭
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং গজানাং বৃংহিতৈস্তথা।
গাণ্ডীবশব্দেন তুমুলমশনিপ্রতিমেন চ ॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ মে বীর প্রনষ্টা মূঢ়চেতসঃ ॥৮
অলাতচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং সততং ত্বয়া
ব্যাক্ষিপ্যমাণং সমরে গাণ্ডীবঞ্চ প্রকর্ষতা।
দৃষ্টিঃ প্রচলিতা বীর হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে ॥৯
বপুশ্চোগ্রং তব রণে ক্রুদ্ধস্যেব পিনাকিনঃ।
ব্যাবদ্ধতস্তব ভুজং দৃষ্ট্বা ভীর্মে ভবত্যপি ॥১০
নাদদানং ন সন্ধানং ন মুঞ্চন্তং শরোত্তমান্।
ত্বামহং সম্প্রপশ্যামি পশ্যন্তমপি ন চেতনঃ ॥১১
অবসীদন্তি মে প্রাণা ভূবিয়ং চলতীব চ।
ন চ প্রতোদং রশ্মীংশ্চ সংযন্তুং শক্নুবন্তি মে ॥১২

অর্জ্জুন উবাচ।

মা ত্বৈবীঃ স্বয়মাত্মানং বয়াপি নরপুঙ্গব।
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি কৃতানি রণমূর্দ্ধনি ॥১৩
রাজপুত্রোঽসি ভদ্রং তে কুলে মহতি বিশ্রুতে।
জাতস্ত্বং শত্রুদমনে নাবসীদিতুমর্হসি ॥১৪
ধৃতিং কৃত্বা সুবিপুলাং রাজপুত্র রথে মম।
যুধ্যমানস্য সমরে হয়ান্ সংযচ্ছ শত্রুহন্ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বৈরাটিং নরসত্তমঃ।
অর্জ্জুনো বাহিনাং শ্রেষ্ঠ উত্তরং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৬
সেনামুখাস্য ভীষ্মস্য প্রাপয়ৈতদ্ধনং মম।
আচ্ছেৎস্যাম্যহমেতস্য ধনুর্জ্যামপি চাহবে ॥১৭

ধ্বনিবিশেষ যেন ধারিত হইতেছে—ইহা সম্ভবতঃ আপনার এবং কৌরবগণের প্রযুক্ত দিব্যাস্ত্র সমূহেরই প্রভাব হইতে পারে।৫

বসা, রুধির ও মেদের গন্ধে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি। সমস্ত দেখিয়া আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আপনার মনের সহিত আমার মনের আর একতা নাই।৬

যুদ্ধে বীরগণের এতাদৃশ সংঘর্ষ আমার অদৃষ্টপূর্ব্ব। বিশাল গদাঘাত, শঙ্খের মহানাদ, বীরগণের সিংহনাদ, হস্তীর বৃংহণধ্বনি এবং বজ্রধ্বনির ন্যায় গাণ্ডীবের উৎকট ধ্বনিতে আমার স্মৃতিশক্তি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়াছে, চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে।৭-৮

হে বীর! আপনি নিরন্তর বিক্ষিপ্যমাণ গাণ্ডীবকে অলিত অলাতচক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে আকর্ষণ করিতে থাকায় আমার চক্ষু ঘুরিয়া গিয়াছে, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।৯

যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এবং সুদীর্ঘ বাহুবিক্ষেপ দেখিয়া আমার ভয়ও হয়।১০

আমি চেতনাযুক্ত ও দর্শনরত থাকিয়াও আপনাকে উত্তম উত্তম বাণগুলি গ্রহণ করিতে, সন্ধান করিতে ও নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাই না।১১

আমার জীবন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এই পৃথিবী যেন চলিতেছে, আমার যষ্টি ও রজ্জু নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি নাই।১২

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভয় পাইও না, নিজেকে শক্ত কর। নরপুঙ্গব! তুমিও ত' সংগ্রামক্ষেত্রে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছ।১৩

তুমি রাজপুত্র, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি মৎস্যদেশের শত্রুদমনকারী বিখ্যাত রাজবংশে জন্মিয়াছ, অবসাদগ্রস্ত হওয়া তোমার উচিত নহে।১৪

হে রাজপুত্র! হে শত্রুঘাতিন্! বিপুল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধনিরত আমার রথে অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর।১৫

অন্তস্তং দিব্যমস্ত্রং মাং চিত্রমস্ত্র নিশাময়।
শতহ্রদাদিবাহস্তাৎ স্তনয়িত্নোরিবাম্বরে ॥১৬

সুবর্ণপৃষ্ঠং গাণ্ডীবং দ্রক্ষ্যন্তি কুরবো মম।
দক্ষিণেনাথ বামেন কস্মাদেষ দ্বিসন্ততি ॥১৭
ইতি মাং সঙ্গতাঃ সর্বে তর্কয়িষ্যন্তি শত্রবঃ।
শোণিতৌঘাং যথাবর্তাং নাগনক্রাং দুরত্যয়াম্ ॥
নদীং প্রস্তরয়িষ্যামি পরলোকপ্রবাহিনীম্ ॥১৮
পাণি-পাদ-শিরঃ-পৃষ্ঠ-বাহুশাখানিবস্তরম্।
বনং ক্ষুরপ্রৈশ্ছেৎস্যামি শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥১৯
জয়তঃ কৌরবীং সেনামেকস্য মম ধন্বিনঃ।
শতং মার্গা ভবিষ্যন্তি পাবকস্যেব কাননে ॥২২

যদা চক্রনিবাবিদ্ধং সৈন্যং দ্রক্ষ্যসি কেবলম্।
ইষ্বস্ত্রে শিক্ষিতং চিত্রমহং দর্শয়িতাস্মি তে ॥২৩

অসম্ভ্রান্তো রথে তিষ্ঠ সমেষু বিষমেষু চ।
দিবমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং গিরিং দ্রক্ষ্যসি মে পত্রিভিঃ ॥২৪

অহমিন্দ্রস্য বচনাৎ সংগ্রামেষ্বভ্যহনং পুরা।
পৌলোমান্ কালখঞ্জাংশ্চ সহস্রাণি শতানি চ ॥২৫

অহমিন্দ্রাদ্ দৃঢ়াং দৃষ্টিং ব্রহ্মণঃ কৃত্তহস্ততাম্।
প্রপাঠে ঘুমুলং চিত্রমিতি বিদ্ধি প্রজাপতেঃ ॥২৬

অহং পারে সমুদ্রস্য হিরণ্যপুরবাসিনাম্।
নিঘ্নন্ ষষ্টিং সহস্রাণি রক্ষিণামুগ্রধন্বিনাম্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষপ্রবর। মহাবাহু রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুন বিরাটরাজার পুত্র উত্তরকে এইরূপ বলিয়া পরবর্তী বাক্য বলিলেন ।১৬

আমাকে এই ভীষ্মের সৈন্যের পুরোভাগেই লইয়া চল। আমি যুদ্ধে ইহার ধনুক ও জ্যা ছেদন করিব ।১৭

অদ্য আমাকে আকাশে মেঘের ভিতর হইতে সমাগত বিদ্যুতের ন্যায় বিচিত্র দিব্যাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে দেখ ।১৮

কৌরবগণ আমার সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব দেখিতে থাকিবে। শত্রুরা সকলে সম্মিলিত হইয়া আমাকে "দক্ষিণ অথবা বাম কোন্ হস্তে শরক্ষেপ করিতেছে" এইরূপ সন্দেহ করিবে ।১৯

অদ্য আমি পরলোকপ্রাপিকা দুর্লঙ্ঘ্যা নদী প্রবাহিত করাইয়া দিব—শোণিতস্রোত হইবে তাহার সলিল, রথ হইবে আবর্ত এবং হস্তীগুলি হইবে জলজন্তু ।২০

কর, চরণ, মস্তক, পৃষ্ঠদেশ ও বাহুরূপ শাখা প্রশাখায় নিবিড় কৌরবকানন আমি মর্মগ্রন্থি শরজালে ছেদন করিয়া ফেলিব ।২১

আমি একা ধনুক ধারণ করিয়া কৌরবসেনা জয় করিতে থাকিব, তখন বনমধ্যে অগ্নি যেমন শতপথে আগাইয়া যায়, আমারও সেইরূপ শত শত পথ হইবে ।২২

আমি তোমাকে আমার বাণাস্ত্রে বিচিত্র শিক্ষা দেখাইব। তুমি কেবল আমাকর্তৃক ঘূর্ণিত চক্রের ন্যায় এই সৈন্যগুলিকে দেখিতে পাইবে ।২৩

সমতল বা বন্ধুর প্রদেশে সম্ভ্রান্ত না হইয়া রথোপরি অবস্থান কর। গগনমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিত পর্বতকেও আমি বাণাঘাতে বিদারিত করিতে পারি ।২৪

আমি পূর্বে ইন্দ্রের আদেশে পৌলোম ও কালখঞ্জনামক দৈত্যদিগকে সংগ্রামে দলে দলে নিহত করিয়াছি ।২৫

আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে দৃঢ়মুষ্টি, ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্ষিপ্রকারিতা এবং সঙ্কটকালে বিচিত্র ঘুমুল কাণ্ড প্রজাপতির নিকট হইতে আয়ত্ত করিয়াছি জানিও ।২৬

হিরণ্যপুরবাসী উগ্র ধনুর্ধর ষষ্টি সহস্র রথীকে ক্ষয় করিয়া আমি সমুদ্রের পারে গিয়াছি।

শীর্য্যমাণানি কূলানি প্রবৃদ্ধেনেব বারিণা।
ময়া কুরূণাং বৃন্দানি পাত্যমানানি পশ্য বৈ ॥২৮

ধ্বজবৃক্ষং পত্তিতৃণং রথসিংহগণাবৃতম্।
বচনমাত্রেণোদ্ধরিষ্যামি কুরূণামস্ত্রতেজসা ॥২৯

তানহং রথনীড়েভ্যঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
যত্তান্ সর্ব্বানতিবলান্ যোৎস্যমানানবস্থিতান্ ॥
একঃ সঞ্চালয়িষ্যামি বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥৩০

রৌদ্রং রুদ্রাদহং অস্ত্রং বারুণং বরুণাদপি।
অস্ত্রমাগ্নেয়মগ্নেশ্চ বায়ব্যং মারুতিঘনঃ।
বজ্রাদীনি তথাস্ত্রাণি শক্রাদহমবাপ্তবান্ ॥৩১

ধার্ত্তরাষ্ট্রবনং ঘোরং নরসিংহাভিরক্ষিতম্।
অহমুৎপাটয়িষ্যামি বৈরাটে যোৎসু তে ভয়ম্ ॥৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাসিতস্তেন বৈরাটিঃ সব্যসাচিনা।
ব্যবাগাহত্ রথানীকং ভীষ্মং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥৩৩

তমায়ান্তং মহাবাহুং জিগীষন্তং রণে কুরূন্।
অভ্যধাবন্নদন্যগ্রাঃ কুরুকর্ম্মাপগাসুতঃ ॥৩৪

তস্য জিষ্ণুরুপাবৃত্য ধ্বজং মূলাদপাতয়ৎ।
বিকৃষ্য কালযৌতাগ্রৈঃ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ ভুবি ॥৩৫

তং চিত্রমাল্যাভরণাঃ কৃতবিদ্যা মনস্বিনঃ।
আপতন্ ভীষ্মযানং তে ঘোরাশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৬

দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ দুঃসহোঽথ বিবিংশতিঃ।
আগত্য ভীষ্মযানং বাতোদ্ধূতং পর্য্যবারয়ন্ ॥৩৭

অর্থাৎ আমার রণশক্তি সমুদ্রের বাধাও মানে না।২৭

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলস্রোত যেমন বিশীর্ণ মহীরুহকে পাতিত করে, আমি সেইরূপ কৌরবসমূহকে পাতিত করিব দেখ।২৮

ধ্বজরূপে বৃক্ষ, পত্তিরূপ তৃণ ও রথরূপ সিংহে-বৃক্ষ সমাকীর্ণ এই কৌরবগণকে আমি অস্ত্রবলে তাড়াইয়া দিব।২৯

বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরদিগকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি একাই সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা যুদ্ধার্থে অবস্থিত প্রযত্নপরায়ণ মহাবলশালী সমস্ত কৌরবকে রথরূপ নীড় হইতে নিপাতিত করিব।৩০

আমি রুদ্রের নিকট হইতে রৌদ্র, বরুণের নিকট হইতে বারুণ, বায়ুর নিকট হইতে বায়ব্য, অগ্নির নিকট হইতে আগ্নেয় এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে বজ্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি।৩১

পুরুষসিংহগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এই ভীষণ কৌরবকানন আমি উৎপাটিত করিব, হে বিরাটনন্দন! তোমার ভয় অপগত হউক।৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইভাবে আশ্বাসিত হইয়া বিরাটপুত্র উত্তর ভীষ্ম কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ভীষণ রথসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিল।৩৩

সমরে কৌরবগণকে জয় করিতে অভিলাষী মহাবাহু অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া ঘোর কার্য্যকারী গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব স্থির হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন।৩৪

অর্জ্জুনসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধ্বজটি মূল হইতে পাতিত করিলেন এবং বিশেষভাবে আকর্ণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধারাল কনকযুক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তিনিও ভূতলে পতিত হইলেন।৩৫

তখন বিচিত্র মাল্যাভরণে ভূষিত কৃতবিদ্য উৎসাহী চারিজন মহাবীর ভীষণকায় অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিল।৩৬

দুঃশাসনস্তু অন্যেন বিদ্ধ্বা বৈরাটমুত্তরম্।
দ্বিতীয়েনার্জুনং বীরঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥৩৮
তস্য ধিক্কুরুপার্থস্য পৃথুধারেণ কার্মুকম্।
চকর্ত গার্ধ্রপত্রেণ জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ॥৩৯
অথৈনং পঞ্চভিঃ পশ্চাৎ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
সোঽপয়াতো রথং হিত্বা পার্থবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৪০
তং বিকর্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রপত্রৈরবিস্মগৈঃ।
বিব্যাধ পরবীরঘ্নমর্জুনং ধৃতরাষ্ট্রজঃ ॥৪১
তস্তস্যাপি কৌন্তেয়ঃ শরেণানতপর্বণা।
ললাটেঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধঃ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ রথাৎ ॥৪২
ততঃ পার্থমভিদ্রুত্য দুঃসহঃ সবিবিংশতিঃ।
অবাকিরন্তরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরীপ্সুর্ভ্রাতরং রণে ॥৪৩
তাবুভৌ গার্ধ্রপত্রাভ্যাং বিশিখাভ্যাং ধনঞ্জয়ঃ।
বিধ্ব্যা যুগপদব্যগ্রস্তয়োর্বাহানসূদয়ৎ ॥৪৪
তৌ হতাশৌ বিকীর্ণাঙ্গৌ ধৃতরাষ্ট্রাত্মজাবুভৌ।
অভিপত্য রথৈরন্যৈরপনীতৌ পদানুগৈঃ ॥৪৫
সর্বা দিশশ্চাত্যপতদ্ বীক্ষৎস্বপরাজিতঃ।
কিরীটমালী কৌন্তেয়ো নকুলশ্চো মহাবলঃ ॥৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে অর্জুনদুঃশাসনাদিযুদ্ধে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি—ইহারা আসিয়া ভীষণ ধনুর্ধারী অর্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিল ।৩৭

বীর দুঃশাসন ভল্ল দ্বারা বিরাটপুত্র উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় বাণদ্বারা অর্জুনকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল ।৩৮

অর্জুন তাহার দিকে ফিরিয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত সুতীক্ষ্ণধারযুক্ত বাণ দ্বারা তাহার সুবর্ণোজ্জ্বল কার্মুকটি কাটিয়া ফেলিলেন ।৩৯

তারপরে পাঁচটী বাণ দ্বারা উহাকে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। অর্জুনের বাণে প্রপীড়িত হইয়া সে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিল ।৪০

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ গৃধ্রপক্ষযুক্ত বক্রগামী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা শত্রুবীরঘাতী অর্জুনকে বিদ্ধ করিল ।৪১

তারপর অর্জুন তাহাকেও আনতপর্ব বাণ দ্বারা সত্বর ললাটে আঘাত করিলেন এবং সে বাণ-বিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেল ।৪২

তারপর দুঃসহ বিবিংশতির সহিত দ্রুত ধাবিত হইয়া যুদ্ধে ভ্রাতা বিকর্ণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় অর্জুনকে তীক্ষ্ণ শরজালে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ।৪৩

অর্জুন ব্যগ্র না হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত শাণিত শরদ্বারা তাহাদের উভয়কেই একসঙ্গে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ।৪৪

হতাশ্ব ও বিকীর্ণাঙ্গ ধৃতরাষ্ট্রের সেই দুই পুত্রকে অনুচরগণ আসিয়া অন্য রথে তুলিয়া সরাইয়া লইয়া গেল। তখন অব্যর্থলক্ষ্য, অপরাজিত, মহাবল-শালী কিরীটমালী কুন্তীপুত্র অর্জুন চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জুন ও দুঃশাসনের যুদ্ধবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য মহর্ষিভির্বীরৈঃ সহার্জুনস্য যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ সঙ্গম্য সর্বে তে কৌরবাণাং মহারথাঃ।
অর্জুনং সহিতা ষষ্ঠাঃ প্রত্যযুধ্যন্ত ভারত ॥১

স সায়কময়ৈর্জালৈঃ সর্বতস্তান্ মহারথান্।
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা নীহারেণেব পর্বতান্ ॥২

নদদ্ভিশ্চ মহানাগৈর্হ্রেষমাণৈশ্চ বাজিভিঃ।
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥৩

নরাশ্বকায়ান্ নির্ভিদ্য লোহানি কবচানি চ।
পার্থস্য শরজালানি বিনিপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৪

ধ্বয়মাণঃ শরানস্যন্ পাণ্ডবঃ প্রবভৌ রণে
মধ্যাহ্নসময়তোঽচিষ্মাঞ্জ্বলনীব দিবাকরঃ ।৫

উপপ্লবন্তি বিত্রস্তা রথেভ্যো রথিনস্তথা।
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যো ভূমৌ চৈব পদাতয়ঃ ॥৬

শরৈঃ সংছিন্নমানানাং কবচানাং মহাত্মনাম্।
তাম্র-রাজত-লৌহানাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥৭

হ্রদবাহোধনং সর্বং শরীরৈর্গতচেতসাম্।
গজাশ্বপাদিনাং তত্র শিতবাণাহতৌজসাম্ ॥৮

রথোপস্থাভিপতিতৈরাস্তৃতা মানবৈর্মহী।
প্রনৃত্যতীব সংগ্রামে চাপহস্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥৯

শ্রুত্বা গাণ্ডীবনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ত্রস্তানি সর্বসৈন্যানি ব্যপাক্রামন্ মহাহবাৎ ॥১০

বৃত্তলোষ্ঠীষধারীণি ভীতরূপস্রবন্তথা।
পতিতানি স্ম দৃশ্যন্তে শিরাংসি রণমূর্ধনি ॥১১

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[মহারথী বীরবৃন্দের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! অনন্তর কৌরবগণের সেই মহারথিগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া একসঙ্গে যত্ন সহকারে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১

অপ্রমেয় অধ্যবসায়শালী অর্জুন চারিদিকে শরময় জাল রচনা করিয়া সেই মহারথবৃন্দকে ধূমরাজিময় পর্ব্বতে ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২

তখন মহাহস্তীর বৃংহণধ্বনি, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি এবং ভেরী ও শঙ্খধ্বনিতে তুমুল শব্দ হইল।৩

অর্জুনের হাজার হাজার বাণ মানুষের ও অশ্বের শরীর এবং লৌহকবচ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যাইতে লাগিল।৪

অর্জুন ধ্বয়মান হইয়া শরক্ষেপণ করত রণক্ষেত্রে তীব্রতেজোদীপ্ত শরৎকালীন মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৫

সন্ত্রস্ত হইয়া রথীরা রথ হইতে, অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে এবং পদাতিরা ভূমিতে লাফাইতে এবং ঝোঁড়াইতে লাগিল।৬

মহাবীরগণের তাম্র, লৌহ ও রজতময় কবচগুলি ছিন্ন হইতে থাকায় তাহার মহাশব্দ উত্থিত হইল।৭

শাণিত বাণে যাহাদের জীবন হরণ করিয়াছে এবং যাহাদের চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে এইরূপ হস্তী, অশ্ব ও আরোহীদিগের শরীরে সমস্ত রণাঙ্গন আচ্ছন্ন হইল।৮

রথের উপর হইতে পতিত মানবে ভূতল আস্তীর্ণ হইল। ধনুক হস্তে অর্জুন সংগ্রামে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।৯

বজ্রের গর্জ্জনের ন্যায় গাণ্ডীবের নির্ঘোষ শুনিয়া সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া সেই মহাযুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল।১০

বিশিখোন্মথিতৈর্গাত্রৈর্বাহুভিশ্চ সকামুকৈঃ।
সহস্রাভরণৈশ্চাস্যৈঃ প্রচ্ছন্না ভাতি মেদিনী ॥১২

শিরসাং পাত্যমানানামন্তরা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অশ্মবৃষ্টিরিবাকাশাদভবদ্ ভরতর্ষভ ॥১৩

দর্শয়িত্বা তথাত্মানং রৌদ্রং রুদ্রপরাক্রমঃ।
অবরুদ্ধোঽচরৎ পার্থো বর্ষাণি ত্রিদশানি চ।
ক্রোধাগ্নিমুৎসৃজন্ বীরো ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ ॥১৪

তস্য তদ্ বলতঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চৈব পরাক্রমম্।
সর্বে শান্তিপরা যোধা ধার্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥১৫

বিত্রাসয়িত্বা তৎ সৈন্যং দ্রাবয়িত্বা মহারথান্।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ পর্য্যবর্ততে ভারত ॥১৬

প্রাবর্তয়ন্নদীং ঘোরাং শোণিতোদাং তরঙ্গিনীম্।
অস্থিশৈবালসম্বাধাং যুগান্তে কালনির্মিতাম্ ॥১৭

শরচাপপ্লবাং ঘোরাং কেশ-শৈবলশাদ্বলাম্।
তনুত্রোষ্ণীষসম্বাধাং নাগ-কূর্মমহাঝষাম্ ॥১৮

মেদো-বসাসৃক্প্রবহাং মহাভরবিবর্ধিনীম্।
রৌদ্ররূপাং মহাভীমাং শাপদৈরভিনাদিতাম্ ॥১৯

তীক্ষ্ণশস্ত্রমহাগ্রাহাং ক্রব্যাদগণসেবিতাম্।
মুক্তাহারোর্মিকলিলাং চিত্রালঙ্কারবুদ্বুদাম্ ॥২০

শরসঙ্ঘমহাবর্তাং নাগনক্রাং দুরত্যয়াম্।
মহারথমহাদ্বীপাং শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনাম্ ॥
চকার চ তদা পার্থো নদীং দুস্তরশোণিতাম্ ॥২১

উষ্ণীষ ও কুণ্ডলধারী ছিন্নমস্তকসমূহ এবং সুবর্ণমাল্যসমূহ রণাগ্রভাগে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।১১

কোথাও কোথাও বাণ-বিদারিত দেহ (শব) সমূহ, হস্তাবরণযুক্ত ও কার্ম্মুকযুক্ত হস্তসমূহ এবং অন্যান্য বহুবিধ বস্তুতে রণভূমি সমাচ্ছন্ন দেখা গেল।১২

হে ভরতর্ষভ! শাণিত শরজালে ছিন্ন মস্তক-সমূহ আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতে লাগিল।১৩

ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ প্রতিজ্ঞাপাশে অবরুদ্ধ অত্যুগ্র পরাক্রমশালী অর্জ্জুন সেইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের উপর ক্রোধানল নিক্ষেপ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৪

সেই সৈন্যসঞ্চালী অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল।১৫

হে ভরতনন্দন! বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মহারথী-দিগকে বিত্রাসিত করিয়া এবং সেই সৈন্যদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১৬

তিনি ভয়ঙ্করী ভীষণাকৃতি রক্তনদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন। অস্থি-শৈবালাকীর্ণা, শোণিত-সলিলা সেই নদী যেন প্রলয়কালে মহাকাল কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।১৭

ধনুক ও বাণগুলি ভেলার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। কেশগুলি যেন শৈবাল ও তৃণের ন্যায় ভাসিতেছিল। তনুত্র ও উষ্ণীষগুলি দ্বারা সেই নদী আকীর্ণা ছিল। হস্তীগুলি যেন মহাকায় জলহস্তী ও কূর্ম্মের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।১৮

মেদ, বসা ও রুধিরের স্রোত বহিয়া যাইতে-ছিল। সেই ভয়ঙ্কর নদীর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দেখিলে ভয় অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তাহাতে আবার শ্বাপদগণ চীৎকার করিতেছিল।১৯

তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি ঐ নদীর মহাকায় জলজন্তুর ন্যায়। তাহাতে রাক্ষসী জন্তুগণ বিচরণ করিতেছিল। মুক্তার হারগুলি এই নদীর তরঙ্গের ন্যায় এবং বিচিত্র অলঙ্কারগুলি বুদ্বুদের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।২০

স্থানে স্থানে বহু বাণ একত্র হইয়া তাহাতে স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মহা আবর্ত্ত সৃষ্টি

আদদানস্ত হি শরান্ সন্ধায় চ বিমুঞ্চতঃ।
বিকর্ষতশ্চ গাণ্ডীবং ন কশ্চিদ্ দদৃশে জনঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জ্জুনসঙ্কুলযুদ্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

করিয়াছিল এবং হস্তীগুলিকে কুম্ভীরের ন্যায় ঘোর হইতেছিল। তদ্দ্বারা সেই নদী দুরতিক্রম হইয়াছিল। বিশাল বিশাল রথগুলিকে এক একটী দ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার মধ্যেই আবার শঙ্খ ও দুন্দুভি ধ্বনিত হইতেছিল। অর্জ্জুন তখন সেই দুস্তর শোণিতনদী সৃষ্টি করিলেন।২১

অথচ কোন লোক অর্জ্জুনের শরগ্রহণ, শরসন্ধান, শরনিক্ষেপ ও গাণ্ডীব আকর্ষণ দেখিতে পাইল না।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের সংকুলযুদ্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনং প্রতি মহারথানাং যুগপদাক্রমণম্, অর্জ্জুনেন পরাজিতানাং তেষাং পলায়নঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনঃ কর্ণো দুঃশাসন-বিবিংশতী।
দ্রোণশ্চ সহ পুত্রেণ কৃপশ্চাপি মহারথঃ ॥১
পুনর্যযুশ্চ সংরব্ধা ধনঞ্জয়জিঘাংসবঃ।
বিস্ফারয়ন্তশ্চাপানি বলবন্তি দৃঢ়ানি চ ॥২
তান্ বিকীর্ণপতাকেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ সমন্তাদ্ বানরধ্বজঃ ॥৩
ততঃ কৃপশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণশ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
তং মহাস্ত্রৈর্মহাবীর্য্যং পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥৪
শরৌঘান্ সম্যগস্যন্তো জ্বলিতা ইব বাহিকাঃ।
ববর্ষুঃ শরবর্ষাণি পাণ্ডবস্তো ধনঞ্জয়ম্ ॥৫
ইষুভির্বহুভিস্তূর্ণং সমরে লোমবাহিভিঃ।
অদৃশ্যাং পর্য্যবস্থাপ্য পুরস্তামানুরাদৃতাঃ ॥৬

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের প্রতি মহারথগণের যুগপৎ আক্রমণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহাদের পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অর্জ্জুনকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, সপুত্রক দ্রোণ এবং মহারথ কৃপ—ইঁহারা শক্ত ও দৃঢ়তাসমন্বিত বহুক বিস্ফারিত করিয়া পুনরায় গমন করিলেন।১-২

হে মহারাজ! অর্জ্জুন পতাকাকীর্ণ আদিত্য-মণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল রথে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যুদ্গমন করিলেন অর্থাৎ সকলেরই অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৩

তারপর রথিপ্রবর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ মহাস্ত্র-সমূহ দ্বারা সেই মহাবীর অর্জ্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিবার জন্য উদ্যমরূপে শরাবলী নিক্ষেপ করিতে করিতে বর্ষাকালীন মেঘের বৃষ্টির মত বাণবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।৪-৫

তথা তৈরবকীর্ণস্য দিব্যৈরস্ত্রৈঃ সমন্ততঃ।
ন তস্য ব্যসুলমপি বিবৃতং সম্প্রদৃশ্যতে ॥৭

ততঃ প্রহস্য বাতৎসুদিব্যমৈন্দ্রং মহারথঃ।
অস্ত্রমাদিত্যসঙ্কাশং গাণ্ডীবে সমযোজয়ৎ ॥৮

শরস্বস্তিরিবাদিত্যঃ প্রতপন্ সমরে বলী
কিরীটমালী কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ প্রাচ্ছাদয়ৎ কুরূন্ ॥৯

যথা বলাহকে বিদ্যুৎ পাবকো বা শিলোচ্চয়ে।
তথা গাণ্ডীবমভবদিন্দ্রাশুর্বমিবানতম্ ॥১০

যথা বর্ষতি পর্জন্যে বিদ্যুদ্ বিভ্রাজতে দিবি।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ পৃথিবীঞ্চ সমন্ততঃ ॥১১

তথা দশ দিশঃ সর্বাঃ পতদ্গাণ্ডীবমাবৃণোৎ।
নাগাশ্চ রথিনঃ সর্বে মুমুহুস্তত্র ভারত ॥১২

সর্বে শান্তিপরা যোধাঃ স্বচিত্তানি ন লেভিরে।
সংগ্রামে বিমুখাঃ সর্বে যোধাস্তে হতচেতসঃ ॥১৩

এবং সর্বাণি সৈন্যানি ভগ্নানি ভরতর্ষভ।
বাদ্রবস্য দিশঃ সর্বা নিরাশানি স্বজীবিতে ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে অর্জুনসঙ্কুলযুদ্ধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়: ॥৬৩

যুদ্ধে অনতিদূর হইতে সত্বর লোমযুক্ত বহুবাণ দ্বারা অর্জুনকে স্তব্ধ করিয়া প্রবল সহকারে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।৬

তাঁহাদের দ্বারা সেইভাবে নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্রসমূহে চারিদিকে অর্জুনের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অনাবৃত দেখা গেল না।৭

তারপর মহারথ অর্জুন উচ্চহাস্য করিয়া সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ঐন্দ্রাস্ত্রনামক দিব্যাস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করিলেন।৮

শরস্বরূপ কিরণযুক্ত সূর্যস্বরূপ কিরীটমালী বলবান্ অর্জুন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ অথবা পর্বতে যেমন অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ সমরে পরিব্যাপ্ত হইলেন এবং সমস্ত কৌরবদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন; তখন তাঁহার গাণ্ডীব ইন্দ্রধনুর ন্যায় আনত হইল।৯-১০

যেমন মেঘ বর্ষণ করিতে থাকিলে আকাশে বিদ্যুৎ সমস্ত দিক্ ও পৃথিবীকে বিদ্যোতিত করিয়া চারিদিকে প্রধাবিত হইয়া উঠে, সেই অবনত গাণ্ডীব সেইরূপ সম্পূর্ণ দশদিক্ আবৃত করিয়া ফেলিল। হে ভরতসত্তম! তাহাতে হস্তী ও রথীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।১১-১২

সমস্ত যোদ্ধাই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল, কেহই প্রকৃতিস্থ রহিল না। সেই যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই হতোৎসাহ হইয়া সংগ্রামে বিমুখ হইল।১৩

হে ভরতর্ষভ! এইরূপে সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইয়া নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করত রণে ভঙ্গ দিয়া নানা দিগ্বিদিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তরগোগ্রহে অর্জুনের সংকুলযুদ্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, সারথিনা মূর্চ্ছিতস্য ভীষ্মস্য রণস্থলাদপসারণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো ভরতানাং পিতামহঃ।
বধ্যমানেষু যোধেষু ধনঞ্জয়মুপাদ্রবৎ ॥১

প্রগৃহ্য কার্ম্মুকশ্রেষ্ঠং জাতরূপপরিষ্কৃতম্।
শরানাদায় তীক্ষ্ণাগ্রান্ মর্ম্মভেদান্ প্রমাথিনঃ ॥২

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি।
ততস্তে স নরব্যাঘ্রো গিরিঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩

প্রধ্মায় শঙ্খং গাঙ্গেয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রহর্ষয়ন্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য বীভৎসুং সমবাকিরৎ ॥৪

তমুদ্যন্তং সমায়ান্তং কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা।
প্রত্যগৃহ্ণাৎ প্রহৃষ্টাত্মা বারিধারমিবাচলঃ ॥৫

ততো ভীষ্মঃ শরানষ্টৌ ধ্বজে পার্থস্য বীর্য্যবান্।
সমার্পয়দ্মহাবেগান্ খদ্যোতানিবোরগান্ ॥৬

তে ধ্বজং পাণ্ডুপুত্রস্য সমাসাদ্য পতত্রিণঃ।
ঘ্নন্তং কপিবরং ঘ্নন্তি আগ্নেয়াংশ্চ তান্ ॥৭

ততো ভল্লেন মহতা পৃথুধারেণ পাণ্ডবঃ।
ছত্রং চিচ্ছেদ ভীষ্মস্য তূর্ণং তদপতদ্ ভুবি ॥৮

ধ্বজং চৈষাস্য কৌন্তেয়ঃ শরৈরভ্যহনদ্ ভৃশম্।
শীঘ্রকৃদ্ রথবাহাংশ্চ তথ্যৌতৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥৯

অমুহ্যমাণস্তু তু স্রো জানন্নপি ন পাণ্ডবম্।
দিব্যেনাস্ত্রেণ মহতা ধনঞ্জয়মবাকিরৎ ॥১০

তথৈব পাণ্ডবো ভীষ্মে দিব্যমস্ত্রমুদীরয়ন্।
প্রত্যগৃহ্ণাদমেয়াত্মা মহামেঘমিবাচলঃ ॥১১

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং সারথি কর্ত্তৃক মূর্চ্ছিত ভীষ্মকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর যোদ্ধৃবৃন্দ নিহত হইতে থাকিলে ভরতবংশীয়দের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।১

সেই নরশ্রেষ্ঠ সুবর্ণোজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কার্ম্মুক ও পরপ্রমাথী মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহ লইয়া মস্তকোপরি বিধৃত পাণ্ডুরবর্ণ ছত্রদ্বারা সূর্য্যোদয়-কালীন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২-৩

ভীষ্মদেব শঙ্খধ্বনি দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে আনন্দিত করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া আসিয়া অর্জ্জুনকে বাধা দিতে লাগিলেন।৪

শত্রুবীরঘাতী অর্জ্জুন তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পর্ব্বত যেমন মেঘকে গ্রহণ করে, সেই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।৫

তারপর বীর্য্যবান্ ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজের উপর গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় আটটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৬

সেই বাণগুলি অর্জ্জুনের ধ্বজে পতিত হইয়া তেজস্বী বানর ও ধ্বজাগ্রবাসী ভূতগণকে আহত করিল।৭

তারপর অর্জ্জুন একটি সুশাণযুক্ত মহাতল দ্বারা ভীষ্মের ছত্রটি ছেদন করিলেন এবং তাহা সত্বর মাটীতে পড়িয়া গেল।৮

ক্ষিপ্রকারী অর্জ্জুন তাঁহার ধ্বজেও ভয়ানক শরাঘাত করিলেন এবং পৃষ্ঠরক্ষী ও সারথি এই উভয়কেও শরাঘাত করিলেন।৯

সেই ভীষ্ম অর্জ্জুনের শক্তি জানিয়াও সেই কার্য্য সহ্য না করিয়া মহাশক্তিশালী দিব্যাস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনকে আকীর্ণ করিলেন।১০

অপ্রমেয় অধ্যবসায়শীল অর্জ্জুনও সেইরূপ

ত্বয়োত্তমতবৎ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
ভীষ্মস্য সহ পার্থেন বলি-বাসবয়োরিব ॥১২

প্রেক্ষন্তে কুরবঃ সর্বে যোধাশ্চ সহসৈনিকাঃ।
তানৈর্ভগ্নাঃ সমাগম্য ভীষ্মপাণ্ডবয়োর্মৃধি।
অন্তরিক্ষে ব্যরাজন্ত খদ্যোতাঃ প্রাবৃষীব হি ॥১৩

অগ্নিচক্রমিবাবিদ্ধং সব্যদক্ষিণমন্ততঃ।
গাণ্ডীবমভবদ্ রাজন্ পার্থস্য সৃজতঃ শরান্ ॥১৪

ততঃ সঞ্ছাদয়ামাস ভীষ্মং শরশতৈঃ শিতৈঃ
পর্বত্বং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥১৫

তাং স বেলামিবোদ্ভূতাং শরবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
ব্যধমৎ সায়কৈর্ভীষ্মঃ পাণ্ডবং সমবারয়ৎ ॥১৬

ততস্তানি বিকৃত্তানি শরজালানি ভাগশঃ।
সন্দরে চ ব্যশীর্যন্ত ফাল্গুনস্য রথং প্রতি ॥১৭

ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরবৃষ্টিঃ সমুত্থিতা।
পাণ্ডবস্য রথাৎ তূর্ণং শলভানামিবাবৃতিম্।
ব্যধমৎ তাং পুনস্তস্য ভীষ্মঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥১৮

ততস্তে কুরবঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্।
দুষ্করং কৃতবান্ ভীষ্মো যদর্জুনমযোধয়ৎ ॥১৯

বলবান্তরুণো দক্ষঃ ক্ষিপ্রকারী ধনঞ্জয়ঃ।
কোঽন্যঃ সমর্থঃ পার্থস্য বেগং ধারয়িতুং রণে ॥২০

ঋতে শান্তনবাদ্ ভীষ্মাৎ কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীসুতাৎ।
আচার্যপ্রবরাদ্ বাপি ভারদ্বাজান্মহাবলাৎ ॥২১

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য ক্রীড়ন্তৌ তরতর্ষভৌ।
চক্রুঃ সর্বভূতানাং মোহজন্তৌ মহাবলৌ ॥২২

প্রাজাপত্যং তথৈবৈন্দ্রমাগ্নেয়ং রৌদ্রবারুণম্।
কৌবেরং বারুণং চৈব যাম্যং বায়ব্যমেব চ।
প্রযুঞ্জানৌ মহাস্ত্রাণি সমরে তৌ বিচেরতুঃ ॥২৩

তাবেই ভীষ্মের উপর দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পর্বত যেমন মহামেঘকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।১১

অর্জুনের সহিত ভীষ্মের—এই উভয়ের সেই যুদ্ধ বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধের ন্যায় তুমুল ও রোমাঞ্চকর হইল।১২

কৌরবগণ ও সমস্ত যোদ্ধারা সৈন্যগণের সহিত সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধে তখনগুলি—আকাশে অস্ত্রের সংঘর্ষে বর্ষাকালে খদ্যোতের (জোনাকী পোকার) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৩

হে রাজন্! শরক্ষেপকারী অর্জুন তাঁহার বাম ও দক্ষিণ হস্তে শর নিক্ষেপ করিতে থাকায় তাঁহার গাণ্ডীব ভ্রাম্যমাণ অগ্নিচক্রের ন্যায় হইল।১৪

তারপর অর্জুন জলধারা দ্বারা পর্বত-আচ্ছাদনকারী মেঘের ন্যায় শত শত ভীষ্ম-বাণ দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন।১৫

ভীষ্ম বাণধারা সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত বন্যার ন্যায় সেই শরবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন এবং অর্জুনকেও আবৃত করিলেন।১৬

তারপর ভীষ্মের সেই শরগুলি ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইয়া রণক্ষেত্রে অর্জুনের রথের নিকটে আসিয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।১৭

তারপর অর্জুনের রথ হইতে পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় সুবর্ণময় মূলদেশযুক্ত বাণবৃষ্টি উত্থিত হইল এবং ভীষ্ম পুনরায় শত শত শাণিত বাণদ্বারা অর্জুনের সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিলেন।১৮

তদনন্তর সেই কৌরবগণ সকলেই 'সাধু সাধু' ধ্বনি করিলেন এবং বলিলেন,—ভীষ্ম যে অর্জুনকে যুদ্ধ দিয়াছেন—ইহা দুষ্কর কার্য করিয়াছেন।১৯

অর্জুন তরুণ, বলবান্, ক্ষিপ্রকারী ও সুদক্ষ। যুদ্ধে অর্জুনের বেগ ধারণ করিতে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং ভরদ্বাজনন্দন মহাবলশালী আচার্যপ্রবর দ্রোণ ভিন্ন আর কে পারে।২০-২১

বিস্মিতাস্তত্র ভূতানি তৌ দৃষ্ট্বা সংযুগে তদা।
সাধু পার্থ মহাবাহো সাধু ভীষ্মেতি চাব্রুবন্ ॥২৪
নায়ং যুক্তো মনুষ্যেষু যোঽয়ং সংদৃশ্যতে মহান্।
মহাস্ত্রাণাং সম্প্রয়োগঃ সমরে ভীষ্ম-পার্থয়োঃ ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং সর্ব্বাস্ত্রবিদুষোরস্ত্রযুদ্ধমবর্ত্তত।
অস্ত্রযুদ্ধে তু নির্ব্বৃত্তে শরযুদ্ধমবর্ত্তত ॥২৬

অথ জিষ্ণুরুপাদায় ক্ষুরধারেণ কার্ম্মুকম্।
চকর্ত্ত ভীষ্মস্য তদা ত্রাতরূপপরিষ্কৃতম্ ॥২৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভীষ্মোঽন্যৎ কার্ম্মুকং বলে।
সমাদায় মহাবাহুঃ সজ্যং চক্রে মহারথঃ।
শরাংশ্চ সুবহূন্ ক্রুদ্ধো মুমোচাস্ত ধনঞ্জয়ে ॥২৮
অর্জ্জুনোঽপি শরাংস্তীক্ষ্ণান্ ভীষ্মায় নিশিতান্ বহূন্।
চিক্ষেপ সুমহাতেজাস্তথা ভীষ্মশ্চ পাণ্ডবে ॥২৯
তয়োর্দিব্যাস্ত্রবিদুষোরন্তরং নিশিতাস্ত্রয়োঃ।
ন বিশেষয়তে রাজন্ কশ্চিত্তে স্ম মহাত্মনোঃ ॥৩০
অথাবৃণোদ্ দশ দিশঃ শরৈরতিরথস্তদা।
কিরীটমালী কৌন্তেয়ঃ শূরঃ শান্তনবস্তথা ॥৩১
অতীব পাণ্ডবো ভীষ্মং ভীষ্মশ্চাতীব পাণ্ডবম্।
বভূব তস্মিন্ সংগ্রামে রাজলোকে তদদ্ভুতম্ ॥৩২
পাণ্ডবেন হতাঃ শূরা ভীষ্মস্য রথরক্ষিণঃ।
শেরতে স্ম তদা রাজন্ কৌন্তেয়াভিহতো রথম্ ॥৩৩

মহা অধ্যবসায়ী মহাবলশালী দুই ভরতর্ষভ অস্ত্রদ্বারা অস্ত্রনিবারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে সর্ব্বপ্রাণীর দৃষ্টি বিমূঢ় করিয়া, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, সৌম্য, কৌবের, বারুণ, যাম্য, বায়ব্য প্রভৃতি দারুণ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২২-২৩

তখন রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকল প্রাণীই বিস্মিত হইল এবং বলিল যে, "মহাবাহু অর্জ্জুন সাধু, মহাবাহু ভীষ্ম সাধু" ।২৪

যুদ্ধে ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের এই যে ভয়ানক মহাস্ত্র-প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, ইহা মনুষ্যমধ্যে সম্ভব নহে।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে সর্ব্বাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের অস্ত্রযুদ্ধ হইয়াছিল। অস্ত্র-যুদ্ধ শেষ হইলে পুনরায় বাণযুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৬

তারপর অর্জ্জুন নিকটে আসিয়া ক্ষুরধার বাণ দ্বারা ভীষ্মের সুবর্ণমণ্ডিত ধনুকটি কাটিয়া ফেলিলেন।২৭

মহাবাহু মহারথ ভীষ্ম নিমেষ মধ্যেই অন্য একটি ধনুক লইয়া জ্যা-যুক্ত করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতি ক্রমে বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন।২৮

মহাতেজস্বী অর্জ্জুনও ভীষ্মের প্রতি বাণ দেওয়া বহু তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।২৯

আবার ভীষ্মও অর্জ্জুনের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! তখন শাণিত শরক্ষেপণকারী দিব্যাস্ত্রবিৎ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইল না।৩০

অনন্তর অতিরথ বীর কিরীটমালী অর্জ্জুন ও সৌম্যশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শরজালে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।৩১

হে রাজন্! সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন যেন ভীষ্মকে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ভীষ্মও যেন অর্জ্জুনকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিলেন—ইহা জগতে বিস্ময়কর হইল।৩২

রাজন্! তখন ভীষ্মের রথরক্ষী বীরগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অর্জ্জুনের রথের উত্তরপার্শ্বে শায়িত হইল।৩৩

ততো গাণ্ডীবনির্মুক্তা নিরমিত্রং চিকীর্ষবঃ।
আগচ্ছন্ পুঙ্খসংশ্লিষ্টাঃ শ্বেতবাহনপত্রিণঃ ॥৩৪

নিষ্পতন্তো যথাৎ তস্য ধৌতা হৈরণ্যবাসসঃ।
আকাশে সমদৃশ্যন্ত হংসানামিবপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥৩৫

তস্য তদ্ দিব্যমস্ত্রং হি বিগাঢ়ং চিত্রমদ্ভুতম্।
প্রেক্ষন্তে স্মান্তরিক্ষস্থাঃ সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥৩৬

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো গন্ধর্বশ্চিত্রসেনকঃ।
শশংস দেবরাজায় চিত্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৩৭

পশ্যৈনান্ পার্থনির্মুক্তান্ সংসক্তানিব গচ্ছতঃ।
চিত্ররূপমিদং জিষ্ণোর্দিব্যমস্ত্রমুদীর্যতঃ ॥৩৮

নেদং মনুষ্যাঃ সন্দধ্যুর্ন হীদং তেষু বিদ্যতে।
পৌরাণানাং মহাস্ত্রাণাং বিচিত্রোঽয়ং সমাগমঃ ॥৩৯

আদদানস্য হি শরান্ সন্ধায় চ বিমুঞ্চতঃ।
বিকর্ষতশ্চ গাণ্ডীবং নান্তরং সমদৃশ্যত ॥৪০

মধ্যন্দিনগতং সূর্যং প্রতপন্তমিবাম্বরে।
নাশকুবন্ত সৈন্যানি পাণ্ডবং প্রতি বীক্ষিতুম্ ॥৪১

তথৈব ভীষ্মং গাঙ্গেয়ং দ্রষ্টুং নোৎসহতে জনঃ ॥৪২

উভৌ বিশ্রুতকর্মাণাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
উভৌ সদৃশকর্মাণাবুভৌ যুধি সুদুর্জয়ৌ ॥৪৩

ইত্যুক্তো দেবরাজস্তু পার্থ-ভীষ্মসমাগমম্।
পূজয়ামাস দিব্যেন পুষ্পবর্ষেণ ভারত ॥৪৪

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো রামং পার্থমতাড়য়ৎ।
পঞ্চভিঃ প্রতিসন্ধায় বিধ্যন্তঃ সব্যসাচিনঃ ॥৪৫

তারপর গাণ্ডীবনির্মুক্ত অর্জুনের বাণগুলি শত্রুমুক্ততাসাধনে উদ্যুক্ত হইয়া ঝোড়ায় ঝোড়ায় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল।৩৪

অর্জুনের রথ হইতে নির্গত হইয়া সুবর্ণপঙ্খযুক্ত পরিষ্কৃত বাণগুলি আকাশে হংসশ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হইল।৩৫

আকাশস্থ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ অতি মূঢ় ও বিচিত্রভাবে অস্ত্রক্ষেপণরত অর্জুনের সেই অলৌকিক অস্ত্র দেখিতে লাগিলেন।৩৬

প্রতাপশালী গন্ধর্ব চিত্রসেন অদ্ভুতকর্মা অর্জুনকে সবিস্ময়ে দেখিয়া পরমপ্রীত হইয়া দেবরাজকে বলিলেন— ৩৭

দেখুন, এই অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে। দিব্যাস্ত্রক্ষেপণকারী অর্জুনের ইহা বড়ই আশ্চর্যজনক কার্য।৩৮

মানবেরা এইরূপ সন্ধান করিতে পারে না, মনুষ্যদের মধ্যে ইহা নাই। প্রাচীনপরম্পরাগত মহাস্ত্রসমূহের এই সমাবেশ বিচিত্র।৩৯

শরগ্রহণ করার, সন্ধানপূর্বক নিক্ষেপ করার এবং গাণ্ডীব আকর্ষণ করার মধ্যবর্তী সময়ই লক্ষিত হইতেছে না।৪০

আকাশে তাপপ্রদায়ক মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের দিকে সৈন্যগণ তাকাইতে পারে নাই।৪১

গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের দিকেও সেইরূপ কোন লোক দৃষ্টিপাত করিতে উৎসাহ বোধ করে না।৪২

উভয়েই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, উভয়েই বিখ্যাত কর্মা, উভয়েরই রণদক্ষতা সমান এবং উভয়েই যুদ্ধে অতি দুর্জয়।৪৩

হে ভরতনন্দন। এইরূপ উক্ত হইয়া দেবরাজ ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রামকে পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা সম্মানিত করিলেন।৪৪

তারপর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রতি সন্ধানপূর্বক বাণ-

ততঃ প্রহস্য বীভৎসুঃ পৃথুধারেণ কার্ষ্ণুকম্।
চিচ্ছেদ গার্দ্ধ্রপত্রেণ ভীষ্মস্যাদিত্যতেজসঃ ॥৪৬
অথৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
ততশ্চনং পরাক্রান্তং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৪৭
স পীড়িতো মহাবাহুর্হীত্বা রথকুবরম্
গাঙ্গেয়ো মুহূর্ত্তদীর্ঘমতিষ্ঠদ্ দীর্ঘমিবান্তরম্ ॥৪৮

তং বিসংজ্ঞমপোবাহ সংযন্তা রথবাজিনাম্।
উপদেশমনুস্মৃত্য রক্ষমাণো মহারথম্ ॥৪৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
উত্তরগোগ্রহে ভীষ্মাপয়ানে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

বিপক্ষকারী অর্জ্জুন দেখিতে দেখিতেই তাঁহার বামপার্শ্বে প্রহার করিলেন ।৪৬

তারপর অর্জ্জুন হাসিয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ বাণ দিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন ।৪৬

এবং তারপর পরাক্রমশালী ভীষ্ম প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে থাকিলেও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন তাঁহাকে দশটী বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ।৪৭

সমরদুর্ম্মদ গঙ্গাপুত্র মহাবাহু ভীষ্ম পীড়িত হইয়া যেন দীর্ঘকাল রথের কূবর (জোয়ালের সহিত সংযুক্ত কাষ্ঠ) ধরিয়া রহিলেন ।৪৮

রথের অশ্বগুলির নিয়ন্ত্রণকারী সারথি উপদেশ স্মরণ করিয়া সংজ্ঞাহীন মহারথ ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য অপসারিত করিল ।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহপ্রসঙ্গে ভীষ্মের পলায়নে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনেন সহ দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধম্, বিকর্ণপ্রভৃতিভিঃ সহ তস্য পলায়নঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীষ্মে তু সংগ্রামশিরো বিহায়
পলায়মানে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ।
উৎসৃজ্য কেতুং বিনদন্ মহাত্মা
ধনুর্বিগৃহ্যার্জ্জুনমাসসাদ ॥১
স ভীমধন্বানমুদগ্রবীর্য্যং
ধনঞ্জয়ং শত্রুগণে চরন্তম্।
আকর্ণপূর্ণায়তচোদিতেন
বিব্যাধ তূর্ণেন ললাটমধ্যে ॥২

স তেন বাণেন সমর্পিতেন
জাম্বূনদাগ্রেণ সুসাহিতেন।
রথোত্তমে রাজনি সংনিষণ্ণঃ
ধ্বজে কপির্ঘোরকৃতে রুরোধ ॥৩

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও বিকর্ণ প্রভৃতির সহিত পলায়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমরসময় পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্ম পলায়ন করিলে মহোৎসাহী দুর্য্যোধন পতাকা উড়াইয়া ধনুক লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন ।১

তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অর্জ্জুনের ললাটদেশ বিদ্ধ হইলে তিনি ধ্বজদণ্ডে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন ।২

সুসাহিত জাম্বূনদাগ্র সেই বাণ দ্বারা অর্জ্জুন রথোপরি ধ্বজদণ্ডে ভর দিয়া দাঁড়াইলে ধ্বজস্থিত ভীষণাকার কপি তাঁহাকে রোধ করিল ।৩

অথাস্য বাণেন বিদারিতস্য
প্রাদুর্বভূবাস্রগজস্রমুষ্ণম্।
স তস্য ভাস্বদ্রুধিরপুঙ্খচিত্রো
ভিত্ত্বা ললাটং সুবিরাজতে স্ম ॥৪

দুর্যোধনশ্চাপি তমুগ্রতেজাঃ
পার্থঞ্চ দুর্যোধনমেকবীরঃ।
অন্যোন্যমাজৌ পুরুষপ্রবীরৌ
সমেয়তুঃ সমাজগ্মতুরাজমীঢ়ৌ ॥৫

ততঃ প্রতিষ্টেন মহাগজেন
মহীধরাভেন পুনর্বিকর্ণঃ।
রথৈশ্চতুর্ভির্গজপাদরক্ষৈঃ
কুন্তীসুতং জিষ্ণুমথাভ্যধাবৎ ॥৬

তমাপতন্তং ত্বরিতং গজেন্দ্রং
ঘনপ্রভং কুম্ভবিষাণহস্তম্।
আকর্ণপূর্ণেন মহাসনেন
বাণেন বিব্যাধ মহাভুজেন ॥৭

পার্থেন সৃষ্টঃ স তু গার্ধ্রপত্র
আপুঙ্খদেশাৎ প্রবিবেশ নাগম্।
বিদার্য্য শৈলপ্রবরং প্রকাশঃ
যথাশনিঃ পর্ব্বতমিন্দ্রসৃষ্টঃ ॥৮

শরপ্রতপ্তঃ স তু নাগরাজঃ
প্রবেপিতাঙ্গো ব্যথিতান্তরাত্মা।
সংঘৌঘমাণো নিপপাত মহ্যাং
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥৯

নিপাতিতে দন্তিবরে পৃথিব্যাং
ত্রাসাদ্ বিকর্ণঃ সহসাবতীর্য্য।
তূর্ণং পদাম্যষ্টপদানি গত্বা
বিবিংশতেঃ স্কন্দমমারুরোহ ॥১০

তিনি অক্রূরমধ্যে বিচরণকারী ভীষণধনুর্দ্ধারী উগ্রবীর্য্য অর্জ্জুনকে আকর্ণ সন্ধান করিয়া পূর্ণবেগে নিক্ষিপ্ত একটী ভল্ল দ্বারা ললাটমধ্যে বিদ্ধ করিলেন।২

হে রাজন্! প্রশংসনীয়কর্ম্মা অর্জ্জুন উত্তমরূপে সন্ধান করা ও সম্যক্‌রূপে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় অগ্রভাগযুক্ত সেই বাণটী দ্বারা একটী গ্রন্থি ও একটী শৃঙ্গযুক্ত মনোরম পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩

বাণবিদারিত অর্জ্জুনের ললাট ভেদ করিয়া উষ্ণশোণিত অস্রস্র নির্গত হইতে লাগিল। (তদ্দ্বারা) দুর্য্যোধনের সেই সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র বাণটীও উত্তম শোভা ধারণ করিল।৪

উগ্রতেজাঃ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে এবং অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনও দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইলেন। অজমীঢ়বংশীয় দুই পুরুষপ্রবীর পরস্পরের সমকক্ষ।৫

সেই সময়ে বিকর্ণ মদকরণকারী ও পর্ব্বতপ্রমাণ একটী বিশাল হস্তী এবং উহার পাদরক্ষী চারিটী রথের সহিত পুনরায় কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন।৬

সমাগত সেই হস্তীটিকে অর্জ্জুন সত্বর আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত একটী লৌহময় বিশাল বাণ দ্বারা মহাবেগে কুম্ভমধ্যে বিদ্ধ করিলেন।৭

অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত সেই বাণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র যেমন পর্ব্বতকে বিদারিত করে, সেইরূপ মহাশৈলতুল্য সেই হস্তীকে বিদারিত করিয়া মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইল।৮

শরপ্রপীড়িত সেই গজরাজ অন্তরে গভীর বেদনাপ্রাপ্ত ও অবসন্ন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বজ্রাহত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।৯

সেই হস্তী নিপতিত হইলে বিকর্ণ ত্রাসাৎ ভূমে ঘাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া আটপদ পদপরিমিত

নিহত্য নাগং তু শরেণ তেন
বজ্রোপমেনাদ্রিবরাম্বুদাভম্।
তথাধিরোহৈব শরেণ পার্থো
দুর্য্যোধনং বক্ষসি নির্বিভেদ ॥১১

ততো গজে রাজনি চৈব ভিন্নে
অশ্বে বিকর্ণে চ সপাদরক্ষে।
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈঃ প্রপূর্ণা-
স্তে যোধমুখ্যাঃ সহসাপজগ্মুঃ ॥১২

দৃষ্ট্বৈব পার্থেন হতঞ্চ নাগং
যোধাংশ্চ সর্বান্ দ্রবতো নিশম্য।
রথং সমাবৃত্য কুরুপ্রবীরো
রণাৎ প্রদুদ্রাব ততো ন পার্থঃ ॥১৩

তং ভীমরূপং ত্বরিতং দ্রবন্তং
দুর্য্যোধনং শত্রুসহোহভিহর্ষাৎ।
প্রাস্ফোটয়ন্ যোদ্ধুমনাঃ কিরীটী
বাণেন বিদ্ধং রুধিরং বমন্তম্ ॥১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

বিহায় কীর্ত্তিং বিপুলং যশশ্চ
যুদ্ধাৎ পরাবৃত্য পলায়সে কিম্।
ন তেঽদ্য তূর্য্যাণি সমাহতানি
তথৈব রাজ্যাদবরোপিতস্ত্বম্ ॥১৫

যুধিষ্ঠিরস্যাস্মি নিদেশকারী
পার্থস্তৃতীয়ো যুধি সংস্থিতোঽস্মি।
তদর্থমাবৃত্য মুখং প্রযচ্ছ
নরেন্দ্রবৃত্তং স্মর ধার্ত্তরাষ্ট্র ॥১৬

মোঘং তবেদং ভুবি নামধেয়ং
দুর্য্যোধনেতীহ কৃতং পুরস্তাৎ।
ন হীহ দুর্য্যোধনতা তবাস্তি
পলায়মানস্য রণং বিহায় ॥১৭

স্থান দৌড়াইয়া গিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিল।১০

অর্জ্জুন সেই বজ্রতুল্য বাণ দ্বারা পর্ব্বত ও মহামেঘতুল্য সেই হস্তীকে নিহত করিয়া সেইরূপ অপর একটী বাণদ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদারিত করিলেন।১১

তারপর হস্তী এবং রাজাও বিদারিত হইলে এবং পাদরক্ষীদের সহিত বিকর্ণও পলায়ন করিলে গাণ্ডীবমুক্ত শরজালে বিভাড়িত হইয়া সেই উত্তম যোদ্ধৃবৃন্দও সহসা পলায়ন করিল।১২

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তীটিকে নিহত হইতে দেখিয়া এবং সমস্ত যোদ্ধৃবর্গের পলায়নের শব্দ শুনিয়া দুর্য্যোধন রথ ফিরাইয়া যেদিকে অর্জ্জুন নাই সেই দিকে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন।১৩

বাণবিদ্ধ হইয়া রুধিরোদ্গার করিতে করিতে দ্রুত পলায়ন পর ভীষণাকৃতি সেই দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ করিয়া শত্রুসহনক্ষম যুদ্ধাভিলাষী অর্জ্জুন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।১৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—বিপুল যশ ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া পলায়ন করিতেছ কেন? এখনও ত' তোমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সেইরূপ তূর্য্যধ্বনি করা হয় নাই।১৫

দুর্য্যোধন। রাজবৃত্ত স্মরণ কর, আমি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাকারী কুন্তীদেবীর তৃতীয়পুত্র। আমি যুদ্ধে অবস্থিত। সেইজন্য ফিরিয়া মুখ দেখাও।১৬

পূর্ব্বে বৃথাই জগতে তোমার 'দুর্য্যোধন' এই নাম করা হইয়াছিল। এখন সমর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করায় তোমার ত' দুর্য্যোধনতা রহিল না।১৭

ন তে পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতো বা
পশ্যামি দুর্যোধন রক্ষিতারম্।
অপেহি যুদ্ধাৎ পুরুষপ্রবীর
প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণ্ডবতোঽদ্য রক্ষ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে দুর্যোধনপলায়নে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

দুর্যোধন। সম্মুখে বা পশ্চাতে তোমার রক্ষাকারী কাহাকেও দেখিতেছি না। হে বীর-পুরুষ। যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন কর, অদ্য পাণ্ডবের হাত হইতে প্রিয় প্রাণ রক্ষা কর ।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে দুর্যোধনের পলায়নে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের কৌরবসৈন্য পরাজয়, স্বদেশং প্রতি প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
আহূয়মানস্তু স তেন সংখ্যে
মহাত্মনা বৈ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ।
বিষজ্জিতস্তস্য গিরানুরূপেন
মহাগজো মত্ত ইবানুশেন ॥১
সোঽমুহ্যমাণো বচসাভিমৃষ্টো
মহারথেনাতিরথস্তরস্বী।
পর্য্যাবর্তাথ রথেন বীরো
ভোগী যথা পাদতলাভিমৃষ্টঃ ॥২

তং প্রেক্ষ্য কর্ণঃ পরিবর্ত্তমানং
নিবর্ত্ত্য সংস্তভ্য চ বিদ্ধপাত্রম্।
দুর্যোধনস্তোত্তরতোঽভ্যগচ্ছৎ
পার্থং নৃবীরো যুধি হেমমালী ॥৩

ভীষ্মস্ততঃ শান্তনবো বিরুদ্ধ্য
হিরণ্যকক্ষ্যৌ ধ্বজরাজিবঙ্গৌ।
দুর্যোধনং পশ্চিমতোঽভ্যরক্ষৎ
পার্থাস্মহাবাহুরধিজ্যধন্বা ॥৪

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক কৌরবসৈন্যের পরাজয় এবং স্বদেশে প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহোৎসাহী অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধে আহূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন তাঁহার বাক্যানুশে অনুমাহত বিশাল মত্ত হস্তীর ন্যায় নিবর্ত্তিত হইলেন ।১

মহারথ অর্জুন কর্তৃক বাক্যদ্বারা আক্রান্ত বলবান্ অতিরথ বীর দুর্যোধন অসহিষ্ণু হইয়া রথ ঘুরাইয়া পদতলদ্বারা আক্রান্ত সর্পের ন্যায় পরাবৃত্ত হইলেন ।২

দুর্যোধনকে ফিরিতে দেখিয়া সুবর্ণমাল্যভূষিত পুরুষপ্রবীর কর্ণ বাণবিদ্ধ দেহটীকে ফিরাইয়া এবং সুস্থির করিয়া তাঁহার উত্তরদিক্ দিয়া অর্জুনাভিমুখে যুদ্ধে গমন করিলেন ।৩

দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিবিংশতিশ্চ
দুঃশাসনশ্চৈব বিমুক্ত শীঘ্রম্।
সর্বে পুরস্তাদ্ বিততোরুচাপা
দুর্যোধনার্থং ত্বরিতাস্তুপেয়ুঃ ॥৫

স তান্নরীকানি নিবর্তমানা-
ন্নালোক্য পূর্বে স্বনিকানি পার্থঃ।
হংসো যথা মেঘমিবাপতন্তং
ঘনস্বনং প্রত্যতপৎ তরস্বী ॥৬

তে সর্বতঃ সম্পরিবার্য পার্থ—
মস্ত্রাণি দিব্যানি সমাদদানাঃ।
ববর্ষুরভ্যেত্য শরৈঃ সমন্তা—
ন্মেঘা যথা ভূধরমম্বুবর্ষৈঃ ॥৭

ততোঽস্ত্রমস্ত্রেণ নিবার্য তেষাং
গাণ্ডীবধন্বা কুরুপুঙ্গবানাম্।
সম্মোহনং শত্রুসহোঽস্ত্রমস্ত্রং
প্রাদুশ্চকারৈন্দ্রিরপারণীয়ম্ ॥৮

ততো দিশশ্চানুদিশঃ বিমুক্তা
শরৈঃ সুধারৈর্নিশিতৈঃ সুপত্রৈঃ।
গাণ্ডীবঘোষেণ মনাংসি তেষাং
মহাবলঃ প্রব্যথয়াঞ্চকার ॥৯

ততঃ পুনর্ভীমরবং প্রগৃহ্য
দোর্ভ্যাং মহাশঙ্খমুদায়তোষম্।
ব্যনাদয়ৎ স প্রদিশো দিশঃ খং
ভুবঞ্চ পার্থো দ্বিষতাং নিহন্তা ॥১০

তে শঙ্খনাদেন কুরুপ্রবীরাঃ
সম্মোহিতাঃ পার্থসমীরিতেন।
উৎসৃজ্য চাপানি সুরাসদানি
সর্বে তদা শান্তিপরা বভূবুঃ ॥১১

তারপর পরাজিত মহাবাহু শত্রুসূদন সুবর্ণালঙ্কৃত ভীষ্মদেব দ্রুত প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং জ্যাযুক্ত ধনুক ধারণ করিয়া দুর্যোধনকে পশ্চিমভাগে অর্জুনের হাত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন।৪

দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন—ইহারাও সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সকলে বিশাল ধনুক বিস্ফারিত করিয়া দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন।৫

কুন্তীপুত্র সেই বলবান্ অর্জুন পরিপূর্ণ-বেগশালী স্রোতের ন্যায় সেই সৈন্যদলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া হংস যেমন সমাগত মেঘের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৬

তাঁহারা চারিদিক্ হইতে অর্জুনকে ঘিরিয়া সমীপবর্তী হইয়া দিব্যাস্ত্রসমূহ গ্রহণপূর্বক চতুর্দিকে শরবৃষ্টি দ্বারা মেঘ যেমন জলবৃষ্টি দ্বারা পর্বতকে অভিবৃষ্ট করে, সেইরূপ অভিবৃষ্ট করিতে লাগিলেন।৭

তারপর গাণ্ডীব ধনুকধারী শত্রুসহিষ্ণু ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই শ্রেষ্ঠ কৌরবগণের অস্ত্রগুলি অস্ত্রদ্বারা নিবারিত করিয়া সম্মোহননামক অপর একটী দুর্বার অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলেন।৮

তারপর মহাবলশালী অর্জুন দিগ্বিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উত্তম পক্ষযুক্ত অতি ধারাল শানিত বাণ দ্বারা এবং গাণ্ডীবনির্ঘোষে তাহাদের মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন।৯

পরে শত্রুঘাতী অর্জুন ভীষণ ধ্বনিকারী বৃহৎ শঙ্খটী দুই হাতে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গগন মণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিগ্বিদিক ধ্বনিত করিতে লাগিলেন।১০

সেই প্রবীর কৌরবগণ সকলেই অর্জুনের উদীরিত শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্ধর্ষ ধনুক পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলেন।১১

তথা বিসংজ্ঞেষু চ তেষু পার্থঃ
স্মৃত্বা চ বাক্যানি তথোত্তরায়াঃ।
নির্যাহি মধ্যাদিতি মৎস্যপুত্র-
মুবাচ যাবৎ কুরবো বিসংজ্ঞাঃ ॥১২

আচার্য্যস্যারষতরোঃ সুতস্য
কর্ণস্য পীতং রুচিরঞ্চ বস্ত্রম্।
স্রোণেশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথৈব নীলে
বস্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর ॥১৩

ভীষ্মস্য সংজ্ঞাং তু তথৈব মন্যে
জানাতি সোঽস্ত্রপ্রতিঘাতমেষঃ।
এতস্য বাহান্ কুরু সব্যতস্ত্ব-
মেবং হি যাতব্যমমূঢ়সংজ্ঞৈঃ ॥১৪

রশ্মীন্ সমুৎসৃজ্য ততো মহাত্মা
যথাবপ্লুত্য বিরাটপুত্রঃ।
বস্ত্রাণ্যুপাদায় মহারথানাং
তূর্ণং পুনঃ স্বং রথমাক্রুরোহ ॥১৫

তাহারা সেইরূপ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে উত্তরার সেই বাক্য স্মরণ করিয়া মৎস্যরাজপুত্র উত্তরকে বলিলেন,—হে পুরুষপ্রবীর। কৌরবগণ সংজ্ঞাহীন থাকিতে থাকিতেই মধ্য ভাগ দিয়া নির্গত হইয়া যাও।১২

আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের শুভ্র বস্ত্র, কর্ণের মনোরম পীত বস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্র লইয়া আইস।১৩

ভীষ্মের জ্ঞান আছে বলিয়া মনে করি। তিনি এই অস্ত্রের প্রতিরোধ করিতে জানেন। তাঁহার অশ্বগুলিকে দক্ষিণে রাখিয়া যাও। এই ভাবে যাঁহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন নাই তাঁহাদিগকে দক্ষিণে রাখিয়া যাইতে হইবে।১৪

তারপর বিরাটপুত্র মহোৎসাহী উত্তর রথরজ্জু পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া

ততোঽবশাসজ্জুরঃ সদশ্বান্
পুত্রো বিরাটস্য হিরণ্যকক্ষাম্।
তে তম্ ব্যতীয়ুর্জিনামনীকং
হেতা বহন্তোঽর্জুনমাজিমধ্যাৎ ॥১৬

তথানুযান্তং পুরুষপ্রবীরং
ভীষ্মঃ শরৈরভ্যহনৎ তরস্বী।
স চাপি ভীষ্মস্য হয়ান্ নিহত্য
বিব্যাধ পার্থো দশভিঃ পৃষৎকৈঃ ॥১৭

ততোঽর্জুনো ভীষ্মমপাস্য যুদ্ধে
বিধ্বাস্য যন্তারমরিষ্টবন্ধা।
তস্থৌ বিমুক্তো রথরশ্মিমধ্য-
শ্চেষ্টং বিধার্যোব সহস্রর্শ্মিঃ ॥১৮

লব্ধ্বা হি সংজ্ঞাং তু কুরুপ্রবীরাঃ
পার্থং নিরীক্ষ্যাথ হৃতেন্দ্রকল্পম্।
রণে বিমুক্তং স্থিতমেকমাজৌ
স ধার্তরাষ্ট্রস্তরসং বভাষে ॥১৯

সত্বর সেই মহাপুরুষদিগের বস্ত্রগুলি লইয়া পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিলেন।১৫

তারপর উত্তর কক্ষদেশে সুবর্ণভূষিত চারিটী উত্তম অশ্বকে পরিচালনা করিল, সেই শ্বেত অশ্বগুলি অর্জ্জুনকে লইয়া সংগ্রামস্থলের মধ্য ভাগ দিয়া সেই রথীদিগের ব্যূহ অতিক্রম করিয়া গেল।১৬

পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুন এই ভাবে বহির্গত হইতে থাকিলে বলবান্ ভীষ্ম তাঁহাকে সত্বরে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনও ভীষ্মের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া দশটী বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।১৭

তারপর কল্যাণকর ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন ভীষ্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া

অয়ং কথং বৈ ভবতো বিমুক্ত-
স্তথা প্রদষ্টো যথা ন মুচ্যেৎ।
তমব্রবীচ্ছান্তনবঃ প্রহস্য
ক্ব তে গতা বুদ্ধিরভূৎ ক্ব বীর্য্যম্ ॥২০
শান্তং পরাং প্রাপ্য যদা স্থিতোঽভূ-
রুৎসৃজ্য বাণাংশ্চ ধনুর্বিচিত্রম্।
ন দ্বেষ বীভৎসুবলং নৃশংসং
কর্ত্তুং ন পাপেঽত্র মনো বিশিষ্টম্ ॥২১
ত্রৈলোক্যহেতোর্ন জহেৎ স্বধর্ম্মং
সর্বে ন তস্মিন্নিহতা রণেঽস্মিন্।
ক্ষিপ্রং কুরূন্ যাহি কুরুপ্রবীর
বিজিত্য গাশ্চ প্রতিযাতু পার্থঃ।
মা তে স্বকোঽধো নিপতেত মোহাৎ
তৎসংবিধাতব্যমরিষ্ট বন্ধনম্ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্য্যোধনস্তস্য তু তাদৃশস্য
পিতামহস্যাহিতং বচোঽথ।
অতীতকালো যুধি মোহজশ্চ
রাজা বিনিঃশ্বস্য বভূব তূষ্ণীম্ ॥২৩
তদ্ ভীষ্মবাক্যং হিতমীক্ষ্য সর্বে
ধনঞ্জয়াগ্নিং চ বিবর্দ্ধমানম্।
নিবর্ত্তনায়ৈব মনো নিধায়-
দুর্য্যোধনং তে পরিরক্ষমাণাঃ ॥২৪
তান্ প্রস্থিতান্ প্রীতমনাঃ স পার্থো
ধনঞ্জয়ঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরান্।
অত্বরমাণোঽনুনয়ং মুহূর্তং
বচোঽব্রবীৎ সম্পরিহৃত্য তূষ্ণীম্ ॥২৫

রথবৃন্দের মধ্য হইতে মুক্ত হইয়া মেঘাবরণ বিদারণ-পূর্ব্বক প্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

অনন্তর কৌরবপ্রবীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া দেবরাজতুল্য অর্জ্জুনকে একাকী তাহাদের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া সত্বর ভীষ্মকে বলিতে লাগিলেন।১৯

"এই অর্জ্জুন কি করিয়া আপনার হাত হইতে মুক্তি পাইল? যাহাতে মুক্ত হইয়া না যায়—সেই ভাবে আক্রমণ করুন।" তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম হাসিয়া তাহাকে বলিলেন,—যখন বিচিত্র ধনুক ও বাণগুলি পরিত্যাগ করিয়া একান্ত নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছিলে, তখন তোমার বুদ্ধি ও বীরত্ব কোথায় গিয়াছিল? এই অর্জ্জুন অতি—নৃশংস কার্য্য করিতে পারে না, ইহার মহৎ চিত্ত পাপে অভিনিবিষ্ট নহে।২০-২১

ত্রিভুবনের জন্যও অর্জ্জুন স্বধর্ম্মত্যাগ করিবে না, সেই জন্যই এই যুদ্ধে সকলে নিহত হও নাই। কুরুরাজ! শীঘ্র কুরুদেশে প্রস্থান কর। অর্জ্জুনও গোধন জয় করিয়া প্রস্থান করুক। মোহবশে তোমার নিজের সম্পদ নষ্ট না হয়, সেইরূপ কল্যাণজনক ব্যবস্থা বিধান করিতে হইবে।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অতি ক্রুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মের সেই আত্মহিতকর উপদেশ বাক্য শুনিয়া যুদ্ধে বিরাম হইয়া নিশ্বাস-ত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিলেন।২৩

তাঁহারা সকলেই ভীষ্মের বাক্য হিতকর বুঝিয়া এবং অর্জ্জুনরূপী অগ্নিকে বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনকে সাবধানপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেই মনঃস্থির করিলেন।২৪

সেই কৌরববীরগণকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন প্রীতচিত্তে সম্বোধন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য পুনরায় ফিরিয়া অনুনয় বাক্য বলিলেন।২৫

পিতামহং শান্তনবঞ্চ বৃদ্ধং
দ্রোণং গুরুঞ্চ প্রণিপত্য মূর্ধ্না।
দ্রৌণিং কৃপং চৈব কুরূংশ্চ মান্যা-
ন্বৈচিত্রবীর্যাংশ্চ তথৈব চৈব ॥২৬

দুর্যোধনস্যোত্তমরত্নচিত্রং
চিচ্ছেদ পার্থো মুকুটং শরেণ।
আমন্ত্র্য বীরাংশ্চ তথৈব মান্যান্
গাণ্ডীবঘোষেণ বিনাদ্য লোকান্ ॥২৭

স দেবদত্তং সহসা বিনাদ্য
বিদার্য্য বীরো দ্বিষতাং মনাংসি।
ধ্বজেন সর্বানভিভূয় শত্রূন্
সহেমমালেন বিরাজমানঃ ॥২৮

দৃষ্ট্বা প্রযান্তাংস্তু কুরূন্ কিরীটী
দৃষ্টৌহস্রবীৎ তত্র স মৎস্যপুত্রম্।
আবর্ত্তয়াশ্বান্ পশবো জিতাস্তে
যাতাঃ পরে যান্তি পুরং প্রহৃষ্টঃ ॥২৯

দেবাস্তু দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতং তদ্
যুদ্ধং কুরূণাং সহ ফাল্গুনেন।
জগ্মুর্দিবাস্বং ভবনং প্রতীতাঃ
পার্থস্য কর্ম্মাণি বিচিন্তয়ন্তঃ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি সমস্তকৌরবপলায়নে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

অর্জ্জুন বর্ষীয়ান্ পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুরু দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে মস্তকস্পর্শে প্রণাম করিয়া এবং মাননীয় কৌরবগণকে বিচিত্র বাণ দ্বারা অভিবাদন করিয়া দুর্যোধনের মহামূল্য রত্নখচিত মুকুটটী বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন।

পরে বীর অর্জ্জুন মাননীয় বীরগণের নিকট বিদায় লইয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে সমস্ত জগৎ নিনাদিত করিয়া সহসা দেবদত্ত শঙ্খধ্বনিতে শত্রুগণের হৃদয় বিদারিত করত সমস্ত শত্রুপরাভবপূর্ব্বক সুবর্ণ-মাল্যালঙ্কৃত ধ্বজদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।২৬-২৮

কৌরবগণ প্রস্থান করিয়াছেন দেখিয়া অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া উত্তরকে বলিলেন,—অশ্বগুলিকে ফিরাও, তোমার পশুগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে, শত্রুগণ প্রস্থান করিয়াছে, আনন্দিত হইয়া নগরে গমন কর।২৯

দেবগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের সেই বিস্ময়কর মহাযুদ্ধ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাবলী চিন্তা করিতে করিতে নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোগ্রহপ্রসঙ্গে সমস্ত কৌরবগণের পলায়নবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিজয়প্রাপ্তস্যার্জুনস্য উত্তরেণ সহ রাজধানীং প্রতি গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিজিত্য সংগ্রামে কুরূন্ স বৃষভেক্ষণঃ।
সমানয়ামাস তদা বিরাটস্য ধনং মহৎ ॥১

গতেষু চ প্রভগ্নেষু ধার্তরাষ্ট্রেষু পর্বতঃ।
বনাদ্বিক্রম্য সহসা বহবঃ কুরুসৈনিকাঃ ॥২

তস্মাৎ সম্ভ্রান্তমনসঃ সমালক্ষ্য ততস্ততঃ।
মুক্তকেশাস্তদৃশুস্তে স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥৩

ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তা বিবেশস্থা বিচেতসঃ।
ঊচুঃ প্রণম্য সম্ভ্রান্তাঃ পার্থ কিং করবাম তে ॥৪

(প্রাণানস্মন্মনোযাতান্ প্রযাচিষ্যামহে বয়ম্।
বয়ং চার্জুন তে দাসা অনুরক্ষ্যা হ্যনাগসঃ ॥

অনাথান্ দুঃখিতান্ দীনান্
কৃশান্ বৃদ্ধান্ পরাজিতান্।
ন্যস্তশস্ত্রান্ বিরাশাংশ্চ
নাহং হন্মি কৃতাঞ্জলীন্ ॥)

স্বস্তি ব্রজত বো ভদ্রং ন ভেতব্যং কথঞ্চন।
নাহমার্তান্ জিঘাংসামি ভূশমাশ্বাসয়ামি বঃ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তাবত্যাং বাচং শ্রুত্বা ঘোরাঃ সমাগতাঃ।
আয়ুঃ-কীর্তি-যশোঽভিস্তমাশীর্ভিরনন্দনে ॥৬

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিজয়প্রাপ্ত অর্জুনের উত্তরের সহিত রাজধানীতে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর বৃষভতুল্যনয়ন-বিশিষ্ট অর্জুন সংগ্রামে কৌরবদিগকে জয় করিয়া বিরাটরাজার প্রচুর ধন উদ্ধার করিয়া আনিলেন।১

কৌরবগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে চারিদিকে গহন বনের মধ্য হইতে বহু কুরুসৈন্য নির্গত হইয়া ভয়ভীত চিত্তে যত্রতত্র জড় হইতে লাগিল। তখন তাহাদিগকে বিস্ত্রস্ত মোচন-পূর্ব্বক মুক্তকেশ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে দেখা গেল।২-৩

বিদেশে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, হতোৎসাহ ও বিচলিত হইয়া তাহারা প্রণামপূর্ব্বক বলিল—হে অর্জুন! আমরা আপনার কি কার্য্য করিব?৪

(আমাদের প্রাণ মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আপনার কাছে আমরা প্রাণভিক্ষা করিয়া লইব। হে অর্জুন! আমরা আপনার ভৃত্য, আমরা প্রভুহীন। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।)

অর্জুন বলিলেন,—(অনাথ, দুঃখিত, কাতর, দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, পরাজিত, শস্ত্রত্যাগী, নিরুদ্যম ও কৃতাঞ্জলি ব্যক্তিদিগকে আমি হত্যা করি না।)

তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা অভয়ভাবে প্রস্থান কর, কোনরূপ ভয় করিও না, আমি কাতর ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে পূর্ণ আশ্বাস দান করিতেছি।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহার সেই অভয়বাক্য শুনিয়া সমাগত সৈনিকগণ যশ, কীর্ত্তি ও পরমায়ু

ততোঽর্জুনং নাগমিব প্রভিন্ন-
মুৎসৃজ্য শত্রূন্ বিনিবর্তমানম্।
বিরাটরাষ্ট্রাভিমুখং প্রয়ান্তং
নাশক্নুবংস্তং কুরবোঽভিযাতুম্ ॥৭
ততঃ স তন্মেঘমিবাপতন্তং
বিত্রাব্য পার্থঃ কুরুসৈন্যযূথম্।
মৎস্যস্য পুত্রং প্রিযতাং নিহন্তা
বচোঽব্রবীৎ সম্পরিবৃত্য ভূযঃ ॥৮
পিতুঃ সকাশে তব তাত সর্বে
বসন্তি পার্থা বিদিতং তবৈব।
তান্ মা প্রশংসের্নগরং প্রবিশ্য
ভীতঃ প্রপদ্যেতি স মৎস্যরাজঃ ॥৯
ময়া জিতা সা ধ্বজিনী কুরূণাং
ময়া চ গাবো বিজিতা বিযদ্ভ্যঃ।
পিতুঃ সকাশং নগরং প্রবিশ্য
ত্বমাত্মনঃ কর্ম কৃতং ব্রবীহি ॥১০

উত্তর উবাচ।
যৎ তে কৃতং কর্ম ন পারণীযং
তৎ কর্ম কর্তুং যদ্য নাস্তি শক্তিঃ।
ন ত্বাং প্রবক্ষ্যামি পিতুঃ সকাশে
যাবন্ন মাং বক্ষ্যসি সব্যসাচিন্ ॥১১

বৈশম্পাযন উবাচ।
স শত্রুসেনামবজিত্য জিষ্ণু-
র্যাজিস্য সর্বাঃ ধনং কুরূণাম্।
শ্মশানমাগত্য পুনঃ শমীং তা-
মভ্যেত্য তস্থৌ শরবিক্ষতাঙ্গঃ ॥১২

ততঃ স বহ্নিপ্রতিমো মহাকপিঃ
সহৈব ভূতৈর্দিবমুৎপপাত।
তথৈব মায়া বিহিতা বভূব
ধ্বজশ্চ সৈংহং যুযুজে রথে পুনঃ ॥১৩

লাভের আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল।৬

তারপর শত্রুগণকে পরিত্যাগপূর্বক মদক্ষরণকারী মত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জুনকে ফিরিয়া আসিয়া বিরাটরাষ্ট্রাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কৌরবগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।৭

আপতিত মেঘের ন্যায় কুরুসৈন্যদিগকে বিত্রাবিত করিয়া শত্রুঘাতী অর্জুন মৎস্যরাজপুত্র উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্বক পুনরায় বলিলেন—।৮

বৎস। তোমার পিতার নিকটে সমস্ত পাণ্ডবগণ বাস করিতেছেন—ইহা তুমি জানিয়াছ। নগরে প্রবেশ করিয়া তুমি তাঁহাদের প্রশংসা করিও না, মৎস্যরাজ ভয়েই মারা যাইবেন।৯

নগরে প্রবেশ করিয়া তুমি সমস্তই তোমার নিজের কৃতকার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিবে। তুমি বলিবে—আমিই কুরুসৈন্যদিগকে জয় করিয়াছি, আমিই শত্রুদের নিকট হইতে গোধনগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।১০

উত্তর বলিল,—হে অর্জুন। আপনি যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আপনি যে পর্য্যন্ত না বলিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি পিতার নিকট আপনার নাম প্রকাশ করিব না।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বাণবিক্ষতদেহ সেই অর্জুন শত্রুসৈন্য পরাজিত করিয়া কৌরবগণের নিকট হইতে সমস্ত গোধন কাড়িয়া লইয়া পুনরায় শ্মশানে পৌঁছিয়া সেই শমীবৃক্ষের সমীপে আসিয়া অবস্থান করিলেন।১২

তারপর সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাকপি ও সেই ভূতগণ আকাশে উত্থিত হইলেন। পুনরায় সেই

বিধায় তচ্চায়ুধমাত্মিধর্ম্মং
কুরুত্তমানামিষুধীঃ শরাংস্তথা।
প্রাযাৎ স মৎস্যো নগরং প্রহৃষ্টঃ
কিরীটিনা সারথিনা মহাত্মনা ॥১৪
পার্থস্তু কৃত্বা পরমার্য্যকর্ম
নিহত্য শত্রূন্ বিধতাং নিহন্তা।
চকার বেণীঞ্চ তথৈব ভূয়ো
জগ্রাহ রশ্মীন্ পুনরুত্তরস্য।
বিবেশ হৃষ্টো নগরং মহাত্মা
বৃহন্নলারূপমুপেত্য সারথিঃ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো নিবৃত্তাঃ কুরবঃ প্রভগ্না বশমাস্থিতাঃ।
হস্তিনাপুরমুদ্দিশ্য সর্বে দীনা দযুস্তদা ॥১৬
পন্থানমুপলভ্যাথ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৭
রাজপুত্র প্রত্যবেক্ষ সমানীতানি সর্বশঃ।

কপট সৈরন্ধ্রীবেশ রচিত হইল এবং রথে সিংহ-চিহ্নিত ধ্বজ যোজনা করা হইল।১৩

সমরে শত্রুচ্ছেদনকারী কুরুশ্রেষ্ঠগণের সেই অস্ত্র, তূণ ও বাণগুলি পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যরাজপুত্র উত্তর প্রহৃষ্ট হইয়া সারথি মহাত্মা অর্জ্জুনের সহিত নগর অভিমুখে গমন করিল।১৪

শত্রুবধকারী অর্জ্জুন শত্রুসংহারপূর্ব্বক অতি মহৎ-কর্ম্ম করিয়া পুনরায় সেইরূপ বেণী রচনা করিলেন এবং পুনরায় উত্তরের রথরজ্জু ধারণ করিলেন। মহা-মনস্বী অর্জ্জুন উত্তরের সারথি হইয়া বৃহন্নলারূপধারণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে নগরে প্রবেশ করিলেন।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন কৌরবগণ সকলে পরাজিত, ভগ্নমনোরথ ও বিষণ্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক হস্তিনাপুরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন—।১৬

তারপর অর্জ্জুন পথের উপর আসিয়া উত্তরকে এই কথা বলিলেন।১৭

গোকুলানি মহাবাহো বীর গোপালকৈঃ সহ ॥১৮
ততোঽপরাহ্ণে যাস্যামো বিরাটনগরং প্রতি।
আশ্বাস্য পায়য়িত্বা চ পরিপ্রাব্য চ বাজিনঃ ॥১৯
গচ্ছন্তু ত্বরিতাশ্চেমে গোপালাঃ প্রেষিতাস্ত্বয়া।
নগরে প্রিয়মাখ্যাতুং ঘোষয়ন্তু চ তে জয়ম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোত্তরস্তবমাণঃ স দূতা-
ন্নাজ্ঞাপয়দ্ বচনাৎ ফাল্গুনস্য।
আচক্ষধ্বং বিজয়ং পার্থিবস্য
তস্যাঃ পরে বিজিতাশ্চাপি গাবঃ ॥২১

ইত্যেবং তৌ ভারত-মৎস্যবীরৌ
সম্মন্ত্র্য গত্বা ততঃ শর্মী তাম্।
অভ্যেত্য ভূয়ো বিজয়েন তৃপ্তা-
বুৎসৃষ্টমাযোপয়তাং স্বতাণ্ডম্ ॥২২

হে মহাবাহু বীর রাজপুত্র! চারিদিক হইতে সমানীত গোধনগুলিকে ও গো-পালকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ কর।১৮

তারপর অশ্বগুলিকে স্নান, পান ও বিশ্রাম করাইয়া অপরাহ্ণে আমরা বিরাটনগরের রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিব।১৯

এই গোপালকগুলি তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নগরমধ্যে প্রিয়সংবাদ দেওয়ার জন্য সত্বর গমন করুক এবং তোমার জয় ঘোষণা করুক।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা দিল, —তোমরা রাজাকে বিজয়বার্ত্তা জানাও। শত্রুগণ পলায়ন করিয়াছে এবং গোধনগুলি উদ্ধার করা হইয়াছে।২১

বিজয়লাভে পরিতৃপ্ত সেই ভরতবংশীয় ও মৎস্যরাজবংশীয় বীরদ্বয় এইরূপ মন্ত্রণা করত

স শত্রুসেনামভিভূয় সর্বা-
মাচ্ছিদ্য সর্বাঃ ধনং কুরুভ্যঃ।
বৈরাটিরায়াদ্বগরং প্রতীতো
বৃহন্নলাসারথিনা প্রহীণঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগমনে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

সম্মিলিত হইয়া পুনরায় সেই শমীসমীপে আগমন পূর্ব্বক পরিত্যক্ত সেই বলয়রজ্জুপ্রভৃতি নিজ নিজ অলঙ্কার পরিধান করিলেন।২২

সমস্ত শত্রুসেনা পরাজিত করিয়া কৌরবগণের নিকট হইতে সমস্ত গোধন কাড়িয়া লইয়া বিরাটরাজপুত্র বীর উত্তর বৃহন্নলা সারথির সহিত তুষ্ট হইয়া নগরে আগমন করিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরের প্রত্যাগমনে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৭

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো বিরাটস্য চিন্তা, উত্তরস্য নগরে প্রবেশঃ, প্রজাভিস্তস্যাভর্ৎসনম্, বিরাটেন যুধিষ্ঠিরস্য তিরস্কারঃ, ততঃ ক্ষমাপ্রার্থনা, উত্তরসমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধনং চাপি বিজিত্যাথ বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
বিবেশ নগরং হৃষ্টশ্চতুর্ভিঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১
জিত্বা ত্রিগর্ত্তান্ সংগ্রামে পাঞ্চৈবাদায় সর্বশঃ।
অশোভত মহারাজ সহপার্থঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥২
তমাসনগতং বীরং সুহৃদাং হর্ষবর্ধনম্।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে সহ পার্থৈঃ পরন্তপাঃ ॥৩

উপতস্থুঃ প্রকৃতয়ঃ সমস্তা ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সভাজিতঃ সসৈন্যস্তু প্রতিনন্দ্যাথ মৎস্যরাট্ ॥৪
বিসর্জয়ামাস তদা দ্বিজাংশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
তথা স রাজা মৎস্যানাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥৫
উত্তরং পরিপপ্রচ্ছ ক্ব যাত ইতি চাব্রবীৎ।
আচখ্যুস্তস্য তৎ সর্বং স্ত্রিয়ঃ কন্যাশ্চ বেশ্মনি ॥৬

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিরাটরাজার চিন্তা, উত্তরের নগরের প্রবেশ, প্রজাগণ কর্তৃক তাহার অভ্যর্থনা, বিরাট কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা এবং উত্তরের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—গোধন জয় করিয়া সইয়া সেনার প্রভু বিরাট চারি পাণ্ডবের সহিত আনন্দিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।১

সংগ্রামে ত্রিগর্ত্ত সেনাদিগকে জয় করিয়া এবং সমস্ত গোধনগুলি লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মহারাজ বিরাট প্রফুল্ল ও শ্রীযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।২

মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারী বীর বিরাট আসনস্থ হইলে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুদমন সমস্ত বীরগণ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন।৩

ব্রাহ্মণগণের সহিত সমস্ত প্রজাগণ উপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ সসৈন্যে অভিনন্দিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণকে প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া

অন্তঃপুরচরাশ্চৈব কুরুভির্গোধনং হৃতম্।
বিজেতুমতিসংরব্ধ একঃ এষাতিসাহসাৎ
বৃহন্নলাদ্বিতীয়শ্চ নির্গতঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৭
উপযাতানতিরথান্ ভীষ্মং শান্তনবং কৃপম্।
কর্ণং দুর্য্যোধনং দ্রোণং দ্রোণপুত্রঞ্চ ষড়্রথান্ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজা বিরাটোঽথ ভৃশার্ত্তিতপ্তঃ
শ্রুত্বা হৃতং স্বেকরথেন দাস্তম্।
বৃহন্নলাসারথিমাত্মিবর্দ্ধনং
প্রোবাচ সর্বানথ মন্ত্রিমুখ্যান্ ॥৯
সর্ব্বথা কুরবস্তে হি যে চাস্যে বসুধাধিপাঃ।
ত্রিগর্ত্তান্ নিঃসৃতান্ শ্রুত্বা ন স্থাস্যন্তি কদাচন ॥১০
তস্মাদ্ গচ্ছন্তু মে যোধা বলেন মহতা বৃতাঃ।
উত্তরস্য পরীপ্সার্থং যে ত্রিগর্ত্তৈরবিক্ষতাঃ ॥১১
হয়াংশ্চ নাগাংশ্চ রথাংশ্চ শীঘ্রং
পদাতিসঙ্ঘাংশ্চ ততঃ প্রবীরান্।
প্রস্থাপয়ামাস হৃতস্য হেতো-
র্বিচিত্রশস্ত্রাভরণোপপন্নান্ ॥১২
এবং স রাজা মৎস্যানাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
ব্যাদিদেশাথ তাং ক্ষিপ্রং বাহিনীং চতুরঙ্গিণীম্ ॥১৩
কুমারমাশু জানীত যদি জীবতি বা ন বা।
যস্য ধ্বজো গতঃ ষষ্ঠো মন্যেঽহং স ন জীবতি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদন্তরাদ্ ধর্ম্মরাজো বিদিত্ত্বা
বিরাটরাজং তু ভৃশার্ত্তিতপ্তম্।
বৃহন্নলা সারথিশ্চেন্নরেন্দ্র
পরে ন নেষ্যন্তি তবাস্য গাস্তাঃ ॥১৫

বিরাজ করিলেন এবং বাহিনীপতি মৎস্যরাজ বিরাট উত্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।৪-৫

মৎস্যরাজ বলিলেন,—উত্তর কোথায় গিয়াছে? তখন তাঁহার গৃহমধ্যগত স্ত্রীলোকগণ ও কন্যাগণ তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন।৬

অন্তঃপুরচারী কর্ম্মচারীরাও বলিল যে, কৌরবগণ গোধন হরণ করিয়াছে, উত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া সমাগত অতিরথ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দ্রোণ ও অশ্বত্থামা এই ছয় রথীকে জয় করিবার জন্য অতি সাহসভরে একাকী বৃহন্নলা-সহ নির্গত হইয়াছেন।৭-৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমরোৎসাহী পুত্র উত্তর বৃহন্নলা সারথির সহিত একরথে প্রস্থান করিয়াছে শুনিয়া রাজা বিরাট অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। অনন্তর সমস্ত মন্ত্রিপ্রধানকে বলিলেন—।৯

সেই কৌরবগণ ও অন্যান্য রাজগণ ত্রিগর্ত্তসেনা পলায়ন করিয়াছে শুনিলে কখনও অবস্থান করিবেন না।১০

সুতরাং আমার যোদ্ধৃগণ—যাঁহারা ত্রিগর্ত্ত-সেনার প্রহারে আহত হন নাই, তাঁহারা বিশাল-বাহিনী পরিবৃত হইয়া উত্তরকে রক্ষা করিবার জন্য গমন করুন।১১

তারপর পুত্রের জন্য শীঘ্রই বিচিত্র শস্ত্র ও আভরণে সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি বীরগণের বহু বাহিনী প্রেরণ করিলেন।১২

অনন্তর বাহিনীপতি মৎস্যরাজ বিরাট সেই চতুরঙ্গ বাহিনীকে সত্বর আদেশ দিলেন যে,—রাজকুমার উত্তর জীবিত আছে কি না তাহাই তোমরা সত্বর অবগত হও। একটী ধ্বজযুক্ত যাহার সারথি হইয়া গিয়াছে—আমার মনে হয়, সে জীবিত নাই।১৩-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অত্যন্ত সন্তপ্ত সেই বিরাটরাজাকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—রাজন্! বৃহন্নলা যদি সারথি হইয়া থাকে, তাহা হইলে শত্রু আপনার সেই গোধন-গুলিকে লইয়া যাইতে পারিবে না।১৫

সর্বান্ মহীপান্ সহিতান্ কুরূংশ্চ
তথৈব দেবাসুর-সিদ্ধ-যক্ষান্।
অলং বিজেতুং সমরে সুতস্তে
যমুষ্টিতঃ সারথিনা হি তেন ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথোত্তরেণ প্রহিতা দূতাস্তে শীঘ্রগামিনঃ।
বিরাটনগরং প্রাপ্য বিজয়ং সমবেদয়ন্ ॥১৭

রাজ্ঞস্তৎ সর্বমাচখ্যৌ মন্ত্রী বিজয়মুত্তমম্।
পরাজয়ং কুরূণাং চাপ্যুপায়ান্তং তথোত্তরম্ ॥১৮

সর্বা বিনির্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পরাজিতাঃ।
উত্তরঃ সহ সূতেন কুশলী চ পরন্তপঃ ॥১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।
দিষ্ট্যা বিনির্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পলায়িতাঃ।
নাদ্ভুতং খেব মন্যেঽহং যৎ তে পুত্রোঽজয়ৎ
কুরূন্ ॥২০

ধ্রুব এব জয়স্তস্য যস্য বৃহন্নলা।
(দেবেন্দ্রসারথিশ্চৈব মাতলির্দ্রুতবিক্রমঃ।
কৃষ্ণস্য সারথিশ্চৈব ন বৃহন্নলয়া সমৌ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বিরাটো নৃপতিঃ সম্প্রহৃষ্টোঽনুরূপতঃ ॥২১

শ্রুত্বা স বিজয়ং তস্য কুমারস্যামিতৌজসঃ।
আচ্ছাদয়িত্বা দূতাংস্তান্ মন্ত্রিণং সোঽভ্যচোদয়ৎ ॥২২

রাজমার্গাঃ ক্রিয়ন্তাং যে পতাকাভিরলঙ্কৃতাঃ।
পুষ্পোপহারৈরর্চ্যন্তাং দেবতাশ্চাপি সর্বশঃ ॥২৩

কুমারা যোধমুখ্যাশ্চ গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি প্রত্যুদ্যান্তু সুতং মম ॥২৪

ঘণ্টাবান্ মানবঃ শীঘ্রঃ মত্তমারুহ্য বারণম্।
সূদাটকেষু সর্বেষু আখ্যাতু বিজয়ং মম ॥২৫

বৃহন্নলা সারথি কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে আপনার পুত্র সমরে সম্মিলিত সমস্ত কৌরব, সমস্ত রাজা এবং সমস্ত দেবতা যক্ষ ও সিদ্ধগণকেও জয় করিতে সমর্থ হইবে।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর উত্তর কর্তৃক প্রেরিত শীঘ্রগামী সেই দূতগণ বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়া বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করিল।১৭

মন্ত্রী রাজাকে সেই উত্তম জয়লাভের বৃত্তান্ত, কৌরবদের পরাজয় এবং উত্তরের আগমন সংবাদ সমস্ত বলিলেন।১৮

সমস্ত গোধনগুলি জয় করিয়া আনা হইয়াছে, কৌরবগণ পরাজিত হইয়াছে এবং শত্রুসন্তাপক উত্তর সারথির সহিত কুশলে আছেন।১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভাগ্যবশতই গরুগুলি আনীত হইয়াছে ও কৌরবেরা পরাজিত হইয়াছে। আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে জয় করিয়াছে—ইহা আমি আশ্চর্যজনক মনে করি না।২০

বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার জয় সুনিশ্চিত। (দেবরাজের সারথি দ্রুতবিক্রমশালী মাতলি এবং কৃষ্ণের সারথিও বৃহন্নলার সমকক্ষ নহেন।) বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর বিরাটরাজা অমিত-পরাক্রমশালী পুত্রের বিজয়-সংবাদ শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন এবং সেই দূতদিগকে বসন-ভূষণাদি পারিতোষিক দিয়া মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন।২১-২২

আমার সমস্ত রাজপথগুলি পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হউক। চারিদিকে পুষ্পাদি উপাচারে দেবতাদের অর্চনা করা হউক।২৩

বালকগণ, প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ, অলঙ্কৃত গণিকাগণ এবং সর্বপ্রকার বাদ্য আমার পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করুক।২৪

সমস্ত চতুষ্পথে ঘণ্টাধারী লোক (মনোরম

উত্তরা চ কুমারীভির্বহ্বীভিঃ পরিবারিতা।
নৃত্যাবেষাভরণা প্রত্যুদ্‌যাতু সুতং মম ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং বচনং পার্থিবস্য
সর্বং পুরং স্বস্তিকপাণিভূতম্।
ভের্য্যশ্চ তূর্য্যাণি চ বারিজাশ্চ
বেশৈঃ পরার্ঘ্যৈঃ প্রমদাঃ ততাশ্চ ॥২৭

তথৈব সূতৈঃ সহ মাগধৈশ্চ
বান্দীবাদ্যাঃ পণবাস্তূর্য্যবাদ্যাঃ।
পুরাদ্ বিরাটস্য মহাবলস্য
প্রত্যুদ্‌যযুঃ পুত্রমনন্তবীর্য্যম্ ॥২৮

প্রস্থাপ্য সেনাং কন্যাশ্চ গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
মৎস্যরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্ট ইদমব্রবীৎ ॥২৯

অক্ষানাহর সৈরন্ধ্রি কঙ্ক দ্যূতং প্রবর্ত্যতাম্।
তং তথাবাদিনং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঃ প্রত্যভাষত ॥৩০

ন দেবিতব্যং ক্ষুদ্রেণ কিতবেনেতি নঃ শ্রুতম্।
তং ত্বামহং মুদা যুক্তং নাহং দেবিতুমুৎসহে।
প্রিয়ং তু তে চিকীর্ষামি বর্ত্ততাং যদি মন্যসে ॥৩১

বিরাট উবাচ।

স্ত্রিয়ো গাবো হিরণ্যঞ্চ যচ্চান্যদ্ বসু কিঞ্চন।
ন মে কিঞ্চিৎ ধ্রুবা রক্ষ্যমন্তরেণাপি দেবিতুম্ ॥৩২

কঙ্ক উবাচ।

কিং তে দ্যূতেন রাজেন্দ্র বহুদোষেণ মানদ।
দেবনে বহবো দোষাস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥৩৩
শ্রুতস্তে যদি বা দৃষ্টঃ পাণ্ডবেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
স রাষ্ট্রং সুমহৎ স্ফীতং ভ্রাতৃংশ্চ ত্রিদশোপমান্ ॥৩৪

বেশভূষা ধারণ করত) মত্তহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্বর আমার পুত্রের বিজয় ঘোষণা করুক।২৫

উত্তরা নৃত্যের বেশভূষায় অলঙ্কৃতা ও বহু সুন্দরী কুমারী পরিবৃতা হইয়া উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করুক।২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজার এই কথা শুনিয়া সমস্ত নগরই স্বস্তিকপাণি হইল। ভেরী, শঙ্খ, তূর্য্য ও সুন্দরী রমণীগণ উত্তমবেশে সজ্জিত হইল।২৭

এবং মহাবলশালী বিরাটরাজার নগরী হইতে বন্দী ও চারণগণের সহিত মঙ্গলবাদ্য, পণব ও বিজয়বাদ্য অনন্তবীর্য্যশালী তদীয় পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিল।২৮

অতি বিচক্ষণ মৎস্যরাজ সেনাগণ, কন্যাগণ ও গণিকাগণকে পাঠাইয়া দিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এই কথা বলিলেন।২৯

সৈরন্ধ্রি! পাশা লইয়া আইস, কঙ্ক! খেলা আরম্ভ হউক। তাঁহাকে সেইরূপ বলিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—।৩০

আনন্দিত ব্যক্তি ও ধূর্তব্যক্তির সহিত খেলিতে নাই—এইরূপ কথা আমাদের শোনা আছে, সেই আপনি আজ আনন্দযুক্ত, তাই আমি আপনার সহিত খেলা করিতে ইচ্ছা করি না, অথচ আপনার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে খেলা হউক।৩১

বিরাট বলিলেন,—আমার স্ত্রীগণ, গোধনসমূহ সুবর্ণ ও অন্য যাহা কিছু ধন আছে—তাহার কিছুই তুমি দ্যূতক্রীড়া না করিয়াও রক্ষা করিতে পারিবে না।৩২

কঙ্ক বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! হে মানদ! বহুদোষযুক্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার প্রয়োজন কি? দ্যূতক্রীড়ার বহু দোষ, সেইজন্য তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।৩৩

রাজ্যং হারিতবান্ সর্বং তস্মাদ্ দ্যূতং ন রোচয়ে।
(নিঃসংশয়ং স কিতবঃ পশ্চাৎ তপ্যতি পাণ্ডবঃ ॥
বিবিধানাঞ্চ বস্ত্রাণাং ধনানাঞ্চ পরাজয়ে।
অস্মিন্ ক্ষিতিবিনাশশ্চ বাক্‌পারুষ্যমনন্তরম্ ॥
অবিষাস্যং বুধৈর্নিত্যমেকাহ্না ত্রব্যনাশনম্।)
অথবা মন্যসে রাজন্ দীব্যাম যদি রোচতে ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবর্ত্তমানে দ্যূতে তু মৎস্যঃ পাণ্ডবমব্রবীৎ।
পশ্য পুত্রেণ মে যুদ্ধে তাদৃশাঃ কুরবো জিতাঃ ॥৩৬
ততোঽব্রবীন্মহাত্মা স এষ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বৃহন্নলা যস্য যন্তা কথং স ন জয়েদ্ যুধি ॥৩৭
ইত্যুক্তঃ কুপিতো রাজা মৎস্যঃ পাণ্ডবমব্রবীৎ।
সহ পুত্রেণ মে ষণ্ডং ব্রহ্মবন্ধো প্রশংসসি ॥৩৮

বাচ্যাবাচ্যং ন জানীষে নূনং দাসবশস্তসে।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ কস্মান্ন স বিজেষ্যতি ॥৩৯

যন্নস্তস্মাৎ তু তে ব্রহ্মন্নপরাধমিমং ক্ষমে।
নেদৃশং তু পুনর্বাচ্যং যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥৪০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যত্র দ্রোণস্তথা ভীষ্মো গৌতমো বৈকর্ত্তনঃ কৃপঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ রাজেন্দ্রস্তথান্যে চ মহারথাঃ ॥৪১
মরুদ্গণৈঃ পরিবৃতঃ সাক্ষাদপি মরুৎপতিঃ।
কোঽন্যো বৃহন্নলাধাত্তান্ প্রতিযুধ্যেত সঙ্গতান্ ॥৪২
যস্য বাহুবলে তুল্যো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
অতীব সমরং দৃষ্ট্বা হর্ষো যস্যোপজায়তে ॥৪৩
যোঽজয়ৎ সঙ্গতান্ সর্বান্ সসুরাসুরমানবান্।
তাদৃশেন সহায়েন কস্মাৎ স ন বিজেষ্যতে ॥৪৪

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথা আপনি শুনিয়াছেন অথবা যদি দেখিয়াও থাকিতে পারেন, তিনি তাঁহার সমৃদ্ধিশালী সুবিশাল রাষ্ট্র, দেবতুল্য ভ্রাতৃবৃন্দ এবং রাজকীয় সমস্ত বস্তুই হারাইয়াছেন।

সুতরাং দ্যূতক্রীড়া ভাল লাগে না। (সন্দেহ নাই, সেই খেলোয়াড় পাণ্ডব বিচিত্র বস্ত্র ও বহু ধন হারাইয়া পরে অনুতাপ ভোগ করিতেছেন। ইহাতে রাজ্যনাশ এবং পণ্ডিতগণের বিশ্বাস-অযোগ্য বাক্‌পারুষ্য নিত্যই হইয়া থাকে। এমনকি একদিনে সর্ব্বস্ব বিনাশ হইতে পারে।) রাজন্। অথবা যদি এখন আপনার ভাল লাগে এবং পাশা খেলিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি পাশা খেলিব ॥৩৪-৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্যূতক্রীড়া চলিতে থাকিলে মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—দেখ, তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ কৌরবগণকে আমার পুত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে ॥৩৬

তখন তাঁহাকে মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বৃহন্নলা যাহার সারথি, সে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে না কেন ?৩৭

এই কথা বলায় কুপিত হইয়া মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ওহে অধম ব্রাহ্মণ। তুমি আমার পুত্রের সহিত একটা ক্লীবের প্রশংসা করিতেছ ॥৩৮

তোমার ভালমন্দ জ্ঞান নাই। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অবজ্ঞা কর। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলকে আমার পুত্র জয় করিবে না কেন ?৩৯

ব্রাহ্মণ। তুমি বন্ধু বলিয়া তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। যদি বাঁচিতে চাও, তবে এইরূপ কথা তুমি পুনরায় বলিবে না ॥৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যেখানে দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃপ, মহারাজ দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথীরা রহিয়াছেন—যেন দেবগণে পরিবৃত

বিরাট উবাচ।

বহুশঃ প্রতিষিদ্ধোঽসি ন চ বাচং নিযচ্ছসি।
নিয়ন্তা চেন্ন বিদ্যেত ন কশ্চিদ্ ধর্মমাচরেৎ ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রকুপিতো রাজা তমক্ষেণাহনদ্ ভৃশম্।
মুখে যুধিষ্ঠিরং কোপাদৈবমিত্যেব চৎসয়ন্ ॥৪৬

বলবৎ প্রতিবিদ্ধস্য ততঃ শোণিতমাবহৎ।
তদপ্রাপ্তং মহীং পার্থঃ পাণিভ্যাং প্রত্যগৃহ্ণত ॥৪৭

অবৈক্ষত স ধর্মাত্মা দ্রৌপদীং পার্শ্বতঃ স্থিতাম্।
সা জ্ঞাত্বা তমভিপ্রায়ং ভর্তুশ্চিত্তবশানুগা ॥৪৮

পাত্রে গৃহীত্বা সৌবর্ণং জলপূর্ণমনিন্দিতা।
তচ্ছোণিতং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যৎ প্রস্রাব ততঃ ॥৪৯

অথোত্তরঃ শুভৈর্গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
অবকীর্য্যমাণঃ সংহৃষ্টো নগরং সৈরমাগতঃ ॥৫০

সন্তাজ্যমানঃ পৌরৈশ্চ স্ত্রীভির্জানপদৈস্তথা।
আসাদ্য ভবনদ্বারং পিত্রে সম্প্রত্যবেদয়ৎ ॥৫১

ততো দ্বাঃস্থঃ প্রবিশ্যৈব বিরাটমিদমব্রবীৎ।
বৃহন্নলাসহায়শ্চ পুত্রো দ্বার্যুত্তরঃ স্থিতঃ ॥৫২

ততো হৃষ্টো মৎস্যরাজঃ কঙ্কমেবমথাব্রবীৎ।
প্রবেশ্যতামুভৌ তূর্ণং দর্শনেঽস্য মমোভয়োঃ ॥৫৩

সাক্ষাৎ দেবরাজ বৃহন্নলা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সম্মিলিত সেই বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে ?৪১-৪২

বাহুবলে যাহার তুল্য কেহ হয় নাই এবং হইবেও না, যাহার যুদ্ধ দেখিলে অতিশয় আনন্দ হয়, যে সম্মিলিত সুরাসুরসমন্বিত সমস্ত মানবকে জয় করিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তির সহায়তায় আপনার পুত্র বিজয়ী হইবে না কেন ?৪৩-৪৪

বিরাট বলিলেন,—তোমাকে অনেকবার বারণ করিয়াছি, তথাপি তুমি বাক্য সংযত করিলে না। শাসনকর্ত্তা না থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে না।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সক্রোধে 'কৈবর্ত' বলিয়া ভর্ৎসনা করত ক্রোধে মুখের উপর জোরে পাশার গুটীদ্বারা আঘাত করিলেন।৪৬

জোর আঘাতে নাসিকা হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাহা মাটীতে পড়িতে না পড়িতেই যুধিষ্ঠির দুই হাতে ধরিয়া ফেলিলেন।৪৭

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তিনী অনিন্দিতা দ্রৌপদী সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র লইয়া নাসিকার বাড়ী হইতে যাহা ক্ষরিত হইতেছিল, সেই রুধির তাহাতে ধরিয়া লইলেন।৪৮-৪৯

অনন্তর উত্তম গন্ধ ও বিবিধ মাল্যের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া আনন্দিত উত্তর স্বচ্ছন্দ গতিতে নগরে প্রবেশ করিলেন।৫০

পৌরজনগণ, রমণীগণ ও জনপদবাসীদিগের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া উত্তর রাজভবনের দ্বারদেশে আসিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।৫১

তারপর দ্বারপাল প্রবেশ করিয়া বিরাটরাজাকে এই কথা বলিল যে, বৃহন্নলার সহিত পুত্র উত্তর দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে।৫২

তখন মৎস্যরাজ আনন্দিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন,—উভয়কেই সত্বর লইয়া আইস। আমি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছুক।৫৩

ক্ষত্তারং কুরুরাজস্য শনৈঃ কর্ণ উপাজপৎ।
উত্তরঃ প্রবিশত্বেকো ন প্রবেশ্যা বৃহন্নলা ॥৫৪

এতস্য হি মহাবাহো ব্রতমেতৎ সমাহিতম্।
যো মমাঙ্গে ব্রণং কুর্য্যাচ্ছোণিতং বাপি দর্শয়েৎ।
অস্ত্রত্র সংগ্রামগতান্ন স জীবেৎ কথঞ্চন ॥৫৫

ন মুচ্যাদ্ ভূশসংক্রুদ্ধো মাং দৃষ্ট্বা তু সশোণিতম্।
বিরাটমিহ সামাত্যং হন্যাৎ সবলবাহনম্ ॥৫৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো রাজ্ঞঃ সুতো জ্যেষ্ঠঃ প্রাবিশৎ পৃথিবীশ্বরঃ।
সোঽভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ কঙ্কং চাপ্যুপতস্থিবান্ ॥৫৭

ততো রুধিরসংযুক্তমনেকাগ্রমনাগসম্।
ভূশাবাসীনমেকান্তে সৈরন্ধ্র্যা প্রত্যুপস্থিতম্ ॥৫৮

ততঃ পপ্রচ্ছ পিতরং ত্বরমাণ ইবোত্তরঃ।
কেনায়ং তাড়িতো রাজন্ কেন পাপমিদং কৃতম্ ॥৫৯

বিরাট উবাচ।
ময়ায়ং তাড়িতো মিত্রো ন চাপ্যেতাবদর্হতি।
প্রশস্যমানে বহুধা ত্বয়ি যদ্বং প্রশংসতি ॥৬০

উত্তর উবাচ।
অকার্য্যং তে কৃতং রাজন্ ক্ষিপ্রমেব প্রসাদ্যতাম্।
যা ত্বাং ব্রহ্মবিধং ঘোরং সমূলন্হি নির্দহেৎ ॥৬১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স পুত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা বিরাটো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
ক্ষময়ামাস কৌন্তেয়ং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥৬২

ক্ষময়ন্তং তু রাজানং পাণ্ডবঃ প্রত্যভাষত।
চিরং ক্ষান্তমিদং রাজন্ ন মন্যুবিশতে মম ॥৬৩

যদি হ্যেতৎ পতেদ্ ভূমৌ রুধিরং মম বক্ত্রতঃ।
ন রাষ্ট্রং ত্বং মহারাজ চিরমেধা ন সংশয়ঃ ॥৬৪

যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে দ্বারপালের কর্ণে বলিয়া দিলেন যে, উত্তর একাই প্রবেশ করুক, বৃহন্নলাকে প্রবেশ করাইও না।৫৪

উহার এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রগত না হইলে যে আমার গাত্রে ক্ষত করিবে বা রক্তপাত ঘটাইবে, সে কোনরূপেই বাঁচিবে না।৫৫

সে আমাকে শোণিতযুক্ত দেখিলে সহ্য করিবে না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অমাত্য, সৈন্য ও বাহন-সহ বিরাটরাজাকে হত্যা করিবে।৫৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিঞ্জয় (উত্তর) প্রবেশ করিলেন। উত্তর পিতার চরণে অভিবাদন করিয়া তারপর একপ্রান্তে ভূতলে উপবিষ্ট শোণিতাপ্লুত, অস্থিরপ্রায়, নিরপরাধ, সৈরন্ধ্রীকর্তৃক সুশ্রূষিত কঙ্কের নিকট উপস্থিত হইলেন।৫৭-৫৮

তারপর উত্তর যেন ব্যস্ত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? কে এই পাপ করিয়াছে?৫৯

বিরাট বলিলেন,—এই ক্রূরটাকে আমি প্রহার করিয়াছি। এ শুধু এইটুকু প্রহারের যোগ্য নহে—যেহেতু তোমার মত বীরের প্রশংসাকালে সে নপুংসকটার প্রশংসা করে।৬০

উত্তর বলিলেন,—রাজন্! আপনি অকার্য্য করিয়াছেন, সত্বর ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। ঘোর ব্রহ্ম-বিদ্ আপনাকে সমূলে ভস্মীভূত না করুক।৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজ্যবর্দ্ধনকারী রাজা বিরাট পুত্রের কথা শুনিয়া ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৬২

রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! বহু পূর্ব্বেই আমি ইহা ক্ষমা করিয়াছি, আমার কোন ক্রোধ নাই।৬৩

ন দুষয়ামি তে রাজন্ যদ্ বৈ হন্যাদদূষকম্।
বলবন্তঃ প্রভুং রাজন্ ক্ষিপ্রং দারুণমাপ্নুয়াৎ ॥৬৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শোণিতে তু ব্যতিক্রান্তে প্রবিবেশ বৃহন্নলা।
অভিবাদ্য বিরাটং তু কঙ্কং চাপ্যুপতিষ্ঠত ॥৬৬

আমন্ত্রিতা তু কৌরব্যং রণাদুত্তরমাগতম্।
প্রশশংস ততো মৎস্যঃ শৃণ্বতঃ সব্যসাচিনঃ ॥৬৭

ত্বয়া সদৃশবানস্মি কৈকেয়ীনন্দিবর্দ্ধন।
ত্বয়া যে সদৃশঃ পুত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥৬৮

পদং পদসহস্রেণ যস্তরন্ নাপরাধ্যতি।
তেন কর্ণেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৬৯

মনুষ্যলোকে সকলে যস্য তুল্যো ন বিদ্যতে।
তেন ভীষ্মেণ তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭০

আচার্য্যো বৃষ্ণিবীরাণাং কৌরবাণাঞ্চ যো দ্বিজঃ।
সর্বাস্ত্রজ্ঞশ্চ চাচার্য্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
তেন দ্রোণেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭১

আচার্য্যপুত্রো যঃ শূরঃ সর্বশস্ত্রভৃতামপি।
অশ্বত্থামেতি বিখ্যাতস্তেনাসীৎ সঙ্গমঃ কথম্ ॥৭২

রূপে যং প্রেক্ষ্য সীদন্তি হতস্বা বণিজো যথা।
কৃপেণ তেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭৩

পর্বতং যোঽভিবিধ্যেত রাজপুত্রো মহেষুভিঃ।
দুর্য্যোধনেন তে তাত কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥৭৪

মহারাজ! যদি আমার নাসিকানাড়ী হইতে নির্গত এই রক্ত ভূতলে পতিত হইত, তাহা হইলে আপনি রাজ্যসহ বিনাশপ্রাপ্ত হইতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।৬৪

রাজন্! আমি নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে আঘাত করায় জন্য আপনাকে দোষী করিতেছি না। কারণ বলবান্ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরও প্রায় শীঘ্রই এইরূপ দারুণ কর্ম্ম করিবার অবসর আসে।৬৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রক্তপাত বন্ধ হইলে বৃহন্নলা প্রবেশ করিলেন এবং বিরাটরাজাকে অভিবাদন করিয়া কঙ্ককেও প্রণাম করিলেন।৬৬

মৎস্যরাজ বিরাট যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করাইয়া যুদ্ধপ্রত্যাগত উত্তরকে অর্জ্জুনের সমক্ষেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৬৭

কৈকেয়ীর আনন্দদায়ক পুত্র! আজ তোমার দ্বারা আমি পুত্রবান্। তোমার মত পুত্র আমার আর হয় নাই, হইবেও না।৬৮

বৎস! যুগপৎ সহস্র লক্ষ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়াও যাঁহার শরক্ষেপ লক্ষ্যচ্যুত হয় না, আর যিনি সহস্রপদে বিচরণ করিতে থাকিয়াও লক্ষ্যচ্যুত হন না—সেই কর্ণের সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইল।৬৯

বৎস! সমগ্র মর্ত্যলোকে যাঁহার তুল্য বীর নাই, সেই ভীষ্মের সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইল।৭০

হে বৎস! যিনি বৃষ্ণিবংশীয় ও কুরুবংশীয় সমস্ত বীরগণের আচার্য্য, যে ব্রাহ্মণ সমস্ত শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়ের যিনি গুরু, সেই দ্রোণাচার্য্যের সহিত তোমার কিরূপ যুদ্ধ হইল।৭১

আচার্য্যের পুত্র, যিনি অশ্বত্থামানামে বিখ্যাত, সমস্ত শস্ত্রধারীর মধ্যে যিনি বীর, তাঁহার সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইল।৭২

সমরক্ষেত্রে যাঁহাকে দেখিলে যোদ্ধারা সর্ব্বস্বহারা বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, বৎস! সেই কৃপাচার্য্যের সহিত তোমার কি প্রকারে যুদ্ধ হইল।৭৩

যে রাজপুত্র মহাবাণ দ্বারা পর্ব্বতকেও বিদ্ধ করিতে পারেন, বৎস! সেই দুর্য্যোধনের সহিত তোমার কিরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল।৭৪

অবগাঢ়া বিষন্নো মে মুখো বাতোঽভিবাতি মাম্ ।
যত্র বনমথাজৈষীঃ কুরুভির্গুপ্তমাহবে ॥৭৫
তেষাং ভয়াভিপন্নানাং সর্বেষাং বলশালিনাম্ ।
মুখং প্রকাল্য তাম্ সর্বাংস্ত্বয়া যুধি নমর্দত ।

আচ্ছিন্নং গোধনং সর্বং শার্দূলেনামিষং যথা ॥৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
বিরাটোত্তরসংবাদে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮

তুমি কৌরবগণের হস্তগত গোধনগুলি জয় করিয়া আনিয়াছ, আমার শত্রুগণ আলোড়িত হইয়াছে। ইহা সুখকর বায়ু হইয়া আমার দিকে প্রবাহিত হইতেছে।৭৫

সেই বলশালী ও ভয়াভিভূত কৌরবগণের অধীনে স্থিত গোধনগুলিকে তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে তাহাদের সকলকে তাড়াইয়া দিয়া ব্যাঘ্র যেরূপে মাংস ছিনাইয়া আনে, সেইরূপ ছিনাইয়া আনিয়াছ।৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে বিরাট ও উত্তরের কথোপকথনে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[বিজয়বিষয়মধিকৃত্য বিরাটোত্তরয়োরালাপঃ।]

উত্তর উবাচ ।

ন ময়া নির্জিতা গাবো ন ময়া নির্জিতাঃ পরে ।
কৃতং তৎ সকলং তেন দেবপুত্রেণ কেনচিৎ ॥১
স হি ভীতং দ্রবন্তং মাং দেবপুত্রো ন্যবর্তয়ৎ ।
স চাতিষ্ঠদ্ রথোপস্থে বজ্রসংহননো যুবা ॥২
তেন তা নির্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পরাজিতাঃ ।
তস্য তৎ কর্ম বীরস্য ন ময়া তাত তৎ কৃতম্ ॥৩

স হি শারদ্বতং ত্রোণং দ্রোণপুত্রঞ্চ ষড়্রথান্ ।
সূতপুত্রঞ্চ ভীষ্মঞ্চ চকার বিমুখাঞ্ছরৈঃ ॥৪
দুর্যোধনং বিকর্ণঞ্চ সমাগম্য মুখপম্ ।
প্রভগ্নরথবীর্যং ভীতং রাজপুত্রং মহাবলঃ ॥৫
ন হস্তিনাপুরে ত্রাণং তব পশ্যামি কিঞ্চন ।
ব্যায়ামেন পরীপ্সস্ব জীবিতং কৌরবাত্মজ ॥৬

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বিরাট এবং উত্তরের বিজয়বিষয়ক আলাপ।]

উত্তর বলিলেন,—আমি গোধন উদ্ধার করি নাই, আমি শত্রুগণকেও পরাজিত করি নাই। সে সমস্তই কোন এক দেবপুত্র করিয়াছেন।১

আমি ভয়ে পলাইয়া আসিতেছিলাম, সেই দেবপুত্র আমাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন এবং তিনি স্বয়ং রথোপরি অবস্থান করিলেন। তিনি যুবক, তাঁহার দেহ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়।২

তিনিই সেই গোধনগুলি জয় করিয়া দিয়াছেন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। হে পিতঃ! সেই বীরেরই এই সমস্ত কার্য্য, আমি তাহা করি নাই।৩

তিনিই কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও ভীষ্ম—এই ছয়রথীকে এবং যূথপতি গজকল্প রাজপুত্র

ন মোক্ষ্যসে পলায়ংস্ত্বং রাজন্ যুদ্ধে মনঃ কুরু।
পৃথিবীং ভোক্ষ্যসে জিত্বা হতো বা স্বর্গমাপ্স্যসি ॥৭
স নিবৃত্তো নরব্যাঘ্রো যুক্তম্ যন্ত্রনিভাঙ্ঘ্রিণম্।
সচিবৈঃ সংবৃতো রাজা রথে নাগ ইব স্বসন্ ॥৮
তং দৃষ্ট্বা রোমহর্ষোঽভূদুরুকম্পশ্চ মারিষ।
স তত্র সিংহসঙ্কাশধনীকং ব্যবসচ্ছরৈঃ ॥৯
তৎ প্রভুগ্ন রথানীকং সিংহসংহননো যুবা।
কুরূংস্তান্ প্রহসন্ রাজন্ সংমিতান্ ছত্রবাসসঃ ॥১০
একেন তেন বীরেণ ষড্ রথাঃ পরিনির্জিতাঃ।
শার্দূলেনেব মত্তেন যথা বনচরা মৃগাঃ ॥১১

বিরাট উবাচ।

ক স বীরো মহাবাহুর্দেবপুত্রো মহাযশাঃ।
যো মে ধনমথাজৈষীৎ কুরুভির্গুপ্তমাহবে ॥১২
ইচ্ছামি তমহং দ্রষ্টুমর্চিতুঞ্চ মহাবলম্।
যেন মে রক্ষ গাবশ্চ রক্ষিতা দেবসূনুনা ॥১৩

উত্তর উবাচ।

অন্তর্ধানং গতস্তত্র দেবপুত্রো মহাবলঃ।
স তু শ্বো বা পরশ্বো বা মধ্যে প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাখ্যায়মানং তু ছন্নং সত্ত্বেন পাণ্ডবম্।
বসন্তং তত্র নাজ্ঞাসীদ্ বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥১৫

ততঃ পার্থোঽভ্যনুজ্ঞাতো বিরাটেন মহাত্মনা।
প্রযযৌ তানি বাসাংসি বিরাটস্যাহরন্ স্বয়ম্ ॥১৬

দুর্যোধন ও বিকর্ণকে বাণ দ্বারা পরাস্ত করিয়াছেন। সেই মহাবীর পরাজিত ও ভীত দুর্যোধনকে বলিয়াছিলেন,—হে কৌরবাধম! হস্তিনাপুরেও তোমার জীবন রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। এখন দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন রক্ষা কর।৪-৬

তুমি যুদ্ধদ্বারা জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। রাজন্! তুমি পলাইয়া মুক্তি পাইবে না, যুদ্ধে মনঃস্থির কর, জয়লাভ করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে অথবা নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিবে।৭

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন রথমধ্যে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে সহকারীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং বজ্রতুল্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৮

হে পূজনীয় পিতৃদেব! তাঁহাকে দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ হইল এবং উরু কাঁপিতে লাগিল। সেই সিংহতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট যুবক তখন সেই রথবৃন্দকে হটাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে শর-প্রহার করিয়া সিংহসদৃশ সেই সৈন্যকে এবং সেই মূর্চ্ছিত ও ছত্রবস্ত্র কৌরবগণকে পরাজিত করিলেন।৯-১০

মত্ত শার্দূলের ন্যায় সেই বীর একাই ছয় রথীকে বনচর পশুবৎ পরাজিত করিয়াছেন।১১

বিরাট বলিলেন,—যিনি কৌরবগণ কর্তৃক অপহৃত আমার ধন জয় করিয়া দিয়াছেন, সেই মহাবাহু মহাযশস্বী মহাবীর দেবপুত্র কোথায়?১২

যে দেবপুত্র আমার গোধনগুলিকে এবং তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি সেই মহাবীরকে দেখিতে এবং অর্চনা করিতে ইচ্ছা করি।১৩

উত্তর বলিলেন,—মহাবলশালী দেবপুত্র সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মনে হয়, তিনি আগামীকল্য বা তৎপরদিনে আত্মপ্রকাশ করিবেন।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই প্রকারে অভিহিত ও সেখানে ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিত পাণ্ডবকে সৈন্যাধিপতি বিরাট রাজা জানিতে পারিলেন না।১৫

উত্তরা তু মহার্হাণি বিবিধানি নবানি চ।
প্রতিগৃহ্যাভবৎ প্রীতা তানি বাসাংসি ভামিনী ॥১৭
মন্ত্রয়িত্বা তু কৌন্তেয় উত্তরেণ মহাত্মনা।
ইতিকর্তব্যতাং সর্বাং রাজন্ পার্থে যুধিষ্ঠিরে ॥১৮
ততস্তথা তদ্ ব্যদধাদ্ যথাবৎ পুরুষর্ষভ।
সহ পুত্রেণ মৎস্যস্য প্রহৃষ্টা ভরতর্ষভাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি বিরাটোত্তরদংবাদে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

তারপর মহাত্মা বিরাটরাজার অনুমতি লইয়া অর্জুন সেই বস্ত্রগুলি উত্তরাকে স্বহস্তে প্রদান করিলেন।১৬

অভিমানশীলা উত্তরা সেই নানা প্রকারের মহামূল্য নূতন বস্ত্রগুলি পাইয়া প্রীত হইলেন।১৭

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্ জনমেজয়। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের সর্বসমক্ষে পরিচয়প্রদান-বিষয়ে উত্তরাচেষ্টা উত্তরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তারপর সেইভাবে তাহা যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেন। তখন উত্তরের সহিত ভরতকুলভূষণ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইলেন।১৮-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে বিরাট ও উত্তরের কথোপকথনে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৯

(বৈবাহিকপর্ব)

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন বিরাটসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য পরিচয়দানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তৃতীয়ে দিবসে ভ্রাতরঃ পঞ্চপাণ্ডবাঃ।
স্নাতাঃ শুক্লাম্বরধরাঃ সমযে চরিতব্রতাঃ ॥১
যুধিষ্ঠিরং পুরস্কৃত্য সর্বাভরণভূষিতাঃ।
বাধি মত্তা যথা নাগা ভ্রাজমানা মহারথাঃ ॥২
বিরাটস্য সভাং গত্বা ভূমিপালাসনেষথ।
নিষেদুঃ পাবকপ্রখ্যাঃ সর্বে দ্বিজোদিবাগ্নয়ঃ ॥৩
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ।
আজগাম সভাং কর্তুং রাজকার্য্যাণি সর্বশঃ ॥৪

(বৈবাহিকপর্ব)

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক বিরাটের নিকট যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরবর্তী তৃতীয় দিবসে পঞ্চ ভ্রাতা মহারথ পাণ্ডবেরা স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করত যথাসময়ে নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিত মত্ত হস্তীর ন্যায় শোভান্বিত ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বিরাটরাজার সভায় গমন করিলেন এবং অগ্নিশালায় অগ্নির ন্যায় রাজাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন করিলেন।১-৩

তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইবার পরে রাজা বিরাট সর্ব্বতোভাবে রাজকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য সভায় আগমন করিলেন।৪

শ্রিয়তঃ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা জ্বলতঃ পাবকানিব।
মুহূর্তমিব চ ধ্যাত্বা সরোষঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৫
অথ মৎস্যোঽব্রবীদ্ বক্কং দেবরূপমিব স্থিতম্।
মরুদ্গণৈরুপাসীনং ত্রিদশানামিবেশ্বরম্ ॥৬
স কিলাক্ষাভিবাপজ্ঞ সভায়াংবো ময়া কৃতঃ।
অথ রাজাসনে কস্মাদুপবিষ্টস্ত্বমক্ষহৃৎ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পরিহাসেপ্সয়া বাক্যং বিরাটস্ত নিশম্য তৎ।
স্ময়মানোঽর্জুনঃ রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮

অর্জুন উবাচ।

ইন্দ্রস্যার্ধাসনং রাজন্নধারোঢ়ুমর্হতি।
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রুতবাংস্ত্যাগী যজ্ঞশীলো দৃঢ়ব্রতঃ ॥৯
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বার্ষ্যবতাং বরঃ।
এষ বুদ্ধ্যাধিকো লোকে তপসাচ পরায়ণম্ ॥১০
এষোঽস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ন চৈবান্যঃ পুমান্ বেত্তি ন বেৎস্যতি কদাচন ॥১১
ন দেবা নাসুরা কেচিন্ন মনুষ্যা ন রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥১২
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পাণ্ডবানামতিরথো যজ্ঞধর্মপরো বশী ॥১৩
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ।
বলবান্ ধৃতিমান্ দক্ষঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সকলৈশ্চৈব শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥১৪
যথা পুনর্মহাতেজা লোকানাং পরিরক্ষিতা।
এষমেব মহাতেজাঃ প্রজানুগ্রহকারকঃ ॥১৫

রাজা বিরাট প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল শোভান্বিত পাণ্ডবগণকে দেখিয়া যেন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া দেবতুল্য আকৃতি-বিশিষ্ট ও দেবগণ কর্তৃক উপাসিত দেবরাজের ন্যায় অবস্থিত কঙ্ককে বলিলেন—।৫-৬

তুমি সেই অক্ষিসখ অক্ষক্রীড়াকারী, তোমাকে আমি সভাসদ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি অলঙ্কৃত হইয়া রাজাসনে উপবেশন করিয়াছ কেন ?৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। পরিহাসেচ্ছায় বিরাটের সেই বাক্য শুনিয়া অর্জুন হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—৮

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্। ইনি ইন্দ্রের আসনার্দ্ধে বসিবার যোগ্য, বেদনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, দানী ও যজ্ঞপরায়ণ এবং কঠোর ধর্মনিষ্ঠ।৯

ইনি মূর্তিমান্ ধর্মস্বরূপ, ইনি সমস্ত বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি জগতে বুদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা বড় এবং ধর্মের পরম আশ্রয়।১০

ইনি বহুবিধ অস্ত্র জানেন। চরাচরসমন্বিত ত্রিভুবনে অন্য কোন লোক তাহা জানে না ও কখনও জানিবেও না।১১

কোন দেবতা, অসুর, মনুষ্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, মহানাগ প্রভৃতিও সে সমস্ত অস্ত্র জানে না এবং জানিবেও না।১২

ইনি দীর্ঘদর্শী, মহাতেজস্বী, নাগরিক ও জনপদবাসীদের প্রিয়, ইনি অতিরথ, ইনি যজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ, সংযমী, সর্বলোকবিখ্যাত মহর্ষি-কল্প রাজর্ষি। ইনি বীর, ধীর, দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ধনে ও সঞ্চয়ে ইন্দ্র ও কুবেরের সমকক্ষ।১৩-১৪

মহাতেজস্বী মনু যেমন জনগণের রক্ষক ছিলেন, মহাতেজস্বী ইনিও সেরূপ প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ।১৫

অয়ং কুরূণাম্বৃষভো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্য কীর্তিঃ স্থিতা লোকে সূর্যস্যেবোদ্যতঃ প্রভা ॥১৬

সংসর্পন্তি দিশঃ সর্বা যশসোঽস্য ইবাংশবঃ।
উদিতস্যেব সূর্যস্য তেজসোঽস্য গভস্তয়ঃ ॥১৭

এনং দশসহস্রাণি কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
অন্বযুঃ পৃষ্ঠতো রাজন্ বারয়ন্ত্যবসৎ কুরূন্ ॥১৮

ত্রিংশদেনং সহস্রাণি রথাঃ কাঞ্চনমালিনঃ
সদশ্বৈরুপসম্পন্নাঃ পৃষ্ঠতোঽনুযযুস্তদা ॥১৯

এনমষ্টশতাঃ সূতাঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
অক্রন্থন্ মাগধৈঃ সার্ধং পুরা শক্রমিবর্ষয়ঃ ॥২০

এনং নিত্যমুপাসন্ত কুরবঃ কিঙ্করা যথা।
সর্বে চ রাজন্ রাজানো বনেশ্বরমিবামরাঃ ॥২১

এষ সর্বান্ মহীপালান্ বশগান্ সমকারয়ৎ।
বৈশ্যানিব মহাতাপো বিবশান্ স্ববশানপি ॥২২

অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
ঊর্ধ্বরেতসাং রাজানমেনং গৃহপতিব্রতম্ ॥২৩

এষ বৃদ্ধানথাধাংশ্চ পঙ্গূন্ধাংশ্চ মানবান্।
পুত্রবৎ পালয়ামাস প্রজা ধর্মেণ বৈ বিভুঃ ॥২৪

এষ ধর্মে দমে চৈব ক্রোধে চাপি জিতব্রতঃ।
মহাপ্রসাদো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ পার্থিবঃ ॥২৫

শীঘ্রং তাপেন চৈতস্য তপ্যতে ন সুযোধনঃ।
সগণঃ সহ কর্ণেন সৌবলেনাপি বা বিভুঃ ॥২৬

ন শক্যন্তে হ্যস্য গুণাঃ প্রসংখ্যাতুং নরেশ্বর।
এষ ধর্মপথো নিত্যমানৃশংস্যঞ্চ পাণ্ডবঃ ॥২৭

ইনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, উদীয়মান সূর্যের প্রভার ন্যায় ইহার কীর্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত ।১৬

ইনি সমুদিত সূর্যের ন্যায় শান্ত প্রভাবিশিষ্ট। সেই সূর্যের কিরণমালার ন্যায় ইহার যশের জ্যোতি ইহার পরাক্রমের পশ্চাতে সর্বদিকে প্রসারিত হইয়া থাকে ।১৭

রাজন্! যখন ইনি কুরুদেশে বাস করিতেন, তখন বলবান্ দশহাজার হস্তী ইহার পশ্চাতে অনুগামী হইত ।১৮

তৎকালে উত্তম-অশ্ববাহিত সুবর্ণমাল্য-ভূষিত ত্রিশ হাজার রথ ইহার পশ্চাতে গমন করিত ।১৯

ঋষিগণ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের স্তুতিগান করেন, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত মণিময় কুণ্ডলধারী আটশত বৈতালিক চারণগণের সহিত ইহার স্তুতিগান করিত ।২০

হে রাজন্! দেবগণ যেমন কুবেরের সেবা করেন, সেইরূপ কুরুগণ এবং সমস্ত রাজবৃন্দ কিঙ্করের ন্যায় নিত্য ইঁহার সেবা করিত ।২১

এই মহাতাপ সমস্ত স্বাধীন রাজাকে বশীভূত করিয়া বৈশ্যের ন্যায় ঔহাদিগকে করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন ।২২

ধর্মপরায়ণ এই রাজা অশীতি হাজার শ্রেষ্ঠ মহাত্মা স্নাতকের (সমাপ্তবিদ্য ব্রহ্মচারীর) উপজীব্য ছিলেন ।২৩

এই রাজা বৃদ্ধ, অনাথ ও পঙ্গু মানবগণকে প্রজাধর্মে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন ।২৪

এই রাজা ধর্মপালন ও ইন্দ্রিয়দমনে তৎপর ক্রোধকে বশীভূত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণসেবী। ইহার অনুগ্রহ মহাফলদায়ক ।২৫

শীঘ্রই ইহার প্রতাপে সেই রাজা দুর্যোধন শক্তিশালী হইলেও কর্ণ, শকুনি ও অনুচরবৃন্দের সহিত সন্তপ্ত হইবে ।২৬

রাজন্! ইহার গুণাবলী গণনার অতীত। এই যুধিষ্ঠির নিয়তই ধর্মপরায়ণ এবং দয়ালু ।২৭

এবং যুক্তো মহারাজঃ পাণ্ডবঃ পার্থিবর্ষভঃ।
কথং নার্হতি রাজার্হমাসনং পৃথিবীপতে ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি
পাণ্ডবপ্রকাশে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০

হে ভূপতে! এইরূপ উপযুক্ত রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজাসনে বসিবার যোগ্য হইবেন না কেন?।৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্বে পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অন্যান্যপাণ্ডবৈঃ সহ বিরাটস্য পরিচয়ঃ, বিরাটেন যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যস্য সমর্পণম্, অর্জুনেন সহ উত্তরায়া বিবাহপ্রস্তাবশ্চ।]

বিরাট উবাচ।
যদ্যেষ রাজা কৌরব্যঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
কতমোঽস্যার্জুনো ভ্রাতা ভীমশ্চ তস্যতো বলী ॥১
নকুলঃ সহদেবো বা দ্রৌপদী বা যশস্বিনী।
যদা দ্যূতজিতাঃ পার্থা ন প্রাজ্ঞায়ন্ত তে ক্বচিৎ ॥২

অর্জুন উবাচ।
য এষ বল্লবো নাম সূপস্তব নরাধিপ।
এষ ভীমো মহারাজ ভীমবেগপরাক্রমঃ ॥৩
এষ ক্রোধবশান্ হত্বা পর্বতে গন্ধমাদনে।
সৌগন্ধিকানি দিব্যানি কৃষ্ণার্থে সমুপাহরৎ ॥৪
গন্ধর্ব এষ বৈ হন্তা কীচকানাং দুরাত্মনাম্।
ব্যাঘ্রানৃক্ষান্ বরাহাংশ্চ হতবান্ ক্রীপুরে তব ॥৫
(হিড়িম্বঞ্চ বকং চৈব কির্মীরঞ্চ মহাবলম্।
হত্বা নিষ্কণ্টকং চক্রেঽরণ্যং সর্বতঃ সুখম্ ॥)
যশ্চাপীড়মথাক্রন্দে নকুলোঽয়ং পরন্তপঃ।
গোপ্যাঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ ॥৬

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অন্যান্য পাণ্ডবগণের সহিত বিরাটের পরিচয়, বিরাটকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যসমর্পণ এবং উত্তরার বিবাহ প্রস্তাব।]

বিরাট বলিলেন,—যদি ইনি কুরুবংশীয় রাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, তবে ইঁহার ভ্রাতা অর্জুন কোনটী এবং বলবান্ ভীমই বা কোন্‌টী?।১

নকুল, সহদেব এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কোথায়? পাণ্ডবগণ যখন দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন তারপরে তাঁহাদিগকে ত' আর কোথাও আমা যায় নাই।২

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! এই যিনি আপনার পাচক বল্লভ বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিই ভীমপরাক্রমশালী ভীম।৩

ইনিই গন্ধমাদন পর্বতে ক্রোধবশনামক গন্ধর্বদিগকে হত্যা করিয়া দ্রৌপদীর জন্য স্বর্গীয় সৌগন্ধিক পুষ্প আহরণ করিয়াছিলেন।৪

ইনিই দুরাত্মা কীচকগণের হত্যাকারী গন্ধর্ব। ইনিই আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহদিগকে হত্যা করিয়াছেন।৫

শৃঙ্গারবেশাভরণৌ রূপবন্তৌ যশস্বিনৌ।
মহারথসহস্রাণাং সমর্থৌ ভরতর্ষভৌ ॥৭

এষা পদ্মপলাশাক্ষী সুমধ্যা চারুহাসিনী।
সৈরন্ধ্রী দ্রৌপদী রাজন্ যস্যার্থে কীচকা হতাঃ ॥৮

অর্জুনোঽহং মহারাজ ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ।
ভীমসেনজঃ পার্থো যমাভ্যাং চাপি পূর্বজঃ ॥৯

উষিতাঃ স্মো মহারাজ সুখং তব নিবেশনে।
অজ্ঞাতবাসমুষিতা মর্তবাস ইব প্রজাঃ ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ

যদার্জুনেন তে বীরাঃ কথিতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
তদার্জুনস্য বৈরাটিঃ কথয়ামাস বিক্রমম্ ॥১১

পুনরেব চ তান্ পার্থান্ দর্শয়ামাস চোত্তরঃ ॥১২

(বিরাট্, যজ্ঞ, বিষ্ণুর ও ঘটাসুরকে বধ করিয়া ইনি অরণ্যকে সর্বতোভাবে নিষ্কণ্টক ও সুখাবহ করিয়াছেন।)

যে আপনার অশ্ববন্ধনে নিযুক্ত ছিল, সে নকুল এবং যে ব্যক্তি গো-পরিসংখ্যানে নিযুক্ত ছিল, সে সহদেব।৬

উত্তম বেশ ও উত্তম আভরণধারী রূপবান্, যশস্বী, মহারথীর প্রতিযোধে সমর্থ ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এই দুই মহারথ মাদ্রীর পুত্র।

যে রাজন্! এই পদ্মপলাশলোচনা সুমধ্যমা, চারুহাসিনী সৈরন্ধ্রী—যাহার জন্য কীচকেরা নিহত হইয়াছে—ইনিই দ্রৌপদী।৮

মহারাজ! আপনি নিশ্চয় শুনিয়াছেন আমি ভীমের কনিষ্ঠ ও নকুল-সহদেবের জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র অর্জুন।৯

মহারাজ! লোকে যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে, আমরা সেইরূপ আপনার গৃহে সুখেই অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।১০

উত্তর উবাচ।

য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌর-
স্তনুর্মহান্ সিংহ ইব প্রবৃদ্ধঃ।
প্রচণ্ডঘোষঃ পৃথুদীর্ঘনেত্র-
স্তাম্রায়তাক্ষঃ কুরুরাজ এষ ॥১৩

অয়ং পুনর্মত্তগজেন্দ্রগামী
প্রতপ্তচামীকরশুদ্ধগৌরঃ।
পৃথ্বায়তাংসো গুরুদীর্ঘবাহু-
র্বৃকোদরঃ পশ্যত পাণ্ডবেয়ম্ ॥১৪

যস্যৈষ পার্শ্বেঽস্য মহাধনুষ্মান্
শ্যামো যুবা বারণযূথপোপমঃ।
সিংহোরুতাংসো গজরাজগামী
পদ্মায়তাক্ষোঽর্জুন এষ বীরঃ ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন যখন বীর পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয় দিলেন, তখন উত্তর অর্জুনের পরাক্রমের কথা বলিল।১১

উত্তরও পুনরায় পাণ্ডবগণকে দেখাইয়া দিল।১২

উত্তর বলিল,—এই যিনি হিমালয়ের মহা-সিংহের ন্যায়, যাঁহার দেহ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, যাঁহার নাসিকা স্থূল ও নেত্র স্থূল, দীর্ঘাকৃতি ও তাম্রবর্ণ—ইনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠির।১৩

আর এই মত্তহস্তীর ন্যায় যাঁহার গমন, উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্থূল ও দীর্ঘ যাঁহার শরীর, বাহুযুগল স্থূল ও বিশাল—ইনি বৃকোদর। ইঁহাকে দেখুন, দেখুন।১৪

ইঁহার পার্শ্বে এই যে মহাধনুর্ধর, শ্যামবর্ণ, যুবপতি-হস্তীর ন্যায় স্থূল যুবক—যাঁহার গমন গজরাজের ন্যায়, যাঁহার স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত, যাঁহার নয়ন পদ্মদলের ন্যায় আয়ত—ইনিই বীর অর্জুন।১৫

রাজ্ঞঃ সমীপে পুরুষোত্তমৌ তু
যমাবিমৌ বিষ্ণু-মহেন্দ্রকল্পৌ।
মনুষ্যলোকে সকলে সমোঽস্তি
বয়োঽন রূপে ন বলে ন শীলে ॥১৬

আভ্যাং তু পার্শ্বে কনকোত্তমাঙ্গী
দৈবী প্রভা মূর্তিমতীব গৌরী।
নীলোৎপলাভা সুরদেবতেব
কৃষ্ণা স্থিতা মূর্তিমতীব লক্ষ্মীঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং নিবেদ্য তাম্ পার্থান্ পাণ্ডবান্ পক্ষ ভূপতেঃ।
ততোঽর্জুনস্য বৈরাটিঃ কথয়ামাস বিক্রমম্ ॥১৮

উত্তর উবাচ।

অহং ন বিদ্যতাং হন্তা মৃগাণামিব কেসরী।
অচরদ্ রথবৃন্দেষু নিঘ্নংস্তানস্তান্ বরান্ বরান্ ॥১৯

অনেন বিদ্ধো মাতঙ্গো মহানেকেষুণা হতঃ।
সুবর্ণকক্ষঃ সংগ্রামে পতাত্যাবর্তমস্মহীম্ ॥২০

অনেন বিজিতা গাবো জিতাশ্চ কুরবো যুধি।
অস্য শঙ্খপ্রণাদেন কর্ণৌ মে বধিরীকৃতৌ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।
উত্তরং প্রত্যুবাচেদমভিপন্নো যুধিষ্ঠিরে ॥২২

প্রসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচতে।
উত্তরাঞ্চ প্রযচ্ছাশু পার্থায় যদি মন্যসে ॥২৩

উত্তর উবাচ।

আর্য্যাঃ পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ প্রাপ্তকালঞ্চ মে মতম্।
পূজ্যাস্তাং পূজনার্হাশ্চ মহাভাগাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৪

যুধিষ্ঠিরের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণু ও ইন্দ্রতুল্য এই দুইটী পুরুষপ্রবীর—নকুল ও সহদেব। সমগ্র মনুষ্যলোকে রূপে, স্বভাবে ও বলে ইহাদের তুল্য কেহ নাই।১৬

ইহাদের উভয়ের পার্শ্বে সুবর্ণালঙ্কারভূষিতা, নীলোৎপলকান্তি, লাবণ্যময়ীমূর্ত্তিবাহিনী সুরারাধ্যা গৌরীর ন্যায় ও লক্ষ্মীর ন্যায় যিনি বিরাজ করিতেছেন—ইনি দ্রৌপদী।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজার পুত্র উত্তর এইভাবে রাজার নিকট বৃহন্নলাপুত্র পঞ্চ পাণ্ডবের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া তারপরে অর্জ্জুনের পরাক্রমের কথা বলিতে লাগিল।১৮

উত্তর বলিলেন,—মৃগযূথবিনাশকারী সিংহের ন্যায় ইনিই সেই আমাদের শত্রুবিনাশকারী, ইনিই সেই সমস্ত উত্তম রথগুলি ধ্বংস করিতে করিতে রথযূথের মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন।১৯

ইনি রণক্ষেত্রে একবাণে বিদ্ধ করিয়া পার্শ্বদেশে সুবর্ণমণ্ডিত মহাহস্তীকে বধ করিয়াছেন। হস্তী নিহত হইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে।২০

ইনি কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং গাভীগুলি জয় করিয়া আনিয়াছেন। ইহার ধনুকের শব্দে আমার কর্ণযুগল বধির হইয়া গিয়াছে।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহার সেই কথা শুনিয়া প্রতাপশালী মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উত্তরকে এই কথা বলিলেন যে,—যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করাই সময়োচিত এবং আমার অভিপ্রেত। যদি তোমার মত হয়, তবে উত্তরাকেও অর্জ্জুনকে দান করি।২২-২৩

উত্তর বলিলেন,—মহাভাগ পাণ্ডবগণ মহৎ, ইহারা মান্য ও পূজ্য, পূজার যোগ্য ইহাদিগকে পূজা করা হউক, ইহা সময়োচিত এবং আমারও

বিরাট উবাচ।

অহং খল্বপি সংগ্রামে শত্রূণাং বশমাগতঃ।
মোক্ষিতো ভীমসেনেন গাবশ্চাপি জিতাস্তথা ॥২৫

এতেষাং বাহুবীর্য্যেণ অস্মাকং বিজয়ো যুধে।
এতং সর্বে সহামাত্যাঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রসাদয়ামো ভদ্রং তে সানুজং পাণ্ডবর্ষভম্ ॥২৬

যদস্মাভিরজানদ্ভিঃ কিঞ্চিদুক্তো নরাধিপঃ।
ক্ষন্তুমর্হতি তৎ সর্বং ধর্মাত্মা হ্যেষ পাণ্ডবঃ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিরাটঃ পরমাভিদুষ্টঃ
সমেত্য রাজা সময়ং চকার।
রাজ্যঞ্চ সর্বং বিসসর্জ তস্মৈ
সদণ্ডকোশং সপুরং মহাত্মা ॥২৮

পাণ্ডবাংশ্চ ততঃ সর্বান্ মৎস্যরাজঃ প্রতাপবান্।
ধনঞ্জয়ং পুরস্কৃত্য হৃষ্টো হৃষ্টেতি চাব্রবীৎ ॥২৯

সমুপাঘ্রায় মূর্ধানং সংস্পৃশ্য চ পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ ভীমঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৩০

নাতৃপ্যদ্ দর্শনে তেষাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
স প্রীয়মাণো রাজানং যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ ॥৩১

হৃষ্ট্যা ভবন্তঃ সম্প্রাপ্তাঃ সর্বে কুশলিনো বনাৎ।
হৃষ্ট্যা সম্পালিতং কৃচ্ছ্রমজ্ঞাতং বৈ দুরাত্মভিঃ ॥৩২

ইদঞ্চ রাজ্যং পার্থায় যচ্চান্যদপি কিঞ্চন।
প্রতিগৃহ্যতু তৎ সর্বং পাণ্ডবো হ্যবিশঙ্কয়া ॥৩৩

উত্তরাং প্রতিগৃহ্যাতু সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
অয়ং হ্যৌপয়িকো ভর্তা তস্যাঃ পুরুষসত্তমঃ ॥৩৪

অভিপ্রেত।২৪

বিরাট বলিলেন,—আমিও যুদ্ধে শত্রুগণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়াছেন এবং গাভীগুলি জয় করিয়া আনিয়াছেন।২৫

ইহাদের বাহুবলেই যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে। এইরূপই হউক—অনুজগণের সহিত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অমাত্যগণের সহিত আমরা সকলে প্রসন্ন করি। তোমার মঙ্গল হউক।২৬

আমরা না জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে যাহা কিছু বলিয়াছি, ধর্মাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তৎসমস্ত ক্ষমা করিতে পারেন।২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহাধনুর্ধর উদারচেতাঃ বিরাটরাজা পরম সন্তুষ্ট চিত্তে সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং ধনাগার, প্রভুত্ব ও রাজধানী সহ সমগ্র রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন।২৮

তারপর প্রতাপশালী মৎস্যরাজ সমস্ত পাণ্ডব ও অর্জুনকে সম্মানিত করিয়া "আমাদের পরম সৌভাগ্য, সৌভাগ্য" এইরূপ বলিতে লাগিলেন।২৯

যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেবকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া রাজা বিরাট তাঁহাদের দর্শনে পরিতৃপ্ত হইলেন না। (অর্থাৎ অতৃপ্ত নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন।) তারপর তিনি প্রীতিসহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৩০-৩১

বিরাট বলিলেন,—ইহা সৌভাগ্যের কথা যে, আপনারা সকলে কুশলে থাকিয়া বনবাস হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যবশতঃ দুরাত্মাদের অজ্ঞাতসারে কঠিন অজ্ঞাতবাসব্রত সম্পূর্ণ পালন করিয়াছেন।৩২

এই রাজ্য এবং আরও যাহা কিছু আছে, সমস্তই অর্জুনের। পাণ্ডবগণ তৎসমস্তই নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করুন।৩৩

সব্যসাচী অর্জুন উত্তরাকে গ্রহণ করুন। এই

এবমুক্তো ধর্মরাজঃ পার্থমৈক্ষদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ঈক্ষিতশ্চার্জুনো ভ্রাত্রা মৎস্যং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫
প্রতিগৃহ্যাহমুত্তরাং রাজন্ স্নুষাং দুহিতরং তব।
যুক্তশ্চাবাং হি সম্বন্ধো মৎস্য-ভারতয়োরপি ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি উত্তরাবিবাহপ্রস্তাবে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১

পুরুষপ্রবরই তাহার উপযুক্ত স্বামী।৩৪

এইরূপ কথিত হইয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অর্জুনও ভ্রাতার দ্বারা দৃষ্ট হইয়া বিরাট রাজাকে এই উত্তর দিলেন—৩৫

রাজন্! আমি আপনার কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিলাম। মৎস্যরাজবংশের ও ভরতবংশের আমাদের উভয়ের সম্বন্ধও যথার্থ উপযুক্ত।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্ব্বে উত্তরার বিবাহপ্রস্তাববিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনকর্তৃকং পুত্রবধূরূপেণোত্তরায়া গ্রহণম্, অভিমন্যূত্তরয়োর্বিবাহশ্চ।]

বিরাট উবাচ।

কিমর্থং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভার্য্যাং দুহিতরং মম।
প্রতিগ্রহীতুং নেমাং ত্বং ময়া দত্তামিহেচ্ছসি ॥১

অর্জুন উবাচ।

অন্তঃপুরেঽহমুষিতঃ সদা পশ্যন্ সুতাং তব।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্তা পিতৃবন্ময়ি ॥২
প্রিয়ো বহুমতশ্চাসং নর্তকো গীতকোবিদঃ।
আচার্য্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে দুহিতা তব ॥৩
বয়ঃস্থয়া তয়া রাজন্ সহ সংবৎসরোষিতঃ।
অতিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকস্য বা বিভো ॥৪
তস্মান্নিমন্ত্রয়েঽহং তে দুহিতাং মনুজাধিপ।
শুদ্ধো জিতেন্দ্রিয়ো দান্তস্তস্যাঃ শুদ্ধিঃ কৃতা ময়া ॥
স্নুষায়াং দুহিতুর্বাপি পুত্রে চাত্মনি বা পুনঃ।
অত্র শঙ্কাং ন পশ্যামি তেন শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥৬

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক পুত্রবধূরূপে উত্তরাকে গ্রহণ, অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ।]

বিরাট বলিলেন,—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! মৎকর্তৃক প্রদত্তা মহীয়া কন্যা উত্তরাকে আপনি ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না কেন?১

অর্জুন বলিলেন,—অন্তঃপুরে বাস করিয়াছি, প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সর্ব্বদাই আপনার কন্যাকে দেখিয়াছি। সে আমাকে পিতৃতুল্য বিশ্বাস করিয়াছে।২

আমি সঙ্গীতজ্ঞ নৃত্যশিক্ষকরূপে তাহার প্রিয় ও বহু সম্মানের পাত্র ছিলাম। আপনার কন্যা সর্ব্বদা আমাকে গুরুতুল্য মনে করে।৩

রাজন্! আমি বয়ঃপ্রাপ্তা উত্তরার সহিত একবৎসর বাস করিয়াছি। রাজন্! (এক্ষণে তাহাকে বিবাহ করিলে তাহার সহিত আমার সেই পবিত্র সম্পর্ক-বিষয়ে) লোকের এবং

অভিশাপাদহং ভীতো মিথ্যাবাদাৎ পরন্তপ।
স্নুষার্থমুত্তরাং রাজন্ প্রতিগৃহ্ণামি তে সুতাম্ ॥৭
স্নুষায়ো বাসুদেবস্য সাক্ষাদ্ দেবনিসূর্যথা।
ধনঞ্জয়স্তবাস্ত্রেষু চ কোবিদঃ ॥৮
অভিমন্যুর্মহাবাহুঃ পুত্রো মম বিশাম্পতে।
জামাতা তব যুক্তো বৈ ভর্তা চ দুহিতুস্তব ॥৯

বিরাট উবাচ।

উপপন্নং কুরুশ্রেষ্ঠে কুন্তীপুত্রে ধনঞ্জয়ে।
য এবং ধর্মনিত্যশ্চ জ্ঞাতজ্ঞানশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১০
যৎ কৃত্যং মন্যসে পার্থ ক্রিয়তাং তদনন্তরম্।
সর্বে কামাঃ সমৃদ্ধা মে সম্বন্ধী যস্য মেদৃশঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অন্বশাসৎ স সংযোগং সময়ে মৎস্য-পার্থয়োঃ ॥১২
ততো মিত্রেষু সর্বেষু বাসুদেবস্য ভারত।
প্রেষয়ামাস কৌন্তেয়ো বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ॥১৩
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে নিবৃত্তে পক্ষ পাণ্ডবাঃ।
উপপ্লব্যং বিরাটস্য সমপদ্যন্ত সর্বশঃ ॥১৪
অভিমন্যুঞ্চ যৌবৎসুরানিনায় জনার্দনম্।
আনর্তেভ্যোঽপি দাশার্হানানয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥১৫
কাশিরাজশ্চ শৈব্যশ্চ প্রীয়মাণৌ যুধিষ্ঠিরে।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতাবাগচ্ছেতাং পৃথগ্বলৌ ॥১৬

আপনার অত্যন্ত আশঙ্কা সঙ্গত হইতে পারে।৪

হে রাজন্! সেইজন্যই আমি আপনার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করিতেছি। আমি পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত। তাহারও পবিত্রতা প্রমাণিত করিলাম।৫

পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও নিজের মধ্যে কোন আশঙ্কার কারণ দেখিনা। তাহাতে পবিত্রতা প্রতিপন্ন হইবে।৬

পরন্তপ! মিথ্যা অপবাদ অভিশাপস্বরূপ, সেইজন্য আমি তাহাকে ভয় করি। রাজন্! আমি আপনার কন্যা উত্তরাকে পুত্রবধূর জন্যই গ্রহণ করিলাম।৭

রাজন্! আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু বাসুদেবের ভাগিনেয়, যেন সাক্ষাৎ দেবনিসূত। সে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়। সে আপনার জামাতা ও আপনার কন্যার স্বামী হইবার উপযুক্ত।৮-৯

বিরাট বলিলেন,—যাঁহার এইরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে এবং যিনি নিয়ত ধর্মনিষ্ঠ ও যিনি পাণ্ডুর পুত্র, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জুনে ইহা সম্ভব।১০

হে অর্জুন! আপনি যাহা কর্তব্য মনে করেন, অতঃপর তাহা করুন। অর্জুন যখন আমার বৈবাহিক হইলেন তখন আমার সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ হইয়াছে।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা এইরূপ বলিলে কুন্তীপুত্র সেই যুধিষ্ঠির যথাসময়ে অর্জুন ও মৎস্যরাজের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন অনুমোদন করিলেন।১২

হে ভরতনন্দন জনমেজয়! তারপর রাজা বিরাট ও অর্জুন উভয়ে সমস্ত আত্মীয় ও বাসুদেবের নিকট লোক পাঠাইলেন।১৩

সেই ভাবে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইবার পরে পক্ষ পাণ্ডব সকলেই বিরাটরাজার উপপ্লব্যনামক নগরে গমন করিলেন।১৪

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অভিমন্যু ও শ্রীকৃষ্ণকে আনাইলেন এবং দ্বারকা হইতে অন্যান্য যাদবগণকেও আনাইলেন।১৫

যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীতিপরায়ণ কাশীরাজ ও শৈব্য এই দুই রাজা দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ আগমন করিলেন।১৬

অক্ষৌহিণ্যা চ সহিতো যজ্ঞসেনো মহাবলঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ সুতা বীরাঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥১৭
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ দুর্ধর্ষঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সমস্তাক্ষৌহিণীপালা যজ্বানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
বেদাবভৃথসম্পন্নাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ ॥১৮
তানাগতানভিপ্রেক্ষ্য মৎস্যো ধর্মভৃতাং বরঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সসুতঃ-বল-বাহনান্ ॥১৯
প্রীতোঽভবদ্ দুহিতরং দত্ত্বা তামভিমন্যবে।
ততঃ প্রস্থাপয়ামাসু পাণ্ডবেষু ততস্ততঃ ॥২০
তত্রাগমদ্ বাসুদেব বনমালী হলায়ুধঃ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যো যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ ॥২১
অনাধৃষ্টিস্তথা ক্রুরঃ সাম্বো নিশঠ এব চ।
অভিমন্যুপুরোগাশ্চ সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ॥২২

ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব রথৈস্তৈঃ সুসমাহিতৈঃ।
আযযুঃ সহিতাঃ সর্বে পরিবৎসরোষিতাঃ ॥২৩
দশনাগসহস্রাণি হয়ানাং বিগুণং তথা।
রথানামযুতং পূর্ণং নিযুতঞ্চ পদাতিনাম্ ॥২৪
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চ বহবো ভোজাশ্চ পরমৌজসঃ।
অন্বযুর্বৃষ্ণিশার্দূলং বাসুদেবং মহাদ্যুতিম্ ॥২৫
পারিবর্হং দদৌ কৃষ্ণঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
স্ত্রিয়ো রত্নানি বাসাংসি পৃথক্ পৃথগনেকশঃ ॥২৬
ততো বিবাহো বিধিবদ্ বৃত্তে মৎস্য-পার্থয়োঃ।
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ গোমুখা ডম্বরাস্তথা ॥২৭
পার্থৈঃ সংযুজ্যমানস্য বেদুর্মৎস্যস্য বেশ্মনি।
ভক্ষ্যান্নভোজ্যপানানি প্রভূতান্যভ্যহারয়ন্ ॥২৮

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মহাবলশালী দ্রুপদ রাজা, দ্রৌপদীর বীরপুত্রগণ, অপরাজিত শিখণ্ডী এবং সমস্ত শস্ত্রধারীদের শ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন আগমন করিলেন। এই সমস্ত অক্ষৌহিণী-পতি সকলেই যজ্ঞশীল, প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত (বা প্রচুর দক্ষিণাদাতা), বেদজ্ঞ, যজ্ঞান্তস্নানপূত এবং সকলেই বীর ও যুদ্ধে দেহত্যাগে অনুষ্টিত ।১৭-১৮

তারপর নানাস্থান হইতে রাজবৃন্দ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর মৎস্যরাজ সৈন্য, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত তাঁহা-দের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন ।১৯

এবং কন্যা উত্তরাকে অভিমন্যুর হস্তে প্রদান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। তৎকালে বনমালা-ধারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং ভগিনীনন্দন কৃতবর্ম্মা এবং যুযুধান সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, সাম্ব, নিশঠ প্রভৃতি শত্রুদমনকারী বীরগণ সুভদ্রার সহিত অভিমন্যুকে লইয়া বিরাট রাজার রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন ।২০-২২

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ পাণ্ডবগণের সেই সুসজ্জিত রথগুলি লইয়া আগমন করিয়াছিল। তাহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া এক বৎসর দ্বারকায় বাস করিয়াছিল ।২৩

দশ হাজার হস্তী, বিশ হাজার অশ্ব, অযুত সংখ্যক রথ, নিযুত সংখ্যক পদাতিবাহিনী এবং বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাতেজস্বী বহু বীর, মহাতেজস্বী যাদবশ্রেষ্ঠ বাসুদেবের অনুগামী হইয়া তথায় আসিয়াছিল ।২৪-২৫

সেই সময় কৃষ্ণ মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুসংখ্যক স্ত্রী, রত্ন, বস্ত্র প্রভৃতি রাজযোগ্য বহু উপহার দিয়াছিলেন ।২৬

তারপর মৎস্যরাজ ও পাণ্ডবগণের সেই বিবাহ উৎসবে যথাযোগ্য সমারোহ হইয়াছিল। পাণ্ড-বগণের সহিত সম্পর্কস্থাপনরত মৎস্যরাজের ভবনে শঙ্খ, ভেরী, গোমুখ, ডম্বর প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনিত হইয়াছিল। ভক্ষ্যভোজ্য, অন্ন-পানীয় প্রচুর পরিমাণে আহোজিত হইয়াছিল ।২৭-২৮

গায়নাখ্যানবীণাশ্চ নটবৈতালিকাস্তথা।
স্তবন্তস্তামুপাতিষ্ঠন্ সূতাশ্চ সহ মাগধৈঃ ॥২৯

সুদেষ্ণাঞ্চ পুরস্কৃত্য মৎস্যানাঞ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুশ্চারুসর্বাঙ্গ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥৩০

বর্ণোপপন্নাস্তা নার্য্যো রূপবত্যঃ সুলঙ্কৃতাঃ।
সর্বাশ্চাভ্যভবন্ কৃষ্ণা রূপেণ যশসা শ্রিয়া ॥৩১

পরিবার্য্যোত্তরাং তাস্তু রাজপুত্রীমলঙ্কৃতাম্।
সুতামিব মহেন্দ্রস্য পুরস্কৃত্যোপতস্থিরে ॥৩২

তাং প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৌন্তেয়ঃ সুতস্যার্থে যবীয়সঃ।
সৌভদ্রস্যানবদ্যাঙ্গীং বিরাটতনয়াং তদা ॥৩৩

তত্রাতিষ্ঠন্মহারাজো রূপমিন্দ্রস্য ধারয়ন্।
স্নুষাং তাং প্রতিজগ্রাহ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪

প্রতিগৃহ্য চ তাং পার্থঃ পুরস্কৃত্য জনার্দনম্।
বিবাহং কারয়ামাস সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ ॥৩৫

তস্মৈ দশ সহস্রাণি হয়ানাং বাতরংহসাম্।
যে চ নাগশতে মুখ্যে প্রাদাদ্ বহুধনং তদা ॥৩৬

হুত্বা সম্যক্ সমিদ্ধাগ্নিমর্চয়িত্বা দ্বিজন্মনঃ।
রাজ্যং বলঞ্চ কোশঞ্চ সর্বমাত্মানমেব চ ॥৩৭

কৃতে বিবাহে তু তদা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনৌঘং বিত্তং বহুপাহরদচ্যুতঃ ॥৩৮

গোসহস্রাণি রত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ভূষণানি চ মুখ্যানি যানানি শয়নানি চ ॥৩৯

গায়ক, কথক, নট, বৈতালিক, সূত, চারণ প্রভৃতি স্তুতিপাঠ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিয়াছিল ।২৯

মৎস্যদেশের সমুজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলধারিণী সর্বাঙ্গসুন্দরী, উত্তম রমণীরা সুদেষ্ণাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া বিবাহমণ্ডপে আগমন করিয়াছিলেন ।৩০

সেই রমণীগণ উত্তম অঙ্গরাগে অনুলিপ্তা, রূপবতী ও সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ছিলেন। কিন্তু দ্রৌপদীর রূপে, যশে ও সৌন্দর্য্যে সকলেই অভিভূত হইয়াছিলেন ।৩১

তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যার ন্যায় অলঙ্কৃতা রাজপুত্রী উত্তরাকে পরিবেষ্টিতা ও পুরোবর্ত্তিনী করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন ।৩২

তখন কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সুভদ্রার গর্ভজাত নিজপুত্র অভিমন্যুর জন্য সেই অনিন্দ্যাঙ্গী বিরাটরাজ-তনয়াকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৩৩

সেখানে ইন্দ্রতুল্য রূপ ধারণ করিয়া কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সেই পুত্রবধূকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৩৪

তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবাহু অভিমন্যুর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন ।৩৫

তখন তাঁহাকে বায়ুর ন্যায় বেগগামী দশ-হাজার অশ্ব, দুইশত উত্তম হস্তী ও বহু ধন দেওয়া হইয়াছিল ।৩৬

এবং সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতিদান ও ব্রাহ্মণদের অর্চনা করিয়া বিরাটরাজা রাজ্য, সৈন্য, ধন এবং নিজেকেও পাণ্ডবগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন ।৩৭

বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেলে তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন ।৩৮

বহু সহস্র গোরু, বহু রত্ন, বিবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার,

ভোজনানি চ হৃদ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
তত্রযোৎসবসঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্।
নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি বৈবাহিকপর্বণি উত্তরাবিবাহে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

উত্তম যান ও শয্যা দান করিয়াছিলেন ।৩৯

হে ভরতর্ষভ জনমেজয়! মৎস্যরাজের সেই নগরী হৃষ্টপুষ্ট জনসঙ্ঘে সমাকীর্ণ ও মহা উৎসবে সমুজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইয়াছিল ।৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত বৈবাহিকপর্বে উত্তরার বিবাহ-বিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৭২

বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

বিরাটপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

শ্রুত্বা তু চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
ব্যাধি-ব্যাধিভয়ং তেষাং নাস্তি পুণ্যকথাশ্রুতেঃ ॥১

দুর্গতেস্তরণে তেষামায়ুরং তরণং তবেৎ।
মুক্তিঃ ক্ষেমমারোগ্যং পুণ্যবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২

সর্বপাপানি নশ্যন্তি লভন্তে সর্বসম্পদঃ।
একাকী বিজয়েচ্ছত্রূন্ স্মৃত্বা ফাল্গুনকর্ম চ ॥৩

ঈতয়ঃ সম্প্রণশ্যন্তি ন বিরোগঃ প্রিয়ে জনে ॥৪

শ্রুত্বা বৈরাটকং পর্ব বাসাংসি বিবিধানি চ।
হিরণ্যং যানং যানঞ্চ দদ্যাদ্ বিত্তানুসারতঃ ॥৫

প্রীয়ন্তে দেবতাস্তাঃ বৈ যস্যাদ্ বৈ দ্বিজমুখাৎ কে।
যাচকে তু সুসন্তুষ্টে তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥৬

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা পায়সৈঃ সর্পিষা সিতৈঃ।
এবং শ্রুতে চ বৈরাটে সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥৭

পুণ্যকর্ম্মা সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুণ্যচরিত্র শ্রবণ করিলে আধি (মনঃপীড়া) ও ব্যাধির ভয় থাকে না।১

তাঁহাদের দুর্গতি অতিক্রমের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সঙ্কট উত্তরণের পথ প্রশস্ত হয় এবং মুক্তি, কল্যাণ, আরোগ্য ও পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।২

সমস্ত পাপ নষ্ট হয় ও সমস্ত সম্পদ্ লাভ হয়। অর্জুনের কার্য্য স্মরণ করিলে একাকী শত্রুজয়ের সামর্থ্য জন্মে।৩

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভাদি, মূষিক, পক্ষী প্রভৃতির উপদ্রব ও রাজভীতি নষ্ট হয় এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদ হয় না।৪

বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ করিয়া বিত্তানুসারে বিবিধ বস্ত্র, যান ও গো-দান করিবে।৫

দেবতাদের প্রীতির জন্য উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পাঠক সন্তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন।৬

শক্তি অনুসারে ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এইভাবে বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ করিলে সম্যক্ ফল লাভ হইবে।৭

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত

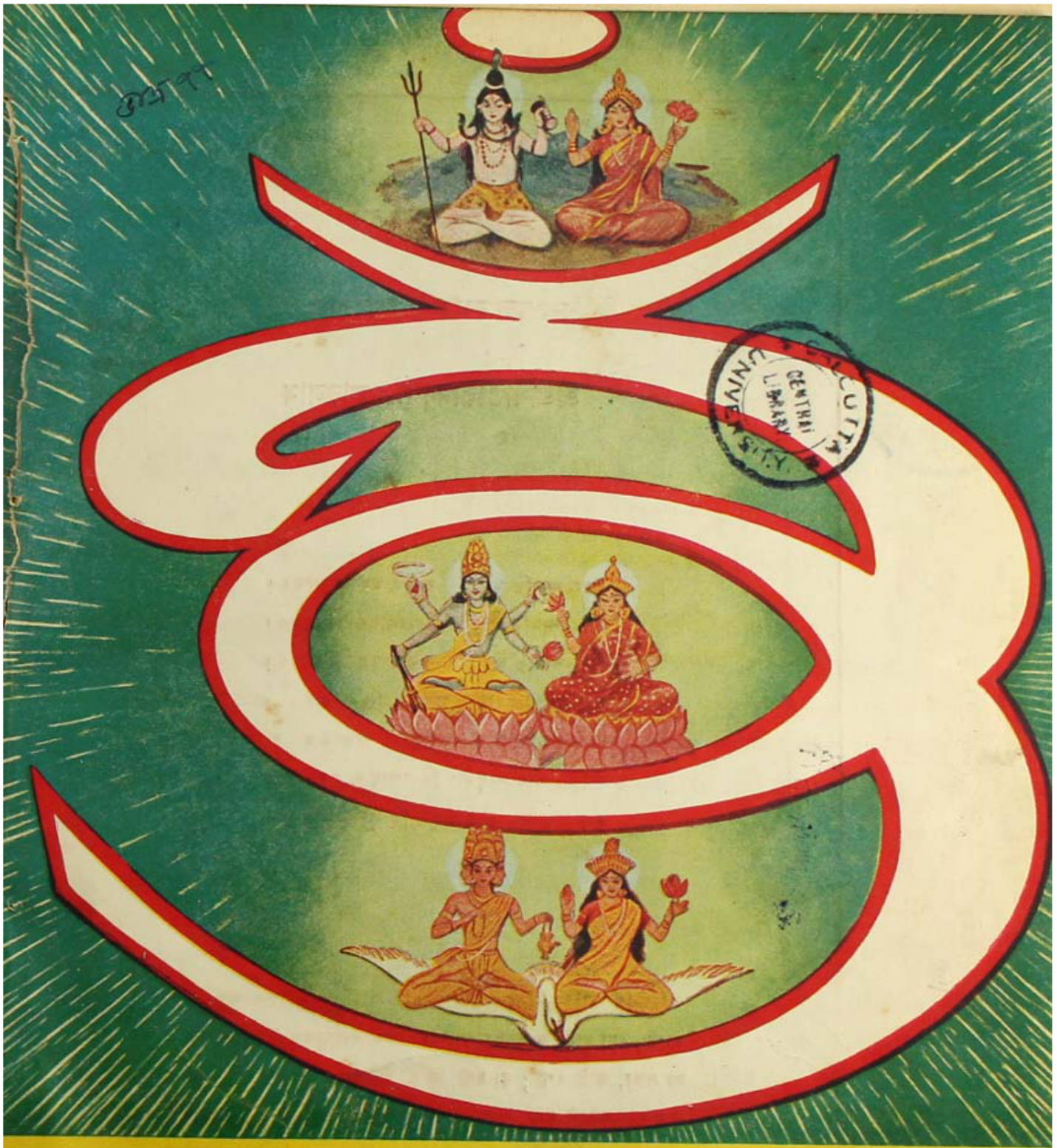

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

ওঙ্কারমঠ
৮।২।৬৬

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি আসি—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য। তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো, যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো, যৎ প্রকাশস্তন্মুখম্ (মহাভারত) যা সত্য, তাই ধর্ম্ম ; যা ধর্ম্ম, তাই প্রকাশ ; যা প্রকাশ, তাই সুখ। সত্যই ধর্ম্ম, সত্য একমাত্র আমি, আমিই ধর্ম্ম, আমিই প্রকাশ, আমিই পরমতৃপ্তা সুখ। মানুষ যখন অজ্ঞানবশে আমাকে হারিয়ে ফেলে অন্ধ হয়ে যায়, স্বতঃপ্রকাশ আমাকে

[নবমবর্ষ, ভাদ্র মাস, ১৩৭৭] [তৃতীয় সংখ্যা— দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মুখ্য-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারতীয় সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্রক-কর্ম্মবিভাগ :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পূর্ণদাস
অমৃতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটী
১৪।৭।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহচ্ছঙ্খ, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক খাশুল স্বতন্ত্র)

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-

আর্ষ্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্ ।

উদ্যোগপর্ব্ব ।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

মহাভারতম্

উদ্যোগপর্ব্ব

(সেনোদ্যোগপর্ব্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো বিরাটস্য সভায়াং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভাষণম্।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃত্বা বিবাহং তু কুরুপ্রবীরৈ-
স্তদাভিমন্যোর্মুদিতাঃ স্বপক্ষাঃ।
বিশ্রম্য রাত্রাবুষসি প্রতীতাঃ
সভাং বিরাটস্য ততোঽভিজগ্মুঃ ॥১

সভা তু সা মৎস্যপতেঃ সমৃদ্ধা
মণিপ্রবেকোত্তমরত্নচিত্রা।
স্তম্ভাসনা মাল্যবতী সুগন্ধা
তাম্রত্বমুস্তে নররাজমুখ্যাঃ ॥২

অথাসনান্যাবিশতাং পুরস্তা-
দুভৌ বিরাট-দ্রুপদৌ নরেন্দ্রৌ।
যুদ্ধৌ চ মান্যৌ পৃথিবীপতীনাং
পিত্রা সমং রাম-জনার্দনৌ চ ॥৩

পাঞ্চালরাজস্য সমীপতস্তু
শিনিপ্রবীরঃ সহরৌহিণেয়ঃ।
মৎস্যস্য রাজ্ঞস্তু সুসংনিকৃষ্টৌ
জনার্দনশ্চৈব যুধিষ্ঠিরশ্চ ॥৪

উদ্যোগপর্ব্ব

(সেনোদ্যোগ পর্ব্ব।)

প্রথম অধ্যায়।

[রাজা বিরাটের সভায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ।]

অন্তর্যামী ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহার নিত্যসখা নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরী লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার লীলাপ্রকাশ-কারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং ভগবানের লীলা-সঙ্কলনকারী মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া 'জয়' গ্রন্থ (রামায়ণ মহাভারতাদি) পাঠ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! সেই সময় কুরুবংশের মহাবীর পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের নিজপক্ষের যাদব পাঞ্চালাদি বান্ধবগণ অভিমন্যুর বিবাহ দিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে বিশ্রাম করত প্রভাতে জাগরিত হইলেন এবং (নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক) রাজা বিরাটের সভায় উপস্থিত হইলেন।১

মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের ঐ সভা অতীব সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। উহার মধ্যে মণিমুক্তে নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল এবং উত্তম উত্তম রত্ন-(হীরা পান্না-) সমূহে উহা চিত্রিত ছিল। ঐ সভাভবনে যথাযোগ্য স্থানে আসন পাতা ছিল, স্থানে স্থানে

সুতাশ্চ সর্বে দ্রুপদস্য রাজ্ঞো
ভীমার্জুনৌ মাদ্রবতীসুতৌ চ।
প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ চ যুধি প্রবীরৌ
বিরাটপুত্রৈশ্চ সহাভিমন্যুঃ ॥৫

সর্বে চ শূরাঃ পিতৃভিঃ সমানা
বীর্য্যেণ রূপেণ বলেন চৈব।
উপাবিশন্ দ্রৌপদেয়াঃ কুমারাঃ
সুবর্ণচিত্রেষু বরাসনেষু ॥৬

তথোপবিষ্টেষু মহারথেষু
বিরাজমানাভরণাম্বরেষু।
রেজে সা রাজবতী সমৃদ্ধা
গ্রহৈরিব দ্যৌর্বিমলৈরুপেতা ॥৭

ততঃ কথান্তে সমবায়যুক্তাঃ
কৃত্বা বিচিত্রাঃ পুরুষপ্রবীরাঃ।
তস্থুর্মুহূর্তং পরিচিন্তয়ন্তঃ
কৃষ্ণং নৃপান্তে সমুদীক্ষমাণাঃ ॥৮

কথান্তমাসাদ্য চ মাধবেন
সংঘট্টিতাঃ পাণ্ডবকার্য্যহেতোঃ।
তে রাজসিংহাঃ সহিতা হৃষ্যমূচুঃ
বাক্যং মহার্থং সুমহোদয়ঞ্চ ॥৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সর্বৈর্ভবদ্ভিবিদিতং যথাধং
যুধিষ্ঠিরঃ সৌবলেনাক্ষবত্যাম্।
জিতো নিকৃত্যাপহৃতঞ্চ রাজ্যং
বনপ্রবাসে সময়ঃ কৃতশ্চ ॥১০

মালা সুশোভিত ছিল এবং চতুর্দিক্ হইতে সুগন্ধ আসিয়া আসিতেছিল। এতাদৃশ সভায় শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ একত্রিত হইলেন।২

সেখানে সর্বপ্রথম রাজা বিরাট ও দ্রুপদ আসনে উপবিষ্ট হইলেন; কারণ সেখানে ইহারা দুইজনেই সকল নরপতিগণের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ও সকলের মাননীয় ছিলেন। তারপর পিতা বসুদেবের সহিত বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিলেন।৩

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পার্শ্বে শিনিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি এবং রোহিণীনন্দন বলরাম উপবিষ্ট ছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাটের অত্যন্ত নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বিরাজমান ছিলেন।৪

রাজা দ্রুপদের পুত্রগণ, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, যুদ্ধে মহাক্রমশালী প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, রাজা বিরাটের পুত্রগণের সহিত অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রই সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে সভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রই পরাক্রম, সৌন্দর্য্য ও বলে নিজ নিজ পিতা পাণ্ডবগণের অনুরূপই ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাশক্তিশালী ছিল।৫-৬

এইরূপে সমুজ্জ্বল আভরণ ও বস্ত্রে বিভূষিত সমস্ত মহারথী উপবেশন করিলে রাজগণে পরিপূর্ণ ঐ সমৃদ্ধশালিনী সভা এমন শোভা ধারণ করিল, মনে হইল—উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্রে পরিপূর্ণ যেন আকাশই শোভা পাইতেছে।৭

তারপর ঐ সব মহাবীর পুরুষগণ সমাজে যে সমস্ত কথাবার্তা বলা উচিত, সেই সব বিবিধ প্রকার বিচিত্র কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন এবং নরপতিগণ সকলে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করত মুহূর্তকাল মনে মনে চিন্তাপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঐ সব শ্রেষ্ঠ নরপতিবৃন্দকে একত্রে সংঘটিত করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের কথাবার্তা বন্ধ হইয়া যাইল, তখন ঐ সব শ্রেষ্ঠ রাজগণ এক-

শক্তৈর্বিজেতুং তরসা মহাঙ্ক
সত্যে স্থিতৈঃ সত্যরথৈর্যথাবৎ।
পাণ্ডোঃ সুতৈস্তদ্ ব্রতমপ্ররূপং
বর্ষাণি ষট্ সপ্ত চ চীর্ণমগ্র্যৈঃ ॥১১
ত্রয়োদশস্চৈব সুদুস্তরোঽয়ং-
মজ্ঞাতমাসৈর্ভবতাং সমীপে।
ক্লেশানসহ্যান্ বিবিধান্ সহদ্ভি-
র্মহাত্মভিশ্চাপি বনে নিবিষ্টম্ ॥১২
এতৈঃ পরপ্রেষ্যনিয়োগযুক্তৈ-
র্বিস্রম্ভিরাপ্তং স্বকুলেন রাজ্যম্।
এবংগতে ধর্মসুতস্য রাজ্যে
দুর্যোধনস্যাপি চ বর্দ্ধিতং স্যাৎ ॥১৩
তচ্চিন্তয়ধ্বং কুরুপুঙ্গবানাং
ধর্ম্যঞ্চ যুক্তঞ্চ যশস্করঞ্চ।
অধর্মযুক্তং ন চ কাময়েত
রাজ্যং সুরাণামপি ধর্মরাজঃ ॥১৪
ধর্মার্থযুক্তং তু মহীপতিস্থং
গ্রামেঽপি কস্মিংশ্চিদয়ং বুভূষেৎ।
পিত্র্যং হি রাজ্যং বিদিতং নৃপাণাং
যথাপকৃষ্টং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রৈঃ ॥১৫
মিথ্যোপচারেণ যথা ছলেন
কৃচ্ছ্রং মহৎ প্রাপ্তবদল্পরূপম্।
ন চাপি পার্থো বিজিতো রণে বৈঃ
স্বতেজসা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈঃ ॥১৬

সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সারগর্ভ ও মহাকল্যাণকর বচন শুনিতে লাগিলেন।১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সুহৃদ্‌গণ! আপনারা সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, সুবলপুত্র শকুনি দ্যূতসভায় কপটমায়ার সাহায্যে পাশা খেলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছে এবং তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছে। ঐ পাশাখেলায় পণরূপে এই সর্ত্ত ছিল যে, যিনি হারিবেন, তিনি বার বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন।১০

পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা সত্যপথে অবস্থান করেন এবং সত্যই তাঁহাদের রথ (আশ্রয়)। যদিও ইহারা স্বীয় শক্তিতে সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিতে সমর্থ, তথাপি এই বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডুপুত্রগণ সত্যের কথা স্মরণ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বনবাস ও অজ্ঞাতবাসরূপ কঠোর ব্রত পালন করিয়াছেন।১১

বিশেষতঃ তাঁহাদের ত্রয়োদশবর্ষে অজ্ঞাতবাস-যাপন খুবই কঠিন ছিল, তথাপি এই মহাত্মাগণ আপনাদের নিকটেই অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া নানাবিধ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করত সেই বর্ষটীও পরিপালন করিয়াছেন। আর বার বৎসর কাল বনবাস করিয়াছেন।১২

স্বীয় কুলপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত নিজ রাজ্য লাভের ইচ্ছাতেই ইঁহারা অজ্ঞাতবাসকালীন অপরের সেবায় নিযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত সকল বৎসর যথাযথভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ পরিস্থিতিতে যে উপায়ে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং রাজা দুর্য্যোধনেরও হিত হয়, উহা আপনারা বিবেচনা করুন। আপনারা এমন কোন উপায় নির্দ্ধারণ করুন, যাহা এই কুরুশ্রেষ্ঠ বীরগণের পক্ষে ধর্ম্মানুকূল, ন্যায়োচিত ও যশোবর্দ্ধক হইবে; কারণ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়ে যদি দেবতাগণের রাজ্যও প্রাপ্ত হন, তবে তিনি উহা গ্রহণ করিবেন না।১৩-১৪

কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামের রাজত্বও যদি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূল উপায়ে লাভ করেন, তবে উহাও গ্রহণ করিতে ইনি ইচ্ছুক। হে নরপতিগণ! আপনারা ইহা অবগত আছেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কিভাবে পাণ্ডুপুত্রগণের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে।১৫

তথাপি রাজা সহিতঃ সুহৃদ্ভি-
র্বভাষতেঽনাময়মেব তেষাম্ ।
যৎ তু স্বয়ং পাণ্ডুসুতৈর্বিজিত্য
সমাহৃতং ভূমিপতীন্ প্রসহ্য ॥১৭

তৎ প্রার্থয়ন্তে পুরুষপ্রবীরাঃ
কুন্তীসুতা মাদ্রবতীসুতৌ চ ।
বালাদ্বিমে তৈর্বিবিধৈরুপায়ৈঃ
সম্প্রার্থিতা হন্তুমমিত্রসঙ্ঘৈঃ ॥১৮

রাজ্যং জিহীর্ষদ্ভিরনল্পবীর্যৈঃ
সর্বঞ্চ তদ্ বো বিদিতং যথাবৎ ।
তেষাঞ্চ লোভং প্রসমীক্ষ্য বৃদ্ধঃ
ধর্মজ্ঞতাং চাপি যুধিষ্ঠিরস্য ॥১৯

সম্বন্ধিতাং চাপি সমীক্ষ্য তেষাং
মতিং কুরুধ্বং সহিতা পৃথক্ চ ।
ইমে চ সত্যেঽভিরতাঃ সদৈব
তং পালয়িত্বা সময়ং যথাবৎ ॥২০

অতোঽন্যথা তৈরুপচর্ষ্যমাণা
হন্যুঃ সমেতান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রান্ ।
তৈর্বিপ্রকারঞ্চ নিশম্য কার্য্যে
সুহৃজ্জনাস্তান্ পরিবাধয়েয়ুঃ ॥২১

যুদ্ধেন বাধেয়ুরিমাংস্তথৈব
তৈর্বাধ্যমানা যুধি তাংশ্চ হন্যুঃ ।
তথাপি নেমেঽন্যতরা সমর্থা-
স্তেষাং জয়ায়েতি ভবেন্মতং বঃ ॥২২

কৌরবগণের মিথ্যাব্যবহারে (ও ছলচাতুরীতে) পাণ্ডবগণকে কীরূপ মহৎ ও অন্যায় কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, ইহাও আপনারা সকলে জানেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নিজ বলে ও পরাক্রমে পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠিরকে কোন যুদ্ধে পরাজিত করে নাই (তাহারা কপটতা করিয়া ইহার রাজ্য হরণ করিয়াছে)।১৬

তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বন্ধুবর্গের সহিত তাহাদের হিত কামনা করিতেছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ স্বয়ং অস্ত্র যে সমস্ত ভূপতিবৃন্দকে যুদ্ধে জয় করিয়া ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই কুন্তী ও মাদ্রীর এই বীরপুত্রগণ প্রার্থনা করিতেছেন। যখন পাণ্ডবগণ বালক ছিলেন এবং নিজেদের হিতাহিত কিছুই বুঝিতেন না, তখন হইতেই ইহাদের রাজ্য হরণ করিবার ইচ্ছায় সেই উগ্র প্রকৃতি দুষ্ট শত্রুগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কূট উপায়ে ইহাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল—এই সব বৃত্তান্তও আপনারা জানেন।

অতএব আপনারা সকলে কৌরবগণের বর্দ্ধিত লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞতা এবং এই উভয়কুলের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কিংবা সকলে মিলিত হইয়া একবাক্যে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করুন। এই পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা সত্যপরায়ণ, সেইজন্য ইহারা কৃত প্রতিজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করিয়া আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।১৭-২০

যদি এখনও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহাদের সহিত বিপরীত আচরণ করিতে থাকে—ইহাদের রাজ্য ফিরাইয়া না দেয়, তবে এই পাণ্ডবগণ তাহাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। কৌরবগণ কেবল পাণ্ডবদিগের কার্য্যে বিঘ্ন করিয়াই যাইতেছে (কিংবা তাঁহাদের সকল কর্ম্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে), ইহা ভাবিয়া সুহৃদ্গণের উচিত তাহাদের নিবৃত্ত করা।২১

যদি কৌরবগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ বাধায়, তবে পাণ্ডবগণ বাধ্য হইয়াই তাহাদের সহিত

সমেত্য সর্বে সহিতাঃ সুহৃদ্ভি-
স্তেষাং বিনাশায় মতেয়ুরেব।
দুর্যোধনস্তাপি মতং যথাব
ন্ন জ্ঞায়তে কিং নু করিষ্যতীতি ॥২৩
অজ্ঞায়মানে চ মতে পরস্য
কিং স্যাৎ সমারভ্যতমং মতং বঃ।
তস্মাদিতো গচ্ছতু ধর্মশীলঃ
শুচিঃ কুলীনঃ পুরুষোঽপ্রমত্তঃ ॥২৪

দূতঃ সমর্থঃ প্রশমায় তেষাং
রাজ্যার্দ্ধদানায় যুধিষ্ঠিরস্য।
নিশম্য বাক্যং তু জনার্দনস্য
ধর্মার্থযুক্তং মধুরং সমঞ্চ ॥২৫
সমাদদে বাক্যমথাপ্রগৃহ্য
সম্পূজ্য বাক্যং তদতীব রাজন্ ॥২৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
পুরোহিতযানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

যুদ্ধ করত তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। আপনারা হয়তো মনে করিতে পারেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প, সুতরাং কৌরবগণকে জয় করিতে পারিবেন না।২২

কিন্তু ইহারা সকলে মিলে নিজ হিতৈষী বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের বিনাশের জন্য যুদ্ধ তো করিবেনই (সুতরাং আপনারা ইহাদের অসমর্থ ভাবিবেন না)। (আবার যুদ্ধ যে হইবেই—ইহারই বা নিশ্চয় কি করিয়া করিতে পারা যায়; কারণ,) দুর্যোধনের যে কি মত, তাহা তো আমরা সঠিকভাবে জানিতে পারিতেছি না—সে কি করিবে।২৩

শত্রুপক্ষের মত না জানিয়াই বা আপনারা কিভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবেন যে, এখন ইহাদের কি অবশ্য করণীয়? সুতরাং আমার অভিমত হইল—এখান থেকে কোন ধর্মশীল, পবিত্রাত্মা, উচ্চকুলসম্ভূত ও সাবধানী পুরুষ দূতরূপে হস্তিনাপুরে গমন করুন।২৪

ঐ দূত এইরূপ হইবেন যে, তিনি তাহাদের (কৌরবগণের) সকল ক্রোধ কিংবা কামনা প্রশমিত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করাইতে সমর্থ হইবেন। রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্মসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ, মধুর এবং উভয়পক্ষের সমান হিতকর বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা বলরাম সেই বাক্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত নিজ বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।২৫-২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে (দ্রুপদের) পুরোহিতের (হস্তিনাপুরে) যাত্রাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[বলরামস্য ভাষণম্।]

বলদেব উবাচ।

শ্রুতং ভবদ্ভির্গদপূর্বজস্য
বাক্যং যথা ধর্মযথার্থবচ্চ।
অজাতশত্রোশ্চ হিতং হিতঞ্চ।
দুর্যোধনস্যাপি তথৈব রাজ্ঞঃ ॥১

অর্ধং হি রাজ্যস্য বিসৃজ্য বীরাঃ
কুন্তীসুতাস্তস্য কৃতে যতন্তে।
প্রদায় চার্ধং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ
সুখী সহাস্মাভিরতীব মোদেৎ ॥২

লব্ধ্বা হি রাজ্যং পুরুষপ্রবীরাঃ
সম্যক্ প্রবৃত্তেষু পথেষু চৈব।
ধ্রুবং প্রশান্তাঃ সুখমাবিশেয়ু-
স্তেষাং প্রশান্তিশ্চ হিতং প্রজানাম্ ॥৩

দুর্যোধনস্যাপি মতঞ্চ বেত্তুং
বক্তুঞ্চ বাক্যানি যুধিষ্ঠিরস্য।
প্রিয়ঞ্চ মে স্যাদ্ যদি তত্র কশ্চিদ্
ব্রজেদ্ধ্যর্থং কুরু-পাণ্ডবানাম্ ॥৪

স ভীষ্মমাসাদ্য কুরুপ্রবীরং
বৈচিত্রবীর্যঞ্চ মহানুভাবম্।
দ্রোণং সপুত্রং বিদুরং কৃপঞ্চ
গান্ধাররাজঞ্চ সসূতপুত্রম্ ॥৫

সর্বে চ যেঽস্মে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা
বলপ্রধানা নিয়মপ্রধানাঃ।
স্থিতাশ্চ ধর্মেষু তথা স্বকেষু
লোকপ্রবীরাঃ শ্রুতকালবৃদ্ধাঃ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(বলরামের ভাষণ।)

বলরাম বলিলেন,—হে সভ্যমণ্ডল। আপনারা সকলে গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের ধর্মানুকূল ও অর্থশাস্ত্র-সম্মত সম্পূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করিয়াছেন। ইহা যেরূপ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের হিতকর, সেইরূপ রাজা দুর্যোধনেরও হিতকর।১

বীর কুন্তীপুত্রগণ অর্দ্ধ রাজ্য ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধেক পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দুর্যোধনও পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করিয়া আমাদের সহিত বরাবর সুখী ও প্রসন্ন হউক।২

মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্য লাভ করিয়া অপর পক্ষ হইতে উত্তম প্রস্তাবে অবশ্যই শান্ত (যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করত) হইয়া কোনস্থানে সুখের সহিত বাস করিবে। ইহার দ্বারা কৌরবগণের শান্তিলাভ হইবে এবং প্রজা-বর্গেরও হিতসাধন হইবে।৩

যদি দুর্যোধনের অভিমত জানিবার জন্য, যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য দুর্যোধনের নিকট বলিবার জন্য এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য কোন দূত যায়, তবে ইহা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ হইবে।৪

ঐ দূত সেখানে যাইয়া কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্ম, মহানুভাব বিচিত্রবীর্যানন্দন ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপাচার্য্য, শকুনি, কর্ণ এবং অন্য সব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, যাঁহারা শক্তিশালী, বেদজ্ঞ, স্বধর্মনিষ্ঠ, লোকপ্রসিদ্ধ বীর, বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ আছেন, তাঁহাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিবে। তাঁহারা

এতেষু সর্বেষু সমাগতেষু
পৌরেষু বৃদ্ধেষু চ সঙ্গতেষু।
ব্রূয়াস্তু বাক্যং প্রণিপাতযুক্তং
কুন্তীসুতস্যার্থকরং যথা স্যাৎ ॥৭

সর্বাস্ববধ্বাসু চ তে ন কোপ্যা
গ্রস্তো হি সোঽর্থৈ বলমাশ্রিতৈস্তৈঃ।
প্রিয়াদ্ব্যপেতস্য যুধিষ্ঠিরস্য
দ্যূতে প্রসক্তস্য হৃতঞ্চ রাজ্যম্ ॥৮

নিবার্য্যমাণশ্চ কুরুপ্রবীরঃ
সর্বৈঃ সুহৃদ্ভির্যদমপ্যতজ্ জ্ঞঃ।
স দীব্যমানঃ প্রতিদীব্য চৈনং
গান্ধারিরাজস্য সুতং মতাক্ষম্ ॥৯

হিত্বা হি কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ
সমাহ্বয়দ্ দেবিতুমাজমীঢ়ঃ।
ত্রয়োদশান্তত্র সহস্রশোঽন্যে
যুধিষ্ঠিরো যান্ বিষহেত জেতুম্ ॥১০

উৎসৃজ্য তান্ সৌবলমেব চায়ং
সমাহ্বয়ৎ তেন জিতোঽক্ষবত্যাম্।
স দীব্যমানঃ প্রতিদেবনেন
অক্ষেষু নিত্যং তু পরাঙ্মুখেষু ॥১১

সংরম্ভমাণো বিজিতঃ প্রসহ্য
তত্রাপরাধঃ শকুনের্ন কশ্চিৎ।
তস্মাৎ প্রণম্যৈব বচো ব্রবীতু
বৈচিত্রবীর্য্যং বহুসামযুক্তম্ ॥১২

তথা হি শক্যো ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ
স্বার্থে নিযোক্তুং পুরুষেণ তেন।
অযুদ্ধমাকাঙ্ক্ষত কৌরবাণাং
সাম্নৈব দুর্য্যোধনমাহ্বয়ধ্বম্ ॥১৩

সকলে আসিলে এবং নাগরিকগণ ও বৃদ্ধগণ একত্রে সমবেত হইলে সেই দূত সকলকে প্রণিপাত করিয়া এমন বাক্য বলিবে, যাহাতে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।৬-৭

কোন অবস্থাতেই কৌরবগণকে উত্তেজিত কিংবা কুপিতা করা উচিত হইবে না; কারণ, তাহারা বলবান্ হইয়া পাণ্ডবগণের রাজ্য অধিকার করিয়াছে। (পক্ষান্তরে যুধিষ্ঠিরও একেবারে নির্দোষ বলা যায় না; যেহেতু) যুধিষ্ঠির পাশা-খেলাকে প্রিয় মনে করিয়া উহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার রাজ্য কৌরবগণ পণে জয় করত কাড়িয়া লয়।৮

অজমীঢ়-বংশজাত কুরুবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় (তাদৃশ) অভিজ্ঞ নয়, সেইজন্য সমস্ত সুহৃদ্‌গণ ইহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন (কিন্তু যুধিষ্ঠির কাহারও কথা মানে নাই), অপরপক্ষে গান্ধাররাজপুত্র শকুনি পাশাখেলায় অত্যন্ত নিপুণ। ইহা জানিয়াও যুধিষ্ঠির তাহার সহিত পাশাখেলা আরম্ভ করে। সে কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে বাদ দিয়া শকুনিকেই পাশা খেলিতে আহ্বান করিয়াছিল। সেই সভায় সহস্র সহস্র পাশাখেলায় অভিজ্ঞ পুরুষ ছিল, যুধিষ্ঠির যাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইত।৯-১০

কিন্তু ইনি তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া সুবল-পুত্র শকুনিকেই পাশাখেলায় আহ্বান করিলেন। ইহাতে শকুনি ইহাকে জয় করিয়াছেন। যখন ইনি পাশা খেলিতেছিলেন এবং প্রতিপক্ষের অক্ষ-চালনা যখন ইহার পক্ষে বার বার প্রতিকূল হইতে লাগিল, তখন ইনি ক্রোধবশে খেলিতে লাগিলেন। তখন ইনি হঠকারিতাপূর্ব্বক খেলিতে থাকিলে শকুনি ইহাকে জয় করিয়াছে। ইহাতে শকুনির কোন দোষ নাই।

সেইজন্য যে দূত এখান থেকে প্রেরিত হইবে, সে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের

সান্ত্বা জিতোঽর্থোঽর্থকরো ভবেত্ত
যুদ্ধেঽনয়ো ভবিতা নেহ সোঽর্থঃ ॥১৪
বৈশম্পায়ন উবাচ
এবং ব্রুবত্যেব মধুপ্রবীরে
শিনিপ্রবীরঃ সহসোৎপপাত।

তচ্চাপি বাক্যং পরিনিন্দ্য তস্য
সমাদদে বাক্যমিদং সমন্যুঃ ॥১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
বলদেববাক্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

সহিত সামনীতিযুক্ত বাক্য বলিবে। এইরূপ করিলেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে সেই পুরুষ নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বশে আনিতে সমর্থ হইবে। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ হউক—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিও না। সন্ধি ও সামনীতি দ্বারা দুর্যোধনকে আমন্ত্রিত কর।১১-১৩

সামনীতি দ্বারা উভয়ের প্রয়োজনমূলক সন্ধি স্থাপন করাইতে পারিলে, উহা পরিণামে অত্যন্ত হিতকর হইবে। যুদ্ধে তো উভয় পক্ষ হইতেই অন্যায় অর্থাৎ অনীতির আশ্রয় গৃহীত হইবে, সেই অন্যায়ের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মধুবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলরাম এই কথা বলিলে শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কুপিত হইয়া বলরামের বাক্যকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিতে করিতে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন।১৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে বলদেবের বাক্যবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকের্বীরোচিত-ভাষণদানম্।]

সাত্যকিরুবাচ।

যাদৃশঃ পুরুষস্যাত্মা তাদৃশং সম্প্রভাষতে।
যথারূপোঽন্তরাত্মা তে তথারূপং প্রভাষসে ॥১
সন্তি বৈ পুরুষাঃ শূরাঃ সন্তি কাপুরুষাস্তথা।
উভাবেতৌ দৃঢ়ৌ পক্ষৌ দৃশ্যেতে পুরুষান্ প্রতি ॥২

একস্মিন্নেব জায়েতে কুলে ক্লীব-মহাবলৌ।
ফলাফলবতী শাখে যথৈকস্মিন্ বনস্পতৌ ॥৩

নাত্যসূয়ামি তে বাক্যং ব্রুবতো লাঙ্গলধ্বজ।
যে তু শৃণ্বন্তি তে বাক্যং তানসূয়ামি মাধব ॥৪

তৃতীয় অধ্যায়।

[সাত্যকির বীরোচিত ভাষণদান।]

সাত্যকি বলিলেন,—মনুষ্যের যেরূপ হৃদয় সাধারণতঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ বাক্যই ইহার মুখ হইতে নির্গত হইল। আপনারও যেরূপ অন্তঃকরণ, আপনি তদনুসারেই এই ভাষণ দিলেন।১

এই সংসারে বহু বীরপুরুষও আছে, আবার বহু কাপুরুষও আছে। সুতরাং সকল পুরুষের মধ্যে এই দুইটি পক্ষই দৃঢ়ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।২

কথং হি ধর্মরাজস্য দোষমল্পমপি ব্রুবন্।
সভতে পরিষন্মধ্যে ব্যাহর্তুমকুতোভয়ঃ ॥৫
সমাহুয় মহাত্মানং জিতবন্তোঽক্ষকোবিদাঃ।
অনক্ষজ্ঞং যথাপ্রাজ্ঞং তেষু ধর্মভৃতঃ কৃতঃ ॥৬
যদি কুন্তীসুতো গেহে ক্রীড়ন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অভিগম্য জয়েয়ুস্তে তৎ তেষাং ধর্মতো ভবেৎ।
সমাহুয় তু রাজানং ক্ষত্রধর্মরতং সদা ॥৭
নিকৃত্যা জিতবন্তস্তে কিং নু তেষাং পরং শুভম্।
কথং প্রণিপতেচ্ছ্রেয়ো বিহ কৃত্বা পণং পরম্ ॥৮
বনবাসাদ্ বিমুক্তস্তু প্রাপ্তঃ পৈতামহং পদম্।

যেমন একই বৃক্ষের কোন শাখা ফলবতী, আবার কোন শাখা ফলহীনা, সেইরূপ একই বংশে দুই প্রকার সন্তান উৎপন্ন হয়, একজন নপুংসক, অন্যজনই মহাবলবান্।৩

লাঙ্গলধ্বজ। মধুবংশধর। আপনি যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, আমি উহার দোষোদ্‌ঘাটন করিতেছি না; যাঁহারা আপনার কথা নিঃশঙ্কে শুনিতেছেন, আমি তাঁহাদেরকেই দোষ দিতেছি।৪

কোন মনুষ্য অবজ্ঞাপূর্ণ সভামধ্যে নির্ভয় হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অল্পও দোষ বলিতে ইচ্ছা করিলে, সে কিভাবে তাহা বলিতে সমর্থ হইবে?৫

মহাত্মা যুধিষ্ঠির পাশাখেলা ভাল জানেন না, তথাপি পাশা খেলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাকে পাশাখেলায় আহ্বান করিয়া নিজ বিশ্বাসানুসারে তাঁহাকে জয় করিয়াছে। এই জয়কে ধর্মানুসারে জয় কিরূপে বলিব?৬

যদি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির নিজ গৃহে পাশা খেলিতেন এবং সেই অবস্থায় কৌরবরা সেখানে গিয়া যদি তাঁহাকে জয় করিতে পারিত, তাহা হইলে ঐ জয়কেই ধর্মানুসারে জয় বলিতে

বস্তুতং পাপবিত্তানি কামন্তে কুরবো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯
এবমপ্যন্যমত্যন্তং পরান্ নার্হতি যাচিতুম্।
কথঞ্চ ধর্মযুক্তাত্তে ন চ রাজ্যং জিহীর্ষবঃ ॥১০
নিবৃত্তবাসান্ কৌন্তেয়ান্ য আহুর্বিদিতা ইতি।
অনুনীতা হি ভীষ্মেণ দ্রোণেন বিদুরেণ চ ॥১১

ন ব্যবস্যন্তি পাণ্ডূনাং প্রদাতুং পৈতৃকং বসু।
অহং তু তাদ্বিষ্টেবাপৈরনুনীয় বলে বলাৎ ॥১২

পাদয়োঃ পাতয়িষ্যামি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
অথ তে ন ব্যবস্যন্তি প্রণিপাতায় দীনতঃ ॥১৩

পারিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া কৌরবেরা সদা ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ছল ও কপটতার সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পরম কল্যাণময় কর্ম কোথায় যাইবে? এই রাজা যুধিষ্ঠিরের বনবাস-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কেন তিনি প্রথমে মস্তক নত করিবেন? কেনই বা প্রণাম ও বিনয়প্রদর্শন করিবেন।৭-৮

বনবাসের প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইয়া ইনি এখন নিজ পিতা ও পিতামহাদি পরম্পরাগত রাজ্য-লাভের অধিকারী। যদি যুধিষ্ঠির কোন অন্যায় পথ অবলম্বনে নিজ রাজ্যসম্পদ লাভের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও তো ইনি অত্যন্ত দীনতা প্রদর্শন করত শত্রুর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া ভিক্ষা করিবার যোগ্যও হইতেন না।

কুন্তীপুত্রগণ বনবাস পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন এই কৌরবগণ বলিতে লাগিল যে, আমরা বনবাসের সময় পূর্ণ হইবার পূর্বে হইতেই ইহাদিগকে চিনি। এই অবস্থায় কিরূপে বলা যায় যে, কৌরবেরা ধর্মে তৎপর এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্য হরণ করিতে

গমিষ্যন্তি সহামাত্যা যমস্য সদনং প্রতি।
ন হি তে যুযুধানস্য সংরব্ধস্য যুযুৎসতঃ ॥১৪
বেগং সমর্থাঃ সংসোঢ়ুং বজ্রস্যেব মহীধরাঃ।
কো হি গাণ্ডীবধন্বানং কশ্চ চক্রায়ুধং যুধি ॥১৫
মাং চাপি বিষহেৎ ক্রুদ্ধঃ কশ্চ ভীমং দুরাসদম্।
যমৌ চ যুদ্ধদুর্মাদৌ যমকালোপমৌ ভৃশম্ ॥
বিরাট-দ্রুপদৌ বীরৌ যম-কালোপমদ্যুতী ॥১৬
কো জিজীবিষুরাসাদেদ্ ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্।
পঞ্চৈতান্ পাণ্ডবেয়াস্তু দ্রৌপদ্যাঃ কীর্তিবর্ধনান্ ॥১৭
সপ্রভাবান্ পাণ্ডুসুতান্ সমরেষ্বপরাজিতান্।
সৌভদ্রঞ্চ মহেষ্বাসমমরৈরপি দুঃসহম্ ॥১৮
গদ-প্রদ্যুম্ন-সাম্বাংশ্চ কাল-সূর্য্যানলোপমান্।
কে যুধি ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রং শকুনিনা সহ ॥১৯

কর্ণং চৈব নিহত্যাজাবভিবেক্ষ্যাম পাণ্ডবম্।
নাধর্ম্যো বিদ্যতে কশ্চিদ্ধত্বা তত্তাপিনঃ ॥২০
অধর্ম্যযশসঞ্চৈব শাত্রবাণাং প্রবাচনম্।
ক্ষুদ্রতন্তুঞ্চ যঃ কামেত্তং কুরুধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥২১
নিসৃষ্টং ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্যং প্রাপ্নোতু পাণ্ডবঃ।
অস্য পাণ্ডুসুতো রাজ্যং লভতাং বা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

ইচ্ছুক নয় ?

ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর বহু অনুনয় বিনয় করিলেও ইহারা পাণ্ডবগণের ন্যায্য রাজ্যসম্পদ্ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবার নিশ্চয় কিংবা প্রয়াস করে নাই।

আমি কিন্তু রণভূমিতে ধারাল বাণ দ্বারা কৌরবগণকে বলপূর্ব্বক রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করাইয়া মহাত্মা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের চরণযুগলে তাহাদিগকে পাতিত করিব।

যদি তাহারা পরম জ্ঞানী যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণিপাত করিতে প্রয়াস না করে, তবে আমি মন্ত্রিগণের সহিত কৌরবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

যেরূপ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতগণও বজ্রের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ও ক্রুদ্ধ সাত্যকির (আমার) বাণপ্রহারের বেগ সহ্য করিতে কৌরবেরা কোনরূপেই পারিবে না।

কৌরবগণের মধ্যে এইরূপ কে আছে, যে জীবনধারণের ইচ্ছা রাখিয়াও যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীব-ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ, ক্রুদ্ধ আমি সাত্যকি, দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীমসেন, যম ও কালের ন্যায় তেজস্বী যুদ্ধ-দুর্মদ নকুল ও সহদেব, যম ও কালের তেজকেও নিজতেজে ম্লানকারী বীরবর বিরাট এবং দ্রুপদ ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবে ?

দ্রৌপদীর কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী এই পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র নিজ পিতার তুল্যই বীর, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও তাঁহাদের ন্যায়ই রণোন্মত্ত বলিয়া সুবিদিত। মহাবলবান্ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে তো যুদ্ধে দেবতারাও সহ্য করিতে সমর্থ হন না। গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব—ইহারা তো সাক্ষাৎ কাল, সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বী এবং অজেয়—সুতরাং যুদ্ধে ইহাদেরই বা সম্মুখে কে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে ?

আমরা শকুনির সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে এবং কর্ণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক করিব।

আততায়ী শত্রুগণকে বধ করিলে কোন অধর্ম্ম (পাপ) হইবে না। পরন্তু শত্রুগণের নিকট ভিক্ষা করাই অধর্ম্ম ও অপযশের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে, সুতরাং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যা মনোগত অভিপ্রায়, উহাই আপনারা আলস্য ত্যাগ করিয়া পূর্ণ করুন।১৯-২১

নিহতা বা রণে সর্বে স্বপ্স্যন্তি বসুধাতলে ॥২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগ-পর্বণি সাত্যকিক্রোধবাক্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

যদি ধৃতরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় রাজ্য ফিরাইয়া দেন, তবে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির উহা গ্রহণ করুন। যে ভাবেই হউক এখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করুন, অন্যথা সমস্ত কৌরবগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া রণভূমিতে চিরনিদ্রিত থাকিবে।২২-২৩

শ্রীমদ্বাদরিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্ব্বে সাত্যকির ক্রোধপূর্ণ বাক্যবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিভাষণে মহারাজ-দ্রুপদস্য সম্মতিঃ।]

দ্রুপদ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
নহি দুর্যোধনো রাজ্যং মধুরেণ প্রদাস্যতি ॥১
অনুবর্ৎস্যতি তং চাপি ধৃতরাষ্ট্রঃ সুতপ্রিয়ঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ কার্পণ্যান্মৌর্খ্যাদ্ রাধেয়-সৌবলৌ॥২
বলদেবস্য বাক্যং তু মম জ্ঞানে ন যুজ্যতে।
এতস্মিন্ পুরুষেণাগ্রে কার্য্যং সুনয়মিচ্ছতা ॥৩
ন তু বাচ্যো মৃদুবচো ধার্তরাষ্ট্রঃ কথঞ্চন।
ন হি মার্দবসাধ্যোঽসৌ পাপবুদ্ধির্যতো মম ॥৪
গর্দভে মার্দবং কুর্য্যাদ্ গোষু তীক্ষ্ণং সমাচরেৎ।
মৃদু দুর্যোধনে বাক্যং যো ব্রূয়াৎ পাপচেতসি ॥৫
মৃদুং বৈ মন্যতে পাপো ভাষমাণমশক্তিকম্।
কিমতর্থং বিজানীরন্নুদ্যো মার্দবে স্থিতে ॥৬

চতুর্থ অধ্যায়।

[সাত্যকির ভাষণে মহারাজ দ্রুপদের সম্মতি।]

(সাত্যকির বাক্য শুনিয়া) দ্রুপদ বলিলেন,—হে মহাবাহো! তোমার কথাই সত্য। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই হইবে; কারণ, দুর্যোধন মধুর ব্যবহারে রাজ্য প্রদান করিবে না। নিজের পুত্রের উপর আসক্তচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রও তাহারই অনুসরণ করিবেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ দীনভাবশতঃ এবং রাধাপুত্র কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি মূর্খভাবশতঃ দুর্যোধনের পক্ষ লইবে।১-২

বলদেবের বাক্য আমার জ্ঞানে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি যাহা কিছু বলিতেছি, উহা সুনীতিপালনেচ্ছু পুরুষের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে করণীয়।৩

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে মধুর কিংবা নম্রতা-পূর্ণ বাক্য কোনরূপেই বলা উচিত নয়। আমার ইহাই অভিমত যে, দুর্যোধন পাপবুদ্ধিপরায়ণ, সুতরাং সে মৃদু ব্যবহারে কোনক্রমেই বশে আসিবে না।৪

যে ব্যক্তি পাপাত্মা দুর্যোধনকে মৃদু বচন বলিবে, বুঝিতে হইবে সে তাহা হইলে গর্দভের প্রতি কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার ও গাভীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে।৫

এতচ্চৈব করিষ্যামো যত্নশ্চ ক্রিয়তামিহ।
প্রস্থাপয়াম মিত্রেভ্যো বলায়ুদ্যোজয়ন্তু নঃ ॥৭
শল্যস্য বৃষ্টকেতোশ্চ জয়ৎসেনস্য বা বিভো।
কেকয়ানাঞ্চ সর্বেষাং দূতা গচ্ছন্তু শীঘ্রগাঃ ॥৮
স চ দুর্যোধনো নূনং প্রেষয়িষ্যতি সর্বশঃ।
পূর্বাভিপন্নাঃ সন্তশ্চ ভজন্তে পূর্বচোদনম্ ॥৯
তৎ ত্বরধ্বং নরেন্দ্রাণাং পূর্বমেব প্রচোদনে।
মহদ্ধি কার্য্যং বোঢ়ব্যমিতি মে বর্ততে মতিঃ ॥১০
শল্যস্য প্রেষ্যতাং শীঘ্রং যে চ তস্যানুগা নৃপাঃ।
ভগদত্তায় রাজ্ঞে চ পূর্বসাগরবাসিনে ॥১১
অমিতৌজসে তথোগ্রায় হার্দিক্যায়াহ্বকায় চ।
দীর্ঘপ্রজ্ঞায় শূরায় রোচমানায় বা বিভো ॥১২

আনীয়তাং বৃহন্তশ্চ সেনাবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ।
সেনজিৎ প্রতিবিন্ধ্যশ্চ চিত্রবর্মা সুবাস্তুকঃ ॥১৩
বাহ্লীকো মুঞ্জকেশশ্চ চৈদ্যাধিপতিরেব চ।
সুপার্শ্বশ্চ সুবাহুশ্চ সৌরবশ্চ মহারথঃ ॥১৪
শকানাং পল্লবানাঞ্চ দরদানাঞ্চ যে নৃপাঃ।
সুরারিশ্চ নদীজশ্চ কর্ণবেষ্টশ্চ পার্থিবঃ ॥১৫
নীলশ্চ বীরবর্মা চ ভূমিপালশ্চ বীর্য্যবান্।
দুর্জয়ো দন্তবক্রশ্চ রুক্মী চ জনমেজয়ঃ ॥১৬
আষাঢ়ো বায়ুবেগশ্চ পূর্বপালী চ পার্থিবঃ।
ভূরিতেজা দেবকশ্চ একলব্যঃ সহাত্মজৈঃ ॥১৭
কাক্ষয়কাশ্চ রাজানঃ ক্ষেমধূর্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
কাম্বোজা ঋষিকা যে চ পশ্চিমানৃপকাশ্চ যে ॥১৮

পাপী ও মূর্খ মনুষ্য মৃদুভাবীকে শক্তিহীন মনে করে এবং কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করিলে সে মনে করে, আমি উহার (কোমলতাপূর্ণ ব্যবহারকারীর) সকল ধন জয় করিয়া লইয়াছি।৬

(সুতরাং আমি এখন আপনাদের সম্মুখে যে প্রস্তাব আনিব,) ইহাই আমরা সম্পন্ন করিব এবং উহার জন্যই সকল প্রকার প্রযত্নও চালাইব। আমরা এখন আমাদের মিত্রগণের নিকট এই সংবাদ পাঠাইব যে, উহারা যেন আমাদের জন্য সৈন্যসাহায্যের উদ্যোগ করে।৭

বিভো! আমাদের শীঘ্রগামী দূতবৃন্দ শল্য, বৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও সমস্ত কেকয়রাজকুমারগণের নিকট গমন করুক।৮

নিশ্চয় দুর্যোধনও সকলের নিকট সংবাদ পাঠাইবে। যখন শ্রেষ্ঠ রাজারা কাহারও দ্বারা পূর্বেই সহায়তার জন্য আমন্ত্রিত হন, তখন তাঁহারা প্রথমে আমন্ত্রণকারীকেই সহায়তা করেন।৯

অতএব সকল রাজার নিকট পূর্বেই নিজ আমন্ত্রণ জানাইতে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি মনে করি—আমাদিগকেই এই সকল মহৎকার্য্য বহন করিতে হইবে।১০

রাজা শল্য এবং তাঁহার অনুগামী নরপতিগণের নিকট শীঘ্র দূত প্রেরণ করুন। পূর্ব সমুদ্রের তটবর্তী রাজা ভগদত্তের নিকটও দূত প্রেরণ করিতে হইবে।১১

বিভো! এইরূপে অমিতৌজা, উগ্র, হার্দিক্য (কৃতবর্মা), অন্ধক, দীর্ঘপ্রজ্ঞ এবং বীরবর রোচমানের নিকটও দূত প্রেরণ করা প্রয়োজন।১২

বৃহন্তকেও আনাইতে হইবে। রাজা সেনবিন্দু, সেনজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্মা, সুবাস্তুক, বাহ্লীক, মুঞ্জকেশ, চৈদ্যরাজ, সুপার্শ্ব, সুবাহু, মহারথী সৌরব এবং শক, পল্লব ও দরদদেশে যে সকল রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। সুরারি, নদীজ, ভূপাল কর্ণবেষ্ট, নীল,

জয়ৎসেনশ্চ কাশ্যশ্চ তথা পঞ্চনদা নৃপাঃ।
ক্রাথপুত্রশ্চ দুর্ধর্ষঃ পার্বতীয়াশ্চ যে নৃপাঃ ॥১৯
জানকিশ্চ সুপর্ণা চ মণিমান্ যোতিমৎসকঃ।
পাংশুরাষ্ট্রাধিপশ্চৈব ধৃষ্টকেতুশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২০
ধৃতশ্চ দৃঢ়ধান্যশ্চ বৃহৎসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
অপরাজিতো নিষাদশ্চ শ্রেণিমান্ বসুমানপি ॥২১
বৃহদ্বলো মহৌজাশ্চ বাহুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সমুদ্রসেনো রাজা চ সহ পুত্রেণ বীর্য্যবান্ ॥২২
উদ্ভবঃ ক্ষেমকশ্চৈব বাটধানশ্চ পার্থিবঃ।
ক্রতায়ুশ্চ দৃঢ়ায়ুশ্চ শাল্বপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২৩

কুমারশ্চ কলিঙ্গানামগ্নিবেশ্য যুযুৎসুর্দৃঢ়ঃ।
এতেষাং প্রেষ্যতাং শীঘ্রমেতদ্ধি মম রোচতে ॥২৪
অয়ঞ্চ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ মম রাজন্ পুরোহিতঃ।
প্রেষ্যতাং ধৃতরাষ্ট্রায় বাক্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥২৫
যথা দুর্য্যোধনো বাচ্যো যথা শান্তনবো নৃপঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো যথা বাচ্যো দ্রোণশ্চ ঋষিনাং বরঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
ক্রুপদবাক্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

বীরধর্ম্মা, পরাক্রমশালী ভূমিপাল, দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর, ক্রথী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, রাজা পূর্ব্বপালী, ভূরিতেজা, দেবক, পুত্রগণের সহিত একলব্য, কলিঙ্গদেশের বহু ভূপতি, শক্তিমান্ ক্ষেমবৃদ্ধি, কাম্বোজদেশাধিপতি, ঋষিকদেশের রাজা, পশ্চিম-বীরবাসী নরপতি, জয়ৎসেন, কাশ্য ও পঞ্চনদ-প্রদেশের রাজারা, দুর্দ্ধর্ষ ক্রাথপুত্র, পর্ব্বতীয় নরেশ, রাজা জনকের পুত্র, সুপর্ণা, মণিমান্, যোতিমৎসক পাংশুরাজ্যাধিপতি, শক্তিশালী ধৃষ্টকেতু, ধৃত, দৃঢ়ধান্য, পরাক্রমী বৃহৎসেন, অপরাজিত, নিষাদ-রাজ, শ্রেণিমান্, বসুমান্ বৃহদ্বল, মহৌজা, শত্রুনগরবিজয়ী বাহু, পুত্রগণের সহিত পরাক্রমী রাজা সমুদ্রসেন, উদ্ভব, ক্ষেমক, রাজা বাটধান, ক্রতায়ু, দৃঢ়ায়ু, শক্তিশালী শাল্বপুত্র, কুমার এবং যুযুৎসু কলিঙ্গরাজ—ইহাদের সকলের নিকট অভিসত্বর রথনিস্বন প্রেরণ করিতে হইবে। ইহাই আমার অভিপ্রেত।১৩-২৪

মৎস্যরাজ। ইনি আমার পুরোহিত, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ; ইঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করুন এবং যথাযোগ্য সংবাদও জানাইবার জন্য ইঁহাকে দিবেন।২৫

দুর্য্যোধনকে কি বলিতে হইবে? শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে কিরূপ বাক্য বলা উচিত? ধৃতরাষ্ট্রকেই বা কিরূপ সংবাদ জানাইতে হইবে? এবং ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকেই বা কিরূপ বার্ত্তা বলিতে হইবে? এই সমস্তই উঁহাকে বলিয়া দিবেন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্ব্বে ক্রুপদবাক্যবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগমনম্, বিরাট-দ্রুপদাভ্যাং প্রেষিত-সন্দেশং শ্রুত্বা পাণ্ডবপক্ষমবলম্ব্য যুদ্ধং কর্ত্তুং রাজ্ঞামাগমনঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

উপপন্নমিদং বাক্যং সোমকানাং ধুরন্ধরে।
অর্থসিদ্ধিকরং রাজ্ঞঃ পাণ্ডবস্যামিতৌজসঃ ॥১
এতচ্চ পূর্বং কার্য্যং নঃ সুনীতমতিকাঙ্ক্ষতাম্।
অন্যথা হ্যাচরন্ কর্ম পুরুষঃ স্যাৎ সুবালিশঃ ॥২
কিং তু সম্বন্ধকং তুল্যমস্মাকং কুরুপাণ্ডুষু।
যথেষ্টং বর্ত্তমানেষু পাণ্ডবেষু চ তেষু চ ॥৩
তে বিবাহার্থমানীতা বয়ং সর্বে তথা ভবান্।
কৃতে বিবাহে ঘুষিতা গমিষ্যামো গৃহান্ প্রতি ॥৪
ভবান্ বৃদ্ধতমো রাজ্ঞাং বয়সা চ শ্রুতেন চ।
শিষ্যবৎ তে বয়ং সর্বে ভবাংস্তে ন সংশয়ঃ ॥৫
ভবন্তং ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সততং বহু মন্যতে।
আচার্য্যয়োঃ সখা চাসি দ্রোণস্য চ কৃপস্য চ ॥৬
স ভবান্ প্রেষয়তস্তু পাণ্ডবার্থকরং বচঃ।
সর্বেষাং নিশ্চিতং তত্রঃ প্রেষয়িষ্যতি যদ্ ভবান্ ॥৭
যদি ত্বাবজ্ঞয়ং কুর্য্যাদ্ ভ্রাত্যায়েন কুরুপুঙ্গবঃ।
ন ভবেৎ কুরুপাণ্ডবানাং সৌভ্রাত্রেণ মহান্ ক্ষয়ঃ ॥৮
অথ দর্পান্বিতো মোহাদ্ন কুর্য্যাদ্ ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
অস্মদ্বাং প্রেষয়িত্বা চ পশ্চাদস্মান্ সমাহ্বয়ে ॥৯

পঞ্চম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন, বিরাট ও দ্রুপদরাজার প্রেরিত সংবাদে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করত যুদ্ধ করিবার জন্য রাজাদিগের আগমন।]

(তারপর ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সভাসদ্‌গণ। সোমবংশের ধুরন্ধর বীর মহারাজ দ্রুপদ যে কথা বলিলেন,—উহা তাঁহারই পক্ষে যোগ্য। ইহার দ্বারাই অমিততেজস্বী পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি হইবে।১

আমরা সকলেই সুনীতির পক্ষপাতী, সুতরাং আমাদের সর্ব্বাগ্রে এই কার্য্য করা প্রয়োজন। যে মানুষ ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহাকে মূর্খ বলিয়া জানিবে।২

কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ কুরু ও পাণ্ডুবংশ উভয়ের প্রতি সমান। পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ আমাদের সহিত যথাযোগ্য অনুকূল ব্যবহার করেন।৩

এখন আমরা সকলে এখানে বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি। বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব আমরা সকলে আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাইব।৪

আপনি এখানে সমাগত রাজাদিগের মধ্যে বয়সে ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা সকলেই আপনার শিষ্যের ন্যায় জানিবেন।৫

রাজা ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে অত্যন্ত সমাদর করেন। আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ—এই দুইজনেরই আপনি সখা।৬

অতএব আপনিই আজ পাণ্ডবগণের কার্য্য-সিদ্ধির অনুকূল সংবাদ চারিদিকে প্রেরণ করুন। আপনি যে সংবাদই পাঠান না কেন, উহাই আমাদের সকলের নিশ্চিত অভিমত হইবে।৭

যদি কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃসম্বন্ধে শান্তি-প্রস্তাব অবজ্ঞা করে, তবে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর বন্ধুজনোচিত সৌহার্দ্দবশতঃ মহান্ ক্ষয় হইবে না।৮

যদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন মোহবশতঃ দর্পান্বিত হইয়া আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তবে

ততো দুর্য্যোধনো মন্দঃ সহামাত্যঃ সবান্ধবঃ।
নিষ্ঠামাপৎস্যতে মূঢ়ঃ ক্রুদ্ধে গাণ্ডীবধন্বনি ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সৎকৃত্য বার্ষ্ণেয়ং বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ।
গৃহান্ প্রস্থাপয়ামাস সগণং সহবান্ধবম্ ॥১১

দ্বারকাং তু গতে কৃষ্ণে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
চক্রুঃ সাংগ্রামিকং সর্বং বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ॥১২

ততঃ সম্প্রেষয়ামাস বিরাটঃ সহ বান্ধবৈঃ।
সর্বেষাং ভূমিপালানাং দ্রুপদশ্চ মহীপতিঃ ॥১৩
বচনাৎ কুরুসিংহানাং মৎস্যপাঞ্চালয়োশ্চ তে।
সমাজগ্মুর্মহীপালাঃ সম্প্রহৃষ্টা মহাবলাঃ ॥১৪

তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডুপুত্রাণাং সমাগচ্ছন্মহদ্ বলম্।
ধৃতরাষ্ট্রসুতাশ্চাপি সমানিন্যুর্মহীপতীন্ ॥১৫
সমাকুলা মহী রাজন্ কুরু-পাণ্ডবকারণাৎ।
তদা সমভবৎ কৃৎস্না সম্প্রয়াণে মহীক্ষিতাম্ ॥১৬
সঙ্কুলা চ তদা ভূমিশ্চতুরঙ্গবলান্বিতা।
বলানি তেষাং বীরাণামাগচ্ছন্তি ততস্ততঃ ॥১৭
চালয়ন্তীব গাং দেবীং সপর্বত-বনামিমাম্।
ততঃ প্রজ্ঞাবয়োবৃদ্ধং পাঞ্চাল্যঃ স্বপুরোহিতম্ ॥
কুরুভ্যঃ প্রেষয়ামাস যুধিষ্ঠিরমতে স্থিতঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি পুরোহিতযানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

আপনি অন্যান্য রাজাদিগের নিকট যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া সকলের সেবে আমাদিগকে আহ্বান করিবেন।৯

গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী অর্জুন কুপিত হইলে মন্দমতি মূঢ় দুর্য্যোধন মন্ত্রী ও বন্ধুগণের সহিত সর্ব্বথা নষ্ট হইয়া যাইবে।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর ভূপতি বিরাট সেবকবৃন্দ ও বান্ধবগণের সহিত বৃষ্ণিকুলনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সমাদর করিয়া তাঁহাকে দ্বারকা যাইতে সম্মতি দিলেন।১১

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং ভূপতি বিরাট যুদ্ধের জন্য যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।১২

বন্ধুগণের সহিত রাজা বিরাট এবং মহারাজ দ্রুপদ মিলিত হইয়া সকল রাজার নিকট যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণলিপি পাঠাইলেন।১৩

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ, মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট ও পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের নিকট হইতে যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া মহাবলবান্ নরপতিবৃন্দ আনন্দিত-চিত্তে আসিতে লাগিলেন।১৪

পাণ্ডবগণের নিকট বিশাল সৈন্যবাহিনী একত্রিত হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণও ভূমিপালবৃন্দকে যুদ্ধের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতে লাগিলেন।১৫

রাজন্! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের উদ্দেশে বাহু দূরদেশবাসী নরপতিরা নিজ নিজ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সেই চতুরঙ্গিনী সেনাবাহিনীতে সমগ্রা ধরণী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন।১৬

চারিদিক্ হইতে সেই বীরগণের যে সমস্ত সৈন্য আসিতেছিল, তাহারা পর্ব্বত ও কাননের সহিত এই পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে লাগিল।১৭

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের সম্মতি অনুসারে বয়স ও বুদ্ধিতে প্রবীণ নিজ পুরোহিতকে কুরুদেশের রাজধানী হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে পুরোহিতের প্রস্থানবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রুপদস্য দৌত্যকর্ম কর্তুং পুরোহিতায়ানুমতিদানম্, পুরোহিতস্য হস্তিনাপুরগমনঞ্চ।]

দ্রুপদ উবাচ।

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষপি দ্বিজাতয়ঃ ॥১

দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২

স ভবান্ কৃতবুদ্ধীনাং প্রধান ইতি মে মতিঃ।
কুলেন চ বিশিষ্টোঽসি বয়সা চ শ্রুতেন চ ॥৩

প্রজ্ঞয়া নয়নশ্চাসি শুক্রেণাঙ্গিরসেন চ।
বিদিতং চাপি তে সর্বং যথাবৃত্তঃ স কৌরবঃ ॥৪

পাণ্ডবশ্চ যথাবৃত্তঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য বিদিতে বঞ্চিতাঃ পাণ্ডবাঃ পরৈঃ ॥৫

বিদুরেণানুনীতোঽপি পুত্রমেবানুবর্ততে।
শকুনির্বুদ্ধিপূর্বং বৈ কুন্তীপুত্রং দদাহ্বয়ৎ ॥৬

অনক্ষজ্ঞং মতাক্ষঃ সন্ ক্ষত্রব্রতে স্থিতং শুচিম্।
তে তথা বঞ্চয়িত্বা তু ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭

ন কস্তাস্মিন্নবস্থায়াং রাজ্যং দাস্যতি বৈ স্বয়ম্।
তথাংস্তু ধর্মসংযুক্তং ধৃতরাষ্ট্রং ব্রুবন্ বচঃ ॥৮

মনাংসি তস্য যোধানাং ধ্রুবমাবর্তয়িষ্যতি।
বিদুরশ্চাপি তদ্ বাক্যং সাধয়িষ্যতি তাবকম্ ॥৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[দ্রুপদ কর্তৃক নিজ পুরোহিতকে দৌত্যকর্ম করিবার জন্য অনুমতিদান এবং পুরোহিতের হস্তিনাপুরে প্রস্থান।]

দ্রুপদ (পুরোহিতকে) বলিলেন,—সমস্ত ভূতগণের মধ্যে প্রাণধারী শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।১

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি বিদ্বান্, বিদ্বান্দিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবুদ্ধি (সিদ্ধান্তে প্রত্যুৎপন্নমতি,) কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে যাঁহারা ক্রিয়াবান্ এবং ক্রিয়াবান্দিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ।২

আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, আপনি কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে প্রধান। আপনার কুলও শ্রেষ্ঠ এবং আপনি বয়সে ও জ্ঞানেও প্রধান।৩

আপনার বুদ্ধি শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায়। আপনি দুর্য্যোধনের যেরূপ আচার ব্যবহার, তাহা সবই জানেন।৪

কুন্তীপুত্র পাণ্ডুবংশধর যুধিষ্ঠির যেরূপ আচার ও ব্যবহারপরায়ণ, তাহাও আপনার অবিদিত নাই। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই শত্রুগণের দ্বারা পাণ্ডবেরা বঞ্চিত হইয়াছে।৫

বিদুর বহু অনুনয় বিনয় করিলেও ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রেরই অনুসরণ করে। শকুনি নিজে পাশাখেলায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ, কিন্তু যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে নিরত শুদ্ধাত্মাপুরুষ; সে পাশাখেলায় সেরূপ দক্ষ ছিল না, ইহা জানিত, তথাপি সে বুদ্ধিবলে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আমন্ত্রণ করিল।

উহারা সকলে মিলিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চিত করিয়াছে। সুতরাং এই অবস্থায় তাহারা স্বয়ং উপযাচক হইয়া রাজ্য প্রদান করিবে না।

কিন্তু আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিয়া উহার যোদ্ধৃবর্গের মনকে নিশ্চয়ই স্বপক্ষে

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং ভেদং সঞ্জনয়িষ্যতি।
অমাত্যেষু চ মিত্রেষু যোধেষু বিমুখেষু চ ॥১০

পুনরেকত্রকরণং তেষাং কর্ম ভবিষ্যতি।
এতস্মিন্নন্তরে পার্থাঃ সুখমেকাগ্রবুদ্ধয়ঃ ॥১১

সেনাকর্ম করিষ্যন্তি দ্রব্যাণাং চৈব সংগ্রহম্।
বিদ্যমানেষু চ ত্বেষু সম্বন্ধানে তথা ত্বয়ি ॥১২

ন তথা তে করিষ্যন্তি সেনাকর্ম ন সংশয়ঃ।
এতৎ প্রয়োজনং চাত্র প্রাধান্যেনোপলভ্যতে ॥১৩

সঙ্গত্যা ধৃতরাষ্ট্রস্য কুর্য্যাদ্ ধর্ম্যং বচস্তব।
স ভবান্ ধর্মযুক্তশ্চ ধর্ম্যং তেষু সমাচরন্ ॥১৪

কৃপালুষু পরিক্লেশান্ পাণ্ডবীয়ান্ প্রকীর্তয়ন্।
বৃদ্ধেষু কুলধর্মঞ্চ ব্রুবন্ পূর্বৈরনুষ্ঠিতম্ ॥১৫

বিভেৎস্যতি মনাংস্যেষামিতি মে নাত্র সংশয়ঃ।
ন চ তেভ্যো ভয়ং তেঽস্তি ব্রাহ্মণো ঽসি
বেদবিৎ ॥১৬

দূতকর্মণি যুক্তশ্চ স্থবিরশ্চ বিশেষতঃ।
স ভবান্ পুষ্যযোগেন মুহূর্তেন জয়েন চ ॥
কৌরবেয়ান্ প্রযাহ্যাশু কৌন্তেয়স্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথানুশিষ্টঃ প্রযযৌ ক্রুপদেন মহাত্মনা।
পুরোধা বৃত্তসম্পন্নো নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥১৮

আনিতে সমর্থ হইবেন।

বিদুর আপনার বাক্যকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করিবে। আপনি ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্যের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন।

যখন তাহার মন্ত্রীদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে এবং যোদ্ধারাও যখন বিমুখ হইয়া পড়িবে, তখন উহাদের (প্রধান) কার্য্য হইবে—পুনরায় নূতন সেনা সংগ্রহ ও সংগঠন করা।

এই সময়ের মধ্যেই একাগ্রচিত্ত কুন্তীপুত্রগণ অনায়াসে সেনা সংগঠন ও দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে।

যদি সেখানে আমাদের সকল উপস্থিত থাকে এবং আপনিও বিলম্ব করিতে থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই সময়ে তাহারা সেনা সংগ্রহাদি কর্ম করিবে না—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

সেখানে আপনার যাওয়াই এখন একমাত্র প্রয়োজন লক্ষ্য করিতেছি। কারণ, আপনার সংস্পর্শে হয়তো ধৃতরাষ্ট্রের মন পরিবর্তিত হইতে পারে এবং আপনার ধর্মানুকূল বাক্য তিনি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন।

আপনি নিজে ধর্মপরায়ণ, সুতরাং আপনি তাহাদের উপর ধর্মানুকূল আচরণ করিয়া কৌরবকুলে যে সমস্ত কৃপালু বৃদ্ধ আছেন, তাঁহাদের সমক্ষে পূর্বপুরুষদ্বারা আচরিত কুলধর্ম উপদেশ করত পাণ্ডবগণের ক্লেশসমূহের বর্ণন করিবেন। এইরূপে আপনি নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মন দুর্যোধনের উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়া বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আপনার কোন ভয় নাই: কারণ, আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বিশেষতঃ আপনি দূতকর্মে নিযুক্ত এবং বৃদ্ধ।

অতএব আপনি পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত জয়নামক মুহূর্তে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কার্য্যের সিদ্ধির জন্য কৌরবগণের নিকট শীঘ্রই গমন করুন।৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাত্মা রাজা দ্রুপদ কর্তৃক এইরূপে অনুশাসিত হইয়া সদাচারসম্পন্ন পুরোহিত হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।১৮

শিষ্যৈঃ পরিবৃতো বিদ্বান্ নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
পাণ্ডবানাং হিতার্থায় কৌরবান্ প্রতি জগ্মিবান্ ॥১৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
পুরোহিতবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

তিনি বিদ্বান্ এবং নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের হিতের জন্য শিষ্যবৃন্দের সহিত কৌরবগণের (রাজধানী) অভিমুখে গমন করিলেন ।১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে পুরোহিতের প্রস্থানবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন দুর্যোধনায় অর্জুনায় চ সাহায্যস্য প্রদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পুরোহিতং তে প্রস্থাপ্য নগরং নাগসাহ্বয়ম্।
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাসুঃ পার্থিবেভ্যস্ততস্ততঃ ॥১
প্রস্থাপ্য দূতানস্মত্র দ্বারকাং পুরুষর্ষভঃ।
স্বয়ং জগাম কৌরব্যঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥২
গতে দ্বারবতীং কৃষ্ণে বলদেবে চ মাধবে।
সহ বৃষ্ণ্যন্ধকৈঃ সর্বৈর্ভোজৈশ্চ শতশস্তদা ॥৩
সর্বযাদবরাজাস পাণ্ডবানাং বিচেষ্টিতম্।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজো রাজা গূঢ়ৈঃ প্রণিহিতৈশ্চরৈঃ ॥৪
স শ্রুত্বা মাধবং যান্তং সর্বসৈন্যনিলোপমৈঃ।
বলেন মহতা যান্তং দ্বারকামভ্যয়াৎ পুরীম্ ॥৫
তমেব দিবসং চাপি কৌন্তেয়ঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
আনর্তনগরীং রম্যাং জগামাশু ধনঞ্জয়ঃ ॥৬

সপ্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়কেই সহায়তাপ্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরোহিতকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া তাঁহারা (পাণ্ডবগণ) চারিদিকে নৃপতিগণের নিকট দূতসকলকে প্রেরণ করিলেন ।১

অন্য সব স্থানে দূতগণকে পাঠাইয়া কুরুকুলনন্দন কুন্তীপুত্র নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় (অর্জুন) স্বয়ং দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন ।২

যখন মধুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সহ শত শত বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ-বংশীয়গণের সহিত দ্বারকাপুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্যোধন নিজ নিযুক্ত গুপ্তচরগণের সাহায্যে পাণ্ডবদিগের সমস্ত কার্যের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন ।৩-৪

যখন দুর্যোধন শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিরাট-নগর হইতে দ্বারকাপুরী প্রস্থান করিয়াছেন, তখন তিনি বায়ুর ন্যায় বেগগামী উত্তম অশ্বসমূহ ও এক বৃহৎ সেনাবাহিনীর সহিত দ্বারকাপুরী গমন করিলেন ।৫

কুন্তীকুমার পাণ্ডুনন্দন অর্জুনও ঐ দিনেই অতিসত্বর রমণীয় দ্বারকাপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।৬

তৌ দ্বারা পুরুষব্যাঘ্রৌ দ্বারকাং কুরুনন্দনৌ।
সুখং দদৃশতুঃ কৃষ্ণং শয়ানং চাভিজগ্মতুঃ ॥৭
ততঃ শয়ানে গোবিন্দে প্রবিবেশ সুযোধনঃ।
উচ্চ র্বতশ্চ কৃষ্ণস্য নিষসাদ বরাসনে ॥৮
ততঃ কিরীটী তস্যানুপ্রবিবেশ মহামনাঃ।
পশ্চাচ্চৈব স কৃষ্ণস্য প্রহ্বোঽতিষ্ঠৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৯
প্রতিবুদ্ধঃ স বার্ষ্ণেয়ো দদর্শাগ্রে কিরীটিনম্।
স তয়োঃ স্বাগতং কৃত্বা যথাবৎ প্রতিপূজ্য তৌ ॥১০
তথাগমনজং হেতুং পপ্রচ্ছ মধুসূদনঃ।
ততো দুর্যোধনঃ কৃষ্ণমুবাচ প্রহসন্নিব ॥১১
বিগ্রহেঽস্মিন্ ভবান্ সাহ্যং মম দাতুমিহার্হতি।
সখ্যং হি ভবতঃ সখ্যুঃ মম চৈবার্জুনেঽপি চ ॥১২

কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রামগ্ন আছেন। তখন তাঁহারা উভয়ে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।৭

শ্রীকৃষ্ণের শয়নকালে প্রথমে দুর্যোধন তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার মস্তকদিকে রক্ষিত এক শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।৮

তারপর মহামনা কিরীটধারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত নম্রতার সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণের দিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।৯

জাগরিত হইয়া বৃষ্ণিকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকেই দেখিলেন। মধুসূদন তাঁহাদের উভয়কে যথাযোগ্য আদরআপ্যায়ন করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দুর্যোধন হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।১০-১১

মাধব। (পাণ্ডবদিগের সহিত) আমাদের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তাহাতে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনার আমার সহিত ও

তথা সম্বন্ধকং তুল্যমস্মাকং ত্বয়ি মাধব।
অহং চাভিগতঃ পূর্বং ত্বামদ্য মধুসূদন ॥১৩
পূর্বং চাভিগতং সন্তো ভজন্তে পূর্বদায়িনঃ।
ত্বঞ্চ শ্রেষ্ঠতমো লোকে সতামদ্য জনার্দন।
সতস্তং সদ্ভিরেবৈষ সদ্বৃত্তমনুপালয় ॥১৪

কৃষ্ণ উবাচ

ভবানভিগতঃ পূর্বমত্র যে নাস্তি সংশয়ঃ।
দৃষ্টস্তু প্রথমং রাজন্ ময়া পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৫
তব পূর্বাভিগমনাৎ পূর্বং চাপ্যস্য দর্শনাৎ।
সাহায্যমুভয়োরেব করিষ্যামি সুযোধন ॥১৬
প্রবারণং তু বালানাং পূর্বং কার্য্যমিতি শ্রুতিঃ।
তস্মাৎ প্রবারণং পূর্বমর্হঃ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭

অর্জুনের সহিত মিত্রতা সমান এবং আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধও সমান। হে মধুসূদন। আজ আমিই আগে আপনার নিকট আসিয়াছি। পূর্বপুরুষগণের সদাচারের অনুসরণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ প্রথমে আগত প্রার্থীরই প্রার্থনা পূরণ করেন। জনার্দন। আপনি এখন সমস্ত সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সকলে আপনাকেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। অতএব আপনি সৎপুরুষগণের আচার পালন করুন।১২-১৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আপনিই প্রথমে আমার এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রথমে কুন্তীনন্দন অর্জুনকেই দেখিয়াছি।১৫

সুযোধন। আপনি প্রথমে আসিয়াছেন এবং আমি প্রথমে অর্জুনকে দেখিয়াছি, সেইজন্য আমি উভয়কেই সাহায্য করিব।১৬

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, প্রথমে বালকদিগেরই অভীষ্ট পূর্ণ করিবে, অতএব এইরূপ অবস্থায় বয়সে কনিষ্ঠ বলিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুনই প্রথমে অভীষ্ট বস্তু পাইবার অধিকারী।১৭

মৎসংহননতুল্যানাং গোপানামর্বুদং মহৎ।
নারায়ণা ইতি খ্যাতাঃ সর্বে সংগ্রামযোধিনঃ ॥১৮

তে বা যুধি দুরাধর্ষা ভবন্ত্বেকস্য সৈনিকাঃ।
অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ ॥১৯

আত্মানন্তরং পার্থ যৎ তে হৃদ্যতরং মতম্।
তদ্ বৃণীষ্ব ভবানগ্রে প্রবার্যস্ত্বং হি ধর্মতঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অযুধ্যমানং সংগ্রামে বরয়ামাস কেশবম্ ॥২১

নারায়ণমনিত্রঘ্নং কামাজ্জাতমজং নৃপ।
সর্বক্ষত্রস্য পুরতো দেব-দানবয়োরপি ॥২২

দুর্যোধনস্তু তৎ সৈন্যং সর্বমাবব্রুবৎ তদা।
সহস্রাণাং সহস্রং তু যোধানাং প্রাপ্য ভারত ॥২৩
কৃষ্ণং চাপহৃতং জ্ঞাত্বা সম্প্রাপ পরমাং মুদম্।
দুর্যোধনস্তু তৎ সৈন্যং সর্বমাযাদ্ পার্থিবঃ ॥২৪

ততোঽভ্যযাদ্ ভীমবলো রৌহিণেয়ং মহাবল।
সর্বং চাগমনে হেতুং স তস্মৈ সংন্যবেদয়ৎ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সৌরির্ধার্তরাষ্ট্রমিদং বচঃ ॥২৫

বলদেব উবাচ।

বিদিতং তে নরব্যাঘ্র সর্বং ভবিতুমর্হতি।
যন্ময়োক্তং বিরাটস্য পুরা বৈবাহিকে তদা ॥২৬
নিগৃহ্যোক্তো ত্বয়া কেশস্ত্বন্নর্থং কুরুনন্দন।
ময়া সম্বন্ধকং তুল্যমিতি রাজন্ পুনঃ পুনঃ ॥২৭

আমার নিকট গোপগণের দশ কোটি বিশাল সেনা আছে, যাহারা সকলে আমারই ন্যায় বলিষ্ঠ শরীর তাহাদিগকে "নারায়ণসৈন্য" বলা হয় এবং তাহারা সকলেই সংগ্রামে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ।১৮

এক দিকে ঐ দুর্দর্ষ নারায়ণসৈন্য যুদ্ধের জন্য উদ্যত থাকিবে, আর একদিকে আমি একাকী থাকিব; কিন্তু আমি যুদ্ধও করিব না এবং কোন অস্ত্রও ধরিব না।১৯

অর্জুন! তুমি এই দুইটির মধ্যে একটিকে, যাহা তোমার মনে অধিক প্রিয় বলিয়া স্থির করিয়াছ, উহাই প্রথমে গ্রহণ কর; কারণ, ধর্মানুসারে তুমিই প্রথমে তোমার মনোবাঞ্ছিত বস্তু গ্রহণের অধিকারী।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে কুন্তীকুমার ধনঞ্জয় সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নিজের সহায়রূপে বরণ করিলেন, যিনি সাক্ষাৎ শত্রুহন্তা নারায়ণ এবং অজ (অজন্মা) হইয়াও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।২১-২২

জনমেজয়! তখন দুর্যোধন সমস্ত নারায়ণ-সৈন্য প্রার্থনা করিলেন, যাহা বহু সহস্র সৈন্য লইয়া সহস্র বিভাগে সংগঠিত ছিল। ঐ যোদ্ধাগণকে পাইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চিত হইয়াছেন মনে করিয়া রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর বলশালী দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যবাহিনী লইয়া রোহিণীনন্দন বলরামের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজের আগমনের সমস্ত কারণ বলিলেন। তখন শূরবংশেশ্বর বলরাম ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন।২৩-২৫

বলরাম বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! পূর্বে রাজা বিরাটের রাজধানীতে বিবাহোৎসবকালীন আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা সবই তুমি জানিতে পারিয়াছ।২৬

কুরুনন্দন। তোমার জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণকে

ন চ তদ্ বাক্যমুক্তং বৈ কেশবং প্রত্যপদ্যত।
ন চাহমুৎসহে কৃষ্ণং বিনা স্থাতুমপি ক্ষণম্ ।২৮

নাহং সহায়ঃ পার্থস্য নাপি দুর্য্যোধনস্য বৈ।
ইতি মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্যুদ্ধেমমবেক্ষ্য হ ।২৯

জাতোঽসি ভারতে বংশে সর্বপার্থিবপূজিতে।
গচ্ছ যুধ্যস্ব ধর্মেণ ক্ষাত্রেণ পুরুষর্ষভ ।৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্তস্তু তদা পরিষজ্য হলায়ুধম্
কৃষ্ণং চাপদ্রুতং জ্ঞাত্বা যুদ্ধায়েনে জিতং জয়ম্ ।৩১

সোঽভ্যয়াৎ কৃতবর্মাণং ধৃতরাষ্ট্রসুতো নৃপঃ।
কৃতবর্মা দদৌ তস্য সেনামক্ষৌহিণীং তদা ।৩২

স তেন সর্বসৈন্যেন ভীমেন কুরুনন্দনঃ।
বৃতঃ পরিষদো হৃষ্টঃ সুহৃদঃ সম্প্রহর্ষয়ন্ ।৩৩
ততঃ পীতাম্বরধরো জগৎস্রষ্টা জনার্দনঃ।
গতে দুর্য্যোধনে কৃষ্ণঃ কিরীটিনমথাব্রবীৎ ।
অযুধ্যমানঃ কাং বুদ্ধিমাস্থায়াহং বৃতস্ত্বয়া ।৩৪

অর্জুন উবাচ।

ভবান্ সমর্থতমান্ সর্বান্ বিহন্তুং নাত্র সংশয়ঃ।
নিহন্তুমহমপ্যেকঃ সমর্থঃ পুরুষর্ষভ ।৩৫
ভবাংস্তু কীর্তিমালোকে তদ্ ধনস্যাং গমিষ্যতি।
যশসাং চাহমপ্যর্থী তস্মাদহমি ময়া বৃতঃ ।৩৬
সারথ্যং তু ময়া কার্য্যমিতি মে মানসং সদা।
চিররাত্রেপ্সিতং কামং তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি ।৩৭

বাধ্য করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের সহিত কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষেরই সম্বন্ধ সমান। রাজন্! আমি এই কথা বার বার বলিয়াছি, কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে পারি নাই। আবার আমি শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া একক্ষণও থাকিতে পারি না ।২১-২৮

অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, আমি অর্জুনেরও সহায়তা করিব না এবং দুর্য্যোধনেরও সহায়তা করিব না ।২৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সমস্ত ভূপতিগণ কর্তৃক সম্মানিত ভরতবংশে জন্মলাভ করিয়াছ; সুতরাং যাও, ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ কর ।৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বলরাম এই কথা বলিলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রবঞ্চিত হইয়াছেন (ঠকিয়াছেন) বুঝিয়া যুদ্ধে নিজের জয় নিশ্চিত মনে করিতে লাগিলেন ।৩১

তারপর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন কৃতবর্মার নিকট গমন করিলেন। কৃতবর্মা তাঁহাকে এক অক্ষৌহিণী সেনা দিলেন ।৩২

এই সমস্ত ভরতের সেনাদ্বারা পরিবৃত হইয়া কুরুনন্দন দুর্য্যোধন নিজ সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে প্রসন্নতার সহিত হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।৩৩

দুর্য্যোধন চলিয়া যাইলে পীতাম্বরধারী জগৎস্রষ্টা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! আমি তো যুদ্ধ করিব না, তবে তুমি কি বুদ্ধি করিয়া আমাকে বরণ করিলে ।৩৪

অর্জুন বলিলেন,—ভগবন্! আপনি একাই তাহাদের সকলকে বধ করিতে সমর্থ, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। হে পুরুষোত্তম! আমিও (আপনার কৃপায়) একাকী ঐ সব শত্রুগণকে সংহার করিতে পারি ।৩৫

আপনিই এই সংসারে একমাত্র যশস্বী।

বাসুদেব উবাচ।
উপপন্নমিদং পার্থ যৎ স্পর্ধসি ময়া সহ।
সারথ্যং তে করিষ্যামি কামঃ সম্পদ্যতাং তব ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং প্রমুদিতঃ পার্থঃ কৃষ্ণেন সহিতস্তদা।
বৃতো দশার্হপ্রবরৈঃ পুনরায়াদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি কৃষ্ণসারথ্যস্বীকারে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

আপনি যেখানেই থাকুন, সেই স্থল আপনারই অনুসরণ করিবে। আমারও যশোলাভের ইচ্ছা আছে, সেই জন্যই আপনাকে বরণ করিলাম ।৩৬

আমার মনে বহুদিন হইতে এই কামনা আছে যে, আপনাকে আমার রথের সারথি করি—আমার জীবনরথের পরিচালনভার আপনার হাতেই সমর্পণ করি। আমার এই বহুদিনের অভিলাষ আপনি পূর্ণ করুন ।৩৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! তুমি যে (শত্রুর উপর বিজয়লাভ করিতে) আমার সহিত স্পর্ধা পোষণ করিতেছ, উহা তোমার পক্ষে যথার্থই হইয়াছে। আমি তোমার সারথিকার্য্য করিব। তোমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে ।৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ হইলে প্রসন্নচিত্ত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মুখ্য মুখ্য দাশার্হবংশীয় যাদবগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন ।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণের সারথিকার্য্যস্বীকারবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনসমাদরেণ প্রসন্নস্য শল্যস্য দুর্যোধনায় বরদানম্,
যুধিষ্ঠিরেণ সহ সঙ্গম্য তস্মৈ আশ্বাসপ্রদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শল্যঃ শ্রুত্বা তু দূতানাং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
অভ্যয়াৎ পাণ্ডবান্ রাজন্ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥১
তস্য সেনানিবেশোঽভূদ্ধার্মিব যোজনম্।
তথা হি বিপুলাং সেনাং বিভর্তি স নরর্ষভঃ ॥২
অক্ষৌহিণীপতী রাজন্ মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
বিচিত্রকবচাঃ শূরা বিচিত্রধ্বজকার্ম্মুকাঃ ॥৩

অষ্টম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের সমাদরে প্রসন্ন হইয়া শল্য কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে বরদান এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পাণ্ডবদিগের দূতগণের মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া রাজা শল্য নিজ মহারথী পুত্রগণের সহিত বিশাল সেনাবাহিনী-দ্বারা পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিলেন।১

নরশ্রেষ্ঠ শল্য এত অধিক সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ করিতেন যে, তাঁহার সৈন্যশিবির

বিচিত্রাভরণাঃ সর্বে বিচিত্ররথবাহনাঃ।
বিচিত্রধ্বজিনঃ সর্বে বিচিত্রাম্বরভূষণাঃ ॥৪

স্বলঙ্কৃতেন সৈন্যেন যোধা শতসহস্রশঃ।
তস্য সেনাপ্রণেতারো বভূবুঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥৫

ব্যধয়ন্নিব ভূতানি কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
শনৈর্বিজগ্মতুঃ সেনাং স যত্নো যেন পাণ্ডবঃ ॥৬

ততো দুর্যোধনঃ শ্রুত্বা মহাত্মানং মহারথম্।
উপায়ান্তমভিপ্রেত্য স্বয়মানর্চ ভারত ॥৭

কারয়ামাস পূজার্থং তস্য দুর্যোধনঃ সভাঃ।
রমণীয়েষু দেশেষু বহুচিত্রাঃ সুসংকৃতাঃ ॥৮

শিল্পিভির্বিবিধৈশ্চৈব ক্রীড়ান্তত্র প্রযোজিতাঃ।
তত্র বস্ত্রাণি মাল্যানি ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ সংকৃতম্ ॥৯

কূপাশ্চ বিবিধাকারা মনোহর্ষবিবর্ধনাঃ।
বাপ্যশ্চ বিবিধাকারা ঔদকানি গৃহাণি চ ॥১০

স তাঃ সভাঃ সমাসাদ্য পূজ্যমানো যথামরৈঃ।
দুর্যোধনস্য সচিবৈর্দেশে দেশে সমন্ততঃ ॥১১

আজগাম সভামন্তাং দেবায়তনবর্চসম্।
স তত্র বিবিধৈর্যুক্তঃ কল্যাণৈরতিমানুষৈঃ ॥১২

মেনেঽত্যধিকমাত্মানমবরেণে পুরন্দরম্।
পপ্রচ্ছ চ ততঃ প্রেষ্যান্ প্রহৃষ্টঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥১৩

স্থাপন করিলে অর্দ্ধযোজন ভূমি পূর্ণ হইয়া যাইত।২

রাজন্! মহাবলবান্ ও মহাপরাক্রমশালী শল্য এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। শত শত সহস্র সহস্র বীর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ তাঁহার ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সকালনকারী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা সকলে সৌর্য্যসম্পন্ন, অদ্ভুত কবচধারণকারী এবং বিচিত্র ধ্বজ ও ধনুর্দ্ধারী সুশোভিত ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই অঙ্গ বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিল এবং তাঁহাদের রথ ও বাহনও বিচিত্র ছিল। তাঁহাদের সকলের কণ্ঠে বিচিত্র মাল্য শোভা পাইতেছিল এবং সকলেরই বস্ত্র ও অলঙ্কারও অদ্ভুত দেখাইতেছিল। তাঁহারা সকলেই নিজ দেশীয় বেশভূষায় ভূষিত ছিলেন।৩-৫

রাজা শল্য সমস্ত প্রাণীকে ব্যথিত ও পৃথ্বীকে কম্পিত করিতে করিতে নিজ সেনাবাহিনীকে ধীরে ধীরে নানাস্থানে বিশ্রাম-দান করাইয়া সেই পথ দিয়া চলিলেন, যে পথে যাইলে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট শীঘ্র উপস্থিত হইবেন।৬

তত্ত্বতন্দন জনমেজয়! তারপর এদিকে দুর্য্যোধন মহারথ ও মহাত্মা রাজা শল্যের আসন্নবার্ত্তা শুনিয়া স্বয়ংই তাঁহার অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হয়ত পথিমধ্যেই তাঁহার আদর আপ্যায়ন আরম্ভ করিলেন।৭

দুর্য্যোধন রাজা শল্যের স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য এক রমণীয় প্রদেশে বহু সভাভবন প্রস্তুত করাইলেন, যাহার চারিদিকে বহু রত্ন চিত্রিত ছিল এবং ঐ সভাভবন সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত ছিল।৮

বহু শিল্পী এই সভাভবন মধ্যে বিবিধ বিহার-স্থল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেখানে নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে বস্ত্র, মাল্য, খাদ্য, পানীয় ও সংস্কারের জন্য বিলাসবস্তু স্থাপিত হইয়াছিল।৯

সেখানে নানাস্থানে অনেক প্রকার কূপ ও বিহারের জন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহারা মনের হর্ষবর্দ্ধন করিত। বহু এইরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, যেখানে জলের বিশেষ সুবিধা ছিল।১০

যুধিষ্ঠিরস্য পুরুষাঃ কেঽত্র চক্রুঃ সভা ইমাঃ।
আনীয়তাং সভাকারাঃ প্রদেয়ার্হা হি মে মতাঃ ॥১৪

প্রসাদয়েযাং রাজ্ঞাপি কুন্তীপুত্রোঽনুযজ্যতাম্।
দুর্য্যোধনায় তৎ সর্বং কথয়ন্তি স্ম বিস্মিতাঃ ॥১৫

সম্প্রহৃষ্টো যদা শল্যো দিদিৎসুরপি জীবিতম্।
গূঢ়ো দুর্যোধনস্তত্র দর্শয়ামাস মাতুলম্ ॥১৬

তং দৃষ্ট্বা মদ্ররাজশ্চ জ্ঞাত্বা বন্ধক তস্য তম্।
পরিষজ্যাব্রবীদ্ প্রীত ইষ্টোঽর্থো গৃহ্যতামিতি ॥১৭

দুর্য্যোধন উবাচ।
সত্যবাক্ ভব কল্যাণ বরো মে যদি দীয়তাম্।

চারিদিকে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ঐ সভাভবন-মধ্যে উপস্থিত হইয়া রাজা শল্য দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণের দ্বারা দেবতার ন্যায় সমাদৃত হইলেন।১১

শল্য গমন করিতে করিতে দেবমন্দিরের ন্যায় প্রকাশমান অন্য এক সভাভবনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই স্থানে অলৌকিক কল্যাণময় ভোগ্যবস্তুসমূহ লাভ করিলেন।১২

সেই সময় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শল্য নিজেকে অধিক সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিজ হইতে তুচ্ছ ভাবিলেন। তারপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেবক-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—।১৩

যুধিষ্ঠিরের কোন পুরুষগণ এই সভাভবন নির্মাণ করিয়াছেন? তাহাদের সকলকে লইয়া আইস। আমি তাহাদের সকলকে পুরস্কার দিবার যোগ্য মনে করিতেছি।১৪

আমি তাহাদের সকলকে আমার প্রসন্নতার ফলস্বরূপ কিছু পুরস্কার প্রদান করিব, কুন্তীনন্দন

সর্বসেনাপ্রণেতা বৈ ভবান্ ভাবযুধর্ষতি ॥১৮

(যথৈব পাণ্ডবাস্তত্যং তথৈব ভবতে হ্যহম্।
অনুযাস্তঞ্চ পাল্যঞ্চ ভক্তঞ্চ ভজ মাং বিভো ॥

শল্য উবাচ।
এবমেতন্মহারাজ যথা বদসি পার্থিব
এবং যদ্যপি তে প্রীত এবমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
কৃতমিত্যব্রবীচ্ছল্যঃ কিমন্যৎ ক্রিয়তামিতি।
কৃতমিত্যেব গান্ধারিঃ প্রত্যুবাচ পুনঃ পুনঃ ॥১৯

যুধিষ্ঠিরও যেন আমার এই ব্যবহার অনুমোদন করেন। এই কথা শুনিয়া সেই সকল সেবকগণ বিস্মিত হইয়া দুর্য্যোধনকে সকল কথা বলিলেন।১৫

যখন অত্যন্ত হর্ষান্বিত রাজা শল্য (নিজের প্রতি কৃত উপকারের পরিবর্তে) প্রাণপর্য্যন্ত দিতে সমুদ্যত হইলেন, তখন দুর্য্যোধন গুপ্তবেশ ধারণ করত মামা শল্যের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন।১৬

তাহাকে দেখিয়া এবং তাহারই যত্নে এই সমস্ত নির্মিত হইয়াছে জানিয়া মদ্ররাজ শল্য প্রসন্নতার সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—তুমি আমার নিকট হইতে তোমার মনোবাঞ্ছিত বস্তু গ্রহণ কর।১৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কল্যাণস্বরূপ মহানুভব! আপনার কথা সত্য হউক। আপনি আমাকে বর প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার সমুদয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হউন।১৮

(আপনার নিকট যেমন পাণ্ডবগণ, আমিও তদ্রূপ। প্রভো! আমি আপনার ভক্ত হওয়ায়,

শল্য উবাচ।

গচ্ছ দুর্যোধন পুরং স্বকমেব নরর্ষভ।
অহং গমিষ্যে দ্রষ্টুং বৈ যুধিষ্ঠিরমরিন্দমম্ ॥২০

দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং রাজন্ ক্ষিপ্রমেষ্যে নরাধিপ।
অবশ্যং চাপি দ্রষ্টব্যঃ পাণ্ডবঃ পুরুষর্ষভঃ ॥২১

দুর্যোধন উবাচ।

ক্ষিপ্রমাগম্যতাং রাজন্ পাণ্ডবং বীক্ষ্য পার্থিব।
ঋষ্যবীনাঃ স্ম রাজেন্দ্র বরদানং স্মরস্ব নঃ ।২২

শল্য উবাচ।

ক্ষিপ্রমেষ্যামি তদ্রং তে গচ্ছস্ব স্বপুরং নৃপ।
পরিষজ্য তথান্যোন্যং শল্য-দুর্যোধনাবুভৌ ॥২৩

স তথা শল্যমামন্ত্র্য পুনরায়াৎ স্বকং পুরম্।
শল্যো জগাম কৌন্তেয়ানাখ্যাতুং কর্ম তত্ত্ব তৎ ॥২৪

উপপ্লব্যং স গত্বা তু স্কন্ধাবারং প্রবিশ্য চ।
পাণ্ডবানথ তান্ সর্বান্ শল্যস্তত্র দদর্শ হ ॥২৫

সমেত্য চ মহাবাহুঃ শল্যঃ পাণ্ডুসুতৈস্তদা।
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ গাং চৈব প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি ॥২৬

ততঃ কুশলপূর্বং বৈ মদ্ররাজোঽরিসূদনঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমাশ্লিষদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৭

তথা ভীমার্জুনৌ জ্যেষ্ঠৌ যমৌ চ যমাবুভৌ।
(দ্রৌপদীং চ সুভদ্রাং চ অভিমন্যুঞ্চ ভারত।
সমেত্য চ মহাবাহুং শল্যং পাণ্ডুসুতস্তদা ॥

আমি আপনাদ্বারা সমাদৃত ও পালিত হইবার যোগ্য। অতএব আপনি আমাকে পালন করুন। শল্য বলিলেন,—মহারাজ! তোমার কথা সত্য। ভূপাল! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। আমি প্রসন্নচিত্তে তোমাকে এই বরই দিলাম—আমি তোমার সেনাধিনায়ক হইব।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন শল্য দুর্যোধনকে বলিলেন, তোমার এই প্রার্থনা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। অন্য আর কি মনোবাসনা পূর্ণ করিব বল? ইহা শুনিয়া গান্ধারীনন্দন দুর্যোধন পুনঃ পুনঃ বলিলেন, আপনি আমার সব কামনাই পূর্ণ করিয়াছেন।১৯

শল্য বলিলেন,—নর শ্রেষ্ঠ দুর্যোধন! এখন তুমি নিজ নগরে প্রত্যাবর্তন কর। আমি শত্রুদমন যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে যাইব।২০

নরাধিপ! আমি যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। পাণ্ডুনন্দন নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে আমার অবশ্যই দর্শন করা উচিত।২১

দুর্যোধন বলিলেন,—হে রাজন্! হে ভূপাল! আপনি পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসুন। মহারাজ! আমি আপনার অধীন। আপনি আমাকে যে বরদান করিয়াছেন, উহা স্মরণে রাখিবেন।২২

শল্য বলিলেন,—হে নৃপ! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি নিজ নগরে গমন কর। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। এই কথা বলিয়া শল্য ও দুর্যোধন উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন।২৩

দুর্যোধন এইরূপে শল্যের আজ্ঞা অনুসারে পুনরায় নিজ নগরে আগমন করিলেন এবং শল্য কুন্তীকুমারগণকে দুর্যোধনের এই কর্ম বলিবার জন্য সেখানে গমন করিলেন।২৪

বিরাটনগরের উপপ্লব্য-নামক প্রদেশে যাইয়া শল্য পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করত তাঁহাদের সকলকে দর্শন করিলেন।২৫

পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবাহু শল্য তাঁহাদের দ্বারা বিধি অনুসারে প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও ধেনু গ্রহণ করিলেন।২৬

কৃতাঞ্জলিরগীনাত্মা ধর্মাত্মা শল্যমব্রবীৎ।
যুধিষ্ঠির উবাচ।
স্বাগতং তেঽস্তু বৈ রাজন্নেতদাসনমাস্যতাম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো স্তুতীদ্ধলাংশ্চ কাঞ্চনে পরমাসনে।
কুশলং পাণ্ডবোঽপৃচ্ছচ্ছল্যং সর্বসুখাবহম্॥

স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈঃ পাণ্ডবৈর্মধ্যমাদিভিঃ।)
আসনে চোপবিষ্টস্তু শল্যঃ পার্থমুবাচ হ॥২৮

কুশলং রাজশার্দূল কচ্চিৎ তে কুরুনন্দন।
অরণ্যবাসাদ্ দিষ্ট্যাসি বিমুক্তো জয়তাং বর॥২৯

গুহ্যকরং কৃতং রাজন্ নির্জনে বসতা ত্বয়া।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র কৃষ্ণয়া চানঘা সহ॥৩০

অজ্ঞাতবাসং ঘোরঞ্চ বসতা দুষ্করং কৃতম্।
দুঃখমেব কুতো সৌখ্যং ভ্রষ্টরাজ্যস্য ভারত॥৩১

দুঃখস্যৈতস্য মহতো ধার্তরাষ্ট্রকৃতস্য বৈ।
অবাপ্স্যসি সুখং রাজন্ হত্বা শত্রূন্ পরন্তপ॥৩২

বিদিতং তে মহারাজ লোকতন্ত্রং নরাধিপ।
তস্মাল্লোভকৃতং কিঞ্চিৎ তব তাত ন বিদ্যতে॥৩৩

রাজর্ষীণাং পুরাণানাং মার্গমন্বিচ্ছ ভারত।
দানে তপসি সত্যে চ তব তাত যুধিষ্ঠির॥৩৪

তারপর শত্রুনাশন মদ্ররাজ শল্য কুশলপ্রশ্ন করত অত্যন্ত প্রীতমনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন।২৭

এইরূপে স্তুত হইয়া তিনি ভীমসেন, অর্জুন ও নিজ ভগিনীপুত্র দুই ভাই নকুল এবং সহদেবকেও আলিঙ্গন করিলেন। (তারত। তারপর দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অভিমন্যু মহাবাহু শল্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় ঊনষষ্টিতম ধর্মাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া শল্যকে বলিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! আপনার স্বাগত হউক। আপনি এই আসনে উপবেশন করুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা শল্য সুবর্ণ-নির্মিত শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সকলের সুখদায়ক শল্যরাজাকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তখন ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া) সিংহাসনে উপবিষ্ট শল্য কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।২৮

নৃপশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন! তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল তো? বিজয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমি ভাগ্যবলে বনবাসের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়াছ।২৯

রাজন্! তুমি নিজ ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণার সহিত নির্জন বনে বাস করত অতি দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করিয়াছ।৩০

ভরতকুলবর্ধন! তুমি অজ্ঞাতবাস পালন করত তোমরা আরও দুষ্কর কার্য সম্পন্ন করিয়াছ। তোমরা নিজ রাজ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কেবল দুঃখই ভোগ করিতেছ, সুখলাভ কোথা হইতে হইবে?৩১

শত্রুদমন রাজন্ যুধিষ্ঠির! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন কর্তৃক প্রদত্ত এই মহাদুঃখের শেষে তুমি শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সুখভাগী হইবে।৩২

মহারাজ! নরাধিপ! লোকতন্ত্রসম্বন্ধে সম্যগ্ জ্ঞান তোমার আছে। তাত! এইজন্য তোমার মধ্যে লোভজনিত কোন ব্যবহার নাই।৩৩

ভারত! তুমি প্রাচীন রাজর্ষিগণের মার্গকে

ক্ষমা দমশ্চ সত্যঞ্চ অহিংসা চ যুধিষ্ঠির।
অদ্ভুতশ্চ পুনর্লোকস্ত্বয়ি রাজন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৫
মৃদুর্দান্তো ব্রহ্মণ্যো দাতা ধর্মপরায়ণঃ।
ধর্মান্তে বিদিতা রাজন্ বহবো লোকসাক্ষিকাঃ ॥৩৬
সর্বং জগদিদং তাত বিদিতং তে পরন্তপ।
দিষ্ট্যা কৃচ্ছ্রমিদং রাজন্ পারিতং ভরতর্ষভ ॥৩৭
দিষ্ট্যা পশ্যামি রাজেন্দ্র ধর্মাত্মানং সহানুগম্।
নিস্তীর্ণং দুষ্করং রাজংস্ত্বাং ধর্মনিচয়ং প্রভো ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততোঽভ্যাকথয়দ্ রাজা দুর্যোধনসমাগমম্।
তচ্চ শুশ্রুষিতং সর্বং বরদানঞ্চ ভারত ॥৩৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সুকৃতং তে কৃতং রাজন্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
দুর্যোধনস্য যদ্ বীর ত্বয়া বাচ্যা প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০
একং জিজ্ঞাসি তত্রং তে ক্রিয়মাণং মহীপতে।
রাজন্যকর্তব্যমপি কর্তুমর্হসি সত্তম ॥৪১
মম ত্বপেক্ষয়া বীর শৃণু বিজ্ঞাপয়ামি তে।
তথাপিহ চ সারথ্যে বাসুদেবসমো যুধি ॥৪২
কর্ণার্জুনাজ্যাং সম্প্রাপ্তে দ্বৈরথে রাজসত্তম।
কর্ণস্য তবতা কার্য্যং সারথ্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৩

তত্র পাল্যোঽর্জুনো রাজন্ যদি মৎপ্রিয়জিজ্ঞসি।
তেজোবধশ্চ তে কার্য্যঃ সৌতেরস্যাজয়াবহঃ ॥৪৪

অনুসরণ করিয়া চল। তাত যুধিষ্ঠির! তুমি সর্বদা দান, তপস্যা ও সত্যপালনে নিরত থাক ॥৩৪

রাজন্! যুধিষ্ঠির! ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্য, অহিংসা এবং অদ্ভুত লোক—এই সবই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৩৫

মহারাজ! তুমি কোমল, উদার, ব্রাহ্মণভক্ত, দাতা এবং ধর্মপরায়ণ। সংসারে সকল কর্মের সাক্ষিস্বরূপ বহু ধর্ম তুমি জ্ঞাত আছ ॥৩৬

তাত! পরন্তপ! তুমি এই সম্পূর্ণ জগতের তত্ত্ব অবগত আছ। ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমি নিজ ভাগ্যানুসারে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছ ॥৩৭

রাজেন্দ্র! তুমি ধর্মাত্মা ও ধর্মের নিধি। রাজন্! অনুগামী ভ্রাতৃবর্গের সহিত তুমি নিজ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছ। আমি আজ আমার সৌভাগ্যবলে তোমাদিগকে এই অবস্থায় দর্শন করিতেছি ॥৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! তদনন্তর রাজা দুর্যোধনের সহিত মিলন, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা এবং তাঁহার নিজের বরদান—এ সমস্ত বৃত্তান্তই যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন ॥৩৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বীর মহারাজ! আপনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া দুর্যোধনকে যে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা উত্তমই করিয়াছেন ॥৪০

মহীপতে! আপনার কল্যাণ হউক। আমিও কিন্তু আপনার দ্বারা আমার এক কার্য্য করাইতে ইচ্ছা করি। সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ! উহা যদি আপনার করিবার যোগ্য নাও হয়, তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ রাখিয়া উহা অবশ্যই করিতে হইবে। হে বীর! আমি উহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। আপনি এই ভূতলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ বাসুদেবের ন্যায় সারথি-কর্মে কুশল ॥৪১-৪২

নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধের সময় আসিবে, তখন আপনাকে নিশ্চয়ই কর্ণের সারথি-কার্য্য করিতে হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥৪৩

তত্র পাল্যোঽর্জুনো রাজন্ যদি মৎপ্রিয়জিজ্ঞসি।
তেজোবধশ্চ তে কার্য্যঃ সৌতেরস্যাজয়াবহঃ ॥৪৪

অকর্ত্তব্যমপি হ্যেতৎ কর্ত্তুমর্হসি মাতুল।

শল্য উবাচ।

শৃণু পাণ্ডব তে ভদ্রং যদ্ ব্রবীমি মহাত্মনঃ।
তেজোবধবিনিক্ষিপ্তং মাং সূতপুত্রস্য সঙ্গমে ॥৪৫
অহং তস্য ভবিষ্যামি সংগ্রামে সারথির্ধ্রুবম্।
বাসুদেবেন হি সমং বিত্ত্যং মাং স হি মন্যতে ॥৪৬
তস্যাহং কুরুশার্দূল প্রতীপমহিতং বচঃ।
ধ্রুবং সংকথয়িষ্যামি যোদ্ধুকামস্য সংযুগে ॥৪৭
যথা স ভগ্নদর্পশ্চ হততেজাশ্চ পাণ্ডব।
ভবিষ্যতি সুখং যুদ্ধং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৪৮

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বমাথ মাম্।
যচ্চান্যদপি শক্ষ্যামি তৎ করিষ্যামি তে প্রিয়ম্ ॥৪৯
যচ্চ দুঃখং ত্বয়া প্রাপ্তং দ্যূতে বৈ কুকৃতা মহৎ।
পরুষাণি চ বাক্যানি সূতপুত্র কৃতানি বৈ ॥৫০
জটাসুরাৎ পরিক্লেশঃ কীচকাচ্চ মহাদ্ভুতে।
দ্রৌপদ্যাধিগতং সর্বং দময়ন্ত্যা যথাশুভম্ ॥৫১
সর্বং দুঃখমিদং ঘোরং সুখোদর্কং ভবিষ্যতি।
মাত্র মন্যুত্বয়া কার্য্যো বিধিহি বলবত্তরঃ ॥৫২
দুঃখানি হি মহাত্মানঃ প্রাপ্নুবন্তি যুধিষ্ঠির।
দেবৈরপি হি দুঃখানি প্রাপ্তানি জগতীপতে ॥৫৩

রাজন্! যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই যুদ্ধে আপনি অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবেন। আপনার কার্য্য এইরূপ হইবে যে, আপনি সেই সময় কর্ণের উৎসাহ ভঙ্গ করিবেন, তাহা হইলেই সেই যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে। যদিও ইহা আপনার পক্ষে করণীয় হইবে না, তথাপি আমার জন্য আপনি ইহা অবশ্যই করিবেন ।৪৪

শল্য বলিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। যুদ্ধে মহাত্মা সূতপুত্র কর্ণের প্রতাপ ও উৎসাহ নষ্ট করিবার জন্য তুমি যে অনুরোধ করিলে; উহা যথার্থই। কারণ, একথা নিশ্চয়ই যে, আমি সেই যুদ্ধে উহার সারথি হইব। স্বয়ং কর্ণও সদা আমাকে সারথিকর্ম্মে ভগবান্ বাসুদেবের ন্যায় মনে করে ।৪৫-৪৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! যখন কর্ণ রণভূমিতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিবে, সেই সময় আমি অবশ্যই তাহার প্রতিকূল অহিতকর বাক্য বলিতে থাকিব। তাহাতে তাহার অভিমান ও তেজ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং যুদ্ধে সুখের সহিত অর্থাৎ অনায়াসে সে বিনষ্ট হইবে। পাণ্ডুনন্দন! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম ।৪৭-৪৮

তাত! তুমি আমাকে যাহা করিবার কথা বলিলে,—আমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিব। ইহা-ছাড়াও যদি আমার দ্বারা আরও কিছু করা যায়, আমি তোমার সেই প্রিয় কার্য্যও অবশ্যই করিব ।৪৯

মহাতেজস্বী বীরবর যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূত-সভায় দ্রৌপদীর সহিত যে দুঃখ পাইয়াছ, সূতপুত্র কর্ণ তোমাকে তখন যেরূপ কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছে এবং পূর্ব্বে দময়ন্তী যেরূপ অশুভ (দুঃখ) ভোগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রৌপদী জটাসুর ও কীচক হইতে যে মহাক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এ সমস্ত দুঃখই ভবিষ্যতে তোমার জন্য সুখরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিবে। সেই জন্য তুমি কোন খেদ করিও না; কারণ, বিধাতার বিধান সর্ব্বত্র বড়ই প্রবল ।৫০-৫২

যুধিষ্ঠির! মহাত্মা পুরুষগণও কখনও সময়ে সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবতা।

ইন্দ্রেণ ভ্রংশতে রাজন্ পত্ন্যার্য্যেণ মহাত্মনা।
অনুভূতং মহদ্ দুঃখং দেবরাজেন ভারত ॥৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি সেনোদ্যোগপর্ব্বণি
শল্যবাক্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

দেবতারাও বহু দুঃখ পাইয়াছেন ।৫৩

ভরতবংশধর রাজন্! শুনা যায়, পত্নী শচীদেবীর সহিত মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রও মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন ।৫৪

শ্রীমদ্ভগবদ্বিদ্বেষব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্ব্বে শল্যরাজের বাক্যবিষয়ক আট অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ ত্রিশিরসঃ বধঃ, বৃত্রাসুরস্যোৎপত্তিঃ, তেন সহ ইন্দ্রস্য যুদ্ধম্, দেবানাম্ পরাজয়শ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কথমিন্দ্রেণ রাজেন্দ্র সভার্য্যেণ মহাত্মনা।
দুঃখং প্রাপ্তং পরং ঘোরমেতন্নিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১

শল্য উবাচ।

শৃণু রাজন্ পুরাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
সভার্য্যেণ যথা প্রাপ্তং দুঃখমিন্দ্রেণ ভারত ॥২

ত্বষ্টা প্রজাপতিস্যাসীন্ দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।
স পুত্রং বৈ ত্রিশিরসমিন্দ্রদ্রোহাৎ কিলাসৃজৎ ॥৩
ঐন্দ্রং স প্রার্থয়ৎ স্থানং বিশ্বরূপো মহাদ্যুতিঃ।
তৈস্ত্রিভির্বদনৈর্ঘোরৈঃ সূর্য্যেন্দ্বগ্নিসমপ্রভৈঃ ॥৪
বেদানেকেন সোঽধীতে সুরামেকেন চাপিবৎ।
একেন চ দিশঃ সর্বাঃ পিবন্নিব নিরীক্ষতে ॥৫

নবম অধ্যায়।

[ইন্দ্র কর্ত্তৃক ত্রিশিরাকে বধ, বৃত্রাসুরের উৎপত্তি, তাহার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং দেবগণের পরাজয়।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! পত্নী শচীদেবীর সহিত মহাত্মা ইন্দ্র কেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুঃখ লাভ করিয়াছিলেন? আমি উহা আপনার নিকট হইতে জানিতে চাই ।১

শল্য বলিলেন,—হে রাজন্! হে ভরতবংশধর! ইহা পুরাকালে সংঘটিত প্রাচীন ইতিহাস। যেরূপে ভার্য্যার সহিত ইন্দ্র দুঃখ পাইয়াছিলেন, উহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ।২

ষষ্টাবামে প্রখ্যাত এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহান্ তপস্বী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রতি দ্রোহবশতঃ তিনটী মস্তক-শোভিত এক পুত্র উৎপন্ন করেন ।৩

এই মহাতেজস্বী বালকের নাম ছিল বিশ্বরূপ। ইনি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন এবং নিজ ভয়ঙ্কর তিন বদনে ইন্দ্রত্ব পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন ।৪

তিনি একমুখে বেদসমূহের স্বাধ্যায় করিতেন দ্বিতীয় মুখে সুরাপান করিতেন এবং তৃতীয় মুখে এমনভাবে সকল দিক্ অভিমুখে দৃষ্টি করিতেন, মনে হইত যেন তিনি দিক্‌সমূহকে পান করিয়া ফেলিবেন ।৫

স তপস্বী মৃদুর্দান্তো ধর্মে তপসি চোদ্যতঃ।
তপস্তপ্ত মহৎ তীব্রং সুদুশ্চরমবিদ্বদ্ভিঃ ॥৬

তস্য দৃষ্ট্বা তপো বীর্য্যং সত্যং চাবিতথেক্ষণঃ।
বিষাদমগমচ্ছক্রঃ ইন্দ্রোঽয়ং মা ভবেদিতি ॥৭

কথং সজ্জেচ্চ ভোগেষু ন চ তপ্যেন্মহৎ তপঃ।
বিবর্ধমানস্ত্রিশিরাঃ সর্বং হি ভুবনং গ্রসেৎ ॥৮

ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুধা বুদ্ধিমান্ ভরতর্ষভ।
আজ্ঞাপয়ৎ সোঽপ্সরসস্তুষ্টপুত্রপ্রলোভনে ॥৯

যথা স সজ্জেৎ ত্রিশিরাঃ কামভোগেষু বৈ ভৃশম্।
ক্ষিপ্রং কুরুত গচ্ছধ্বং প্রলোভয়ত মা চিরম্ ॥১০

সুন্দরবেশাঃ সুশ্রোণ্যো হাবৈর্যুক্তা মনোহরৈঃ।
ভাবভাবসমাযুক্তা সর্বাঃ সৌন্দর্য্যশোভিতাঃ ॥১১

প্রলোভয়ত তদ্রূপং যঃ শময়ধ্বং তপো মম।
অবধ্যং ত্বাত্মনাত্মানং লক্ষয়ামি বরাঙ্গনাঃ।
তপো মমে মহাঘোরং ক্ষিপ্রং নাশয়তাবলাঃ ॥১২

অপ্সরস উচুঃ।

তথা যত্নং করিষ্যামঃ শক্র তস্য প্রলোভনে।
যথা নাবাপ্স্যসি ভয়ং তস্মাদ্ বলনিসূদন ॥১৩

নির্দহন্নিব চক্ষুর্ভ্যাং যোঽভ্যুদাযাতে তপোনিধিঃ।
তং প্রলোভয়িতুং দেব গচ্ছামঃ সহিতা বয়ম্ ॥১৪

যদ্বিদ্যামো বশে কর্তুং ব্যপনেতুঞ্চ তে ভয়ম্।

শল্য উবাচ।

ইন্দ্রেণ তাস্বনুজ্ঞাতা জগ্মুস্ত্রিশিরসোঽন্তিকম্।
তত্র তা বিবিধৈর্ভাবৈর্লোভয়ন্ত্যো বরাঙ্গনাঃ ॥১৫

শত্রুদমন। ষষ্টার এই পুত্র কোমলস্বভাব, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম এবং তপস্যার জন্য সর্বদা উদ্যত হইয়া থাকিতেন। ইহার তপস্যার অভিনিবেশ তীব্র ছিল, যাহা অন্যের পক্ষে একেবারেই দুষ্কর ॥৬

এই অমিততেজস্বী বালকের তপোবল এবং সত্য দেখিয়া ইন্দ্রের অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই বালক না ইন্দ্র হইয়া যায় ॥৭

কি উপায় করা যায়, যাহাতে এই বালক ভোগে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং মহাতপস্যায় মগ্ন হইতে না পারে? কারণ, এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ত্রিশিরা-নামক বালক ত্রিভুবনকে না গ্রাস করিয়া বসে ॥৮

ভরতশ্রেষ্ঠ। এইরূপে নানা ভাবে চিন্তা করিয়া বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র ষষ্টার পুত্রকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অপ্সরাগণকে আজ্ঞা দিলেন ॥৯

অপ্সরাগণ। যেরূপে ত্রিশিরা কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়ে, তোমরা শীঘ্র উহার জন্য সেইরূপ যত্ন কর। তোমরা যাও, উহাকে প্রলুব্ধ কর, বিলম্ব করিও না ॥১০

সুন্দরীগণ। তোমরা শৃঙ্গারোচিত বেশভূষা ধারণ করত মনোহর হাবভাবদ্বারা বিভূষিত, ভাব-ভাব সংযুক্ত এবং সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া বিশ্বরূপকে প্রলোভিত কর। বরাঙ্গনাগণ! আমি নিজের দ্বারা নিজেকে অবধ্যরূপে লক্ষ্য করিতেছি। অতএব অবলাবৃন্দ! তোমরা অভিসত্বর আমার এই অত্যন্ত ঘোর তপ বিনাশ কর ॥১১-১২

অপ্সরাগণ বলিলেন,—বলদৈত্যনাশন শক্র! আমরা বিশ্বরূপকে সেইরূপভাবে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিব, যাহাতে তাহার দিক্ হইতে আপনার কোন ভয় না আসে ॥১৩

দেব! যে তপোনিধি বিশ্বরূপ নিজ দুই নেত্র দ্বারা সকলকে দগ্ধ করিতে করিতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য আমরা একত্রে মিলিত হইয়া যাইতেছি। সেখানে

নিত্যং দর্পহরাণামনুত্তমৈশ্বর্য্যসেবিনাম্।
নাত্যগচ্ছৎ প্রহর্ষং তাঃ স পশ্যন্ সুমহাতপাঃ ॥১৬
ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা পূর্ব্বসাগরসন্নিভঃ।
তাস্তু যত্নং পরং কৃত্বা পুনঃ শক্রমুপস্থিতাঃ ॥১৭
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বা দেবরাজমথাব্রুবন্।
ন স শক্যঃ সুদুর্দ্ধর্ষো ধৈর্য্যাচ্চালয়িতুং প্রভো ॥১৮
যৎ তে কার্য্যং মহাভাগ ক্রিয়তাং তদনন্তরম্।
সম্পূজ্যাপ্সরসঃ শক্রো বিসৃজ্য চ মহামতিঃ ॥১৯
চিন্তয়ামাস তস্যৈব বধোপায়ং যুধিষ্ঠির।
স তূষ্ণীং চিন্তয়ন্ বীর্য্যো দেবরাজঃ প্রতাপবান্ ॥২০
বিনিশ্চিতমতির্ধীমান্ বধে ত্রিশিরসোঽভবৎ।
বজ্রমস্য ক্ষিপাম্যদ্য স ক্ষিপ্রং ন ভবিষ্যতি ॥২১
শত্রুঃ প্রবুদ্ধো নোপেক্ষ্যো দুর্ব্বলোঽপি বলীয়সা।
শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কৃত্বা বুদ্ধিং বধে দৃঢ়াম্ ॥২২
অথ বৈশ্বানরনিভং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
মুমোচ বজ্রং সংক্রুদ্ধঃ শক্রস্ত্রিশিরসং প্রতি ॥২৩
স পপাত হতস্তেন বজ্রেণ দৃঢ়বাহুঃ।
পর্ব্বতস্যেব শিখরং প্রভূতং মেদিনীতলে ॥২৪
তং তু বজ্রহতং দৃষ্ট্বা শয়ানমচলোপমম্।
ন শর্ম লেভে দেবেন্দ্রো দীপ্যমানস্তু তেজসা ॥২৫
হতোঽপি দীপ্ততেজাঃ স জীবন্নিব হি দৃশ্যতে।
ঘাতিতস্য শিরাংস্যাশু জীবতীবাভবন্তু বৈ ॥২৬

আমরা তাঁহাকে বশীভূত করিতে ও আপনার ভয় দূর করিতে চেষ্টা করিব।১৪

শল্য বলিলেন,—ইন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া সেই সমস্ত অপ্সরাগণ ত্রিশিরার নিকট গমন করিলেন। সেখানে ঐ সুন্দরীগণ নানাবিধ হাবভাব প্রকাশ করত তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহারা ত্রিশিরাকে নিজেদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখাইতে লাগিলেন, তথাপি সেই মহাতপস্বী মহর্ষি তাহাদের সকলকে দেখিয়াও হর্ষ আদি কোন বিকারই প্রাপ্ত হইলেন না।১৫-১৬

পক্ষান্তরে তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া পূর্ব্বসাগরতুল্য শান্তভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহারা ত্রিশিরাকে বিচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যখন ফলবতী হইলেন না, তখন সকলে ইন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।১৭

তারপর সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো! সেই ত্রিশিরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ তপস্বী; আমরা তাঁহাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলাম না। মহাভাগ! অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া আপনি মনে করেন, তাহাই করুন।১৮

যুধিষ্ঠির! তখন মহামতি ইন্দ্র অপ্সরাগণের আদর-সৎকার করিয়া বিদায় দিলেন এবং ত্রিশিরার বধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৯

প্রতাপশালী বীর বুদ্ধিমান্ দেবরাজ ইন্দ্র নিঃশব্দে চিন্তা করিতে করিতে ত্রিশিরার বধবিষয়ে এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন।২০

(তিনি বিচার পূর্ব্বক স্থির করিলেন—) আজ আমি ত্রিশিরার উপর বজ্রপ্রহার করিব, যাহাতে সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল হইলেও ক্রমবর্দ্ধমান নিজের শত্রুকে কখনও উপেক্ষা করিবে না।

শাস্ত্রবুদ্ধি অনুসারে ত্রিশিরার বধের এই উপায় দৃঢ়রূপে স্থির করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অগ্নিতুল্য তেজস্বী, ঘোররূপ ও ভয়প্রদ বজ্র ত্রিশিরার উপর নিক্ষেপ করিলেন।২১-২৩

সেই বজ্রে ভীষণ আহত হইয়া ত্রিশিরা প্রভৃতি পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।২৪

বজ্রপ্রহারে প্রাণশূন্য হইয়া ত্রিশিরাকে পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়াও দেবরাজ

ততোঽতিভীতগাত্রস্তু শক্র আস্তে বিচারয়ন্।
অথাজগাম পরশুং স্কন্দেনাদায় বর্ধকিঃ ।২৭

তত্রস্থাং মহারাজ বজ্রাস্তেঽসৌ নিপাতিতঃ।
ন ভীতস্তত্র তত্কাণং ঘটমানং শচীপতিঃ ।২৮

অপশ্যদ্বজ্রবীর্যেণ সমরং পাকশাসনঃ।
ক্ষিপ্রং ছিন্দি শিরাংস্যস্য কুরুষ্ব বচনং মম ।২৯

তক্ষোবাচ।
মহাস্কন্ধো দৃঢ়ং হ্যেষ পরশুর্ন ভবিষ্যতি
কর্তুং চাহং ন শক্ষ্যামি কর্ম সদ্বিগর্হিতম্ ।৩০

ইন্দ্র উবাচ।
মা বৈক্লব্যং শৈত্রমেতদ্ বৈ কুরুষ্ব বচনং মম।
মৎপ্রসাদাদ্ধি তে শস্ত্রং বজ্রকল্পং ভবিষ্যতি ।৩১

তক্ষোবাচ।
কং ভবন্তমহং বিদ্যাং ঘোরকর্মাণমস্ত বৈ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন কথয়স্ব মে ।৩২

ইন্দ্র উবাচ।
অহমিন্দ্রো দেবরাজস্তক্ষন্ বিদিতমস্তু তে।
কুরুষ্বৈতদ্ যথোক্তং মে তক্ষন্ মাত্র বিচারয় ।৩৩

তক্ষোবাচ।
ক্ষুরেণ নাপত্রপসে কথং শক্রেহ কর্মণা।
ঋষিপুত্রমিমং হত্বা ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন তে ।৩৪

ইন্দ্র শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন ত্রিশিরার ভেজে সন্তপ্ত হইতেছিলেন ।২৫

কারণ, তিনি নিহত হইলেও নিজে তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া তিনি জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। যুদ্ধে নিহত ত্রিশিরার তিনটি শিরই জীবিতের ন্যায় প্রতীত হইয়া অদ্ভুত দেখাইতেছিল ।২৬

ইহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বিচার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় এক বর্ধকি স্কন্ধে কুঠার লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ।২৭

মহারাজ! ঐ বর্ধকি সেই বনে আসিল, যেখানে ত্রিশিরা নিহত হইয়াছিলেন। ভীত শচীপতি ইন্দ্র সেখানে নিজ কর্ম করিতে করিতে উহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই অতিশয় পাকশাসন ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন,—বর্ধকি! তুমি শীঘ্র এই শবের তিনটি মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। তুমি আমার এই আজ্ঞা পালন কর ।২৮-২৯

তক্ষ বলিল,—ইহার স্কন্ধ তো অতিশয় বড় ও বিশাল, সুতরাং আমার এই কুঠার দ্বারা এই কাজ সিদ্ধ হইবে না; তাহা ছাড়া এইরূপে কোন প্রাণীকে হত্যা করা সৎপুরুষগণ কর্তৃক নিন্দিত পাপকর্ম, অতএব আমি এই কর্ম করিতে পারিব না ।৩০

ইন্দ্র বলিলেন,—বর্ধকি! তুমি ভয় করিও না, শীঘ্র আমার এই আদেশ পালন কর। আমার প্রসাদে তোমার এই কুঠার বজ্রের তুল্য হইয়া যাইবে ।৩১

বর্ধকি বলিল,—আজ এইরূপ ভয়ঙ্কর কর্মকারী আপনি কোন্ পুরুষ, ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা যথার্থরূপে বলুন ।৩২

ইন্দ্র বলিলেন,—বর্ধকি! তুমি ইহা জান যে, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আমি যাহা তোমাকে বলিয়াছি, তাহা শীঘ্র তুমি নিষ্পাদন কর; ইহাতে কোন বিচার করিও না ।৩৩

শক্র উবাচ ।

পশ্চাদ্ ধর্মং চরিষ্যামি পাবনার্থং সুদুশ্চরম্ ।
শত্রুরেষ মহাবীর্য্যো বজ্রেণ নিহতো ময়া ॥৩৫

অদ্যাপি চাহমুদ্বিগ্নস্তদ্বধাদ্ বিভেমি বৈ ।
ক্ষিপ্রং ছিন্দি শিরাংসি ত্বং করিষ্যেঽনুগ্রহং তব ॥৩৬

শিরঃ পশোস্তে দাস্যন্তি ভাগং যজ্ঞেষু মানবাঃ ।
এষ তেঽনুগ্রহস্তস্মাৎ ক্ষিপ্রং কুরু ময় প্রিয়ম্ ॥৩৭

শল্য উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু তত্রাসৌ স মহেন্দ্রবচনাৎ তদা ।
শিরাংস্যস্য ত্রিশিরসঃ কুঠারেণাচ্ছিনৎ তদা ॥৩৮

নিকৃত্তেষু তত্তেষু নিষ্ক্রামন্নগুলাত্মখ ।
কপিঞ্জলাস্তিত্তিরাশ্চ কলবিঙ্কাশ্চ সর্বশঃ ॥৩৯

যেন বেদানধীতে স্ম পিবতে সোমমেব চ ।
তস্মাদ্ বক্ত্রাদ্ বিনিশ্চেরুঃ ক্ষিপ্রং তস্য কপিঞ্জলাঃ ॥৪০

যেন সর্বা দিশো রাজন্ পিবন্নিব বিলোকতে ।
তস্মাদ্ বক্ত্রাদ্ বিনিশ্চেরুস্তিত্তিরাস্তস্য পাণ্ডব ॥৪১

যৎ সুরাপং তু তস্যাসীদ্ বক্ত্রং ত্রিশিরসস্তদা ।
কলবিঙ্কাঃ সমুৎপেতুঃ শ্যেনাশ্চ ভরতর্ষভ ॥৪২

তত্তেষু নিকৃত্তেষু বিস্বরো মধবানথ ।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টস্তত্রাপি স্বগৃহান্ যযৌ ॥৪৩

(তত্রাপি স্বগৃহং গত্বা নৈব শংসতি কস্যচিৎ ।
অথৈনং ব্রাহ্মণাস্তত্র বর্ধয়েরন্ তথাগতম্ ॥

বর্হণি বলিল,—দেবরাজ! আপনি এতাদৃশ ক্রূর কর্ম্ম করিয়া কেন লজ্জিত হইতেছেন না? এই ঋষিপুত্রকে হত্যা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে, ইহাতে কি আপনার কোন ভয় হয় না ?৩৪

ইন্দ্র বলিলেন,—এই ব্যক্তি আমার মহাশক্তিশালী শত্রু, সেইজন্য ইহাকে বজ্রপ্রহারে বধ করিয়াছি। পরে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য আমি এইরূপ কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, যাহা অন্যের পক্ষে দুষ্কর হইবে।৩৫

বর্হণি। যদিও এই পুরুষ নিহত হইয়াছে, তথাপি আজও আমি ইহাকে ভয় করি। তুমি অতি সত্বর ইহার মস্তকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। আমি তোমাকে কৃপা করিব।৩৬

মনুষ্য হিংসাপ্রধান ভাবসহকারে পশুর মস্তক তোমার ভাগরূপে প্রদান করিবে। বর্হণি। ইহাই তোমার উপর আমার কৃপা, এখন তুমি আমার প্রিয় কার্য্য অতিসত্বর পূর্ণ কর।৩৭

শল্য বলিলেন,—রাজন্! এই কথা শুনিয়া বর্হণি সেই সময় মহেন্দ্রের আজ্ঞানুসারে কুঠারের দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।৩৮

সেই মস্তকগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তিত হইলে তাহার মধ্য হইতে কপিঞ্জল, তিত্তির ও কলবিঙ্ক—এই তিন প্রকার পক্ষী বহির্গত হইল।৩৯

যে মুখে ত্রিশিরা বেদপাঠ করিতেন এবং কেবল সোমরস পান করিতেন, সেই মুখ হইতে অতি দ্রুত কপিঞ্জল পক্ষী বিনির্গত হইল।৪০

রাজন্ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির! যে মুখে তিনি সকল দিক্ পান করার ন্যায় অবলোকন করিতেন, তাঁহার সেই মুখ হইতে তিত্তিরি পক্ষী বাহির হইল।৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন ত্রিশিরা যে মুখে সুরাপান করিতেন, তাঁহার সেই মুখ হইতে কলবিঙ্ক ও শ্যেনপক্ষী নির্গত হইল।৪২

এইরূপে তাঁহার তিনটি মস্তক খণ্ড খণ্ড হইয়া কর্ত্তিত হইলে ইন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর

অথ সংবৎসরে পূর্ণে ভূতাঃ পশুপতেঃ প্রভো।
সমাক্রোশন্ত মঘবান্ নঃ প্রভুর্ব্রহ্মহা ইতি ॥
ততঃ ইন্দ্রো ব্রতং ঘোরমাচরৎ পাকশাসনঃ।
তপসা চ স সংযুক্তঃ সহ দেবৈর্মরুদ্গণৈঃ ॥
সমুদ্রেষু পৃথিব্যাঞ্চ বনস্পতিষু স্ত্রীষু চ।
বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাঞ্চ তান্ বরৈরপ্যযোজয়ৎ ॥
বরদস্তু বরং দত্ত্বা পৃথিব্যৈ সাগরায় চ।
বনস্পতিভ্যঃ স্ত্রীভ্যশ্চ ব্রহ্মহত্যাং ন্যযোজয়ৎ ॥
ততস্তু তাভো ভগবান্ দেবৈর্লোকৈশ্চ পূজিতঃ।
ইন্দ্রস্থানমুপাতিষ্ঠৎ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥)
মেনে কৃতার্থমাত্মানং হত্বা শত্রুং সুরাধিপঃ।

ত্বষ্টা প্রজাপতিঃ শ্রুত্বা শক্রেণাথ হতং সুতম্ ॥৪৪
ক্রোধসংরক্তনয়ন ইদং বচনমব্রবীৎ।

ত্বষ্টোবাচ।

তপ্যমানং তপো নিত্যং দান্তং শান্তং জিতেন্দ্রিয়ম্
বিনাপরাধেন যতঃ পুত্রং হিংসিতবান্ মম ॥৪৫
তস্মাচ্ছক্রবিনাশায় বৃত্রমুৎপাদয়াম্যহম্।
লোকাঃ পশ্যন্তু মে বীর্য্যং তপসশ্চ বলং মহৎ ॥৪৬
স চ পশ্যতু দেবেন্দ্রো দুরাত্মা পাপচেতনঃ।
উপস্পৃশ্য ততঃ ক্রুদ্ধস্তপস্বী সুমহাবলঃ ॥৪৭
অগ্নৌ হুত্বা সমুৎপাদ্য ঘোরং বৃত্রমুবাচ হ।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব প্রভাবাৎ তপসো মম ॥৪৮

ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বর্দ্ধিত নিজগৃহে ফিরিয়া গেল।-৩

(সেই বর্দ্ধকি গৃহে গিয়া কাহাকেও এই কথা কিছু বলিল না। ইন্দ্র যে এইরূপ ঘোরতর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, উহা একবর্ষ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারিল না। প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! এক বর্ষ পূর্ণ হইলে ভগবান্ পশুপতির ভূতগণ এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের প্রভু ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাকারী। তখন পাকনামক দৈত্যবিনাশী ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কঠিন ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেবতা ও মরুদ্গণের সহিত তপস্যায় রত হইলেন। তিনি সমুদ্র, পৃথিবী, বৃক্ষ এবং স্ত্রীসমূদায়ের মধ্যে নিজ ব্রহ্মহত্যার পাপ ভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। এইরূপে বরদায়ক ইন্দ্র পৃথিবী, সমুদ্র, বনস্পতি ও স্ত্রীগণকে বর দিয়া সেই ব্রহ্ম-হত্যা পাপ অপনোদন করিলেন। তারপর শুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র দেবতা, মনুষ্য ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ইন্দ্রপদে আসীন হইলেন।)

দৈত্যহন্তা ইন্দ্র শত্রুকে বধ করিয়া নিজেকে নিজেই কৃতার্থ মনে করিলেন। এদিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিজ পুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধে আরক্তলোচনে এই কথা বলিলেন।৪৪

ত্বষ্টা বলিলেন,—আমার পুত্র সদা ক্ষমাশীল, সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যায় নিরত ছিল। তথাপি ইন্দ্র বিনা অপরাধে আমার পুত্রকে যেহেতু হত্যা করিয়াছে, সেইহেতু আমিও ইন্দ্রের বিনাশের জন্য বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করিব। আজ সমস্ত লোক আমার শক্তি ও আমার তপস্যার উত্তম বল প্রত্যক্ষ করুন।৪৫-৪৬

সেই সঙ্গে পাপাত্মা ও দুরাত্মা দেবেন্দ্রও আমার তপোবল লক্ষ্য করুক। এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ, তপস্বী ও মহাবলশালী ত্বষ্টা আচমন করত অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভয়ঙ্কর রূপধারী বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে ইন্দ্রশত্রো! আমার তপস্যার প্রভাবে তুমি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হও।৪৭-৪৮

সোঽধর্বত্ত দিবং তূর্ণং সূর্যাবৈশ্বানরোপমঃ।
কিং করোমীতি চোবাচ কালসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥৪৯

শক্রং জহীতি চাপ্যুক্তো জগাম ত্রিদিবং ততঃ।
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ বৃত্রবাসবয়োর্মহৎ ॥৫০

সংরম্ভয়োর্মহাঘোরং প্রসক্তং কুরুসত্তম।
ততো জগ্রাহ দেবেন্দ্রং বৃত্রো বীরঃ শতক্রতুম্ ॥৫১

অপাবৃত্যাক্ষিপদ্ বক্ত্রে শক্রং কোপসমন্বিতঃ।
গ্রস্তে বৃত্রেণ শক্রে তু সন্ত্রাস্তাস্ত্রিদিবেশ্বরাঃ ॥৫২

অসৃজংস্তে মহাসত্ত্বা জৃম্ভিকাং বৃত্রনাশিনীম্।
বিজৃম্ভমাণস্য ততো বৃত্রস্যাস্যাদপাবৃতাৎ ॥৫৩

স্বাঙ্গান্যস্তিসংক্ষিপ্য নিষ্ক্রান্তো বলনাশনঃ।
ততঃ প্রভৃতি লোকস্য জৃম্ভিকা প্রাণসংশ্রিতা ॥৫৪

অভ্যযুস্তে সুরাঃ সর্বে শক্রং দৃষ্ট্বা বিনিঃসৃতম্।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়ো পুনঃ ॥৫৫

সংরম্ভয়োস্তদা ঘোরং সুচিরং ভরতর্ষভ।
যদা ব্যবর্ধত রণে বৃত্রো বলসমন্বিতঃ ॥৫৬

ত্বষ্টুস্তেজোবলাবিদ্ধস্তদা শক্রোঽবর্তত।
নিবৃত্তে চ তদা দেবা বিষাদমগমন্ পরম্ ॥৫৭

সমেত্য সহ শক্রেণ ত্বষ্টুস্তেজোবিমোহিতাঃ।
আমন্ত্রয়ন্ত তে সর্বে মুনিভিঃ সহ ভারত ॥৫৮

তাঁহার এই কথা বলিবার সঙ্গেই সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বৃত্রাসুর সমগ্র আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত হইল। তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন প্রলয়কালীন সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। তারপর বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসা করিল—পিতৃদেব! আমি কি করিব ॥৪৯

তখন ষষ্টা বলিলেন,—ইন্দ্রকে বিনাশ কর। তিনি এই কথা বলিলে বৃত্রাসুর স্বর্গলোকে গমন করিল। তারপর ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ॥৫০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এই দুইজনের তখন ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তারপর রুষিত বীর বৃত্রাসুর শতক্রতু ইন্দ্রকে ধরিয়া ফেলিল এবং মুখ বাঁকাইয়া তাঁহাকে মুখমধ্যে ক্ষেপণ করিল। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে সকল শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তখন ভীত হইয়া পড়িলেন ॥৫১-৫২

তারপর মহাপরাক্রমশালী দেবতারা জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহা বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতে সক্ষম ছিল। জৃম্ভণ করিবার সময় যখন বৃত্রাসুর মুখ বিস্তার করিল, তখন বলনাশক ইন্দ্র নিজ অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার মুখ হইতে নির্গত হইলেন। তখন হইতেই সকল লোকের প্রাণমধ্যে জৃম্ভার স্থান হইল ॥৫৩-৫৪

ইন্দ্রকে তাহার মুখ হইতে নির্গত দেখিয়া সকল দেবতারাই প্রসন্ন হইলেন। তারপর পুনরায় বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্রুদ্ধ এই দুই বীরের ভয়াবহ সেই যুদ্ধ বহুকাল করিয়া করিয়া চলিতে লাগিল। বৃত্রাসুর ষষ্টা প্রজাপতির তেজ ও বলে ব্যাপ্ত হইয়া যখন যুদ্ধে অধিক বলশালী হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন। ইন্দ্র বিমুখ হইলে দেবতারা তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥৫৬-৫৭

তারপর। ষষ্টার তেজে মোহিত হইয়া সকল দেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্র ও ঋষিদিগের সহিত

কিং কার্য্যমিতি বৈ রাজন্ বিচিন্ত্য ভয়মোহিতাঃ।
জগ্মুঃ সর্বে মহাত্মানং মনোভিরিষ্টমব্যয়ম্ ॥
উপবিষ্টা মন্দরাগ্রে সর্বে বৃত্রবধেপ্সবঃ ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি ইন্দ্রবিজয়ে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন আমাদের কি করণীয়? রাজন্! তখন মোহিত হইয়া দেবতারা বহুকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করত মনে মনে অবিনাশী পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তখন বৃত্রাসুরের বধ কামনা করিয়া মন্দরপর্ব্বতের শিখরে গমন করত ধ্যানস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন ॥৫৮-৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্ব্বে ইন্দ্র-বিজয়বিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ সহ দেবানাং বিষ্ণোঃ শরণগ্রহণম্, বিষ্ণোরাজ্ঞয়া বৃত্রসুরেণ সহ সন্ধিং কৃত্বা অবসরং প্রাপ্য ইন্দ্রেণ তস্য বধঃ, ব্রহ্মহত্যাভিয়া ইন্দ্রস্য জলমধ্যে আত্মগোপনঞ্চ।]

ইন্দ্র উবাচ।

সর্বং ব্যাপ্তমিদং দেবা বৃত্রেণ জগদব্যয়ম্।
ন হ্যস্য সদৃশং কিঞ্চিৎ প্রতিঘাতায় যদ্ ভবেৎ ॥১
সমর্থো হ্যভবং পূর্বমসমর্থোঽস্মি সাম্প্রতম্।
কথং নু কার্য্যং তত্রং বো দুর্ধর্ষঃ স হি মে মতঃ ॥২
তেজস্বী চ মহাংশ্চ যুদ্ধে চাপ্রতিবিক্রমঃ।
গ্রসেৎ ত্রিভুবনং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥৩
তস্মাদ্ বিনিশ্চয়মিমং শৃণুধ্বং ত্রিদিবৌকসঃ।
বিষ্ণোঃ কৃত্বোপাগম্য সর্বেভ্য চ মহাত্মনা।
তেন সম্মন্ত্র্য বেৎস্যামো বধোপায়ং দুরাত্মনঃ ॥৪

দশম অধ্যায়।

[ইন্দ্রের সহিত দেবতাগণের শ্রীবিষ্ণুর শরণ-গ্রহণ এবং শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে বৃত্রাসুরের সহিত সন্ধিস্থাপন করত অবসরক্রমে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ ও ব্রহ্মহত্যার ভয়ে জলমধ্যে আত্মগোপন।]

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবগণ! বৃত্রাসুর এই সম্পূর্ণ জগৎকে আক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কোন যোগ্য অস্ত্র বর্ত্তমানে আমাদের হাতে নাই, যাহাদ্বারা আমরা তাহাকে বধ করিতে পারি।১

প্রথমে আমরা সর্ব্বপ্রকারে সামর্থশালী ছিলাম, কিন্তু আমরা এখন অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আপনাদের সকলের কল্যাণ হউক। এখন আমাদের কি করণীয় বলুন? আমার কাছে তো বৃত্রাসুর দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া মনে হইতেছে।২

সে তেজস্বী ও বিশাল দেহধারী এবং যুদ্ধে তাহার পরাক্রমের কোন সীমাই দেখা যায় না। সে যদি ইচ্ছা করে, তবে দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত সমগ্র ত্রিভুবনকেই গ্রাস করিতে পারে।৩

শল্য উবাচ।

এবমুক্তে মঘবতা দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।
শরণ্যং শরণং দেবং জগ্মুর্বিষ্ণুং মহাবলম্ ॥৫
ঊচুশ্চ সর্বে দেবেশং বিষ্ণুং বৃত্রভয়ার্দিতাঃ।
ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়া ক্রান্তাস্ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ পুরা ॥৬
অমৃতং চাহৃতং বিষ্ণো দৈত্যাংশ্চ নিহতা রণে।
বলিং বদ্ধ্বা মহাদৈত্যং শক্রো দেবাধিপঃ কৃতঃ ॥৭

ত্বং প্রভুঃ সর্বদেবানাং ত্বয়া সর্বমিদং ততম্।
ত্বং হি দেবো মহাদেব সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৮
গতির্ভব ত্বং দেবানাং সেন্দ্রাণামমরোত্তম।
জগদ্ ব্যাপ্তমিদং সর্বং বৃত্রেণাসুরসূদন ॥৯

বিষ্ণুরুবাচ।

অবশ্যং করণীয়ং মে ভবতাং হিতমুত্তমম্।
তস্মাদুপায়ং বক্ষ্যামি যত্রাসৌ ন ভবিষ্যতি ॥১০
গচ্ছধ্বং সর্ষিগন্ধর্বা যত্রাসৌ বিশ্বরূপধৃক্।
সাম তস্য প্রযুঞ্জধ্বং তত এনং বিজেষ্যথ ॥১১

ভবিষ্যতি জয়ো দেবাঃ শক্রস্য মম তেজসা।
অদৃশ্যশ্চ প্রবেক্ষ্যামি বজ্রে হ্যস্যাসুরোত্তমে ॥১২
গচ্ছধ্বমৃষিভিঃ সার্ধং গন্ধর্বৈশ্চ সুরোত্তমাঃ।
বৃত্রস্য সহ শক্রেণ সন্ধিং কুরুত মা চিরম্ ॥১৩

হে দেবগণ! সুতরাং এ বিষয়ে আমার যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। আমরা শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করত সেই পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করিয়া জানিব—কিরূপে এই দুরাত্মার বিনাশ হইবে।৪

শল্য বলিলেন,—ইন্দ্র এই কথা বলিলে ঋষিগণের সহিত সেই দেবতাবৃন্দ সকলের শরণদাতা মহাবলশালী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শরণ-গ্রহণ করিলেন।৫

বৃত্রাসুরের ভয়ে ভীত তাঁহারা সকলে দেবাধিপতি শ্রীবিষ্ণুকে এইরূপ বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি পূর্ব্বে নিজ তিন পাদক্ষেপণে সম্পূর্ণ ত্রিভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।৬

হে বিষ্ণো! আপনিই (মোহিনী অবতার ধারণ করত) দৈত্যগণের হস্ত হইতে অমৃত কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং যুদ্ধে সেই দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন। আপনি মহাদৈত্য বলিকে বাঁধিয়া ইন্দ্রকে দেবগণের রাজা করিয়াছিলেন।৭

আপনি সকল দেবতাগণের প্রভু। আপনার দ্বারা এই সমস্ত চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত। মহাদেব! আপনিই অখিল বিশ্ববন্দিত দেবতা।৮

সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি ইন্দ্রসহিত সকল দেবতার আশ্রয়। অসুরনাশন! বৃত্রাসুর এই সম্পূর্ণ জগৎকে আক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে।৯

বিষ্ণু বলিলেন,—তোমাদের উত্তম হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তোমাদিগকে একটি উপায়ের কথা বলিব, যাহা দ্বারা বৃত্রাসুর বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।১০

তোমরা ঋষি ও গন্ধর্বগণের সহিত সেখানে গমন কর, যেখানে বিশ্বরূপধারী বৃত্রাসুর বিদ্যমান আছে। তোমরা তাহার সহিত সন্ধি কর, তাহা হইলে তাহাকে জয় করিতে পারিবে।১১

হে দেবগণ! আমার তেজে ইন্দ্রের বিজয়লাভ হইবে। আমি ইহার উত্তম অস্ত্র বজ্রের মধ্যে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিব।১২

দেবেশ্বরগণ! তোমরা ঋষি ও গন্ধর্বগণের সহিত গমন কর এবং ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের

শল্য উবাচ।

এবমুক্তে তু দেবেন ঋষয়স্ত্রিদশাস্তথা।
বৃত্রং সমেত্য সহিতাঃ শক্রং কৃত্বা পুরঃসরম্ ॥১৪
সমীপমেত্য চ বলা সর্ব এব মহৌজসঃ।
তং তেজসা প্রজ্বলিতং প্রভপন্তং দিশো দশ ॥১৫
গ্রসন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ সূর্যাচন্দ্রমসৌ যথা।
দৃষ্ট্বাতস্তে ততো বৃত্রং শক্রেণ সহ দেবতাঃ ॥১৬
ঋষয়োঽথ ততোঽভ্যেত্য বৃত্রমূচুঃ প্রিয়ং বচঃ।
ব্যাপ্তং জগদিদং সর্বং তেজসা তব দুর্জয় ॥১৭
ন চ শক্রোষি নির্জেতুং বাসবং বলিনাং বর।
মুহ্যতোশ্চাপি বাং কালো ব্যতীতঃ সুমহানিহ ॥১৮
পীড্যন্তে চ প্রজাঃ সর্বাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
সখ্যং ভবতু তে বৃত্র শক্রেণ সহ বিত্তয়া ॥১৯

সন্ধি করাও। এ বিষয়ে আর বিলম্ব করিও না।১৩

শল্য বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু এই কথা বলিলে ঋষি ও দেবতাগণ একত্রে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া বৃত্রাসুরের নিকট গমন করিলেন।১৪

সমস্ত মহাতেজস্বী দেবতাগণ যখন বৃত্রাসুরের নিকট গমন করিলেন, তখন সে নিজ তেজে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া দশ দিক্‌কে তাপিত করিতেছিল। তাহাকে তখন দেখিয়া মনে হইতেছিল—সে যেন ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতেছে। এই অবস্থায় সেই দেবগণ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরকে দর্শন করিলেন।১৫-১৬

সেই সময় বৃত্রাসুরের নিকট আসিয়া ঋষিগণ তাহাকে এই প্রিয় বচন বলিলেন—দুর্জয় বীর। তোমার তেজে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।১৭

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। তুমি ইন্দ্রকে

অবাপ্স্যসি সুখং ত্বঞ্চ শক্রলোকাংশ্চ শাশ্বতান্।
ঋষিবাক্যং নিশম্যাথ বৃত্রঃ স তু মহাবলঃ ॥২০
উবাচ তানৃষীন্ সর্বান্ প্রণম্য শিরসাসুরঃ।
সর্বে যূয়ং মহাভাগা গন্ধর্বাশ্চৈব সর্বশঃ ॥২১

যদ্ ব্রূথ তদ্ধ্রুতং সর্বং ময়াপি শৃণুতানঘাঃ।
সন্ধিঃ কথং বৈ ভবিতা মম শক্রস্য চোভয়োঃ।
তেজসোহি বয়োর্দেবাঃ সখ্যং বৈ ভবিতা কথম্ ॥২২

ঋষয় ঊচুঃ।

সকৃৎ সতাং সঙ্গতং লিপ্সিতব্যং
ততঃ পরং ভবিতা তদ্যমেব।
নাস্তিক্যাদ্বৈ সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
তস্মাৎ সতাং সঙ্গতং লিপ্সিতব্যম্ ॥২৩

জয় করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাদের উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে।১৮

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত সকল প্রজা এই যুদ্ধে পীড়িত হইতেছে। হে বৃত্র। আমরা কামনা করি—ইন্দ্রের সহিত তোমার সদা সখ্য স্থাপিত হউক।১৯

ইহাতে তুমি সুখ লাভ করিবে এবং ইন্দ্রের সমস্ত লোকসমূহে তোমার অধিকার জন্মিবে। ঋষিগণের এই বাক্য শুনিয়া মহাবল বৃত্রাসুর তাঁহাদের সকলকে মস্তক নত করিয়া প্রণামপূর্বক বলিল,—মহাভাগ দেববৃন্দ, মহর্ষিগণ ও গন্ধর্বগণ। আপনারা সকলে যে কথা বলিলেন, আমি শুনিয়াছি। নিষ্পাপ দেবগণ। অতঃপর আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন। আমার ও ইন্দ্রের এই উভয়ের সন্ধি কি করিয়া সম্ভব? দুই তেজস্বী পুরুষমধ্যে মিত্রতা কিভাবে স্থাপিত হইবে।২০-২২

দুষ্কৃৎ সন্তাং সঙ্গতং চাপি নিত্যং
ক্রয়াচ্ছ্রেয়ার্থং হর্ষকৃচ্ছ্রেষু ধীরঃ।
মহার্থবৎ সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
তস্মাৎ সন্তং ন বিঘাংসেত ধীরঃ ॥২৪

ইন্দ্রঃ সন্তাং সম্মতশ্চ নিত্যশ্চ মহাত্মনাম্।
সত্যবাদী হ্যনিন্দ্যশ্চ ধর্মবিৎ সূক্ষ্মনিশ্চয়ঃ ॥২৫

তেন তে সহ শক্রেণ সন্ধির্ভবতু নিত্যদা।
এবং বিশ্বাসমাগচ্ছ মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরন্যথা ॥২৬

শল্য উবাচ।

মহর্ষিবচনং শ্রুত্বা তানুবাচ মহাদ্যুতিঃ।
অবশ্যং ভগবন্তো মে মাননীয়াস্তপস্বিনঃ ॥২৭

ব্রবীমি যদহং দেবাস্তৎ সর্বং ক্রিয়তে যদি।
ততঃ সর্বং করিষ্যামি যদ্যুচ্যাং দ্বিজর্ষভাঃ ॥২৮

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ ন দিবা ন তথা নিশি ॥২৯

বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নিত্যদা ॥৩০

বাঢ়মিত্যেব ঋষয়স্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
এবংবৃত্তে তু সন্ধানে বৃত্রঃ প্রমুদিতোঽভবৎ ॥৩১

মুক্তঃ সন্ত্রাভবচ্চাপি শক্রো হর্ষসমন্বিতঃ।
বৃত্রস্য বধসংযুক্তানুপায়ানচিন্তয়ৎ ॥৩২

দ্বিত্রাস্বেষী সদুদ্বিগ্নঃ সদা বসতি দেবরাট্।
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে সমপশ্যন্মহাসুরম্ ॥৩৩

ঋষিগণ বলিলেন,—একবারও সৎপুরুষগণের সহিত সঙ্গতির অভিলাষ অবশ্য বাঞ্ছনীয়; কারণ, সৎপুরুষগণের সঙ্গপ্রাপ্ত হইলে পরম কল্যাণই হইয়া থাকে। সৎপুরুষগণের সঙ্গের অবহেলা করা উচিত নয়। সেই জন্য সৎপুরুষগণের সঙ্গ অতি অবশ্য কামনা করিবে।২৩

সজ্জনগণের সঙ্গ সুদৃঢ় এবং চিরস্থায়ী হয়। ধীরপুরুষগণ সঙ্কটকালে হিতকর কর্তব্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। সৎপুরুষগণের সঙ্গ মহান্ অভীষ্ট বস্তুর সাধক, সেই কারণে ধীরব্যক্তিগণ কখনও সজ্জনের বিনাশ সাধন করেন না।২৪

ইন্দ্র সৎপুরুষগণের মাননীয় এবং মহাত্মা পুরুষগণের আশ্রয়স্থল। তিনি সত্যবাদী, অনিন্দনীয়, ধর্মজ্ঞ, সূক্ষ্ম অর্থাৎ যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ।২৫

এতাদৃশ ইন্দ্রের সহিত তোমার সর্বকালীন সন্ধি স্থাপিত হউক। তুমি এইভাবে ইন্দ্রের বিশ্বাসভাজন হও, ইহার বিপরীত বুদ্ধি করিও না।২৬

শল্য বলিলেন,—মহর্ষিগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মহাতেজস্বী বৃত্রাসুর বলিল,—পরম জ্ঞানী পূজনীয়গণ। আপনাদের ন্যায় তপস্বী মহাত্মাগণকে আমার অবশ্যই মান্য করা উচিত।২৭

দেবগণ। আমি এখন যাহা কিছু বলিব, তাহা যদি আপনারা স্বীকার করেন, তবে এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা আদেশ করিলেন, তৎসমস্ত আমি অবশ্য পালন করিব।২৮

বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ। আমি দেবগণের সহিত ইন্দ্র কর্তৃক শুষ্ক বস্তু, দ্রব বস্তু, প্রস্তর, বৃক্ষ ও অস্ত্র-দ্বারা দিনের বেলায় ও রাত্রিকালে যেন বধ্য না হই। আমি এই সর্তে দেবেন্দ্রের সহিত সর্ব-কালের জন্য সন্ধি করিতে ইচ্ছুক আছি।২৯-৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ। তখন ঋষিগণ বৃত্রাসুরকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। এইরূপে সন্ধি হইলে বৃত্রাসুর অত্যন্ত আনন্দিত হইল।৩১

ইন্দ্রও অতীব হৃষ্ট হইয়া বৃত্রাসুরের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ইন্দ্র মনে মনে বৃত্রের বধবিষয়ক উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা

সন্ধ্যাকাল উপাবৃত্তে মুহূর্তে চাতিদারুণে।
ততঃ সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ বধদানং মহাত্মনঃ ॥৩৪
সন্ধেয়ং বর্ততে রৌদ্রা ন রাত্রির্দিবসং ন চ।
বৃত্রশ্চাবধ্যবধ্যোঽয়ং মম সর্ববধো বিপুঃ ॥৩৫
যদি বৃত্রং ন হন্ম্যদ্য বঞ্চয়িত্বা মহাসুরম্।
মহাবলং মহাকায়ং ন মে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥৩৬
এবং সঞ্চিন্তয়ন্নেব শক্রো বিষ্ণুমনুস্মরন্।
অথ ফেনং তদাপশ্যৎ সমুদ্রে পর্বতোপমম্ ॥৩৭
নায়ং শুষ্কো ন চার্দ্রোঽয়ং ন চ শাস্ত্রমিদং তথা।
এনং পশ্যামি বৃত্রস্য কথাদেব নশিষ্যতি ॥৩৮
সমুদ্যম্য ফেনং তং ক্ষিপ্রং বৃত্রে বিসৃষ্টবান্।
প্রবিশ্য ফেনং তং বিষ্ণুরথ বৃত্রং ব্যনাশয়ৎ ॥৩৯
নিহতে তু ততো বৃত্রে দিশো বিতিমিরাঽভবন্।
প্রববৌ চ শিবো বায়ুঃ প্রজাশ্চ তদনুস্তথা ॥৪০
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা যক্ষরক্ষমহোরগাঃ।
ঋষয়শ্চ মহেন্দ্রং তমস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥৪১
নমস্কৃতঃ সর্বভূতৈঃ সর্বভূতান্যসান্ত্বয়ৎ।
হত্বা শত্রুং প্রহৃষ্টাত্মা বাসবঃ সহ দৈবতৈঃ ॥৪২
বিষ্ণুং ত্রিভুবনজ্যেষ্ঠং পূজয়ামাস ধর্মবিৎ।
ততো হতে মহাবীর্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে ॥৪৩
অনৃতেনাভিভূতোঽভূচ্ছক্রঃ পরমদুর্মনাঃ।
ত্রৈশীর্ষহাভিভূতশ্চ স পূর্বং ব্রহ্মহত্যয়া ॥৪৪

করিতে লাগিলেন।৩২

কৃত্রাসুরের ছিদ্র (বিনাশের অবসর) অন্বেষণ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদা উদ্বিগ্ন রহিলেন। একদিন সমুদ্রতীরে তিনি মহাসুর বৃত্রকে দেখিতে পাইলেন।৩৩

সেই সময় অত্যন্ত দারুণ সন্ধ্যাকাল-মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান্ ইন্দ্র পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর বরদানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভয়ঙ্কর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় দিনও নয় এবং রাত্রিও নয়, সুতরাং এই সময়েই বৃত্রাসুরকে অবশ্য বধ করা উচিত; কারণ, এই ব্যক্তি আমার সর্ববিনাশসাধনকারী শত্রু। যদি এই মহাবল, বিশালদেহ ও মহাসুর বৃত্রকে প্রতারণা করিয়া এখন না বিনষ্ট করি, তবে আমার কল্যাণ হইবে না।৩৪-৩৬

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্র শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে থাকিলে তিনি সেই সময় দেখিতে পাইলেন—সেই সমুদ্রে পর্বততুল্য ফেনা উত্থিত হইয়াছে।৩৭

উহা দেখিয়া ইন্দ্র মনে মনে বিচার করিলেন—এই ফেনা শুষ্কও নয়, আবার ভিজাও নয়, ইহা অস্ত্রও নয়, সুতরাং ইহা ফেলন করিয়া আমি ক্ষণকালমধ্যে বৃত্রাসুরকে বধ করিব।৩৮

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্র অতি সত্বর বজ্রের সহিত সেই ফেন নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সেই ফেনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিলেন।৩৯

বৃত্রাসুর নিহত হইলে সকল দিক্‌ই অন্ধকারশূন্য হইল, শীতল ও সুখস্পর্শ বায়ু বহিতে লাগিল এবং প্রজাগণও আনন্দিত হইল।৪০

তারপর দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মহানাগ ও ঋষিগণ সকলে বিবিধ স্তবের দ্বারা মহেন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন।৪১

শত্রুকে বিনাশ করিয়া দেবগণের সহিত ইন্দ্রের হৃদয় হর্ষে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত প্রাণিগণ তখন তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল এবং তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিলেন।৪২

তারপর ধর্মজ্ঞ দেবরাজ ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুর

সোঽন্তমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ।
ন প্রাজ্ঞায়ত দেবেন্দ্রস্তৃতিভূতঃ স্বকর্মভিঃ ॥৪৫
প্রতিচ্ছন্নোঽবসচ্চাপ্সু চেষ্টমান ইবোরগঃ।
ততঃ প্রবৃত্তে দেবেন্দ্রে ব্রহ্মহত্যাভয়ার্দিতে ॥৪৬
ভূমিঃ প্রম্লানসঙ্কাশা নির্বৃক্ষা শুষ্ককাননা।
বিচ্ছিন্নস্রোতসো নদ্যঃ সরাংস্যনুদকানি চ ॥৪৭
সংক্ষোভশ্চাপি সত্ত্বানামন্যোন্যবৃত্তিকৃতোঽভবৎ।
দেবাশ্চাপি ভৃশং ত্রস্তাস্তথা সর্বে মহর্ষয়ঃ ॥৪৮
অরাজকং জগৎ সর্বমভিভূতমুপদ্রবৈঃ।
ততো ভীতাঽভবন্ দেবাঃ কো নো রাজা
ভবেদিতি ॥৪৯
দিবি দেবর্ষয়শ্চাপি দেবরাজবিবাকৃতাঃ।
ন স্ম কশ্চন দেবানাং রাজ্যে বৈ কুরুতে মতিম্ ॥৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
বৃত্রবধে ইন্দ্রবিজয়ো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

পূজা করিলেন। এইরূপে দেবতাদিগের ভয়দাতা মহাপরাক্রমশালী বৃত্রাসুর নিহত হইলে বিশ্বাসঘাতকতারূপ অসত্যে অভিভূত হইয়া ইন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরার বধে উৎপন্ন ব্রহ্ম-হত্যা তো তাঁহাকে পূর্ব হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।৪৩-৪৪

তিনি লোকসকলের শেষপ্রান্তে যাইয়া জ্ঞানহীন ও অচেতন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে নিজ কৃত পাপে অভিভূত হইয়া দেবেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।৪৫

তিনি জলমধ্যে বিচরণকারী সর্পের ন্যায় জলে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। ব্রহ্ম হত্যার ভয়ে পীড়িত হইয়া যখন ইন্দ্র অদৃশ্য হইয়া যাইলেন, তখন এই পৃথিবী বিধ্বস্ত প্রায় হইয়া যাইল। তখন এখানকার বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যাইল, বনভূমি শুষ্ক হইয়া গেল, নদী সকলের স্রোত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল এবং সরোবরের জল শুষ্ক হইয়া যাইল।৪৬-৪৭

তখন প্রাণিগণের মধ্যে অমাবৃষ্টিজনিত বিক্ষোভ উৎপন্ন হইল। সেই সময় দেবতাগণ ও মহর্ষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।৪৮

তারপর সমগ্র জগতে অরাজকতা দেখা দেওয়ায় নানাবিধ উপদ্রব হইতে লাগিল। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রকে না দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—কে আমাদের রাজা হইবেন? দেবগণের মধ্যে স্বর্গরাজ্যে কেহ দেবরাজ হইবার বুদ্ধি করিলেন না।৪৯-৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে বৃত্রবধে ইন্দ্রের বিজয়বিবরক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবানাং তথা ঋষীণামনুরোধেন রাজ্ঞো নহুষস্য ইন্দ্রপদে অভিষেকঃ, কামভোগে আসক্তিঃ, চিন্তিতায়ৈ ইন্দ্রাণ্যৈ বৃহস্পতেরাশ্বাসদানঞ্চ।]

শল্য উবাচ।

ঋষয়োঽথাব্রুবন্ সর্বে দেবাশ্চ ত্রিদিবেশ্বরাঃ।
অয়ং বৈ নহুষঃ শ্রীমান্ দেবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্ ॥১
তেজস্বী চ যশস্বী চ ধার্মিকশ্চৈব নিত্যদা।
তে গত্বা ব্রুবন্ সর্বে রাজা নো ভব পার্থিব ॥২
স তানুবাচ নহুষো দেবানৃষিগণাংস্তথা।
পিতৃভিঃ সহিতান্ রাজন্ পরীপ্সন্ হিতমাত্মনঃ ॥৩
দুর্বলোঽহং ন মে শক্তির্ভবতাং পরিপালনে।
বলবান্ জায়তে রাজা বলং শক্রে হি নিত্যদা ॥৪
তমব্রুবন্ পুনঃ সর্বে দেবা ঋষিপুরোগমাঃ।
অস্মাকং তপসা যুক্তঃ পাহি রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে ॥৫
পরস্পরভয়ং ঘোরমস্মাকং হি ন সংশয়ঃ।
অভিষিচ্যস্ব রাজেন্দ্র ভব রাজা ত্রিবিষ্টপে ॥৬
দেবদানবযক্ষাণামৃষীণাং রক্ষসাং তথা।
পিতৃগন্ধর্বভূতানাং চক্ষুর্বিষয়বর্তিনাম্ ॥৭
তেজ আদায় তপসা পশ্যন্ বলবাংশ্চ ভবিষ্যসি।
বয়ং পুরস্কৃত্য সদা সর্বলোকাধিপো ভব ॥৮
ব্রহ্মর্ষীংশ্চাপি দেবাংশ্চ গোপায়স্ব ত্রিবিষ্টপে ॥৯

একাদশ অধ্যায়।

[দেবতা ও ঋষিগণের অনুরোধে রাজা নহুষের ইন্দ্র পদে অভিষেক; কামভোগে আসক্তি এবং চিন্তান্বিতা ইন্দ্রাণীকে বৃহস্পতির আশ্বাসদান।]

শল্য বলিলেন,—(এইরূপে স্বর্গরাজ্যে অরাজকতা দেখা দিলে) তারপর ঋষিগণ, সকল দেবযূথ ও দেবশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—এই যে শ্রীমান্ নহুষ রহিয়াছেন, ইহাকে দেবরাজপদে অভিষিক্ত করা হউক; কারণ, ইনি তেজস্বী, যশস্বী ও নিত্য-নিরন্তর ধর্মে তৎপর পুরুষ। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে রাজা নহুষের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন,—নৃপতে! আপনি আমাদের রাজা হউন। রাজন্! তখন নহুষ পিতৃগণের সহিত সেই দেবতা ও ঋষিবৃন্দকে নিজ হিত কামনা করিয়া বলিলেন।১-৩

আমি দুর্বল পুরুষ, সুতরাং আপনাদের পালন করিবার শক্তি আমার নাই। বলবান্ পুরুষই আপনাদের রাজা হইতে পারেন। ইন্দ্রে সেই বল নিত্য বর্তমান।৪

নহুষের এই কথা শুনিয়া সকল দেবতা ও ঋষিগণ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনি আমাদের তপস্যাদ্বারা সংযুক্ত হইয়া অর্থাৎ বলবান্ হইয়া স্বর্গরাজ্য পালন করুন। আমাদের পরস্পর অত্যন্ত ভয় হইতেছে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব আপনি স্বর্গরাজ্যে নিজেকে অভিষিক্ত করুন এবং স্বর্গের রাজা হউন।৫-৬

দেবতা, দানব, যক্ষ, ঋষি ও রাক্ষসবৃন্দ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব ও ভূতগণের মধ্যে যে কেহ আপনার সম্মুখে আসিবেন, আপনি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার তেজ হরণ করিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে নিজে বলবান্ হইবেন।৭-৮

আপনি স্বর্গে বিরাজমান থাকিয়া ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণকে পালন করুন। যুধিষ্ঠির! তদনন্তর রাজা নহুষ স্বর্গে অভিষিক্ত হইলেন।৯

ধর্মং পুরস্কৃত্য সদা সর্বলোকাধিপোঽভবৎ।
দুর্লভং বরং লব্ধ্বা প্রাপ্য রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে ॥১০
ধর্মাত্মা সততং ভূত্বা কামাত্মা সমপদ্যত।
দেবোদ্যানেষু সর্বেষু নন্দনোপবনেষু চ ॥১১
কৈলাসে হিমবৎপৃষ্ঠে মন্দরে শ্বেতপর্বতে।
সহ্যে মহেন্দ্রে মলয়ে সমুদ্রেষু সরিৎসু চ ॥১২
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতো দেবকন্যাসমাবৃতঃ।
নহুষো দেবরাজোঽথ ক্রীড়ন্ বহুবিধং তদা ॥১৩
শৃণন্ দিব্যা বহুবিধাঃ কথাঃ শ্রুতিমনোহরাঃ।
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি গীতঞ্চ মধুরস্বনম্ ॥১৪
বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
ঋতবঃ ষট্ চ দেবেন্দ্রং মূর্তিমন্ত উপস্থিতাঃ ॥১৫

ধর্মকে অগ্রে রাখিয়া সেই সময় রাজা নহুষ সকললোকের অধিপতি হইলেন। তিনি পরম দুর্লভ বর লাভ করত স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর ধর্মপরায়ণ থাকিয়াও কামভোগে আসক্ত হইয়া পড়িলেন।১০

দেবরাজ নহুষ সমস্ত দেবোদ্যান, নন্দনবনের উপবনসমূহ, কৈলাস, হিমালয়শিখর, মন্দরাচল, শ্বেতগিরি, সহ্যপর্বত, মহেন্দ্রগিরি ও মলয় পর্বতে এবং সমুদ্র ও নদীসকলে অপ্সরা এবং দেবকন্যাগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, কর্ণ ও মনের আকর্ষণকারী নানাপ্রকার দিব্য কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সর্বপ্রকার বাদ্য ও মধুর স্বরে গীত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।১১-১৪

বিশ্বাবসু, নারদ ও গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাদিগের গণ ও ছয় ঋতু মূর্তী ধারণ পূর্বক দেবেন্দ্রের সেবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন।১৫

মারুতঃ সুরভির্বাতি মনোজ্ঞঃ সুখশীতলঃ।
এবঞ্চ ক্রীড়তস্তস্য বহুবর্ষ দুরাত্মনঃ ॥১৬
সম্প্রাপ্তা দর্শনং দেবী শক্রস্য মহিষী প্রিয়া।
ন তাং সস্পৃশ দুষ্টাত্মা প্রাহ সর্বান্ সভাসদঃ ॥১৭
ইন্দ্রস্য মহিষী দেবী কস্মাদ্যাং নোপতিষ্ঠতি।
অহমিন্দ্রোঽস্মি দেবানাং লোকানাঞ্চ তবেশ্বরঃ ॥১৮
আগচ্ছতু শচী মহ্যং ক্ষিপ্রমদ্য নিবেশনম্।
তচ্ছ্রুত্বা দুর্মনা দেবী বৃহস্পতিমুবাচ হ ॥১৯
রক্ষ মাং নহুষাদ্ ব্রহ্মংস্ত্বামস্মি শরণং গতা।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং ব্রহ্মংস্ত্বং মাং প্রভাষসে ॥২০
দেবরাজস্য মহিতামত্যন্তং সুখভাগিনীম্।
অবৈধব্যেন যুক্তাং চাপ্যেকপত্নীং পতিব্রতাম্ ॥২১

তাঁহার অঙ্গ মনোহর, সুখস্পর্শ, শীতল ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। এইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে দুরাত্মা রাজা নহুষের দৃষ্টি একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় পত্নী শচীদেবীর উপর গিয়া পড়িল।১৬

ইহাকে দেখিয়া দুষ্টচিত্ত নহুষ সমস্ত সভাসদ্গণকে বলিলেন,—ইন্দ্রের মহারাণী শচী আমার সেবার জন্য কেন উপস্থিত হইতেছে না? আমি দেবতাগণের ইন্দ্র এবং সম্পূর্ণ লোকসমূহের অধীশ্বর। অতএব শচীদেবী আজ আমার ভবনে শীঘ্র উপস্থিত হউক।১৭-১৮

নহুষের এই কথা শুনিয়া শচীদেবী মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি নহুষের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে বলিয়াছিলে যে, তুমি সমস্ত শুভ লক্ষণে সমন্বিতা, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রাণবল্লভা, অত্যন্ত সুখভাগিনী, সৌভাগ্যবতী, একপত্নী ও পতিব্রতা।১৯-২১

উক্তবানসি মাং পূর্ব্বমৃতাং তাং কুরু বৈ গিরম্।
মোক্তপূর্বং ভগবন্ বৃথা তে কিঞ্চিদীশ্বর ॥২২
তস্মাদেতদ্ ভবেৎ সত্যং ত্বয়োক্তং দ্বিজসত্তম।
বৃহস্পতিরুবাচাথ শক্রাণীং ভয়মোহিতাম্ ॥২৩
যদুক্তাসি ময়া দেবি সত্যং তদ্ ভবিতা ধ্রুবম্।
অল্পকালে দেবরাজানমিন্দ্রং শীঘ্রমিহাগতম্ ॥২৪
ন ভেতব্যঞ্চ নহুষাৎ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
সমানয়িষ্যে শক্রেণ ন চিরাদ্ ভবতীমহম্ ॥২৫

অথ শুশ্রাব নহুষঃ শক্রাণীং শরণং গতাম্।
বৃহস্পতেরগ্নিসকাশে ক্রোধ স নৃপতস্তদা ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি ইন্দ্রাণীভয়ে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

ভগবন্! আপনি প্রথমে আমাকে যে কথা বলিয়াছেন, আপনার সেই কথা সত্য প্রতিপন্ন করুন। দেবগুরো! আপনার মুখ হইতে পূর্ব্বে কখনও বৃথা বা মিথ্যা কথা নির্গত হয় নাই ।২২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেইহেতু আশা রাখি—আপনার এই পূর্ব্ববচনও সত্য হইবে। তখন বৃহস্পতি ভয়ব্যাকুল ইন্দ্রাণীকে বলিলেন ।২৩

দেবি! আমি পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে। তুমি শীঘ্রই দেবরাজ ইন্দ্রকে এখানে আগমন করিতে দেখিতে পাইবে। নহুষকে তুমি ভয় করিও না। একথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দ্রের সহিত তোমার মিলনের ব্যবস্থা করিব ।২৪-২৫

তারপর রাজা নহুষ শুনিলেন যে, ইন্দ্রাণী অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির শরণাগতা হইয়াছেন। তখন তিনি বৃহস্পতির উপর ক্রুদ্ধ হইলেন ।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে ইন্দ্রাণীর ভয়বিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবতা-নহুষসন্দেশঃ, বৃহস্পতিনা ইন্দ্রাণ্যা রক্ষা, কিয়ৎকালাবসরপ্রার্থনায় নহুষসমীপে ইন্দ্রাণ্যা গমনঞ্চ।]

শল্য উবাচ।

ক্রুদ্ধং তু নহুষং দৃষ্ট্বা দেবা ঋষিপুরোগমাঃ।
অব্রুবন্ দেবরাজানং নহুষং ঘোরদর্শনম্ ॥১
দেবরাজ জহি ক্রোধং ত্বরি ক্রুদ্ধে জগদ্ বিভো।
ত্রস্তং সানুর-গন্ধর্বং সকিন্নর-মহোরগম্ ॥২

জহি ক্রোধমিমং সাধো ন কৃপ্যন্তি ভবদ্বিধাঃ।
পরস্ত পত্নী সা দেবী প্রসীদত্ব সুরেশ্বর ॥৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

[দেবতা-নহুষ সংবাদ, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রাণীর রক্ষা এবং কিছুকাল সময় প্রার্থনা করিবার জন্য নহুষের নিকট ইন্দ্রাণীর গমন।]

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নহুষকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া দেবতারা ঋষিগণকে অগ্রে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করত ঘোরদর্শন দেবরাজ নহুষকে বলিলেন ।১

দেবরাজ! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। প্রভো! আপনি কুপিত হওয়ায় অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহানাগগণের সহিত সমগ্র জগৎ ভীত হইয়াছে ।২

নিবর্ত্তয় মনঃ পাপাৎ পরদারাভিমর্শনাৎ।
দেবরাজোঽসি ভদ্রং তে প্রজা ধর্ম্মেণ পালয় ॥৪

এবমুক্তো ন জগ্রাহ তদ্বচঃ কামমোহিতঃ।
অথ দেবানুবাচেদমিন্দ্রং প্রতি সুরাধিপঃ ॥৫

অহল্যা ধর্ষিতা পূর্ব্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।
জীবতো গৌতমেনেশ স বঃ কিং ন নিবারিতঃ ॥৬

বহূনি চ নৃশংসানি কৃতান্যৌশ্রেণ বৈ পুরা।
বৈধর্ম্ম্যাণ্যুপধাভিশ্চ স বঃ কিং ন নিবারিতঃ ॥৭

উপতিষ্ঠতু দেবী মামেতদস্যা হিতং পরম্।
যুষ্মাকঞ্চ সদা দেবাঃ শিবমেবং ভবিষ্যতি ॥৮

দেবা উচুঃ;

ইন্দ্রাণীমানয়িষ্যামো যথেচ্ছসি শিবস্পতে।
জহি ক্রোধমিমং বীর প্রীতো ভব সুরেশ্বর ॥৯

শল্য উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা দেবা ঋষিভিঃ সহ ভারত।
জগ্মুর্বৃহস্পতিং বক্তুমিন্দ্রাণীং চাপ্রতো বচঃ ॥১০

জানীমঃ শরণং প্রাপ্তামিন্দ্রাণীং তব বেশ্মনি।
হৃতাভয়াঞ্চ বিপ্রেন্দ্র ত্বয়া দেবীমনিন্দিতাম্ ॥১১

তে ত্বাং দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ মহাব্রতে।
প্রসাদয়ন্তি চেন্দ্রাণী নহুষাৎ প্রদীয়তাম্ ॥১২

ইন্দ্রাদ্ বিশিষ্টো নহুষো দেবরাজো মহাদ্যুতিঃ।
বৃণোষিমং বরারোহা ভর্ত্তৃত্বে বরবর্ণিনী ॥১৩

এবমুক্তা তু সা দেবী বাষ্পমুৎসৃজ্য সত্বরম্।
উবাচ রুদতী দীনা বৃহস্পতিমিদং বচঃ ॥১৪

সাধো। আপনি এই ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; কারণ, আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনও অন্যের উপর ক্রোধ করেন না। আপনি প্রসন্ন হউন। হে দেবরাজ! শচীদেবী আপনার ও ইন্দ্রের পত্নী।৩

পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা পাপকর্ম্ম, সুতরাং তাহা হইতে মনকে নিবর্ত্তিত করুন। আপনি দেবতাদিগের রাজা। আপনার কল্যাণ হউক। আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন।৪

দেবতারা এই কথা বলিলেও নহুষ কাম-মোহিত হইয়া তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন দেবরাজ নহুষ ইন্দ্রের বিষয়ে দেবগণকে এই কথা বলিলেন।৫

দেবগণ। যখন ইন্দ্র পূর্ব্বকালে যশস্বিনী ঋষিপত্নী অহল্যার তাঁহার পতি গৌতমের জীবিত-কালেই সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন, তখন আপনারা তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই কেন।৬

প্রাচীনকালে ইন্দ্র বহুপ্রকার ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি তো অনেক অধর্ম্মোচিত কর্ম্ম ও বহু ছলকপটতাপূর্ণ কর্ম্মও করিয়াছিলেন। কই আপনারা তখন তো তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই।৭

শচীদেবী আমার সেবায় উপস্থিত হউন, ইহাতেই তাঁহার পরম হিত হইবে। দেবগণ! এইরূপ হইলে আপনাদের সদা কল্যাণ হইবে।৮

দেবগণ বলিলেন,—স্বর্গলোকপতে! আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তদনুসারে ইন্দ্রাণীকে আমরা আপনার নিকট লইয়া আসিব। বীর দেবরাজ! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন এবং প্রসন্ন হউন।৯

শল্য বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! নহুষকে এই কথা বলিয়া দেবতাগণ ঋষিদিগের সহিত ইন্দ্রাণীকে সেই অদ্ভুত বচন বলিবার জন্য বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন।১০

দেবগণ বৃহস্পতিকে বলিলেন,—বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমরা জানি—ইন্দ্রাণী আপনার শরণাপন্না

বাহমিন্দ্রাণি নহুষং পতিং দেবর্ষিসত্তম।
শরণাগতাস্মি তে ব্রহ্মংস্ত্রায়স্ব মহতো ভয়াৎ ॥১৫

বৃহস্পতিরুবাচ।
শরণাগতং ন ত্যজেয়মিন্দ্রাণি মম নিশ্চয়ঃ।
ধর্মজ্ঞাং সত্যশীলাঞ্চ ন ত্যজেয়মনিন্দিতে ॥১৬

নাকার্য্যং কর্তুমিচ্ছামি ব্রাহ্মণঃ সন্ বিশেষতঃ।
শ্রুতধর্মা সত্যশীলো জানন্ ধর্মানুশাসনম্ ॥১৭

বাহমেতৎ করিষ্যামি গচ্ছধ্বং বৈ সুরোত্তমাঃ।
অস্মিংশ্চার্থে পুরা গীতং ব্রহ্মণা শ্লোকমাদিমম্ ॥১৮

ন তস্য বীজং রোহতি রোহকালে
ন তস্য বর্ষং বর্ষতি বর্ষকালে।
ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি শত্রবে
ন স ত্রাতারং লভতে ত্রাণমিচ্ছন্ ॥১৯

যোষন্মনো বিন্দতি চাপ্যচেতাঃ
স্বর্গাল্লোকাদ্ ভ্রশ্যতি নষ্টচেষ্টঃ।
ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি যো বৈ
ন তস্য হব্যং প্রতিগৃহ্নন্তি দেবাঃ ॥২০

প্রমীয়তে চাস্য প্রজা হ্যকালে
সদা বিষাদং পিতরোঽস্য কুর্বতে।
ভীতং প্রপন্নং প্রদদাতি শত্রবে
যেন্দ্রা দেবাঃ প্রহরন্ত্যস্য বজ্রম্ ॥২১

হইয়াছেন এবং আপনারই ভবনে অবস্থান করিতেছেন। দেবর্ষিপ্রবর! আপনি তাঁহাকে অভয় দান করিয়াছেন।১১

মহাতেজস্বিন্! এই দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ আপনাকে এখন প্রসন্ন করিতেছেন—আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের নিকট অর্পণ করুন।১২

বর্তমানে মহাতেজস্বী নহুষ দেবতাগণের রাজা, তিনি ইন্দ্র হইতেও বিশেষ প্রভাবশালী; সুতরাং এই সুন্দরী রমণীশ্রেষ্ঠা ইন্দ্রাণী নহুষকে পতিরূপে বরণ করুন।১৩

দেবতাগণের এই কথা শুনিয়া শচীদেবী অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন এবং দীনভাবে বৃহস্পতিকে সম্বোধিত করিয়া এই কথা বলিলেন।১৪

হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি নহুষকে পতিরূপে কামনা করিতে ইচ্ছা করি না, সেইজন্য আপনার শরণাগতা হইয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে এই মহাভয় হইতে রক্ষা করুন।১৫

বৃহস্পতি বলিলেন,—ইন্দ্রাণি! আমি শরণাগতাকে ত্যাগ করিব না—ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয়। অনিন্দিতে! তুমি ধর্মজ্ঞা ও সত্যস্বভাবা, সুতরাং তোমাকে আমি ত্যাগ করিব না।১৬

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইয়া এইরূপ অকার্য করিতে পারি না। আমি ধর্মের সকল বিষয় শুনিয়াছি, সত্য-পালনকরাই আমার স্বভাব এবং শাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্মের উপদেশ আছে, উহা আমি জানি, সেইহেতু আমি এইরূপ অকার্য করিব না। সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ফিরিয়া যাউন। এবিষয়ে পূর্বে ব্রহ্মা যে শ্লোক গান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন।১৭-১৮

ভয়ভীত হইয়া শরণাগত ব্যক্তিকে যে জন শত্রুর হাতে সমর্পণ করে, তাহার কোন কালে রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তাহার স্থানে যথাকালে বারি বর্ষিত হয় না, সে যদি কখনও নিজের রক্ষার জন্য কোথাও যায়, তবে তাহার রক্ষক কেহ হয় না।১৯

ভীত হইয়া শরণাগত ব্যক্তিকে যে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে, সেই দুর্বলচিত্ত মানুষ যে অন্য

এতদ্বেষং বিজানন্ বৈ ন দাস্যামি শচীমিমাম্।
ইন্দ্রাণীং বিশ্রুতাং লোকে শক্রস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥২২

অস্তা হিতং ভবেদ্ যচ্চ মম চাপি হিতং ভবেৎ।
ক্রিয়তাং তৎ সুরশ্রেষ্ঠা ন হি দাস্যাম্যহং শচীম্ ॥২৩

শল্য উবাচ।

অথ দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ গুরুমাহুরিদং বচঃ।
কথং স্যাদীদৃশং তু ভবেন্মন্ত্রয়স্ব বৃহস্পতে ॥২৪

বৃহস্পতিরুবাচ।

নহুষং যাচতাং দেবী কিঞ্চিৎ কালান্তরং শুভা।
ইন্দ্রাণী হিতমেতদ্ধি তথাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥২৫

বহুবিঘ্নঃ সুরাঃ কালঃ কালঃ কালং নয়িষ্যতি।
গর্বিতো বলবাংশ্চাপি নহুষো বরসংশ্রয়াৎ ॥২৬

শল্য উবাচ।

ততস্তেন তথোক্তে তু প্রীতা দেবাস্তথাব্রুবন্।
ব্রহ্মন্ সাধিবমুক্তং তে হিতং সর্বদিবৌকসাম্ ॥২৭

এবমেতদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেবী চেয়ং প্রণাড়তাম্।
ততঃ সমস্তা ইন্দ্রাণীং দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ।
ঊচুর্বচনমব্যগ্রা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২৮

দেবা ঊচুঃ।

ত্বয়া জগদিদং সর্বং ধৃতং স্থাবর-জঙ্গমম্।
একপত্ন্যশি সত্যা চ গচ্ছস্ব নহুষং প্রতি ॥২৯

গ্রহণ করে, উহা ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার সকল উদ্যম নষ্ট হয় এবং সে স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেবতাগণও তাহার প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করেন না।২০

তাহার পুত্রকন্যা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পিতৃগণ সদা নরকে বাস করেন। ভীত হইয়া শরণাপন্নকে যে ব্যক্তি শত্রুর হাতে অর্পণ করে, তাহার উপর ইন্দ্রাদি দেবগণ বজ্র প্রহার করেন।২১

আমি এইরূপ ব্রহ্মার উপদেশ জানিয়া 'যিনি সমগ্র বিশ্বে ইন্দ্রের পত্নী ও দেবরাজের প্রিয়া মহিষী বলিয়া বিখ্যাত আছেন,' সেই শচীদেবীকে নহুষের হাতে অর্পণ করিতে পারিব না।২২

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ। যাহা ইঁহার পক্ষে হিতকর ও যাহাতে আমারও হিত হয়, এইরূপ কার্য্যই আপনারা করুন। আমি শচীদেবীকে প্রদান করিব না।২৩

শল্য বলিলেন,—তখন দেবতা ও গন্ধর্বগণ গুরু বৃহস্পতিকে এই কথা বলিলেন, হে বৃহস্পতে! আপনিই এবিষয়ে পরামর্শ দিন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে পরিণামে শুভ হইবে?২৪

বৃহস্পতি বলিলেন,—দেবগণ। শুভলক্ষণা শচীদেবী নহুষের নিকট কিছুদিন সময় চাহিয়া লউন। ইহাতে তাঁহার ও আমার উভয়েরই হিত হইবে।২৫

দেবগণ। সময় নানাপ্রকার বিঘ্নে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে নহুষ আপনাদের বরদানের প্রভাবে বলবান্ ও গর্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কালই তাহাকে কালকবলে লইয়া যাইবে।২৬

শল্য বলিলেন,—বৃহস্পতি এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিলে পর দেবগণ প্রীত হইয়া উঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আপনি উত্তম কথা বলিয়াছেন। ইহাতেই স্বর্গবাসী দেবগণের কল্যাণ হইবে।২৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। তাহাই হউক, আপনি শচীদেবীকে এই কথা বলিবার জন্য প্রেরণ করুন। তারপর অগ্নিপ্রভৃতি সকল দেবতাগণ ইন্দ্রাণীর নিকট যাইয়া সমস্ত লোকের হিতের জন্য শান্তভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।২৮

ক্ষিপ্রং স্বামভিকামন্ত বিনশিষ্যতি পাপকৃৎ।
নহুষো মেরি শক্রন্ত সুরৈশ্বর্য্যময়াপ্স্যতি ॥৩০
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা ইন্দ্রাণী কার্য্যসিদ্ধয়ে।
অভ্যগচ্ছত সম্ভ্রীড়া নহুষং ঘোরদর্শনম্ ॥৩১
দৃষ্ট্বা তাং নহুষশ্চাপি বয়োরূপসমন্বিতাম্।
সমহৃষ্যত দুষ্টাত্মা কামোপহতচেতনঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি ইন্দ্রাণীকালাবধিবাচনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

দেবগণ বলিলেন,—এই সমগ্র চরাচর জগৎ আপনি ধারণ করিয়া আছেন; কারণ, আপনি পতিব্রতা ও সত্যপরায়ণা। অতএব আপনি নহুষের নিকট গমন করুন। সুরেশ্বরি। আপনাকে কামনা করিয়া পাপী নহুষ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রও পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করিবেন।২৯-৩০

নিজ কার্য্য সিদ্ধির জন্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রাণী ঘোরদর্শন নহুষের নিকট সলজ্জাবনতচিত্তে গমন করিলেন।৩১

নবযৌবনসম্পন্না ও রূপবতী শচীদেবীকে দেখিয়া দুষ্টচিত্ত নহুষ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার জ্ঞান কামভাবে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে ইন্দ্রাণীকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট কালাবধিবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রাণ্যৈ নহুষস্য কিয়ৎকালাবসরদানম্, ব্রহ্মহত্যাত ইন্দ্রস্য মুক্তিঃ, শচীদেব্যা রাত্রিদেব্যা উপাসনা চ।]

শল্য উবাচ।

অথ তামব্রবীদ্ দৃষ্ট্বা নহুষো দেবরাট্ তদা।
ত্রয়াণামপি লোকানামহমিন্দ্রঃ শুচিস্মিতে ॥১
ভজস্ব মাং বরারোহে পতিত্বে বরবর্ণিনি।
এবমুক্তা তু সা দেবী নহুষেণ পতিব্রতা ॥২
প্রাবেপত ভয়োদ্বিগ্না প্রবাতে কদলী যথা।
প্রণম্য সা হি ব্রহ্মাণং শিরসা তু কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩

দেবরাজযশোঘাচ নহুষং ঘোরদর্শনম্।
কালমিচ্ছাম্যহং লব্ধুং স্বতঃ কিঞ্চিৎ সুরেশ্বর ॥৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[নহুষ কর্তৃক ইন্দ্রাণীকে কিছুকাল সময়দান, ব্রহ্মহত্যা হইতে ইন্দ্রের মুক্তি এবং শচীদেবী দ্বারা রাত্রিদেবীর উপাসনা।]

শল্য বলিলেন,—সেই সময় দেবরাজ নহুষ ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া বলিলেন,—শুচিস্মিতে! আমি ত্রিভুবনের অধিপতি ইন্দ্র।১

উত্তমবর্ণশোভিতে সুন্দরি! তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আমার সেবা কর। নহুষ পতিব্রতা শচীদেবীকে এই কথা বলিলে তিনি ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া বায়ুতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তারপর মস্তক অবনত করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে দেখিতে ভয়ঙ্কর দেবরাজ নহুষকে বলিলেন,—হে দেবরাজ! আমি আপনার নিকট হইতে কিছুকাল সময়

ন হি বিজ্ঞায়তে শক্রঃ কিংবা প্রাপ্তঃ ক বা গতঃ।
তত্ত্বমেতৎ তু বিজ্ঞায় যদি ন জ্ঞায়তে প্রভো ॥৫
ততোঽহং ত্বামুপস্থাস্তে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এবমুক্তঃ স ইন্দ্রাণ্যা নহুষঃ প্রীতিমানভূৎ ॥৬

নহুষ উবাচ।

এবং ভবতু সুশ্রোণি যথা মাং বিদ্ধি ভাবিনে।
আত্মা চাগমনং কার্য্যং সত্যমেতদনুস্মরেঃ ॥৭
নহুষেণ বিসৃষ্টা চ নিশ্চক্রাম ততঃ শুভা।
বৃহস্পতিনিকেতঞ্চ সা জগাম যশস্বিনী ॥৮
তস্যাঃ সংশ্রুত্য চ বচো দেবাশ্চাগ্নিপুরোগমাঃ।
চিন্তয়ামাসুরেকাগ্রাঃ শক্রার্থং রাজসত্তম ॥৯

দেবদেবেন সঙ্গম্য বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
ঊচুশ্চৈবং সমুদ্বিগ্না বাক্যং বাক্যবিশারদাঃ ॥১০
ব্রহ্মবধ্যাভিভূতো বৈ শক্রঃ সুরগণেশ্বরঃ।
গতিশ্চ নস্ত্বং দেবেশ পূর্ব্বজো জগতঃ প্রভুঃ ॥১১

রক্ষার্থং সর্ব্বভূতানাং বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্।
ত্বয়ৈবৈষ নিহতো বৃত্রো বাসবো ব্রহ্মহত্যয়া ॥১২
বৃতঃ সুরগণশ্রেষ্ঠ মোক্ষং তস্য বিনির্দিশ।
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ ॥১৩

মামেব যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যামি বজ্রিণম্।
পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ ॥১৪

প্রার্থনা করিতেছি।৫-৪

আমি এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই যে, দেবেন্দ্র কোন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন এবং কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। প্রভো! এবিষয়ে যথার্থভাবে অনুসন্ধানের পর যদি দেবেন্দ্রের সম্বন্ধে কোন সংবাদ না পাওয়া যায়, তবে আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইব। ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। ইন্দ্রাণী এই কথা বলিলে সেই নহুষ অত্যন্ত প্রীত হইলেন।৫-৬

নহুষ বলিলেন,—সুন্দরি! তুমি আমাকে এখন যে কথা বলিলে, তাহাই হউক। এই কথা অনুসারে ইন্দ্রের অনুসন্ধানের পর তুমি আমার নিকট আগমন করিবে, এই সত্যের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।৭

নহুষ কর্ত্তৃক বাইবার অনুমতি পাইলে শুভ-লক্ষণা যশস্বিনী শচীদেবী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন এবং বৃহস্পতির ভবনে গমন করিলেন।৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রাণীর কথা শুনিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া ইন্দ্রের অনুসন্ধানের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

বাক্যকুশল সেই দেবগণ সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তির কারণস্বরূপ দেবাধিদেব ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইলেন এবং ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১০

দেবেশ! দেবগণের পতি ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়া কোথাও আত্মগোপন করিয়াছেন। আপনিই আমাদের আশ্রয় এবং সম্পূর্ণ জগতের প্রভু ও সকলের পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়াছেন।১১

আপনি সমস্ত প্রাণীদিগের রক্ষার জন্য বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। যদিও বৃত্রাসুর আপনার প্রভাবে নিহত হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকেই আবৃত করিয়াছে। সুরগণশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগকে তাঁহার মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করুন। সেই দেবগণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন।১২-১৩

ইন্দ্র যজ্ঞদ্বারা কেবল আমারই আরাধনা করুক, তাহা হইলে আমি বজ্রধারী ইন্দ্রকে পবিত্র করিয়া দিব। পাকাসুরনাশী ইন্দ্র পবিত্র

পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ।
স্বকর্মভিশ্চ নহুষো নাশং যাস্যতি দুর্মতিঃ ॥১৫

কিঞ্চিৎ কালমিমং দেবা মর্ষয়ধ্বমতন্দ্রিতাঃ।
শ্রুত্বা বিষ্ণোঃ শুভাং সত্যাং বাণীং
তামমৃতোপমাম্ ॥১৬

ততঃ সর্বে সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ।
যত্র শক্রো ভয়োদ্বিগ্নস্তং দেশমুপচক্রমুঃ ॥১৭

তত্রাশ্বমেধঃ সুমহান্ মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
বভূব পাবনার্থং বৈ ব্রহ্মহত্যাপহো নৃপ ॥১৮

বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাং তু বৃক্ষেষু চ নদীষু চ।
পর্বতেষু পৃথিব্যাঞ্চ স্ত্রীষু চৈব যুধিষ্ঠির ॥১৯

সংবিভজ্য চ ভূতেষু বিহৃত্য চ সুরেশ্বরঃ।
বিষ্ণুরো ধূতপাপ্মা চ বাসবোঽভবদাত্মবান্ ॥২০

অকম্পয়ন্মহৎ স্থানাদ্ দৃষ্ট্বা বলনিসূদনঃ।
তেজোঽস্য সর্বভূতানাং বরদানাচ্চ দুঃসহম্ ॥২১

ততঃ শচীপতির্দেবঃ পুনরেব ব্যনস্যত।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং কালাকাঙ্ক্ষী চচার হ ॥২২

প্রনষ্টে তু ততঃ শক্রে শচী শোকসমন্বিতা।
হা শক্রেতি তদা দেবী বিললাপ সুদুঃখিতা ॥২৩

যদি দত্তং যদি হুতং গুরবস্তোষিতা যদি।
একভর্তৃত্বমেবাস্তু সত্যং যদ্যস্তি বা ময়ি ॥২৪

পুণ্যাং চেমাং সহং দিব্যাং প্রবৃত্তামুত্তরায়ণে।
দেবীং যাত্রাং নমস্যামি সিধ্যতাং মে মনোরথঃ ॥২৫

অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করত পুনরায় নির্ভয় হইয়া দেবেন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবে এবং দুর্মতি নহুষ নিজ কর্মদ্বারা নষ্ট হইয়া যাইবে।১৪-১৫

দেবগণ! তোমরা আলস্য ত্যাগ করিয়া আরও কিছুকাল অপেক্ষা কর অর্থাৎ নহুষের অত্যাচার সহ্য কর। শ্রীবিষ্ণুর এই শুভ, সত্য ও অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণের সহিত সকল দেবতাবৃন্দ সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইন্দ্র আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন।১৬-১৭

রাজন্! সেখানে মহাত্মা ইন্দ্রের শুদ্ধির জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপবিনাশক এক মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।১৮

যুধিষ্ঠির! ইন্দ্র বৃক্ষ, নদী, পর্বত, পৃথিবী ও স্ত্রীগণ মধ্যে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিভাগ করিয়া দিলেন।১৯

এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ব্রহ্মহত্যা পাপের বিভাগ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ করত নিজ মনকে বশীভূত রাখিয়া নিষ্পাপ ও নিশ্চিন্ত হইয়া যাইলেন।২০

বলনামক দৈত্যের বিনাশকারী ইন্দ্র যখন নিজ পদ গ্রহণের জন্য স্বর্গ লোকে আসিলেন, তখন তিনি দেখিলেন—নহুষ দেবগণের বরদানের প্রভাবে নিজ দৃষ্টিদ্বারা সমস্ত প্রাণীর তেজ নষ্ট করিতে সমর্থ ও দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্র কম্পিত হইয়া উঠিলেন।২১

তারপর শচীপতি ইন্দ্র পুনরায় সকল প্রাণীর লোচনের অদৃশ্য হইলেন এবং অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করত অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২২

ইন্দ্র পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইলে, শচীদেবী শোকাকুলা হইয়া পড়িলেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে। 'হা ইন্দ্র! হা ইন্দ্র!' এই বলিয়া সর্বদা বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৩

তদনন্তর তিনি এই এই কথা বলিলেন,—যদি আমি দান ও হোম করিয়া থাকি, গুরুজনগণের

প্রবৃত্তা চ নিশাং দেবীমুপতিষ্ঠত্ত তত্র সা।
প্রতিব্রতাত্বাৎ সত্যেন সোপপ্রুতিমযাচযৎ ॥২৬
যত্রান্তে দেবরাজোঽসৌ তং দেশং দর্শযস্ব মে।
ইত্যাহোপপ্রুতিং দেবীং সত্যাং সত্যেন দৃশ্যতে ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতাযাং বৈযাসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি উপপ্রুতিযাচনে ত্রযোদশোঽধ্যাযঃ ॥১৩

সত্যের বিধান করিয়া থাকি এবং যদি আমার সত্য বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আমার পাতিব্রত্য সুরক্ষিত হউক।২৪

উত্তরায়ণে এই যে পুণ্য দিন ও দিব্য রাত্রি আসিতেছে, উহার অধিষ্ঠাত্রী রাত্রিদেবীকে আমি নমস্কার করিতেছি, আমার মনোরথ সফল হউক।২৫

এই কথা বলিয়া শচীদেবী মন ও ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত রাখিয়া রাত্রিদেবীর উপাসনা করিলেন। পতিব্রতা ও সত্যপরায়ণা বলিয়া তিনি উপপ্রুতিনাম্নী রাত্রিদেবীর আবাহন করিলেন।২৬

তখন শচীদেবী উপপ্রুতিদেবীকে বলিলেন,—দেবি! যে স্থানে দেবরাজ বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থান আমাকে দর্শন করান। সত্যের দ্বারাই সত্যের দর্শন হয়।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে উপপ্রুতিদেবীর নিকট শচীদেবীর প্রার্থনাবিষয়ক ত্রযোদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩

চতুর্দশোঽধ্যাযঃ।

[উপপ্রুতিদেব্যাঃ সাহায্যেন ইন্দ্রাণ্যা ইন্দ্রস্য দর্শনলাভঃ।]

শল্য উবাচ।
অথৈনাং রূপিণীং সাধ্বীমুপাতিষ্ঠদুপপ্রুতিঃ।
তাং বযোরূপসম্পন্নাং দৃষ্ট্বা দেবীমুপস্থিতাম্ ॥১
ইন্দ্রাণী সম্প্রহৃষ্টাত্মা সম্পূজ্যেদমথাব্রবীৎ।
ইচ্ছামি ত্বামহং জ্ঞাতুং কা ত্বং ব্রূহি বরাননে ॥২

উপপ্রুতিরুবাচ।
উপপ্রুতিরহং দেবি ত্বত্তাত্তিকমুপাগতা।
দর্শনং চৈব সম্প্রাপ্তা তব সত্যেন ভাবিনি ॥৩

চতুর্দশ অধ্যায়।

[উপপ্রুতিদেবীর সহায়তায় ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রের দর্শন লাভ।]

শল্য বলিলেন,—তারপর উপপ্রুতিদেবী মূর্তিমতী হইয়া সাধ্বী শচীদেবীর নিকট আগমন করিলেন। নবযৌবনোচিত বয়সান্বিতা ও রূপবতী উপপ্রুতি দেবীর উপস্থিতি দেখিয়া ইন্দ্রাণীর মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। তিনি রাত্রিদেবীর পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সুমুখি! আমি আপনাকে জানিতে চাই, আপনি কে, তাহা বলুন।১-২

উপপ্রুতিদেবী বলিলেন,—দেবি! আমি উপপ্রুতি, আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। সদ্ভাবযুক্তি! আমি তোমার সত্যের প্রভাবে প্রভাবিতা হইয়া তোমাকে দর্শনদান করিলাম।৩

পতিব্রতা চ যুক্তা চ দমেন নিয়মেন চ।
দর্শয়িষ্যামি তে শক্রং দেবং বৃত্রনিষূদনম্ ॥৪
ক্ষিপ্রমেহি তবং তে দ্রক্ষ্যসে সুরসত্তমম্।
ততস্তাং প্রহিতাং দেবীমিন্দ্রাণী সা সমন্বগাৎ ॥৫
দেবারণ্যান্যতিক্রম্য পর্বতাংশ্চ বহূংস্ততঃ।
হিমবন্তমতিক্রম্য উত্তরং পার্শ্বমাগমৎ ॥৬
সমুদ্রঞ্চ সমাসাদ্য বহুযোজনবিস্তৃতম্।
আসসাদ মহাশৈলং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥৭
তত্রাপশ্যৎ সরো দিব্যং নানাশকুনিসেবিতম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং তাবদেবায়তং শুভম্ ॥৮
তত্র দিব্যানি পদ্মানি পঞ্চবর্ণানি ভারত।
ষট্‌পদৈরুপগীতানি প্রফুল্লানি সহস্রশঃ ॥৯
সরসস্তস্য মধ্যে তু পদ্মিনী মহতী শুভা।
গৌরেণোন্নতনালেন পদ্মেন মহতা বৃতা ॥১০
পদ্মস্য ভিত্ত্বা নালঞ্চ বিবেশ সহিতা তয়া।
বিসতন্তুপ্রবিষ্টঞ্চ তত্রাপশ্যদ্ভবন্তুম্ ॥১১
তং দৃষ্ট্বা চ সুসূক্ষ্মেণ রূপেণাবস্থিতং প্রভুম্।
সূক্ষ্মরূপধরা দেবী বভূবোপশ্রুতিশ্চ সা ॥১২
ইন্দ্রং তুষ্টাব চৈন্দ্রাণী বিশ্রুতৈঃ পূর্বকর্মভিঃ।
তুষ্টমানস্ততো দেবঃ শচীমাহ পুরন্দরঃ ॥১৩
কিমর্থমসি সম্প্রাপ্তা বিজ্ঞাতঞ্চ কথং রহঃ।
ততঃ সা কথয়ামাস মহুষ্যত্বং বিচেষ্টিতম্ ॥১৪

তুমি পতিব্রতা ও সংযম এবং নিয়মে সংযুক্তা, অতএব আমি তোমাকে বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্রের দর্শন করাইব।৪

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি শীঘ্র আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন কর। তুমি দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া উপশ্রুতিদেবী চলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইন্দ্রাণীও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।৫

দেবতাগণের বহুবিধ বন, বহু পর্ব্বত এবং হিমালয়কে লঙ্ঘন করিয়া উপশ্রুতিদেবী তাহার পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর অনেক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের নিকট যাইয়া তিনি বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী ও লতাসমূহে সুশোভিত এক মহাশৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৬-৭

সেখানে এক দিব্য সরোবর দেখা যাইল। সেই সরোবরে অনেক প্রকার জলচর পক্ষী বাস করে। এই শুভ সরোবর শতযোজন লম্বা ও তৎতুল্যই আয়ত (চওড়া)।৮

ভরতবংশের যুধিষ্ঠির! উহার মধ্যে পঞ্চ প্রকার বর্ণবিশিষ্ট সহস্র সহস্র পদ্ম বিকশিত ছিল এবং সেই পদ্মসমূহে ভ্রমরগণ গুন গুন করিয়া রব করিতেছিল।৯

ঐ সরোবরের মধ্যভাগে একটী অত্যন্ত সুন্দর পদ্মিনী (পুষ্করিণী) ছিল এবং তাহাতে একটি উচ্চনাল যুক্ত গৌরবর্ণ বিশাল পদ্ম শোভা পাইতেছিল।১০

উপশ্রুতিদেবী ঐ কমলনাল ভেদ করত ইন্দ্রাণীর সহিত সেই কমলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে এক তন্তুর মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন।১১

অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ভগবান্ ইন্দ্রকে সেখানে দেখিয়া দেবী উপশ্রুতি ও ইন্দ্রাণীও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিলেন।১২

ইন্দ্রাণী পূর্ব্বকৃত বিখ্যাত কর্ম্মসমূহ গান করিয়া ইন্দ্রের স্তব করিলেন। নিজের স্তুতি শুনিয়া ইন্দ্র শচীদেবীকে বলিলেন।১৩

দেবি! তুমি কি কারণে এখানে আসিয়াছ

ইন্দ্রত্বং ত্রিষু লোকেষু প্রাপ্য বীর্য্যসমন্বিতঃ।
দর্পাবিষ্টশ্চ দুষ্টাত্মা মামুবাচ শচীপতো ॥১৫
উপতিষ্ঠেতি স ক্রূরঃ কালঞ্চ কৃতবান্ ময়।
যদি ন ত্রাসসি বিভো করিষ্যতি ন মাং বশে ॥১৬
এতেন চাহং সম্প্রাপ্তা ক্রতুং শক্র তবান্তিকম্।
অহি যৌত্রং মহাবাহো নহুষং পাপনিশ্চয়ম্ ॥১৭

প্রকাশয়াত্মনাত্মানং দৈত্যদানবসূদন।
তেজঃ সমাপ্নুহি বিভো দেবরাজ্যং প্রশাধি চ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি ইন্দ্রাণীস্তবে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

এবং কিরূপে আমার সংবাদ অবগত হইলে? তখন ইন্দ্রাণী নহুষের দুশ্চেষ্টার কথা উহার নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন।১৪

শতক্রতো। তিন লোকের ইন্দ্রপদ লাভ করত বলবান্ নহুষ গর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই দুষ্টাত্মা আমাকে পর্য্যন্ত বলিয়াছে যে, তুমি আমার সেবায় উপস্থিত হও। সেই ক্রূর নহুষ কিছুদিন পর্য্যন্ত আমাকে সময় দিয়াছে। প্রভো। তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তাহা হইলে সেই নহুষ আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে।১৫-১৬

মহাবাহো। এই কারণেই আমি অতি সত্বর তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী দুরাত্মা নহুষকে তুমি বধ কর।১৭

দৈত্য-দানবনাশন প্রভো। তুমি এখন নিজেকে নিজে প্রকাশিত কর এবং তেজস্বী হইয়া দেবরাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ কর।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে ইন্দ্রাণী কর্তৃক ইন্দ্রের স্তববিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রাজ্ঞয়া ইন্দ্রাণ্যা অনুরোধেন নহুষকর্তৃকং বাহনরূপেণ ঋষীণাং স্থাপনম্, বৃহস্পত্যগ্নিসংবাদশ্চ।]

শল্য উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ শচ্যা তাং পুনরব্রবীৎ।
বিক্রমস্য ন কালোঽয়ং নহুষো বলবত্তরঃ ॥১
বিবর্দ্ধিতশ্চ ঋষিভির্হব্যকব্যৈশ্চ ভাবিনি।
নীতিমত্র বিধাস্যামি দেবি তাং কর্তুমর্হসি ॥২

তত্তং চৈতৎ ত্বয়া কার্য্যং নাখ্যাতব্যং ততঃ কচিৎ।
গত্বা নহুষমেকান্তে ব্রবীহি চ সুমধ্যমে ॥৩

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[ইন্দ্রের আজ্ঞায় ইন্দ্রাণীর অনুরোধে নহুষ কর্তৃক ঋষিগণকে বাহনরূপে স্থাপন এবং বৃহস্পতি ও অগ্নির আলাপ।]

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির। শচীদেবী এই কথা বলিলে ভগবান্ ইন্দ্র পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি। এখন পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নয়; কারণ, নহুষ বর্ত্তমানে অতিশয় বলবান্।১

সুভাষিতে। ঋষিরা হব্য ও কব্য দ্বারা উহার শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমি এখান হইতে নীতি অনুসারে কর্ম

ঋষিযানেন দিব্যেন মামুপৈহি জগৎপতে।
এবং ত্বয় বশে প্রীতা ভবিষ্যামীতি তং বদ ॥৪
ইত্যুক্তা দেবরাজস্য পত্নী সা কমলেক্ষণা।
এবমস্ত্বিত্যথোক্তা তু জগাম নহুষং প্রতি ॥৫
নহুষস্তাং ততো দৃষ্ট্বা সস্মিতো বাক্যমব্রবীৎ।
স্বাগতং তে বরারোহে কিং করোমি শুচিস্মিতে ॥৬

ভজন্তং মাং ভজস্বেতি কল্যাণি কিমিচ্ছসি মনস্বিনি।
তব কল্যাণি যৎ কার্য্যং তৎ করিষ্যে সুমধ্যমে ॥৭
ন চ ব্রীড়া ত্বয়া কার্য্যা সুজ্রোণি ময়ি বিশ্বসেঃ।
সত্যেন বৈ শপে দেবি করিষ্যে বচনং তব ॥৮

ইন্দ্রাণ্যুবাচ।
যো মে কৃতস্ত্বয়া কালস্তামাকাঙ্ক্ষে জগৎপতে।
তত্তত্ত্বমেব ভর্তা মে ভবিষ্যসি সুরাধিপ ॥৯
কার্য্যঞ্চ যদি মে যৎ তদ্ দেবরাজাববারয়।
বক্ষ্যামি যদি মে রাজন্ প্রিয়মেতৎ করিষ্যসি ॥১০
বাক্যং প্রণয়সংযুক্তং ততঃ স্থাং বশগা তব।
ইন্দ্রস্য বাহিনো বাহা হস্তিনোঽশ্ব রথাস্তথা ॥১১
ইচ্ছাম্যহমথাপূর্বং বাহনং তে সুরাধিপ।
যন্ন বিষ্ণোর্ন রুদ্রস্য নাসুরাণাং ন রক্ষসাম্ ॥১২
বহন্তু ত্বাং মহাভাগা ঋষয়ঃ সপ্ততা বিভো।
সর্বে শিবিকয়া রাজন্নেতস্মি মম রোচতে ॥১৩

করিয়া যাইব। তুমি সেই নীতি পালন কর।২

ভদ্রে। অত্যন্ত গুপ্তভাবে তোমাকে এই কার্য্য করিতে হইবে। কাহারও নিকট কোথাও এই কথা বলিবে না। সুমধ্যমে। তুমি একান্তে (নির্জনে) নহুষের নিকট যাইয়া বল—জগৎপতে। আপনি দিব্য ঋষিযানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট আসিবেন। এইরূপ করিলে আমি প্রীত হইয়া আপনার বশীভূত হইয়া যাইব।৩-৪

দেবরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার কমলনয়না পত্নী শচীদেবী 'এবমস্তু'—এইরূপই হউক বলিয়া নহুষের নিকট গমন করিলেন।৫

নহুষ তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত এই কথা বলিলেন,—বরারোহে। তোমার আগমন শুভে হইয়াছে তো? শুচিস্মিতে। বল—এখন কি করিব?৬

কল্যাণি। আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে স্বীকার কর। মনস্বিনি। তুমি কি ইচ্ছা কর? সুমধ্যমে। তোমার যে কোন কার্য্য আমি সম্পাদন করিব।৭

সুনিতম্বে। তুমি আমাকে লজ্জা করিও না এবং তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। দেবি। আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার সকল কথাই পালন করিব।৮

ইন্দ্রাণী বলিলেন,—জগৎপতে। আপনার সহিত আমার যে সর্ত পূর্বে হইয়াছিল, আমি তাহা পূর্ণ করিতে চাই। হে সুরেশ্বর! তাহাতে আপনিই আমার পতি হইবেন।৯

দেবরাজ! আমার হৃদয়ে এক কার্য্যের অভিলাষ রহিয়াছে, উহা আমি বলিতেছি—শ্রবণ করুন। রাজন্! যদি আপনি আমার সেই প্রিয় কার্য্য পূর্ণ করেন এবং আমার প্রেমপূর্ণ বাক্য মান্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনার অধীন হইয়া যাইব।

সুরেশ্বর! প্রথম যিনি ইন্দ্র ছিলেন, উঁহার বাহন হাতী, ঘোড়া ও রথ প্রভৃতি বহু ছিল, কিন্তু আপনার বাহন তাহা হইতে পৃথক্—অপূর্ব হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা। ঐ বাহন এইরূপ হউক, যাহা ভগবান্ বিষ্ণু, রুদ্র এবং অসুর ও রাক্ষসগণেরও ছিল না।১০-১২

নানুষেষু ন দেবেষু তুল্যো ভবিতুমর্হসি
সর্বেষাং তেজ আদত্তে যেন যেনৈষ দর্শনাৎ ॥
ন তে প্রমুখতঃ স্থাতুং কশ্চিদ্ভবতি বীর্য্যবান্।১৪

শল্য উবাচ।

এবমুক্তস্তু নহুষঃ প্রাহৃষ্যত ভৃশং তদা।
উবাচ বচনং চাপি সুরেন্দ্রস্যানিন্দিতাম্ ॥১৫

নহুষ উবাচ।

অপূর্বং বাহনমিদং ত্বয়োক্তং বরবর্ণিনী।
দৃষ্টং মে কুত্র বা কেন বা শ্রুতং বরাননে ॥১৬
ন হ্যল্পবীর্য্যো ভবতি যো মামেবংপ্রভাষতে।
অহং তপস্বী বলবান্ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ॥১৭
যদি ক্রুদ্ধে জগৎ সর্বং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
দেবগন্ধর্বগন্ধর্বাঃ কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ ॥১৮
ন মে ক্রুদ্ধস্য পর্য্যাপ্তাঃ সর্বে লোকাঃ শুচিস্মিতে।
চক্ষুষা যং প্রপশ্যামি তস্য তেজো হরাম্যহম্ ॥১৯
তস্মাৎ তে বচনং দেবি করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
সপ্তর্ষয়ো মাং বক্ষ্যন্তি সর্বে ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥
পশ্য মাহাত্ম্যযোগং মে শুচিকে বরবর্ণিনী ॥২০

শল্য উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু তাং দেবীং বিসৃজ্য চ বরাননাম্।
বিমানে যোজয়িত্বা চ ঋষীন্ নিয়তমানসান্ ॥২১
অব্রহ্মণ্যো বলোপেতো মত্তো মদবলেন চ।
কামবৃত্তঃ স দুষ্টাত্মা বাহয়ামাস তানৃষীন্ ॥২২

প্রভো। মহাভাগ সপ্তর্ষিগণ একত্র হইয়া শিবিকা দ্বারা আপনাকে বহন করুন। রাজন্। ইহাই আমার অত্যন্ত অভিপ্রেত।১৩

আপনি আপনার দৃষ্টিদ্বারা ও পরাক্রমে সকলেরই তেজ হরণ করিয়া থাকেন। দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে কেহই আপনার তুল্য হইবার যোগ্য নহে। ত্রিভুবনে এমন কোন শক্তিশালী পুরুষ নাই, যিনি আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতে সক্ষম হইবেন।১৪

শল্য বলিলেন,—ইন্দ্রাণী এই কথা বলিলে পর দেবরাজ নহুষ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দিতা দেবী শচীকে এইরূপ বলিলেন।১৫

নহুষ বলিলেন,—উত্তমবর্ণশোভিতে। তুমি তো আজ অপূর্ব্ব বাহনের কথা বলিলে। দেবি। আমারও এইরূপ যান অত্যন্ত প্রিয় মনে হইতেছে। সুমুখি। আমি তোমার বশীভূত হইলাম।১৬

যিনি ঋষিগণকেও বাহন করিতে পারেন, সেই পুরুষ অল্প শক্তিমান্ হইতে পারে না। আমি তপস্বী, বলবান্ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালের প্রভু।১৭

আমি রুষিত হইলে এই জগৎ থাকিতে পারে না, আমাতেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে। শুচিস্মিতে। আমি যদি ক্রুদ্ধ হই, তবে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং সমস্ত লোকসমূহ আমার সম্মুখে থাকিতে পারে না। আমি নিজ দৃষ্টি দ্বারা যাহাকে দেখিব, তাহারই তেজ হরণ করিয়া লইব।১৮-১৯

দেবি। সেইহেতু আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই। সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ আমার শিবিকা বহন করিবে। উত্তমবর্ণ-সুশোভিতে। আমার মাহাত্ম্য ও সমৃদ্ধি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর।২০

শল্য বলিলেন,—রাজন্। সুমুখী শচীদেবীকে এই কথা বলিয়া নহুষ তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং যমনিয়মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে বিমানে সংযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণদ্রোহী মহেন্দ্র বলদৃপ্ত হইয়া বলোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

নহুষেণ বিসৃষ্টা চ বৃহস্পতিমথাব্রবীৎ।
সময়োঽল্পাবশেষো মে নহুষেণেহ যঃ কৃতঃ ॥২৩
শক্রং মৃগয় শীঘ্রং ত্বং ভক্তায়াঃ কুরু মে দয়াম্।
বাঢ়মিত্যেব ভগবান্ বৃহস্পতিরুবাচ তাম্ ॥২৪
ন ভেতব্যং ত্বয়া দেবী নহুষাদ্ দুষ্টচেতসঃ।
ন হ্যেষ স্থাস্যতি চিরং পশু এষ নরাধমঃ ॥২৫
অবমর্দ্যো মহর্ষীণাং বাহনাচ্চ ততঃ শুভে।
ইষ্টিং চাহং করিষ্যামি বিনাশায়াস্য দুর্মতেঃ ॥২৬
শক্রং চান্বেষয়িষ্যামি মা ভৈস্ত্বং ভদ্রমস্তু তে।
ততঃ প্রজ্বাল্য বিধিবজ্জুহাব পরমং হবিঃ ॥২৭
বৃহস্পতির্মহাতেজা দেবরাজোপলব্ধয়ে।
জুহ্বামিং দোষদ্রষ্টা রাজন্ শক্রমন্বিষ্যতামিতি ॥২৮
তস্মাচ্চ ভগবান্ দেবঃ স্বয়মেব হুতাশনঃ।
স্ত্রীবেশমদ্ভুতং কৃত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৯

স দিশঃ প্রদিশশ্চৈব পর্বতানি বনানি চ।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ বিচিন্ত্যাথ মনোগতিঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ বৃহস্পতিমুপাগমৎ ॥৩০

অগ্নিরুবাচ।
বৃহস্পতে ন পশ্যামি দেবরাজমিহ ক্বচিৎ।
আপঃ শেষাঃ সদা চাপঃ প্রবেষ্টুং
নোৎসহাম্যহম্ ॥৩১

মদ ও বলে গর্বিত হইয়া দুরাত্মা স্বেচ্ছাচারী নহুষ সেই মহর্ষিগণকে নিজের বাহনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।২১-২২

এদিকে নহুষের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণী বৃহস্পতির সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—নহুষ আমাকে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা অল্পই অবশিষ্ট আছে।২৩

আপনি অতি সত্বর ইন্দ্রের অন্বেষণ করুন। আমি আপনার ভক্ত, আপনি আমার উপর কৃপা করুন। তখন ভগবান্ বৃহস্পতি 'আচ্ছা, তাহাই হউক' বলিয়া সেই শচীদেবীকে এই কথা বলিলেন।২৪

দেবি! তুমি দুষ্টচিত্ত নহুষকে ভয় করিও না। এই পুরুষ আর বহুকাল এস্থানে থাকিতে পারিবে না। এই নরাধম ধর্ম্ম হইতে অভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই জান।২৫

শুভে! এই পাপী ধর্ম্ম জানে না, মহর্ষিগণকে নিজের বাহন করায় ফলে সে শীঘ্রই অধঃপতিত হইবে। এই দুর্মতির বিনাশের জন্য আমি একটি যজ্ঞ করিব এবং সেই সঙ্গে ইন্দ্রের অন্বেষণ করিব। তুমি ভয় করিও না। তোমার কল্যাণ হউক।২৬

তারপর মহাতেজস্বী বৃহস্পতি দেবরাজের প্রাপ্তির জন্য বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে উত্তম হবিঃ আহুতি দিতে লাগিলেন। রাজন্! অগ্নিতে আহুতি দিয়া তিনি অগ্নিদেবকে বলিলেন—আপনি ইন্দ্রের অন্বেষণ করুন।২৭

সেই হোমকুণ্ড হইতে সাক্ষাৎ ভগবান্ অগ্নিদেব প্রকটিত হইয়া অদ্ভুত স্ত্রীবেশ ধারণ করত সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।২৯

মনের ন্যায় দ্রুতগামী অগ্নিদেব দিক্ ও বিদিক্-(কোণ) সমূহ, সকল পর্ব্বত, বন, ভূতল এবং আকাশেও ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়া নিমেষের মধ্যেই বৃহস্পতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন।৩০

অগ্নি বলিলেন,—বৃহস্পতে! আমি দেবরাজকে তো এই ভুবনমধ্যে কোথাও দেখিতেছি না। অন্বেষণ করিতে কেবল জলই শেষ আছে, আমি সেখানে অন্বেষণ করি নাই; কারণ, জলমধ্যে

ন মে তত্র গতির্ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ করবাণি তে।
তমব্রবীদ্ দেবগুরুরপো বিশ মহাদ্যুতে ॥৩২

অগ্নিরুবাচ।
নাপঃ প্রবেষ্টুং শক্ষ্যামি ভয়ো মেঽত্র ভবিষ্যতি।
শরণং ত্বা প্রপদ্যেঽহমস্তি স্বস্তি তেঽস্তু মহাদ্যুতে ॥৩৩

অন্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি বৃহস্পত্যগ্নিসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

প্রবেশ করিতে আমার উৎসাহ নাই।৩১

হে ব্রহ্মন্। জলে আমার গতি নাই। ইহা ব্যতীত আমি আপনার অন্য কোন কার্য্য করিব? তখন দেবগুরু বলিলেন,—হে মহাতেজস্বিন্। আপনি জলমধ্যেও প্রবেশ করুন।৩২

অগ্নি বলিলেন,—আমি জলমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহি; কারণ, উহাতে আমার বিনাশ হইবে। মহাতেজস্বী বৃহস্পতে। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তোমার কল্যাণ হউক (তুমি আমাকে জলে প্রবেশ করিতে বলিও না)।৩৩

জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহের উৎপত্তি হয়। ইহাদের তেজ সর্ব্বপ্রসারী হইলেও নিজ নিজ উৎপত্তির কারণের মধ্যে ইহারা শান্ত হইয়া যায়।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে বৃহস্পতি-অগ্নি-সংবাদবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

[বৃহস্পতিনা অগ্নেরিন্দ্রস্য চ স্তুতিঃ, বৃহস্পতিনাগ্নিনা তথা লোকপালৈঃ সহ ইন্দ্রস্যালাপশ্চ।]

বৃহস্পতিরুবাচ।
ত্বন্মুখে সর্বদেবানাং মুখং ত্বমসি হব্যবাট্।
ত্বমন্তঃ সর্বভূতানাং গুহ্যশ্চরসি সাক্ষিবৎ ॥১
ত্বামাহুরেকং কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ।
ত্বয়া ত্যক্তং জগচ্চেদং সদ্যো নশ্যেদ্ধুতাশন ॥২
কৃত্বা ত্বুভ্যং নমো বিপ্রাঃ স্বকর্মবিজিতাং গতিম্।
গচ্ছন্তি সহ পত্নীভিঃ হুতৈরপি চ শাশ্বতীম্ ॥৩

ষোড়শ অধ্যায়।

[বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অগ্নি ও ইন্দ্রের স্তবন এবং বৃহস্পতি, অগ্নি ও লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রের আলাপ।]

বৃহস্পতি বলিলেন,—অগ্নিদেব। আপনি সকল দেবতার মুখস্বরূপ এবং তাঁহাদের সকলের জন্য হবিঃ বহন করিয়া থাকেন। আপনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে সাক্ষীর ন্যায় গুহ্যভাবে বিরাজ করিয়া থাকেন।১

পণ্ডিতগণ আপনাকে একস্বরূপ বলেন, আবার তাঁহারাই আপনাকে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ ভেদে তিন প্রকারও বলিয়া থাকেন। হে হুতাশন। আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে এই

অগ্নেবাগ্রে হব্যবাহস্যেব পরমং হবিঃ।
যজন্তি সত্রৈস্ত্বামেব যজ্ঞেষ্ঠ পরমাধ্বরে ॥৪
সৃষ্ট্বা লোকাংস্ত্রীনিমান্ হব্যবাহ
প্রাপ্তে কালে পচসি পুনঃ সমিদ্ধঃ।
ত্বং সর্বস্য ভুবনস্য প্রসূতি-
স্ত্বমেবাগ্রে ভবসি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ॥৫
ত্বামগ্নে জলদানাহুর্বিদ্যুতস্ত্বঞ্চ মনীষিণঃ।
বহন্তি সর্বভূতানি ত্বতো নিষ্ক্রম্য হেতয়ঃ ॥৬
ত্বয্যাপো নিহিতাঃ সর্বাস্ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু পাবক ॥৭
স্বযোনিং ভজতে সর্বো বিসর্গাপোঽবিশঙ্কিতঃ।
অহং ত্বাং বর্ধয়িষ্যামি ব্রাহ্মৈর্মন্ত্রৈঃ সনাতনৈঃ ॥৮
এবং স্তুতো হব্যবাট্ স ভগবান্ কবিরুত্তমঃ।
বৃহস্পতিমথোবাচ প্রীতিমান্ বাক্যমুত্তমম্ ॥
বর্ধয়িষ্যামি তে শক্রং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৯

শল্য উবাচ।

প্রবিশ্যাপস্ততো বহ্নিঃ সসমুদ্রাঃ সপদ্মলাঃ।
আসসাদ সরস্তচ্চ গূঢ়ো যত্র শতক্রতুঃ ॥১০
অথ তত্রাপি পদ্মানি বিচিন্বন্ ভরতর্ষভ।
অপশ্যৎ স তু দেবেন্দ্রং বিষমধ্যগতং স্থিতম্ ॥১১
আগম্য চ ততস্তূর্ণং তমাচষ্ট বৃহস্পতেঃ।
অণুমাত্রেণ বপুষা পদ্মতন্তুশ্রিতং প্রভুম্ ॥১২

জগৎ তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।২

ব্রাহ্মণগণ আপনার পূজা ও স্তব করিয়া পত্নী ও পুত্রের সহিত নিজ কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত চিরস্থায়ী স্বর্গীয় সুখ লাভ করেন।৩

হে অগ্নিদেব! আপনি হবির্বহনকারী দেবতা এবং আপনিই উৎকৃষ্ট হবিঃ। যাজ্ঞিক বিদ্বান্ পুরুষগণ মহাযজ্ঞে অবান্তর যজ্ঞ ও মন্ত্র দ্বারা আপনারই আরাধনা করিয়া থাকেন।৪

হব্যবাহন! আপনিই সৃষ্টির সময় এই তিন লোক উৎপন্ন করিয়া প্রলয়কাল আসিলে পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে সংহার করেন। অগ্নে! আপনিই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তিস্থান এবং আপনি প্রলয়কালে পুনরায় সকলের আধার হন।৫

অগ্নে! মনীষিগণ আপনাকে মেঘ ও বিদ্যুৎ বলেন। আপনার মধ্য হইতেই আলোকসমূহ নির্গত হইয়া সকল প্রাণীকে রক্ষা করে।৬

পাবক! আপনাতেই সমুদায় জল সঞ্চিত আছে। আপনাতেই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ত্রিলোকে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আপনি জানেন না।৭

সমস্ত পদার্থই নিজ নিজ কারণে প্রবিষ্ট হয়। অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে জলমধ্যে প্রবেশ করুন। আমি সনাতন বেদমন্ত্র দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করিব।৮

এইরূপে কথিত হইয়া হবিঃবহনকারী, জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগ্নিদেব প্রসন্ন চিত্তে বৃহস্পতিকে এই উত্তম কথা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে ইন্দ্রের দর্শন করাইব। আমি এবথা আপনাকে সত্য বলিতেছি।৯

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর অগ্নিদেব ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত সকল জলাশয় অন্বেষণ করত ক্রমশঃ সেই সরোবরে উপস্থিত হইলেন, যেখানে শতক্রতু ইন্দ্র গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানেও কমলসমূহের মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্নিদেব এক কমলের নালের মধ্যে অবস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন।১১

গত্বা দেবর্ষিগন্ধর্বৈঃ সহিতোঽথ বৃহস্পতিঃ।
পুরাণৈঃ কর্মভির্দেবং তুষ্টাব বলসূদনম্ ॥১৩

মহাসুরো হতঃ শক্র নমুচির্দারুণস্ত্বয়া।
সত্ত্বঞ্চ বলঞ্চৈব তথোভৌ ঘোরবিক্রমৌ ॥১৪

শতক্রতো বিবর্ধস্ব সর্বান্ শক্রন্ নিবর্হয়।
উত্তিষ্ঠ শক্র সম্পশ্য দেবর্ষীংশ্চ সমাগতান্ ॥১৫

মহেন্দ্র দানবান্ হত্বা লোকাস্ত্রাতাস্ত্বয়া বিভো।
অপাং ফেনং সমাসাদ্য বিষ্ণুতেজোঽভিবৃংহিতম্।
ত্বয়া বৃত্রো হতঃ পূর্বং দেবরাজ জগৎপতে ॥১৬

ত্বং সর্বভূতেষু শরণ্য ঈড্য-
স্ত্বয়া সমং বিদ্যতে নেহ ভূতম্।

ত্বয়া ধার্য্যন্তে সর্বভূতানি শক্র
ত্বং দেবানাং মহিমানং চকর্থ ॥১৭

পাহি সর্বাংশ্চ লোকাংশ্চ মহেন্দ্র বলমাপ্নুহি।
এবং সংস্তূয়মানশ্চ সোঽবর্ধত শনৈঃ শনৈঃ ॥১৮

স্বং চৈব বপুরাধায় বভূব স বলান্বিতঃ।
অব্রবীচ্চ গুরুং দেবো বৃহস্পতিমবস্থিতম্ ॥১৯

কিং কার্য্যমবশিষ্টং বো হতত্বাষ্ট্রো মহাসুরঃ।
বৃত্রশ্চ সুমহাকায়ো যো বৈ লোকাননাশয়ৎ ॥২০

বৃহস্পতিরুবাচ।
মানুষো নহুষো রাজা দেবর্ষিগণতেজসা।
দেবরাজ্যমনুপ্রাপ্তঃ সর্বান্ নো বাধতে ভৃশম্ ॥২১

সেখান হইতে দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া অগ্নিদেব বৃহস্পতিকে বলিলেন, ভগবান্ ইন্দ্র সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া এক পদ্মনাল আশ্রয় পূর্বক অবস্থান করিতেছেন।১২

তখন বৃহস্পতি দেবর্ষি ও গন্ধর্বগণের সহিত সেখানে আসিয়া বলসূদন ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম-সমূহ বর্ণনা পূর্বক তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৩

ইন্দ্র। আপনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর নমুচি-নামক মহাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। সত্ত্ব ও বল—এই দুই ভয়ঙ্কর পরাক্রম দানব ছিল, আপনি এই দুই জনকেও বধ করিয়াছেন।১৪

শতক্রতো। আপনি নিজস্বরূপে বর্ধিত হউন এবং সমস্ত শত্রুগণকে সংহার করুন। হে ইন্দ্র। আপনি উত্থিত হউন এবং সমাগত দেবর্ষিগণকে দর্শন করুন।১৫

প্রভো মহেন্দ্র। আপনি বহু দানবকে বিনাশ করিয়া লোকসমূহকে বহুবার রক্ষা করিয়াছেন। জলফেনের আশ্রয়ে বিষ্ণুতেজে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া আপনি পূর্বকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।১৬

সমস্ত ভূতগণমধ্যে আপনি স্তবনীয় ও সকলের শরণদাতা। আপনার সদৃশ কোন প্রাণী এই জগতে দেখা যায় না। শক্র। আপনি সকল ভূতজাতকে ধারণ করিয়া আছেন এবং আপনিই সকল দেবতার মহিমা বর্ধন করিয়া থাকেন।১৭

মহেন্দ্র। আপনি বললাভ করুন, সম্পূর্ণ লোকসমূহকে রক্ষা করুন। এইরূপে স্তুত হইয়া ইন্দ্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন।১৮

তিনি নিজ পূর্ব শরীরলাভ করিয়া বলান্বিত হইলেন। তারপর ইন্দ্র সেখানে অবস্থিত গুরু বৃহস্পতিকে বলিলেন।১৯

প্রভো। এখন আপনাদের কি কার্য্য অবশিষ্ট আছে? যে সম্পূর্ণ লোকসমূহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বিশালকায় ত্বষ্টা তো নিহত হইয়াছে।২০

জগদীশ্বর দেবরাজ। ভগবান্ বিষ্ণুর তেজে অত্যন্ত শক্তিশালী সমুদ্র-ফেনা লইয়া আপনি পূর্বকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।১৬

সমস্ত ভূতগণমধ্যে আপনি স্তবনীয় ও সকলের শরণদাতা। আপনার সদৃশ কোন প্রাণী এই জগতে দেখা যায় না। শক্র। আপনি সকল ভূতজাতকে ধারণ করিয়া আছেন এবং আপনিই সকল দেবতার মহিমা বর্ধন করিয়া থাকেন।১৭

মহেন্দ্র। আপনি বললাভ করুন, সম্পূর্ণ লোকসমূহকে রক্ষা করুন। এইরূপে স্তুত হইয়া ইন্দ্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন।১৮

তিনি নিজ পূর্ব শরীরলাভ করিয়া বলান্বিত হইলেন। তারপর ইন্দ্র সেখানে অবস্থিত গুরু বৃহস্পতিকে বলিলেন।১৯

প্রভো। এখন আপনাদের কি কার্য্য অবশিষ্ট আছে? যে সম্পূর্ণ লোকসমূহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বিশালকায় ত্বষ্টা তো নিহত হইয়াছে।২০

ইন্দ্র উবাচ।

কথঞ্চ নহুষো রাজ্যং দেবানাং প্রাপ দুর্লভম্।
তপসা কেন বা যুক্তঃ কিংবীর্য্যো বা বৃহস্পতে ॥২২
(তৎ সর্বং কথয়স্বাং মে যথেন্দ্রত্বমুপেয়িবান্।)

বৃহস্পতিরুবাচ।

দেবা ভীতাঃ শক্রমকাময়ন্ত
ত্বয়া ত্যক্তং মহেন্দ্রস্য পদং তৎ।
তদা দেবাঃ পিতরোঽথর্বয়শ্চ
গন্ধর্বমুখ্যাশ্চ সমেত্য সর্বে ॥২৩
গত্বাব্রুবন্ নহুষং তত্র শক্র
ত্বং নো রাজা ভব ভুবনস্য গোপ্তা।
তানব্রবীন্নহুষো নাস্মি শক্র
আপ্যায়ধ্বং তপসা তেজসা মাম্ ॥২৪
এবমুক্তৈর্ঋষিভিশ্চাপি দেবৈ
রাজাভবন্নহুষো ঘোরবীর্য্যঃ।
ত্রৈলোক্যে চ প্রাপ্য রাজ্যং মহর্ষীন্
কৃত্বা বাহান্ যাতি লোকান্ দুরাত্মা ॥২৫
তেজোহরং দৃষ্টিবিষং সুঘোরং
যা ত্বং পশ্যের্নহুষং বৈ কদাচিৎ।
দেবাশ্চ সর্বে নহুষং ভয়ার্তা
ন পশ্যন্তে গুরুত্বাচ্চরন্তঃ ॥২৬

শল্য উবাচ।

এবং ব্রুবত্যঙ্গিরসাং বরিষ্ঠে
বৃহস্পতৌ লোকপালঃ সুরেন্দ্রঃ।
বৈবস্বতশ্চৈব যমঃ পুরাণো
দেবশ্চ সোমো বরুণশ্চাজগাম ॥২৭

বৃহস্পতি বলিলেন,—ইন্দ্র! মনুষ্যলোকের রাজা নহুষ দেবর্ষিগণের প্রভাবে দেবরাজ্য লাভ করিয়াছে। সে আমাদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে।২১

ইন্দ্র বলিলেন,—বৃহস্পতে! নহুষ দেবতাগণের দুর্লভ রাজ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইল? সে কোন তপস্যার সংযুক্ত এবং তাহার পরাক্রমই বা কিরূপ? (সে কিভাবে ইন্দ্রপদ লাভ করিল, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন।)২২

বৃহস্পতি বলিলেন,—শক্র! আপনি যখন সেই সর্বোৎকৃষ্ট ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন দেবতারা ভীত হইয়া দ্বিতীয় কোন ইন্দ্রকে কামনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সকল দেবতা, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মুখ্য গন্ধর্বগণ সকলে একত্রে মিলিত হইয়া রাজা নহুষের নিকট গমন করিলেন। শক্র! সেখানে তাঁহারা নহুষকে এইরূপ বলিলেন যে, 'আপনি আমাদের রাজা হউন এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকে রক্ষা করুন।' এই কথা শুনিয়া নহুষ তাঁহাদিগকে বলিল—আমি ইন্দ্র হইতে সমর্থ নহি, অতএব আপনারা আপনাদের নিজ তপস্যা ও তেজ দ্বারা আমাকে আপ্যায়িত (পুষ্ট) করুন।২৩-২৪

সে এই কথা বলিলে তাঁহারা নহুষকে তপ ও তেজদ্বারা বর্দ্ধিত করিলেন। তারপর ভয়ঙ্কর-পরাক্রমী রাজা নহুষ স্বর্গের রাজা হইল। এইরূপে ত্রিলোকের রাজ্য পাইয়া সেই দুরাত্মা নহুষ মহর্ষিগণকে নিজ বাহন করিয়া সকল ভুবন মধ্যে বিচরণ করিতেছে।২৫

সে দেখিবামাত্র সকলের তেজ হরণ করে। তাহার দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর বিষ আছে। সে অত্যন্ত ভয়ানক স্বভাবের হইয়া পড়িয়াছে। তুমি নহুষের দিকে কখনও তাকাইবে না। সকল দেবতাও

তে বৈ সমাগম্য মহেন্দ্রমুচু-
র্দিষ্ট্যা ত্বাষ্ট্রো নিহতশ্চৈব বৃত্রঃ।
দিষ্ট্যা চ ত্বাং কুশলিনমক্ষতঞ্চ
পশ্যামো বৈ নিহতারিঞ্চ শক্র ॥২৮

স তান্ যথাবচ্চ হি লোকপালান্
সম্পেত্য বৈ প্রীতমনা মহেন্দ্রঃ
উবাচ চৈনান্ প্রতিভাষ্য শক্রঃ
সকোশবিদ্ধমনুবস্তান্তরেণ ॥২৯

রাজা দেবানাং নহুষো ঘোররূপ-
স্তস্মাৎ ত্রাসং দীয়তাং যে তবদ্ভিঃ।
তে চাব্রুবন্ নহুষো ঘোররূপো।
দৃষ্টী বিষন্তস্য বিভীম উগ্র ॥৩০

যং চেদ্ রাজানং নহুষং পরাজয়ে-
স্ততো বয়ং ভাগমর্হাম শক্র।
ইন্দ্রোঽব্রবীদ্ ভবতু তথাপাংপতি-
র্যমঃ কুবেরশ্চ যথাভিষেকম্ ॥৩১

সম্প্রাপ্য বজ্রঞ্চ সহৈব দৈবতৈ
রিপুং জঘান ত্বং নহুষং ঘোরদৃষ্টিম্।
ততঃ শক্রং কুশলোঽপ্যাহ ভাগং
প্রযচ্ছ মহ্যং তব সাহ্যং করিষ্যে ॥
তমাহ শক্রো ভাগতায়ে তবাপি
চেন্দ্রাগ্ন্যোর্বৈ ভাগ একো মহাক্রতৌ ॥৩২

শল্য উবাচ।

এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
কুবেরং সর্বযক্ষাণাং ধনানাঞ্চ প্রভুং তথা ॥৩৩

অভিভূত পীড়িত হইয়া শুশ্রূষাভাবে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা নহুষের দিকে কখনও দৃষ্টি দেন না।২৬

শল্য বলিলেন,—অঙ্গিরার পুত্রগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন লোকপাল কুবের, সূর্য্যপুত্র যম, পুরাতন দেবতা চন্দ্রমা এবং বরুণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২৭

তাঁহারা সকলে দেবরাজের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন,—শক্র। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, আপনি ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। আমরা শত্রুবধের শেষে আপনাকে কুশলের সহিত অক্ষত অবস্থায় যে দেখিতেছি, ইহাও অভিশয় আনন্দের কথা।২৮

সেই লোকপালগণের সহিত যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া মহেন্দ্র পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর তিনি তাঁহাদের সকলকে সম্বোধিত করিয়া রাজা নহুষের মনে বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন করিতে প্রেরণা দিয়া বলিলেন।২৯

দেবতাগণের রাজা এই নহুষ দিনে দিনে বড় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। তাহাকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উত্তর দিলেন,—দেবেশ্বর। নহুষ ঘোররূপধারী এবং তাহার নয়নদ্বয়েও বিষ আছে। সেইজন্য আমরা তাহাকে সর্বদা ভয় করি।৩০

হে শক্র। আপনি যদি আমাদের সহায়তায় রাজা নহুষকে পরাজিত করিতে পারেন, তবে আমরাও পুনরায় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার অধিকারী হইব। ইন্দ্র বলিলেন,—বরুণদেব। আপনি জলের অধিপতি এবং ধর্মরাজ যম ও কুবের যথাকর্তৃক নিজ নিজ পদে অভিষিক্ত হউন। দেবতাগণের সহিত আমরা সকলে আমাদের শত্রু ভয়ঙ্করদৃষ্টি নহুষকে পরাজিত করিব। তখন

বৈবস্বতং পিতৃপতিং বরুণং চাপ্যপাং তথা।
আধিপত্যং ধনৌ শক্রঃ সঞ্চিন্ত্য বরয়ত্তথা ॥৩৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
ইন্দ্রবরুণাদিসংবাদে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

অগ্নি ইন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো! আমাকেও আপনি ভাগ প্রদান করুন, আমিও আপনার সহায়তা করিব। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—হে অগ্নিদেব। মহাযজ্ঞসমূহে ইন্দ্র ও অগ্নির এক সম্মিলিত ভাগ হইবে, যাহাতে আপনার অধিকার থাকিবে।৩১-৩২

শল্য বলিলেন,—এইরূপে বিচার পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র কুবেরকে সমস্ত যক্ষের এবং ধনের অধিপতি করিয়া দিলেন।৩৩

এইরূপে বরদাতৃক ইন্দ্র সর্ব্বদিক্ চিন্তা করিয়া সূর্য্যপুত্র যমকে পিতৃগণের এবং বরুণকে জলের আধিপত্য প্রদান করিলেন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্ব্বে ইন্দ্র ও বরুণের সংবাদবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[অগস্ত্যেনেন্দ্রায় নহুষপতনবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্।]

শল্য উবাচ।

অথ সঞ্চিন্তয়ানস্য দেবরাজস্য ধীমতঃ।
নহুষস্য বধোপায়ং লোকপালৈঃ সদেবতৈঃ ॥১

তপস্বী তত্র ভগবানগস্ত্যঃ প্রত্যদৃশ্যত।
সোঽভ্যবাদয়্য দেবেন্দ্রং দিষ্ট্যা বৈ বর্ধতে ভবান্ ॥২

বিশ্বরূপবিনাশেন বৃত্রাসুরবধেন চ।
দিষ্ট্যাদ্য নহুষো ভ্রষ্টো দেবরাজ্যাৎ পুরন্দর।
দিষ্ট্যা হতারিং পশ্যামি ভগস্তং বলসূদন ॥৩

ইন্দ্র উবাচ।

স্বাগতং তে মহর্ষেঽস্তু প্রীতোঽহং দর্শনাৎ তব।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গাং অর্ঘ্যঞ্চ প্রতীচ্ছ মে ॥৪

সপ্তদশ অধ্যায়।

[অগস্ত্য কর্ত্তৃক ইন্দ্রের নিকট নহুষের পতন-বৃত্তান্ত বর্ণন।]

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির। যে সময়ে বুদ্ধিমান্ দেবরাজ ইন্দ্র দেবতা ও লোকপালগণের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া নহুষের বধের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় সেখানে তপস্বী ভগবান্ অগস্ত্যকে দেখা যাইল। তিনি দেবেন্দ্রকে পূজাপূর্ব্বক বলিলেন,—সৌভাগ্যের কথা যে, আপনি বিশ্বরূপের বিনাশ ও বৃত্রাসুরের বধ-সাধন করিয়া নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছেন। বলাসুরমাশন পুরন্দর। আজ ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা যে, নহুষ দেবতাগণের রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। সৌভাগ্যবলে আজ আমি আপনাকে শত্রুহীন দেখিতে পাইতেছি।১-৩

ইন্দ্র বলিলেন,—মহর্ষে। আপনার সুখে

শল্য উবাচ।

পূজিতং চোপবিষ্টং তমাসনে মুনিসত্তমম্।
পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশঃ প্রহৃষ্টো ব্রাহ্মণর্ষভম্ ॥৫

ইন্দ্র উবাচ।

এতদিচ্ছামি ভগবন্ কথ্যমানং দ্বিজোত্তম।
পরিভ্রষ্টঃ কথং স্বর্গান্নহুষঃ পাপনিশ্চয়ঃ ॥৬

অগস্ত্য উবাচ।

শৃণু শক্র প্রিয়ং বাক্যং যথা রাজা দুরাত্মবান্।
স্বর্গাদ্ ভ্রষ্টো দুরাচারো নহুষো বলদর্পিতঃ ॥৭
ভ্রষ্টাংশ্চ বহুশস্তত্র নহুষং পাপকারিণম্।
দেবর্ষয়ো মহাভাগাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥৮
পপ্রচ্ছুর্নহুষং দেব সংশয়ং জয়তাং বর।
য ইমে ব্রহ্মণা প্রোক্তা মন্ত্রা বৈ প্রোক্ষণে গবাম্ ॥৯
এতে প্রমাণং ভবত উতাহো নেতি বাসব।
নহুষো নেতি তানাহ তদা মুক্তেন তেজসা ॥১০

ঋষয় ঊচুঃ।

অধর্মে সম্প্রবৃত্তস্ত্বং ধর্মং ন প্রতিপদ্যসে।
প্রমাণমেতদস্মাকং পূর্বং প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥১১

অগস্ত্য উবাচ।

ততো বিবদমানঃ স মুনিভিঃ সহ বাসব।
অথ মামস্পৃশদ্ মূর্ধ্নি পাদেনাধর্মপীড়িতঃ ॥১২
তেনাভূদ্ধততেজাশ্চ নিঃশ্রীকশ্চ মহীপতিঃ।
ততস্তং তদসাধ্বিত্যবোচং ভৃশপীড়িতম্ ॥১৩

আগমন হইয়াছে তো? আপনার দর্শনে আমি আজ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। আপনার সেবার জন্য এই পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং গো প্রদান করিলাম। আপনি আমার প্রদত্ত এই সব বস্তু গ্রহণ করুন।৪

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য পূজা গ্রহণ করত আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! হে দ্বিজোত্তম! আপনাকে যে কথা বলিতে শুনিলাম, পাপবুদ্ধি নহুষ কিভাবে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইল।৫-৬

অগস্ত্য বলিলেন,—হে ইন্দ্র! বলগর্বিত, দুরাচারী ও দুরাত্মা রাজা নহুষ যেভাবে স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করুন।৭

মহাভাগ দেবর্ষিগণ ও বিমলচিত্ত ব্রহ্মর্ষিগণ পাপাচারী নহুষের ভার বহন করিতে করিতে পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন।৮

বিজয়ী বীরগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্র! সেই সময় এই মহর্ষিগণ নহুষকে এক সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবেন্দ্র! গোসকলের প্রোক্ষণ-বিষয়ক যে মন্ত্রসমূহ বেদে উক্ত হইয়াছে, ইহাকে আপনি প্রামাণিক বলিয়া মান্য করেন কি না? নহুষের বুদ্ধি তখোময় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকায় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি মহর্ষিগণকে উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন,—আমি বেদমন্ত্রসমূহকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করি না।৯-১০

ঋষিগণ বলিলেন,—তুমি অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এইজন্য ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পার নাই। পূর্বকালে মহর্ষিগণ এই সব মন্ত্রসমূহকে আমাদের জন্য প্রমাণ-স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।১১

অগস্ত্য বলিলেন,—ইন্দ্র! তারপর নহুষ ঋষিগণের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল এবং অধর্মে পীড়িত হইয়া সেই পাপী আমার মস্তকে পদাঘাত করিল।১২

ইহাতে তাহার তেজ নষ্ট হইয়া যাইল। সেই রাজা তখন শ্রীহীন হইয়া পড়িল। তারপর

যস্মাৎ পূর্বৈঃ কৃতং রাজন্ ব্রহ্মর্ষিভিরনুষ্ঠিতম্।
অদুষ্টং দুষয়সি যে যজ্ঞ মূর্ধ্নস্পৃশঃ পদা ॥১৪
যচ্চাপি ব্রহ্মযূন্ মূঢ় ব্রহ্মকল্পান্ দুরাসদান্ ॥১৫
বাহান্ কৃত্বা বাহয়সি তেন স্বর্গাদ্ভ্রষ্টপ্রভঃ।
অধঃ পাপ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষীণপুণ্যো মহীতলে ॥১৬
দশবর্ষসহস্রাণি সর্পরূপধরো মহান্।
বিচরিষ্যসি পূর্ণেষু পুনঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥১৭
এবং ভ্রষ্টো দুরাত্মা স দেবরাজ্যাদরিন্দম।
দিষ্ট্যা বর্ষসহে শক্র হতো ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১৮
ত্রিবিষ্টপং প্রপদ্যস্ব পাহি লোকান্ শচীপতে।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতামিত্রঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥১৯

শল্য উবাচ।

ততো দেবা ভৃশং তুষ্টা মহর্ষিগণসংবৃতাঃ।
পিতরশ্চৈব যক্ষাশ্চ ভুজগা রাক্ষসাস্তথা ॥২০
গন্ধর্বা দেবকন্যাশ্চ সর্বে চাপ্সরসাং গণাঃ।
সরাংসি সরিতঃ শৈলাঃ সাগরাশ্চ বিশাম্পতে ॥২১
উপাগম্যাব্রুবন্ সর্বে দিষ্ট্যা বর্ধসি শক্রহন্।
হতশ্চ নহুষঃ পাপো দিষ্ট্যাগস্ত্যেন ধীমতা।
দিষ্ট্যা পাপসমাচারঃ কৃতঃ সর্পো মহীতলে ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি ইন্দ্রাগস্ত্য-সংবাদে নহুষভ্রংশে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

তমোগুণে সমাবৃত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত সেই নহুষকে আমি বলিলাম।১৩

রাজন্! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মর্ষিগণ যাঁহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,—যাঁহাকে তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ বলিয়া মান্য করিয়াছেন, সেই নির্দ্দোষ বেদমতকে তুমি যে দোষযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ ও তাহাকে যে অপ্রামাণিক বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা ছাড়া, তুমি যে আমার মস্তকে পদাঘাত করিলে; মূঢ়! তুমি যে ব্রহ্মার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী ঋষিগণকে বাহন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা তোমার শিবিকা বহন করাইতেছ, ইহাতে তুমি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছ। তোমার পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পাপচিত্ত! সেইহেতু তুমি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হও।১৪-১৬

সেখানে তুমি দশহাজার বৎসর মহাসর্পের রূপ ধারণ করত বিচরণ করিবে এবং দশহাজার বৎসর পূর্ণ হইলে তুমি পুনরায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।১৭

শত্রুদমন ইন্দ্র! এইরূপে দুরাত্মা নহুষ দেবরাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের কণ্টকস্বরূপ সেই নহুষ এইভাবে তখন নিহত হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে, অতঃপর আমরা অভ্যুদয় লাভ করিতেছি।১৮

শচীপতে! তুমি এখন জিতেন্দ্রিয় ও জিতশত্রু। তুমি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া স্বর্গলোকে গমন কর এবং ত্রিলোক রক্ষা কর।১৯

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, দেবকন্যা ও অপ্সরাগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। নদী ও সরোবরসমূহ এবং পর্ব্বত ও সমুদ্রসকলও অতীব সন্তুষ্ট হইল।২০-২১

ইহারা সকলে ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—শত্রুনাশন! ভাগ্যবলে আপনার অভ্যুদয় হইতেছে। আমাদের সৌভাগ্যের ফলে পরম জ্ঞানী অগস্ত্য পাপী নহুষকে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং সেই পাপাচারীকে যে ভূতলে সর্পে পরিণত করিয়াছেন; ইহাও আমাদের নিকট সৌভাগ্যের কথা।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্ব্বে ইন্দ্র-অগস্ত্যসংবাদবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গং গত্বা পুরন্দরস্য স্বরাজ্যপালনম্, শল্যেন যুধিষ্ঠিরায়াশ্বাস-প্রদানম্,
তৎসমীপাৎ শল্যস্য দুর্য্যোধনসমীপে গমনঞ্চ।]

শল্য উবাচ।

ততঃ শক্রঃ স্তূয়মানো গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
ঐরাবতং সমারুহ্য বিপেন্দ্রং লক্ষণৈর্যুতম্ ॥১
পাবকঃ সুমহাতেজা মহর্ষিশ্চ বৃহস্পতিঃ।
যমশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ ধনেশ্বরঃ ॥২
সর্বৈর্দেবৈঃ পরিবৃতঃ শক্রো বৃত্রনিষূদনঃ।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ যাতস্ত্রিভুবনং প্রভুঃ ॥৩
স সমেত্য মহেন্দ্রাণ্যা দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
মুদা পরময়া যুক্তঃ পালয়ামাস দেবরাট্ ॥৪
ততঃ স ভগবাংস্তত্র অঙ্গিরাঃ সমদৃশ্যত।
অথর্ববেদবিদ্বৈশ্চ দেবেন্দ্রং সমপূজয়ৎ ॥৫

ততস্তু ভগবানিন্দ্রঃ সংস্তুতঃ সমপদ্যত।
বরঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ অথর্বাঙ্গিরসে তদা ॥৬
অথর্বাঙ্গিরসৌ নাম বেদেঽস্মিন্ বৈ ভবিষ্যতি।
উদাহরণমেতদ্ধি যজ্ঞভাগশ্চ লপ্স্যসে ॥৭
এবং সম্পূজ্য ভগবানথর্বাঙ্গিরসং তদা।
ব্যসর্জয়ন্মহারাজ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥৮
সম্পূজ্য সর্বাংস্ত্রিদশানৃষীংশ্চাপি তপোধনান্।
ইন্দ্রঃ প্রমুদিতো রাজন্ ধর্মেণাপালয়ৎ প্রজাঃ ॥৯

এবং দুঃখমনুপ্রাপ্তমিন্দ্রেণ সহ ভার্য্যয়া।
অজ্ঞাতবাসশ্চ কৃতঃ শক্রণাং বধকাঙ্ক্ষয়া ॥১০

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিজ রাজ্য পালন, শল্য কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান এবং তাঁহার নিকট হইতে দুর্য্যোধনের সমীপে শল্যের গমন।]

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তারপর বৃত্রাসুরনাশী ভগবান্ ইন্দ্র গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শুনিতে শুনিতে উত্তম লক্ষণযুক্ত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী অগ্নিদেব, মহর্ষি বৃহস্পতি, যম, বরুণ, ধনাধ্যক্ষ কুবের, সমস্ত দেবগণ এবং অপ্সরা ও গন্ধর্বগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।১-৩

শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দেবরাজ ইন্দ্র মহারাণী শচীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত-চিত্তে স্বর্গরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।৪

তারপর সেখানে ভগবান্ অঙ্গিরাকে দেখা যাইল। তিনি অথর্ববেদোক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবেন্দ্রের পূজা করিলেন।৫

ইহাতে ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তখন অথর্ববেদবিৎ অঙ্গিরাকে এই বর দান করিলেন।৬

ব্রহ্মন্! আপনি এই অথর্ববেদে অথর্বাঙ্গিরস-নামে বিখ্যাত হইবেন এবং যজ্ঞভাগও আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এই বিষয়ে আমার এই বচনই উদাহরণ (প্রমাণ)-স্বরূপ হইবে।৭

মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই ভাবে দেবরাজ ভগবান্ ইন্দ্র সেই সময় অথর্বাঙ্গিরসের পূজা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।৮

রাজন্! তারপর সকল দেবতা ও তপোধন ঋষিগণকে পূজা করত দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ধর্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।৯

ত্বয়া মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো যৎ ক্লিষ্টোঽসি মহাবনে।
দ্রৌপদ্যা সহ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥১১

এবং ত্বমপি রাজেন্দ্র রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ভারত।
বৃত্রং হত্বা যথা প্রাপ্তঃ শক্রঃ কৌরবনন্দন ॥১২

দুরাচারশ্চ নহুষো ব্রহ্মর্ষিষ্ পাপচেতনঃ।
অগস্ত্যশাপাভিহতো বিনষ্টঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৩

এবং তব দুরাত্মানঃ শত্রবঃ শত্রুসূদন।
ক্ষিপ্রং নাশং গমিষ্যন্তি কর্ণ-দুর্য্যোধনাদয়ঃ ॥১৪

ততঃ সাগরপর্য্যন্তাং ভোক্ষ্যসে মেদিনীমিমাম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীর দ্রৌপদ্যা চ সহানঘা ॥১৫

উপাখ্যানমিদং শক্রবিজয়ং বেদসম্মিতম্।
রাজা ব্যূঢ়েষনীকেষু শ্রোতব্যং জয়মিচ্ছতা ॥১৬

তস্মাৎ সংশ্রাবয়ামি ত্বাং বিজয় জয়তাং বর।
সংস্তূয়মানা ঋষিভির্মহাত্মানো যুধিষ্ঠির ॥১৭

ক্ষত্রিয়াণামভাবোঽয়ং যুধিষ্ঠির মহাত্মনাম্।
দুর্য্যোধনাপরাধেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ ॥১৮

আখ্যানমিন্দ্রবিজয়ং য ইদং নিয়তঃ পঠেৎ।
ধূতপাপ্মা জিতস্বর্গঃ পবিত্রেহ চ মোদতে ॥১৯

ন চারিজং ভয়ং তস্য নাপুত্রো বা ভবেন্নরঃ।
নাপদং প্রাপ্নুয়াদ্ কাঞ্চিদ্ দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দতি ॥
সর্বত্র জয়মাপ্নোতি ন কদাচিৎ পরাজয়ম্ ॥২০

যুধিষ্ঠির! এইভাবে পত্নী শচীদেবীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃপুনঃ দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শত্রুগণের বধের ইচ্ছায় অজ্ঞাতবাসও করিয়াছিলেন।১০

রাজেন্দ্র! তুমি নিজ মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ ও দ্রৌপদীর সহিত মহাবনে বাস করিয়া যে ক্লেশ সহ্য করিয়াছ, তাহার জন্য তুমি অনুতাপ করিও না।১১

ভরতবংশী কুরুকুলনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির! যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও (শত্রুগণকে বধ করিয়া) নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।১২

শত্রুদমন! দুরাচারী, ব্রাহ্মণদ্রোহী ও পাপাত্মা নহুষ যেরূপে অগস্ত্যের শাপগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপে তোমার দুরাত্মা শত্রু কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদিও শীঘ্র বিনাশের মুখে পতিত হইবে।১৩-১৪

বীর! তারপর তুমি এই ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত সমুদ্রপর্য্যন্ত সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজ্য ভোগ করিবে।১৫

শত্রুগণের সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিবে, তখন সেই শত্রুবাহিনীকে ভয় করিবার জন্য "ইন্দ্র-বিজয়" নামক বেদতুল্য পবিত্র এই উপাখ্যান অবশ্যই শ্রবণ করিবে।১৬

বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমিও তোমাকে এই "ইন্দ্রবিজয়" নামক উপাখ্যান শুনাইলাম; কারণ, যখন মহাত্মা দেবগণের স্তুতি করা হয়, তখন তাঁহারা মানবের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন।১৭

যুধিষ্ঠির! দুর্য্যোধনের অপরাধ এবং ভীমসেন ও অর্জুনের বলে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের এই বিনাশ অবশ্যই হইবে।১৮

যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র নিয়ম অবলম্বন পূর্বক এই "ইন্দ্রবিজয়" নামক উপাখ্যান পাঠ করে, সেই ব্যক্তি স্বর্গলোক জয় করিতে সমর্থ হয় এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখভাগী হয়।১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাসিতো রাজা শল্যেন ভরতর্ষভ।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ধর্ম্যাং ধর্মভৃতাং বরঃ ॥২১
শ্রুত্বা তু শল্যবচনং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুর্মদ্ররাজমিদং বচঃ ॥২২
ভবান্ কর্ণস্য সারথ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তত্র তেজোবধঃ কার্য্যঃ কর্ণস্যার্জুনসংভবঃ ॥২৩

শল্য উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা মাং সম্প্রভাষসে।
যচ্চান্যদপি শক্ষ্যামি তৎ করিষ্যাম্যহং তব ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্ত্বাদ্যস্ত্রা কৌন্তেয়াস্তল্যো মন্ত্রাধিপস্তদা।
জগাম সবলঃ শ্রীমান্ দুর্য্যোধনমরিন্দম ॥২৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
শল্যগমনে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

সেই মানুষ কখনও নিঃসন্তান হয় না, তাহার শত্রুজনিত কোন ভয় থাকে না, তাহার উপর কোন বিপদ পতিত হয় না, সে দীর্ঘায়ু হয়, সে সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেন এবং কখনও তাহার পরাজয় হয় না।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। শল্য এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে পর ধার্ম্মিকগণ-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন।২১

শল্যের কথা শুনিয়া কুন্তীপুত্র মহাবাহু যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন।২২

মামা। যখন অর্জুনের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইবে, সেই সময় আপনি কর্ণের সারথিকার্য্য করিবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। (তাই আমার এই অনুরোধ) তখন আপনি অর্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে কর্ণের তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিবেন।২৩

শল্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির। তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা অবশ্যই করিব। তোমার হিতের জন্য আমাদ্বারা আরও যাহা কিছু করা সম্ভব হইবে, তৎসমস্তই আমি তোমার জন্য করিব।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শত্রুদমন জনমেজয়! তারপর কুন্তীপুত্রগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মদ্ররাজ শ্রীমান্ শল্য নিজ সৈন্যের সহিত দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে শল্যের গমনবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য দুর্য্যোধনস্য চ সাহায্যার্থং সমবেতানাং সৈন্যানাং সংক্ষেপেণ বর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

যুযুধানস্ততো বীরঃ সাত্বতানাং মহারথঃ ।
মহতা চতুরঙ্গেণ বলেনাগাদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১

তস্য যোধা মহাবীর্য্যা নানাদেশসমাগতাঃ ।
নানাপ্রহরণা বীরাঃ শোভয়াঞ্চক্রিরে বলম্ ॥২

পরশ্বধৈর্ভিন্দিপালৈঃ শূল-তোমর-মুদ্গরৈঃ ।
পরিঘৈর্যষ্টিভিঃ পাশৈঃ করবালৈশ্চ নির্মলৈঃ ॥৩

খড়্গ-কার্ম্মুকনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
তৈলধৌতৈঃ প্রকাশদ্ভিস্তথা শোভিত বৈ বলম্ ॥৪

তস্য মেঘপ্রকাশস্য সৌবর্ণৈঃ শোভিতস্য চ ।
বভূব রূপং সৈন্যস্য মেঘস্যেব সবিদ্যুতঃ ॥৫

অক্ষৌহিণী তু সা সেনা তদা যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ।
প্রবিশ্যাম্ভোঽর্ণবে রাজন্ সাগরঃ কুনদী যথা ॥৬

তথৈবাক্ষৌহিণীঃ সপ্ত চেদীনামৃষভো বলী ।
বৃষ্টকেতূপপন্নস্তু পাণ্ডবানভিতোঽভবৎ ॥৭

মাগধশ্চ জরৎসেনো জারাসন্ধির্মহাবলঃ ।
অক্ষৌহিণ্যৈব সৈন্যস্য ধর্ম্মরাজমুপাগমৎ ॥৮

তথৈব পাণ্ড্যো রাজেন্দ্র সাগরানূপবাসিভিঃ ।
বৃতো বহুবিধৈর্যোধৈর্যুধিষ্ঠিরমুপাগমৎ ॥৯

একোনবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের সহায়তার জন্য সমাগত সৈন্যগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর সাত্বতবংশের মহারথী বীর যুযুধান (সাত্যকি) বিশাল চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য) সেনা লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।১

তাঁহার এই সৈন্যবাহিনীতে মহাশক্তিশালী বীর যোদ্ধারা ছিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা প্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সৈন্যের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন।২

পরশু, ভিন্দিপাল, শূল, তোমর, মুদ্গর, পরিঘ, যষ্টি, পাশ, নির্ম্মল অর্থাৎ ধারাল তরবারি, খড়্গ (যে তরবারির ধার দুই দিকেই থাকে, তাহাকে খড়্গ বলে।), ধনুকসমূহ ও বিবিধ বাণরাজি—এই সকল অস্ত্র তৈলের দ্বারা যৌত করায় চক চক করিতেছিল, ইহাদের দ্বারা ঐ সৈন্যদল সুশোভিত ছিল।৩-৪

সাত্যকির ঐ সৈন্যবাহিনী (হস্তীসমূহ দ্বারা ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা শোভিত থাকায়) মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছিল এবং স্বর্ণবিশিষ্ট ভূষণে ভূষিত থাকায় তাহারা এইরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন বিদ্যুতের সহিত মেঘ মিলিয়া আসিয়াছিল।৫

রাজন্ জনমেজয়! এই এক অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের বিশাল সেনাবাহিনীতে আসিয়া সেইরূপে মিলিত হইল, যেমন ছোট ক্ষুদ্র নদী সমুদ্রে মিলিয়া যায়।৬

এইভাবে বলবান্ চেদিরাজ বৃষ্টকেতু নিজ এক অক্ষৌহিণীসেনার সহিত অমিততেজস্বী পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন।৭

মগধরাজের বীর জরৎসেন ও জরাসন্ধের মহাশক্তিধর পুত্র সহদেব—ইহারা উভয়ে এক অক্ষৌহিণী সেনার সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট

তস্য সৈন্যস্তদাসীৎ তস্মিন্ বলসমাগমে।
প্রেক্ষণীয়তরং রাজন্ সুবেশং বলবৎ তদা ॥১০
দ্রুপদস্যাপ্যভূৎ সেনা নানাদেশসমাগতৈঃ।
শোভিতা পুরুষৈঃ শূরৈঃ পুত্রৈশ্চাস্য মহারথৈঃ ॥১১
তথৈব রাজা মৎস্যানাং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
পর্বতীয়ৈর্মহীপালৈঃ সহিতঃ পাণ্ডবানিয়াৎ ॥১২
ইত্যেতস্তু পাণ্ডূনাং সমাজগ্মুর্মহাত্মনাম্।
অক্ষৌহিণ্যস্তু সপ্তেতা বিবিধধ্বজসঙ্কুলাঃ ॥১৩
যুযুৎসমানাঃ কুরুভিঃ পাণ্ডবান্ সমহর্ষয়ন্।
তথৈব ধার্তরাষ্ট্রস্য হর্ষং সমভিবর্ধয়ন্ ॥১৪
তদদদতো মহীপালঃ সেনামক্ষৌহিণীং দদৌ।

তস্য চীনৈঃ কিরাতৈশ্চ কাঞ্চনৈরিব সংবৃতম্ ॥১৫
বভৌ বলমনাধৃষ্যং কর্ণিকারবনং যথা।
তথা ভূরিশ্রবাঃ শূরঃ শল্যশ্চ কুরুনন্দন ॥১৬
দুর্যোধনমুপায়াতামক্ষৌহিণ্যা পৃথক্ পৃথক্।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যো ভোজান্ধ-কুকুরৈঃ সহ ॥১৭
অক্ষৌহিণ্যৈব সেনায়া দুর্যোধনমুপাগমৎ।
তস্য তৈঃ পুরুষব্যাঘ্রৈর্বনমালাধরৈর্বলম্ ॥১৮
অশোভত যথা মত্তৈর্বনং প্রস্রোতিভির্গজৈঃ।
জয়দ্রথমুখাশ্চান্যে সিন্ধু-সৌবীরবাসিনঃ ॥১৯
আজগ্মুঃ পৃথিবীপালাঃ কম্পয়ন্ত ইবাচলান্।
তেষামক্ষৌহিণী সেনা বহুলা বিবভৌ তদা ॥২০

আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৮

রাজেন্দ্র! এইরূপে সমুদ্রতটবর্ত্তী জলপ্রায়-দেশবাসী অনেক প্রকার যোদ্ধা সৈন্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা পাণ্ডা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।৯

রাজন্! সেই সৈন্যসমাগমসময়ে যুধিষ্ঠিরের সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিত, বলবান্ ও বহু-সংখ্যক সেনা দেখিবার যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল।১০

দ্রুপদের সৈন্য তো প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল, যে সৈন্য মধ্যে নানাদেশ হইতে আগত বহু সৌর্য্যশালী পুরুষ ছিল এবং দ্রুপদের মহারথী পুত্রগণ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল।১১

এইরূপে মৎস্যদেশের রাজা সৈন্যাধিপতি বিরাট পার্ব্বত্য দেশীয় নরপতিগণের সহিত পাণ্ডবগণের পক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন।১২

মহাত্মা পাণ্ডবগণের পক্ষে এদিক্ ওদিক্ হইতে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্র হইয়াছিল। তাহারা নানাপ্রকার ধ্বজা দ্বারা শোভিত ছিল এবং

ইহারা সকলেই কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগের হর্ষ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।১৩

এই প্রকারে দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধন করিবার জন্য রাজ তদদত্ত এক অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রদান করিলেন। স্বর্ণবর্ণ চীন ও কিরাত দেশীয় যোদ্ধা-দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ তদদত্তের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে-ছিল।

কুরুনন্দন! এইভাবে শৌর্য্যবান্ ভূরিশ্রবা এবং রাজা শল্য পৃথক্ পৃথক্ এক এক অক্ষৌ-হিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মাও ভোজ, অন্ধক এবং কুকুরবংশীয় বীরগণের সহিত এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে সমবেত হইলেন।

কৃতবর্ম্মার ঐ সেনাবাহিনী পুরুষশ্রেষ্ঠ বন-মালাধারী পুরুষগণে এমন শোভা পাইতে

বিধূয়মানো বাতেন বহুরূপ ইবাম্বুদঃ।
সুবর্ম্মিণশ্চ কাম্বোজো যবনৈশ্চ শকৈস্তথা ॥২১
উপাজগাম কৌরব্যমক্ষৌহিণ্যা বিনাম্পতে।
তস্য সেনানিবাতায়ঃ পলবানামিবাবভৌ ॥২২
স চ সম্প্রাপ্য কৌরব্যং তত্রৈবান্তর্দধে তদা।
তথা মাহিষ্মতীবাসী নীলো নীলাম্বুদৈঃ সহ ॥২৩
মহীপালো মহাবীর্য্যো দক্ষিণাপথবাসিভিঃ।
আবন্ত্যৌ চ মহীপালৌ মহাবলসমাবৃতৌ ॥২৪
অক্ষৌহিণ্যা চ কৌরব্যং দুর্য্যোধনমুপাগতৌ।
কৈকয়াশ্চ নরব্যাঘ্রাঃ সোদর্য্যাঃ পঞ্চ পার্থিবাঃ ॥২৫
সংহর্ষয়ন্তঃ কৌরব্যমক্ষৌহিণ্যা সমাবৃতাঃ।
তত্তস্তত্ত্ব সর্বেষাং ভূমিপানাং মহাত্মনাম্ ॥২৬
ত্রিস্রোঽক্ষৌহিণ্যঃ সমবর্তন্ত বাহিন্যো ভরতর্ষভ।
এবমেকাদশাবৃত্তাঃ সেনা দুর্য্যোধনস্য তাঃ ॥২৭
যুযুৎসমানাঃ কৌন্তেয়ান্ নানাধ্বজসমাকুলাঃ।
ন হাস্তিনপুরে রাজন্নবকাশোঽভবৎ তদা ॥২৮
রাজ্ঞাং স্ববলমুপ্যানাং প্রাধান্যেনাপি ভারত।
ততঃ পঞ্চনদং চৈব কৃৎস্নঞ্চ কুরুজাঙ্গলম্ ॥২৯
তথা রোহিতকারণ্যং মরুভূমিঞ্চ কেবলা।
অহিচ্ছত্রং কালকূটং যজ্ঞাকূলঞ্চ সারত ॥৩০

লাগিল, তাহাতে মনে হইতেছিল—ক্রীড়াপরায়ণ মদমত্ত বহু হস্তী এক বিশাল বনে শোভা পাইতেছে।

অম্বষ্ঠ প্রভৃতি এবং সিন্ধু ও সৌবীরদেশবাসী অন্যান্য রাজারা পর্ব্বতসমূহকে যেন কাঁপাইতে কাঁপাইতে দুর্য্যোধনের পক্ষে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদের এই এক অক্ষৌহিণী বিশাল সেনা-বাহিনীকে সেই সময় বায়ুদ্বারা চালিত বিবিধ রূপবান্ মেঘের ন্যায় মনে হইতেছিল।

রাজন্! কম্বোজরাজ সুদক্ষিণও যবন এবং শকগণের সহিত এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার ঐ সৈন্যসমূহ পঙ্কজের দলের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাঁহার এতাদৃশ সৈন্যসমূহ কৌরবসেনার মধ্যে আসিয়া বিলীন হইয়া যাইল।২২

এইভাবে মাহিষ্মতীনগরী নিবাসী রাজা নীলও দাক্ষিণাত্যবাসী, অস্ত্রধারী, মহা পরাক্রমশালী ভাদবর্গের সৈন্যের সহিত দুর্য্যোধনের পক্ষে আসিয়া মিলিত হইলেন।

অবন্তীদেশের দুই রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ পৃথক্ পৃথক্ এক অক্ষৌহিণী মহাবলবতী সেনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

কেকয়দেশের পঞ্চভ্রাতা পাঁচ ভূপতি, ইহারা সকলে পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত দ্রুত সমবেত হইলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার অপর মহাত্মা ভূপতি-গণের আরও তিন অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপে দুর্য্যোধনের নিকটে সকল সৈন্যে মিলিত হইয়া একাদশ অক্ষৌহিণী হইল। ইহারা সকলে নানাপ্রকার পতাকায় সুশোভিত এবং বৃষ্ণীপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিল।

ভরতবংশী রাজন্! দুর্য্যোধনের নিজ সৈন্যমধ্যে যাঁহারা প্রধান প্রধান রাজা ছিলেন, তাঁহাদের সকলের থাকিবার স্থান হস্তিনাপুরে হইল না।১৪-২৮

বারণং বাটধানঞ্চ যামুনস্তৈব পর্বতঃ।
এষ দেশঃ সুবিস্তীর্ণঃ প্রভূতধনধান্যবান্ ॥৩১
যত্র বঃ কৌরবেয়াণাং বলেনাভীব সংবৃতঃ।
তত্র সৈন্যং তথা দুর্গং দদর্শ স পুরোহিতঃ ॥৩২

যঃ স পাঞ্চালরাজেন প্রেষিতঃ কৌরবান্ প্রতি ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সেনোদ্যোগপর্বণি
পুরোহিতসৈন্যদর্শনে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

যে ভারত। সেইজন্য পঞ্চজন প্রদেশ, সম্পূর্ণ কুরুজাঙ্গল দেশ, রোহিতক বন, সমস্ত মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাতট, বারণ, বাটধান ও যামুনপর্বত—এই সকল প্রচুর ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ সুবিস্তৃত প্রদেশ কৌরবগণের সেনাদ্বারা সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে।২৯-৩১

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ নিজ পুরোহিত যে ব্রাহ্মণকে কৌরবগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তিনি সেখানে আসিয়া এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ দেখিতে পাইলেন।৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সেনোদ্যোগপর্বে পুরোহিত কর্তৃক সৈন্যদর্শনবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯

(সঞ্জয়যানপর্ব)।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

[কৌরবসভায়াং দ্রুপদস্য পুরোহিতস্য ভাষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স চ কৌরব্যমাসাদ্য দ্রুপদস্য পুরোহিতঃ।
সৎকৃতো ধৃতরাষ্ট্রেণ ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ॥১
সর্বং কৌশল্যমুক্ত্বাগো পৃষ্ট্বা চৈবমনাময়ম্।
সর্বসেনাপ্রণেতৄণাং মধ্যে বাক্যমুবাচ হ ॥২
সর্বৈর্ভবদ্ভির্বিদিতো রাজধর্মঃ সনাতনঃ।
বাক্যোপাদানহেতোস্তু যদ্যপি বিদিতে সতি ॥৩

ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডোশ্চ দ্বয়োরেকস্য বিপ্রতৌ।
তয়োঃ সমানং দ্রবিণং পৈতৃকং নাত্র সংশয়ঃ ॥৪

ধৃতরাষ্ট্রস্য যে পুত্রাঃ প্রাপ্তাস্তৈঃ পৈতৃকং বসু।
পাণ্ডুপুত্রাঃ কথং নাম ন প্রাপ্তাঃ পৈতৃকং বসু ॥৫

(সঞ্জয়যান পর্ব।)

বিংশ অধ্যায়।

[কৌরবসভায় দ্রুপদের পুরোহিতের ভাষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রুপদের সেই পুরোহিত কৌরবপতির নিকট উপস্থিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম এবং বিদুর কর্তৃক সম্মানিত হইলেন।১

তিনি প্রথমে নিজে পক্ষের সকলের কুশলের কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির নিরাময়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করত সকল সেনাপতিগণের সম্মুখে এই কথা বলিলেন।২

আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম উত্তমরূপে জানেন। আপনাদের জানা থাকিলেও আমি এইজন্য কিছু বলিতেছি যে, আপনাদের নিকট হইতেও সেই সম্বন্ধে কিছু শুনিতে পাইব।৩

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই একই পিতার সুবিখ্যাত দুই পুত্র। পৈতৃক সম্পত্তিতে ইহাদের

এবংগতে পাণ্ডবৈরৈবিদিতং যঃ পুরা বধঃ।
ন প্রাপ্তং দৈতৃকং ত্রব্যং ধৃতরাষ্ট্রেণ সংশ্রুতম্ ॥৬

প্রাণান্তকৈরপ্যুপায়ৈঃ প্রযত্নৈরনেকশঃ।
শেষবন্তো ন শক্যা বৈ যে বধসাধনম্ ॥৭

পুনশ্চ বসিতং রাজ্যং স্ববলেন মহাত্মভিঃ।
ছলমাপদ্য তং সূত্রৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সসৌবলৈঃ ॥৮

তদপ্যনুমতং কর্ম যথাযুক্তমনেন বৈ
বাসিতাশ্চ মহারণ্যে বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ ॥৯

সভায়াং ক্লেশিতৈর্বীরৈঃ সহভার্য্যৈস্তথা ভৃশম্।
অরণ্যে বিবিধাঃ ক্লেশাঃ সম্প্রাপ্তাস্তৈঃ সুদারুণাঃ ॥১০

তথা বিরাটনগরে যোন্যন্তরগতৈরিব।
প্রাপ্তঃ সমরসংক্লেশো যথা পার্থৈর্মহাত্মভিঃ ॥১১

তে সর্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তৎ সর্বং পূর্বকিল্বিষম্।
সামৈব কুরুভিঃ সার্ধমিচ্ছন্তি কুরুপুঙ্গবাঃ ॥১২

তেষাঞ্চ বুদ্ধমাজ্ঞায় বৃত্তং দুর্যোধনস্য চ।
অনুনেতুমিহার্হন্তি ধার্তরাষ্ট্রং সুহৃজ্জনাঃ ॥১৩

ন হি তে বিগ্রহং বীরাঃ কুর্বন্তি কুরুভিঃ সহ।
অবিনাশেন লোকস্য কাঙ্ক্ষন্তে পাণ্ডবাঃ স্বকম্ ॥১৪

যদ্যপি ধার্তরাষ্ট্রস্য হেতুঃ স্যাদ্ বিগ্রহং প্রতি।
স চ হেতুর্ন বক্তব্যো বলীয়াংসস্তথা হি তে ॥১৫

উত্তরের সমান অধিকার—ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ধৃতরাষ্ট্রের এই যে পুত্রগণ, ইহারা তো সৈতৃক ধন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ কেন সৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইলেন না ?৪-৫

ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত ধনই নিজ অধিকারে রাখিয়াছে; সেইজন্য পাণ্ডবগণ সৈতৃক ধন পান নাই, এই কথা আপনারা পূর্ব্ব হইতেই জানেন।৬

তাহা ব্যতীতও দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ প্রাণান্তকর বহু উপায় দ্বারা অনেকবার পাণ্ডবদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পাণ্ডবগণের আয়ু অবশিষ্ট থাকায় তাঁহারা যমলোক প্রাপ্ত হন নাই।৭

পুনরায় মহাত্মা পাণ্ডবগণ নিজ বাহুবলে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন; কিন্তু শকুনির সহিত নীচাশয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা পাশাখেলাতে ছলের আশ্রয় লইয়া উহা হরণ করিয়াছে।৮

তৎপশ্চাৎ ধৃতরাষ্ট্রও ঐ পাশাখেলায় অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তিনি যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে পাণ্ডবেরা মহাবনমধ্যে ত্রয়োদশ বর্ষ (দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস) পর্য্যন্ত বাস করিয়াছেন।৯

পত্নীর সহিত বীর পাণ্ডবগণ কৌরব সভায় অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং বনমধ্যেও তাঁহারা নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর কষ্টলাভ করিয়াছেন।১০

কেবল ইহাই নহে, স্ত্রীর যোনিতে জন্ম লাভ করিয়া পাপীরা যেরূপ ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করে, সেইরূপ বিরাটনগরে মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে।১১

প্রথমে কৃত এই সকল অত্যাচারকে ভুলিয়া সেই কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এখনও কৌরবগণের সহিত শান্তিস্থাপনই ইচ্ছা করিতেছেন।১২

পাণ্ডবগণের আচার-ব্যবহার ও দুর্যোধনের আচার-ব্যবহার জানিয়া (উভয়পক্ষেরই হিতকারী) সুহৃদ্‌গণের এখন কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা দুর্যোধনকে প্রবোধ দিন।১৩

বীর পাণ্ডবেরা কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে না, তাঁহারা অজাতশত্রুর সাহায্যে ব্যতীতই নিজ রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা

অক্ষৌহিণ্যশ্চ সপ্তৈব ধর্মপুত্রস্য সঙ্গতাঃ।
যুযুৎসমানাঃ কুরুভিঃ প্রতীক্ষন্তেঽস্য শাসনম্ ॥১৬
অপরে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সহস্রাক্ষৌহিণীসমাঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ যমৌ চ সুমহাবলৌ ॥১৭
একাদশৈতাঃ পৃতনা একতশ্চ সমাগতাঃ।
একতশ্চ মহাবাহুর্বহুরূপী ধনঞ্জয়ঃ ॥১৮
যথা কিরীটী সর্বাভ্যঃ সেনাভ্যো ব্যতিরিচ্যতে।
এবমেব মহাবাহুর্বাসুদেবো মহাদ্যুতিঃ ॥১৯

বহুলত্বঞ্চ সেনানাং বিক্রমঞ্চ কিরীটিনঃ।
বুদ্ধিমত্ত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য বুদ্ধ্বা যুধ্যেত কো নরঃ ॥২০

তে ভবন্তো যথাধর্মং যথাসময়মেব চ।
প্রযচ্ছন্তু প্রদাতব্যং যা বঃ কালোঽত্যগাদয়ম্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
পুরোহিতযানে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

করেন ।১৪

দুর্যোধন যে কারণকে অগ্রে রাখিয়া যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেই কারণ বিষয়ে যথার্থভাবে বুঝা প্রয়োজন যে, পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ।১৫

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট সাত অক্ষৌহিণী সেনাও মিলিত হইয়াছে, যাহারা কৌরবগণের সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে ।১৬

ইহা ব্যতীত সাত্যকি, ভীমসেন ও মহাবলবান্ নকুল-সহদেব প্রভৃতি যে সকল অন্য পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর আছেন, তাঁহারা সকলে এক একজন হাজার অক্ষৌহিণী সৈন্যতুল্য জানিয়া রাখা প্রয়োজন ।১৭

এই কৌরবগণের পক্ষে উপস্থিত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যদি একদিকে দিকে থাকে, আর অপর দিকে যদি বহুরূপধারী * মহাবাহু অর্জুন থাকেন, তবে তিনি একাই এই সকল সৈন্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ।১৮

যেরূপ কিরীটধারী অর্জুন একাই এই সব সৈন্য অপেক্ষা অতিরিক্ত, সেইরূপ আবার পাণ্ডব পক্ষে মহাতেজস্বী আজানুলম্বিত বাহু ভগবান্ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণও বিদ্যমান ।১৯

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের বাহুল্য, কিরীটধারী অর্জুনের পরাক্রম এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধিমত্তা জানিয়া কোন মানুষ আবার পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় ।২০

অতএব আপনারা নিজ ধর্ম ও পূর্বে কৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের অর্দ্ধেক রাজ্য—যাহা তাঁহাদের অবশ্যই প্রাপ্য, তাহা প্রদান করুন। এমন যেন না হয় যে, আপনাদের নিকট হইতে এতাদৃশ এক সুবর্ণ সুযোগ চলিয়া যায় ।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে পুরোহিতের যাত্রাবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২০

---

* বহুরূপী শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, অর্জুন এত দ্রুতবেগের সহিত যুদ্ধ করিতেন যে, তাহাকে যুদ্ধস্থলে অনেক প্রকার বলিয়া মনে হইত। ইহা তাঁহার যুদ্ধ বর্ণনপ্রসঙ্গে দ্রোণপর্বে ৭৯ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ দ্রুপদপুরোহিতস্য বাক্যং সমর্থ্যার্জুনস্য প্রশংসা, ভীষ্মবাক্যং বিরুদ্ধ্য কর্ণস্যাক্ষেপপূর্ণবচনম্, ভীষ্মবাক্যং সমর্থ্য ধৃতরাষ্ট্রেণ দূতরূপিণং পুরোহিতং সম্মান্য গমনানুমতিদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মহাবুদ্ধো মহাত্মভিঃ।
সম্পূজ্যৈনং যথাকালং ভীষ্মো বচনমব্রবীৎ ॥১

দিষ্ট্যা কুশলিনঃ সর্বে সহ দামোদরেণ তে।
দিষ্ট্যা সহায়বন্তশ্চ দিষ্ট্যা ধর্মে চ তে রতাঃ ॥২

দিষ্ট্যা চ সন্ধিকামাস্তে ভ্রাতরঃ কুরুনন্দনাঃ।
দিষ্ট্যা ন যুদ্ধমনসঃ পাণ্ডবাঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥৩

ভবতা সত্যমুক্তং তু সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
অতিতীক্ষ্ণং তু তে বাক্যং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ ॥৪

অসংশয়ং ক্লেশিতাস্তে বনে চৈব চ পাণ্ডবাঃ।
প্রাপ্তাশ্চ ধর্মতঃ সর্বং পিতুর্ধনমসংশয়ম্ ॥৫

কিরীটী বলবান্ পার্থঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহাবলঃ।
কো হি পাণ্ডুসুতং যুদ্ধে বিষহেত ধনঞ্জয়ম্ ॥৬

অপি বজ্রধরঃ সাক্ষাৎ কিমুতান্যে ধনুর্ভৃতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং সমর্থ ইতি মে মতিঃ ॥৭

ভীষ্মে ব্রুবতি তদ্ বাক্যং ধৃষ্টমাক্ষিপ্য মন্যুনা।
দুর্যোধনং সমালোক্য কর্ণো বচনমব্রবীৎ ॥৮

একবিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্তৃক দ্রুপদের পুরোহিতের বাক্য সমর্থন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রশংসা, ভীষ্মবাক্যের বিরোধ করিয়া কর্ণের আক্ষেপপূর্ণ বচন এবং ভীষ্মবাক্যের সমর্থন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দূতরূপী পুরোহিতকে সম্মানিত করিয়া বিদায়দান]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিতে বৃদ্ধ অর্থাৎ পরিণতবুদ্ধি মহাত্মাদিগের ভীষ্ম সময়োচিত কর্ত্তব্য অনুসারে তাঁহার পূজা করিয়া এই বাক্য বলিলেন ।১

সকল পাণ্ডব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুশলে আছে, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। নিজ ভাগ্যবলেই পাণ্ডবেরা আজ বহু সহায়ক লাভ করিয়াছেন। ইহাও সৌভাগ্যের কথা যে, তাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মেই নিরত আছে ।২

কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধন সেই পাঁচ ভাই যে, মন্ত্রির ইচ্ছা করিয়াছে—ইহা পরম সৌভাগ্যের সূচক। পাণ্ডবেরা বন্ধুদের সহিত যে যুদ্ধের দিকে মন লইয়া যায় নাই, অহো। ইহাও অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় ।৩

আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা সমস্ত সত্য; ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। পরন্তু আপনার এই কথা বড় কর্কশ; অবশ্য ইহা আপনার ব্রাহ্মণস্বভাববশতই হইয়াছে, ইহাই আমার বোধ হইতেছে ।৪

পাণ্ডবগণ বনে ও এখানে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাহারা ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে—ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই ।৫

কুন্তীপুত্র কিরীটধারী মহারথ অর্জ্জুন বলবান্ ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ। এমন কোন বীর আছে, যে যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের বেগ সহ্য করিতে পারে ?৬

সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও যুদ্ধে তাহার সম্মুখীন

ন তত্রাবিদিতং ব্রহ্মন্ লোকে ভূতেন কেনচিৎ।
পুনরুক্তেন কিং তেন ভাষিতেন পুনঃ পুনঃ ॥৯

দুর্য্যোধনার্থং শকুনির্দ্যূতে নিজিতবান্ পুরা।
সময়েন গতোঽরণ্যং পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১০
স তং সময়মাস্থিত্য রাজ্যং যেচ্ছতি পৈতৃকম্।
বলমাস্থিত্য মৎস্যানাং পাঞ্চালানাঞ্চ মূর্খবৎ ॥১১
দুর্য্যোধনো ভয়াদ্ বিদ্বন্ ন দদ্যাৎ পাণ্ডবস্ততঃ।
ধর্ম্মতস্তু মহীং কৃৎস্নাং প্রদাস্যত্যজাতশত্রবেঽপি চ ॥১২
যদি কাঙ্ক্ষন্তি তে রাজ্যং পিতৃপৈতামহং পুনঃ।
যথাপ্রতিজ্ঞং কালং তং চরন্তু বনমাস্থিতাঃ ॥১৩

ততো দুর্য্যোধনস্যান্তে বর্ত্তন্তামকুতোভয়াঃ।
অথাধিকীং তু মা বুদ্ধিং মৌর্খ্যাৎ কুর্বন্তু
কেবলাৎ ॥১৪
অথ তে ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যুদ্ধমিচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ।
আদাস্যন্তে কুরুশ্রেষ্ঠান্ স্মরিষ্যন্তি বচো মম ॥১৫

ভীষ্ম উবাচ।

কিং তু রাধেয় বাচা তে কর্ম তৎ স্মর্ত্তুমর্হসি।
একস্ত এব যদা পার্থঃ ষড়্রথান্ জিতবান্ মৃধি ॥১৬
বহুশো জীয়মানস্য কর্ম দৃষ্টং তবৈব তে।
ন চেদেবং করিষ্যাথো বলং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ ॥
ধ্রুবং যদি হতাস্তেন তদকরিষ্যাম পাংসুকান্ ॥১৭

বিদ্বন্। দুর্য্যোধন কাহারও অংশ নিজ রাজ্যের অর্দ্ধেক কেন চারি ভাগের এক ভাগও দিবেন না; কিন্তু ধর্ম্মানুসারে তিনি অজাতশত্রুকেও সমগ্র পৃথিবীরাজ্য দিতে বাধ্য আছেন।১২

যদি পাণ্ডবেরা নিজ পিতা ও পিতামহ-পরম্পরা প্রাপ্ত রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে পুনরায় তত কাল বনে বাস করুন।১৩

তারপর তাঁহারা দুর্য্যোধনের আশ্রয় লইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবেন। কেবল মূর্খতা-বশতঃ তাঁহারা যেন নিজ বুদ্ধিকে অধর্ম্মপরায়ণ না করেন।

যদি পাণ্ডবগণ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধই করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই কুরুশ্রেষ্ঠ বীরগণের সহিত যুদ্ধ নিরত হইয়া আমার বাক্য স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে।১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাধানন্দন। তুমি যে এইরূপ (গর্ব্বপূর্ণ) বাক্য বলিতেছ, তাহাতে কি হইবে? তুমি অর্জ্জুনের সেই (অলৌকিক পরাক্রমপূর্ণ) কর্ম্ম স্মরণ কর, যেদিন বিরাটনগরে যুদ্ধে অর্জ্জুন একাই সমগ্র সৈন্যবাহিনী সহ ছয় মহারথীকে জয় করিয়াছিল।১৬

হইতে পারেন না, সেখানে অন্য বহুদর্শী মানুষের কথা কি আর বলিবার আছে? আমার ত' এই বিশ্বাস যে, অর্জ্জুন একাই যুদ্ধে তিন লোকের সব কিছু ছিনিয়া লইতে সমর্থ।৭

ভীষ্ম এই কথা বলিতে থাকিলে কর্ণ দুর্য্যোধনের দিকে তাকাইয়া ক্রোধে হাসিতে পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে করিতে (ভীষ্মকে অবহেলা করত নিন্দা করিতে করিতে) এই কথা বলিতে লাগিলেন।৮

ব্রহ্মন্। এভুবনে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে; কিন্তু বার বার সেই কথা বলিয়া কি লাভ হইবে?৯

পূর্ব্বেকার কথা হইল, শকুনি দুর্য্যোধনের জন্য পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় পরাজিত করিয়াছেন এবং পাশাখেলার সর্ত্ত অনুসারে যুধিষ্ঠির বন গমন করিয়াছেন।১০

যুধিষ্ঠির সেই সর্ত্ত পালন করিয়া পৈতৃক রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই কথা নহে, তিনি মূর্খের ন্যায় মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশের সেনার সাহায্যে রাজ্য লাভ করিতে চাহিতেছেন।১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রস্ততো ভীষ্মমনুমান্য প্রসাদ্য চ।
অবজ্ঞ্য চ রাধেয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৮
অসম্মিতং বাক্যমিদং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ।
পাণ্ডবানাং হিতং চৈব সর্বস্য জগতস্তথা ॥১৯
চিন্তয়িত্বা তু পার্থেভ্যঃ প্রেষয়িষ্যামি সঞ্জয়ম্।
স ত্বরাম্ প্রতি যাত্বদ্য পাণ্ডবানেব মা চিরম্ ॥২০
স তং সৎকৃত্য কৌরব্যঃ প্রেষয়ামাস পাণ্ডবান্।
সভামধ্যে সমাহূয় সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
পুরোহিতযানে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

তোমার পরাক্রম ও তো সেই সময় দেখা গিয়াছে, যখন তুমি বার বার তাহার সম্মুখীন হইয়া পরাজিত হইয়াছ। এই ব্রাহ্মণবর যাহা কিছু বলিলেন, আমরা যদি তদনুসারে কার্য্য না করি, তবে এতথা নিশ্চয়ই যে, যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক নিহত হইলে আমাদিগকে ধূলি খাইতে হইবে।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর ধৃতরাষ্ট্র কর্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া ভীষ্মের সম্মাননা-পূর্বক প্রসন্ন করিয়া এই কথা বলিলেন।১৮

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমাদের জন্য এই হিতকর বাক্য বলিলেন। ইহাতে পাণ্ডবগণ ও সমস্ত জগতেরই হিত হইবে।১৯

ব্রহ্মন্! আমি পরে এবিষয়ে কিছু পরামর্শ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে পাঠাইব। আপনি পুনরায় পাণ্ডবগণের নিকট গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না।২০

কুরুকুলবর্দ্ধন ধৃতরাষ্ট্র সেই ব্রাহ্মণের আদর সৎকার করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডবগণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তারপর সঞ্জয়কে সভামধ্যে ডাকাইয়া এই কথা বলিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে পুরোহিতের যাত্রাবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবানাং প্রভাবং প্রতিজ্ঞাঞ্চ বর্ণয়িত্বা সঞ্জয়দ্বারা পাণ্ডবসমীপে সন্দেশপ্রেরণম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রাপ্তানাহুঃ সঞ্জয় পাণ্ডুপুত্রা-
ন্নুপপ্লবে তান্ বিজানীহি গত্বা।
অজাতশত্রুঞ্চ সভাজয়েথা
দিষ্ট্যাঽঽনঘ স্থানমুপস্থিতস্ত্বম্ ॥১

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পাণ্ডবগণের প্রভাব ও প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া সঞ্জয়ের দ্বারা পাণ্ডবদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অনেকে বলিতেছেন যে, পাণ্ডবগণ উপপ্লব্য-নামক স্থানে আসিয়াছে। তুমি সেখানে যাইয়া তাঁহাদের

সর্বান্ নরেঃ সঞ্জয় শান্তমন্তঃ
কৃচ্ছ্রং বাসমরণ্যবাসান্ নিরুত্ত।
তেষাং শান্তির্বিদিতেঽস্মাসু নিত্যং
মিথ্যাপেতানামুপকারিণাং সত্তাম্ ॥২

নাহং কচিৎ সঞ্জয় পাণ্ডবানাং
মিথ্যাবৃত্তিং কাঞ্চন জাতপক্ষম্।
সর্বান্ জিহ্মান্ হ্রাদ্বয়ীর্য্যেণ সঙ্গাৎ
পর্য্যাকার্ষুঃ পাণ্ডবা মদ্বলেন ॥৩

ঘোরং তেষাং বাধ্যগজ্জং পরীক্ষন্
নিত্যং কঞ্চিদ্ যেন গর্হেয় পার্থান্।
ধর্মার্থাভ্যাং কর্ম কুর্বন্তি নিত্যং
সুখপ্রিয়ে নানুরুধ্যন্তি কামাৎ ॥৪

ধর্মং শীতং ক্ষুৎপিপাসে তথৈব
নিদ্রাং তন্দ্রীং ক্রোধহর্ষৌ প্রমাদম্।
হৃত্বা চৈব প্রজ্ঞয়া চাভিভূয়
ধর্মার্থযোগাৎ প্রযতন্তি পার্থাঃ ॥৫

ত্যজন্তি মিত্রেষু ধনানি কালে
ন সংবাসাজ্জীর্য্যন্তি তেষু মৈত্রী।
যথার্হমানার্থকরা হি পার্থা-
স্তেষাং বেত্তা নাস্ত্যজমীঢ়ত পক্ষে ॥৬

অন্যত্র পাপাদ্ বিষমাদ্দুর্বুদ্ধে-
র্দুর্য্যোধনাৎ ক্ষুদ্রতরাদ্ধ কর্ণাৎ।
(পুত্রো মহাং মৃত্যুবশং জগাম
দুর্য্যোধনঃ সঞ্জয় রাগবুদ্ধিঃ।
তাগং হর্তুং ঘটতে মন্দবুদ্ধি-
র্মহাত্মানং সঞ্জয় ভীমতেজসাম্।)
তেষাং হীনো হীনসুখপ্রিয়াণাং
মহাত্মনাং সঞ্জয়তো হি তেজঃ ॥৭

সকল সংবাদ জান। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের নিকট আনন্দের সহিত মিলিত হইয়া বলিবে যে, সৌভাগ্যের কথা; আপনারা সুরক্ষিত হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।১

সঞ্জয়। সকল পাণ্ডবকেই বলিবে যে, আমরা নিরাপদে আছি। পাণ্ডবগণ মিথ্যা হইতে দূরে থাকে, তাহারা পরোপকারী ও সৎপুরুষ। যদিও তাহারা বনবাসের কষ্ট ভোগ করিবার যোগ্য ছিল না, তথাপি তাহারা বনবাসের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে। ইহাতেও কিন্তু আমাদের উপর তাহাদের ক্রোধ অতি সত্বরই শান্ত হইয়া গিয়াছে।২

সঞ্জয়। পাণ্ডবদিগের মধ্যে অতি অল্পও মিথ্যাচার আছে, আমি কখনো ইহা দেখিতে পাইতেছি না। পাণ্ডবগণ নিজ পরাক্রমে প্রাপ্ত সমগ্র ধন আমাদেরই অধীন করিয়া দিয়াছে।৩

আমি সর্বদা চেষ্টা করিয়াও কুন্তীপুত্রগণের এইরূপ কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, যাহার ফলে তাহাদের নিন্দা করিতে পারি। তাহারা সতত ধর্ম ও (তদনুকূল) অর্থের জন্যই কর্ম করে, কামনাপরবশ হইয়া মানসিক প্রীতি ও স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয় বস্তুতে অনুরক্ত থাকে না—কামভোগে আসক্ত হইয়া ধর্মকে ত্যাগ করে না।৪

কুন্তীকুমারগণ শীত-উষ্ণ (গরম), ক্ষুধা-পিপাসা, নিদ্রা-তন্দ্রা (আলস্য), ক্রোধ-হর্ষ এবং প্রমাদকে ধৈর্য ও বিবেকপূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা জয় করিয়া ধর্ম এবং (তদনুকূল) অর্থের জন্যই সদা প্রযত্নশীল থাকে।৫

তাহারা সময়ানুসারে বন্ধুগণের সহায়তার জন্য তাহাদিগকে ধনদান করে। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়াও তাহাদের মৈত্রী ক্ষীণ হইয়া যায় নাই।

উপাদবীর্য্যঃ সুখমেধমানো
দুর্য্যোধনঃ সুকৃতং মন্যতে তৎ।
ভেত্তাং ভাগং যস্য মন্যেত বালঃ
শক্যং হর্ত্তুং জীবতাং পাণ্ডবানাম্ ॥৮

যস্যার্জুনঃ পদবীং কেশবশ্চ
বৃকোদরঃ সাত্যকির্যমজৌ চ।
মাদ্রীপুত্রৌ সৃঞ্জয়াশ্চাপি যান্ত
পুরা যুদ্ধাৎ সাধু তস্য প্রদানম্ ॥৯

স হ্যেবৈকঃ পৃথিবীং সব্যসাচী
গাণ্ডীবধন্বা প্রণুদেদ্ রথস্থঃ।
তথা জিষ্ণুঃ কেশবোঽপ্যপ্রধৃষ্যো
লোকত্রয়স্যাধিপত্যং জিগীষুঃ ॥১০

তিষ্ঠেত কস্তস্য মর্ত্ত্যঃ পুরস্তাদ্
যঃ সর্বলোকেষু বরেণ্য একঃ।
পর্জন্যঘোষান্ প্রবপন্ শরৌঘান্
পতঙ্গসঙ্ঘানিব শীঘ্রবেগান্ ॥১১

দিশঃ হ্যাচীমপি চোত্তরাং কুরূন্
গাণ্ডীবধন্বৈতরথো জিগায়
ধনং চৈষামাহরৎ সব্যসাচী
সেনামুখান্ ত্রিবিধাংশ্চৈব চক্রে ॥ ২

যশ্চৈব দেবান্ খাণ্ডবে সব্যসাচী
গাণ্ডীবধন্বা প্রজিগায় সেন্দ্রান্।
উপাহরৎ পাণ্ডবো জাতবেদসে
যশো মানং বর্ধয়ন্ পাণ্ডবানাম্ ॥১৩

কুন্তীপুত্রগণ সকল ব্যক্তিরই যথাযোগ্য সমাদর করিয়া থাকে। কিন্তু অজমীঢ়বংশজাত আমাদের মধ্যে কৌরবপক্ষে পাপী, সমবুদ্ধিহীন (বেইমান) ও দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধন এবং নীচস্বভাব কর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি তাহাদের দ্বেষকারী নহে। (সঞ্জয়। আমার পুত্র দুর্য্যোধন কালের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, উহার বুদ্ধি নাশে (বিষয়াভিলাষে) দূষিত হইয়া গিয়াছে। এই মূর্খ অত্যন্ত তেজস্বী মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও ভাগ হরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।) কেবল এই দুই জনেই সুখ ও প্রিয়জন হইতে বঞ্চিত মহাত্মা সেই পাণ্ডবগণের মনে ক্রোধ উৎপন্ন করিতেছে।৬-৭

দুর্য্যোধন প্রথমেই পরাক্রম দেখায় (কিন্তু শেষপর্য্যন্ত তাহা থাকে না); কারণ, সে সুখেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে এমনই মূর্খ যে, পাণ্ডবগণের জীবিত অবস্থাতেই তাহাদের ভাগ হরণ করাকে সহজ মনে করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, সে আবার এই কর্ম্মকেই উত্তম কর্ম মনে করিয়া থাকে।৮

অর্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল, সহদেব এবং সম্পূর্ণ সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ যাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য রাজ্যভাগ যুদ্ধারম্ভের পূর্বে প্রদান করা উত্তম কার্য্য।৯

গাণ্ডীবধনুর্দ্ধর সব্যসাচী অর্জুন রথে বসিয়া একাই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ। এইরূপ বিজয়শীল, দুর্দ্ধর্ষ ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণও তিন লোক জয় করিয়া তাহার অধিপতি হইতে পারেন। যে সমস্ত লোক-মধ্যে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া খ্যাত, যে যুদ্ধে মেঘগর্জ্জনতুল্য গম্ভীর গর্জ্জনকারী এবং যে পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় যুগপৎ একসঙ্গে অতিবেগে বাণশ্রেণী বর্ষণ করিতে সক্ষম, সেই বীরবর অর্জুনের সম্মুখে কোন্ মনুষ্য যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে?১০-১১

গাণ্ডীবধনু ধারণ করত একটিমাত্র রথে আরোহণ পূর্বক সব্যসাচী অর্জুন যে কেবল উত্তর দিক্‌ই জয় করিয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু

গদাভৃতাং নাস্তি সমোঽত্র ভীমা-
ত্তস্যাংরোহো নাস্তি সমশ্চ তস্য।
রথেঽর্জুনাদাহরহীনমেনং
বাহ্বোর্বলেনাধুতনাগযৌথ্যম্ ॥১৪

সুশিক্ষিতঃ কৃতবৈরশ্চ তস্য
তদ্বেৎ ক্ষুদ্রাংস্তরসা ধার্তরাষ্ট্রান্।
সদাত্যর্থী ন বলাৎ স শক্যো
যুদ্ধে জেতুং মানবেনাপি সাক্ষাৎ ॥১৫

মচেতসৌ বলিনৌ শীঘ্রহস্তৌ
সুশিক্ষিতৌ ভ্রাতরৌ ফাল্গুনেন।
শ্যেনৌ যথা পক্ষিপূগান্ ক্ষুরন্তৌ
মাদ্রীপুত্রৌ শেষয়েতাং ন শক্রন্ ॥১৬

এতন্ বলং পূর্ণমস্মাকমেবং
যৎ সত্যং তান্ প্রাপ্য নাস্তীতি মন্যে।
তেষাং মধ্যে বর্তমানস্তথৈষ
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবানামিবৈকঃ ॥১৭

মহামাত্যঃ সোমকানাং প্রধর্ষঃ
সত্যক্ষাত্রা পাণ্ডবার্থে প্রসূতো যে।
অস্মাংশ্চক্রং প্রসহেত কোঽন্যো
যেষাং স স্যাদগ্রণীর্ঘিক্কিলিংবঃ ॥১৮

সহোত্থিতশ্চরিতার্থো বয়স্থো
মাৎস্যেনানামধিপো বৈ বিরাটঃ।
স বৈ সপুত্রঃ পাণ্ডবার্থে চ শশ্বদ্
যুধিষ্ঠিরং ভক্ত ইতি শ্রুতং মে ॥১৯

উত্তর কুরুদেশও জয় করিয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত ধনও আহরণ করিয়া আনিয়াছিল। সে আবিদ্ধ দেশকে জয় করিয়া তাহাদিগকে নিজ সৈন্যের অনুগামী হইতে বাধ্য করিয়াছিল।১২

এই গাণ্ডীবধনুর্ধারী পাণ্ডুপুত্র সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডবদাহে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাকে জয় করিয়াছিল এবং পাণ্ডবগণের যশ ও সম্মান-বৃদ্ধিকারী অর্জুন কর্তৃক অগ্নিকে এই খাণ্ডব বন উপহাররূপে প্রদত্ত হইয়াছিল।১৩

ভূতলে গদাধারী বীরগণের মধ্যে ভীমসেনের সমান আর কেহ নাই এবং ইহার তুল্য কেহ হস্ত্যারোহীও নাই। রথে বসিয়া যুদ্ধ করিবার বিদ্যায় সে অর্জুন হইতে কোন অংশে কম নহে এবং নিজ বাহুবলে ও' সে দশহাজার হাতীর তুল্য বলশালী।১৪

অস্ত্রবিদ্যাতে সে সুশিক্ষিত, সে বেগবান্, তাহার সহিত আমার পুত্রগণ শত্রুতা করিয়াছে, সে সর্বদা অত্যন্ত অমর্ষী; হায়, এই অবস্থায় যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে ভীমসেন আমার নীচ-স্বভাব পুত্রগণকে বলপূর্বক (নিজ কোপাগ্নিতে) জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও যুদ্ধে ইহাকে পরাজিত করিতে সক্ষম নন্।১৫

যমজ নকুল ও সহদেবও সুশিক্ষিত এবং বলবান্। অস্ত্রশস্ত্রনে এই দুইজনে অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত। স্বয়ং অর্জুন এই দুই ভাইকে অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। যেরূপ শত্রুকারী দুইটি শ্যেন (বাজ) পক্ষী পক্ষিকুলকে নষ্ট করিয়া যায়, সেইরূপ শত্রুনাশকারী এই দুই ভ্রাতা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখে না।১৬

একথা সত্য যে, যদিও আমাদের সকলসেনাই সর্বপ্রকারে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছে, তথাপি তাহারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইলে তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না বলিয়া আমি মনে করি। পাণ্ডবদিগের পক্ষে দৃষ্টদ্যুম্নবাবে এক প্রসিদ্ধ বলবান্ আছে, যে সোমবংশের শ্রেষ্ঠ রাজকুমার।

অবরুদ্ধা রথিনঃ কেকয়েভ্যো
মহেষ্বাসা ভ্রাতরঃ পঞ্চ সন্তি।
কেকয়েভ্যো রাজ্যমাকাঙ্ক্ষমাণা
যুদ্ধাধিনশ্চানুবসন্তি পার্থান্ ॥২০

সর্বাংশ্চ বীরান্ পৃথিবীপতীনাং
সমাগতান্ পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টান্।
সুহৃদ্বরং ভক্তিমতঃ শৃণোমি
প্রীত্যা যুক্তান্ সংজিতান্ ধর্মরাজম্ ॥২১

গির্যাশ্রয়া দুর্গনিবাসিনশ্চ
যোধাঃ পৃথিব্যাং কুলজাতিশুদ্ধাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ নানাযুধবীর্যবন্তঃ
সমাগতাঃ পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টাঃ ॥২২

পাণ্ড্যশ্চ রাজা সমিতীঞ্জয়ো
যোধপ্রবীরৈর্বহুভিঃ সমেতঃ।
সমাগতঃ পাণ্ডবার্থে মহাত্মা
লোকপ্রবীরোঽপ্রতিবীর্যতেজাঃ ॥২৩

অস্ত্রং দ্রোণাদ্দ্রৌণির্বাসুদেবাৎ
কৃপাদ্ ভীষ্মাদ্ যেন বৃত্তং শৃণোমি।
যং ত্বং কাঙ্ক্ষিপ্রতিমমাহুরেকং
স সাত্যকিঃ পাণ্ডবার্থে নিবিষ্টঃ ॥২৪

উপাজ্জিতাশ্চেদিকরূষকাশ্চ
সর্বোদ্ভৌগৈর্ভূমিপালাঃ সমেতাঃ।
তেষাং মধ্যে সূর্যমিবাতপন্তং
শ্রিয়া বৃতং চেদিপতিং বলস্থম্ ॥২৫

আমি শুনিয়াছি যে, সে নিজ মন্ত্রিগণের সহিত পাণ্ডবদিগের জন্য সখীর পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। যে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অগ্রণী নেতা বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাহার বেগ অপর কোন ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে ॥১৭-১৮

মৎস্যদেশের রাজা বিরাটও নিজ পুত্রবর্গের সহিত পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছেন। আমি শুনিয়াছি যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ভক্ত। তাহার কারণ হইল যে, অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি যুধিষ্ঠিরের সহিত একবর্ষ বাস করিয়াছেন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক তাঁহার গোধন রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও যুদ্ধে নবযুবকের ন্যায় প্রতীয়মান হন ॥১৯

কেকয়দেশের বাহিরে অবরুদ্ধ পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ মহাধনুর্ধর এবং রথী বীর। তাহারা পাণ্ডবগণের সহায়তার কেকয়দেশের রাজাদের নিকট হইতে নিজ কেকয়রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সেইজন্য এই পঞ্চ ভ্রাতাও পাণ্ডবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥২০

আমি শুনিয়াছি যে, নৃপতিগণের মধ্যে যত বীর আছেন, তাঁহারা সকলে পাণ্ডবদিগের সহায়তার জন্য সমাগত হইয়া তাহাদের সৈন্যশিবিরে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই শৌর্যসম্পন্ন, যুধিষ্ঠিরের উপর ভক্তিমান্, প্রসন্নচিত্ত ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত ॥২১

পর্বতবাসী, দুর্গম প্রদেশনিবাসী, সমতল ভূমিতে বাসকারী যোদ্ধারা, যাহারা কুল ও জাতিতে শুদ্ধ, তাহারা এবং নানাপ্রকার ম্লেচ্ছগণও বিবিধ অস্ত্র এবং পরাক্রমসম্পন্ন হইয়া পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য আসিয়াছেন এবং পাণ্ডবশিবিরে বাস করিতেছেন ॥২২

পাণ্ড্যদেশের মহাত্মা রাজা, যিনি এজগতে সুবিখ্যাত বীর, অতুলনীয় পরাক্রম ও তেজঃসম্পন্ন এবং যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের সমান, তিনিও পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য বহু বীর যোদ্ধৃবর্গের

অস্তঙ্গনীয়ং যুধি মন্যমানো
ত্যাং কর্ষতাং শ্রেষ্ঠতমং পৃথিব্যাম্।
সর্বোৎসাহং ক্ষত্রিয়াণাং নিহত্য
প্রসহ্য কৃষ্ণস্তরসা সম্মমর্দ ॥২৬

যশোমানৌ বর্ধয়ন্ পাণ্ডবানাং
পুরাভিনিচ্ছিন্তপালং সমীক্ষ্য।
যস্য সর্বে বর্ধয়ন্তি স্ম মানং
কম্বয়রাজপ্রমুখা নরেন্দ্রাঃ ॥২৭

শুভ্রসহং কেশবং তত্র মত্বা
সুগ্রীবযুক্তেন রথেন কৃষ্ণম্।
সম্প্রাদ্রবংশ্চেদিপতিং বিহায়
সিংহং দৃষ্ট্বা ক্ষুদ্রমৃগা ইবাস্তে ॥২৮

যস্তং প্রতীপস্তরসা প্রত্যুদীয়া-
দাশংসমানো দ্বৈরথে বাসুদেবম্।
সোঽপেত কৃষ্ণেন হতঃ পরাসু-
র্বাতেনেবোন্মথিতঃ কর্ণিকারঃ ॥২৯

পরাক্রমং যে যদুবেদয়ন্ত
তেষামর্থে সঞ্জয় কেশবস্য।
অনুস্মরংস্তস্য কর্মাণি বিদ্বো-
র্গাবল্গণে নাধিগচ্ছামি শান্তিম্ ॥৩০

ন জাতু তাক্ষ্ণ্যস্তঃ সহেত
যেষাং স স্যাদগ্রণীর্ব্রিসিংহঃ।
প্রবেপতে যে হৃদয়ং তবেন
শ্রুত্বা কৃষ্ণাবেকরথে সমেতৌ ॥৩১

সহিত সমবেত হইয়াছেন।২৩

যিনি দ্রোণাচার্য্য, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য ও তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, যে একমাত্র বীরকে শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের সহিতই তুলনা করা হয়, সেই সাত্যকিও পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবশিবিরে রহিয়াছেন—ইহাও আমি শুনিয়াছি।২৪

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে চেদি ও করূষদেশের ভূপালগণ সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের মধ্যে চেদিরাজ শিশুপাল নিজ দিব্য শোভায় তাপহারী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান ছিলেন। যুদ্ধে ইহার বেগ প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল। বহুর ভয়াকর্ষণকারী বীরগণের মধ্যে এই শিশুপাল পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। এই শিশুপালকেও শ্রীকৃষ্ণ সমাগত ক্ষত্রিয়গণের সমস্ত উৎসাহ নষ্ট করিয়া অত্যন্ত বেগের সহিত হঠাৎ নিহত করিয়াছিলেন।২৫-২৬

কম্বয়রাজ প্রভৃতি নরপতিগণ যাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিতেন, সেই শিশুপালের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাণ্ডবদিগের যশ ও মান বৃদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্ব্বেই বিনষ্ট করিয়াছেন।২৭

সুগ্রীবাদি অশ্বযুক্ত রথে আরোহণকারী শ্রীকৃষ্ণকে অসহ্য মনে করিয়া একমাত্র চেদিরাজ শিশুপাল ব্যতীত অন্য সকল নৃপতিগণই সিংহকে দেখিয়া বনের ক্ষুদ্র পশুগণের পলায়নের ন্যায় পলায়ন করিয়াছিলেন।২৮

যিনি দ্বৈরথ যুদ্ধে মনে মনে বিজয়ের আশা পোষণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া প্রাণশূন্যদেহে বায়ুতাড়িত কর্ণিকার বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছেন।২৯

সঞ্জয়। পাণ্ডবদিগের জন্য কৃত শ্রীকৃষ্ণের সেই পরাক্রমের বৃত্তান্ত আমার গুপ্তচরগণ আমাকে বলিয়াছে। গবল্গণপুত্র। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেই

ন চেৎ পশ্চেৎ সঞ্জয়ং মন্দবুদ্ধি-
স্ত্যক্ত্যাং সতেজ্জর্ম তদা হতো মে।
যো চেৎ কুরূন্ সঞ্জয় নির্দহেতা-
দ্বিজাবিষ্ঠ দৈত্যসেনাং যথৈব ॥৩২

অতো হি মে শক্রসমো বলজ্ঞঃ
সনাতনো বৃষ্ণিবীরশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধর্মরাজে ত্রীনিষেবত্তরন্তী
কুন্তীপুত্রঃ পাণ্ডবোঽজাতশত্রুঃ ॥৩৩

দুর্যোধনেন বিকৃতো মনস্বী
ন চেৎ ক্রুদ্ধঃ প্রদহেদ্ ধার্তরাষ্ট্রান্।
বাহং তথা ফল্গুনাদ্ বাসুদেবাদ্
ভীমাদ্ বাহং যমযোর্বা বিভেমি ॥৩৪

যথা রাজঃ ক্রোধদীপ্তস্য সূত
মন্যোরহং ভীততরঃ সদৈব।
মহাতপা ব্রহ্মচর্য্যেণ যুক্তঃ
সঙ্কল্পোহয়ং মানসস্তস্য সিদ্ধ্যেৎ ॥৩৫

তস্য ক্রোধং সঞ্জয়াহং সমীক্ষ্য
স্থানে জানন্ কৃপমস্যস্য ভীতঃ।
স গচ্ছ শীঘ্রং প্রহিতো রথেন
পাঞ্চালরাজস্য চমূনিবেশনম্ ॥৩৬

অজাতশত্রুং কুশলং স্ম পৃচ্ছেঃ
পুনঃ পুনঃ প্রীতিযুক্তং বচোভিঃ।
জনার্দনং চাপি সমেত্য তাত
মহামাত্রং বীর্য্যবন্তামুদারম্ ॥৩৭

বীরোচিত কর্মসমূহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।৩০

যাহাদের অগ্রগামী নেতা বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বাসুদেব বিদ্যমান আছেন, সেই পাণ্ডবগণের আক্রমণ কোনরূপেই অন্য কোন শত্রু সহ্য করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনে একরথে সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় সদা কাঁপিতেছে।৩১

সঞ্জয়। যদি আমার দুর্বুদ্ধি পুত্র এই দুইজনের সহিত যুদ্ধ করিতে না যায়, তবেই সে কল্যাণভাগী হইতে পারে। অন্যথা যেরূপে ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়ে সমগ্র দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, ঐ দুই বীর সেইরূপে কৌরবগণকে নিঃশেষে বধ করিয়া ফেলিবেন।৩২

আমার ত' অর্জুনকে ইন্দ্র বলিয়া ও শ্রীকৃষ্ণকে সনাতন বিষ্ণু বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কুন্তীপুত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মাচরণকেই সুখ বলিয়া মনে করে। সে লজ্জাশীল ও বলবান্। তাহার মনে কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্রও শত্রুভাব নাই; কারণ, তাহা হইলে ত' সেই মনস্বী যুধিষ্ঠির দুর্যোধন কর্তৃক কপটতার সাহায্যে বিকৃতচিত্ত হইয়া ক্রোধ করত আমার পুত্রগণকে বহু পূর্বেই ভস্ম করিয়া ফেলিত। সঞ্জয়। আমি অর্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন ও নকুল সহদেবকেও ভয় করি না, যেরূপ ভয় করি ক্রোধোদীপ্ত যুধিষ্ঠিরের ক্রোধকে। আমি তাহার ক্রোধকে সর্ব্বদা ভয় করিয়া বাস করিতেছি; কারণ, যুধিষ্ঠির মহাতপস্বী ও ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, এইজন্য তাহার মনে যেরূপ সঙ্কল্প উঠিবে, তাহা অতি অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।৩৩-৩৫

সঞ্জয়। আমি তাহার ক্রোধবিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া ও প্রকৃতস্থলে তাহার উচিত জানিয়া আজ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। আমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া রথে আরোহণ করত তুমি শীঘ্র পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সৈন্যশিবিরে যাইয়া সেখানে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সহিত বার্তালাপ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ তাহার কুশল

অনাময়ং মদ্বচনেন পৃচ্ছে-
দ্ধৃতরাষ্ট্রঃ পাণ্ডবৈঃ শান্তিমীপ্সুঃ।
ন তত্র কিঞ্চিদ্ বচনং ন কুর্য্যাদ্
কুন্তীপুত্রো বাসুদেবস্ত সূত ॥৩৮

প্রিয়শ্চৈষামাত্মসমশ্চ কৃষ্ণো
বিধাংশ্চৈষাং কর্মণি নিত্যযুক্তঃ।
সমানীতান্ পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ
জনার্দনং যুযুধানং বিরাটম্ ॥৩৯

অনাময়ং মদ্বচনেন পৃচ্ছেঃ
সর্বাংস্তথা দ্রৌপদেয়াংশ্চ পঞ্চ।
যদ্ যৎ তত্র প্রাপ্তকালং পরেভ্য-
স্তৎ মন্যেথা ভারতানাং হিতঞ্চ।
তদ্ ভাষেথাঃ সঞ্জয় রাজমধ্যে
ন মূর্চ্ছয়েদ্ যন্ন চ মুহ্যেদ্ধুঃ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রসন্দেশে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

জিজ্ঞাসা করিবে। তাত! তুমি বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাভাগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিতও মিলিত হইয়া আমার বাক্যানুসারে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে—ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিপূর্ণ ব্যবহার কামনা করেন। সূত! কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন বাক্যই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।৩৬-৩৮

কারণ, শ্রীকৃষ্ণ এই পাণ্ডবগণের আত্মতুল্য প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বান্ এবং সদা পাণ্ডবদলের হিতকর কর্মে নিরত আছেন। সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে সেখানে একত্রে সম্মিলিত পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়বংশী ক্ষত্রিয়বর্গ, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, রাজা বিরাট ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে স্বাস্থ্য-বিষয়ে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা ব্যতীত যেরূপ অবসর পাইবে এবং যেখানে ভরতবংশীয়-গণের হিত বলিয়া বুঝিবে, সেখানে সময়োচিত বাক্য পাণ্ডবপক্ষীয় লোকদিগকে বলিবে। নৃপতি-গণের মধ্যে এইরূপ কোন বাক্য বলিবে না, যাহা তাঁহাদের ক্রোধের উদ্রেক করিবে এবং যুদ্ধের কারণ হইবে।৩৯-৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের সন্দেশবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ সহ মিলিত্বা সঞ্জয়স্য তদীয়কুশলজিজ্ঞাসা, কৌরবপক্ষীয়াণাং কুশলং পৃষ্ট্বা। সঞ্জয়ং প্রতি সাদরগর্ভঃ প্রশ্নশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্য সঞ্জয়ঃ।
উপপ্লব্যং যযৌ দ্রষ্টুং পাণ্ডবানমিতৌজসঃ ॥১

স তু রাজানমাসাদ্য কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অভিবাদ্য ততঃ পূর্বং সূতপুত্রোঽভ্যভাষত ॥২

গাবল্গণিঃ সঞ্জয়ঃ সূতসূনু-
রজাতশত্রুবচনাৎ প্রতীতঃ।
দিষ্ট্যা রাজংস্ত্বামরোগং প্রপশ্যে
সহায়বন্তঞ্চ মহেন্দ্রকল্পম্ ॥৩

অনাময়ং পৃচ্ছতি বাম্বিকেয়ো
বৃদ্ধো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী।
কচ্চিদ্ ভীমঃ কুশলী পাণ্ডবাগ্র্যো
ধনঞ্জয়ৌ চ মাদ্রবতীসুতৌ ॥৪

কচ্চিৎ কৃষ্ণা দ্রৌপদী রাজপুত্রী
সত্যব্রতা ধীরপত্নী সপুত্রা।
মনস্বিনী যত্র চ বাষ্ণেয় চ—
মিষ্টান্ কামান্ ভারত প্রতিকাঙ্ক্ষে ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গাবল্গণে সঞ্জয় স্বাগতং তে
প্রীয়ামহে তে বয়ং দর্শনেন।
অনাময়ং প্রতিজানে ত্বমাত্মং
মহাসুরৈঃ কুশলী চাস্মি বিদ্বন্ ॥৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া সঞ্জয় কর্তৃক তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক সঞ্জয়ের নিকট কৌরবপক্ষের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সাদর-গর্ভপূর্ণ প্রশ্ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া সঞ্জয় অমিততেজস্বী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য উপপ্লব্য-প্রদেশে গমন করিলেন।১

সেখানে প্রথমে কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া সূতপুত্র সঞ্জয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রথমে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন।২

গবল্গণপুত্র সূতনন্দন সঞ্জয় প্রসন্ন হইয়া অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—রাজন্! পরম সৌভাগ্যের কথা যে, আজ আমি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী আপনাকে আপনার সহায়কগণের সহিত নিরাপদে অবস্থান করিতে দেখিতে পাইতেছি।৩

বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিমান্ অম্বিকানন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভীমসেন, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এবং মাদ্রীকুমারদ্বয় নকুল-সহদেব কুশলে আছে ত'?৪

সত্যব্রতপালনকারিণী যৌবনশ্রী দ্রুপদকুমারী রাজপুত্রী মনস্বিনী কৃষ্ণা নিজ পুত্রগণের সহিত কুশলে আছেন ত'? হে ভরতবংশধর! ইহা ব্যতীত আপনি যাঁহাদের কল্যাণকামনা করেন এবং যাঁহাদের জন্য অভীষ্ট ভোগোপকরণ সংগৃহীত করেন, সেই আত্মীয় স্বজন ও ধন-বৈভব-বাহনাদির কুশল ত'?৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে গবল্গণনন্দন সঞ্জয়!

চিরাদিদং কুশলং ভারতস্য
শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ কুরুবৃদ্ধস্য সূত। ৬

অন্তে সাক্ষাদ্ ধৃতরাষ্ট্রং নরেন্দ্রং
দৃষ্ট্বৈব ত্বাং সঞ্জয় প্রীতিযোগাৎ ॥৭

পিতামহো নঃ স্থবিরো মনস্বী
মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বধর্মোপপন্নঃ।
স কৌরব্যঃ কুশলী তাত তীষ্মো
যথাপূর্বং বৃত্তিরস্যাস্ত কচ্চিৎ ॥৮

কচ্চিদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রো
বৈচিত্রবীর্য্যঃ কুশলী মহাত্মা।
মহারাজো বাহ্লিকঃ প্রাতিপেয়ঃ
কচ্চিদ্ বিদ্বান্ কুশলী সূতপুত্র ॥৯

স সোমদত্তঃ কুশলী তাত কচ্চিদ্
ভূরিশ্রবাঃ সত্যসন্ধঃ শলশ্চ।
দ্রোণঃ সপুত্রশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রো
মহেষ্বাসাঃ কচ্চিদেতেঽপ্যরোগাঃ ॥১০

সর্বে কুরুভ্যঃ স্পৃহয়ন্তি সঞ্জয়
বহুর্ধরা যে পৃথিব্যাং প্রধানাঃ।
মহাপ্রাজ্ঞাঃ সর্বশাস্ত্রাবদাতা
বহুমূর্তা যুধ্যতমাঃ পৃথিব্যাম্ ॥১১

কচ্চিন্মানং তাত লভন্ত এতে
বহুমূর্তঃ কচ্চিদেতেঽপ্যরোগাঃ।
যেষাং রাষ্ট্রে নিবসতি ধর্মনীয়ো
মহেষ্বাসঃ শীলবান্ দ্রোণপুত্রঃ ॥১২

বৈস্তাপুত্রঃ কুশলী তাত কচ্চি-
মহাপ্রাজ্ঞো রাজপুত্রো যুযুৎসুঃ।
কর্ণোঽমাত্যঃ কুশলী তাত কচ্চিৎ
সুযোধনো যস্য মন্দো বিধেয়ঃ ॥১৩

তোমার মুখে আগমন হইয়াছে ত? তোমাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। বিদ্বন্! আমি নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত কুশলে আছি এবং তোমাকে আমি আমার নিরাময়ের কথা সত্য করিয়া বলিতেছি।৬

সূত। কুরুবংশের বৃদ্ধ পুরুষ ভরতনন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই কুশল সংবাদ দীর্ঘকাল পরে পাইয়া এবং প্রীতিপূর্ণচিত্তে তোমাকে দেখিয়া আমি এইরূপই অনুভব করিতেছি যে, আমি যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতেছি।৭

তাত। মনস্বী, পরম জ্ঞানী এবং সর্ববিধ ধর্মজ্ঞান-সম্পন্ন আমাদের বৃদ্ধ পিতামহ কুরুবংশভূষণ ভীষ্মদেব কুশলে আছেন ত'? আমাদের উপর তাঁহার স্নেহ পূর্ববৎ বিদ্যমান আছে ত'?৮

সঞ্জয়। নিজ পুত্রগণের সহিত বিচিত্রবীর্য্যনন্দন মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুশলে রহিয়াছেন ত'? প্রতীপের বিদ্বান্ পুত্র মহারাজ বাহ্লীক কুশলে বিদ্যমান আছেন ত?৯

তাত। সোমদত্ত, ভূরিশ্রবাঃ, সত্যপ্রতিজ্ঞ শল, পুত্র অশ্বত্থামার সহিত দ্রোণাচার্য্য ও বিপ্রশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য—এই সব মহাধনুর্ধরগণ সুস্থ আছেন ত?১০

সঞ্জয়। পৃথিবীর এই সব মহাবহুর্ধরগণ, যাঁহারা পরম বুদ্ধিমান্, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞানে নির্মল এবং বহুধনী পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, তাঁহারা কৌরবগণের উপর স্নেহ ভাব রাখেন ত'?১১

তাত। যাঁহার রাজ্যে ধর্মনীয় পুরুষ, শীলবান্, ও মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা নিবাস করেন, সেই কৌরবগণের মধ্যে ঐ সব বহুধনুর্দ্ধর বিদ্বান্ পুরুষগণ

স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা ভারতানাং জনস্যো
মহানস্যো দাসভার্য্যাশ্চ সূত।
যথাঃ পুত্রা ভাগিনেয়া ভগিন্যো
দৌহিত্রা বা কচ্চিদপ্যন্নমীকাঃ ॥১৪

কচ্চিদ্ রাজা ব্রাহ্মণানাং যথাবৎ
প্রবর্ত্ততে পূর্ব্ববৎ তাত বৃত্তিম্।
কচ্চিদ্ দায়ান্ মানকাম্ গার্ত্তরাষ্ট্রো
দ্বিজাতীনাং সঞ্জয় নোপহন্তি ॥১৫

কচ্চিদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্র
উপেক্ষতে ব্রাহ্মণাভিক্রমান্ বৈ।
স্বর্গস্য কচ্চিদ্ তথা বর্ত্মভূতা-
মুপেক্ষতে তেষু সদৈব বৃত্তিম্ ॥১৬

এতজ্জ্যোতিশ্চোত্তমং জীবলোকে
শুভং প্রজানাং বিহিতং বিধাত্রা।
যে তেষু দোষং ন নিবর্ত্তয়ন্তি মন্দাঃ
কৃৎস্নো নাশো ভবিতা কৌরবাণাম্ ॥১৭

কচ্চিদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রো
বৃকৃষতে বৃত্তিমমাত্যবর্গে।
কচ্চিন্ন ভেদেন বিজীষিষন্তি
দুষ্প্রজ্ঞা দুর্হৃদ দৈষ্টকমত্যাৎ ॥১৮

কচ্চিন্ন পাপং কৃষতন্তি তাত
তে পাণ্ডবানাং কুরবঃ সর্ব্ব এব।
দ্রোণঃ সপুত্রশ্চ কৃপশ্চ বীরো
নাস্মাসু পাপানি যজন্তি কচ্চিৎ ॥১৯

আদর পাইতেছেন ত? কৌরবগণ সকলে নীরোগে আছেন ত' ॥১২

তাত। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যজাতীয় পত্নীর পুত্র মহাত্মানী রাজকুমার যুযুৎসু কুশলে আছে ত? সঞ্জয়। মূঢ় দুর্য্যোধন সখা যাহার আজ্ঞার অধীনে থাকে, সেই মন্ত্রী বর্গেরও কুশল ত' ॥১৩

সূত। ভরতবংশীয়গণের মাতৃগণও, বৃদ্ধা স্ত্রীগণ, মহত্তকর্ম্মে বিমুক্তা সেবিকারা, দাসীরা এবং বন্ধুগণ, পুত্র, ভাগিনেয়, ভগিনী ও কন্যা-পুত্রগণ—ইহারা সকলে নিষ্কপটে (সরলতাসহকারে) বাস করিতেছেন ত ॥১৪

তাত। রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বের ন্যায় যথোচিত রীতিতে ব্রাহ্মণগণকে জীবিকাদানে তৎপর রহিয়াছে ত'? সঞ্জয়। আমি ব্রাহ্মণগণের বৃত্তির জন্য যে সকল গ্রামাদি দিয়াছিলাম, সে সেই সব প্রত্যাহার করিয়া লয়নি ত' ॥১৫

পুত্রগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণের উপর কৃত অপরাধকে উপেক্ষা করেন নাই ত'? ব্রাহ্মণগণকে যে সর্ব্বদা বৃত্তি প্রদান করা হয়, উহাই স্বর্গলোকে গমন করিবার মার্গস্বরূপ; অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ বৃত্তিকে উপেক্ষা বা অবহেলা করেন নাই ত' ॥১৬

ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বৃত্তির রক্ষাবিধান পরলোকের প্রকাশকারী উত্তম জ্যোতিস্বরূপ এবং এই জীবজগতে উহা উজ্জ্বল যশেরও বিস্তৃতি করে। এই নিয়ম স্বয়ং বিধাতা প্রজাগণের হিতের জন্য বিধান করিয়াছেন। যদি মন্দবুদ্ধি কৌরবগণ লোভবশতঃ ব্রাহ্মণদিগের জীবিকাবৃত্তিরূপ দোষ নিবৃত্ত করিয়া না থাকে, তবে কৌরবকুলের সর্ব্বথা বিনাশ হইবে ॥১৭

সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গেরও জীবন-নির্ব্বাহযোগ্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন ত'? এইরূপ কোন অবকাশ আসে নাই ত', যে এই

কচ্চিদ্‌রাজ্যে ধৃতরাষ্ট্রং সপুত্রং
সন্ধেত্যাহুঃ কুরবঃ সর্ব এব।
কচ্চিদ্ দৃষ্ট্বা দস্যুসঙ্ঘান্ সমেতান্
স্মরন্তি পার্থস্য যুধাং প্রণেতুঃ ॥২০

বৌর্বীভুজাগ্রপ্রহিতান্ স্ম তাত
দোধূয়মানেন ধনুর্গুণেন।
গাণ্ডীবমুক্তান্ তমরিঘ্নঘোষা-
নরিঘ্নগান্ কচ্চিদনুস্মরন্তি ॥২১

ন চাপরং কচ্চিদহং পৃথিব্যাং
যোধং সমং বাধিকমর্জুনেন।
যস্যৈকষষ্টিনিশিতাস্তীক্ষ্ণধারাঃ
ক্ষুরাননাঃ সম্মতো হস্তবাপঃ ॥২২

গদাপাণিস্তাদৃশেনন্তবন্ধো
প্রবেপয়চ্চক্রগজাননীকে।
নাগঃ প্রভিন্ন ইব নড্‌বলেষু
চংক্রম্যতে কচ্চিদেনং স্মরন্তি ॥২৩

মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবঃ কলিঙ্গান্
সহাশ্বতানজয়ন্ বস্তকুরে।
বাণেনাজন্ দক্ষিণেনৈব যো বৈ
মহাবলং কচ্চিদেনং স্মরন্তি ॥২৪

পুরা জেতুং নকুলঃ প্রেষিতোঽহং
শিবীংস্ত্রিগর্তান্ সজয় পঞ্চতন্তে।
দিশং প্রতীচীং বশমানয়ন্মে
মাদ্রীসুতং কচ্চিদেনং স্মরন্তি ॥২৫

মন্ত্রীরা ভেদভাব অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে? (শত্রুরা ইহাদের প্রভূত করিল এবং তদনুসারে তাহারা শত্রুকার্য্যসাধন করিয়া শত্রুপ্রদত্ত ধনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।) তাহারা বন্ধুর ন্যায় থাকিয়াও একমত হইয়া শত্রু হইয়া যায় নাই ত' ?১৮

তাত সঞ্জয়। কোথাও সব কৌরবগণ মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের দোষচর্চ্চা করিতেছে না ত'? পুত্রসহিত দ্রোণাচার্য্য এবং বীর কৃপাচার্য্য আমাদের উপর কোন দোষারোপ করিতেছেন না ত' ?১৯

সকল কৌরবেরা সম্মিলিত হইয়া পুত্রসহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণের বিষয়ে কোন কিছু বলে না ত'? রাজ্যে দস্যুদলকে দেখিয়া তাহারা কখনও সংগ্রাম-বিজয়ী অর্জ্জুনকে স্মরণ করে নাই ত' ?২০

তাত সঞ্জয়। বন্ধুর গুণকে পুনঃ পুনঃ হিলাইয়া কর্ণ ভাগ পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগদ্বারা যাহার সন্ধান (নিক্ষেপ) করা হয় এবং যাহা গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বাধিত হইতে হইতে ও মেঘগর্জ্জন তুল্য গর্জ্জন করিতে করিতে (দ্রুতগতিতে) সরলভাবে লক্ষ্য পর্য্যন্ত গমন করে, অর্জ্জুনের সেই বাণসমূহকে কৌরবগণ বারংবার স্মরণ করে কি ?২১

আমি এই পৃথিবীতে অর্জ্জুন হইতে শ্রেষ্ঠ বা তত্তুল্য অন্য কোন ধনুর্দ্ধারী পুরুষকে দেখি না; কারণ, সে যখন একবার নিজ হস্ত দ্বারা ধনুতে বাণ সন্ধান করে, তখন তাহা হইতে সুন্দর পক্ষযুক্ত ও প্রস্তরখণ্ডে ধারাল একষট্টিটি তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট বাণ প্রকটিত হইয়া থাকে।২২

যেরূপ মত্ত হইতে মদধারাবাহী গজরাজ শরবনপূর্ণ স্থানে নির্ভয়ে বিচরণ করে, সেইরূপ বেগশালী বীর ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া যুদ্ধ-ভূমিতে শত্রুগণকে কম্পিত করিতে করিতে বিচরণ করে। কৌরবগণ কি এই ভীমসেনকে স্মরণ করে ?২৩

পরাভবো বৈতবনে ব আসীদ্
দুর্মন্ত্রিতে ঘোষযাত্রাগতানাম্।
যত্র মদ্রান্ শত্রুবশং প্রযাতা-
নমোচয়দ্ ভীমসেনো জয়শ্চ ॥২৬
অহং পশ্চাদ্রক্ষমাণোঽরক্ষং
মাদ্রীপুত্রৌ ভীমসেনোঽপ্যরক্ষৎ।
গাণ্ডীবধন্বা শত্রুসঙ্ঘানুদন্ত
স্বস্ত্যাগমৎ কচ্চিদেনং স্মরন্তি ॥২৭
ন কর্ণপা সাধুরৈকেন নূনং
সুখং শক্যং বৈ ভবতোঽদ্য লব্ধুম্।
সর্বাত্মনা পরিজেতুং বরং চে-
ন্ন শত্রবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

যে-যুদ্ধে মন্ত্রণাপূর্বক অস্ত্রচালনা করা হয়, সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মাদ্রীনন্দন সহদেব দক্ষিণ ও বাম হস্তে বাণবৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে নিজের সম্মুখে আগত কলিঙ্গদেশীয় যোদ্ধাগণকে পরাভূত করিয়াছিল। এই মহাবলবান্ বীর সহদেবকে কি কৌরবগণ স্মরণ করে ?২৬

সঞ্জয়। পূর্বে রাজসূয়যজ্ঞে তোমার সম্মুখেই শিবি ও ত্রিগর্তদেশীয় বীরগণকে জয় করিবার জন্য এই নকুলকে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু এই বীর সমগ্র পশ্চিম দিক্ জয় করিয়া আমার অধীন করিয়া দিয়াছিল। কৌরবগণ কি এই মাদ্রী-কুমারকে স্মরণ করে ?২৫

কর্ণের দুষ্ট পরামর্শ অনুসারে ঘোষযাত্রার গত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের দ্বৈতবনে পরাজয় হইয়াছিল, সেই সময় মন্দমতি কৌরবগণ সকলে শত্রু গন্ধর্বদিগের অধীনস্থ হইয়াছিল। তখন ভীমসেন ও অর্জুনই তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল ।২৬

সেই যুদ্ধে আমি পশ্চাতে থাকিয়া যজ্ঞধারা অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব ভীমসেনকে রক্ষা করিয়াছিল। গাণ্ডীবধারী অর্জুন শত্রুগণকে নিহত করিয়া নিজে কুশলের সহিত প্রত্যাবর্তন করে। কৌরবগণ কি এই অর্জুনকে স্মরণ করে ?২৭

সঞ্জয়। যদি আমরা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে সর্বপ্রকার উপায়ে জয় করিতে না-ও পারি, তবে কেবল উত্তম ব্যবহার দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই তাহাকে অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হইব ।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৩

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নানামুত্তরং দদতঃ সঞ্জয়স্য ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিতসন্দেশং শ্রাবয়িতুং প্রতিজ্ঞাকরণম্।]

সঞ্জয় উবাচ

যথাঽঽত্থ মে পাণ্ডব তৎ তথৈব
কুরূন্ কুরুশ্রেষ্ঠ জনঙ্ক পৃচ্ছসি।
অনাময়ান্তাত মনস্বিনস্তে
কুরুশ্রেষ্ঠাম্ পৃচ্ছসি পার্থ যাংস্ত্বম্ ॥১

সন্ত্যেব বৃদ্ধাঃ সাধবো ধার্তরাষ্ট্রে
সন্ত্যেব পাপাঃ পাণ্ডব তস্য বিদ্ধি।
তস্মাদ্ বিপুত্যোঽপি হি ধার্তরাষ্ট্রঃ
কুতো দার্ঢ্যাল্লোপয়েদ্ ব্রাহ্মণানাম্ ॥২

যদ্ যুষ্মাকং বর্ত্ততে সৌনবর্ম্য-
মক্রূরেষু ক্রূরবৎ তন্ন সাধু।
স্নিগ্ধদ্বুক্ তাদ্ ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রো
যুষ্মান্ দ্বিষন্ সাধুবৃত্তানসাধুঃ ॥৩

ন চানুজানাতি ভৃশঞ্চ তপ্যতে
শোচত্যুতঃ স্বদ্বিষোঽজাতশত্রো।
শৃণোতি হি ব্রাহ্মণানাং সমেত্য
দ্বিত্রদ্রোহঃ পাতকেভ্যো গরীয়ান্ ॥৪

স্মরন্তি ভৃত্যা নরদেব সংযুগে
যুদ্ধে চ দিক্ষোশ্চ যুধাং প্রণেতুঃ।
সমুৎকৃষ্টে দুন্দুভিনিস্বনেষু
মহাপাণিং ভীমসেনং স্মরন্তি ॥৫

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর দান করিতে করিতে সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের প্রদত্ত সংবাদ জানাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাকরণ]

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির। আপনি নিজমুখে যে সকল কথা বলিলেন, উহা প্রকৃত সত্য ঘটনা। কৌরবগণ ও অন্যান্য লোকসকল সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। তাত! কুন্তীনন্দন! আপনি যে শ্রেষ্ঠ কুরুবংশীয়গণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সব মনস্বী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কুশলে আছে।১

পাণ্ডুকুমার! আপনি জানুন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের নিকট যেরূপ বহু পাপী পুরুষ আছেন, সেইরূপ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক সৎস্বভাব বৃদ্ধপুরুষও আছেন। দুর্য্যোধন শত্রুগণকেও বলদান করেন, সুতরাং তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণগণের জীবিকা লোপ করিবেন?২

আপনারা দুর্য্যোধনের উপর কখনও দ্রোহভাব রাখেন না, তথাপি তিনি যে আপনাদের উপর ক্রূরতাপূর্ণ ব্যবহার করেন, ইহা তাঁহার পক্ষে উচিত নহে। আপনাদের ন্যায় সাধুপুরুষগণের উপর দ্বেষ করিলে তো পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে অসাধু ও দ্বিত্রদ্রোহী বলিয়া জানিতে হইবে।৩

হে অজাতশত্রো! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণকে আপনার উপর দ্বেষ করিতে আজ্ঞা দেন না; অতএব আপনাদের উপর তাহাদের দ্রোহাচরণের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তাপ ভোগই করিবেন কেন এবং শোকই বা করিবেন কেন? কারণ, তাঁহার নিকট যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সমবেত হন, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায়ই শুনিয়া থাকেন যে, মিত্রদ্রোহ অন্য সকল পাপ হইতেই শ্রেষ্ঠ।৪

মাদ্রীসুতৌ চাপি রণাজিরস্থৌ
সর্বা দিশঃ সম্পতন্তৌ স্মরন্তি।
সেনাং বর্ষন্তৌ শরবর্ষৈরজস্রং
মহারথৌ সমরে দুষ্প্রকম্পৌ ॥৬
ন ত্বেব মন্যে পুরুষস্য রাজ-
মনাগতং জ্ঞায়তে যদ্ ভবিষ্যম্।
যৎ চেৎ তথা সর্বধর্মোপপন্নঃ
প্রাপ্তঃ ক্লেশং পাণ্ডব কৃচ্ছ্ররূপম্ ॥
যমেবৈতৎ কৃচ্ছ্রগতস্ত্বং ভূয়ঃ
সমীক্ষ্যাঃ প্রজ্ঞয়াজাতশত্রো ॥৭
ন কামার্থং সন্ত্যজেদ্ধর্মরাজ
পাণ্ডোঃ সুতাঃ সর্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ।
যমেবৈতৎ প্রজ্ঞয়াজাতশত্রো
সমীক্ষ্যা বৈ সর্বাপদুত্তরে ॥৮
ধার্তরাষ্ট্রাঃ পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
যে চাপ্যন্যে সমিতিষ্ঠা নরেন্দ্রাঃ।
যন্মাব্রবীদ্ ধৃতরাষ্ট্রো নিশায়া-
মজাতশত্রো বচনং পিতা তে ॥৯
সমাগম্যতাং সহপুত্রশ্চ রাজন্
সমেত্য তাং বাচমিমাং নিবোধ ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

হে নরদেব! কৌরবগণ যুদ্ধের কথা বলিলে তো আপনাকে এবং বীরপ্রসূ কুন্তীদেবীকে স্মরণ করেন। যুদ্ধকালে যখন দুন্দুভি ও মল্লধ্বনি সমুত্থিত হইবে, সেই সময় তাঁহাদের গদাপাণি ভীমসেনের কথাও স্মরণে আসে।৫

যুদ্ধে যাঁহাদিগকে পরাজিত করা দূরের কথা, যাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে বা কম্পিত করিতেও পারা যায় না, যাঁহারা অক্লেশের উপর নিরন্তর অস্ত্র বাণ বর্ষণ করেন এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ হইতেই যাঁহারা আক্রমণ করিতে পারেন, সেই দুই মহারথী মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকেও কৌরবগণ সর্বদা স্মরণ করেন।৬

পাণ্ডুনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার এই বিশ্বাস যে, মানুষের ভবিতব্য যতক্ষণ না তাহার সম্মুখে আসে, ততক্ষণ সে কিছুই বুঝিতে পারে না; কারণ, আপনার ন্যায় সর্ব-ধর্মসম্পন্ন পুরুষও অতীব কষ্টকর ক্লেশে পতিত হইয়াছেন। অজাতশত্রো! সঙ্কটে পড়িয়াও আপনি নিজ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করত এই বিবাদের আন্তির জন্য কোন এক উপায় নির্দ্ধারণ করুন।৭

পাণ্ডুর সকল পুত্রই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী। তাঁহারা স্বার্থের জন্য কখনও ধর্ম ত্যাগ করিবেন না।

অজাতশত্রো! আপনিই এই সমস্যার সমাধান করুন, যাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য নরপতিবৃন্দ, যাঁহারা আসিয়া সৈন্য শিবিরে বাস করিতেছেন—সকলেরই কল্যাণ লাভ হয়।৮

মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনার জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র গত রাত্রিকালে আপনাদিগকে জানাইবার জন্য যে সংবাদ দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, আপনি মন্ত্রিবর্গ ও পুত্রগণের সহিত আমার মুখ হইতে নির্গত সেই কথা শ্রবণ করুন।৯-১০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরসমীপে সঞ্জয়স্য ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিতসন্দেশকথনম্
শান্তিস্থাপনায় স্বস্য প্রার্থনা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সমাগতাঃ পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
জনার্দনো যুযুধানো বিরাটঃ।
যৎ তে বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রানুশিষ্টং
গাবল্গণে ব্রূহি তৎ সূতপুত্র ॥১

সঞ্জয় উবাচ।

অজাতশত্রুং বৃকোদরঞ্চ
যমৌ চ মাদ্রবতীসুতৌ চ।
আমন্ত্রয়ে বাসুদেবঞ্চ শৌরিং
যুযুধানং চেকিতানং বিরাটম্ ॥২

পঞ্চালানামধিপং চৈব বৃদ্ধং
দ্রুপদং পার্ষতং যাজসেনিম্।
সর্বে বাচং শৃণুতেমাং মদীয়াং
বক্ষ্যামি যাং ভূতিমিচ্ছন্ কুরূণাম্ ॥৩

শমং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽভিনন্দ-
ত্যযোজয়ৎ স্বয়মাপো যথং যে।
সম্রাত্পুত্রস্বজনস্য রাজ্ঞা-
স্তদ্ রোচতাং পাণ্ডবানাং শমোঽস্তু ॥৪

সর্বৈর্বৈঃ সমুপেতাস্তু পার্থাঃ
সংস্থানেন মার্দবেনার্জবেন।
জ্ঞাতাঃ কুলে হ্যনৃশংসা বদান্যা
হ্রীনিষেবাঃ কর্মণাং নিশ্চয়জ্ঞাঃ ॥৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট সঞ্জয়ের ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত
সংবাদ কথন এবং শান্তির জন্য নিজের ও
প্রার্থনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গবল্গণপুত্র সঞ্জয়। এখন পাণ্ডবেরা, সৃঞ্জয়বংশীয় নরপতিগণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও রাজা বিরাট সকলে সমবেত হইয়াছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে দিয়া যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বল।১

সঞ্জয় কহিলেন,—আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, চেকিতান, বিরাট, পাঞ্চালদেশের বৃদ্ধ রাজা দ্রুপদ এবং তাঁহার পুত্র পৃষতবংশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন—এই সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি অর্থাৎ সম্বোধনপূর্বক বলিতেছি। আমি কৌরবগণের অভ্যুদয় কামনা করিয়া যে কথা বলিতেছি, তাহা সকলেই আপনারা শ্রবণ করুন।২-৩

রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তিকেই অভিনন্দন (কামনা) করেন (যুদ্ধ কামনা করেন না।) তিনি অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত সহিত আমার জন্য অতিসত্বর রথ সজ্জিত করাইয়াছেন এবং তাহাতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি কামনা করিতেছি যে, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই শান্তিসংবাদে পাণ্ডবগণের রুচিকর হউক এবং উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হউক।৪

হে কুন্তীনন্দন। আপনারা নিজ নিজ বিদ্যাশরীর দয়ালু, কোমলস্বভাব ও সরলতা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণসমূহে এবং বীর ধর্মে সংযুক্ত। আপনারা উত্তমকুলে জন্মিয়াছেন, আপনাদের মধ্যে ক্রূরতা দেখা যায় না, আপনারা উদার, লজ্জাশীল এবং কর্মসমূহে পরিণামবিষয়ে অভিজ্ঞ।৫

ন যুজ্যতে কর্ম যুদ্ধায় হীনং
সত্ত্বং হি বস্তাবৃণং ভীমসেনাঃ।
উদ্ভাসতে হ্রস্বনবিন্দুবৎ তু-
জ্জ্বে বস্ত্রে যদ্ ভবেৎ তিত্তিরং বঃ ॥৬

সর্বক্ষয়ো দৃশ্যতে যত্র কৃৎস্নঃ
পাপোদয়ো নিরয়োঽভাবসংস্থঃ।
কস্তৎ কুর্য্যাজ্জাতু কর্ম প্রজানন্
পরাজয়ো যত্র সমো জয়শ্চ ॥৭

তে বৈ বন্ধা যৈঃ কৃতং জ্ঞাতিকার্য্যং
তে বৈ পুত্রাঃ সুহৃদো বান্ধবাশ্চ।
উপক্রুষ্টং জীবিতং সত্যজেযু-
র্যতঃ কুত্রাণং নিরয়ো বৈভবঃ স্যাৎ ॥৮

তে চেৎ কুরূনসুনিষ্ঠাপ পার্থা
নিপীড়্য সর্বান্ বিধয়ো নিগৃহ্য।
সমং বস্তজ্জীবিতং মৃত্যুনা স্যাদ্
যজ্জীবধ্বং জ্ঞাতিবধে ন সাধু ॥৯

কো ছেব যুদ্ধান্ সহ কেশবেন
সচেকিতানান্ সাত্যকিনাভিগুপ্তান্।
সদাত্যকীন্ বিষহেত প্রজেতুং
সক্রাপি দেবান্ সচিবান্ সহেন্দ্রান্ ॥১০

কো বা কুরূন্ দ্রোণভীষ্মাভিগুপ্তা-
নস্বত্থামা শল্যকৃপাদিভিশ্চ।
রণে বিজেতুং বিষহেত রাজন্
রাধেয়গুপ্তান্ সহ ভূমিপালৈঃ ॥১১

মহদ্ বলং ধার্তরাষ্ট্রস্য রাজঃ
কো বৈ শক্তো হন্তুমকীর্যমাণঃ।
সোঽহং জয়ে চৈব পরাজয়ে চ
নিঃশ্রেয়সং নাধিগচ্ছামি কিঞ্চিৎ ॥১২

ভরতকুল সৈন্যসংগ্রহকারী পাণ্ডবগণ! আপনারা এতাদৃশ সত্ত্বগুণে পূর্ণ আছেন যে, আপনারা কোনরূপ নীচকর্ম্ম করিতেই পারিবেন না। যদি আপনাদের মধ্যে কোন দোষ থাকিত, তবে তাহা শুভ্র বস্ত্রে কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নের ন্যায় সর্ব্বথা উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইত।৬

যাহাতে সকলের বিনাশের সম্ভাবনা দেখা যাইবে, যাহাতে পূর্ণরূপে পাপেরই উদয় দৃষ্ট হইবে, যাহা কেবল নরকেরই কারণ, যাহার শেষে মাত্র অভাবই থাকিবে এবং যাহাতে জয় ও পরাজয় উভয়ই সমান, সেই যুদ্ধরূপ কঠোর কর্ম্মের জন্য কোন জ্ঞানী ব্যক্তি উদ্যোগ করিবেন?৭

যাঁহারা জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের হিতকর কার্য্য-সাধন করেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদিগকেই পুত্র, মিত্র ও বান্ধব বলা যায়। কৌরবগণের উচিত যে, তাঁহাদের নিন্দিত জীবন পরিত্যাগ করা, যাহাতে কৌরবগণের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।৮

কুন্তীনন্দনগণ! যদি আপনারা সমস্ত কৌরব-গণকে নিশ্চিতরূপে নিজ বশে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বধদান করেন, বন্ধন করেন কিম্বা বধ করেন, তাহা হইলেই আপনাদের জীবন সুখকর না হইয়া জ্ঞাতিবধের জন্য নিন্দনীয় হইয়া উঠিবে। সেই নিন্দিত জীবন আপনাদের নিকট মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক হইবে।৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, চেকিতান ও সাত্যকি আপনাদের সহায়ক। আপনারা মহারাজ দ্রুপদের বাহুবলে সুরক্ষিত। এইরূপ অবস্থায় ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণকে নিজের সহায়করূপে পাইয়াও এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, আপনাদের (সহিত যুদ্ধ করিয়া) বিজয় করিতে সাহস করে।১০

কথং হি নীচা ইব দৌকুলেয়া
নির্বর্ত্যার্থং কর্ম কুর্য্যুস্ত পার্থাঃ।
সোঽহং প্রসাদ্য প্রণতো বাসুদেবং
পঞ্চালানামধিপং চৈব বৃদ্ধম্ ॥১৩
কৃতাঞ্জলিঃ শরণং বঃ প্রপদ্যে
কথং স্বস্তি স্যাৎ কুরুসৃঞ্জয়ানাম্।
ন হ্যেবমেবং বচনং বাসুদেবো
ধনঞ্জয়ো বা জাতু কিঞ্চিৎ কুর্য্যাৎ ॥১৪
প্রাণান্ দদ্যাদ্ যাচমানঃ কুতোঽন্য-
দেতদ্ বিদ্বন্ সাধনার্থং ব্রবীমি।
এতদ্ রাজ্ঞো ভীষ্মপুরোগমস্য
মতং যদ্ বঃ শান্তিরিহোত্তমা স্যাৎ ॥১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
সঞ্জয়বাক্যে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

রাজন্। এইরূপ দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ ও অন্যান্য নৃপতিবৃন্দসহিত কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত কৌরবগণকেই বা যুদ্ধে জয় করিতে কোন ব্যক্তি সাহস করে ?১১

রাজা দুর্য্যোধনের নিকট বিশাল সৈন্যবাহিনী একত্রিত হইয়াছে। এমন কোন বীর আছে যে, নিজে ক্ষীণ না হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় ? আমি তো এই যুদ্ধে কি পাণ্ডবপক্ষ কি কৌরবপক্ষ কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় এবং কল্যাণ দেখিতে পাইতেছি না।১২

কুন্তীপুত্রগণ নীচকুলে উৎপন্ন অন্য অধম পুরুষতুল্য এইরূপ (নিন্দিত) কর্ম কিরূপে করিতে সমর্থ হইবে ? যে কর্মে কি ধর্ম কি অর্থ উভয়েরই সম্বন্ধ নাই ? এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদও উপস্থিত আছেন। আমি ইঁহাদের সকলকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা স্বয়ং বিচার করুন—কিভাবে কুরু ও সঞ্জয়বংশের কল্যাণ হইবে ? আমার বিশ্বাস যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন এইরূপে প্রার্থনা পূর্বক কথিত আমার বাক্য কোনরূপেই অন্যথা করিতে পারিবেন না।১৩-১৪

কেবল ইহাই নহে, আমি প্রার্থনা করিলে অর্জুন আমাকে তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন, সেখানে অন্য কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনার কথা আর কি বলিব ? বিদ্বান্ রাজা যুধিষ্ঠির। আমি সন্ধিকার্য্যসাধনের জন্য এই সব কথা বলিতেছি। ভীষ্ম এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও এই অভিমত। আপনারা ইহাতেই সকললোকের উত্তম শান্তি লাভ করিতে পারেন।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্ব্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রপ্রস্থপ্রত্যর্পণেনৈব শান্তিলাভো ভবিষ্যতীতি সঞ্জয়সমীপে যুধিষ্ঠিরস্যোক্তিঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কাং নু বাচং সঞ্জয় মে শৃণোষি
যুদ্ধেষিণং যেন যুদ্ধাদ্ বিভেষি।
অযুদ্ধং বৈ তাত যুদ্ধাদ্ গরীয়ঃ
কস্মাদ্ধ্যু জাতু যুধ্যেত সূত ॥১

অপূর্বজন্তোঃ পুরুষস্য সঞ্জয়
সিদ্ধ্যেৎ সঙ্কল্পো মনসা যং যমিচ্ছেৎ।
ন কর্ম কুর্য্যাদ্ বিদিতং যথৈত-
দস্মাদ্ যুদ্ধাদ্ বহু বল্গবীয়ঃ ॥২

সূতো যুদ্ধং জাতু নরোঽবগচ্ছেৎ
কো দেবগুপ্তো হি বৃণীত যুদ্ধম্।
সুখৈষিণঃ কর্ম কুর্বন্তি পার্থা
ধর্মাদৃতীয়ং যচ্চ লোকস্য পথ্যম্ ॥৩

ধর্মোদয়ং সুখসাধনসন্ততানাঃ
কৃচ্ছ্রোপায়ং তত্ত্বতঃ কর্ম দুঃখম্।
সুখং প্রেপ্সুর্বিজিঘাংসুশ্চ দুঃখং
য ইন্দ্রিয়াণাং প্রীতিরসানুগামী ॥৪

কামাভিধ্যা স্বশরীরং দুনোতি
যদা প্রযুক্তো ন করোতি দুঃখম্।
যথেধ্যমানস্য সমিদ্ধতেজসো
ভূয়ো বলং বর্ধতে পাবকস্য ॥৫

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[ইন্দ্রপ্রস্থ প্রত্যর্পণ করিলেই শান্তিলাভ হইবে—
ইহা সঞ্জয়ের নিকট যুধিষ্ঠিরের উক্তি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সঞ্জয়। তুমি আমার নিকটে এমন কি কথা শুনিলে যে, যাহাতে আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহার জন্য তুমি এইরূপ যুদ্ধভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছ? তাত। যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধ না করা তো অধিক কল্যাণকর। সূত। যুদ্ধ না করিবার সুযোগ পাইয়া কোন ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহে?১

সঞ্জয়। যদি কর্ম না করিয়াই মানুষের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়া যায়—মানুষ মনে মনে যাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা যদি সে লাভ করে, তবে কোন মানুষই কর্ম করিবে না—ইহা আমি ভালভাবেই জানি। যুদ্ধ না করিয়া যদি অন্য কিছুও লাভ করা যায়, তবে তাহাকে অধিকলাভ মনে করা উচিত।২

মানুষ কোনরূপে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের কথা সহজে বুঝিতে চাহে না। দেবতার অভিশাপরূপ এই যুদ্ধের পরিণাম জানিয়া কোন মানুষ ইহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করে? কুন্তীপুত্রগণ সুখের কামনা করিয়াই সেই কর্ম করে, যে কর্ম ধর্মের বিপরীত হইবে না এবং যাহা সকল লোকেরই হিতকর।৩

আমরা ধর্মবৃদ্ধিকর সুখেরই আশা করি। যাহা ইন্দ্রিয়গণের প্রিয় বিষয়রসের অনুগামী, সেই সুখলাভ এবং দুঃখনাশ করিবার বাসনা করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম করে, তাহার সেই কর্ম বাস্তব অবস্থায় কেবল দুঃখদায়কই হইয়া পড়ে; কারণ, এই কর্ম কষ্টকর উপায়েই সাধ্য হইয়া থাকে।৪

বিষয়সমূহের চিন্তা কেবল নিজের শরীরকে পীড়িত করে। যে ব্যক্তি বিষয়চিন্তা হইতে মুক্ত, তিনি কখনই দুঃখ অনুভব করেন না। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করিলে উহা অধিক

কামার্থলাভেন তথৈব ভূয়ো
ন তৃপ্যতে সর্পিষেবাগ্নিরিদ্ধঃ।
সম্পশ্যেমং ভোগচয়ং মহান্তং
সহাস্মাভির্ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞঃ ॥৬

নাজ্যেয়ানীশ্বরো বিপ্রহাণাং
নাজ্যেয়ান্ বৈ গীতশব্দং শৃণোতি।
নাজ্যেয়ান্ বৈ সেবতে মাল্যগন্ধান্
ন চাপ্যাজ্যেয়ানুলেপনানি ॥৭

নাজ্যেয়ান্ বৈ প্রাবারান্ সংবিবত্তে
কথং ত্বস্মান্ সন্ত্রপুদেৎ কুরুভ্যঃ।
অত্রৈব স্থাদ্বুধ্যতে চৈব কামঃ
প্রায়ঃ শরীরে হৃদয়ং দুনোতি ॥৮

স্বয়ং রাজা বিষমস্থঃ পরেষু
সমত্বমিচ্ছতি তন্ন সাধু।
যথাত্মনঃ পশ্যতি বৃত্তমেব
তথা পরেষামপি সোঽনুপৈতু ॥৯

আসন্নমগ্নিং তু নিদাঘকালে
গম্ভীরকক্ষে গহনে বিসৃজ্য।
যথা বিবৃদ্ধং বায়ুবলেন শোচেৎ
ক্ষেমং মুমুক্ষুঃ শিশিরব্যপায়ে ॥১০

প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য রাজা
লালপ্যতে সঞ্জয় কস্য হেতোঃ।
প্রগৃহ্য দুর্বুদ্ধিমনার্জবে রতং
পুত্রং মন্দং মূঢ়মমিত্রগং তু ॥১১

প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিষয়ভোগ ও ধনলাভ হইলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া যায়। ঘৃতদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেরূপ তাহার শান্তভাব প্রাপ্তি হয় না, সেইরূপ বিষয়-ভোগে ও ধনলাভে মানুষ কখন তৃপ্ত হইতে পারে না। দেখ, আমাদের (ধনের) সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভোগের বিশালরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই।৫-৬

যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা নহে, সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি পুণ্যাত্মা নহে, সে নিজের অপমান শুনিতে পায় না। যে পুণ্য কর্ম্ম করে না, সে মাল্যগন্ধাদি ধারণ করিতে পারে না। যাহার পুণ্যকর্ম্ম নাই, তাহার চন্দনাদি অনুলেপনের সুযোগ লাভ হয় না। যে পুণ্যাত্মা নহে, সে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিতেও পায় না। যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুণ্যাত্মা না হইবেন, তবে আমাদিগকে কুরুদেশ হইতে বিতাড়িত করিবেন কেন? তথাপি এই ভোগতৃষ্ণা অজ্ঞান দুর্য্যোধনাদিরই যোগ্য কর্ম্ম, যে ভোগতৃষ্ণা প্রায় প্রত্যেক মানুষের শরীরের মধ্যে থাকিয়া অন্তঃকরণকে পীড়া দেয়।৭-৮

রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং বিষম ব্যবহারে সংসক্ত থাকেন, অথচ অন্যের মধ্যে সমতাপূর্ণ ব্যবহার দেখিতে চান—ইহা সজ্জনোচিত ব্যবহার নহে। তিনি নিজের মধ্যে যে ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা অন্যের মধ্যেও দেখিতে পাইতেছেন।৯

সঞ্জয়। যেরূপ কোন ব্যক্তি শীত ঋতুর অবসানে বসন্তঋতুর পর গ্রীষ্মঋতুর প্রখর তাপের সময় তৃণাদি-পূর্ণ গহন বনে অগ্নি সমর্পণ করার পর বায়ুদ্বারা সেই অগ্নি যখন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া নিজের নিকট আসিয়া পড়ে, তখন সেই অগ্নির জ্বালা হইতে নিজেকে রক্ষা করত বিপন্মুক্ত করিবার জন্য যেমন সেই ব্যক্তি বার বার শোক করে, সেইরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমগ্র ঐশ্বর্য্য নিজের অধিকারে রাখিয়া মন্দবুদ্ধি, মূর্খ, ভাগ্যহীন, উদ্ধত, সৎ মন্ত্রিগণের অবজ্ঞা করিতে অভিলাষুক নিজপুত্র দুর্য্যোধনের পক্ষ লইয়া এখন কিসের জন্য (দীনের ন্যায়) বিলাপ করিতেছেন?১০-১১

অনাপ্তবচ্চাপ্তমস্য বাচঃ
সুবোধরো বিদুরস্যাবমত্য।
সুতস্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রিয়ৈষী
সমুদ্যমানো বিনিতেহধর্মমেব ॥১২

মেধাবিনং হর্ষকামং কুরূণাং
বহুশ্রুতং বাগ্মিনং শীলবন্তম্।
স তং রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ কুরুভ্যো
ন সম্মার বিদুরং পুত্রকাম্যাৎ ॥১৩

মানয়ন্তাসো মানকামস্য চের্ষোঃ
সংরম্ভিণশ্চার্থধর্মাতিগস্য।
দুর্ভাষিণো মন্যুবশানুগস্য
কামাত্মনো দৌর্হৃদৈর্ভাবিতস্য ॥১৪

অনেয়স্যাজ্ঞেয়সো ধীর্য্যমস্যো-
মিত্রদ্রুহঃ সঞ্জয় পাপবুদ্ধেঃ।
সুতস্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রিয়ৈষী
প্রপদ্যমানঃ প্রাজহাদ্ ধর্মকামৌ ॥১৫

তদৈব মে সঞ্জয় দীব্যতোঽভূ-
ন্মতিঃ কুরূণামগতঃ স্বাস্থ্যভাবঃ।
কাব্যাং বাচং বিদুরো ভাষমাণো
ন বিন্দতে যদ্ বার্তরাষ্ট্রাৎ প্রশংসাম্ ॥১৬

কস্তূর্ধরা নামবর্তস্য বুদ্ধিং
কৃচ্ছ্রং কুরূন্ সূত তদাভ্যাজগাম।
যাবৎ প্রজামবর্তস্য তস্য
তাবৎ তেষাং রাষ্ট্রমভির্বভূব ॥১৭

তদর্থযুক্তস্য নিবোধ যেঽস্য
যে মন্ত্রিণো বার্তরাষ্ট্রস্য সূত।
দুঃশাসনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রো
গাবল্গণে পশ্য সম্মোহমস্য ॥১৮

সোঽহং ন পশ্যামি পরীক্ষমাণঃ
কথং স্বস্তি স্যাৎ কুরুসৃঞ্জয়ানাম্।
আবৃত্তচর্য্যো ধৃতরাষ্ট্রঃ পরেভ্যঃ
প্রব্রাজিতে বিদুরে ধীর্যবৃদ্ধৌ ॥১৯

নিজপুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয়কামী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসপাত্র বিদুরের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয় মনে করিয়া তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করত জানিয়া শুনিয়াও অধর্ম্মের পক্ষই আশ্রয় করিয়াছেন।১২

বুদ্ধিমান্, কৌরবগণের অভীষ্টসিদ্ধিকামী, বহুজ্ঞ, উত্তম বক্তা এবং সৎস্বভাব বিদুরকেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৌরবদিগের জন্য পুত্রস্নেহ লালসায় সমাদর করেন নাই।১৩

সঞ্জয়। অপরের মান নষ্ট করিয়া নিজের মানলিপ্সু, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রোধী, অর্থনীতি ও ধর্ম্ম-উল্লঙ্ঘনকারী, কটুভাষী, ক্রোধ ও হীনভাব বশবর্ত্তী, কামাত্মা (ভোগাসক্ত), পাপিগণপ্রশংসিত, শিক্ষা-প্রদান করিতে অযোগ্য, ভাগ্যহীন, অতিশয় ক্রোধী, মিত্রদ্রোহী এবং পাপবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয়কামী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।১৪-১৫

সঞ্জয়। যে সময় আমি পাশা খেলিতেছিলাম, সেই সময়কার একটি ঘটনা তোমাকে বলিতেছি,—বিদুর শুক্রাচার্য্যের নীতি অনুসারে যুক্তিযুক্ত কথা বলিতেছেন, তথাপি দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতে তিনি প্রশংসিত হন নি। তখনই আমার মনে এইরূপ বিচার হইতেছিল যে, সম্ভবতঃ কৌরবগণের বিনাশকাল নিকটেই আসিয়াছে।১৬

সূত। যতক্ষণ কৌরবেরা বিদুরের বুদ্ধির পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন ও চলিতেন, ততক্ষণই তাঁহাদের রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হইতেছিল। যখন হইতে তাঁহারা বিদুরের পরামর্শগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছে,

আশংসতে বৈ ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রো
মহারাজ্যমসপত্নং পৃথিব্যাম্ ।
তস্মিন্নৃষঃ কেবলং নোপলভ্যঃ
সর্বং স্বকং মন্যতে মন্যতেঽর্থম্ ॥১৭

যৎ তৎ কর্ণো মন্যতে পারণীয়ং
যুদ্ধে গৃহীতায়ুধমর্জুনং বৈ ।
আসংশ্চ যুদ্ধানি পুরা মহান্তি
কথং কর্ণো নাভবদ্ ষীপ এষাম্ ॥১৯

কর্ণশ্চ জানাতি সুযোধনশ্চ
দ্রোণশ্চ জানাতি পিতামহশ্চ ।
অন্যে চ যে কুরবস্তত্র সন্তি
যথার্জুনাদ্ভ্যপরো ধনুর্ধরঃ ॥২২

জানন্ত্যেতৎ কুরবঃ সর্ব এব
যে চাপ্যন্যে ভূমিপালাঃ সমেতাঃ ।
দুর্যোধনে রাজ্যমিহাভবদ্ যথা
অরিন্দমে ফাল্গুনে বিদ্যমানে ॥২৩

তেনাসুবন্ধং মন্যতে ধার্তরাষ্ট্রঃ
শক্যং হর্তুং পাণ্ডবানাং সমক্ষম্ ।
কিরীটিনা তালমাত্রায়ুধেন
তথেদিনা সংযুগং তত্র গত্বা ॥২৪

গাণ্ডীবনিষ্কারিতশল্যধারা-
বশ্যূনা ধার্তরাষ্ট্রা ম্রিয়ন্তে ।
ক্রুদ্ধং ন চৈনমীক্ষতে ভীমসেনং
সুযোধনো মন্যতে সিদ্ধমর্থম্ ॥২৫

তখন হইতেই তাহাদের বিপদ আসিয়াছে।১৭

গবল্গণপুত্র সঞ্জয়। বলমুগ্ধ দুর্যোধনের যে যে মন্ত্রী আছে, তাহাদের নাম তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। দুঃশাসন, শকুনি ও সূতপুত্র কর্ণ—ইহারাই তাহার মন্ত্রী। উহার মোহ দেখ কিরূপ।১৮

আমি বহুভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াও এইরূপ কোন উপায় পাই নাই, যাহাতে কুরু ও সঞ্জয় বংশের কল্যাণ হইতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র শত্রুরূপী আমাদের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া এবং দূরদর্শী বিদুরকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া নিজ পুত্রগণের সহিত কুরুদেশের নিকটক রাজ্যপ্রাপ্তি আশা করিয়াছেন। এইরূপ লোভী নৃপতির সহিত কেবল সন্ধিই চিরকাল থাকিবে (কখনও যুদ্ধ হইবে না) সেরূপ কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। কারণ, আমরা বনে চলিয়া গেলে, তিনি আমাদের সমুদয় ধনকে নিজের ধন বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন।১৯-২০

কর্ণ মনে করিতেছে যে, সে যুদ্ধে ধনু উত্তোলনকারী অর্জুনকে সহজে জয় করিয়া লইবে, কিন্তু তাহার এই মনে করাটা ভুল। পূর্ব্বেও বহুবার মহাযুদ্ধ হইয়াছে, তখন কেন কর্ণ কৌরবগণের আশ্রয়দাতা হইতে পারে নাই।২১

অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধনুর্দ্ধর নাই—ইহা কর্ণ জানে ও দুর্যোধনও জানে। এই কথা আচার্য্য দ্রোণ এবং পিতামহ ভীষ্মদেবও জানেন। অন্যান্য যে সকল কৌরব সেখানে আছে, তাহারাও এই কথা ভালভাবেই জানে।২২

সমস্ত কৌরব এবং সেখানে আগত ভূপালগণও জানেন যে, শত্রুদমন অর্জুন উপস্থিত থাকিতেও কিভাবে দুর্যোধন পাণ্ডবগণের রাজ্য পাইয়াছে। (অর্থাৎ দুর্যোধন বীরত্ব দেখাইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারে নাই, সে কপটতার আশ্রয় লইয়া পাশাখেলা করত আমাকে হারাইয়া রাজ্য পাইয়াছে।)২৩

যে রাজ্যাদির উপর পাণ্ডবগণের মমতা আছে, সেই রাজ্যাদি লাভ করা কি দুর্যোধন সহজ মনে করিতেছে? এই জন্য তাহাকে চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ গাণ্ডীব ধনু ধারণকারী ও ধনুর্ব্বেদে বিশেষজ্ঞ

ইন্দ্রোঽপ্যেতান্নোৎসহেৎ তাত হর্ত্তু-
বৈশ্বর্য্যং বো জীবতি ভীমসেনে।
যমজয়ের নকুলে চৈব সূত
তথা বীরে সহদেবে সহিষ্ণৌ ॥২৬

ন চেদেতাং প্রতিপদ্যেত বুদ্ধিং
বৃদ্ধো রাজা সহ পুত্রৈশ্চ সূত।
এবং রণে পাণ্ডবকোপদগ্ধা
ন বঙ্ক্ষ্যন্তি সঞ্জয় ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥২৭

জানামি ত্বং ক্লেশমস্মাসু বৃত্তং
ত্বাং পূজয়ন্ সঞ্জয়াহং ক্ষমেয়ম্।
যচ্চাস্মাকং কৌরবৈর্ভূতপূর্বং
যা নো বৃত্তির্ধার্ত্তরাষ্ট্রে তথাঽহম্ ॥২৮

অজ্ঞাপি তৎ তত্র তথৈব বর্ত্ততাং
শান্তিং গমিষ্যামি যথাঽঽত্মনাঽহম্।
ইন্দ্রপ্রস্থে ভবতু যথৈব রাজ্যং
সুযোধনো যচ্ছতু ভারতাগ্র্যঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

এই কিরীটধারী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধভূমিতে আসিতে হইবে।২৪

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ততকাল জীবিত থাকিবে, যতদিন না তাহারা যুদ্ধে পাণ্ডব ধনুর টঙ্কারধ্বনি শুনিতে না পাইবে। দুর্যোধন যে পর্য্যন্ত না ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে যুদ্ধে দেখিবে, সেই পর্য্যন্তই তাহার সকল মনোরথ সফল হইয়াছে বুঝিবে।২৫

তাত সঞ্জয়। যতক্ষণ ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহিষ্ণু বীর সহদেব জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রও আমাদের ঐশ্বর্য্য হরণ করিতে সাহস করিবেন না।২৬

সূত। রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের সহিত যদি এ কথা ভালভাবে বুঝিয়া থাকেন যে, পাণ্ডবগণকে রাজ্য ফিরাইয়া না দিলে মঙ্গল নাই, তবে আমিও ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনাশের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।২৭

সঞ্জয়। এই কৌরবদের জন্য আমাদিগকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা তো তুমি ভালভাবেই জান; তথাপি আমরা তোমার সম্মান রক্ষা করিতে তাহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা পূর্ব্বে আমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে এবং সেই সময় আমরা তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি—এই সকল তোমার নিকট কোন কিছুই গোপন নাই।২৮

আজও সেই সবকিছু পূর্ব্বের মতই হইতে পারে। তুমি যেরূপ বলিলে, তদনুসারে আমরা শান্তির পথ বরণ করিব। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে আমাদের পূর্ব্ববৎ রাজ্য থাকিবে ও ভরতবংশভূষণ দুর্য্যোধন আমাদের এই রাজ্য ফিরাইয়া দিবে।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধদোষানুল্লিখ্য যুধিষ্ঠিরং তস্মাৎ নিবর্ত্তয়িতুং সঞ্জয়স্য প্রযত্নঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ধর্মনিত্যা পাণ্ডব তে বিচেষ্টা
লোকে শ্রুতা দৃশ্যতে চাপি পার্থ।
মহাপ্রাবং জীবিতং চাপ্যনিত্যং
সম্পশ্য ত্বং পাণ্ডব মা ব্যনীনশঃ ॥১

ন চেদ্ ভাগং কুরবোঽস্মত্র যুদ্ধাৎ
প্রযচ্ছেয়ুঃ ক্ষত্রিয়ব্রতাভিপন্নাঃ।
ত্রৈধঞ্চর্য্যামন্ধকবৃষ্ণিরাজ্যে
শ্রেয়ো মন্যে ন যুদ্ধেন রাজ্যম্ ॥২

অল্পকালং জীবিতং যন্মনুষ্যে
মহাপ্রাবং নিত্যদুঃখং চলঞ্চ।
তদ্ধ্রুবং তদ্ যশসো বাপ্নুরূপং
তস্মাৎ পাপং পাণ্ডব মা কৃথাস্ত্বম্ ॥৩

কামা মনুষ্যং প্রসজন্ত এতে
ধর্মস্য যে বিঘ্নমূলং নরেন্দ্র।
পূর্বং নরস্তান্ বিজিহ্মান্ প্রণিঘ্য-
লোঁকে প্রশংসাং লভতেঽনঘাত্মা ॥৪

নিবর্ত্তনী হ্যর্থকৃচ্ছ্রে পার্থ
তানিচ্ছতাং যাচ্যতে ধর্ম এব।
ধর্মং তু যঃ প্রবৃণীতে ন বুদ্ধঃ
কামে গৃধ্নো হীয়তেঽর্থানুরোধাৎ ॥৫

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[যুদ্ধের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! আপনার প্রতিটি কর্ম্ম সর্ব্বদা ধর্ম্ম অনুসারে কৃত হয়। যুধিষ্ঠির! তোমার এই ধর্ম্মানুসারে কৃত কর্ম্ম জগতে প্রসিদ্ধ ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই জীবন অনিত্য, তথাপি ইহাদ্বারা মহান্ সুযশ লাভ করা যায়। পাণ্ডব! আপনি জীবনের সেই অনিত্যতার উপর দৃষ্টি পাত করুন এবং আপনার এই কীর্ত্তি নষ্ট হইতে দিবেন না।১

অজাতশত্রো! যদি কৌরবেরা যুদ্ধ ব্যতীত আপনাদের রাজ্য ফিরাইয়া না-ও দেন, তবে আমি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যে ভিক্ষা করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করাকে আপনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া মনে করি। পক্ষান্তরে যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করাকে আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি না।২

মানুষের এই যে জীবন, উহা অতি অল্পকালস্থায়ী। উহার ক্ষয়কারক মহাদোষ ইহাদ্বারাই প্রাপ্ত হয়, এই জীবন সদা দুঃখময় ও চঞ্চল। হে পাণ্ডুনন্দন! অতএব আপনি যুদ্ধরূপ পাপকার্য্য করিবেন না; কারণ, উহা আপনার কীর্ত্তির যোগ্য নয়।৩

নরেন্দ্র! ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন উৎপাদনের মূল কারণ কামনা প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ বিষয়ের অভিমুখে আকর্ষণ করে। সেইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি প্রথমেই সেই কামনাকে নষ্ট করিয়া দেন, তারপর এই জগতে তিনি নির্ম্মল প্রশংসাভাগী হইয়া থাকেন।৪

যুধিষ্ঠির! এজগতে ধনতৃষ্ণাই মানুষকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে। যে ব্যক্তির মধ্যে ধনের তৃষ্ণা আছে, সে ধর্ম্ম কর্ম্ম (নির্ম্মল ভাবে) করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্মকেই বরণ করিয়া লয়, তাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষ বলা হয়। ভোগের কামনাকারী মানুষ ধনে আসক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া ধর্ম্ম হইতে নষ্ট হয়।৫

ধর্মং কৃত্বা কর্মণাং তাত মুখ্যং
মহাপ্রতাপঃ সবিতেব ভাতি।
হীনো হি ধর্মেণ মহীয়সীমাং
লব্ধ্বা নরঃ সীদতি পাপবুদ্ধিঃ ॥৬

বেদোদ্যতস্চরিতং ব্রহ্মচর্য্যং
যজৈরিষ্টং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্তম্।
পরং স্থানং মন্যমানেন তুভ্যং
আত্মা দত্তো বর্ষপূগং সুখেভ্যঃ ॥৭

সুখপ্রিয়ে সেবমানোঽতিবেলং
যোগাত্যাসে যো ন করোতি কর্ম।
বিত্তক্ষয়ে হীনসুখোঽতিবেলং
দুঃখং সেতে কামবেগপ্রণুন্নঃ ॥৮

এবং পুনর্ব্রহ্মচর্য্যাপ্রসক্তো
হিত্বা ধর্মং যঃ প্রতরেত্তুধর্মম্।
অশ্রদ্দধৎ পরলোকায় মূঢ়ো
হিত্বা দেহং তপ্যতে প্রেত্য মন্দঃ ॥৯

ন কর্মণাং বিপ্রণাশোঽস্ত্যমুত্র
পুণ্যানাং বাপ্যথবা পাপকানাম্।
পূর্বং কর্তুর্গচ্ছতি পুণ্যপাপং
পশ্চাৎ যেনযদুপাস্তে স্বয়ং কর্তা ॥১০

দায়োপেতং ব্রাহ্মণেভ্যোঽথ দত্তং
শ্রদ্ধাপূতং গন্ধরসোপপন্নম্।
অন্নাহার্য্যৈস্তুমভিক্ষিতেষু
তথারূপং কর্ম বিধীয়তে তে ॥১১

ইহ ক্ষেত্রে ক্রিয়তে পার্থ কার্য্যং
ন বৈ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে প্রেত্য কার্য্যম্।
কৃতং ত্বয়া পারলৌক্যঞ্চ কর্ম
পুণ্যং মহৎ সদ্ভিরভিপ্রপন্নম্ ॥১২

তাত। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটির মধ্যে ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রাহ্য করত মানুষ মহাপ্রতাপী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজঃবিশিষ্ট শোভাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মহীন এবং যাহার বুদ্ধি পাপে নিরত, সেই মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া কষ্টভোগ করে।৬

আপনি পরলোকের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়া বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিয়াছেন এবং অনন্তকাল সেখানে সুখভোগের জন্য আপনি নিজেকেও সমর্পণ করিয়াছেন।৭

যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে ভোগসুখ ও প্রিয় পুত্রাদির সহিত নিরন্তর বাসরূপ সেবা করিয়া যোগাভ্যাসোপযোগী কর্ম না করে, সেই ব্যক্তির ধন ক্ষয় হইয়া যাইলে সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কামবেগে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া সর্বদা সে দুঃখশয্যায় শয়ন করিতে বাধ্য হয়।৮

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যপালনে প্রবৃত্ত না হইয়া ধর্ম ত্যাগ করত অধর্মের আচরণ করে এবং যে মূঢ় পরলোকের বিশ্বাস করে না, সেই মন্দভাগ্য ব্যক্তি শরীরত্যাগের পর পরলোকে অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়।৯

পুণ্য ও পাপাত্মক কোন কর্মসমূহই পরলোকে নাশপ্রাপ্ত হয় না। কর্তার পূর্বেই পুণ্য ও পাপ পরলোকে যায়, তারপর কর্তাও সেই কর্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।১০

এ জগতে আপনার কর্ম এইরূপে বিখ্যাত আছে যে, আপনি উত্তম দক্ষিণাযুক্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কর্মসমূহে শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভায়োপার্জিত প্রচুর ধন এবং উত্তম গন্ধযুক্ত সুস্বাদু ও পবিত্র অন্ন দান করিয়াছেন।১১

অহাতি মৃত্যুঞ্চ জরাং তরঞ্চ
ন ক্ষুৎপিপাসে মনসোঽপ্রিয়াণি।
ন কর্তব্যং বিদ্যতে তত্র কিঞ্চি-
দ্যত্র বৈ চেন্দ্রিয়প্রীণনাদি ॥১৩

এবংরূপং কর্মফলং নরেন্দ্র
মাত্রাবহং হৃদয়স্য প্রিয়েণ।
ন ক্রোধজং পাণ্ডব হর্ষজঞ্চ
লোকাবুভৌ যা প্রহাসীচ্চিরায় ॥১৪

অন্তং গত্বা কর্মণাং যা প্রজহ্যাঃ
সত্যং দমং চার্জবমানৃশংস্যম্।
অশ্বমেধং রাজসূয়ং তথেজ্যাঃ
পাপস্যান্তং কর্মণো মা পুনর্গাঃ ॥১৫

তস্মাদেবং দেবরূপেণ পার্থাঃ
কার্যতত্ত্বং কর্ম পাপং চিরায়।
নিবসধ্বং বর্ষপূগান্ বনেষু
দুঃখং বাসং পাণ্ডবাঃ ধর্ম এব ॥১৬

অপ্রজ্ঞেয়া স্ম হিত্বাঽঽপুরস্তা-
দাত্মাধীনং যদ্ বলং হেতুদাণীৎ।
নিত্যঞ্চ বস্তাঃ সচিবাস্তবেমে
জনার্দনো যুযুধানশ্চ বীরঃ ॥১৭

মৎস্যো রাজা রুক্মরথঃ সপুত্রঃ
প্রহারিভিঃ সহ বীরৈর্বিরাটঃ।
রাজানশ্চ যে বিজিতাঃ পুরস্তাৎ
স্বামেব তে সংশ্রয়েয়ুঃ সমস্তাঃ ॥১৮

যুধিষ্ঠিরনন্দন। এই শরীর বিদ্যমান থাকিতে থাকিতেই যে কোন সৎকর্ম করিতে পারা যায়, কিন্তু মরণের পর কোন কার্যই করিতে পারা যায় না। আপনি পরলোকে সুখপ্রদানকারী মহৎ পুণ্য কর্ম করিয়াছেন, যাহা সৎপুরুষগণ ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন।১২

(পুণ্যাত্মা) মনুষ্য (স্বর্গলোকে যাইয়া) মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও ভয় ত্যাগ করেন। সেখানে তাঁহাকে মনের প্রতিকূল ক্ষুৎপিপাসা কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। পরলোকে ইন্দ্রিয়গণকে সুখভোগ করান ব্যতীত অন্য কোন কর্তব্যই থাকে না। (কারণ, দেবযোনি—ভোগযোনি, উহা কর্মযোনি নহে। এই অবস্থায় নূতন কর্ম করিতে দেবতাগণ বাধ্য থাকেন না)।১৩

নরেন্দ্র। এইরূপে মনের প্রিয়কর বিষয় হইতে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিতে নাই। পাণ্ডুনন্দন। আপনি ক্রোধজনিত নরক হর্ষজনিত স্বর্গ—এই দুইলোকে কখনও যাইতে ইচ্ছা করিবেন না। (সুতরাং আপনি সনাতন মোক্ষসুখের জন্য কিংবা জ্ঞানযোগের জন্যই সাধন করুন)।১৪

এইরূপে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্মসমূহ দগ্ধ করিয়া সত্য, দম (ইন্দ্রিয়সংযম), সরলতা ও দয়া—এই সকল সদ্‌গুণকে কখনও ত্যাগ করিবেন না। অশ্বমেধ, রাজসূয় এবং অন্যান্য যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠানও পরিহার করিবেন না; কারণ, দুষ্কর্মরূপ পাপকর্মের নিকট পুনরায় যাহাতে আপনাকে যাইতে না হয়।১৫

যুধিষ্ঠিরপুত্রগণ। যদি আপনাদিগকে রাজ্যের জন্য চিরস্থায়ী বিদ্বেষের কারণ দুষ্কর্মরূপ পাপকর্মই করিতে হয়, তবে এই অবস্থায় আমি বলিব যে, আপনারা বহুবর্ষ পর্যন্ত দুঃখময় বনবাসের কষ্টই ভোগ করুন। পাণ্ডবগণ। কারণ, সেই বনবাস আপনাদের পক্ষে ধর্মস্বরূপই হইবে।১৬

পূর্বে পাশাখেলার সময়ই আপনারা কৌরব-

মহাসহায়ঃ প্রতপন্ বলস্থঃ
পুরস্কৃতো বাসুদেবার্জুনাভ্যাম্।
বনাদ্ ধনিষ্ঠম্ বিষতো মহদ্যে
ব্যনেষথা দ্বাদশাষ্টৌ চ বর্ষম্ ॥১৯

বলং কস্মাদ্ বর্ষয়িত্বা পরস্ত
নিজাম্ কস্মাৎ কর্ষয়িত্বা সহায়ান্।
নিরস্য কস্মাদ্ বর্ষপূগান্ বনেষু
মুহূৎসলে পাণ্ডব হীনকালম্ ॥২০

অপ্রাজ্ঞো বা পাণ্ডব মুহ্যমানো-
হধর্মজ্ঞো বা ভূতিমথোঽভ্যুপৈতি।
প্রজ্ঞাবান্ বা মুহ্যমানোঽপি ধর্মং
সংস্তম্ভাদ্ বা সোঽপি ভূতেরুপৈতি ॥২১

নাধর্মে তে রমতে পার্থ বুদ্ধি-
র্ন সংরম্ভাৎ কর্ম চকর্থ পাপম্।
আত্থ কিং তৎ কারণং যস্য হেতোঃ
প্রজ্ঞাবিরুদ্ধং কর্ম চিকীর্ষসীদম্ ॥২২

অব্যাধিজং কটুকং শীর্ষরোগি
যশোঘ্নং পাপকলোদয়ং বা।
দদ্যাং পেয়ং যদ্ধ পিবন্ত্যসন্তো
মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য ॥২৩

পাপানুবন্ধং কো নু তং কাময়েত
ক্ষেমে যোগে জীবনী নোত ভোগাঃ।
যত্র ভীষ্মঃ শান্তনবো হতঃ শেতে
যত্র দ্রোণঃ সহপুত্রো হতঃ স্যাৎ ॥২৪

দিগকে বলপূর্ব্বক নিজ বশে রাখিয়া বনে না যাইয়াই এখানে থাকিতে পারিতেন; কারণ, আজ যে সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বেও আপনাদেরই অধীনে ছিল। আর এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বীরবর সাত্যকিও সর্ব্বদা আপনাদের প্রেমের বশীভূত এবং আপনাদের সহায়ক ।১৭

যুদ্ধ করিতে বিপুল বীর সৈন্যগণ, পুত্রগণের সহিত সুবর্ণময় রথে সুশোভিত মৎস্যদেশের রাজা বিরাট ও অন্যান্য নরপতিবৃন্দ, যাঁহাদিগকে আপনারা পূর্ব্বে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার যুদ্ধে আপনাদেরই পক্ষ লইতেন ।১৮

সেই সময় আপনি বহু সহায়সম্পন্ন ও বলশালী ছিলেন, তখন আপনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অগ্রে রাখিয়া শত্রুগণের উপর আক্রমণ করিতে পারিতেন। যুদ্ধভূমিতে নিজ শ্রেষ্ঠ শত্রুগণকে সংহার করিয়া আপনি দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন ।১৯

পাণ্ডুনন্দন! কি কারণ ছিল যে, আপনি তখন শত্রুদিগকে বধিত হইবার সময় দিলেন? কি হেতু আপনি সহায়কগণকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলেন এবং কেনই বা আপনি বার বৎসর বনবাস করিলেন? আজ যখন আপনাদের সেই অনুকূল সময় চলিয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় কেন আপনার যুদ্ধ করিবার বাসনা হইল ।২০

পাণ্ডুনন্দন! অজ্ঞান কিংবা পাপী মনুষ্যও যুদ্ধ করিয়া সম্পত্তি লাভ করে, আবার বুদ্ধিমান্ বা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিও দৈব বাধার ফলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হন ।২১

কুন্তীনন্দন! আপনার বুদ্ধি কখনও অধর্ম্মে নিরত হয় না এবং আপনি কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া পাপকর্ম্ম করেন না। তাহা হইলে বলুন—এখন আপনি এমন কি কারণ দেখিলেন যে, আপনার বুদ্ধিবিরুদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় এই পাপকর্ম্ম করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন ।২২

কৃপঃ শল্যঃ সৌমদত্তিবিকর্ণৌ
বিবিংশতিঃ কর্ণদুর্যোধনৌ চ।
এতান্ হত্বা কীদৃশং তৎ সুখং স্যাদ্
যদ্ বিদ্বেষাত্তদনু ব্রূহি পার্থ ॥২৩
সদ্বীপায়াং পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং
জয়ামৃত্যূ নৈব হি যং প্রজহ্যাঃ।
প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখে চ রাজন্
নেহং বিদ্বান্ নৈব যুদ্ধং কৃতং যম্ ॥২৬
অমাত্যানাং যদি কামস্য হেতো-
রেবং যুক্তং কর্ম চিকীর্ষসি যম্।
অপক্রামেঃ স্বং প্রধানৈরমাত্যৈ-
র্মা গাস্থাং বৈ দেবযানাৎ পথোঽদ্য ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

মহারাজ! যাহা ব্যাধিব্যতীতই উৎপন্ন হয়, যাহা কটু এবং বিনা কারণেই শিরঃপীড়া জন্মায়, যাহা যশের নাশক, পাপরূপ ফলের উৎপাদক, সজ্জন ব্যক্তিরাই পানের যোগ্য, অসৎব্যক্তি পান করে না, সেই ক্রোধকে আপনি পান করিয়া ফেলুন এবং শান্ত হউন।২৩

যাহা পাপেরই কারণ, সেই ক্রোধকে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে? আপনার বুদ্ধিতে তো ক্ষমাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহা ভোগ নহে; যাহার জন্য আপনি ভ্রাতৃস্বজন ভীষ্ম ও পুত্রের সহিত আচার্য্য দ্রোণকে হত্যা করিবেন?।২৪

কুন্তীনন্দন! এইরূপ কি সুখ আছে যে, যাহার জন্য আপনি কৃপাচার্য্য, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন—ইহাদের সকলকে বধ করিতে চাহিতেছেন? আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলুন।২৫

রাজন্! সমুদ্র পর্য্যন্ত এই সমগ্রা ধরণীকে পাইয়াও আপনি জয়-মৃত্যু, প্রিয়-অপ্রিয় ও সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আপনি এই সব তত্ত্ব ভালভাবেই জানেন, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি যুদ্ধ করিবেন না।২৬

যদি আপনি আপনার মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে এতাদৃশ পাপময় যুদ্ধ করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তবে আপনি আপনার সর্ব্বস্ব সেই মন্ত্রি-বর্গকে প্রদান করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ করুন। তথাপি আপনি আত্মীয়স্বজনকে বধ করিয়া দেবযানমার্গ হইতে চ্যুত হইবেন না।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়ায় যুধিষ্ঠিরস্যোত্তরদানম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অসংশয়ং সঞ্জয় সত্যমেতদ্
ধর্ম্মো বরঃ কর্ম্মণাং যৎ ত্বমাথ ।
আত্মা তু মাং সঞ্জয় গর্হয়েত্বং
যদি ধর্ম্মং বদ্বধর্ম্মং চরেয়ম্ ॥১

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ধর্ম্মরূপাণি যত্তে
ধর্ম্মঃ কৃৎস্নো দৃশ্যতেঽধর্ম্মরূপঃ ।
বিভ্রদ্ ধর্ম্মো ধর্ম্মরূপং তথা চ
বিদ্বাংসন্তং সম্প্রপশ্যন্তি বৃদ্ধ্যা ॥২

এবং তথৈবাপদি লিঙ্গমেতদ্
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নিত্যবৃত্তৌ ভবেতাম্ ।
আত্মং লিঙ্গং যস্য তস্য প্রমাণ-
মাপদ্ধর্ম্মং সঞ্জয় তং নিবোধ ॥৩

লুপ্তায়াং তু প্রকৃতৌ যেন কর্ম্ম
নিষ্পাদয়েৎ তৎ পরীপ্সেদ্ বিহীনঃ ।
প্রকৃতিস্থশ্চাপদি বর্ত্তমান
উভৌ পন্থৌ ভবতো সঞ্জয়েতৌ ॥৪

অবিনাশমিচ্ছতাং ব্রাহ্মণানাং
প্রায়শ্চিত্তং বিহিতং যদ্ বিধাত্রা ।
সম্পশ্যেথাঃ কর্ম্মসু বর্ত্তমানান্
বিকর্ম্মস্থান্ সঞ্জয় গর্হয়েত্বম্ ॥৫

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের উত্তর দান ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সঞ্জয়। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। তুমি এই যে কথা বলিলে, তাহা নিঃসংশয়ে সত্য। সঞ্জয়। কিন্তু আমি ধর্ম্ম করিতেছি কি অধর্ম্ম করিতেছি, ইহা প্রথমে জান, তারপর আমার নিন্দা করিবে।১

কোনস্থলে অধর্ম্মই ধর্ম্মের রূপ ধারণ করে, আবার কোনস্থলে পরিপূর্ণ ধর্ম্মকেই অধর্ম্মরূপে দেখা যায়। আবার কোন স্থলে ধর্ম্ম নিজ প্রকৃত স্বরূপেই অবস্থান করেন। বিদ্বান্ পুরুষ নিজ বুদ্ধি দ্বারা তাহা বিচার করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত-স্বরূপ দর্শন করেন এবং বুঝিয়া থাকেন।২

এইরূপ এজগতে বিভিন্ন বর্ণসমূহের যে সকল নিজ নিজ লক্ষণ (চিহ্ন) [যেরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শৌর্য্যাদি এবং বৈশ্যের পক্ষে কৃষিআদি) আছে, এই সকল লক্ষণ যেমন সেই সেই বর্ণের পক্ষে ধর্ম্মস্বরূপ, সেইরূপ আবার এই সকল লক্ষণ অন্য বর্ণের পক্ষে অধর্ম্মস্বরূপ হয়। এই ভাবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যদিও সর্ব্বদা বিদ্যমানরূপে আছে, তথাপি আপত্তিকালে তাহারা অন্য বর্ণের লক্ষণকেও নিজের বলিয়া গণ্য করে। প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণের যে বিশেষ লক্ষণ (যাজন ও অধ্যাপনাদি) আছে, উহা তাঁহাদের জন্যই প্রমাণস্বরূপ। (ক্ষত্রিয় প্রভৃতির আপত্তি-কালেও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নহে)। সঞ্জয়। আপদ্ধর্ম্মের স্বরূপ কি? উহা তুমি আগে শাস্ত্র বচনাদিদ্বারা জান।৩

প্রকৃতির (জীবিকার সাধনের) সর্ব্বপ্রকারে লোপ হইয়া যাইলে যে বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবনের রক্ষা হইবে এবং সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে, জীবিকাহীন পুরুষ

মনীষিণাং সন্ত্বিচ্ছেদনায়
বিধীয়তে সংহৃ বৃত্তিঃ সদৈব।
অব্রাহ্মণাঃ সন্তি তু যে ৩ বৈত্তাঃ
সর্বোৎসঙ্গং সাধু মন্যেত তেভ্যঃ ॥৬

তদধ্যানঃ পিতরো যে চ পূর্বে
পিতামহা যে চ তেভ্যঃ পরেভ্যঃ।
যজ্ঞৈষিণো যে চ হি কর্ম কুর্যু-
র্নাস্যং ততো বাস্তিকোঽস্মীতি মন্যে ॥৭

যৎ কিঞ্চেদং বিত্তমস্যাং পৃথিব্যাং
যদ্ দেবানাং ত্রিদশানাং পরং যৎ।
প্রাজাপত্যং ত্রিদিবং ব্রহ্মলোকং
নাবর্ষঃ সঞ্জয় কাময়েয়ম্ ॥৮

ধর্মেশ্বরঃ কুশলো নীতিমাংশ্চা-
প্যুপাসিতা ব্রাহ্মণানাং মনীষী।
নানাবিধাংশ্চৈব মহাবলাংশ্চ
রাজন্তভোজানুশাস্তি কৃষ্ণঃ ॥৯

উহার আশ্রয় অবশ্যই লইবে (অর্থাৎ অন্যের জীবিকাকে নিজের জীবিকারূপে গ্রহণ করিবে)। সঞ্জয়! যে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ (স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত) হইয়াও আপৎকালের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি (নিজের লোভনীয় বৃত্তির কারণ) নিন্দনীয় হয় এবং যে ব্যক্তি আপদাপন্ন হইয়াও (সেই সময়ের জন্য শাস্ত্রবিহিত সাধনকে নিজের বলিয়া গণ্য না করিয়া) জীবিকানির্বাহ করে না, সেই ব্যক্তিও (আত্মীয় স্বজন পালন না করার ফলে) নিন্দনীয় হয়। এইরূপে উভয়পক্ষের মানুষই নিন্দার পাত্র হইয়া থাকে।৫

পুনঃ। (মুখ্য সাধন দ্বারা জীবিকার্জন না হইলে যাহাতে) ব্রাহ্মণগণের নাশ না হয়—এইরূপ ইচ্ছাকারী বিধাতা (তাঁহাদের জন্য অন্য বর্ণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জনের মোধে) যে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান দিয়াছেন, তুমি তাহার উপর দৃষ্টিপাত কর। তাহার পর আমরা যদি পুনরায় এই আপত্তিকালেও (স্বাভাবিক কর্মসমূহেই আসক্ত থাকি এবং আপত্তিকাল না থাকিলেও) যদি নিজ বর্ণের বিপরীত কর্মে ব্যাপৃত থাকি, তবে এইরূপ অবস্থায় তুমি আমাদিগকে দেখিয়া অবশ্যই আবার আমাদিগকেই নিন্দা করিবে।৫

মনীষী পুরুষগণ সত্ত্ব আদি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্বদাই সৎপুরুষগণের আশ্রয় লইয়া জীবননির্বাহ করিবেন—ইহাই তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রীয় বিধান। পরন্তু যিনি ব্রাহ্মণ নহেন এবং ব্রহ্মবিদ্যায় যাঁহার নিষ্ঠা নাই, তাঁহাদের সকলের জন্য সকলের নিকট প্রশংসনীয় নিজ ধর্মানুসারে জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হইবে।৬

যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক আমার পূর্ব পিতা পিতামহাদি এবং তাঁহাদেরও পূর্বপুরুষগণ এই মার্গেই চলিয়াছেন (যে মার্গের কথা এখন আমি তোমার সহিত আলোচনা করিলাম।)। যাঁহারা কর্ম করেন, তাঁহারাও ঐ মার্গ ধরিয়াই কর্মের আচরণ করেন। আমিও নাস্তিক নহি, সেই জন্য এই মার্গ ধরিয়াই কর্ম করিতেছি। ইহা ব্যতীত অন্যমার্গে আমার বিশ্বাস নাই।৭

সঞ্জয়! ভূতলে যাহা কিছু ধন-বৈভব বিদ্যমান আছে, নিত্যযৌবনশালী দেবতাগণের স্থানে যাহা ধনরাশি আছে, উহা হইতেও উৎকৃষ্ট প্রজাপতির যে ধন এবং স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকের যে সম্পূর্ণ বৈভব, এ সমস্তই যদি একত্রে সম্মিলিত হয়, তথাপি আমি অধর্মদ্বারা উহা গ্রহণ করিতে চাহি না।৮

এখানে সাক্ষাৎ ধর্মের অধিপতি, কুশল নীতিজ্ঞ,

যদি ত্বহং বিসৃজন্ সাম গর্ব্যো
নিযুধ্যমানো যদি জহ্যাং যথার্থম্।
মহাযশাঃ কেশবস্তদ্ ব্রবীতু
বাসুদেবস্তূভয়োরর্থকামঃ ॥৯
শৈনেয়োঽয়ং চেদয়শ্চান্ধকাশ্চ
বার্ষ্ণেয়তেজাঃ কুকুরাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ।
উপাসীনা বাসুদেবস্য বুদ্ধিং
নিগৃহ্য শত্রূন্ সুহৃদো নন্দয়ন্তি ॥১১
বৃষ্ণ্যন্ধকা যুদ্ধসেনাদয়ো বৈ
কৃষ্ণপ্রণীতাঃ সর্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ।
মনস্বিনঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ
মহাবলা যাদবা ঘোরবন্তঃ ॥১২

কাশ্যো বভ্রুঃ শ্রিয়মুত্তমাং গতো
লব্ধ্বা কৃষ্ণং ভ্রাতরমৌশিতারম্।
যস্মৈ কামান্ বর্ষতি বাসুদেবো
গ্রীষ্মাত্যয়ে দেব ইব প্রজাভ্যঃ ॥১৩
ঈদৃঙ্নোঽয়ং কেশবস্তাত বিদ্বান্
বিদ্ধি হ্যেবং কর্মণাং নিশ্চয়জ্ঞম্।
প্রিয়শ্চ নঃ সাধুতমশ্চ কৃষ্ণো
নাতিক্রামে বচনং কেশবস্য ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
যুধিষ্ঠিরবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

ব্রাহ্মণভক্ত ও মনীষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন, যিনি মহাবলবান্ অন্ধকগণকে ও ভোজবংশীয়গণকে শাসন করেন। যদি আমি সামনীতি অথবা যুদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া নিন্দাপাত্র হই কিংবা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া যদি নিজ ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকি, তবে এই মহাযশস্বী বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করুন; কারণ, ইনি উভয় পক্ষেরই হিতকারী ॥৮-১০

এই সাত্যকি, চেদিদেশবাসিগণ, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এই ভগবান্ বাসুদেবের পরামর্শানুসারে চলিয়া নিজ শত্রুবর্গকে বন্দী করেন ও সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করেন ॥১১

শ্রীকৃষ্ণকথিত নীতি অনুসারে আচরণ করিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের উগ্রসেনাদি সকল ক্ষত্রিয়গণ ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী হইয়াছেন এবং সকল যাদবই মনস্বী, সত্যপরাক্রম, মহাবলবান্ এবং নানাভোগসামগ্রীসম্পন্ন হইয়াছেন ॥১২

(পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ছোট ভাই) কাশীরাজ বভ্রু এই শ্রীকৃষ্ণকেই শাসক বন্ধুরূপে পাইয়া উত্তম রাজ্যলক্ষ্মীর অধিকারী হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বর্ষাকালে জনসাধারণের জন্য মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় এই বভ্রুর জন্য সমস্ত অভীপ্সিত ভোগ্যবস্তুসমূহের বর্ষণ করেন ॥১৩

তাত সঞ্জয়! তোমার ইহা জানা উচিত যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রভাবশালী ও বিদ্বান্। ইনি প্রত্যেক কর্মের অন্তিম পরিণতি কি, তাহা জানেন। এই কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। আমি ইহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহি ॥১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে
যুধিষ্ঠিরবাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়বাক্যস্য প্রত্যুত্তরং দদতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সাবধানবাণীকথনম্ ।]

বাসুদেব উবাচ ।

অবিনাশং সঞ্জয় পাণ্ডবানা-
মিচ্ছাম্যহং ভূতিমেষাং প্রিয়ঞ্চ ।
তথা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য সূত
সমাশংসে বহুপুত্রস্য বৃদ্ধিম্ ॥১

কাময়ে হি যে সঞ্জয় নিত্যমেব
শান্তম্ ক্রয়াং তাব্ প্রতি শাম্যতেতি ।
রাজ্ঞশ্চ হি প্রিয়মেতদ্ব্রুবোমি
মন্যে চৈতৎ পাণ্ডবানাং সমক্ষম্ ॥২

দুষ্কৃতন্বত্র শঙ্কে হি নূনং
প্রদর্শিতঃ সঞ্জয় পাণ্ডবেন ;

যস্মিন্ বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রঃ
কস্মাদেষাং কলহো নাবর্তেৎ ॥৩

ন ত্বং ধর্মং বিচরং সঞ্জয়েহ
মত্তশ্চ জানাদি যুধিষ্ঠিরাচ্চ ।
অথো কস্মাৎ সঞ্জয় পাণ্ডবস্য
উৎসাহিনঃ পুরয়তঃ স্বকর্ম ॥৪

যথাখ্যাতমাবসতঃ কুটুম্বে
পুরা কস্মাৎ সাধুবিলোপমাথ ।
অস্মিন্ বিধৌ বর্তমানে যথাব-
দুচ্চাবচা মতয়ো ব্রাহ্মণানাম্ ॥৫

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের বাক্যের উত্তর প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ।]

ভগবান্ বাসুদেব বলিলেন,—সূত সঞ্জয়। আমি যেরূপ পাণ্ডবগণের বিনাশ হইতে রক্ষা, তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান এবং তাঁহাদের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করি, সেইরূপ অনেক পুত্রবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও অভ্যুদয় কামনা করি।১

সূত! আমারও সর্ব্বদা এই অভিলাষ যে, উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। "কুরু-কুমারগণ। আপনারা কৌরবদিগের সহিত সন্ধি করুন এবং তাঁহাদের প্রতি শান্তভাব অবলম্বন করুন"—এই কথা ব্যতীত আমি পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্য কথা বলি না। রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতেও আমি এইরূপ প্রিয় বাক্যই শুনিতে পাই এবং আমিও ইহাই মনে করি।২

সঞ্জয়! যেরূপ অভিপ্রায় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যক্ত করিয়াছেন, রাজ্যের প্রশ্ন লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি বিদ্যমান থাকুক, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র (পাণ্ডবগণের) যে রাজ্যে আসক্ত হইয়া উহা লইতে ইচ্ছা করিতেছেন, উহার জন্য এই কৌরব-পাণ্ডবদিগের মধ্যে কলহ কেন বর্দ্ধিত হইবে না।৩

সঞ্জয়! তুমি ইহা ভালভাবেই জান যে, আমার ও যুধিষ্ঠিরের দ্বারা ধর্ম্ম লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে উৎসাহভরে স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন এবং শাস্ত্রকথিত বিধি অনুসারে কুটুম্বপালনে (গৃহস্থাশ্রম পালনে) নিরত আছেন, তথাপি তুমি পাণ্ডুকুমারের ধর্ম্মলোপের চর্চ্চা বা আশঙ্কা পূর্ব্বে কোন বিচারের দ্বারা করিলে? গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবার শাস্ত্রে যে সকল বিধি কথিত হইয়াছে, উহা পালন করিবার বিষয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মতও ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়।৪-৫

আশ্রয় না করে অবিদ্যাবশে দেহাত্ম বোধের জন্য, ক্ষুদ্র ভোগ সুখ লাভের জন্য, আকুল হই, কর্ণ আত্মপ্রশংসা, ত্বক্ নারীস্পর্শ, চক্ষু পরনারীর রূপ, জিহ্বা অশাস্ত্রীয় রজস্তমোবর্ধক রস, নাসিকা অকিঞ্চিৎকর রাজসিক গন্ধ, বাক্ মিথ্যা দুষ্ট ও কামবর্ধক বাক্য, পাণি নারীর অঙ্গস্পর্শ গ্রহণ ও পাদ যখন কুস্থানে যেতে অভ্যস্ত হয়, তুচ্ছ লৌকিক ভোগ ভিন্ন আর কিছু নাই—এই স্থির করে যখন সাংসারিক ভোগ্য পদার্থে একান্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, শাস্ত্রকে অবমাননা করে যথেচ্ছ ভোগে রত হয়, শাস্ত্রপাঠ যখন চলে যায়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আদি সকল বর্ণই অর্থকরী বিদ্যা অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করে, ভোগের জন্য যখন মানব অর্থকে পরমার্থ ভেবে সৎপথ শাস্ত্রমার্গ পরিহার করত মনোপার্জনে নিরত হয়, সাধু ও শাস্ত্রপাঠী, শাস্ত্রপথ অবলম্বনকারিগণ যখন সাধারণের নিকট পরিহাসের পাত্র হয়, বেদ ও শাস্ত্রকে বিলুপ্ত করবার জন্য ভোগোন্মাদ অধার্মিকগণ বদ্ধপরিকর হয়, যখন ধর্মপরায়ণগণ হাহাকার করতে থাকেন, আমি তখন স্থির থাকতে পারিনা, ছুটে আসি—ধর্মসংস্থাপনের জন্য, ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসি। চিনতে পারেনা—সেই ভোগোন্মত্ত আমাকে চিনতে না পেরে সাধারণ মানুষ মনে করে। আমার সঙ্গে শত্রুতা করতেও পশ্চাৎ পদ হয়না, তা'তেও আমি আমার কার্য্য ধর্মসংস্থাপন করি। এভাবে নব যুগে যুগে যখন যখন প্রয়োজন হয়, তখন তখন আবির্ভূত হয়ে আমার ধর্মকে আমি উত্তমরূপে আরোপণ করি, আবার ধর্মের অত্যুজ্জ্বল আলোকে জগৎ আলোকিত হয়। অধার্মিকগণ সূর্য্যোদয়ে পেচকাদি—নিশাচরগণের ন্যায় লুক্কায়িত হয়। আবার মানুষ স্বীয় জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে আত্মদর্শনের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

ওরে ঐ যে, আমার প্রিয়তম প্রাণাধিকগণ! আমি যে তোদের দূরে থাকিয়া, অন্তরের অন্তঃস্থলে সতত বিরাজমান, দেখ দেখ ফিরে চেয়ে দেখ—তুই কত সুখের অধীশ্বর, ওরে ফিরে দেখরে—তুই কে? কেন দেহ-ধারণ করেছিস্? তোর কর্ত্তব্য কি বুঝেনে। আয় আয় ফিরে আয়, অন্তরে ফিরে আয়। আমি ভূমানন্দ নিয়ে তোকে ডাকছি, কতদিন কত যুগ যুগান্তর ডাকছি, আয় আয় প্রিয়তম। তোর আনন্দরাজ্যে চেয়ে দেখ ভূমাকে। মহতো মহীয়ান্ ভূমা, যা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ, তিনি নিম্নে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত। আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমি এই সমস্ত আত্মাই নিম্নে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে. আত্মাই এই সমস্ত ধর্মসংস্থাপন করে,—এই ভূমা সুখের সন্ধান দিই, এই জন্যই আমি আসি।

---

22 JAN 1971

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারমঠ
১২।৬৬

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি উত্তমরূপে ধর্ম রক্ষা করবার জন্যই যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। ধর্মের দ্বারা জনমণ্ডলী বিধৃত হয়ে আছে। যা ধারণসংযুক্ত তাহাই ধর্ম, জগৎকে যিনি ধারণ করেন—তিনি ধর্ম।

স্মৃতি-শ্রুতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম প্রকীর্তিতঃ।
অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্মাভাসঃ স উচ্যতে॥

[নবমবর্ষ, আশ্বিন মাস, ১৩৭৭] [চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আকাশিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মূলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুদ্রণ-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

কার্যালয় :—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারালয়
(অবস্থান মন্ত্রদান)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীসত্যধন বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ভারাচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণশ্রীর্থ
শ্রীরমরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্রণ-কার্য্যনির্ব্বাহ :—
কিঙ্কর বিদ্যানন্দ।
গুরু শ্রীহিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ্, ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরমরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯৫, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৫বি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রের মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না বোধ করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীওঁঙ্কারের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটী
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা
২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুযম, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

কর্মণাহুঃ সিদ্ধিমেকে পরত্র
হিত্বা কর্ম বিদ্যয়া সিদ্ধিমেকে।
বাহুর্জ্ঞানো ভক্ষ্যভোজ্যস্য তৃপ্যেদ্
বিধানমীহ বিহিতং ব্রাহ্মণানাম্ ॥৬
যা বৈ বিদ্যাঃ সাধয়ন্তীহ কর্ম
তাসাং ফলং বিদ্যতে নেতরাসাম্।
তস্মেহ বৈ দৃষ্টফলং তু কর্ম
পীত্বোদকং শাম্যতি তৃষ্ণয়ার্তঃ ॥৭
সোঽহং বিধিবিহিতঃ কর্মণৈব
সংবর্তয়ে সঞ্জয় তত্র কর্ম।

কেহ বলেন,—(গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া) কর্মযোগের দ্বারাই পরলোকে সিদ্ধি লাভ হয়, আবার কেহ বলেন,—কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ হয়। • বিদ্বান্ পুরুষগণও এই জগতে ভক্ষ্য ভোজ্য পদার্থ উপভোগ ব্যতীত তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন না, অতএব বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য ভোজন করিবার বিধি আছে।৬

যে সকল বিদ্যা কর্ম সম্পাদন করে, সেই সকল বিদ্যারই ফল দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য বিদ্যার হয় না। বিদ্যা ও কর্মের মধ্যে কর্মের ফলই প্রত্যক্ষ দেখা যায়। পিপাসায় পীড়িত ব্যক্তি জল পান করিয়াই শান্ত হয় (উহা জানিয়া নহে; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সৎকর্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য।)৭

সঞ্জয়। জ্ঞানের বিধান কর্মের সহিত জানিতে

তত্র যোঽন্যৎ কর্মণঃ সাধু মন্যে-
ন্মোঘং তস্যালপিতং দুর্বলস্য ॥৮
কর্মণামী ভান্তি দেবাঃ পরত্র
কর্মণৈবেহ প্রথতে মাতরিশ্বা।
অহোরাত্রে বিদধৎ কর্মণৈব
অতন্দ্রিতো নিত্যমুদেতি সূর্যঃ ॥৯
মাসার্ধমাসানথ নক্ষত্রযোগা-
নতন্দ্রিতশ্চন্দ্রমাশ্চাভ্যুপৈতি।
অতন্দ্রিতো দহতে জাতবেদাঃ
সমিধ্যমানঃ কর্ম কুর্বন্ প্রজাভ্যঃ ॥১০

হইবে, সেইজন্য জ্ঞানের মধ্যেও কর্ম বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা কর্মত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেই ব্যক্তি দুর্বল; তাহার কোন কথা বলাও ব্যর্থ হয়। (কারণ, তাহার জ্ঞান ভাসা ভাসা থাকে, গভীরে পৌঁছায় না)।৮

কর্মের দ্বারাই সকল দেবতা স্বর্গলোকে দেদীপ্যমান থাকেন। কর্মহেতুই বায়ু জগতে বিচরণ করেন এবং সূর্যদেব আলস্য পরিহার করত কর্মের জন্যই দিবা ও রাত্রি বিভাগ পূর্বক প্রতিদিন উদিত হন।৯

চন্দ্রও অলসতা ত্যাগ করিয়া (কর্মের দ্বারাই) মাস, পক্ষ ও নক্ষত্রসমূহের যোগ প্রাপ্ত করেন। এইরূপে জাতবেদাও (অগ্নিদেবও) আলস্যরহিত হইয়া প্রজাগণের জন্য কর্ম করিতে করিতে প্রজ্বলিত হওত দাহক্রিয়া সম্পাদন করেন।১০

• শ্রীভগবানের এই বাক্যে দুইটি মত দেখা যায়—১। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া স্ব-স্ব বর্ণবিহিত কর্মানুষ্ঠান করা। এবং ২। ঐ সকল গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করত জ্ঞানযোগের অভ্যাস করা। এই দুইয়ের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রীভগবানের মতে শ্রেষ্ঠ; কারণ, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই স্ব-স্ব বর্ণবিহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সন্ন্যাসাশ্রমে অনুভবযোগ্য জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের কর্মযোগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সন্ন্যাসাশ্রমে সম্ভব হয় না। অতএব সম্পূর্ণ ধর্মের ফলপ্রাপ্তির স্থান এই গৃহস্থাশ্রম।

অতন্দ্রিতা ভারমিমং মহান্তং
বিভর্তি দেবী পৃথিবী যথেদম্।
অতন্দ্রিতাঃ শীঘ্রমপো বহন্তি
সন্তর্পয়ন্ত্যঃ সর্বভূতানি নক্তম্ ॥১১

অতন্দ্রিতো বর্ষতি ভূমিভেদাঃ
সন্নাদয়ন্নন্তরিক্ষং দিশশ্চ।
অতন্দ্রিতো ব্রহ্মচর্য্যং চচার
শ্রেষ্ঠ্যমিচ্ছন্ বলভিদ্ দেবতানাম্ ॥১২

হিত্বা সুখং মনসশ্চ প্রিয়াণি
তেন শক্রঃ কর্মণা শ্রৈষ্ঠ্যমাপ।
সত্যং ধর্মং পালয়ন্নপ্রমত্তো
দমং তিতিক্ষাং সমতাং প্রিয়ঞ্চ ॥১৩

এতানি সর্বাণ্যুপসেবমানঃ
স দেবরাজং মঘবান্ প্রাপ মুখ্যম্।

বৃহস্পতির্ব্রহ্মচর্য্যং চচার
সমাহিতঃ সংশিতাত্মা যথাবৎ ॥১৪

হিত্বা সুখং প্রতিরুদ্ধেন্দ্রিয়াণি
তেন দেবানামগমদ্ গৌরবং সঃ।
তথা নক্ষত্রাণি কর্মণামুত্র ভান্তি
রুদ্রাদিত্যা বসবোঽথাপি বিশ্বে ॥১৫

যমো রাজা বৈশ্রবণঃ কুবেরো
গন্ধর্বযক্ষাপ্সরসশ্চ সূত।
ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মচর্য্যং ক্রিয়াশ্চ
নিষেবমাণা ঋষয়োঽমুত্র ভান্তি ॥১৬

জানন্নিমং সর্বলোকস্য ধর্মং
দ্বিজেন্দ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাঞ্চ।
স কস্মাৎ ত্বং জানতাং জ্ঞানবান্ সন্
ব্যাবভ্রংসে শস্ত্রভৃৎ কৌরবার্থে ॥১৭

পৃথিবীদেবী অনলসভাবে (কর্মে তৎপর থাকিয়া) নিজ শক্তি দ্বারা বিশ্বের এই গুরু ভার বহন করিতেছেন। এই নদীসকলও আলস্যশূন্য হইয়া (কর্মে তৎপর থাকিয়া) সকল প্রাণীকে তৃপ্ত করিতে করিতে বেগের সহিত বহিয়া যাইতেছে।১১

যিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার ইচ্ছায় আলস্যরহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করিয়াছেন, সেই মহাতেজস্বী বলনামক দৈত্য-বিনাশী ইন্দ্রও অনলসভাবে (কর্মপরায়ণ হইয়া) মেঘগর্জনদ্বারা আকাশ ও দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া যথাকালে বর্ষণ করিতেছেন।১২

ইন্দ্র সুখ ও মনের প্রিয় বস্তুসমূহ ত্যাগ করিয়া সৎকর্মের প্রভাবেই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি সাবধানে থাকিয়া সত্য, ধর্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সহিষ্ণুতা, সমদর্শিতা এবং সকলেরই প্রিয় ব্যবহার পালন করেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলির সেবনের কারণেই ইন্দ্র মুখ্য দেবরাজ্য (দেবাধিপত্য) লাভ করিয়াছেন। এইভাবে বৃহস্পতিও সমাহিত ও সংযতচিত্ত হইয়া সুখ পরিত্যাগ করত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিজের বশে রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছেন। এই সব সৎ কর্মের প্রভাবে তিনি দেবগুরুর সম্মানিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আকাশে স্থিত সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল সৎ কর্মেরই প্রভাবে পরলোকে প্রকাশিত হইয়া থাকে। রুদ্র, আদিত্য, বসু ও বিশ্বে দেবগণও কর্মের বলেই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।১৩-১৫

সূত। যমরাজ, বিশ্রবাপুত্র কুবের, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং অপ্সরাগণ নিজ নিজ কর্মের প্রভাবেই স্বর্গে বিরাজমান আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য

আয়ান্তেষু নিত্যসংযোগমস্ত
তথাশ্বমেধে রাজসূয়ে চ বিদ্ধি।
সংযুজ্যতে ধনুষা বর্মণা চ
হস্ত্যশ্বাস্তে রথশস্ত্রৈশ্চ ভূয়ঃ ॥১৮

তে চেদিমে কৌরবাণামুপায়-
মবগচ্ছেয়ুর্বধমেবৈষ পার্থাঃ।
ধর্মত্রাণং পুণ্যমেষাং কৃতং স্যা-
দাদ্যে যুদ্ধে ভীমসেনং বিমৃশ্য ॥১৯

তে চেৎ পিত্র্যে কর্মণি বর্তমানা
আপদ্যেরন্ নিষ্ঠুরেণেহ মৃত্যুম্।
যথাশক্ত্যা পূরয়ন্তঃ স্বকর্ম
তদপ্যেষাং নিধনং স্যাৎ প্রশস্তম্ ॥২০

উতাহো ত্বং মন্যসে শাম্যমেব
রাজ্ঞাং যুদ্ধে বর্ততে ধর্মতন্ত্রম্।
অযুদ্ধে বা বর্ততে ধর্মতন্ত্রং
তথৈব মে বাচমিমাং শৃণোমি ॥২১

চাতুর্বর্ণ্যস্য প্রথমং সংবিভাগ-
মবেক্ষ্য ত্বং সঞ্জয় সর্বকর্ম।
নিশম্যাথো পাণ্ডবানাঞ্চ কর্ম
প্রশংস বা নিন্দ বা যা মতিস্তে ॥২২

অধীতী ব্রাহ্মণো বৈ ব্রজেত
হস্ত্যশ্বীয়াৎ তীর্থমুখ্যানি চৈব।
অধ্যাপয়েদ্ যাজয়েচ্চাপি যাজ্যান্
প্রতিগ্রহান্ বা বিদিতান্ প্রতীচ্ছেৎ ॥২৩

জিয়াপালনকারী মহর্ষিগণও কর্মবলেই পরলোকে শোভা প্রাপ্ত হন।১৩

সঞ্জয়! তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সম্পূর্ণ লোকসমূহের এই সুপ্রসিদ্ধ ধর্মকে জান। তুমি জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইয়াও কৌরবগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেন এই বাগজাল বিস্তৃত করিতেছ?১৭

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায়ের ফলে শাস্ত্রের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান আছে। এইরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং রাজসূয়াদি যজ্ঞের সহিতও নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইনি সখা ধনু ও কবচে সংযুক্ত আছেন। হস্তী-অশ্বাদি বাহনসমূহ, রথ ও অস্ত্রাদিও ইঁহার নিকট বিদ্যমান আছে। এই কুন্তীপুত্রগণ যদি কৌরবগণকে বধ না করিয়া অন্য কোন উপায়ে রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া থাকেন, তবে ইঁহারা নিশ্চয়ই ভীমসেনকে সম্মুখে রাখিয়া আর্যপুরুষ কর্তৃক আচরিত সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট হইয়া ধর্মরক্ষারূপ পুণ্য সম্পাদন করিবেন। (তুমি ইহা অবশ্যই জানিয়া থাক)।১৮-১৯

পাণ্ডবগণ নিজ পিতৃপিতামহের কর্ম—ক্ষাত্রধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া যথাশক্তি নিজকর্তব্য পালন করিতে করিতে যদি দৈববশে তাঁহাদের মৃত্যুও হইয়া থাকে, তবে ইঁহারা ঐ মৃত্যুকে উত্তম বলিয়া মনে করিবেন।২০

যদি তুমি শান্তিভাব স্থাপিত রাখাকেই উত্তম বলিয়া মনে কর, তবে তুমিই বল—রাজারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে না তাঁহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিলে ধর্ম রক্ষিত হইবে? তুমি ইহা বিচার করিয়া বল, আমরা তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি।২১

সঞ্জয়! তুমি প্রথমে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বিভাগ ও তাঁহাদের প্রত্যেক বর্ণের নিজ নিজ কর্মসমূহ পর্যালোচনা করিয়া দেখ। তারপর পাণ্ডবগণের বর্তমান কর্মের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার যেরূপ বুদ্ধি (বিচার) হইবে, তদনুসারে

(অধীয়ীত ক্ষত্রিয়োঽধ্বো যজেত
যজ্ঞান্ দানং ন তু যাচেত কিঞ্চিৎ।
ন যাজয়েজ্জাপি চাধ্যাপয়ীত
এষ স্মৃতঃ ক্ষত্রধর্মঃ পুরাণঃ ॥)

তথা রাজন্যো রক্ষণং বৈ প্রজানাং
কৃত্বা ধর্মেণাপ্রমত্তোঽথ দত্ত্বা।
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা সর্ববেদানধীত্য
দারান্ কৃত্বা পুণ্যকৃদাবসেদ্ গৃহান্ ॥২৪

স ধর্মাত্মা ধর্মমধীত্য পুণ্যং
ধনিভ্যো বা ব্রজতি ব্রহ্মলোকম্।
বৈশ্যোঽধীত্য কৃষিগোরক্ষপণ্যৈ-
র্বিত্তং চিন্বন্ পালয়ন্নপ্রমত্তঃ ॥২৫

প্রিয়ং কুর্বন্ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াণাং
ধর্মশীলঃ পুণ্যকৃদাবসেদ্ গৃহান্।
পরিচর্য্যা বন্দনং ব্রাহ্মণানাং
নাধীয়ীত প্রতিষিদ্ধোঽস্য যজ্ঞঃ।
নিত্যোত্থিতো ভূতরেঽতন্দ্রিতঃ স্যা-
দেষ স্মৃতঃ শূদ্রধর্মঃ পুরাণঃ ॥২৬

এতান্ রাজা পালয়ন্নপ্রমত্তো
নিয়োজয়ন্ সর্ববর্ণান্ স্বধর্মে।
অকামাত্মা সমবৃত্তিঃ প্রজাসু
নাধ্যাধিকানেষুরুধ্যেত কামান্ ॥২৭

শ্রেয়াংস্তস্মাদ্ ধর্মি বিদ্যেত কশ্চি-
দভিজ্ঞাতঃ সর্ববধর্মোপপন্নঃ।
স তং দ্রষ্টুমনুশিষ্যাৎ প্রজানাং
ন চৈতদ্ বুধ্যেরিতি তস্মিন্নসাধুঃ ॥২৮

ইহাদের প্রশংসা ও নিন্দা কর।২২

ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করিবেন এবং প্রধান প্রধান তীর্থসমূহে গমন করিবেন। তাঁহারা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইবেন, যজমানগণকে যজ্ঞ করাইবেন ও শাস্ত্রবিহিত প্রতিগ্রহ (দান) গ্রহণ করিবেন।২৩

(এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও দান করিবেন। কাহারও নিকট কোন বস্তু তাঁহারা যাচ্ঞা করিবেন না। তাঁহারা কাহাকেও যজ্ঞ করাইবেন না এবং অধ্যাপনা কার্য্যও করিবেন না। এই প্রাচীন ধর্ম্মের কথাই ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।) ক্ষত্রিয়গণ নিজ ধর্ম্মানুসারে সাবধান থাকিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, যজ্ঞ করিবেন, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিবাহ করিবেন এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবেন।২৪

এইরূপে সেই ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্ম পালন ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বৈশ্যগণ বেদ অধ্যয়ন করত কৃষি, গোরক্ষা এবং ব্যবসা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করত সাবধানে উহা রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের প্রিয় কর্ম্ম করিতে করিতে স্বধর্ম্মপরায়ণ ও পুণ্যাত্মা হইয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবেন।২৫

শূদ্রগণ (ব্রাহ্মণগণের এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের) সেবা ও বন্দনা করিবেন। তাঁহারা কদাচ বেদাধ্যয়ন করিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে যজ্ঞও নিষিদ্ধ। তাঁহারা উদ্যোগী ও আলস্যশূন্য হইয়া নিজ কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিবেন। ইহাই শূদ্রগণের প্রাচীন ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।২৬

রাজা সাবধানতার সহিত এই সব বর্ণের পালন করিতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে আসক্ত রাখিবেন। তিনি কামভোগে আসক্ত না হইয়া সকল বর্ণের প্রজার প্রতি সমভাবে ব্যবহারপরায়ণ হইবেন এবং কদাপি পাপপূর্ণ

যদা গৃধ্যেৎ পরকুতো নৃশংসো
বিধিপ্রকোপাদ্ বলমাদদানঃ।
ততো রাজ্ঞামভবদ্ যুদ্ধমেতৎ
তত্র জাতং বর্ম শস্ত্রং ধনুশ্চ ॥২৯

ইন্দ্রেণৈতদ্ দস্যুবধায় কর্ম
উৎপাদিতং বর্ম শস্ত্রং ধনুশ্চ ॥৩০

তত্র পুণ্যং দস্যুবধেন লভ্যতে
লোহয়ং দোষঃ কুরুভিস্তীব্ররূপঃ।
অধর্মজ্ঞৈর্ধর্মবুদ্ধ্যানৈঃ
প্রাদুর্ভূতঃ সঞ্জয় সাধু তত্র ॥৩১

তত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রো
ধর্ম্যং হরেৎ পাণ্ডবানামকস্মাৎ।
নাবেক্ষন্তে রাজধর্মং পুরাণং
তদন্বয়াঃ কুরবঃ সর্ব এব ॥৩২

স্তেনো হরেদ্ ধনং প্রচ্ছন্নঃ
প্রসহ্য বা বল হরেত দৃপ্তঃ।
উভৌ গর্হ্যৌ ভবতঃ সঞ্জয়ৈতৌ
কিং বৈ পৃথক্ত্বং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রে ॥৩৩

লোহয়ং লোভাদ্যস্ততে ধর্মমেতং
য আচষ্টে ক্রোধবশানুগামী।
ভাগঃ পুনঃ পাণ্ডবানাং নিবিষ্ট-
স্তং নঃ কস্মাদাদদীথাঃ পরে বৈ ॥৩৪

কামনার অনুসরণ করিবেন না।২৭

যদি রাজা জানিতে পারেন যে, তাঁহার রাজ্যে কোন অধর্মনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাস করিতেছেন, তবে তাঁহাকেই প্রজাগণের গুণ ও দোষ নিরীক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহার দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিবেন যে, তাঁহার রাজ্যে কোন অসৎ ব্যক্তি পাপাচরণকারী পুরুষ আছে কি না।২৮

যখন কোন ক্রূর ব্যক্তি অন্য মানুষের ধন-সম্পত্তির উপর অভিলাষ রাখিয়া উহা গ্রহণ করিয়া লইতে ইচ্ছা করে এবং বিধাতার কোপবশতঃ পরপীড়নের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে থাকে, তখন রাজগণের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের জন্যই বহু, অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচের আবিষ্কার হইয়াছে।২৯

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রই এই সব পরধনাপহরণকারী দস্যুগণের বধের জন্য কবচ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ধনুক আবিষ্কার করিয়াছেন।৩০

রাজারা এই সব দস্যুগণকে বধ করত পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন। সঞ্জয়। কৌরবগণের মধ্যে এই পরধনাপহরণরূপ দোষ তীব্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে—যাহা উত্তম কার্য্য নহে। তাহারা তো অধর্মে বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে তাহারা কিছুই জানে না।৩১

রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সহসা পাণ্ডুপুত্রদিগের ধর্মানুসারে প্রাপ্ত রাজ্য অপহরণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। অন্য সমস্ত কৌরবগণও তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রাজধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না।৩২

যাহারা চোর, তাহারা নিজেকে গোপন রাখিয়া চুরি করে, আর যাহারা দস্যু (ডাকাত), তাহারা হঠাৎ সামনে আসিয়া (বলপূর্বক) হরণ করে। এই অবস্থায় ঐ উভয়জনই নিন্দার পাত্র। সঞ্জয়। তুমিই বল—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন এবং এই চোর ও দস্যুর মধ্যে কি প্রভেদ আছে।৩৩

দুর্যোধন ক্রোধের বশীভূত হইয়া তদনুসারে

অস্মিন্ পদে যুধ্যতাং নো বরেছপি
শ্লাঘ্যঃ পিত্র্যঃ পররাজ্যাদ্ বিশিষ্টম্ ।
এতান্ ধর্মান্ কৌরবাণাং পুরাণা-
নাচক্ষীথাঃ সঞ্জয় রাজমধ্যে ॥৩৫

এতে মদার্থে ত্যক্তজীবিতাশা
সমানীতা ধার্তরাষ্ট্রেণ মূঢ়াঃ ।
ইদং পুনঃ কর্ম পাপীয় এব
সভামধ্যে পশ্য বৃত্তং কুরূণাম্ ॥৩৬

প্রিয়াং ভার্য্যাং দ্রৌপদীং পাণ্ডবানাং
যশস্বিনীং শীলবৃত্তোপপন্নাম্ ।
বহূপেক্ষন্ত কুরবো ভীষ্মমুখ্যাঃ
কামানুগেনোপরুদ্ধাং ব্রজন্তীম্ ॥৩৭

তং চেৎ তদা তে সকুমারবৃদ্ধা
অবারয়িষ্যন্ কুরবঃ সমেতাঃ ।
মম প্রিয়ং ধৃতরাষ্ট্রোঽকরিষ্যৎ
পুত্রাণাঞ্চ কৃতমস্যাভবিষ্যৎ ॥৩৮

দুঃশাসনঃ প্রাতিলোম্যাদ্বিনায়
সভামধ্যে শ্বশুরাণাঞ্চ কৃষ্ণাম্ ।
সা তত্র নীতা করুণং ব্যপেক্ষ্য
নাসং কর্তুর্নাথমবাপ কিঞ্চিৎ ॥৩৯

কার্পণ্যাদেব সহিতাস্তত্র ভূপা
নাশক্নুবন্ প্রতিবক্তুং সভায়াম্ ।
একঃ কত্তা ধর্ম্যমথং ব্রুবাণো
ধর্মবৃত্ত্যা প্রত্যবাচাস্যবুদ্ধিম্ ॥৪০

চলিয়া যাইতে এবং সে লোভবশতই রাজ্য লাভ করিতে চাহিতেছে। ইহাতেই সে ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছে, পরন্তু এই রাজ্যভাগ তো পাণ্ডবগণের, তাঁহারা এই রাজ্য কৌরবগণের নিকট (প্রতিজ্ঞা-পূরণের জন্য) গচ্ছিতরূপে রাখিয়া গিয়াছে। সঞ্জয় ! আমাদের এই ধন আমাদের সহিত শত্রুতাকারী কৌরবেরা কিভাবে গ্রহণ করিতে পারে ?৩৪

যুদ্ধ। এই রাজ্যভাগ প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে যদি আমাদের মৃত্যুও হইয়া যায়, তবে আমাদের নিকট সেই মৃত্যুও স্পৃহণীয়। পিতৃপিতামহের রাজ্য পররাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। সঞ্জয় ! তুমি রাজসভার মধ্যে রাজাদিগের এই প্রাচীন ধর্মের কথা কৌরবগণের সমক্ষে বর্ণনা করিবে।৩৫

দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য যাহাদিগকে আনাইয়াছে, সেই মূর্খ রাজারা বলের মদে মোহিত হইয়া আজ মৃত্যুরই বশে বশীভূত হইয়াছে। সঞ্জয় ! কৌরবগণের সভামধ্যে তাহারা যে পাপপূর্ণ কর্ম করিয়াছে, তাহাদের এই দুরাচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।৩৬

পাণ্ডবগণের প্রিয়া পত্নী যশস্বিনী দ্রৌপদী, যিনি সৎস্বভাব ও সদাচারসম্পন্না, তাঁহাকে রজস্বলা অবস্থায় সভামধ্যে (বলপূর্বক) লইয়া যাওয়া হইল ; তখন ভীষ্মাদি প্রধান প্রধান কৌরবগণও উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন।৩৭

যদি তখন বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল কৌরবগণ মিলিত হইয়া দুঃশাসনকে নিবারণ করিত, তাহা হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার অতিশয় প্রিয় কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার পুত্রগণেরও মনোরথ সিদ্ধ হইত।৩৮

দুঃশাসন মর্য্যাদার বিপরীতভাবে দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে শ্বশুরজনের সমক্ষে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়াছিল। দ্রৌপদী সেখানে যাইয়া চারিদিকে করুণভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন একমাত্র বিদুর ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের রক্ষকরূপে পাইলেন না।৩৯

সঞ্জয়। সেই সভামধ্যে বহু ভূপতি একত্রিত

অবুদ্ধ্বা ত্বং ধর্মমেতং সভায়া-
মধোক্ষজে পাণ্ডবস্যোপদেষ্টুম্।
কৃষ্ণা যেবং কর্ম চকার ভদ্রং
সুদুষ্করং তত্র সভাং গতেতি ॥৪১

যেন কৃচ্ছ্রাৎ পাণ্ডবানুজ্জহার
তথাত্মানং নৌরিব সাগরৌঘাৎ।
যত্রাব্রবীৎ সূতপুত্রঃ সভায়াং
কৃষ্ণাং স্থিতাং শ্বশুরাণাং সমীপে ॥৪২

ন তে পতির্বিদ্যতে যাজ্ঞসেনি
প্রণশ্য দাসী ধার্তরাষ্ট্রস্য বেশ্ম।
পরাজিতাস্তে পতয়ো ন সন্তি
পতিং চান্যং তাবিনি ত্বং বৃণীষ্ব ॥৪৩

যো বীভৎসোর্হৃদয়ে প্রোত আসী-
দ্বিষিঞ্জিদ্ বর্ষবাতো সুঘোরঃ।
কর্ণাচ্ছরো বাগ্ময়স্তিগ্মতেজাঃ
প্রতিষ্ঠিতো হৃদয়ে কাল্গুনস্য ॥৪৪

কৃষ্ণাজিনানি পরিধিৎসমানাম্
দুঃশাসনঃ কটুকান্যব্রবীৎ তাম্।
এতে সর্বে ষণ্ডতিলা বিনষ্টাঃ
ক্ষয়ং গতা নরকং দীর্ঘকালম্ ॥৪৫

গান্ধাররাজঃ শকুনির্বিজিত্য
যদব্রবীৎ দ্যূতকালে স পার্থম্।
পরাজিতো নন্দনঃ কিং তবাস্তি
কৃষ্ণা ত্বং বৈ যাজ্ঞসেন্যথ ॥৪৬

হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজেদের কার্পণ্য দোষ থাকায় তাদৃশ অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। একমাত্র বিদুরই নিজের ধর্মবুদ্ধি অনুসারে নীচবুদ্ধি দুর্যোধনকে ধর্মানুকূল বাক্য বলিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ।৪০

সঞ্জয়! দ্যূতসভায় যে অন্যায় করা হইয়াছিল, উহা ভুলিয়া গেয়া তুমি পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। দ্রৌপদী সেই দিন সভামধ্যে যাইয়া অত্যন্ত দুষ্কর ও পবিত্র কর্ম করিয়াছিলেন ।৪১

তিনি তখন সমুদ্রের অগাধ জলরাশিতে নিমজ্জমান নৌকার ন্যায় পাণ্ডবগণকে ও নিজেকে সেই মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সভামধ্যে সূতপুত্র কর্ণ নিজ শ্বশুরজনের নিকট হস্তিনাবাসী দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়া এই কথা বলিয়াছিল ।৪২

যাজ্ঞসেনি! আজ তোমার আর অন্য কোন উপায় নাই, তুমি দাসী হইয়া দুর্যোধনের অন্তঃপুরে গমন কর। পাণ্ডবেরা পাশাখেলায় নিজদিগকেও হারিয়াছে, সুতরাং তাহারা তোমার পতি নাই। সুভাষিণি! তুমি এখন অন্য কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর ।৪৩

সেদিন কর্ণের মুখ হইতে নির্গত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কটুবাক্য-রূপী বাণ মর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল। এই বাক্য-বাণ কর্ণদ্বয়ের মধ্য দিয়া অন্তরে প্রবেশ করত অগ্নিসদৃশ তেজ করিতে থাকিয়া অর্জুনের হৃদয়ে প্রোথিত হইয়াছিল ।৪৪

যে সময়ে পাণ্ডবেরা বনে যাইবার জন্য কৃষ্ণবর্ণের মৃগচর্ম ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, সেই সময় দুঃশাসন ইঁহাদের উপর কিরূপ কটুবাক্যসমূহ বলিয়াছিল—এসমস্ত নপুংসকগণ এখন নষ্ট হইয়াছে, দীর্ঘকালের জন্য নরকালয়ে চলিয়া গিয়াছে ।৪৫

গান্ধাররাজ শকুনি পাশাখেলার সময় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে শঠতাপূর্বক এইকথা বলিয়াছিল যে, এখন তুমি তোমার ছোট ভাইকেও হারাইয়াছ, আর তোমার নিকট কি আছে? সুতরাং এখন তুমি দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে পাশার পণ রাখিয়া খেলা

জানাসি ত্বং সঞ্জয় সর্বমেতদ্
ন্যায্যে বাক্যং গর্হ্যমেবং যথোক্তম্।
স্বয়ং ত্বহং প্রার্থয়ে তত্র গন্তুং
সমাধাতুং কার্য্যমেতদ্ বিপন্নম্ ॥৪৭

অহাপয়িত্বা যদি পাণ্ডবার্থং
শমং কুরূণামপি চেজ্জিহীর্ষম্।
পুণ্যঞ্চ মে স্যাচ্চরিতং মহোদয়ং
মৃত্যোরংশ্চ কুরবো মৃত্যুপাশাৎ ॥৪৮

আপি মে বাচং ভাবয়াপদ্য কাব্যাং
ধর্মারামামর্থবতীমহিংস্রাম্।
অবেক্ষেরন্ ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমক্ষং
মাঞ্চ প্রাপ্তং কুরবঃ পূজয়েয়ুঃ ॥৪৯

অতোঽন্যথা বধিনা কাল্পনেন
ভীমেন চৈবাহবশংসিতেন।
পদাসিকান্ ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ বিদ্ধি
প্রগৃহ্যমাণান্ কর্মণা স্বেন পাপান্ ॥৫০

পরাজিতান্ পাণ্ডবেয়াংস্তু বাচো
রৌদ্রা রুক্ষা ভাষতে ধার্তরাষ্ট্রঃ।
গদাহস্তো ভীমসেনোঽপ্রমত্তো
দুর্যোধনং স্মারয়িতা হি কালে ॥৫১

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥৫২

আরম্ভ কর ।৪৬

সঞ্জয়। অন্ত আর বলিব? পাশাখেলার সময় যত ও যেরূপ নিন্দনীয় বাক্য তাহারা বলিয়াছিল, তাহা তুমি সবই জ্ঞাত আছ; তথাপি এই বিপর্য্যস্ত দুরূহ কার্য্যকে সমাধানের পথে আনিবার চেষ্টায় আমি স্বয়ং হস্তিনাপুরে যাইতে ইচ্ছা করি ।৪৭

যদি পাণ্ডবগণের স্বার্থ নষ্ট না করিয়া কৌরবদিগের সহিত ইঁহাদের সন্ধি করাইতে আমি সক্ষম হইতে পারি, তবে আমার দ্বারা এই পরম পবিত্র ও মহান্ অভ্যুদয়ের এক কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং কৌরবগণও মৃত্যু পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে ।৪৮

আমি সেখানে যাইয়া শুক্রাচার্য্যের নীতি অনুসারে ধর্ম্ম ও অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এমন সব বাক্য বলিব, যাহা হিংসাবৃত্তিকে দমাইবার সহায়ক হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার সেই সব কথাকে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবে কি? আমি যদি তাহাদের সম্মুখে এই সন্ধি প্রস্তাবের জন্য উপস্থিত হই, তবে তাহারা কি আমার সম্মান রাখিবে ?৪৯

সঞ্জয়। যদি আমার সন্ধির প্রস্তাব অন্যথা করিয়া কৌরবগণ ইহার বিপরীত ভাব দেখাইয়া থাকে, তবে জানিয়া লও—রথের উপর উপবিষ্ট অর্জুন এবং যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করত প্রস্তুত হইয়া ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত ধৃতরাষ্ট্রের সকল পাপাত্মা পুত্রগণ নিজেদেরই কর্ম্মদোষে হত হইয়া যাইবে ।৫০

পাশাখেলার সময় যখন পাণ্ডবগণ হারিয়া গেলেন, তখন দুর্য্যোধন ইঁহাদের উপর অত্যন্ত ভয়ানক ও কর্কশ বাক্য বলিয়াছিল। সেই কারণে সদা সাবধানে স্থিত ভীমসেন যুদ্ধের সময় হাতে গদা লইয়া দুর্য্যোধনের সেই সব ব্যবহার তাহাকে স্মরণ করাইবেন ।৫১

দুর্য্যোধন হইল ক্রোধময় বিশাল বৃক্ষ-সদৃশ, কর্ণ হইল সেই বৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ, শকুনি এই বৃক্ষের শাখা এবং দুঃশাসন উহার সমৃদ্ধ ফল-পুষ্প; আর অজ্ঞান রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই বৃক্ষের মূল ।৫২

যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥৫৩
বনং রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রো
ব্যাঘ্রাস্তে বৈ সঞ্জয় পাণ্ডুপুত্রাঃ।
সিংহাধিষ্ঠিতং ন বনং বিনশ্যেৎ
সিংহো ন মন্যেত বনাধিগুপ্তঃ ॥৫৪
নির্বনো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নির্ব্যাঘ্রং ছিদ্যতে বনম্।
তস্মাদ্ ব্যাঘ্রো বনং রক্ষেদ্ বনং ব্যাঘ্রঞ্চ
পালয়েৎ ॥৫৫

সন্তাধর্মা ধার্তরাষ্ট্রাঃ শালাঃ সঞ্জয় পাণ্ডবাঃ।
ন সন্তা বর্ধতে জাতু মহাদ্রুমমনাশ্রিতা ॥৫৬
স্থিতাঃ শুশ্রূষিতং পার্থাঃ স্থিতা যোদ্ধুমরিন্দমাঃ।
যৎ কৃত্যং ধৃতরাষ্ট্রস্য তৎ কুরোস্তু মহীপতেঃ ॥৫৭
স্থিতাঃ শমে মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
যোধাঃ সমর্থাস্তদ্ বিদ্ধ্যাচক্ষীথা যথাতথম্ ॥৫৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
কৃষ্ণবাক্যে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

আর যুধিষ্ঠির হইলেন ধর্মময় এক বিশাল বৃক্ষ। অর্জুন ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীমসেন উহার শাখা এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব এই বৃক্ষের সমৃদ্ধ ফল-পুষ্প। আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণগণই এই বৃক্ষের মূল ॥৫৩

সঞ্জয়! পুত্রগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র হইলেন এক বন, পাণ্ডবগণ হইলেন সেই বনে বাসকারী ব্যাঘ্রস্বরূপ। সিংহ কর্তৃক রক্ষিত বন কখনও নষ্ট হয় না এবং বনে থাকিয়া সুরক্ষিত সিংহ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য বনকে উচ্ছেদ করিওনা ॥৫৪

কারণ, বন হইতে নির্গত হইলে ব্যাঘ্র নষ্ট হয়, আর ব্যাঘ্র না থাকিলে মানুষ সেই বনকে নির্ভয়ে ছেদন করিতে থাকে। সেইহেতু ব্যাঘ্র বনকে রক্ষা করে এবং বন ব্যাঘ্রকে পালন করে ॥৫৫

সঞ্জয়! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ লতাশ্রেণীতুল্য, আর পাণ্ডবগণ শালবৃক্ষসদৃশ। কোন লতাই বড় বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং পাণ্ডবগণের আশ্রয় লইয়াই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা বর্দ্ধিত হইতে (অভ্যুদয় লাভ করিতে) পারে ॥৫৬

শত্রুদমন কুন্তীপুত্রগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতেও উদ্যত, যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত। এখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই পালন করুন ॥৫৭

বিদ্বন্ সঞ্জয়! ধর্মের আচরণকারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ শান্তি-স্থাপনেও উদ্যোগী এবং যুদ্ধ করিতেও সমর্থ। তুমি এই উভয় পক্ষের যথাযথ বিষয় বুঝিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উহা বলিবে ॥৫৮

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়স্য প্রত্যাবর্তনম্, যুধিষ্ঠিরস্য সন্দেশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

আমন্ত্রয়ে ত্বাং নরদেবদেব
গচ্ছাম্যহং পাণ্ডব স্বস্তি তেঽস্তু।
কঞ্চিন্ন বাচা বৃজিনং হি কিঞ্চি-
দুচ্চারিতং মে মনসোঽভিজাতং ॥১

জনার্দনং ভীমসেনার্জুনৌ চ
মাদ্রীসুতৌ সাত্যকিং চেকিতানম্।
আমন্ত্র্য গচ্ছামি শিবং সুখং বঃ
সৌম্যেন মাং পশ্যত চক্ষুষা নৃপাঃ ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনুজ্ঞাতঃ সঞ্জয় স্বস্তি গচ্ছ
ন বঃ সমক্ষপ্রিয়ং জাতু বিদ্ম।
বিদ্মশ্চ ত্বাং তে চ বয়ং সর্বে
শুদ্ধাত্মানং মধ্যগতং সতাস্মম্ ॥৩

আপ্তো সুতঃ সঞ্জয় সুপ্রিয়োঽসি
কল্যাণবাক্ শীলবাংস্তুষ্টিমাংশ্চ।
ন মুহ্যেস্ত্বং সঞ্জয় জাতু মত্যা
ন চ ক্রুদ্ধ্যেরুচ্যমানো দুরুক্তৈঃ ॥৪

ন মর্মগাং জাতু বক্ষ্যামি রূক্ষাং
নোপশ্রুতিং কটুকাং নোত মুক্তাম্।
বর্ষীয়সামর্থবতীমহিংস্রা-
মেতাং বাচং তব জানীম সূত ॥৫

ত্রিংশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্তন ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—নরদেবদেব পাণ্ডুনন্দন! আপনার কল্যাণ হউক। আমি এখন আপনার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি এবং হস্তিনাপুরে যাইতেছি। এমন কিছু হয় নাই ত' যে আমি মানসিক আবেগের কারণ বাক্যদ্বারা কোন এরূপ ভাবপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহাতে আপনি কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন ?১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও চেকিতানের নিকটও গমনানুমতি লইয়া যাইতেছি। আপনাদের সুখ ও কল্যাণ লাভ হউক। হে নৃপগণ! আপনারা আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন।২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমাকে যাইবার অনুমতি দিলাম। তোমার কল্যাণ হউক। এখন তুমি যাও। বিদ্বন্! তুমি কখনও আমাদের অনিষ্ট চিন্তা কর নাই। সেইজন্য কৌরবগণ ও আমরা তোমাকে শুদ্ধচিত্ত ও মধ্যস্থ সজ্জন বলিয়া বুঝি।৩

সঞ্জয়! তুমি বিশ্বাসযোগ্য সুহৃৎ ও আমাদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তোমার বাণী সকলের কল্যাণকারিণী। তোমার চরিত্র সাধু এবং তুমি সদা সন্তুষ্ট। তোমার বুদ্ধি কখনও মোহগ্রস্ত হয় না এবং কটু বচন শুনিয়াও তুমি কখনও ক্রুদ্ধ হও না।৪

সূত! তোমার মুখ হইতে কখনও এরূপ বাক্য বাহির হয় না, যাহা অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া মর্মের উপর আঘাত দেয়। তুমি নীরস ও অপ্রাসঙ্গিক বাক্যও কখনও বল না। আমরা ইহা

অথৈব নঃ প্রিয়তমোঽসি দূত
ইহাগচ্ছেস্ বিদুরো বা দ্বিতীয়ঃ।
অতীক্ষ্ণদূতোঽসি পুরা হি নঃ ত্বং
বনস্পতিস্তাপসঃ সখাসি ॥৬

ইতো গত্বা সঞ্জয় ক্ষিপ্রমেব
উপতিষ্ঠেথা ব্রাহ্মণান্ যে তবর্ষীঃ।
বিশুদ্ধবীর্য্যাংশ্চরণোপপন্নাঃ
কুলে জাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপপন্নাঃ ॥৭

স্বাধ্যায়িনো ব্রাহ্মণা ভিক্ষবশ্চ
তপস্বিনো যে চ নিত্যা বনেষু।
অভিধাস্যা বৈ মদ্বচনেন বৃদ্ধা-
স্তেষেতেষাং কুশলং বদেথাঃ ॥৮

পুরোহিতং ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞ-
স্তথাচার্য্যানৃষিজো যে চ তস্য।
তৈশ্চ ত্বং তাত সহিতৈর্বধার্হং
সংগচ্ছেথাঃ কুশলেনৈব সূত ॥৯

(ততোঽব্যগ্রমনাঃ প্রাঞ্জলিশ্চ
কুর্য্যা নমো মদ্বচনেন তেভ্যঃ।)
অশ্রোত্রিয়া যে চ ভবন্তি বৃদ্ধা
মনস্বিনঃ শীলবলোপপন্নাঃ।
আশংসন্তোঽস্মাকমমুস্মরন্তো
যথাশক্তি ধর্ম্মমাত্রাং চরন্তঃ ॥১০

শ্লাঘন্ত মাং কুশলিনং স্ম তেভ্যো
ব্রূয়াশ্চ তাত পৃচ্ছের্জঘন্যম্।
যে জীবন্তি ব্যবহারেণ রাষ্ট্রে
পশূংশ্চ যে পালয়ন্তো বসন্তি ॥১১

ভালভাবেই জানি যে, তোমার এই বাক্য ধর্ম্মানুকূল বলিয়া মনোহর, অর্থপূর্ণ ও হিংসাভাববর্জ্জিত।৫

সঞ্জয়। তুমি আমাদের সকলেরই অতীব প্রিয়পাত্র। আমাদের মনে হইতেছে—তুমি যেন দ্বিতীয় বিদুররূপে (দূত হইয়া) এখানে আসিয়াছ। পূর্ব্বে ত' আমরা তোমার সহিত পুনঃ পুনঃ মিলিত হইয়াছি এবং বনস্পতির তুমিও প্রাণতুল্য সখা ছিল।৬

সঞ্জয়। এখান হইতে যাইয়া তুমি শীঘ্রই যাঁহারা আদর ও সম্মানের যোগ্য, সেই বিশুদ্ধ শক্তিশালী, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদসমূহের স্বাধ্যায়ে নিরত, উচ্চবংশসম্ভূত এবং সর্ব্বধর্ম্মসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে আমাদের পক্ষ হইতে প্রণাম জানাইবে।৭

আমার কথানুসারে স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণবৃন্দ, সন্ন্যাসিগণ ও সদা বনে বাসকারী তাপসগণ এবং বৃদ্ধদিগকে আমাদের প্রণাম দিবে। অন্যান্য যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকেও আমাদের পক্ষ হইতে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।৮

তাত সঞ্জয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিত, আচার্য্য ও তাঁহার ঋত্বিগ্‌গণকেও আমাদের পক্ষ হইতে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবে।৯

(তারপর শান্তভাবে তাঁহাদের দিকে মনের বৃত্তিসমূহ একাগ্র করিয়া হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করত আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে প্রণাম নিবেদন করিবে।) তাত! যাহারা অশ্রোত্রিয় (শূদ্র), বৃদ্ধ পুরুষ, মনস্বী, শীল ও বলসম্পন্ন এবং হস্তিনাপুরে বাস করে, যাহারা যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ করে ও আমাদের প্রতি শুভেচ্ছাপরায়ণ এবং যাহারা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ করে, তাহাদের সকলকে আমাদের কুশল সমাচার জানাইবে। তৎপরে তাহাদেরও স্বাস্থ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে।

(কৃষীবলা বিভ্রতি যে চ লোকং
তেষাং সর্বেষাং কুশলং স্ম পৃচ্ছেঃ।)

আচার্য্য ইষ্টো নয়গো বিধেয়ো
বেদানভীপ্সন্ ব্রহ্মচর্য্যং চচার।
যোঽস্ত্রং চতুষ্পাৎ পুনরেব চক্রে
দ্রোণঃ প্রসন্নোঽভিবাদ্যস্তয়াসৌ ॥১২

অধীতবিদ্যশ্চরণোপপন্নো
যোঽস্ত্রং চতুষ্পাৎ পুনরেব চক্রে।
গন্ধর্বপুত্রপ্রতিমং তরস্বিনং
তমশ্বত্থামানং কুশলং স্ম পৃচ্ছেঃ ॥১৩

শারদ্বতস্তাবদথং স্ম গত্বা
মহারথস্ত্রাস্ত্রবিদাং বরস্ত।
ত্বং মামকীনং পরিকীর্তয়ন্ বৈ
কৃপস্য পাদৌ সঞ্জয় পাণিনা স্পৃশেঃ ॥১৪

যস্মিন্ ধৈর্য্যমানৃশংস্যং তপশ্চ
প্রজ্ঞা শীলং শ্রুতিসত্ত্বে ধৃতিশ্চ।
পাদৌ গৃহীত্বা কুরুসত্তমস্য
ভীষ্মস্য মাং তত্র নিবেদয়েথাঃ ॥১৫

প্রজ্ঞাচক্ষুর্যঃ প্রণেতা কুরূণাং
বহ্বৃচ্যতো বৃদ্ধসেবী মনীষী।
তস্মৈ রাজ্ঞে স্থবিরায়াভিবাদ্য
আচক্ষীথাঃ সঞ্জয় মামরোগম্ ॥১৬

জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো ধৃতরাষ্ট্রস্য মন্দো
দুর্মতিঃ শঠঃ সঞ্জয় পাপশীলঃ।
যস্যাপরাধাৎ পৃথিবীং যাতি সর্বাং
সুযোধনং কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ ॥১৭

যাহারা কৌরবরাজ্যে ব্যবসা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, পশুপালন করে ও হস্তিনাপুরে বাস করে এবং কৃষিকর্ম্ম করিয়া সকল লোককে ভরণপোষণ করে, সেই সমস্ত বৈশ্যগণকেও আমাদের পক্ষ হইতে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।১০-১১

যিনি বেদের শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিয়াছেন, তদনন্তর মন্ত্র, উপচার, প্রয়োগ ও সংহার—এই চারিপাদযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সকলের প্রিয়, নীতিজ্ঞ, বিনয়ী ও সদা প্রসন্নচিত্ত, সেই আচার্য্য দ্রোণও আমাদের অভিবাদনযোগ্য, তুমি তাঁহাকে আমাদের প্রণাম জানাইবে।১২

যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও সদাচারযুক্ত, যিনি চারিপাদ (মন্ত্র, উপচার, প্রয়োগ ও সংহার)—যুক্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, যিনি গন্ধর্ব-কুমারের ন্যায় বেগশালী বীর, সেই আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।১৩

সঞ্জয়। তারপর আমাদের মহারথী কৃপা-চার্য্যের ভবনে যাইয়া বারং বার আমার নাম করিতে করিতে তোমার দুই হস্ত দ্বারা তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিবে।১৪

যাঁহার মধ্যে বীরত্ব, ঘৃণা, তপস্যা, বুদ্ধি, সৎস্বভাব, সত্ত্বগুণ ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণশ্রেণী বিদ্যমান আছে, সেই কুলশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্মদেবের চরণযুগল তুমি দুই হাতে স্পর্শ করিয়া আমাদের প্রণাম নিবেদন করিবে।১৫

সঞ্জয়। যিনি কৌরবগণের নেতা, বহু শাস্ত্রের জ্ঞাতা, বৃদ্ধগণের সেবক ও বুদ্ধিমান্, সেই বৃদ্ধ নরপতি প্রজ্ঞাচক্ষু (অন্ধ) ধৃতরাষ্ট্রকে আমাদের প্রণাম জানাইয়া বলিবে যে, যুধিষ্ঠির নীরোগ ও কুশলে আছে।১৬

ভ্রাতা কনীয়ানপি তস্য মন্দ-
　　বুধাশীলঃ সঞ্জয় লোকশি শশ্বৎ।
যহৈশ্বানঃ শূরতমঃ কুরূণাং
　　দুঃশাসনঃ কুশলং তাত বাচ্যঃ ॥১৮

যস্য কামো বর্ততে নিত্যমেব
　　নান্তঃ শমাদ্ ভারতানামিহাস্তি স্ম।
স বাহ্লিকানামৃষভো মনীষী
　　স্বয়াভিবাদ্যঃ সঞ্জয় সাধুশীলঃ ॥১৯

ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তিঃ
　　স নো ভ্রাতা সঞ্জয় সৎসখা চ।
মহেষ্বাসো রথিনামুত্তমোঽয়ং
　　মহামাত্যঃ কুশলং তস্য পৃচ্ছেঃ ॥২১

যে চৈবান্তে কুরুমুখ্যা যুবানঃ
　　পুত্রাঃ পৌত্রা ভ্রাতরশ্চৈব যে বঃ।
যং যমেষাং মন্যসে যেন যোগ্যং
　　তং তং প্রোচ্যানাময়ং সূত বাচ্যাঃ ॥২২

তথৈবনেকৈঃ প্রবরৈশ্চ যুক্তো
　　বিজ্ঞানবান্ নৈব চ বিষ্টুরো যঃ।
স্নেহাদসূয়ং সহতে সদৈব
　　স সোমদত্তঃ পূজনীয়ো মতো মে ॥২০

যে রাজানঃ পাণ্ডবাবোধনায়
　　সমানীতা ধার্তরাষ্ট্রেণ কেচিৎ।
যবনাশ্চ শাবকাঃ কেকরাশ্চ
　　তথাম্বষ্ঠা যে ত্রিগর্তাশ্চ মুখ্যাঃ ॥২৩

ভ্রাত সঞ্জয়। যে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মন্দবুদ্ধি, মূর্খ, শঠ ও পাপাচারী এবং যাহার নিন্দা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত, সেই সুযোধনকেও আমার পক্ষ হইতে মঙ্গল প্রশ্ন করিবে।১৭

ভাত সঞ্জয়। যে দুর্য্যোধনের ছোট ভাই ও তাহারই তুল্য মূর্খ এবং সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে আসক্ত, সেই কুরুকুলের মহাধনুর্দ্ধর বিখ্যাত বীর দুঃশাসনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ও আমাদের কুশল জানাইবে।১৮

সঞ্জয়। ভরতবংশীয়গণের মধ্যে পরস্পর শান্তি বিরাজ করুক—ইহা ব্যতীত যাঁহার মধ্যে অন্য কোন কামনা কখনও হয় না, যিনি বাহ্লীকবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সেই সাধুস্বভাব বুদ্ধিমান্ বাহ্লীককেও তুমি আমার প্রণাম নিবেদন করিবে।১৯

যিনি বহু শ্রেষ্ঠ গুণাবলিতে বিভূষিত ও জ্ঞানবান্, যাঁহার মধ্যে নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নাই, যিনি স্নেহবশতঃ সর্ব্বদা আমাদের দ্রোহ সহ্য করেন, সেই সোমদত্তও আমাদের পূজনীয়।২০

সঞ্জয়। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা কুরুকুলমধ্যে পূজ্যতম পুরুষ। ইনি আমাদের নিকট সম্বন্ধী ও আমার প্রিয় সখা। বীর রথিগণের মধ্যে ইহার স্থান উচ্চ, ইনি মহাধনুর্দ্ধর ও আদরণীয় বীর। তুমি আমার পক্ষ হইতে মন্ত্রিগণের সহিত ইহার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।২১

সঞ্জয়। আরও অন্য যে সকল কুরুকুলের প্রধান যুবপুরুষ আছে, যাহারা আমাদের পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতৃরূপে বিদ্যমান আছে, এ সকলের মধ্যে তুমি যাহাকে যেরূপ ব্যবহারের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাকে তুমি সেইরূপ বাক্য জানাইবে যে, পাণ্ডবেরা কুশলে ও সুখে আছে।২২

দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধের জন্য যে সকল রাজাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে; যবনগণ, শাবক, কেকয়, অম্বষ্ঠ ও ত্রিগর্তদেশের প্রধান বীরগণ; পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম-

প্রাচ্যোদীচ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ পূজ্যা-
স্তথা প্রতীচ্যাঃ পর্বতীয়াশ্চ সর্বে।
অনৃশংসাঃ শীলবৃত্তোপপন্না-
স্তেষাং সর্বেষাং কুশলং সূত পৃচ্ছেঃ ॥২৪

হস্ত্যারোহা রথিনঃ সাদিনশ্চ
পদাতয়শ্চার্য্যসম্মা মহান্তঃ।
আখ্যায় মাং কুশলিনং স্ম নিত্য-
মনাময়ং পরিপৃচ্ছেঃ সমগ্রান্ ॥২৫

তথা রাজ্ঞো হর্ষযুক্তানমাত্যান্
দৌবারিকান্ যে চ সেনাং নয়ন্তি।
আয়-ব্যয়ং যে গণয়ন্তি নিত্য-
মর্থাংশ্চ যে মহতশ্চিন্তয়ন্তি ॥২৬

বৃন্দারকং কুরুমধ্যেষমুচ্চং
মহাপ্রজ্ঞং সর্ববর্মোপপন্নম্।
ন তস্য যুদ্ধং রোচতে বৈ কদাচিদ্
বৈকর্ত্তপুত্রং কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ ॥২৭

বিকর্ত্তনে দেবনে যোঽধিতীব্র-
শ্ছদ্মোপধঃ সাধুদেবী মতাক্ষঃ।
যো দুর্জয়ো দেবনেন সংখ্যে
স চিত্রসেনঃ কুশলং তাত বাচ্যঃ ॥২৮

গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ পর্বতীয়ো
বিকর্ত্তনে যোঽধিতীয়োঽক্ষদেবী।
মানং কুর্বন্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সূত
মিথ্যাবুদ্ধেঃ কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ ॥২৯

যঃ পাণ্ডবানেকরথেন বীরঃ
সমুৎসহত্যপ্রধৃষ্যান্ বিজেতুম্।
যো মুহ্যতাং মোহয়িতাধিতীয়ো
বৈকর্ত্তনঃ কুশলং তস্য পৃচ্ছেঃ ॥৩০

দ্বিতীয় শৌর্য্যশালী যোদ্ধারা এবং সমস্ত পর্ব্বতীয় নৃপতিগণ—যাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহারা সকলে দয়ালু, সৎস্বভাব ও সদাচারসম্পন্ন। সঞ্জয়! তুমি আমাদের পক্ষ হইতে ইহাদের সকলের নিকট কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে।২৩-২৪

যাহারা হস্ত্যারোহী, রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং যে সকল বিশাল সম্ভ্রান্তসঙ্ঘ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে আমাদের কুশল দিয়া তাহাদের সকলের আরোগ্য কামনা করিবে।২৫

যাহারা রাজার হিতকর কার্য্যে নিরত আছেন, এবম্ভূত মন্ত্রী, দ্বারপাল, সেনানায়ক, আয়ব্যয়-নিরীক্ষক এবং নিরন্তর বিশাল কর্ম্মসমূহের পরিপতি-বিষয়ে চিন্তাকারী, তুমি এই সকলকেও কুশলপ্রশ্ন করিবে।২৬

তাত। যিনি সমস্ত কৌরবগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ, মহাবুদ্ধিমান্, জ্ঞানী ও সর্ব্ববর্ম্মসম্পন্ন এবং যিনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধের সংবাদ কখনও ভাল বিবেচনা করেন না, সেই বৈকর্ত্তপুত্র যুযুৎসুকেও আমার পক্ষ হইতে কুশলপ্রশ্ন করিবে।২৭

তাত। যে ধনহরণ করিতে ও পাশাখেলাতে অধিতীয়, ছলকপটতার আশ্রয় লইয়া যে উত্তমরূপে পাশা খেলিতে পারে, যে পাশাখেলায় নিপুণ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত এবং যে যুদ্ধে দিব্যরথারূঢ় বীরের পক্ষেও দুর্জয়, সেই চিত্রসেনকে আমাদের কুশলসংবাদ দিবে ও তাহার কুশল জানিবে।২৮

তাত সঞ্জয়! পাশা খেলিয়া পরের ধন গ্রহণ করিবার বিদ্যায় পারদর্শী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে সম্মানপ্রদর্শনকারী, মিথ্যাবুদ্ধি ও পর্ব্বতনিবাসী

স এষ ভক্তঃ স গুরুঃ স ভর্তা।
স বৈ পিতা স চ মাতা সুহৃচ্চ।
অগাধবুদ্ধির্বিদুরো দীর্ঘদর্শী
স নো মন্ত্রী কুশলং তং স্ম পৃচ্ছেঃ ॥৩১

বৃদ্ধাঃ স্ত্রিয়ো যাশ্চ গুণোপপন্না
জ্ঞাযন্তে নঃ সঞ্জয় মাতৃবত্তাঃ।
তাভিঃ সর্বাভিঃ সহিতাভিঃ সমেত্য
স্ত্রীভির্বৃদ্ধাভিরভিবাদং বদেথাঃ ॥৩২

কচ্চিৎ পুত্রা জীবপুত্রাঃ সুদম্যগ্
বর্তন্তে নো বৃত্তিমনুশংসরূপাঃ।
ইতি স্মোক্ত্বা সঞ্জয় ব্রূহি পশ্চা-
দজাতশত্রুঃ কুশলী সপুত্রঃ ॥৩৩

যা নো ভার্যাঃ সঞ্জয় বেত্থ তত্র
তাসাং সর্বাসাং কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ।
সুসংগুপ্তাঃ সুখভরোহনবদ্যাঃ
কচ্চিদ্ গৃহানাবসথাপ্রযত্তাঃ ॥৩৪

কচ্চিদ্ বৃত্তিং শ্বশুরেষু তন্ত্রাঃ
কল্যাণীং বর্তধ্বমনুশংসরূপাম্।
যথা চ বঃ স্যাঃ পতয়োঽনুকূলা-
স্তথা বৃত্তিমাত্মনঃ স্থাপয়ধ্বম্ ॥৩৫

যা নঃ স্নুষাঃ সঞ্জয় বেত্থ তত্র
প্রাপ্তা কুলেভ্যশ্চ গুণোপপন্নাঃ।
প্রজাবত্যো ব্রূহি সমেত্য তাশ্চ
যুধিষ্ঠিরো বোঽভ্যবদৎ প্রসন্নঃ ॥৩৬

গান্ধাররাজ শকুনিকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ॥২৯

অধিতীয় যে বীর একমাত্র রথের সহায়তায় অজেয় পাণ্ডবগণকেও জয় করিবার উৎসাহ রাখেন এবং মোহগ্রস্ত দুর্যোধনকে যিনি আরও মোহিত করেন, সেই সূর্যপুত্র কর্ণকেও কুশল প্রশ্ন করিবে ॥৩০

অগাধবুদ্ধি ও দূরদর্শী বিদুর আমাদের উপর অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। তিনি আমাদের গুরু, পালক, পিতা-মাতা ও সুহৃদ্ এবং তিনি আমার আমাদের মন্ত্রী। সঞ্জয়। তুমি আমার পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ॥৩১

সঞ্জয়। রাজান্তঃপুরে যে সমস্ত সদ্‌গুণবতী বৃদ্ধা নারী আছেন, তাঁহারা সকলে আমাদের মাতৃতুল্যা। সেই সব বৃদ্ধা স্ত্রীগণের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া আমাদের প্রণাম নিবেদন করিবে ॥৩২

সঞ্জয়। তুমি সেই বৃদ্ধা স্ত্রীগণকে এইরূপ বলিবে যে,—মাতৃগণ! আপনাদের পুত্রগণ আপনাদের সহিত সদ্‌ব্যবহার করে ত? তাহাদের মধ্যে ক্রূরভাব দেখা যায় না ত'? আপনাদের পুত্রগণ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছে ত? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার পরে বলিবে যে, আপনাদের পুত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজ পুত্রবর্গের সহিত কুশলে আছে ॥৩৩

তাত সঞ্জয়। হস্তিনাপুরে আমার ভ্রাতৃগণের যে সমস্ত স্ত্রী আছেন, তাঁহাদের সকলকে ত' তুমি জান। তাঁহাদিগকেও কুশলপ্রশ্ন করিবে। তারপর বলিবে—আপনারা সকলে সুরক্ষিত হইয়া নির্দোষ জীবন যাপন করিতেছেন ত? আপনারা নিশ্চয়ই প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সুগন্ধিত প্রসাধন দ্রব্যসমূহ পাইতেছেন ত'? আপনারা নিজ নিজ ভবনে প্রমাদশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন ত? হে ভরতমহিলাগণ! আপনারা সকলে শ্বশুরজনসমূহের প্রতি ক্রূরতাশূন্য কল্যাণকর ব্যবহার করিতেছেন ত? যেভাবে আপনাদের পতিরা আপনাদের অনুকূলে থাকিতে পারেন, সেইরূপ ব্যবহার ও সদ্‌ভাব আপনারা নিজ

কন্যাঃ স্নুষাঃ সদনেষু সন্তম
অনাময়ং মদ্বচনেন পৃষ্ট্বা।
কল্যাণ্য বঃ সন্তু পতয়োঽনুকূলা
যূয়ং পতীনাং ভবতানুকূলাঃ ॥৩৭

অলঙ্কৃতা বস্ত্রবত্যঃ সুগন্ধা
অরোগৎসাঃ সুখিতা ভোগবত্যঃ।
নমু বাসাং দর্শনং বাক্ চ মধ্বী
বেশস্ত্রিয় কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ ॥৩৮

দাস্তঃ সুর্য্যা যে দাসাঃ কুরূণাং
তদাশ্রয়া বহবঃ কুব্জখঞ্জাঃ।
আখ্যায় মাং কুশলিনং স্ম তেভ্যো২
ঽপ্যনাময়ং পরিপৃচ্ছের্জবন্তম্ ॥৩৯

কচ্চিদ্ বৃত্তিং বর্ত্ততে বৈ পুরাণীং
কচ্চিদ্ ভোগান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দদাতি।
অক্ষহীনান্ কৃপণান্ বান্ধবান্ বা
যানানৃণংস্তো ধৃতরাষ্ট্রো বিভর্তি ॥৪০

অন্ধাংশ্চ সর্বান্ স্থবিরাংস্তথৈব
হস্ত্যাজীবা বহবো যেঽত্র সন্তি।
আখ্যায় কুশলিনং স্ম তেভ্যো-
ঽপ্যনাময়ং পরিপৃচ্ছের্জবন্তম্ ॥৪১

নিজ শ্বশুরে স্থাপনা করিয়া দ্রৌপদীকে ও ৩৪-৩৫

সঞ্জয়! তুমি সেখানকার এইরূপ স্ত্রীগণকেও জান, যাহারা আমাদের পুত্রবধূস্থানীয়া, উচ্চকুল হইতে আসিয়াছে, সর্ব্বগুণসম্পন্না ও সন্তানবতী। তুমি ইঁহাদের নিকটেও যাইয়া বলিবে,—বধূগণ! যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইয়া তোমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছে।৩৬

সঞ্জয়! রাজভবনে যে সমস্ত বালিকা আছে, তাহাদিগকে আদরের সহিত স্থালিঙ্গন করত আমার পক্ষ হইতে আরোগ্যসমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে,—তোমরা কল্যাণকারী পতি লাভ কর এবং তোমাদের পতিগণ যেন তোমাদের অনুকূলেই থাকেন ও তোমরাও সর্ব্বদা পতির অনুকূলে থাকিবে।৩৭

তাত সঞ্জয়! যাহাদের বাক্য মনের প্রিয়প্রদ এবং যাহারা দেখিতে মনোহর, যাহারা বিবিধ বেশভূষায় অলঙ্কৃত, সুন্দর বস্ত্রসমূহে সুশোভিত, উত্তম সুগন্ধধারিণী, ঘৃণিত ব্যবহাররহিত, সুখশালিনী এবং ভোগসামগ্রীতে সমৃদ্ধা, সেই সুজাতোচিত বেশধারিণী স্ত্রীদিগকেও কুশলপ্রশ্ন করিবে।৩৮

কৌরবগণের যে সমস্ত দাস-দাসী আছে এবং তাহাদের আশ্রিত যে সব কুব্জ ও খঞ্জ মনুষ্য আছে, সেই সকলকে আমাদের কুশলসংবাদ দিয়া শেষে আমার পক্ষ হইতে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।৩৯

(আরও বলিবে)—রাজা ধৃতরাষ্ট্র হতরাজ্য হইয়া যে সকল অঙ্গহীন, দীন ও বান্ধব মনুষ্যকে পালন করিতেন, তাহাদের সকলকে দুর্য্যোধন ভরণ-পোষণ সামগ্রী দিতেছে ত? এবং সে প্রাচীন জীবিকাবৃত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে ত?৪০

হস্তিনাপুরে যে সকল স্থবির, অন্ধ ও হস্তিবান্ মানুষ আছে, তাহাদের সকলকে আমাদের কুশল সংবাদ দিয়া আমার পক্ষ হইতে তুমি তাহাদের আরোগ্য সংবাদ লইবে।৪১

যা তৈস্ত দুঃখেন কুজীবিতেন
　　নূনং কৃতং পরলোকেষু পাপম্।
নিগৃহ্য শত্রূন্ সুহৃদোঽনুগৃহ্য
　　বাসোভিরন্নেন চ বো ভরিষ্যে ॥৪২

সত্যেষু যে ব্রাহ্মণেভ্যঃ কৃতানি
　　ভাবীন্যথো নো বত বর্তন্তি।
তান্ পশ্চাদপি যুক্তরূপাংস্তথৈব
　　তানেব সিদ্ধিং প্রাবয়েথা নৃপং তম্ ॥৪৩

যে চানাথা দুর্বলাঃ সর্বকাল-
　　মাস্মন্তেব প্রযতন্তেঽথ মূঢ়াঃ।
তাংশ্চাপি ত্বং কুশলান্ সর্বথৈব-
　　মুক্ত্বাবাক্যাৎ কুশলং তাত পৃচ্ছেঃ ॥৪৪

যে চাপ্যন্যে সংশ্রিতা ধার্তরাষ্ট্রান্
　　নানাদিগ্ভ্যোঽভ্যাগতাঃ সূতপুত্র।
দৃষ্ট্বা তাংশ্চৈবার্হতশ্চাপি সর্বান্
　　সম্পৃচ্ছেথাঃ কুশলং চাব্যয়ঞ্চ ॥৪৫

এবং সর্বানাগতাভ্যাগতাংশ্চ
　　রাজ্ঞো দূতান্ সর্বদিগ্ভ্যোঽভ্যুপেতান্।
পৃষ্ট্বা সর্বান্ কুশলং তাংশ্চ সূত
　　পশ্চাদহং কুশলী তেষু বাচ্যঃ ॥৪৬

ন হীদৃশাঃ সন্ত্যপরে পৃথিব্যাং
　　যে যোধকা ধার্তরাষ্ট্রেণ লব্ধাঃ।
ধর্মস্তু নিত্যো মম ধর্ম এব
　　মহাবলঃ শত্রুনিবর্হণায় ॥৪৭

সেই সঙ্গে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে আমার এই সংবাদ শুনাইবে যে, তোমাদেরকে যে দুঃখ লাভ করিতে হইয়াছে ও কুৎসিত জীবনযাপন করিতে হইয়াছে, ইহার জন্য তোমরা ভীত হইও না। ইহা নিশ্চয়ই তোমাদের অন্য জীবনে কৃত পাপের ফলস্বরূপ আজ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই নিজ শত্রুগণকে নিগৃহীত করিয়া নিজেরা সুহৃদ্‌গণের উপর কৃপা করিতে করিতে অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে ভরণ-পোষণ করিব ॥৪২

রাজা দুর্যোধনকে বলিবে, আমি কিছু-সংখ্যক ব্রাহ্মণগণের জন্য বার্ষিক জীবিকা-বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের কথা যে, তোমার কর্মচারীরা তাঁহাদিগকে উহা প্রকৃতরূপে দিতেছে না। আমি সেই সব ব্রাহ্মণগণকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিতে চাহি। তুমি যে কোন সূত্রের সাহায্যে আমাকে এই সংবাদ জানাইয়া দিবে যে, আবার তাঁহা-

দিগকে পূর্ববৎ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে ॥৪৩

সঞ্জয়। যে সকল অনাথ, দুর্বল ও মূর্খ ব্যক্তি সদা নিজের শরীরপোষণের জন্যই চেষ্টা করে, তুমি আমার কথানুসারে তাহাদের নিকট যাইয়া সর্বপ্রকারে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ॥৪৪

সূতপুত্র। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া বহু অন্যান্য ব্যক্তিও ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করত বাস করিতেছেন। সেই সকল মাননীয় ব্যক্তিগণকেও তুমি কুশলপ্রশ্ন করিবে এবং জানিয়া লইবে কি উপায়ে তাঁহারা জীবন রক্ষা করিতেছেন ॥৪৫

সূত। এইরূপে সেখানে নানা দিক্ হইতে আগত রাজদূতগণ ও অন্যান্য অভ্যাগত ব্যক্তিগণকেও কুশলপ্রশ্ন করিয়া শেষে তাহাদিগকেও আমাদের কুশল সংবাদ জানাইবে ॥৪৬

যদিও দুর্যোধন যে সমস্ত যোদ্ধা সংগ্রহ

ইদং পুরস্তাচ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রং
সুযোধনং সঞ্জয় শ্রাবয়েথাঃ।
যস্তে শরীরে হৃদয়ং দুনোতি-
কামঃ কুরূনাপদ্ভ্যোঽনুমিন্তাম্ ॥৪৮
ন বিদ্যতে যুক্তিরেতস্য কাচি-
দ্যৈঃবিধাঃ স্যাম যথা প্রিয়ং তে।
দদস্ব বা শক্রপুরীং যমেব
যুধ্যস্ব বা ভারতমুখ্য বীর ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরসন্দেশে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

করিয়াছে, তাহাদের মত বীর ভূমণ্ডলে আর অন্য কেহ নাই, তথাপি ধর্ম্মই নিত্য এবং আমার নিকট শত্রুগণকে নাশ করিবার জন্য সেই ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা পরম বলস্বরূপ ॥৪৭

সঞ্জয়। দুর্য্যোধনকে তুমি আমার এই কথা পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া দিবে—তোমার হৃদয়ের মধ্যে এই অভিলাষ আছে যে, আমি কৌরবগণের নিকট হইতে রাজ্য করিব, সে কেবল তোমার হৃদয়ে পীড়াই জন্মাইতেছে; কারণ, উহা সফল হইবার কোন উপায়ই নাই। আমরা এরূপ পৌরুষহীন নহি যে, তোমার এই প্রিয় কার্য্য সফল হইবার সুযোগ দিব। ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ বীর দুর্য্যোধন। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থনগরী আমাকে প্রত্যর্পণ কর, অথবা যুদ্ধ কর ॥৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সংবাদবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মুখ্য-মুখ্যকুরুবংশীয়ান্ প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য সংবাদপ্রেষণম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উত্ত সন্তমসন্তং বা বালং বৃদ্ধঞ্চ সঞ্জয়।
উতাবলং বলীয়াংসং ধাতা প্রকুরুতে বশে ॥১
উত বালায় পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতায়োত বালতাম্।
দদাতি সর্বমীশানঃ পুরস্তাচ্চ্রুমুচ্চরম্ ॥২

বলং জিজ্ঞাসমানস্য আচক্ষীথা যথাতথম্।
অথ মন্ত্রং মন্ত্রয়িত্বা যাথাতথ্যেন হৃষ্টবৎ ॥৩

একত্রিংশ অধ্যায়।

[মুখ্য-মুখ্য কুরুবংশীয়গণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সংবাদ প্রেরণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সঞ্জয়। সাধু, অসাধু, বালক, বৃদ্ধ ও সবল দুর্ব্বল—সকলকেই বিধাতা নিজ বশে রাখিয়াছেন ॥১

ইনিই সকলের নিয়ন্তা এবং প্রাণিগণের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে সর্ব্বপ্রকারের ফলপ্রদান ইনিই করিয়া থাকেন। তিনি মূর্খকে বিদ্বান্ এবং বিদ্বান্‌কে মূর্খ করেন ॥২

দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্র যদি আমার বল ও সৈন্যের বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তুমি তাহা যথার্থ সত্যই জানাইবে। যাহাতে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া পরামর্শ করত যথার্থরূপে নিজের

গাবল্গণে কুরূন্ গত্বা ধৃতরাষ্ট্রং মহাবলম্।
অভিবাদ্যোপসংগৃহ্য ততঃ পৃচ্ছেরনাময়ম্ ॥৪

ক্রূরাশ্চৈনং ত্বমাসীনং কুরুভিঃ পরিবারিতম্।
তথৈব রাজন্ বীর্য্যেণ সুখং জীবন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৫

তব প্রসাদাদ্ বালাস্তে প্রাপ্তা রাজ্যমরিন্দম।
রাজ্যে তান্ স্থাপয়িত্বাগ্রে নোপেক্ষস্ব বিনশ্যতঃ ॥৬

সর্বমন্যোন্যদেকস্য বালং সন্তর্য কস্যচিৎ।
তাত সংহত্য জীবাদো দ্বিষতাং মা বশং গমঃ ॥৭

তথা ভীষ্মং শান্তনবং ভারতানাং পিতামহম্।
শিরসাভিবদেথাস্ত্বং মম নাম প্রকীর্ত্তয়ন্ ॥৮

অভিবাদ্য চ বক্তব্যস্ততোঽস্মাকং পিতামহঃ।
ভবতা শান্তনোর্বংশো নিমগ্নঃ পুনরুদ্ধৃতঃ ॥৯

স ত্বং কুরু তথা তাত যথাস্মৎ পিতামহঃ।
তথা জীবন্তি তে পৌত্রাঃ প্রীতিমন্তঃ পরস্পরম্ ॥১০

তথৈব বিদুরং ক্রূরাঃ কুরূণাং মন্ত্রধারিণম্।
অনুজ্ঞাং সৌম্য ভাষস্ব হিতকামো যুধিষ্ঠিরে ॥১১

অথ দুর্য্যোধনং ক্রূরা রাজপুত্রমমর্ষণম্।
মধ্যে কুরূণামাসীনমনুনীয় পুনঃ পুনঃ ॥১২

অপাপাং বহুপেক্ষন্তং কৃষ্ণামেতাং সভাগতাম্।
তন্ দুঃখমতিতিক্ষাম যা বধিষ্ম কুরূনিতি ॥১৩

এবং পূর্বাপরান্ ক্লেশানতিতিক্ষন্ত পাণ্ডবাঃ।
বলীয়াংসোঽপি সন্তো যৎ তৎ সর্বং কুরবো
বিদুঃ ॥১৪

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চয় করিতে পারেন।৩

সঞ্জয়! তুমি কুরুদেশে যাইয়া আমার পক্ষ হইতে মহাবলশালী ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিবে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে।৪

তারপর কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট এই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিবে,—রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনারই সামর্থ্যে সুখের সহিত জীবনযাপন করিতেছেন।৫

শত্রুদমন নরেশ! ইহারা যখন বালক ছিল, তখন আপনারই করুণায় উহাদের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে রাজপদে বসাইয়া এখন তাহাদের রাজ্য নষ্ট হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিবেন না।৬

সঞ্জয়! তাঁহাকে এ কথাও বলিবে যে, 'তাত! এই সারা রাজ্য কোন একজনের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত, তাহা নহে। আমরা সকলে মিলিত হইয়া একত্রে অবস্থান করত সুখের সহিত জীবননির্ব্বাহ করিব। আপনি ইহার বিপরীত করিয়া যেন শত্রুগণের বশীভূত না হন'।৭

এইভাবে ভরতবংশীয়গণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেবকেও আমার নাম লইয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিবে।৮

প্রণাম করিবার পর আমাদের পিতামহকে বলিবে,—আপনি শান্তনুর নষ্ট হওয়া বংশ পুনরায় উদ্ধার করিয়াছেন।৯

হে পিতামহ! আপনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিয়া কোন এতাদৃশ কার্য্য করুন, যাহাতে আপনার পৌত্রগণ সকলে পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে পারে।১০

সঞ্জয়! এইরূপে কৌরবদিগের মন্ত্রী বিদুরকেও বলিবে—সৌম্য! আপনি যুদ্ধ না করিবার জন্যই কৌরবদিগকে পরামর্শ দিন; কেননা, আপনি যুধিষ্ঠিরের হিতাকাঙ্ক্ষী।১১

তারপর কৌরবগণের সভায় উপবিষ্ট ক্রোধপূর্ণ রাজকুমার দুর্য্যোধনকে পুনঃ পুনঃ অনুনয়-বিনয়

যদ্বঃ প্রাব্রাজয়ঃ সৌম্য অজিনৈঃ প্রতিবাসিতাম্।
তদ্ দুঃখমতিতিতিক্ষাম মা বধিষ্ম কুরূনিতি ॥১৫

যৎ কৃষ্ণাং সমতিক্রম্য কৃষ্ণাং কেশেষ্বকর্ষয়ৎ
দুঃশাসনস্তেঽনুমতে তচ্চাস্মাভিরুপেক্ষিতম্ ॥১৬

অথোচিতং স্বকং ভাগং লভেমহি পরন্তপ।
নিবর্তয় পরদ্রব্যাদ্ বুদ্ধিং গৃধ্নাং নরর্ষভ ॥১৭

শান্তিরেবং ভবেদ্ রাজন্ প্রীতিশ্চৈব পরস্পরম্।
রাজ্যৈকদেশমপি নঃ প্রযচ্ছ সমমিচ্ছতাম্ ॥১৮

পূর্ব্বক বলিবে।১২

তুমি দ্রৌপদীকে বিনা অপরাধেই সভায় আনিয়া তাহাকে যে তিরস্কার করিয়াছ, সেই দুঃখকে আমরা এইজন্য সহ্য করিয়াছি যে, আমরা কৌরবগণকে বধ করিব না।১৩

এইভাবে পাণ্ডবেরা অত্যন্ত বলবান্ হইয়াও তোমার প্রদত্ত প্রথম ও অন্তিম সকল ক্লেশই সহ্য করিয়াছেন, ইহা সব কৌরবই জানে।১৪

সৌম্য! তুমি যে আমাদিগকে মৃগচর্ম্ম পরাইয়া বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, সেই দুঃখও আমরা এইজন্য সহ্য করিয়াছি কি যে, আমরা কৌরবগণকে বধ করিব না।১৫

তোমার অনুমতিতে দুঃশাসন যাজ্ঞা কৃষ্ণা-দেবীকে আক্রান্ত করিয়া যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সেই অপরাধকেও আমরা এইজন্যই উপেক্ষা করিয়াছি।১৬

পরন্তপ! কিন্তু আজ আমরা আমাদের প্রাপ্য ভাগ অবশ্যই লইব। নরশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্যের ধন হইতে নিজ লোভপূর্ণ বুদ্ধি অপসারিত কর।১৭

রাজন্! এইরূপে আমাদের মধ্যে পরস্পর শান্তি ও প্রীতি থাকিতে পারে। আমরা শান্তি কামনা করি, তুমি আমাদের রাজ্যের একভাগও প্রত্যর্পণ কর।১৮

অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী ও বারণাবত—এই চারিটি গ্রাম এবং পঞ্চম গ্রামরূপে যে কোন একটি গ্রাম আমাদিগকে দাও। এইভাবেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটুক।১৯

সুযোধন! আমাদের পাঁচ ভাইকে পাঁচটি গ্রাম দাও। মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! ইহা হইলেই আমাদের জ্ঞাতিদিগের সহিত শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে।২০

ভ্রাতা ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হউক এবং পিতা পুত্রের সহিত মিলিত হউন। পাঞ্চালদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ কুরুবংশীয়গণের সহিত হাস্যপরিহাস করিতে করিতে মিলিত হউক। আমার এই কামনা যে, কৌরব ও পাঞ্চালদেশীয়গণকে একত্রে অক্ষত শরীরে দেখিব। ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন! আমরা সকলে যাহাতে প্রসন্নচিত্ত হইয়া শান্ত হইতে পারি, এইরূপ চেষ্টা কর।২১-২২

অলমেব শমায়াস্মি তথা যুদ্ধায় সঞ্জয়।
ধর্মার্থয়োরলং চাহং মৃদবে দারুণায় চ ॥২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
যুধিষ্ঠিরসন্দেশে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

সঞ্জয়! আমি শান্তিস্থাপনে সমর্থ এবং যুদ্ধ করিতেও সমর্থ। ধর্ম ও অর্থনীতি-বিষয়ে আমার উত্তম জ্ঞান আছে, সুতরাং আমি সময়ানুসারে কোমল হইতেও পারি আবার কঠোর হইতেও পারি ।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে যুধিষ্ঠিরসংবাদপ্রেরণবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[কৌরবাণাং সবিধে অর্জুনস্য সন্দেশপ্রেষণম্, সঞ্জয়স্য হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনম্, ধৃতরাষ্ট্রেণ সহ সম্মিল্য যুধিষ্ঠিরস্য কুশলবার্তাজ্ঞাপনম্, ধৃতরাষ্ট্রকৃতকার্য্যস্য নিন্দা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

(ধর্মরাজস্য তু বচঃ শ্রুত্বা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
উবাচ সঞ্জয়ং তত্র বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥

অর্জুন উবাচ।

পিতামহং শান্তনবং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ সঞ্জয়।
দ্রোণং সপুত্রং শল্যঞ্চ মহারাজঞ্চ বাহ্লিকম্ ॥
বিকর্ণং সোমদত্তঞ্চ শকুনিং চাপি সৌবলম্।
বিবিংশতিং চিত্রসেনং জয়সেনঞ্চ সঞ্জয় ॥
তপন্তঞ্চ তথা চৈব শূরং রণকৃতাং বরম্ ॥

যে চাপ্যন্যে কুরবস্তত্র সন্তি
রাজানশ্চেহ ভূমিপালাঃ সমেতাঃ।
যুযুৎসবঃ পাণ্ডবানাং সৈন্যমধ্যে
সমানীতা ধার্তরাষ্ট্রেণ মূঢ় ॥

যথাপ্তারং কুশলং ব্রূয়নশ্চ
সমাগমে মদ্বচনেন বাচ্যাঃ।
ততো ব্রূয়াঃ সঞ্জয় রাজমধ্যে
দুর্যোধনং পাপকৃতাং প্রধানম্ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরবগণের নিকট অর্জুনের সংবাদ প্রেরণ, সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের কুশলবার্তা জ্ঞাপন ও ধৃতরাষ্ট্রের কার্য্যের নিন্দা।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইতে শুনাইতে সেখানে সঞ্জয়কে এইরূপ বলিলেন।

অর্জুন বলিলেন,—সঞ্জয়। শান্তনুনন্দন পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পুত্র অশ্বত্থামার সহিত দ্রোণাচার্য্য, মহারাজ শল্য, বাহ্লীক, বিকর্ণ, সোমদত্ত, সুবলপুত্র শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, জয়সেন এবং যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ভূরিশ্রবা—এই সকলকে ও অন্যান্য যে সকল কৌরব সেখানে থাকিবে, তাহাদিগকে, যুদ্ধ করিবার জন্য যে যে রাজা সেখানে উপস্থিত

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং প্রতিষ্ঠাপ্য ধনঞ্জয়ং তু
ততোঽর্থবদ্ ধর্মযুতঞ্চৈব পার্থঃ।
উবাচ বাক্যং স্বজনপ্রহর্ষং
বিত্রাসনং ধৃতরাষ্ট্রাত্মজানাম্ ॥

অর্জুনেন সমাদিষ্টস্তথেত্যুক্ত্বা তু সঞ্জয়ঃ।
পার্থানামস্ত্রমাযান্তং কেশবঞ্চ যশস্বিনম্ ॥)

অনুজ্ঞাতঃ পাণ্ডবেন প্রযযৌ সঞ্জয়স্তদা।
শাসনং ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বং কৃত্বা মহাত্মনঃ ॥১

সম্প্রাপ্য হাস্তিনপুরং শীঘ্রমেব প্রবিশ্য চ।
অন্তঃপুরং সমাসাদ্য দ্বাঃস্থং বচনমব্রবীৎ ॥২

আচক্ষ্ব ধৃতরাষ্ট্রায় মাং সমুপাগতম্।
সকাশাৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং সঞ্জয়ং মাং চিরং কৃথাঃ ॥৩

জাগর্তি চেদভিবদেস্তং হি মাং ত্বং
প্রবিশেয়ং বিদিতো ভূমিপস্য।
নিবেদ্যমস্ত্যধিকং হি মেঽস্তি
দ্বাঃস্থোঽথ শ্রুত্বা নৃপতিং জগাম ॥৪

দ্বাঃস্থ উবাচ।

সঞ্জয়োঽয়ং ভূমিপতে নমস্তে
দিদৃক্ষয়া দ্বারমুপাগতস্তে।
প্রাপ্তো দূতঃ পাণ্ডবানাং সকাশাৎ
প্রমাণং বা রাজন্ কিমহং করোমি ॥৫

হইয়াছেন—তাঁহাদিগকে, দুর্যোধন যে যে রাজাকে ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সকলের সহিত যথোচিত রীতিতে মিলিত হইয়া আমার পক্ষ হইতে কুশলসংবাদ দিবে ও অভিবাদন জানাইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সঞ্জয়কে যাইবার অনুমতি দিয়া ধর্ম্ম ও অর্থনীতিসম্পর্কিত এই কথা বলিলেন, যাহা স্বজনগণের পক্ষে হর্ষবর্দ্ধক ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের পক্ষে ভয়প্রদ ছিল।

অর্জ্জুন এইভাবে যাইবার অনুমতি দিলে সঞ্জয় "তথাস্তু" বলিয়া উহা শিরোধার্য্য করিলেন। তারপর সঞ্জয় অন্যান্য কুন্তীকুমারগণ ও যশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।)

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইবার অনুমতি পাইয়া সঞ্জয় মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আদেশ পালন করত সেই সময় সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।১

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে পৌঁছিয়া অতিসত্বর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং অন্তঃপুরের নিকটে যাইয়া দ্বারপালকে বলিলেন।২

দ্বারপাল! তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমার আগমনের সংবাদ জানাও এবং তাঁহাকে বলিবে—পাণ্ডবগণের নিকট হইতে সঞ্জয় ফিরিয়া আসিয়াছে। তুমি আর বিলম্ব করিও না।৩

দ্বারপাল! যদি মহারাজ জাগিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবে। তিনি জাগ্রত হইয়া যাইবার অনুমতি করিলে আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার আমার একান্ত প্রয়োজন নিবেদন করিবে। ইহা শুনিয়া দ্বারপাল মহারাজের নিকটে গমন করিল এবং এইরূপ বলিল।৪

দ্বারপাল বলিল,—মহারাজ! আপনাকে প্রণাম। পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাগত দূত সঞ্জয় আপনার দর্শনকামনায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজন্! অনুমতি করুন—সঞ্জয় কি

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আচক্ষ্ব মাং কুশলিনং কল্পমেত্য
প্রবেষ্টুকামং যাশসং সঞ্জয়েতি।
ন চাস্মদেতস্য তবাস্যকল্পঃ
স মে কস্মাদ্ দ্বারি তিষ্ঠেচ্চ সক্তঃ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রবিশ্যানুমতে নৃপস্য
মহদ্ বেশ্ম প্রাজ্ঞপূর্ণ্যাগুপ্তম্।
সিংহাসনস্থং পার্থিবমাসসাদ
বৈচিত্রবীর্য্যং প্রাঞ্জলিঃ সূতপুত্রঃ ॥৭

সঞ্জয় উবাচ।

সঞ্জয়োঽহং ভূমিপতে নমস্তে
প্রাপ্তোঽস্মি পূর্ব্বা নরদেব পাণ্ডবান্।
অভিবাদ্য ত্বাং পাণ্ডুপুত্রো মনস্বী
যুধিষ্ঠিরঃ কুশলং চাব্যপৃচ্ছৎ ॥৮

স তে পুত্রান্ পৃচ্ছতি প্রীয়মাণঃ
কচ্চিৎ পুত্রৈঃ প্রীয়সে নপ্তৃভিশ্চ।
তথা সুহৃদ্ভিঃ সচিবৈশ্চ রাজন্
যে চাপি ত্বামুপজীবন্তি নিত্যম্ ॥৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অভিনন্দ্য ত্বাং তাত বদামি সঞ্জয়
অজাতশত্রুঞ্চ সুখেন পার্থম্।
কচ্চিৎ স রাজা কুশলী সপুত্রঃ
সহামাত্যঃ সানুজঃ কৌরবাণাম্ ॥১০

সঞ্জয় উবাচ।

সহামাত্যঃ কুশলী পাণ্ডুপুত্রো
বুভূষতে যচ্চ তেঽহত্রেষ্টমোঽভূৎ।
বিশিক্তধর্ম্মার্থকরো মনস্বী
বহুশ্রুতো দৃষ্টিমান্ শীলবাংশ্চ ॥১১

করিবেন ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—দ্বারপাল! সঞ্জয় সুখে আগমন করিয়াছে ত? তাহাকে বল, রাজা কুশলেই আছেন, অতএব আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আইস। উহার সহিত মিলিত হইতে আমার কোন অসুবিধা নাই। তাহা ছাড়া সে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে কেন ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে রাজার আজ্ঞা পাইয়া সূতপুত্র সঞ্জয় বুদ্ধিমান্ বীর ও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের দ্বারা সুরক্ষিত বিশাল রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট বিচিত্রবীর্য্যনন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ॥৭

সঞ্জয় বলিলেন,—কৃপতে! আপনাকে প্রণাম। নরদেব! আমি সঞ্জয়, পাণ্ডবগণের নিকট যাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। উদারচিত্ত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আপনাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥৮

তিনি অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত আপনার পুত্রগণের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাজন্! আপনি, আপনার পুত্রগণ, পৌত্রগণ, সুহৃদ্ ও মন্ত্রিবর্গ এবং যাহারা আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়া জীবনযাপন করিতেছে, তাহাদের সকলের সহিত আনন্দে আছেন তো ॥৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত সঞ্জয়! আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অজাতশত্রু সুস্থশরীরে যুধিষ্ঠির সুখে আছে তো? কৌরবগণের রাজা যুধিষ্ঠির নিজ পুত্র, মন্ত্রী ও অনুজ

পরো ধর্মাৎ পাণ্ডবস্যানৃশংস্যং
ধর্মঃ পরো বিত্তচয়াত্ততোঽস্য ।
সুখপ্রিয়ে ধর্মহীনেঽনপার্থে-
নুরুধ্যতে ভারত তস্য বুদ্ধিঃ ॥১২

পরপ্রযুক্তঃ পুরুষো দিচেষ্টতে
সূত্রপ্রোতা দারুময়ীব যোষা ।
ইমং দৃষ্ট্বা নিয়মং পাণ্ডবস্য
মন্যে পরং কর্ম দৈবং মনুষ্যাৎ ॥১৩

ইমঞ্চ দৃষ্ট্বা তব কর্মদোষং
পাপোদর্কং ঘোরমবর্ণরূপম্ ।
যাবৎ পরঃ কাময়তেঽভিবেলং
তাবন্নরোঽয়ং লভতে প্রশংসাম্ ॥১৪

অজাতশত্রুস্তু বিহায় পাপং
জীর্ণং ত্বচং সর্প ইবাত্মবর্ণাম্ ।
বিরোচতেঽহার্য্যবৃত্তেন ধীরো
যুধিষ্ঠিরস্ত্বয়ি পাপং বিসৃজ্য ॥১৫

হন্তাত্মনঃ কর্ম নিবোধ রাজন্
বর্ণার্থযুক্তাদার্য্যবৃত্তাদপেতম্ ।
উপক্রোশং চেহ গতোঽস্যি রাজন্
ভূয়শ্চ পাপং প্রজনেষ্যমুত্র ॥১৬

(ছোট) ভ্রাতাদিগের সহিত কুশলে আছে ত ?১০

সঞ্জয় বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নিজ মন্ত্রীদিগের সহিত কুশলে আছেন। তিনি পূর্ব্বে আপনার সম্মুখে যে রাজ্য ও ধনাদি পাইয়াছিলেন, তাহা ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি বিশুদ্ধভাবে ধর্ম্ম ও অর্থের সেবা করিতেছেন, তিনি মনস্বী, বিদ্বান্, দূরদর্শী ও চরিত্রবান্ পুরুষ।১১

ভারত। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের মতে অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে দয়াই পরম ধর্ম্ম। তিনি ধনসংগ্রহ অপেক্ষা ধর্ম্মপালনকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মশূন্য নিষ্প্রয়োজন সুখ ও প্রিয় বস্তুর অনুসরণ করে না।১২

মহারাজ! সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা যেমন অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই নৃত্য করে, সেইরূপ মনুষ্য পরমাত্মার প্রেরণাতেই প্রত্যেক কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই কষ্ট দেখিয়া আমি ইহাই মনে করি যে, মনুষ্যের পুরুষার্থ অপেক্ষা দৈব-বিধানই বলবান্।১৩

আপনার কর্ম্মদোষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অবর্ণনীয় এবং ভবিষ্যতে পাপ ও দুঃখপ্রাপ্তিকারক। এই সব দেখিয়া আমি ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, পরমাত্মার বিধানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান (বলবান্)। বিধাতা যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন, মানুষ সেই পর্য্যন্তই সীমিত প্রশংসা লাভ করে।১৪

যেরূপ সর্প নিজের পুরাতন চর্ম্ম (খোলস) যাহা আর দেহের মধ্যে থাকিতে পারে না, তাদৃশ চর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অজাতশত্রু বীর যুধিষ্ঠির পাপকে পরিত্যাগ করিয়া এবং সেই পাপ আপনার মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া নিজ স্বাভাবিক সদাচারে সুশোভিত আছেন।১৫

মহারাজ! আপনি নিজ কর্ম্মের উপর লক্ষ্য রাখুন। ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের যে ব্যবহার, উহা সর্ব্বপ্রকারে আপনার ব্যবহারের বিপরীত। রাজন্! এই কারণেই ইহলোকে আপনার নিন্দা হইতেছে ও পরলোকেও আপনাকে পাপময় দুঃখভোগ করিতে হইবে।১৬

ন স্বয়ং সংশয়িতং বিনা তৈ-
রাশংসসে পুত্রবশানুগোঽন্ত।
অধর্মতশ্চ মহান্ পৃথিব্যাং
বেদং কর্ম ত্বৎসদৃশ ভারতাগ্র্য ॥১৭

হীনপ্রজ্ঞো দৌষ্কুলেয়ো নৃশংসো
দীর্ঘং বৈর ক্ষত্রবিদ্যাবধীরঃ।
এবং ধর্মাপদঃ সংজ্ঞয়েষু-
হীনবীর্য্যো যশ্চ তবেদৃশিষ্টঃ ॥১৮

কুলে জাতো বলবান্ যো যশস্বী
বহুশ্রুতঃ সুখজীবী মতাত্মা।
ধর্মাধর্মৌ গ্রথিতৌ যো বিভর্তি
ন হন্ত দিষ্টস্য বশানুগৈতি ॥১৯

কথং হি মন্ত্রাগ্র্যবরো মনীষী
ধর্মার্থয়োরাপদি সম্প্রণেতা।
এবং যুক্তঃ সর্বমন্ত্রৈরহীনো
নরো নৃশংসং কর্ম কুর্য্যাদমূঢ়ঃ ॥২০

তব ত্বমী মন্ত্রবিদঃ সমেত্য
সমাসতে কর্মসু নিত্যযুক্তাঃ।
তেষাময়ং বলবান্ নিশ্চয়শ্চ
কুরুক্ষয়ে নিয়মেনোপপাদি ॥২১

অকালিকং কুরবো নাভবিষ্যন্
পাপেন চেৎ পাপমজাতশত্রুঃ।
ইচ্ছেজ্জাতু ত্বয়ি পাপং বিসৃজ্য
নিন্দা চেয়ং তব লোকেঽভবিষ্যৎ ॥২২

ভরতবংশশিরোমণে! আপনি বর্ত্তমানে আপনার পুত্রগণের বশীভূত হইয়া পাণ্ডবগণকে পৃথক্ করিয়া দিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু আপনার পূর্ব্বাচরিত এই কর্ম্মের সফলতাসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। (যদি আপনার এই কর্ম্মের সফলতা আসে, তবে) এই পৃথিবীতে এতাদৃশ অধর্ম্মের কারণ আপনাকে অতিশয় নিন্দাভাগী হইতে হইবে। অতএব এই কার্য্য কখনই আপনার যোগ্য নহে।১৭

যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, নীচকুলে উৎপন্ন, ক্রূর, দীর্ঘকাল শত্রুতাসঞ্চয়কারী, ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, পরাক্রমহীন ও অশিষ্ট, সেইরূপ ব্যক্তির পক্ষেই ইহা গ্রহণযোগ্য।১৮

যে ব্যক্তি উচ্চকুলে জাত, বলবান্, যশস্বী, বহুবিধ জ্ঞানবান্, সুখজীবী, মনকে নিজের বশে রাখিতে সমর্থ এবং পরস্পর গ্রথিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ধারক, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবশে অতীষ্ট

গুণসম্পত্তি লাভ করেন।১৯

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ আপনার পরামর্শদাতা, আপনি নিজেও বুদ্ধিমান্, আপদের সময় ধর্ম্ম ও অর্থের যথাযথরূপে প্রয়োগে আপনি কুশল ও সর্ব্বপ্রকার উত্তম পরামর্শযুক্ত, তথাপি আপনার ন্যায় সাধনসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষ কিরূপে এতাদৃশ ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিতে সক্ষম হন?২০

সদা কর্ম্মে নিযুক্ত ও মন্ত্রজ্ঞ এই সর্ব্বাধি আপনার মন্ত্রীরা একত্রে মিলিত হইয়া এক পরামর্শ করিয়াছেন। ইঁহারা (পাণ্ডবগণকে রাজ্য না দিবার) যে সুদৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই কৌরবগণের ভাবী বিনাশের কারণ হইবে।২১

রাজন্! যদি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির (আপনাকেই দোষী করিয়া) আপনার উপর সমুদয় দোষ সমর্পণ করিয়া (আপনার ন্যায়) দোষের পরিবর্ত্তে দোষ করিবারই ইচ্ছা করেন, তবে কৌরবগণ অসময়েই নষ্ট হইয়া যাইবে এবং কেবল আপনারই নিন্দা জগতে বিঘোষিত হইবে।২২

কিমত্র বিধয়াদীশ্বরাণাং
যত্র পার্থঃ পরলোকং স্ম দ্রষ্টুম্।
অস্ত্রাণ্যবাপৎ স তথা সম্মতঃ সন্-
ন সংশয়ো বাস্তি মনুষ্যকারঃ ॥২৩

এতান্ গুণান্ কর্মকৃতানবেক্ষ্য
ভাবাভাবৌ বর্তমানাবধিত্যৌ।
বলিহি রাজা পারমবিন্দমানো
বাস্তৎ কালাৎ কারণং তত্র মেনে ॥২৪

চক্ষুঃশ্রোত্রে নাসিকা ত্বক্ চ জিহ্বা
জ্ঞানস্যৈতান্যায়তনানি জন্তোঃ।
তানি প্রীত্যৈবৈ তৃষ্ণাক্ষয়ান্তে
ভাজন্যধো দুঃখহীনঃ প্রযুঙ্ক্তাৎ ॥২৫

ন বৈব মন্যে পুরুষস্য কর্ম
সংবর্ততে সুপ্রযুক্তং যথাবৎ।
মাতুঃ পিতুঃ কর্মণাভিপ্রসূতঃ
সংবর্ধতে বিধিবদ্ ভোজনেন ॥২৬

প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখে চ রাজন্
নিন্দাপ্রশংসে চ তথৈব এব।
পরস্যেহ গর্হয়তেঽপরাধে
প্রশংসতে সাধুবৃত্তং তথৈব ॥২৭

ন স্যাৎ গর্হে ভাবভাবানাং বিরোধা-
দন্যো নূনং ভবিতায়ং প্রজানাম্।
যো চেদিদং তব কর্মাপরাধাৎ
কুরূন্ দহেৎ কৃষ্ণবর্ত্মেব কক্ষম্ ॥২৮

এইরূপ কোন বস্তু আছে যে, যাহা লোকপালগণের অধিকারের বহির্ভূত? তথাপি অর্জুন (ইন্দ্রকীল পর্বতের মধ্যে লোকপালগণের সহিত মিলিত হইয়া ও তাঁহাদের নিকট হইতে অস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ভূর্লোক ও ভুবর্লোক দর্শন করত) স্বর্গলোক দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। এইরূপে লোকপালগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াও যদি অর্জুনকে কষ্টভোগ করিতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে এই কথাই বলা যায় যে, দৈববলের সম্মুখে মানুষের পুরুষার্থ কিছুই নয় ।২৩

এই সৌর্য্য ও বিদ্যা প্রভৃতি গুণাবলি মানুষ নিজ পূর্বকর্মের ফলানুসারেই লাভ করিয়া থাকে এবং জীবদ্দশায় যে উন্নতি ও অবনতি পরিলক্ষিত হয়, উহা সর্বথা অনিত্য (দীর্ঘকালস্থায়ী নহে)। এই সব বিচার করিয়াই যখন রাজা বলি উহার কোন পার পাইলেন না (সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না), তখন তিনি ইহাই স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, এ বিষয়ে কাল (দৈব) ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই ।২৪

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ (চর্ম) ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্ত প্রাণীর রূপ আদি বিষয়সমূহের জ্ঞানের স্থান (কারণ)। তৃষ্ণার (বাসনার) ক্ষয় হইলে পরই ইহারা সদা প্রসন্ন থাকে। অতএব মনুষ্যের কর্তব্য হইল যে কি সে নিজে ব্যথা ও দুঃখশূন্য হইয়া তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য ঐ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের বশীভূত করা ।২৫

যেরূপ মাতা ও পিতার প্রযত্নে উৎপন্ন পুত্র বিধি অনুসারে ভোজনাদি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কেবল পুরুষার্থের যথাযথভাবে প্রয়োগ হইলেই সে উত্তম ফল দান করে। আমি কিন্তু এই বাক্যের উপর বিশ্বাস করি না। (কারণ, এখানেও দৈবই প্রধান ।২৬)

রাজন্! এই জগতে প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা—এইগুলি মানুষই লাভ করিয়া থাকে। এইজন্য মানুষ অপরাধ করিলে সেই অপরাধীকে সকলে নিন্দা করে এবং যাহার

ন্যবৈষীকো জাতু পুত্রস্ত রাজন্
বশং গত্বা সর্বলোকে নরেন্দ্র।
কামাত্মনঃ শ্লাঘনো দ্যূতকালে
নাগাঃ শমং পশ্য বিপাকমস্ত ॥২৯
অনাপ্তানাং সংগ্রহাৎ ত্বং নরেন্দ্র
তথাঽঽপ্তানাং নিগ্রহাচ্চৈব রাজন্।
ভূমিং স্ফীতাং দুর্বলত্বাদনন্তা-
মনন্তস্ত্বং রক্ষিতুং কৌরবেয় ॥৩০
অনুজ্ঞাতো রথবেগাবধূতঃ
শ্রান্তোঽস্মি পক্ষে শয়নং নৃসিংহ।
প্রাতঃ শ্রোতারঃ কুরবঃ সভায়া-
মজাতশত্রোর্বচনং দদেতাঃ ॥৩১
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অনুজ্ঞাতোঽস্ত্যাবসথং পরেহি
প্রপদ্যস্ব শয়নং সূতপুত্র।
প্রাতঃ শ্রোতারঃ কুরবঃ সভায়া-
মজাতশত্রোর্বচনং ব্রবীতম্ ॥৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সঞ্জয়যানপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

ব্যবহার সজ্জনোচিত, সকলে তাহারই প্রশংসা করে।২৭

অতএব আপনি যে ভরতবংশীয়গণের বিরোধের সৃষ্টি করিতেছেন, এজন্য আমিই আপনার নিন্দা করিতেছি; কারণ, এই কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিরোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে। যদি আপনি আমার কথানুসারে কার্য্য না করেন, তবে আপনার দোষে অর্জুন সমুদয় কৌরবগণকে সেইভাবে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন, যেভাবে অগ্নি তৃণাদিনির্মিত গৃহ দগ্ধ করে।২৮

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্। এই সমগ্র জগতে একমাত্র আপনিই আপনার স্বেচ্ছাচারী পুত্রের (প্রশংসা করত তাহার) অধীন হইয়া পাশাখেলার সময় যে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং (রাজ্যের লোভ ত্যাগ করত) শান্ত হন নাই, উহার যে কিরূপ ভয়ঙ্কর পরিণাম, তাহা আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবেন।২৯

মহারাজ! আপনি এইরূপ সব মানুষকে (কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতিকে) আশ্রয় দিয়াছেন, যাহারা বিশ্বাসেরই পাত্র নহে; আর বিশ্বাসের যোগ্য পুরুষ পাণ্ডবগণকে বধ দিয়াছেন। হে কুরুকুলনন্দন। আপনার এই মানসিক দুর্বলতার জন্য আপনি অনন্ত ও সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবীকে রক্ষা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না।৩০

নরশ্রেষ্ঠ। এখন আমি রথের বেগে কম্পিত হইয়া (হেলিতে দুলিতে থাকিয়া) শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যদি অনুমতি করেন, তবে এখন আমি শয়ন করিতে যাই। কাল প্রাতঃকালে (সকাল বেলায়) যখন সকলে কৌরবসভায় একত্রিত হইবেন, তখন আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের বাক্য সকলকে শুনাইব।৩১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূতপুত্র। আমি আদেশ করিতেছি—তুমি গৃহে যাও এবং শয়ন কর। কাল যখন প্রাতঃকালে সকল কৌরবগণ সভামধ্যে একত্রিত হইবে, তখন তোমার মুখ হইতে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের বাক্য শুনিব।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সঞ্জয়যানপর্বে ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

(প্রজাগরপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রবিদুরসন্দেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দ্বাঃস্থং প্রাহ মহাপ্রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
বিদুরং দ্রষ্টুমিচ্ছামি তমিহানয় মা চিরম্ ॥১

প্রহিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ দূতঃ ক্ষত্তারমব্রবীৎ।
ঈশ্বরত্বাং মহারাজো মহাপ্রাজ্ঞ মিদৃক্ষতি ॥২

এবমুক্তস্তু বিদুরঃ প্রাপ্য রাজনিবেশনম্।
অব্রবীদ্ ধৃতরাষ্ট্রায় দ্বাঃস্থঃ মাং প্রতিবেদয় ॥৩

দ্বাঃস্থ উবাচ

বিদুরোঽয়মনুপ্রাপ্তো রাজেন্দ্র তব শাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি তে পাদৌ কিং করোতু প্রশাধি মাম্ ॥৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রবেশয় মহাপ্রাজ্ঞং বিদুরং দীর্ঘদর্শিনম্।
অহং হি বিদুরস্যাস্ত নাকল্পো জাতু দর্শনে ॥৫

দ্বাঃস্থ উবাচ।

প্রবিশান্তঃপুরং ক্ষত্তর্মহারাজস্য ধীমতঃ।
নহি তে দর্শনেঽকল্পো জাতু রাজাব্রবীদ্ধি মাম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রবিশ্য বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং চিন্তয়ানং নরাধিপম্ ॥৭

বিদুরোঽহং মহাপ্রাজ্ঞ সম্প্রাপ্তস্তব শাসনাৎ।
যদি কিঞ্চন কর্তব্যমনুশাধি প্রশাধি মাম্ ॥৮

(প্রজাগরপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র-বিদুর-সংবাদ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। (সঞ্জয় চলিয়া গেলে) মহাবুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বার-রক্ষককে বলিলেন,—আমি বিদুরকে দেখিতে চাই, তাহাকে এখানে লইয়া আইস, বিলম্ব করিও না।১

ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঐ দূত বিদুরের নিকট যাইয়া বলিল,—মহামতে। আমাদের রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।২

সেই দূত এই কথা বলিলে বিদুর রাজভবনের নিকট যাইয়া বলিলেন,—দ্বারপাল। আমার আগমনবার্তা ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন কর।৩

দ্বারপাল যাইয়া বলিল,—মহারাজ। আপনার আদেশে বিদুর এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আপনার চরণদর্শন ইচ্ছা করেন। আমাকে আজ্ঞা করুন, তিনি এখন কি করিবেন।৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাবুদ্ধিমান্ দূরদর্শী বিদুরকে অন্তঃপুরে লইয়া আইস। আমি এই বিদুরের দর্শনবিষয়ে কোন অন্যথা করি (অপ্রস্তুত) নাই।৫

দ্বারপাল (বিদুরের নিকট আসিয়া) বলিল,—বিদুর মহাশয়। আপনি বুদ্ধিমান্ মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন। মহারাজ আমাকে বলিলেন,—আমি বিদুরের সহিত সাক্ষাৎকার বিষয়ে কোন অন্যথা করি নাই।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। তাহার পর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া চিন্তান্বিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।৭

মহাপ্রাজ্ঞ। আমি বিদুর, আপনার আদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। যদি আমার যোগ্য কোন কার্য্য করিতে হয়, তবে আদেশ করুন—আমি আসিয়াছি।৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সঞ্জয়ো বিদুর প্রাজ্ঞো গর্হয়িত্বা চ মাং গতঃ।
অজাতশত্রোঃ যো বাক্যং সভামধ্যে স বক্ষ্যতি ॥৯

তস্যাস্য কুরুবীরস্য ন বিজ্ঞাতং বচো ময়া।
তচ্চে দহতি মাত্রাপি তদকার্ষীৎ প্রজাগরম্ ॥১০

আপ্রতো দহ্যমানস্য শ্রেয়ো যদনুপশ্যসি।
তদ্ ব্রূহি হ্যং হি নস্তাত ধর্মার্থকুশলো হ্যসি ॥১১

যতঃ প্রাপ্তঃ সঞ্জয় পাণ্ডবেভ্যো
ন মে যথাবন্মনঃ প্রশান্তিঃ।
সর্বেন্দ্রিয়াণ্যপ্রকৃতিং গতানি
কিং বক্ষ্যতীত্যেব মেঽদ্য প্রচিন্তা ॥১২

বিদুর উবাচ।

অভিযুক্তং বলবতা দুর্বলং হীনসাধনম্।
হৃতস্বং কামিনং চোরমাবিশন্তি প্রজাগরাঃ ॥১৩

কচ্চিদেতৈর্মহাদোষৈর্ন স্পৃষ্টোঽসি নরাধিপ।
কচ্চিচ্চ পরবিত্তেষু গৃধ্যন্ ন পরিতপ্যসে ॥১৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তে ধর্ম্যং পরং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
অস্মিন্ রাজর্ষিবংশে হি ত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ ॥১৫

বিদুর উবাচ।

(রাজা লক্ষণসম্পন্নস্ত্রৈলোক্যস্যাধিপো ভবেৎ।
প্রেষ্যস্তে প্রেষিতশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! বুদ্ধিমান্ সঞ্জয় আসিয়াছিল, সে আমাকে নানাভাবে নিন্দা করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আগামীকাল সে সভামধ্যে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের কথা শুনাইবে।৯

আজকে আমি সেই কুরুবীর যুধিষ্ঠিরের কথা জানিতে পারিলাম না—ইহাই আমার সকল শরীরকে জ্বালা দিতেছে এবং আমাকে এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে।১০

তাত! আমি দুশ্চিন্তায় জ্বলিতে জ্বলিতে এখনও জীবিয়া আছি। আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর বলিয়া তুমি মনে কর, তাহা বল; কারণ, আমাদের মধ্যে তুমিই ধর্ম্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।১১

সঞ্জয় যখন হইতে পাণ্ডবগণের নিকট হইতে ফিরিয়া এখানে আসিয়াছে, সেই সময় হইতেই আমার মনে পূর্ণ শান্তি নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হইয়া পড়িয়াছে। কাল সে কি বলিবে, এই বিষয়ে আমার মনে নিদারুণ চিন্তা হইতেছে।১২

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! যাহার বলবানের সহিত বিরোধ হইয়া গিয়াছে, সেই সাধনহীন দুর্বল মনুষ্যের, যাহার সব কিছু হৃত হইয়াছে—তাহার, কামী ব্যক্তির এবং চোরের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।১৩

নরাধিপ! আপনিও কি এই মহাদোষসমূহে লিপ্ত হইয়া পড়েন নাই? আপনি অন্যের ধনে লুব্ধ হইয়া কষ্ট পাইতেছেন না ত?১৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! আমি তোমার ধর্ম্মসমন্বিত ও কল্যাণকারী সুন্দর বাক্য শুনিতে চাহি; কারণ, এই রাজর্ষিবংশে কেবল তুমিই বিদ্বান্‌গণেরও মাননীয়।১৫

বিদুর বলিলেন,—(মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! শ্রেষ্ঠ লক্ষণসমূহে ভূষিত রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের অধিপতি হইতে সমর্থ। সে আপনার আজ্ঞাপালনকারী ছিল, কিন্তু আপনি তাহাকে বনে পাঠাইয়া দিলেন।

বিপরীতস্তরশ্চ ত্বং তাগধেয়ে ন সম্মতঃ।
অচিষ্যং প্রজ্ঞয়াচৈব ধর্মাত্মা ধর্মকোবিদঃ॥

আনৃশংস্যাদনুক্রোশাদ্ ধর্মাৎ সত্যাৎ পরাক্রমাৎ।
গুরুত্বাৎ ত্বয়ি সম্প্রেক্ষ্য বহুন্ ক্লেশাংস্তিতিক্ষতে॥

দুর্যোধনে সৌবলে চ কর্ণে দুঃশাসনে তথা।
এতেষ্বৈশ্বর্য্যমাধায় কথং ত্বং তুষ্টিমিচ্ছসি॥

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥)

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্॥১৬

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃ স্তম্ভো মান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥১৭

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥১৮

যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥১৯

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্মার্থাবনুবর্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥২০

যথাশক্তি চিকীর্ষতি যথাশক্তি চ কুর্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥২১

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কাময়াৎ।
নাসম্পৃষ্টো ব্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থে
তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য॥২২

আপনি ধর্মাত্মা ও বন্ধুকে জানিয়াও নয়নের জ্যোতিহীন হওয়ায় তাহাকে জানিতে পারেন নাই। এইজন্য আপনি তাঁহার অত্যন্ত বিপরীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে রাজ্য ভাগ প্রদান করিতেও আপনার সম্মতি ছিল না।

যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ক্রূরতা নাই; তাঁহার মধ্যে দয়া, ধর্ম, সত্য ও পরাক্রম বিদ্যমান, সে আপনাকে পূজনীয় মনে করে। এই সমস্ত সদ্‌গুণের জন্য সে নানাভাবে বিচার করিয়া বহু ক্লেশ সহ্য করিতেছে।

আপনি দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের ন্যায় অযোগ্যের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া কিরূপে কল্যাণলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন?

আত্মজ্ঞান, উদ্যোগ, দুঃখসহ হইবার শক্তি ও ধর্মে স্থিরতা—এই গুণসমূহ যে মানুষকে পুরুষার্থ হইতে চ্যুত করিতে পারে না, তাহাকেই পণ্ডিত বলা হয়।)

যে ব্যক্তি প্রশস্ত কর্মসমূহের আচরণ করেন ও নিন্দনীয় কর্মসমূহ পরিত্যাগ করেন, সেই সঙ্গে যিনি আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধালু, তাঁহার এই সব সদ্‌গুণ পণ্ডিতেরই লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।১৬

ক্রোধ, হর্ষ, গর্ব, লজ্জা, ধৃষ্টতা (ঔদ্ধত্য) এবং নিজেকে নিজেই পূজ্য বলিয়া মনে করা—এই সকল ভাব যাঁহাকে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা হয়।১৭

যে ব্যক্তির কর্তব্য, পরামর্শ ও পূর্ব হইতে কৃত বিচারপদ্ধতি অপর কেহ জানিতে পারে না, পরন্তু কর্ম পূর্ণ হইলেই তাহা অপরে জানিতে পারে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা হইয়া থাকে।১৮

শীত-গ্রীষ্ম, ভয়-অনুরাগ, সম্পত্তি ও দরিদ্রতা—এইগুলি যাঁহার কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে না পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা হয়।১৯

যাঁহার লৌকিক বুদ্ধি ধর্ম ও অর্থনীতিরই অনুসরণ করে, যিনি ভোগ পরিত্যাগ করিয়া

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥২৩

নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্বসতি কর্মণঃ।
অবন্ধ্যকালো বশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৪

আর্য্যকর্মণি রজ্যন্তে ভূতিকর্মাণি কুর্বতে।
হিতং নাত্যসূয়ন্তি পণ্ডিতা ভরতর্ষভ ॥২৫

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।
গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষোভ্যো যঃ সঃ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৬

তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্বকর্মণাম্।
উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৭

প্রস্তুতবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥২৮

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥২৯

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩০

স্বয়মর্থং যঃ পরিত্যজ্য পরার্থমনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যশ্চ মূঢ়ঃ স উচ্যতে ॥৩১

পুরুষার্থকেই বরণ করেন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হইয়া থাকে ।২০

বিবেকপূর্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা রাখেন ও কর্ম্ম করেন এবং কোন বস্তুকেই তুচ্ছ মনে করিয়া অবহেলা করেন না ।২১

বিদ্বান্ ব্যক্তি কোন বিষয় দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রবণ করেন; কিন্তু উহা শীঘ্রই বুঝিতে সমর্থ হন, তিনি বুঝিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেই পুরুষার্থে প্রবৃত্ত হন—কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নহে। কেহ কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি অপরের বিষয়ে কিছু বলেন না। তাঁহার এই বিশেষ জ্ঞানকেই পণ্ডিতের মুখ্য লক্ষণ জানিতে হইবে ।২২

বিবেকপূর্ণ বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য দুর্লভ বস্তু পাইবার ইচ্ছা রাখেন না, বিনষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না এবং বিপদে পতিত হইয়াও মুহ্যমান হন না ।২৩

যিনি প্রথমে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন এবং আরব্ধ কার্য্যের মধ্যে উহা হইতে বিরত হন না; যিনি সময়কে ব্যর্থ হইতে দেন না এবং চিত্তকে বশীভূত রাখেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা হয় ।২৪

ভরতকুলভূষণ! পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্মেই অনুরক্ত থাকেন, ঈর্ষামূলক কর্ম্মসমূহ করেন এবং হিতকর কার্য্যের উপর দোষ দৃষ্টি রাখেন না ।২৫

যিনি নিজের সম্মানে হৃষ্ট হন না, আমার নিজের নিন্দাতে সন্তপ্ত হন না এবং গঙ্গার হ্রদের ন্যায় যাঁহার চিত্ত কখনও ক্ষুব্ধ হয় না, তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হয় ।২৬

যিনি সমস্ত ভৌতিক পদার্থসমূহে যথার্থ জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) রাখেন, সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার প্রকৃত কৌশল জানেন এবং মনুষ্যগণের মধ্যে উপায় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, সেই মনুষ্যকে পণ্ডিত বলা হইয়া থাকে ।২৭

যাঁহার বাক্য কোন কারণেই রুদ্ধ হয় না, যিনি বিচিত্রভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ, তর্ক করিতে নিপুণ, প্রতিভাশালী এবং যিনি গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিয়া শীঘ্র উহা বলিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা হয় ।২৮

যাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির অনুসরণ করে ও বুদ্ধি বিদ্যার অনুসরণ করে এবং যিনি সৎপুরুষগণের

অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ পরিত্যজেৎ।
বলবন্তঞ্চ যো দ্বেষ্টি তমাহুর্মূঢ়চেতসম্ ॥৩২

অমিত্রং কুরুতে মিত্রং মিত্রং দ্বেষ্টি হিনস্তি চ।
কর্ম চারভতে দুষ্টং তমাহুর্মূঢ়চেতসম্ ॥৩৩

সংশয়ন্বতি কৃত্যানি সর্বত্র বিচিকিৎসতে।
চিরং করোতি ক্ষিপ্রার্থে স মূঢ়ো ভরতর্ষভ ॥৩৪

শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যো ন দদাতি দৈবতানি ন চার্চতি।
সুহৃন্মিত্রং ন লভতে তমাহুর্মূঢ়চেতসম্ ॥৩৫

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ ॥৩৬

পরং ক্ষিপতি দোষেণ বর্তমানঃ স্বয়ং তথা।
যশ্চ ক্রুধ্যত্যনীশানঃ স চ মূঢ়তমো নরঃ ॥৩৭

আত্মনো বলমাজ্ঞায় কর্মার্থপরিবর্জিতম্।
অলভ্যমিচ্ছন্ মৈরাশ্যাৎ মূঢ়বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥৩৮

আশিষং শাস্তি যো রাজন্ যশ্চ শূন্যমুপাসতে।
কদর্যাং ভজতে যশ্চ তমাহুর্মূঢ়চেতসম্ ॥৩৯

অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্যমেব বা।
বিচরত্যসমুদ্ধতো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥৪০

মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত আখ্যা লাভ করেন।২৯

যে না পড়িয়াই পণ্ডিত হইতে চায় এবং দরিদ্র হইয়াও বড় বড় অভিলাষ করে এবং কার্য না করিয়াই ধনলাভের আশা করে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই মূর্খ বলেন।৩০

যে ব্যক্তি নিজের কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া অপরের কর্তব্য পালন করে এবং মিত্রের সহিত অসদাচরণ করে, তাঁহাকে মূর্খ বলা হয়।৩১

যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণকে ইচ্ছা করে, আবার ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে ত্যাগ করে এবং বলবানের সহিত নিজের বিরোধ বাধায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ মূঢ়চিত্ত বলেন।৩২

যে শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে এবং মিত্রের উপর হিংসা করে ও তাহার কষ্ট উৎপাদন করে এবং যে সতত বিশ্বাসযোগ্য কর্ম আরম্ভ করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে মূঢ়চিত্ত (বিচার করিতে অক্ষম মূর্খ) বলেন।৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ। যে নিজের কর্মসমূহ ব্যর্থ বিস্তৃত করে, সর্বত্র সন্দেহ করে এবং যে কার্য শীঘ্র হয়, উহা অযথা বিলম্ব করে, তাহাকে মূর্খ বলিয়া জানিবেন।৩৪

যে ব্যক্তি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে না, দেবতাগণের পূজা করে না এবং যাহার বন্ধু-বান্ধব লাভ না হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে মূঢ়চিত্ত বলিয়া থাকেন।৩৫

মূঢ়চিত্ত অন্য মনুষ্য না আহ্বান করিলেও অন্তঃপুরাদিতে প্রবেশ করে, না জিজ্ঞাসা করিলেও বহু কথা বলিতে থাকে এবং বিশ্বাসের অযোগ্য ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করে।৩৬

নিজে দোষযুক্ত ব্যবহার করিলেও যে অন্যের দোষের কথা বলিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করে এবং অসমর্থ হইয়াও ব্যর্থ ক্রোধ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তিকে মহামূর্খ বলিয়া জানিতে হইবে।৩৭

যে নিজের বল না জানিয়া কর্ম না করিয়াও ধর্ম ও অর্থনীতি-বিরুদ্ধ দুর্লভ বস্তু লাভ করিতে চায়, এ সংসারে সেই মানুষকে মূঢ়-বুদ্ধি বলা হয়।৩৮

একঃ সম্পাদয়ত্যর্থান্ যত্নে বালশ্চ লোভনম্।
মোহসংবিভক্ত্য ভূতেভ্যঃ কো নৃশংসতরস্ততঃ ॥৪১

একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্‌ক্তে মহাজনঃ।
ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥৪২

একং হন্যান্ন বা হন্যাদিষুর্মুক্তো ধনুষ্মতা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতোৎসৃষ্টা হন্যাদ্ রাষ্ট্রং সরাজকম্ ॥৪৩

একয়া যে বিনিশ্চিত্য স্রোতস্তুর্ভির্বশে কৃতঃ।
পঞ্চ জিত্বা বিদিত্বা ষট্ নত্ত হিত্বা সুখী ভব ॥৪৪

একং বিষরসো হন্তি শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।
সরাষ্ট্রং সপ্রজং হন্তি রাজানং মন্ত্রবিপ্লবঃ ॥৪৫

একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্ ন চিন্তয়েৎ।
একো ন গচ্ছেদধ্বানং নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ ॥৪৬

একমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ যদ্ রাজন্ নাববুধ্যসে।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥৪৭

একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥৪৮

রাজন্। যে অনধিকারী ব্যক্তিকে উপদেশ দেয়, শূদ্রের উপাসনা করে এবং কৃপণ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, পণ্ডিতগণ সেই পুরুষকে মূঢ়চিত্ত বলেন।৩৯

যে ব্যক্তি বহু ধন, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও গর্বপ্রকাশ করিতে বিরত করেন না, তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হয়।৪০

যে ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিগণকে যথোচিত-রূপে সম্যক্ বিভাগ করিয়া না দিয়া নিজে একাই উত্তম ভোজন ও মনোরম বস্ত্রাদি পরিধান করে, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্রূর মানুষ আর কে আছে?৪১

মানুষ একাই নানারকম পাপকর্মের (সাহায্যে ধনোপার্জন করে) অনুষ্ঠান করে, কিন্তু উহার (সেই ধনের) ফলভোগ বহু লোকে করিয়া থাকে। ধনের উপভোগকারী সকল দোষ হইতে মুক্ত হয়, পরন্তু পাপকর্তা তাহার দোষভাগী হইয়া থাকে।৪২

কোন ধনুর্ধর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ সামর্থ্যানুসারে একজনকে বধ করিতে পারে, কিংবা না-ও পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত বুদ্ধি রাজার সহিত সমগ্র রাজ্যকেই বিনাশ করে।৪৩

এক (বুদ্ধি) দ্বারা দুইয়ের (কর্তব্য ও অকর্তব্যের) নিশ্চয় করত তিনের (সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড) সাহায্যে তিনকে (শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিকে) বশীভূত করুন। পাঁচকে (পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে) জয় করত ছয় গুণকে (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়) জানিয়া সাতকে (স্ত্রী, পাশাখেলা, মৃগয়া, মদ্য, কঠোর বচন, দণ্ডের কঠোরতা এবং অপব্যয়ের সহায়তায় ধনোপার্জন) পরিত্যাগ করত সুখী হউন।৪৪

বিষের রস একজনকেই (পানকারীকেই) নাশ করে, অস্ত্রের দ্বারা একজনেরই বধ হয়, কিন্তু গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তাহা রাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত রাজাকেও বিনাশ করে।৪৫

একা কখনও কোন স্বাদিষ্ট বস্তু ভোজন করিবে না, একাই কোন বিষয়ে নিশ্চয় (সিদ্ধান্ত) করিবে না, একা পথ দিয়া হাঁটিবে

সোঽস্ত দোষো ন মন্তব্যঃ ক্ষমা হি পরমং বলম্
ক্ষমা গুণো হ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥৩৯

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ ॥৪০

অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি।
অক্ষমাবান্ পরং দোষৈরাত্মানং চৈব যোজয়েৎ ॥৪১

একো ধর্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা।
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা ॥৪২

(পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং দ্বাবিমৌ পুরুষাবমৌ।
গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ সংন্যস্তশ্চৈব ভিক্ষুকঃ ॥)

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্ ॥৪৩

যে কর্মণী নবঃ কুর্বন্নস্মিঁল্লোকে বিরোচতে।
অক্রুধ্যন্ পুরুষং কিঞ্চিদসতোঽনর্চয়ংস্তথা ॥৪৪

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র পরপ্রত্যয়কারিণৌ।
স্ত্রিয়ঃ কামিতকাদ্বিদ্যো লোকঃ পূজিতপূজকঃ ॥৪৫

না এবং বহু ব্যক্তি নিদ্রা যাইলে একা জাগিয়া থাকিবে না ॥৩৬

রাজন্! যেমন সমুদ্র-পার হইতে নৌকাই একমাত্র সাধন, সেইরূপ স্বর্গে গমন করিবার সত্যই একমাত্র সোপান জানিবে, অন্য নহে; কিন্তু আপনি ইহা কিছুতেই বুঝিতেছেন না ॥৩৭

ক্ষমাশীল পুরুষগণের উপর একটিমাত্র দোষই আরোপ করা যাইতে পারে, দ্বিতীয় কোন দোষ নহে। সেই দোষ হইল—ক্ষমাশীল মানুষকে লোকে অসমর্থ মনে করে ॥৩৮

কিন্তু ক্ষমাশীল পুরুষের ইহাকে দোষ মনে করা উচিত নয়; কারণ, ক্ষমাই হইল পরম বল। ক্ষমা অসমর্থ মানুষের পক্ষে দোষ আর সমর্থ পুরুষের পক্ষে ভূষণস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে ॥৩৯

এ জগতে ক্ষমা হইল বশীকরণ, এই ক্ষমাদ্বারা কোন্ কার্য না সফল হয়? যাহার হস্তে শান্তিরূপ খড়্গ বিদ্যমান আছে, তাহাকে দুষ্ট পুরুষে কি করিতে পারে? ॥৪০

তৃণশূন্য স্থানে পতিত অগ্নি নিজেকে নিজেই শান্ত হয় (নিবিয়া যায়)। ক্ষমাহীন ব্যক্তি নিজেকে ও অন্যকেও দোষভাগী করিয়া থাকে ॥৪১

কেবল ধর্মই সকলের পরম কল্যাণকারী, একমাত্র ক্ষমাই শান্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, এক বিদ্যাই পরম সন্তোষ প্রদান করে এবং একমাত্র অহিংসাই সকলকে সুখ প্রদান করিয়া থাকে ॥৪২

(সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে দুই প্রকারের অধম পুরুষ আছে—(এক) অকর্মণ্য গৃহস্থ ও (দুই) কর্মে আসক্ত সন্ন্যাসী।) যেরূপ সর্প শায়িত জীবগণকে সর্প ভক্ষণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ পৃথিবী শত্রুসহিত বিরোধ করিতে অনিচ্ছুক রাজা এবং প্রবাসে যাইতে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণ—এই জনকে গ্রাস করে ॥৪৩

কঠোর বাক্য যিনি বলেন না এবং দুষ্ট পুরুষগণকে যিনি সম্মান যেন না—এই দুই প্রকার কর্মকারী মানুষ ইহলোকে বিশেষ শোভা পাইয়া থাকেন ॥৪৪

দ্বাবিমৌ কণ্টকৌ তীক্ষ্ণৌ শরীরপরিশোষিণৌ।
যশ্চাধনঃ কামযতে যশ্চ কুপ্যত্যনীশ্বরঃ ॥৫৬

দ্বাবেব ন বিরাজেতে বিপরীতেন কর্মণা।
গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ ॥৫৭

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ রাজন্ স্বর্গস্যোপরি তিষ্ঠতঃ।
প্রভুশ্চ ক্ষময়া যুক্তো দরিদ্রশ্চ প্রদানবান্ ॥৫৮

ন্যায়াগতস্য দ্রব্যস্য বোদ্ধব্যৌ দাবতিক্রমৌ।
অপাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ পাত্রে চাপ্রতিপাদনম্ ॥৫৯

দ্বাবম্ভসি নিবেক্তব্যৌ গলে বদ্ধ্বা দৃঢাং শিলাম্।
ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রং চাতপস্বিনম্ ॥৬০

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥৬১

ত্রয়ো ন্যায়া মনুষ্যাণাং প্রযুক্তে ভরতর্ষভ।
কনীয়াংশ্চ মধ্যমঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বেদবিদো বিদুঃ ॥৬২

ত্রিবিধাঃ পুরুষা রাজন্নুত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিয়োগয়েদ্ যথাবৎ তাংস্ত্রিবিধেষেব কর্মসু ॥৬৩

ত্রয় এবাধনা রাজন্ ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ।
যৎ তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম্ ॥৬৪

হরণঞ্চ পরস্বানাং পরদারাভিমর্শনম্।
সুহৃদশ্চ পরিত্যাগস্ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ ॥৬৫

অন্য কোন স্ত্রীদ্বারা প্রার্থিত পুরুষকে কামনাকারিণী স্ত্রী এবং অন্যের দ্বারা পূজিত মানুষকে সমাদরকারী পুরুষ—এই দুই প্রকারের লোক (স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোক) অপরের উপরে বিশ্বাস করিয়া চলে।৫৫

যে ব্যক্তি নির্ধন হইয়াও বহুমূল্য বস্তু লাভ করিতে অভিলাষী এবং অসমর্থ হইয়াও ক্রোধ করিতে অত্যন্ত,—এই দুই জনই নিজেই নিজের পক্ষে তীক্ষ্ণ কণ্টকস্বরূপ এবং নিজেই নিজের শরীরের শোষণকারী।৫৬

এই দুই জনই নিজের বিপরীত কর্ম করিয়া শোভা পায় না—অকর্মণ্য গৃহস্থ এবং কার্যে আসক্ত সন্ন্যাসী।৫৭

রাজন্! এই দুইজন পুরুষ স্বর্গেরও উপরে স্থান পাইয়া থাকেন—শক্তিশালী হইয়াও ক্ষমাশীল এবং নির্ধন হইয়াও দানী পুরুষ।৫৮

ন্যায়ানুসারে উপার্জিত ধনের দুইটি অতিক্রম (অসদ্ব্যবহার) জানিবে—অপাত্রে দান করা ও সৎপাত্রে দান না করা।৫৯

যে ধনী হইয়াও দান করে না এবং দরিদ্র হইয়া কষ্ট সহ্য করে না, এই উভয়বিধ মানুষকেই গলায় কঠিন পাথর বাঁধিয়া দিয়া জলে ডুবাইয়া দিতে হয়।৬০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে দুই প্রকারের মানুষ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন, তাঁহারা হইলেন—যোগযুক্ত সন্ন্যাসী ও সংগ্রামে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত যোদ্ধা।৬১

ভরতশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের কার্যসিদ্ধির জন্য উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকারের ন্যায়ানুকূল উপায় শুনিতে পাওয়া যায়—ইহা বেদজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন।৬২

রাজন্! এ সংসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকারের মানুষ আছে। ইহাদিগকে যথাযোগ্য উক্ত তিন প্রকারের কার্যে নিয়োগ করিতে হয়।৬৩

রাজন্! তিন জনকে ধনের অধিকারী বলা যায় না—স্ত্রী, পুত্র ও দাস। ইহারা যাহা কিছু ধনার্জন করে, তাহা ইহারা যাহার

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥৬৬

বরপ্রদানং রাজ্যঞ্চ পুত্রজন্ম চ ভারত।
শত্রোশ্চ মোক্ষণং কৃচ্ছ্রাৎ ত্রীণি চৈকঞ্চ তৎসমম্ ॥৬৭

ভক্তঞ্চ ভজমানঞ্চ তবাস্মীতি চ বাদিনম্।
ত্রীনেতাংস্ত্বরণং প্রাপ্তান্ বিষমেঽপি ন
সন্ত্যজেৎ ॥৬৮

চত্বারি রাজ্ঞা তু মহাবলেন
বর্জ্যান্যাহুঃ পণ্ডিতস্তানি বিদ্যাৎ।
অল্পপ্রজ্ঞৈঃ সহ মন্ত্রং ন কুর্য্যা-
ন্ন দীর্ঘসূত্রৈ রভসৈশ্চারণৈশ্চ ॥৬৯

চত্বারি তে তাত গৃহে বসন্তু

(অধীনে থাকে), তাহার হয় ।৬৪

অন্যের ধন হরণ, অন্যের স্ত্রীর সহিত সংসর্গ এবং সুহৃদ্‌গণের পরিত্যাগ—এই ত্রি'বধ দোষ (মানুষের আয়ু, ধন্ম ও কীর্ত্তির) ক্ষয়-কারক ।৬৫

কাম (দুইপ্রকার—জ্ঞানজন্য স্পৃহা ও মনঃকল্পনা), ক্রোধ ও লোভ—ইহারা আত্মার নাশকারী নরকের তিনটি দ্বারস্বরূপ, অতএব এই তিনটিকে সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে ।৬৬

ভারত! বরদানলাভ, রাজ্যপ্রাপ্তি ও পুত্রের জন্ম—এই তিনটি একদিকে, আর শত্রুকে কষ্ট হইতে মুক্তি দেওয়া—এই একক এক দিকে; ঐ তিনটি ও একটি সমান বলিয়া জানিতে হইবে ।৬৭

আমি আপনার ভক্ত, সেবক ও (অধিক কি?) আমি আপনারই, এইরূপ বক্তা,—এই তিন প্রকারের শরণাগতকে সঙ্কটকালেও ত্যাগ

ত্রিয়াভিজুষ্টঞ্চ গৃহস্থধর্ম্মে।
বৃদ্ধো জ্ঞাতিরবসন্নঃ কুলীনঃ
সখা দরিদ্রো ভগিনী চানপত্যা ॥৭০

চতুর্থ্যাহ মহারাজ সান্ত্বয়ানি বৃহস্পতিঃ।
পৃচ্ছতে ত্রিদশেন্দ্রায় তানীমানি নিবোধ মে ॥৭১

দেবতানাঞ্চ সঙ্কল্পমনুভাবঞ্চ ধীমতাম্।
বিনয়ং কৃতবিদ্যানাং বিনাশং পাপকর্ম্মণাম্ ॥৭২

চত্বারি কর্ম্মাণ্যভয়ঙ্করাণি
ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি।
মানাগ্নিহোত্রমুত মানমৌনং
মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ ॥৭৩

করিতে নাই ।৬৮

অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, হঠকারী ও ভক্তিকারী ব্যক্তির সহিত গুপ্ত পরামর্শ করিতে নাই। এই চারিজনকে মহাবলী রাজার পক্ষে পরিত্যাজ্য বলা হইয়াছে। বিদ্বান্ পুরুষ এইরূপ মনুষ্য-গণকে চিনিয়া লইবেন ।৬৯

তাত! গৃহস্থধর্ম্মে স্থিত ও লক্ষ্মীবান্ আপনার গৃহে চারি প্রকার মনুষ্য সর্ব্বদা বাস করিতে থাকুক—বৃদ্ধ কুটুম্ব, সঙ্কটে পতিত উচ্চ-বংশোৎপন্ন মনুষ্য, ধনহীন মিত্র ও সন্তানহীনা ভগিনী ।৭০

মহারাজ! যত্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর বৃহস্পতি যে চারিটি সঙ্গত কর্ম্ম প্রধান করে বলিয়া জানাইয়াছিলেন, আপনি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ করুন ।৭১

দেবতাগণের সঙ্কল্প, বুদ্ধিমান্‌দিগের প্রভাব, বিদ্বান্‌গণের নম্রতা ও পাপিবর্গের বিনাশ ।৭২

চারিটি কর্ম্ম অভয়ঙ্কর, উহারা অযথাকৃত হইলে ভয় প্রদান করে। মানাগ্নিহোত্র, মানমৌন, মানাধীত ও মানযজ্ঞ

পঞ্চাগ্নয়ো মনুষ্যেণ পরিচর্য্যাঃ প্রযত্নতঃ।
পিতা মাতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ ভরতর্ষভ ॥৭৪

পঞ্চৈব পূজয়ঁল্লোকে যশঃ প্রাপ্নোতি কেবলম্।
দেবান্ পিতৃন্ মনুষ্যাংশ্চ ভিক্ষূনতিথিপঞ্চমান্ ॥৭৫

পঞ্চ বানুগমিষ্যন্তি যত্র যত্র গমিষ্যসি।
মিত্রাণ্যমিত্রা মধ্যস্থা উপজীব্যোপজীবিনঃ ॥৭৬

পঞ্চেন্দ্রিয়স্য মর্ত্যস্যাল্পমিন্দ্রিয়ং চেদেকমিন্দ্রিয়ম্।
ততোঽস্য স্রবতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥৭৭

ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥৭৮

ষড়িমান্ পুরুষো জহ্যাদ্ ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্য্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্ ॥৭৯

অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্ ॥৮০

ষড়েব তু গুণাঃ পুংসা ন হাতব্যাঃ কদাচন।
সত্যং দানমনালস্যমনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ ॥৮১

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
ষড়্জীবলোকস্য সুখানি রাজন্ ॥৮২

চারিটি কর্ম্ম ভয় হরণ করে, কিন্তু উহা যদি প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা ভয় দান করে। সেই চারিটি কর্ম্ম হইল—আদরের সহিত (অভ্যন্তরে) অগ্নিহোত্র, আদরের সহিত যৌন-পালন, আদরপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও আদরের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান।৭৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু—মনুষ্যের এই পঞ্চ অগ্নি-(অগ্নিতুল্যতেজস্বী বা অগ্নিতুল্যপ্রভাবশালী)-কে বিশেষ যত্নের সহিত সেবা-শুশ্রূষা করিতে হয়।৭৪

দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, সন্ন্যাসী এবং অতিথিগণ—এই পঞ্চ সঙ্ঘের পূজা করিলে মানুষ শুদ্ধ যশলাভের অধিকারী হয়।৭৫

রাজন্! আপনি যে যে স্থানে যাইবেন, সেই সেই স্থানে শত্রু, মিত্র, উদাসীন, আশ্রয়-দাতা ও আশ্রিত—এই পাঁচজন আপনার অনুগমন করিবে।৭৬

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষের যদি একটি ইন্দ্রিয়ও ছিদ্র (দোষ)-যুক্ত হয়, তবে তাহার বুদ্ধি ছিদ্র পাত্রস্থিত জলের ন্যায় সবই বহির্গত হইয়া যায়।৭৭

ঐশ্বর্য্য বা উন্নতিকামী পুরুষের নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা—এই ছয়টি দোষ ত্যাগ করা উচিত।৭৮

উপদেশ দিতে অনিচ্ছুক আচার্য্য, মন্ত্রোচ্চারণ করিতে অনভিলাষী ঋত্বিক্ (হোতা), রক্ষা করিতে অক্ষম রাজা, অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রী, গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছুক গোপাল ও বনবাসাকাঙ্ক্ষী নাপিত,—এই ছয় জনকে সমুদ্রপারের পক্ষে ছিদ্রযুক্তা নৌকার ন্যায় পরিত্যাগ করিতে হয়।৭৯-৮০

সত্য, দান, কর্ম্মণ্যতা, অনসূয়া (গুণে দোষ দেখার প্রবৃত্তির অভাব), ক্ষমা ও ধৈর্য্য—এই ছয়টি গুণ মানুষ কখনও ত্যাগ করিবে না।৮১

রাজন্! ধনপ্রাপ্তি, প্রতিদিনই রোগমুক্ততা, অনুকূলা ও প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যা, বশীভূত (আদেশ-

ধর্ম্মাত্মনি নিত্যানামৈশ্বর্য্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন স পাপৈঃ কুতোঽনর্থৈর্যুজ্যতে
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮৩

ষড়িমে ষট্সু জীবন্তি সপ্তমো নোপলভ্যতে।
চৌরাঃ প্রমত্তে জীবন্তি ব্যাধিতেষু চিকিৎসকাঃ ॥৮৪

প্রমদাঃ কামযানেষু যজমানেষু যাজকাঃ।
রাজা বিবদমানেষু নিত্যং মূর্খেষু পণ্ডিতাঃ ॥৮৫

ষড়িমানি বিনশ্যন্তি মুহূর্তমনবেক্ষণাৎ।
গাবঃ সেবা কৃষির্ভার্য্যা বিদ্যা বৃষলসঙ্গতিঃ ॥৮৬

ষড়েতে হ্যবমন্যন্তে নিত্যং পূর্বোপকারিণম্।
আচার্য্যং শিক্ষিতাঃ শিষ্যাঃ কৃতদারাশ্চ মাতরম্ ॥৮৭

নারীঃ বিগতকামাস্তু কৃতার্থাশ্চ প্রয়োজকম্।
নাবং নিস্তীর্ণকান্তারা আতুরাশ্চ চিকিৎসকম্ ॥৮৮

আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ
সদ্ভির্মনুষ্যৈঃ সহ সম্প্রয়োগঃ।
স্বপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীতবাসঃ
ষড়্জীবলোকস্য সুখানি রাজন্ ॥৮৯

ঈর্ষ্যী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ ॥৯০

সপ্ত দোষাঃ সদা রাজ্ঞা হাতব্যা ব্যসনোদয়াঃ।
প্রায়শো যৈর্বিনশ্যন্তি কৃতমূলা অপীশ্বরাঃ ॥৯১

পালক) পুত্র এবং অর্থকরী (ধন-লাভের কারণ) বিদ্যা—এই ছয়টি মনুষ্যলোকের সুখের নিদান ॥৮৫

মনের মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থানকারী ছয়টি (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য) শত্রুকে যিনি বশীভূত করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় কখনও পাপে লিপ্ত হন না, সুতরাং তিনি অনর্থে যুক্ত হইবেন কি করিয়া ॥৮৩

এই (নিম্নে প্রদর্শিত) ছয় প্রকার পুরুষ অন্যোপজীবিত ছয় প্রকার পুরুষ হইতে নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের পক্ষে আর সপ্তম উপায় দেখা যায় না। যথা, চোর অসাবধান পুরুষ হইতে, বৈদ্য (চিকিৎসক) রোগী হইতে, কামোন্মত্তা স্ত্রী কামী পুরুষ হইতে, পুরোহিত যজমান হইতে, রাজা বিবাদপরায়ণ ব্যক্তি হইতে এবং বিদ্বান্ পুরুষ মূর্খের নিকট হইতে নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করেন ॥৮৪-৮৫

এ সংসারে মুহূর্ত্তকালও যদি পর্য্যবেক্ষণ না করা হয়, তবে গোরু, সেবা, কৃষি (ক্ষেত্র), স্ত্রী, বিদ্যা ও পুত্রের সহিত বিনষ্ট হয় ॥৮৬

এই ছয় জন প্রায় তাহার পূর্ব্ব উপকারীকে সম্মান করে না—শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাত্র শিক্ষকতে, বিবাহিত পুত্র মাতাকে, কামের জ্বালা শান্ত হইলে পুরুষ স্ত্রীকে, কৃতকার্য্য মনুষ্য সহায়কে, নদীর দুর্গমস্থান পার হইবার পর পারগামী পুরুষ নৌকাকে এবং রোগী পুরুষ রোগ বিনাশ হইলে বৈদ্যকে (চিকিৎসককে) ॥৮৭-৮৮

রাজন্! নীরোগ থাকা, ঋণী না হওয়া, প্রবাসে না থাকা, সজ্জনের সহিত মিলন, নিজ বৃত্তিতেই জীবিকা নির্ব্বাহ এবং নির্ভয়ে বাস—এই ছয়টি হইল মনুষ্যলোকের সুখের কারণ ॥৮৯

ঈর্ষ্যাকারী, ঘৃণাকারী, অসন্তোষী, ক্রোধী, সদা শঙ্কিতভাবে বাসকারী এবং অন্যের ভাগ্যে জীবন নির্ব্বাহকারী—এই ছয় জন সর্ব্বদা দুঃখী ॥৯০

স্ত্রীতে আসক্তি, পাশাখেলা, মৃগয়া (শিকার),

স্ত্রিয়োঽক্ষা মৃগয়া পানং বাক্‌পারুষ্যক পঞ্চমম্।
মহচ্চ দণ্ডপারুষ্যমর্থদূষণমেব চ ॥২২

অষ্টৌ পূর্বনিমিত্তানি নরস্য বিনশিষ্যতঃ।
ব্রাহ্মণান্ প্রথমং দ্বেষ্টি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে ॥২৩

ব্রাহ্মণস্বানি চাদত্তে ব্রাহ্মণাংশ্চ জিঘাংসতি।
রমতে নিন্দয়া চৈষাং প্রশংসাং নাভিনন্দতি ॥২৪

নৈবান্ স্মরতি কৃত্যেষু যাচিতশ্চাভ্যসূয়তি।
এতান্ দোষান্ নরঃ প্রাজ্ঞো বুধ্যেদ্ বুদ্ধ্যা
বিসর্জয়েৎ ॥২৫

অষ্টাবিমানি হর্ষস্য নিধনায়েতি ভারত।
বর্তমানানি মূঢ়স্তে তানেব সমুপাসতে ॥২৬

সমাগমশ্চ সদ্ভির্হ্রীমৈশ্চৈব ধনাগমঃ।
পুত্রেণ চ পরিষ্বঙ্গঃ সন্নিপাতশ্চ মৈথুনে ॥২৭
সময়ে চ প্রিয়ালাপঃ স্বযূথ্যেষু সমুন্নতিঃ।
অভিপ্রেতস্য লাভশ্চ পূজা চ জনসংসদি ॥২৮
অষ্টৌ গুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি
প্রজ্ঞা চ কৌল্যক দমঃ শ্রুতঞ্চ।
পরাক্রমশ্চাবহুভাষিতা চ
দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ ॥২৯

নবদ্বারমিদং বেশ্ম ত্রিসুণং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স পরঃ কবিঃ ॥৩০

দশ ধর্মং ন জানন্তি ধৃতরাষ্ট্র নিবোধ তান্।
মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ ॥৩১

মদ্যপান, কর্কশ বাক্য, কঠোর দণ্ডদান এবং ধনের অসদ্ব্যবহার—এই সাতটি দুঃখদায়ক দোষ রাজার সদা ত্যাগ করা উচিত। কারণ, ইহাতে মূলসুদ্ধ রাজাও প্রায় নষ্ট হইয়া যায়।২৩-২২

বিনাশের মুখে পতিত মানুষের আটটি পূর্ব্ব চিহ্ন যথা,—১। প্রথমে সে ব্রাহ্মণকে দ্বেষ করিবে, ২। ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিবে, ৩। ব্রাহ্মণের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, ৪। ব্রাহ্মণকে বধ করিবার ইচ্ছা করিবে, ৫। ব্রাহ্মণের নিন্দায় আনন্দ লাভ করিবে, ৬। ব্রাহ্মণের প্রশংসা শুনিতে চাহিবে না, ৭। যাগ-যজ্ঞাদিতে তাঁহাদের স্মরণ করিবে না এবং ৮। ব্রাহ্মণ কিছু প্রার্থনা করিলে তাঁহার দোষ আবিষ্কার করিতে থাকিবে অর্থাৎ দোষ দেখাইয়া কিছু দিবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সব দোষগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন ও উহা পরিত্যাগ করিবেন।২৩-২৫

ভারত। বন্ধুগণের সহিত মিলন, অধিক ধনপ্রাপ্তি, পুত্রের আলিঙ্গন, মৈথুনে সংলগ্ন হওয়া, সময়ানুসারে প্রিয় বাক্য বলা, নিজ দলের লোকদের উন্নতি, অভীষ্ট বস্তু লাভ এবং জন-সমাজে সম্মান—এই আটটি হর্ষের (আনন্দের) সার দেখাইয়া থাকে ও এইগুলিকেই লৌকিক সুখের সাধন বলিয়া জানিতে হইবে।২৬-২৮

বুদ্ধি, কুলীনতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, অধিক কথা না বলা, শক্তি অনুসারে দান করা ও কৃতজ্ঞতা—এই আটটি গুণ মানুষের যশোবর্দ্ধক।২৯

যে বিদ্বান্ পুরুষ (চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি) নয়টি দ্বারযুক্ত, তিন (সত্ত্ব, রজ ও তমঃগুণ) গুণসমন্বিত, পাঁচ (জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ) সাক্ষিবিশিষ্ট, আত্মার নিবাসস্থান এই শরীররূপ গৃহকে যথার্থরূপে যিনি জানেন, তিনিই উত্তম জ্ঞানী।৩০

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! দশ প্রকারের মানুষ ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিতে পারে না, উহাদের নাম শ্রবণ করুন—নেশার মত, অসাবধান, উন্মত্ত

ক্ষমাপশ্চ লুব্ধশ্চ ভীতঃ কামী চ তে দশ।
তস্মাদেতেষু সর্বেষু ন প্রসজ্জেত পণ্ডিতঃ ॥১০২
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুত্রার্থমসুরেন্দ্রেণ গীতং চৈব সুধন্বনা ॥১০৩
যঃ কাম-মন্যু প্রজহাতি রাজা
পাত্রে প্রতিষ্ঠাপয়তে ধনঞ্চ।
বিশেষবিচ্ছ্রুতবান্ ক্রিয়াবান্
তং সর্বলোকঃ কুরুতে প্রমাণম্ ॥১০৪
জানাতি বিদ্বানবিদুষঃ মনুষ্যান্
বিদ্যাবদোষেষু দদাতি দণ্ডম্।
জানাতি মাত্রাঞ্চ তথা ক্ষমাঞ্চ
তং তাদৃশং শ্রীর্ভজতে নরেন্দ্রম্ ॥১০৫
সুদুর্বলং নাবজানাতি কঞ্চিৎ
যুক্তো বিপুঃ সেবতে বুদ্ধিপূর্বম্।
ন বিগ্রহং রোচয়তে বলস্থৈঃ
কালে চ যো বিক্রমতে স ধীরঃ ॥১০৬
প্রাপ্যাপদং ন ব্যথতে কদাচি-
দুদ্যোগমন্বিচ্ছতি চাপ্রমত্তঃ।
দুঃখঞ্চ কালে সহতে মহাত্মা
ধুরন্ধরস্তস্য জিতাঃ সপত্নাঃ ॥১০৭
অনর্থকং বিপ্রবাসং সুহৃদ্ভ্যঃ
পাপৈঃ সন্ধিং পরদারাভিমর্শম্।
দম্ভং দৈন্যং পৈশুনং মদ্যপানং
ন সেবতে যশ্চ সুখী সদৈব ॥১০৮
ন সংরম্ভেণারভতে ত্রিবর্গ-
মাকারিতঃ সংবৃতি তত্ত্বমেব।
ন মিত্রার্থে রোচয়তে বিবাদং
নাপূজিতঃ কুপ্যতি চাপ্যমূঢ়ঃ ॥১০৯

(পাগল), শ্রান্ত (দুর্বলচিত্ত), ক্রোধী, লোভী, অধিক সুধাকাতর, ক্ষিপ্রকারী, ভীত ও কামী। বিদ্বান্ পুরুষ এই দশ ব্যক্তিতে আসক্ত থাকিবেন না।১০১-১০২

এ-বিষয়ে অসুররাজ প্রহ্লাদ সুধন্বার সহিত নিজ পুত্রকে যাহা কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন।১০৩

যে রাজা কাম ও ক্রোধ ত্যাগ করেন এবং সৎপাত্রে ধন দান করেন, যিনি বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ও কর্তব্য কর্ম শীঘ্র করিতে সক্ষম, তাঁহাকেই (তাঁহার ব্যবহার ও বচনকেই) সকলে প্রমাণ বলিয়া মনে করে।১০৪

যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বান উৎপাদন করিতে জানেন, যাহার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাকে যিনি দণ্ড দান করেন, যিনি দণ্ডদানের ন্যূনাধিক (কমবেশী) মাত্রা ও ক্ষমার প্রকৃত ব্যবহার জানেন, সেই রাজারই সেবায় সকল সম্পত্তি চলিয়া আসে।১০৫

কোন দুর্বল ব্যক্তিকে যিনি অপমান করেন না, যিনি সদা সাবধানে থাকিয়া শত্রুর সহিত বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহার করেন, বলবানের সহিত যিনি যুদ্ধের ইচ্ছা করেন না এবং সময় আসিলে পরাক্রম প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তিই ধীর।১০৬

যে ধুরন্ধর মহাপুরুষ বিপদে পতিত হইলেও দুঃখী হন না, পরন্তু সাবধানের সহিত (দুঃখের নাশের জন্য) উদ্যোগের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সময়ানুসারে দুঃখও সহ্য করেন, তিনি সর্বদা সুখী থাকেন।১০৭

যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অথবা বিদেশে বাস, পাপিগণের সহিত মিত্রতা, পরস্ত্রী-গমন, পাষণ্ড, চোর, খল ও মদ্যপান—এই সকলের সেবা করেন না, তিনি সদা সুখী থাকেন।১০৮

ন যোঽভ্যসূয়ত্যনুকম্পতে চ
ন দুর্বলঃ প্রাতিভাব্যং করোতি।
বাক্যাহ কিঞ্চিৎ ক্ষমতে বিবাদং
সর্বত্র তাদৃগ্ লভতে প্রশংসাম্ ॥১১০

যো নোদ্ধতং কুরুতে জাতু বেশং
ন পৌরুষেণাপি বিকত্থতেঽন্যান্।
ন মূর্ছিতঃ কটুকান্যাহ কিঞ্চিৎ
প্রিয়ং সদা তং কুরুতে জনো হি ॥১১১

ন বৈরমুদ্দীপয়তি প্রশান্তং
ন দর্পমারোহতি নাস্তমেতি।
ন দুর্গতোঽস্মীতি করোত্যকার্য্যং
তমার্য্যশীলং পরমাহুরার্য্যাঃ ॥১১২

ন যে সুখে বৈ কুরুতে প্রহর্ষং
নান্যস্য দুঃখে ভবতি প্রহৃষ্টঃ।
দত্ত্বা ন পশ্চাৎ কুরুতেঽনুতাপং
স কথ্যতে সৎপুরুষার্য্যশীলঃ ॥১১৩

দেশাচারান্ সময়ান্ জাতিধর্মান্
বুভূষতে যঃ স পরাবরজ্ঞঃ।
স যত্র তত্রাভিগতঃ সদৈব
মহাজনস্যাধিপত্যং করোতি ॥১১৪

দম্ভং মোহং মৎসরং পাপকৃত্যং
রাজদ্বিষ্টং পৈশুনং পূগবৈরম্।
মত্তোন্মত্তৈর্দুর্জনৈশ্চাপি বাদং
যঃ প্রজ্ঞাবান্ বর্জয়েৎ স প্রবীণঃ ॥১১৫

যিনি ক্রোধ ও ব্যগ্রতার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ কথাই বলেন, মিত্রের সহিতও বিবাদ ইচ্ছা করেন না, আদর (সম্মান) না পাইলে ক্রুদ্ধ হন না, বিবেক নষ্ট করেন না, অপরের দোষ দেখেন না, সকলকেই ক্ষমা করেন, অসমর্থ হইলে কাহারও প্রতিভূ (জামিন) হন না, অধিক কথা বলেন না, বিবাদের বিষয় সহ্য করেন, এইরূপ মনুষ্য সকল স্থানেই প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন।১০২-১১০

যিনি কখনও উদ্ধত বেশ ধারণ করেন না, অপরের নিকট নিজের পরাক্রমের প্রশংসা করেন না, ক্রোধে অধীর হইয়াও কটুকথা বলেন না, সেই মানুষের সহিতই সকলে প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করে।১১১

যিনি শান্ত হইয়া পুনরায় শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না, গর্ব্বপ্রকাশ করেন না, হীনতা দেখেন না, "আমি বিপদে পড়িয়াছি" এইরূপ বলিয়া অনুচিত কামনা করেন না, এইরূপ উত্তম আচরণকারী পুরুষকে আর্য্যগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।১১২

যিনি নিজের সুখে প্রসন্ন হন না, অপরের দুঃখের সময় হৃষ্ট হন না এবং দান করিয়া পশ্চাত্তাপ করেন না, তাঁহাকেই সৎপুরুষগণমধ্যে সদাচারী বলা হয়।১১৩

যে মানুষ দেশীয় ব্যবহার, সময়, জাতি ও ধর্ম্ম যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি উত্তম ও অধম সম্বন্ধেই অভিজ্ঞ হন। তিনি যে কোন স্থানেই অবস্থান করুন না কেন সর্ব্বদা বিশাল জনসমাজে নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে পারেন।১১৪

যে বুদ্ধিমান্ দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকর্ম্ম, রাজদ্রোহ, খল, বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর শত্রুতা, বৈরভাব, উদ্ধত ও দুর্জ্জনের সহিত বিবাদ

দানং হোমং দৈবতং মঙ্গলানি
প্রায়শ্চিত্তান্ বিবিধাঁল্লোকযাগান্।
এতানি যঃ কুরুতে নৈত্যকানি
তস্তোত্থানং দেবতা বাধন্তি ॥১১৬

সমৈর্বিবাহং কুরুতে ন হীনৈঃ
সমৈঃ সখ্যং ব্যবহারং কথাশ্চ।
গুণৈর্বিশিষ্টাশ্চ পুরো দধাতি
বিপশ্চিতস্তু নয়াঃ সুনীতাঃ ॥১১৭

মিতং ভুঙ্‌ক্তে সংবিভজ্যাশ্রিতেভ্যো
মিতং স্বপিত্যমিতং কর্ম কৃত্বা।
দদাত্যমিত্রেষ্বপি যাচিতঃ সং-
স্তমাত্মবন্তং প্রজহত্যনর্থাঃ ॥১১৮

চিকীর্ষিতং বিপ্রকৃতঞ্চ যস্ত
নান্তে জনাঃ কর্ম জানন্তি কিঞ্চিৎ।
মন্ত্রে গুপ্তে সম্যগনুষ্ঠিতে চ
নান্যোঽন্যান্ত্য চ্যবতে কশ্চিদর্থঃ ॥১১৯

যঃ সর্বভূতপ্রশমে বিশিষ্টঃ
সত্যো মৃদুর্মানোরুদ্ধুতভাবঃ।
অতীব স জ্বলতে জাতিমধ্যে
মহাগিরির্জাত্য ইব প্রসন্নঃ ॥১২০

য আত্মনাপত্রপতে ভৃশং নরঃ
স সর্বলোকস্য গুরুর্ভবত্যুত।
অনন্যতেজাঃ সুমনাঃ সমাহিতঃ
স তেজসা সূর্য ইবাবভাসতে ॥১২১

বনে জাতাঃ শাপদগ্রস্ত রাজ্ঞঃ
পাণ্ডোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রকল্পাঃ।
ষট্‌ত্রৈব বালা বনিতাঃ শিক্ষিতাশ্চ
তবাদেশং পালয়ন্ত্যধিকেয় ॥১২২

পরিহার করিয়া চলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।১১৫

যিনি দান, হোম, দেবপূজা, মাঙ্গলিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও বহুবিধ লৌকিক আচার—এই নিত্য করণীয় কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, দেবতাগণ তাঁহার অভ্যুদয়সিদ্ধি করেন।১১৬

যিনি নিজের সমব্যক্তির সহিত বিবাহ, মিত্রতা, ব্যবহার ও কথাবার্তাদিতে আবদ্ধ হন, কিন্তু হীন পুরুষের সহিত নহে; এবং যিনি গুণবান্ পুরুষগণকে সর্বদা অগ্রে রাখেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের নীতিই শ্রেষ্ঠ নীতি।১১৭

যিনি নিজ আশ্রিত জনগণকে বিতরণ করিয়া দিয়া নিজে অল্পই ভোজন করেন, বহু বেশী কার্য করিয়াও অল্পই নিদ্রা যান এবং কোন বস্তু চাহিলে মিত্র না হইলেও অন্যকে যিনি ধন দান করেন, সেই মনস্বী পুরুষকে সকল অনর্থ ত্যাগ করে।১১৮

নিজের ইচ্ছার অনুকূল ও অন্যের ইচ্ছার প্রতিকূল কর্ম যাঁহার কখনও কিছুই জানা যায় না, মন্ত্র (পরামর্শ) গুপ্ত থাকায় ও অভীষ্ট কার্য যথাযথরূপে সম্পাদন হওয়ায় তাঁহার কার্যের অল্প বিচ্যুতিও হয় না।১১৯

যিনি সকল প্রাণীকেই শান্তি প্রদান করিতে তৎপর, সত্যবাদী, কোমল, অপরকে সম্মান প্রদানকারী এবং শুদ্ধচিত্ত, তিনি উত্তম খনি হইতে উৎপন্ন চারুচিক্যময় শ্রেষ্ঠ রত্নের ন্যায় নিজ জাতিগণমধ্যে অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন।১২০

অপরে না জানিলেও নিজের দুষ্কার্যে যিনি স্বয়ংই অধিক লজ্জাশীল, তাঁহাকেই সকল মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।

প্রদায়ৈষামুচিতং তাত রাজ্যং
সুখী পুত্রৈঃ সহিতো মোদমানঃ।
ন দেবানাং নাপি চ মানুষাণাং
ভবিষ্যসি ত্বং তর্কণীয়ো নরেন্দ্র ॥১২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি
বিদুরনীতিবাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

তিনি সর্ব্বদা নিজের অসীম তেজ, শত্রু জয় এবং একাগ্রতায় যুক্ত থাকেন বলিয়া কান্তিতে সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন।১২১

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র। (মৃগরূপধারী কর্দ্দম-ঋষির) অভিশাপে দগ্ধ রাজা পাণ্ডুর যে পঞ্চ পুত্র বনে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পাঁচজনেই ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী, তাহাদিগকে আপনি বাল্যকাল হইতেই পালন করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। তাহারাও সতত আপনার আজ্ঞাপালনকারী ছিল।১২২

তাত। তাহাদিগকে আপনি তাহাদের প্রাপ্য ন্যায়োচিত রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া নিজ পুত্রগণের সহিত আনন্দিত হইয়া সুখ ভোগ করিতে থাকুন। নরেন্দ্র। এইরূপ করিলেই আপনি দেবতা ও মনুষ্যগণের আলোচনার বিষয় হইবেন না।১২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত প্রজাগরপর্ব্বে বিদুরের নীতিবাক্যকথনবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরস্য নীতিযুক্তবাক্য-কথনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আত্মতো দহ্যমানস্য যৎ কার্য্যমনুপশ্যসি।
তদ্ ব্রূহি ত্বং হি নস্তাত ধর্মার্থকুশলো হ্যসি ॥১

ত্বং মাং যথাবদ্ বিদুর প্রশাধি
প্রজ্ঞাপূর্বং সর্বমজাতশত্রোঃ।
যন্মন্যসে পথ্যমদীনসত্ত্ব
শ্রেয়স্করং ব্রূহি তদ্ বৈ কুরূণাম্ ॥২

পাপাশঙ্কী পাপমেবানুপশ্যন্
পৃচ্ছামি ত্বং ব্যাকুলেনাত্মনাহম্।
কবে তন্মে ব্রূহি সর্বং যথাব-
ন্নমীষিতং সর্বমজাতশত্রোঃ ॥৩

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতিযুক্ত বাক্যকথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—আমি চিন্তায় দগ্ধ হইতে হইতে এখন পর্য্যন্তও জানিয়া আছি; তুমি আমার পক্ষে বর্ত্তমানে যাহা করণীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহা বল; কারণ, হে তাত! তুমি হইলে আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে নিপুণ।১

উদারচিত্ত বিদুর। তুমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করত আমাকে প্রকৃত উপদেশ প্রদান

বিদুর উবাচ।

শুভং বা যদি বা পাপং দ্বেষ্যং বা যদি বা প্রিয়ম্।
অপৃষ্টস্তন্ন ব্রূয়াদ্ যস্ত নেচ্ছেৎ পরাভবম্ ॥৪।

তস্মাদ্ বক্ষ্যামি তে রাজন্ হিতং যৎ স্যাৎ কুরূন্ প্রতি।
যচ্চঃ শ্রেয়স্করং ধর্ম্যং শ্রুত্বতন্নিবোধ মে ॥৫

মিথ্যোপেতানি কর্মাণি সিদ্ধেষূর্ষ্যানি ভারত।
অনুপায়প্রযুক্তানি মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥৬
তথৈব যোগবিহিতং যৎ তু কর্ম ন সিধ্যতি।
উপায়যুক্তং মেধাবী ন তত্র গ্লপয়েন্মনঃ ॥৭
অনুবন্ধানপেক্ষেত সানুবন্ধেষু কর্মসু।
সম্প্রধার্য্য চ কুর্বীত ন বেগেন সমাচরেৎ ॥৮
অনুবন্ধক্ষয়ং প্রেক্ষ্য বিপাকং চৈব কর্মণাম্।
উত্থানমাত্মনশ্চৈব ধীরঃ কুর্বীত বা ন বা ॥৯

যঃ প্রমাণং ন জানাতি স্থানে বৃদ্ধৌ তথা ক্ষয়ে।
কোশে জনপদে দণ্ডে ন স রাজ্যেঽবতিষ্ঠতে ॥১০

যস্ত্বেতানি প্রমাণানি যথোক্তান্যনুপশ্যতি।
যুক্তো ধর্মার্থয়োর্জ্ঞানে স রাজ্যমধিগচ্ছতি ॥১১

করা। যে বাক্য অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পক্ষে হিতকর ও কৌরবদিগের পক্ষে কল্যাণকারী বুঝিবে, সেই সমস্তই তুমি অবশ্য বল।২

বিদুর! আমার মনে অনিষ্টের আশঙ্কা হইতেছে, সেইজন্য আমি সর্বত্র অনিষ্টই দেখিতে পাইতেছি; অতএব ব্যাকুলহৃদয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কি ইচ্ছা করিতেছে, তাহা তুমি যথাযথরূপে আমাকে বল।৩

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! যে ব্যক্তি পরাজয় লাভ করিতে চাহে না, মানুষের কর্তব্য হইল —জিজ্ঞাসা না করিলেও সেই ব্যক্তিকে তাহার শুভ বা অশুভ এবং কল্যাণকারী ও অনিষ্টকারী—যাহাই হউক, তাহা বলিয়া দিবে।৪

হে রাজন্! সেইজন্য যাহাতে সমস্ত কৌরবগণের পক্ষেই হিতকর হইবে, সেই কথা আমি আপনাকে বলিতেছি। আমি যে কল্যাণকারী ও ধর্মযুক্ত বাক্য বলিব, তাহা আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন।৫

ভারত! মিথ্যানুক্ত অসৎ উপায়সমূহের (অন্যায়-পূর্বক যুদ্ধ ও পাশাখেলা প্রভৃতির) প্রয়োগ করিয়া যে সকল কপটতাপূর্ণ কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আপনি মনঃসংযোগ করিবেন না।৬

এইরূপে উত্তম উপায়সমূহের প্রয়োগে সাবধানতার সহিত অনুষ্ঠিত কোন কর্ম যদি সফলও না হয়, তবে বুদ্ধিমান্ পুরুষ উহার জন্য মনে গ্লানি অনুভব করিবেন না।৭

যে কোন প্রয়োজনে কৃতকর্মের প্রথমে প্রয়োজন-সম্বন্ধেই উত্তমরূপে বোধ থাকা আবশ্যক। বিশেষভাবে বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয়, সত্বরতার সহিত কার্য্য করিতে নাই।৮

ধীর মানুষের কর্তব্য হইল—প্রথমে কর্মের প্রয়োজন, পরিণাম ও আনুষঙ্গিক-সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া তবে কর্ম আরম্ভ করিবেন বা না করিবেন।৯

যে রাজা স্থিতি, লাভ, হানি, ধনাগার, দেশ ও দণ্ড প্রভৃতির প্রমাণ (মাত্রা) জানেন না, তিনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।১০

যিনি এ সকলের যথার্থরূপে প্রমাণ জানেন এবং ধর্ম ও অর্থনীতির জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত,

ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেব বর্তিতব্যমদাস্প্রতম্।
স্ত্রিয়ং হ্রীনিলয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্ ॥১২

উক্ত্যোত্তমপ্রতিচ্ছন্নং মৎস্যো বড়িশমায়সম্।
লোভাভিপাতী গ্রসতে নানুবন্ধমবেক্ষতে ॥১৩

যদ্ধক্ষ্যং গ্রসিতুং গ্রস্তং গ্রস্তং পরিণমেচ্চ যৎ।
হিতঞ্চ পরিণামে যৎ তদাদ্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥১৪

বনস্পতেরপক্কানি ফলানি প্রচিনোতি যঃ
স নাপ্নোতি রসং তেভ্যো বীজং চাস্য বিনশ্যতি ॥১৫

যস্তু পক্কমুপাদত্তে কালে পরিণতং ফলম্।
ফলাদ্ রসং স লভতে বীজাচ্চৈব ফলং পুনঃ ॥১৬

যথা মধু সমাদত্তে রক্ষন্ পুষ্পানি ষট্পদঃ।
তদ্বদর্থান্ মনুষ্যেভ্য আদদ্যাদবিহিংসয়া ॥১৭

পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বীত মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবারামে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥১৮

কিন্নু মে স্যাদিদং কৃত্বা কিন্নু মে স্যাদকুর্বতঃ।
ইতি কর্মাণি সঞ্চিন্ত্য কুর্যাদ্ বা পুরুষো ন বা ॥১৯

অনারভ্যা ভবন্ত্যর্থাঃ কেচিন্নিত্যং তথাগতাঃ।
কৃতঃ পুরুষকারো হি ভবেদ্ যেষু নিরর্থকঃ ॥২০

তিনিই রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন।১১

"এখন ত' রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে"—এইরূপ বুঝিয়া অনুচিত কার্য্য করিতে নাই। যেরূপ বার্দ্ধক্য সুন্দর রূপকে নষ্ট করে, সেইরূপ দুর্বিনীত ভাব ঐশ্বর্য্যকে নষ্ট করিয়া থাকে।১২

যেরূপ মৎস্য উত্তম ভক্ষ্য দ্বারা আচ্ছন্ন লৌহনির্ম্মিত কাঁটাকে লোভ বশতঃ গিলিয়া ফেলে, তাহার পরিণাম সম্বন্ধে কোন বিচারই করে না (অতএব মৃত্যুমুখে পতিত হয়)।১৩

সেইজন্য নিজ উন্নতিকামী পুরুষের সেই বস্তু গ্রহণ করা (বা খাওয়া) উচিত, (যাহা পরিণামে অনিষ্টকর হইবে না) যাহা গ্রহণের যোগ্য ও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে (খাইবার যোগ্য ও খাইতে সমর্থ হইবে) এবং গ্রহণের পর উহা পরিণত (সুখকর) হইবে ও পরিণত হওয়ার হিত প্রদান করিবে (খাওয়ার পর পরিপক্ক (হজম) হইবে এবং পরিপাকের শেষে কল্যাণ লাভ হইবে)।১৪

যে ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে কাঁচা ফলসমূহ পাড়িবে, সেই ব্যক্তি ঐ ফলগুলি হইতে রস ত' পাইবেই না, পরন্তু উহাদের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া থাকে।১৫

কিন্তু যে ব্যক্তি যথাকালে ফল পাকিলে, সেই ফল গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত ফল হইতে রস পায় এবং তাহার বীজ হইতে পুনরায় ফল লাভ করে।১৬

যেরূপ ভ্রমর পুষ্পকে রক্ষা করিয়াই তাহার মধ্যে হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপে রাজাও প্রজাগণকে রক্ষা না দিয়া তাহাদের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবেন।১৭

যেরূপ মালী উপবন (বাগান) হইতে একটি একটি করিয়াই পুষ্প তুলিয়া থাকে, পরন্তু তাহাদের মূলোচ্ছেদ করে না, সেইরূপ রাজাও প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াই তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ করেন, কিন্তু অঙ্গারকারকের (কয়লানির্ম্মিতার) ন্যায় মূলোচ্ছেদন করেন না।১৮

ইহা করিলে আমার কি লাভ হইবে এবং

প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য ক্রোধশ্চাপি নিরর্থকঃ।
ন তং ভর্ত্তারমিচ্ছন্তি যদ্বঃ পতিমিব স্ত্রিয়ঃ ॥২১

কাংশ্চিদর্থান্ নরঃ প্রাজ্ঞো লঘুমূলান্ মহাফলান্।
ক্ষিপ্রমারভতে কর্তুং ন বিঘ্নয়ন্তি তাদৃশান্ ॥২২

যস্তু পশ্যতি যঃ সর্বং চক্ষুষ্মানুপমন্যবিব।
আসীনমপি ভূকৌকমনুরজ্যন্তি তং প্রজাঃ ॥২৩

ফুল্লপুষ্পিতঃ স্যাদ্বৃক্ষঃ ফলিতঃ স্যাদ্দুরারুহঃ।
অপক্বঃ পক্বসঙ্কাশো ন তু শীর্য্যেত কর্হিচিৎ ॥২৪

চক্ষুষা মনসা বাচা কর্মণা চ চতুর্বিধম্।
প্রসাদয়তি যো লোকং তং লোকোঽনুপ্রসীদতি ॥২৫

যস্মাৎ ত্রস্যন্তি ভূতানি মৃগব্যাধান্মৃগা ইব।
সাগরান্তামপি মহীং লব্ধ্বা চ পরিহীয়তে ॥২৬

পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্তবান্ যেন কর্মণা।
বায়ুরভ্রমিবাসাদ্য ভ্রংশয়ত্যনয়ে স্থিতঃ ॥২৭

ধর্মমাচরতো রাজ্ঞঃ সদ্ভিশ্চরিতমাদিতঃ।
বহুধা বহুসম্পূর্ণা বর্ধতে ভূতবর্ধিনী ॥২৮

অথ সন্ত্যজতো ধর্মমধর্মং চানুতিষ্ঠতঃ।
প্রতিসংবেষ্টতে ভূমিরগ্নৌ চর্ম হিতং যথা ॥২৯

য এব যত্নঃ ক্রিয়তে পররাষ্ট্রবিমর্দনে।
স এব যত্নঃ কর্তব্যঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে ॥৩০

না করিলে কি ক্ষতি হইবে—এইরূপে উত্তমরূপে নানা বিষয় চিন্তা করিয়া তবে কর্ম করিতে আরম্ভ করিবে বা বিরত হইবে।১৯

আবার কতকগুলি এরূপ ব্যর্থ কর্ম আছে, যাহাদের দ্বারা কিছুই প্রাপ্ত হইবার আশা থাকে না বলিয়া উহারা করিবার যোগ্য নহে; কারণ, উহাদের কৃত পুরুষার্থও (উদ্যমও) নষ্ট হইয়া যায়।২০

যে ব্যক্তি প্রসন্ন হইলে কোন ফল লাভ হয় না এবং ক্রোধ করিলেও উহা ব্যর্থ হয়; তাহাকে প্রজারা রাজা করিতে ইচ্ছা করে না, যেরূপ স্ত্রীলোকগণ নপুংসককে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করে না।২১

যাহার মূল (সাধন) ক্ষুদ্র এবং ফল বৃহৎ, বুদ্ধিমান্ পুরুষ সেই কর্মকে শীঘ্রই আরম্ভ করিয়া দেন, এইরূপ কর্মে তাঁহারা বিঘ্ন সৃষ্টি করেন না।২২

রাজা প্রজাগণকে সপ্রেমে কোমলদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তখন মনে হয় যেন তিনি দৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে পান করিয়া ফেলিবেন, তিনি যদি একত্রে চুপচাপ বসিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও প্রজারা তাঁহার উপর অনুরক্ত থাকেন।২৩

রাজা বৃক্ষের ন্যায় উত্তমরূপে পুষ্পিত (প্রসন্ন) থাকিলেও কখনও একেবারে ফলযুক্ত (অধিক দাতা) হইবেন না। যদি তিনি বৃক্ষবৎ ফলযুক্ত (দাতা) হইয়াও থাকেন, তবে আরোহণ করিতে অক্ষম বৃক্ষের ন্যায়ই দুরারোহণম্য হইবেন। কাঁচা ফলযুক্ত (অল্পশক্তিশালী) হইলেও রাজা নিজেকে পাকা ফলসম্পন্নের (শক্তিমানের) ন্যায় প্রকাশ করিবেন। এইরূপ করিলে রাজা কখনও বিনাশ-প্রাপ্ত হন না।২৪

যে রাজা নেত্র, মন, বাণী ও কর্ম—এই চারিটির দ্বারা প্রজাগণকে প্রসন্ন করেন, সেই রাজাও প্রজাগণের দ্বারা প্রসাদিত হন।২৫

যেরূপ ব্যাধের নিকট হরিণ ভীত থাকে, সেইরূপ যাঁহাকে সকল প্রাণীই ভয় করে, এরূপ

ধর্মেণ রাজ্যং বিন্দেত ধর্মেণ পরিপালয়েৎ।
ধর্মমূলাং শ্রিয়ং প্রাপ্য ন জহাতি ন হীয়তে ॥৩১

অপ্যুন্মত্তাৎ প্রলপতো বালাচ্চ পরিজল্পতঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাদশ্মভ্য ইব কাঞ্চনম্ ॥৩২

সুভাষিতানি সূক্তানি সুকৃতানি ততস্ততঃ।
সঞ্চিন্বন্ ধীর আদীত শিলাহারী শিলং যথা ॥৩৩

গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তি বেদৈঃ পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ ॥৩৪

রাজা যদি সাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজত্বও পাইয়া থাকেন, তবে প্রজারা এই রাজাকে ত্যাগ করিয়া থাকে।২৬

অজ্ঞানে অবস্থিত রাজা নিজ পিতৃ-পিতামহাগত রাজ্য পাইয়াও বায়ুতাড়িত জলবর্ষী মেঘের ন্যায় নিজের কর্মদোষে নিজেকে নিজেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।২৭

পরম্পরাক্রমে সৎপুরুষগণ কর্তৃক আচরিত ধর্মের আচরণকারী রাজাভূমি ধন-ধান্যে পূর্ণ হইয়া উন্নতিপ্রাপ্ত হয় এবং রাজার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করে।২৮

যে রাজা ধর্মকে ত্যাগ করিয়া অধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রাজার রাজ্যভূমি অগ্নিতে স্থাপিত চর্মের ন্যায় শতই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।২৯

অপরের রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে যেরূপ যত্ন করিতে হয়, সেইরূপ যত্নই নিজ রাজ্য রক্ষার জন্যও করিতে হইবে।৩০

ধর্মের সহায়তায় রাজ্য লাভ হয় এবং ধর্মানুসারেই উহার পালন কর্তব্য; কারণ, ধর্মমূলক রাজ্যশ্রীলাভ করিলে, রাজা তাদৃশ রাজলক্ষ্মীকে এবং রাজলক্ষ্মী সেইরূপ ধার্মিক রাজাকে ত্যাগ করেন না।৩১

নিরর্থক কথা বলা, উন্মত্ত, নানাবিষয়ে আলাপকারী বালকের নিকট হইতেও সেইরূপে বাক্যের সারাংশ গ্রহণ করিবে, যেরূপ প্রস্তর হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করা হয়।৩২

যে শিলোঞ্ছ বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ব্যক্তি পরিত্যক্ত শস্যের একটি একটি কণা সংগ্রহ করেন, সেই ধীর পুরুষের ভাবপূর্ণ বচন, সুক্তি ও আচরিত সৎকর্মসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়।৩৩

সমস্ত গরু গন্ধ দ্বারা দেখিয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ বেদসমূহ দ্বারা দর্শন করেন, রাজারা গুপ্তচরগণের দ্বারা দেখেন এবং অন্যান্য সাধারণ সকল মানুষ চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে।৩৪

ভূয়াংসং লভতে ক্লেশং যা গৌর্ভবতি দুর্দুহা।
অথ যা সুদুহা রাজন্ নৈব তাং বিদুষস্ত্যপি ॥৩৫

যদতপ্তং প্রণমতি ন তৎ সন্তাপয়ন্ত্যপি।
যচ্চ স্বয়ং ন তৎ দারু ন তৎ সন্নময়ন্ত্যপি ॥৩৬

এতয়োপময়া ধীরঃ সন্নমেত বলীয়সে।
ইন্দ্রায় স প্রণমতে নমতে যো বলীয়সে ॥৩৭

পর্জন্যনাথাঃ পশবো রাজানো মন্ত্রিবান্ধবাঃ।
পতয়ো বান্ধবাঃ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণা বেদবান্ধবাঃ ॥৩৮

অন্যান্য সাধারণ সকল মানুষ চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে।৩৪

রাজন্! যে গাভীকে দোহন করা বড় কঠিন, সেই গাভীই অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু যে গাভীকে দোহন করা সহজ, তাহা হইতে কোন কষ্টই পাইতে হয় না।৩৫

যে ধাতু অগ্নিপ্রভৃতিতে তপ্ত না হইয়াই অভিপ্রায় নমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অগ্নিতে তপ্ত

সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে।
মৃজয়া রক্ষ্যতে রূপং কুলং বৃত্তেন রক্ষ্যতে ॥৩৯

যানেন রক্ষ্যতে ধাস্যমশ্বান্ রক্ষত্যমুক্রমঃ।
অমীক্ষ্ণদর্শনং গাংশ্চ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ কুটৈলতঃ ॥৪০

ন কুলং বৃত্তহীনস্য প্রমাণমিতি মে মতিঃ।
অন্তেষ্বপি হি জাতানাং বৃত্তমেব বিশিষ্যতে ॥৪১

য ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্যে কুলান্বয়ে।
সুখ-সৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ ॥৪২

অকার্যক্ষরণাদ্ ভীতঃ কার্য্যপাকে বিমর্শনাৎ।
অকালে মন্ত্রভেদাচ্চ যেন মাদ্যেন তৎ পিবেৎ ॥৪৩

বিদ্যামদো ধনমদস্তৃতীয়োঽভিজনো মদঃ।
মদা এতেঽবলিপ্তানামেত এব সতাং দমাঃ ॥৪৪

অলমেভিরবিদ্বদ্ভিঃ সদ্ভিঃ কচিৎকার্য্যে কদাচন।
মন্যন্তে সন্তমাত্মানমসন্তমপি বিশ্রুতম্ ॥৪৫

গতিরাত্মবতাং সন্তঃ সন্ত এব সতাং গতিঃ।
অসতাঞ্চ গতিঃ সন্তো ন ত্বসন্তঃ সতাং গতিঃ ॥৪৬

জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতা জিতা।
অধ্বা জিতো যানবতা সর্বং শীলবতা জিতম্ ॥৪৭

শীলং প্রধানং পুরুষে তদ্ যস্যেহ প্রণশ্যতি।
ন তস্য ভূতিরর্থো ন যশেন ন বন্ধুভিঃ ॥৪৮

করিতে নাই। যে কার্য নিজেকে নিজেই নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে কেহই নষ্ট করিতে চাহে না।৩৯

এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বুদ্ধিমান্ পুরুষ অধিক বলবান্ ব্যক্তির সম্মুখে নত হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি অধিক বলবান্ পুরুষের নিকট নত হয়, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রকেই প্রণাম করিয়া থাকিবে।৪৭

পশুগণের রক্ষক বা প্রভু মেষ, রাজাদের সহায়ক মন্ত্রী, স্ত্রীগণের রক্ষক পতি এবং ব্রাহ্মণগণের বন্ধু হইলেন বেদ।৪৮

সত্যদ্বারা ধর্ম রক্ষিত হয়, যোগের দ্বারা বিদ্যা সুরক্ষিত থাকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের দ্বারা রূপ রক্ষা পায় এবং সদাচারের দ্বারা বংশ রক্ষিত হয়।৩৯

উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ দ্বারা যান রক্ষিত থাকে, অশ্বকে পরিক্রমা করাইলে অশ্ব রক্ষিত থাকে, পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণের দ্বারা গোরু রক্ষা পায় এবং মলিন বস্ত্র পরিধানের দ্বারা স্ত্রীরা রক্ষিত থাকে (মলিন বস্ত্র পরিধানে দুষ্ট পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, এইভাবে তাঁহাদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে)।৪০

আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সদাচারহীন পুরুষের কেবল উচ্চকুলই যথেষ্ট নহে; কারণ, নীচকুলোদ্ভব মানুষকেও সদাচারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতে হয়।৪১

যে ব্যক্তি অন্যের ধন, রূপ, পরাক্রম, কুলীনতা, সুখ, সৌভাগ্য ও সম্মানের উপর ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধি অনন্ত (অসাধ্য)।৪২

অকার্য করা হইতে উত্তম কার্য করিবার সময় অসাবধানতা হইতে এবং কার্য সিদ্ধির পূর্বেই মন্ত্রণার প্রকাশ হইতে ভীত হওয়া আবশ্যক। যে বস্তুপান করিলে মাদকতা আসে, এইরূপ বস্তু পান করা উচিত নয়।৪৩

বিদ্যার মদ (গর্ব), ধনের মদ ও উচ্চকুলের মদ—এই মদগুলি তো দাম্ভিক পুরুষের মদ, কিন্তু সৎপুরুষগণের এগুলি দমের সাধন।৪৪

কোন কার্য সজ্জনগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দুষ্ট লোকেরা নিজেকে প্রসিদ্ধ দুষ্ট জানিয়াও সৎপুরুষ বলিয়া জানে।৪৫

সৎপুরুষগণ মনস্বী পুরুষদিগের গতি [আশ্রয়-স্থল] এবং মনস্বী পুরুষেরা সৎপুরুষগণের গতি। সৎপুরুষগণ দুষ্টদিগের আশ্রয় যেন, কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তিরা সৎপুরুষগণকে আশ্রয় যেন না।৪৬

আঢ্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং গোরসোত্তরম্।
তৈলোত্তরং দরিদ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ ॥৩৯

সম্পন্নতরভোজ্যানাং দরিদ্রা ভুঞ্জতে সদা।
ক্ষুৎ ত্বাদুতাং জনয়তি সা চাত্যেষু সুদুর্লভা ॥৪০

প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
জীর্য্যন্ত্যপি হি কাষ্ঠানি দরিদ্রাণাং মহীপতে ॥৪১

অবৃত্তির্ভরমন্ত্যানাং মধ্যানাং মরণাদ্ ভয়ম্।
উত্তমানাং তু মর্ত্যানামবমানাৎ পরং ভয়ম্ ॥৪২

ঐশ্বর্য্যমদপাপিষ্ঠা মদ্যাঃ পানমদাদয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তো হি নাপতিত্বা বিবুধ্যতে ॥৪৩

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তমানৈরনিগ্রহৈঃ।
তৈরয়ং তাপ্যতে লোকো নক্ষত্রাণি গ্রহৈরিব ॥৪৪

যো জিতঃ পঞ্চবর্গেন সহজেনাত্মকর্ষণা।
আপদস্তস্য বর্দ্ধন্তে শুক্লপক্ষ ইবোড়ুরাট্ ॥৪৫

অবিজিত্য ন আত্মানমমাত্যান্ বিজিগীষতে।
অমিত্রান্ বাজিতামাত্যঃ সোঽবশঃ পরিহীয়তে ॥৪৬

উত্তম বস্ত্রপরিধানকারী ব্যক্তি সভাতে ভয় করে (অর্থাৎ সভায় নিজের প্রভাব প্রতিফলিত করে); যাহার নিকটে গরু আছে, সেই ব্যক্তি (দুধ, ঘৃত, মাখন প্রভৃতির আস্বাদন করায়) মিষ্ট আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা জয় করিতে পারে, যে ব্যক্তি যানে আরোহণ করিয়া চলে, সেই ব্যক্তি পথকে জয় করে এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন পুরুষ সকলকেই জয় করেন।৩৭

পুরুষের মধ্যে শীলই (সৎস্বভাবই) হইল প্রধান; যাহার এই স্বভাবই নষ্ট হইয়া যায়, এ সংসারে তাহার জীবন, ধন ও বন্ধুগণের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! মনোরম (তামসপ্রকৃতি) পুরুষগণের ভোজনে মাংস, মধ্যম শ্রেণীর মানুষদিগের ভোজনে দুগ্ধ এবং দরিদ্রদিগের ভোজনে তৈলের প্রাধান্য থাকে।৩৯

দরিদ্র মানুষ সর্ব্বদা আধিই ভোজনই করে; কারণ, ক্ষুধা তাহার ভোজনের সময় স্বাদ উৎপন্ন করিয়া দেয়। এই ক্ষুধা ধনিকগণের মধ্যে সর্ব্বথা দুর্লভ।৪০

ভূপতে! সংসারে ধনিকগণের প্রায়শই ভোজন করিবার শক্তি (ভোজনশেষে ভুক্ত বস্তুর পাক [হজম] করিবার ক্ষমতা) থাকে না, কিন্তু দরিদ্রগণের উদরে কাষ্ঠও পরিপাক হইয়া যায়।৪১

অধমপুরুষদের জীবিকা চালাইতে না পারিলে ভয় হয়, মধ্যমশ্রেণীর মানুষগণের মৃত্যুকে ভয় হয়, কিন্তু উত্তম মনুষ্যগণের অপমানকেই অত্যন্ত ভয় হয়।৪২

মাদকদ্রব্য পানাদিতেও মাদকতা (নেশা) হয়, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের যে মাদকতা, তাহা অত্যন্ত পাপজনক; কারণ, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত পুরুষ ধ্বস্ত না হইলে চৈতন্য হয় না।৪৩

অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে সংসক্ত হইয়া এ সংসারে সূর্য্যাদি গ্রহদ্বারা নক্ষত্রগণের ন্যায় বিষয়সমূহের দ্বারা সন্তপ্ত হইতে (কষ্ট পাইতে) থাকে।৪৪

জীবনমূলকে বশীকৃতকারী পঞ্চ ইন্দ্রিয় যে ব্যক্তিকে সহজে জয় করিতে পারে, সেই ব্যক্তির শুক্লপক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধির ন্যায় আপদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।৪৫

নিজের মনকে (ইন্দ্রিয়ের সহিত) জয় না করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা

আত্মানমেব প্রথমং যোঽন্তরূপেণ যোৎস্যতে।
ততোঽন্যানভিযোৎস্যাংশ্চ ন যোধং বিজিগীষতে ॥৫৭

অজিতেন্দ্রিয়ং জিতাত্মানং ধৃতদণ্ডং বিকারিষু।
পরীক্ষ্য কারিণং ধীরমত্যন্তং শ্রীর্নিষেবতে ॥৫৮

রথঃ শরীরং পুরুষস্য রাজন্
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যস্য চাশ্বাঃ।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি রথীব ধীরঃ ॥৫৯

এতান্যনিগৃহীতানি ব্যাপাদয়িতুমপ্যলম্।
অবিধেয়া ইবাদান্তা হয়াঃ পথি কুসারথিম্ ॥৬০

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থং চৈবাপ্যনর্থতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ দুঃখং মন্যতে সুখম্ ॥৬১

ধর্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ।
শ্রী-প্রাণ-ধন-দারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে ॥৬২

অর্থানামীশ্বরো যঃ স্যাদিন্দ্রিয়াণামনীশ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণামনৈশ্বর্য্যাদৈশ্বর্য্যাদ্ ভ্রশ্যতে হি সঃ ॥৬৩

আত্মনাত্মানমন্বিচ্ছেন্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ৈর্যতৈঃ।
আত্মা হ্যেবাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৬৪

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
স এব নিয়তো বন্ধুঃ স এবামিয়তো রিপুঃ ॥৬৫

করে এবং মন্ত্রিগণকে নিজের অধীনস্থ না করিয়া শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকে সকল লোকেই ত্যাগ করে।৫৬

যে ব্যক্তি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনকেই নিজের শত্রু ভাবিয়া তাহাকে জয় করিয়া থাকে, তাহার পর যদি সেই ব্যক্তি মন্ত্রিগণকে ও শত্রুগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার এই বিজিগীষা ব্যর্থ হয় না অর্থাৎ ইহাতে তাহার সফলতালাভ অবশ্যম্ভাবী।৫৭

জিতেন্দ্রিয় ও জিতমনস্ক, অপরাধী পুরুষগণকে দণ্ডদানকারী এবং নানাভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানকারী ধীর পুরুষকে ঐশ্বর্য্য নিবিষ্টচিত্তে সেবা করে।৫৮

রাজন্! মানুষের শরীর হইল রথ, বুদ্ধি—সারথি এবং ইন্দ্রিয়গণ তাহার অশ্ব। ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া সাবধানে অবস্থান করত চতুর ও ধীর পুরুষ নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনীত অশ্বদ্বারা রথীর ন্যায় সুখের সহিত সংসারপথ অতিক্রম করেন।৫৯

অনিয়ন্ত্রিত ও অধীনস্থ হইতে অনিচ্ছুক অশ্বগণ যেরূপ পথিমধ্যে মূর্খ সারথিকে বিনাশ করে, সেইরূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণও অসাবধানী পুরুষকে বিনাশ করিয়া থাকে।৬০

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে অক্ষম অজ্ঞান পুরুষ অর্থকে অনর্থ ও অনর্থকে অর্থ বোধ করিয়া অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে করে।৬১

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হয়, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ঐশ্বর্য্য, প্রাণ, ধন ও স্ত্রী হইতে বঞ্চিত হয়।৬২

যে ব্যক্তি অধিক ধনের অধিকারী হইয়াও ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারে না বলিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত

ক্ষুদ্রাকেণেব জালেন বনাবপিহিতাবুভৌ।
কামশ্চ রাজন্ ক্রোধশ্চ তৌ প্রজ্ঞানং বিলুম্পতঃ ॥৬৬

সম্ববেক্ষ্যেহ ধর্মার্থৌ সম্ভারান্ যোঽধিগচ্ছতি।
স বৈ সম্ভৃতসম্ভারঃ সততং সুখমেধতে ॥৬৭

যঃ পঞ্চাত্যন্তরান্ শত্রূনবিজিত্য মনোময়ান্।
জিগীষতি রিপূনন্যান্ বিপরোঽভিভবন্তি তম্ ॥৬৮

দৃশ্যন্তে হি মহাত্মানো বধ্যমানাঃ স্বকর্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়াণামনীশত্বাদ্ রাজানো রাজ্যবিভ্রমৈঃ ॥৬৯

অসংত্যাগাৎ পাপকৃতামপাপাং-
স্তুল্যো দণ্ডঃ স্পৃশতে মিশ্রভাবাৎ।
শুষ্কেণার্দ্রং দহ্যতে মিশ্রভাবাৎ
তস্মাৎ পাপৈঃ সহ সন্ধিং ন কুর্যাৎ ॥৭০

নিজানুৎপততঃ শত্রূন্ পঞ্চ পঞ্চপ্রয়োজনান্।
যো মোহান্ন নিগৃহ্লাতি তস্মাপদ্ গ্রসতে নরম্ ॥৭২

অনসূয়ার্জবং শৌচং সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
ধৃতিঃ সত্যমনায়াসো ন ভবন্তি দুরাত্মনাম্ ॥৭২

আত্মজ্ঞানমসংরম্ভস্তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা।
বাক্ চৈব গুপ্তা দানঞ্চ নৈতান্যস্তেষু ভারত ॥৭৩

আক্রোশ-পরিবাদাভ্যাং বিহিংসন্ত্যুভৌ বুধান্।
বক্তা পাপমুপাদত্তে ক্ষময়ন্নো বিমুচ্যতে ॥৭৪

হয় ।৬৩

মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে নিজের অধীনস্থ করিয়া নিজের দ্বারা নিজের আত্মাকে জানিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে; কারণ, এই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু ।৬৪

যিনি স্বয়ং নিজের আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই তাঁহার বন্ধু। এই আত্মাই জিত হইলে প্রকৃত বন্ধু এবং জিত না হইলে শত্রু হয় ।৬৫

রাজন্! যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেদযুক্ত জালে পতিত দুইটি বড় বড় মৎস্য মিলিতভাবে সেই জালকে ছেদন করিতে পারে, সেইরূপ কাম ও ক্রোধ এই উভয়েই মানুষের বিবেক লোপ করিতে পারে ।৬৬

যে ব্যক্তি এই জগতে ধর্ম ও অর্থের বিষয়-সমূহ বিচার করত বিজয়-সাধন-সামগ্রী সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তি ঐ সামগ্রীসমূহে সংযুক্ত হওয়ায় সদা সুখের সহিত সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে ।৬৭

যে মানুষ চিত্তের বিকারভূত পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) আন্তর শত্রুকে জয় না করিয়া বহি শত্রুকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই শত্রুরা পরাজিত করিয়া থাকে ।৬৮

ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে মহাত্মা পুরুষগণও নিজ কর্মসমূহে এবং রাজারা রাজ্যের ভোগবিলাসে বদ্ধ হইয়া পড়েন ।৬৯

পাপাচরণকারী দুই ব্যক্তিকে ত্যাগ না করিয়া উহার সহিত সম্পর্ক রাখায় নিরপরাধ সজ্জন পুরুষগণও সেই পাপী ব্যক্তির ন্যায়ই দণ্ডযোগ্য হন, যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত আর্দ্র (ভিজা) কাষ্ঠও জ্বলিতে থাকে; এইজন্য দুষ্ট পুরুষের সহিত কখনও সংসর্গ করিতে নাই ।৭০

যে ব্যক্তি পঞ্চ (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ) বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়-[চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (চর্ম)] রূপী শত্রুকে মোহবশতঃ বশীভূত করিতে পারে না,

হিংসা বলমসাধূনাং রাজ্ঞাং দণ্ডবিধির্বলম্।
শুশ্রূষা তু বলং স্ত্রীণাং ক্ষমা গুণবতাং বলম্ ॥৭৫

বাক্‌সংযমো হি নৃপতে সুদুষ্করতমো মতঃ।
অর্থবচ্চ বিচিত্রঞ্চ ন শক্যং বহু ভাষিতুম্ ॥৭৬

অত্যাবহতি কল্যাণং বিবিধং বাক্ সুভাষিতা।
সৈব দুর্ভাষিতা রাজন্নর্থায়োপপদ্যতে ॥৭৭

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্ ॥৭৮

কর্ণি-নালীক-নারাচান্ নির্হরন্তি শরীরতঃ।
বাক্‌শল্যন্তু ন নির্হর্তুং শক্যো হৃদিশয়ো হি সঃ ॥৭৯

বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেভ্যঃ ॥৮০

যন্ত্রৈ দেবাঃ প্রবদন্তি পুরুষায় পরাভবম্।
বুদ্ধিং তস্যাপকর্ষন্তি সোঽবাচীনানি পশ্যতি ॥৮১

সেই ব্যক্তিকে বিপদে গ্রাস করিয়া ফেলে।৭১

অনসূয়া (গুণেতে দোষ না দেখা), সরলতা, পবিত্রতা, সন্তোষ, প্রিয়বাক্য-কথন, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যভাষণ ও সহজতা—এই গুণগুলি দুরাত্মা পুরুষে থাকে না।৭২

জ্ঞানত্ব, আত্মজ্ঞান, ক্রোধ না করা, সহনশীলতা, ধর্মপরায়ণতা, বাক্যরক্ষা ও দান—এই গুণাবলি অধম পুরুষগণে দেখা যায় না।৭৩

মূর্খ মানুষেরা বিদ্বান্ পুরুষগণকে আক্রোশ (কটুবচন—গালি) ও নিন্দা দ্বারা কষ্ট দিয়া থাকে। (কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে) কটুভাষী পাপভাগী হয়, আর ক্ষমাকারী পুরুষ পাপমুক্ত হন।৭৪

দুষ্ট পুরুষের বল হইল হিংসা, রাজাদের বল দণ্ডদান, স্ত্রীজাতির বল সেবা এবং গুণবান্ পুরুষগণের বল হইল ক্ষমা।৭৫

রাজন্! পূর্ণরূপে বাক্যসংযম করা ত' অতিশয় কঠিন কার্য বলিয়া অভিহিত হয়, কিন্তু বিশেষ অর্থযুক্ত ও চমৎকারপূর্ণ বাক্যও বেশী বলিতে পারা যায় না। (এইজন্য অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও বাক্য সংযম করাই উচিত)।৭৬

রাজন্! মধুর শব্দে কথিত বাক্য অনেক প্রকার কল্যাণ সাধন করে, কিন্তু সেই বাক্য যদি কটুভাষায় কথিত হয়, তবে সেই বাক্য মহা অনর্থের সৃষ্টি করে।৭৭

বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইলে কিংবা পরশু (কুঠার) দ্বারা ছেদিত হইলেও বন পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু কটু বাক্য বলিবার পর সেই বাক্যের দ্বারা উৎপন্ন ভয়ানক ক্ষত কোনরূপেই পূর্ণ হয় না।৭৮

কর্ণি, নালীক ও নারাচনামক যুদ্ধাস্ত্রগুলিও শরীর হইতে নিঃসারিত হয়, কিন্তু কটুবাক্যরূপ শল্য (বাণবিশেষ) কদাপি নিঃসারিত হয় না; পরন্তু সে হৃদয়ে একেবারে প্রোথিত হইয়া যায়।৭৯

কটুবাক্যরূপী বাণ মুখ হইতে নির্গত হইয়া অপরের মর্মস্থানে আঘাত করে, উহাদ্বারা আহত হইয়া মানুষ দিবারাত্র শোক করিতে থাকে।

বুদ্ধৌ কলুষভূতায়াং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে।
অনয়ো নয়সঙ্কাশো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥৮২

সেয়ং বুদ্ধিঃ পরাভূতা তে পুত্রাণাং ভরতর্ষভ।
পাণ্ডবানাং বিরোধেন ন চৈনানবুবুধ্যসে ॥৮৩

রাজা লক্ষণসম্পন্নস্ত্রৈলোক্যস্যাপি যো ভবেৎ।
শিষ্যস্তে শাসিতা সোঽয়ং ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮৪

অতীত্য সর্বান্ পুত্রাংস্তে ভাগধেয়পুরস্কৃতঃ।
তেজসা প্রজয়া চৈব যুক্তো ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ ॥৮৫

অনুক্রোশাদানৃশংস্যাদ্ যোঽয়ং ধর্মভৃতাং বরঃ।
গৌরবাৎ তব রাজেন্দ্র বহূন্ ক্লেশাংস্তিতিক্ষতি ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি
বিদুরনীতিবাক্যে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

অতএব বিদ্বান্ পুরুষ অন্যের উপর ইহার প্রয়োগ করিবেন না।৮০

দেবগণ যে মানুষকে পরাজয় দান করিবার ইচ্ছা করেন, উহার বুদ্ধি প্রথমে তাঁহারা হরণ করেন; ইহাতে সে নীচ কর্ম্ম করিবার দিকেই দৃষ্টি রাখে।৮১

বিনাশকাল উপস্থিত হইলে মানুষের বুদ্ধি কলুষিত হইয়া যায়; সেইজন্য তখন মানুষ ভাররূপে আপাতপ্রতীত অন্যায়কেও হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারে না।৮২

ভরতশ্রেষ্ঠ। আপনার পুত্রগণের সেই বুদ্ধি পাণ্ডবদিগের উপর বিরোধে ব্যাপৃত হইয়াছে, আপনি কিন্তু ইহাদিগকে বুঝিতে পারিতেছেন না।৮৩

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। যে রাজলক্ষণসমূহে সম্পন্ন হইলে ত্রিভুবনেরও রাজা হওয়া যায়, সেই লক্ষণ-লক্ষিত যুধিষ্ঠির আপনার আজ্ঞাপালনকারী শিষ্য, সে-ই এই পৃথিবীর শাসক হউক।৮৪

সে ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ, তেজ ও সুবুদ্ধিযুক্ত, পূর্ণ সৌভাগ্যশালী এবং গুণাদিতে আপনার সকল পুত্রগণকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে।৮৫

রাজেন্দ্র। ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দয়া, সৌম্য-ভাব ও আপনার উপর গুরুত্ব বুদ্ধির কারণ বহু কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতেছে।৮৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত প্রজাগরপর্ব্বে বিদুরের নীতিবাক্যবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[বিদুরেণ কেশিন্যর্থে সুধন্বনা সহ বিরোচনস্য বিবাদকথামুল্লিখ্য ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্ম্মোপদেশঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ব্রূহি ভূয়ো মহাবুদ্ধে ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ।
শৃণ্বতো নাস্তি মে তৃপ্তির্বিচিত্রাশীহ ভাষসে ॥১

বিদুর উবাচ।

সর্ব্বতীর্থেষু বা স্নানং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবম্।
উভে তুল্যে সমে স্যাতামার্জ্জবং বা বিশিষ্যতে ॥২

আর্জ্জবং প্রতিপদ্যস্ব পুত্রেষু সততং বিভো।
ইহ কীর্ত্তিং পরাং প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥৩

যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যস্য পুণ্যা লোকে প্রগীয়তে।
তাবৎ স পুরুষব্যাঘ্র স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বিরোচনস্য সংবাদং কেশিন্যর্থে সুধন্বনা ॥৫

স্বয়ংবরে স্থিতা কন্যা কেশিনী নাম নামতঃ।
রূপেণাপ্রতিমা রাজন্ বিশিষ্টপতিকাঙ্ক্ষয়া ॥৬

বিরোচনোঽথ দৈত্যেন্দ্রস্তদা তত্রাজগাম হ।
প্রাপ্তুমিচ্ছংস্তুতস্তত্র দৈত্যেন্দ্রং প্রাহ কেশিনী ॥৭

কেশিন্যুবাচ।

কিং ব্রাহ্মণাঃ বিরোচেয়াংসো দিতিজাঃ স্বিদ্ বিরোচনে।
অথ কেন স্ম পর্য্যঙ্কং সুধন্বা নাধিরোহতি ॥৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক কেশিনীর জন্য সুধন্বার সহিত বিরোচনের বিবাদের কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্মোপদেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি পুনরায় ধর্ম্ম ও অর্থনীতিযুক্ত বাক্য বল। তুমি যে সকল বিচিত্র কথা বলিতেছ, তাহা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না (অর্থাৎ তোমার কথা শুনিয়া আমার অধিকস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে)।১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! সকল তীর্থে স্নান করা এবং সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা—এই দুইটিই সমান; অথবা ইহাদের মধ্যে সরলতারই বিশেষ মহত্ত্ব দেখা যায়।২

প্রভো! আপনি আপনার পুত্র কৌরব ও পাণ্ডব—এই উভয়ের সহিত সমানভাবে সরল ব্যবহার করুন। এইরূপ করিলে আপনি এজগতে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করিবেন।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ। এজগতে যতকাল মানুষের পবিত্র কীর্ত্তি মানবগণের মুখে গীত হইতে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই মানুষ স্বর্গলোকে সমাদরের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকে।৪

এবিষয়ে একটি প্রাচীন ইতিহাস পুরাবিদ্‌গণ উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন, যাহাতে "কেশিনী"র জন্য সুধন্বার সহিত বিরোচনের বিবাদের কথা বর্ণিত আছে।৫

রাজন্। বহুকাল পূর্ব্বের কথা—কেশিনীনামে এক অনুপমা সুন্দরী কন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিকে বরণ করিবার ইচ্ছায় স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়।৬

সেই সময় দৈত্যকুমার বিরোচন এই কন্যাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন কেশিনী সেখানে দৈত্যরাজের সহিত এইভাবে কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।৭

বিরোচন উবাচ।
প্রাজাপত্যাস্তু বৈ শ্রেষ্ঠা বয়ং কেশিনি সত্তমাঃ।
অস্মাকং খল্বিমে লোকাঃ কে দেবাঃ কে দ্বিজাতয়ঃ ॥৯

কেশিন্যুবাচ।
ইত্যেবাবাং প্রতীক্ষাব উপস্থানে বিরোচন।
সুধন্বা প্রাতরাগন্তা পশ্চেয়ং বাং সমাগতৌ ॥১০

বিরোচন উবাচ।
তথা তন্ত্রে করিষ্যামি যথা বদ ভীরু ভাবিনে।
সুধন্বানঞ্চ বাং চৈব প্রাতর্দ্রষ্টাস্মি সঙ্গতৌ ॥১১

বিদুর উবাচ।
অতীতায়াঞ্চ শর্বর্য্যামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
অথাজগাম তং দেশং সুধন্বা রাজসত্তম।
বিরোচনো যত্র দ্বিজো কেশিন্যা সহিতঃ স্থিতঃ ॥১২

সুধন্বা চ সমাগচ্ছৎ প্রাহ্লাদিং কেশিনীং তথা।
সমাগতং দ্বিজং দৃষ্ট্বা কেশিনী ভরতর্ষভ।
প্রত্যুত্থায়াসনং তস্মৈ পাদ্যমর্ঘ্যং দদৌ পুনঃ ॥১৩

সুধন্বোবাচ।
অস্মাসনে হিরণ্ময়ং প্রহ্লাদে তে বরাসনম্।
একত্বমুপসম্পন্নো ন ত্বাসেঽহং ত্বয়া সহ ॥১৪

বিরোচন উবাচ।
তবার্হতে তু ফলকং কূর্চং বাপ্যথবা বৃসী।
সুধন্বন্ ন ত্বমর্হোঽসি ময়া সহ সমাসনম্ ॥১৫

কেশিনী বলিলেন,—বিরোচন! ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ না দৈত্যগণ? যদি ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ হন, তবে ব্রাহ্মণ সুধন্বা কেন আমার শয্যার উপরে উপবেশন করিতেছেন না? অর্থাৎ আমি সুধন্বাকে কেন বিবাহ করিব না? ৮

বিরোচন বলিলেন,—কেশিনি! আমি প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, অতএব আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। এই সম্পূর্ণ লোকসমূহ আমাদেরই। আমাদের সম্মুখে দেবগণই বা কি? আর ব্রাহ্মণরন্দই বা কি?

কেশিনী কহিলেন,—বিরোচন! এই স্থানে আমরা দুইজনে প্রতীক্ষা করিব; কাল প্রাতঃকালে সুধন্বা এখানে আসিবেন। আমি সেখানে তোমাদের উভয়কে উপস্থিত দেখিব।১০

বিরোচন বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব। ভীরু! প্রাতঃকালে তুমি আমাকে ও সুধন্বাকে একত্রে উপস্থিত দেখিবে।১১

বিদুর বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র! তারপর রাত্রি অতীত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশিত হইলে, সেই সময় সুধন্বা সেই স্থানে আসিলেন, যে স্থানে কেশিনীর সহিত বিরোচন উপস্থিত ছিলেন।১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! সুধন্বা প্রহ্লাদনন্দন বিরোচন ও কেশিনীর নিকট আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া কেশিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি সুধন্বাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন।১৩

সুধন্বা বলিলেন,—প্রহ্লাদনন্দন! আমি তোমার এই সুবর্ণনির্ম্মিত সুন্দর সিংহাসনকে কেবল স্পর্শ করিলাম, তোমার সহিত আমি একত্রে ইহার উপর বসিব না; কারণ, তাহা হইলে আমরা দুইজনে সমান হইয়া যাইব।১৪

বিরোচন বলিলেন,—সুধন্বন্! তোমার পক্ষে ত কাষ্ঠাসন (পীঠ), কূর্চ (চাটাই) ও কুশাসনই

সুধন্বোবাচ।

পিতাপুত্রৌ সহাসীতাং দ্বৌ ক্ষিপ্রৌ ক্ষত্রিয়াবপি।
বৃদ্ধৌ বৈশ্যৌ চ পুত্রৌ চ ন ত্বস্তাবিতরেতরম্ ॥১৬

পিতা হি তে সহাসীনমুপাসীতৈব মামকঃ।
বালঃ সুখৈধিতো গেহে ন ত্বং কিঞ্চন বুধ্যসে ॥১৭

বিরোচন উবাচ।

হিরণ্যঞ্চ পশবশ্চ যদ্ বিত্তমসুরেষু নঃ।
সুধন্বন্ বিপণে তেন প্রশ্নং পৃচ্ছাব যে বিদুঃ ॥১৮

সুধন্বোবাচ।

হিরণ্যঞ্চ পশবশ্চ তবৈবাস্তু বিরোচন।
প্রাণয়োস্তু পণং কৃত্বা প্রশ্নং পৃচ্ছাব যে বিদুঃ ॥১৯

বিরোচন উবাচ।

আবাং কুত্র গমিষ্যাবঃ প্রাণয়োর্বিপণে কৃতে।
ন তু দেবেষ্বহং গন্তা ন মনুষ্যেষু কর্হিচিৎ ॥২০

সুধন্বোবাচ।

পিতরং তে গমিষ্যাবঃ প্রাণয়োর্বিপণে কৃতে।
পুত্রস্যাপি স হেতাহি প্রহ্লাদো নানৃতং বদেৎ ॥২১

বিদুর উবাচ।

এবং কৃতপণৌ ক্রুদ্ধৌ তত্রাভিজগ্মতুস্তদা।
বিরোচন-সুধন্বানৌ প্রহ্লাদো যত্র তিষ্ঠতি ॥২২

প্রহ্লাদ উবাচ।

ইমৌ তৌ সম্প্রদৃশ্যেতে যাভ্যাং ন চরিতং সহ।
আশীবিষাবিব ক্রুদ্ধাবেকমার্গাবিহাগতৌ ॥২৩

যোগ্য, তুমি আমার সহিত একাসনে বসিবার যোগ্যই নও।১৫

সুধন্বা বলিলেন,—পিতা ও পুত্র একাসনে বসিতে পারেন, দুই ব্রাহ্মণ, দুই ক্ষত্রিয়, দুই বৃদ্ধ ও দুই বৈশ্য এবং দুই শূদ্র পরস্পর একাসনে উপবেশন করিতে পারেন; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ কোন দুইজন পরস্পর একাসনে বসিবার যোগ্য নহেন।১৬

তোমার পিতা প্রহ্লাদ নীচেতে বসিয়া উচ্চাসনে উপবিষ্ট আমার সেবা করিতেন। তুমি এখন বালক, গৃহে মাতৃমুখে বর্দ্ধিত হইয়াছ, সুতরাং তোমার এ সকল বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই।১৭

বিরোচন বলিলেন,—সুধন্বন্! অসুরগণের নিকট যে সমস্ত স্বর্ণ, গরু, অশ্বাদি ধন আছে, আমি তাহা পণ রাখিতেছি; চল, এবিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, আমরা দুইজনে তাঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব,—আমাদের দুইজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।১৮

সুধন্বা বলিলেন,—বিরোচন! সুবর্ণ, গরু ও অশ্বাদি ধন তোমার নিকট থাক। আমরা দুইজনে আমাদের প্রাণের পণ রাখিয়া এবিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট যাই।১৯

বিরোচন বলিলেন,—আচ্ছা, আমরা প্রাণের পণ রাখিয়া কোথায় যাইব? আমি তো দেবগণের সমীপে যাইতে পারিব না, আবার কখনও মনুষ্যগণের নিকটেও নির্ণয়ের জন্য যাইতে পারিব না।২০

সুধন্বা বলিলেন,—বেশ, আমরা দুইজনে প্রাণের পণ রাখিয়া তোমার পিতার নিকট যাইব। (আমার বিশ্বাস) প্রহ্লাদ নিজের পুত্রের (জীবনের) জন্যও মিথ্যা কথা বলিবেন না।২১

বিদুর কহিলেন,—রাজন্! এইরূপে পণ রাখিয়া পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া বিরোচন ও সুধন্বা উভয়েই যেখানে প্রহ্লাদ ছিলেন, সেই স্থানে যাইলেন।২২

কং বৈ সহৈবং চরথো ন পুরা চরথঃ সহ।
বিরোচনৈতৎ পৃচ্ছামি কিং তে দথ্যং সুধন্বনা ॥২৪

বিরোচন উবাচ।
ন মে সুধন্বনা সখ্যং প্রাণয়োর্বিপণাবহে।
প্রহ্লাদ তত্ত্বং পৃচ্ছামি প্রশ্নমেতং বদেঃ ॥২৫

প্রহ্লাদ উবাচ।
উদকং মধুপর্কং বাপ্যানয়স্ত সুধন্বনে।
ব্রহ্মন্নর্চন হোহসি দেহা গৌঃ পীবরী কৃতা ॥২৬

সুধন্বোবাচ।
উদকং মধুপর্কঞ্চ পথিদেয়াপিতং ময়া।
প্রহ্লাদ ত্বং তু মে তথ্যং প্রশ্নং প্রব্রূহি পৃচ্ছতঃ।
কিং ব্রাহ্মণাঃ বিদ্ধ্যেবাংস উতাহো বিদ্
বিরোচনঃ ॥২৭

প্রহ্লাদ উবাচ।
পুত্র একো মম ব্রহ্মংস্তুষ্ক সাকাদিহাগতঃ।
তন্নোর্বিবদতোঃ প্রশ্নং কথমস্মদ্বিধো বদেৎ ॥২৮

সুধন্বোবাচ।
গাং প্রদদ্যাদ্বৃষোৎসার্গে যদ্ বাস্তৎ স্যাৎ প্রিয়ং ধনম্।
ঋণোর্বিবদতোস্তথ্যং বাচাক মতিমংস্ত্বয়া ॥২৯

প্রহ্লাদ উবাচ।
অথ বো নৈব প্রক্রয়াৎ সত্যং বা যদি বানৃতম্।
এতৎ সুধন্বন্ পৃচ্ছামি সুবিজ্ঞা শ্ব কিং বদেৎ ॥৩০

প্রহ্লাদ (মনে মনে) বলিলেন,—যাহাদের চরিত্র একে অপরকে কেহ সহ্য করিতে পারে না, সেই সুধন্বা ও বিরোচন উভয়ে সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া একই পথ দিয়া চলিতে আসিতেছে দেখিতেছি ।২৩

(পুনরায় প্রকাশ্যভাবে বিরোচনকে বলিলেন,—) বিরোচন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সুধন্বার সহিত কি তোমার মিত্রতা হইয়া গিয়াছে? যাহার ফলে তোমরা একসঙ্গে একই পথ দিয়া আসিতেছ? পূর্ব্বে তো তোমরা কখনও একসঙ্গে বিচরণ কর নাই ।২৪

বিরোচন বলিলেন,—পিতঃ! সুধন্বার সহিত আমার মিত্রতা হয় নাই। আমরা দুইজনে প্রাণের পণ রাখিয়া এখানে আসিয়াছি। আমি আপনার নিকট একটি বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিবেন না ।২৫

প্রহ্লাদ বলিলেন,—সেবকগণ! তোমরা সুধন্বার জন্য জল ও মধুপর্ক লইয়া আইস। (তারপর সুধন্বাকে বলিলেন) ব্রহ্মন্! আপনি আমার পূজনীয় অতিথি, সুতরাং আপনাকে প্রদান করিবার জন্য একটি স্থূল নাদা বর্ষের গরু নির্দ্দিষ্ট করা হইল ।২৬

সুধন্বা বলিলেন,—প্রহ্লাদ! জল ও মধুপর্ক তো পথেই আমাকে অনেক দিয়াছে। আমি তোমাকে এখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দাও। ব্রাহ্মণ (আমি) জ্যেষ্ঠ না (দৈত্য) বিরোচন ।২৭

প্রহ্লাদ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বিরোচন আমার একটি মাত্র পুত্র, আর আপনি স্বয়ং সেখানে বিবাদ-বিষয়ের নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের এই বিবাদবিষয়ে আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে কিরূপে উত্তর দেওয়া সম্ভব ।২৮

সুধন্বা বলিলেন,—মতিমন্! তোমার নিকটে গরু ও অন্যান্য যে সব প্রিয় ধন আছে, তৎ-

সুধন্বোবাচ

যাং রাত্রিমধিবিন্না স্ত্রী যাং চৈবাক্ষপরাজিতঃ।
যাঞ্চ ভারাভিতপ্তাঙ্গো দুর্বিবক্তা স্ম তাং বদেৎ ॥৩১

নগরে প্রতিরুদ্ধঃ সন্ বহির্দ্বারে বুভুক্ষিতঃ।
অদ্রিস্থান্ ভূষণঃ পশ্যেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥৩২

পঞ্চ পঞ্চনৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ॥৩৩

হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্।
সর্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মা স্ম ভূম্যনৃতং বদেঃ ॥৩৪

প্রহ্লাদ উবাচ।

মতঃ শ্রেয়ানঙ্গিরা বৈ সুধন্বা যদ্‌বিরোচন।
মাতাস্য জ্যেষ্ঠসী মাতুস্তস্মাৎ ত্বং তেন বৈ জিতঃ ॥৩৫

বিরোচন সুধন্বায়ং প্রাণানামীশ্বরস্তব।
সুধন্বন্ পুনরিচ্ছামি ত্বয়া হৃতং বিরোচনম্ ॥৩৬

সুধন্বোবাচ।

যদ্ যদ্যদনৃতীখাস্ত্বং ন কামাদনৃতং বদীঃ।
পুনর্দদামি তে পুত্রং তস্মাৎ প্রহ্লাদ দুর্লভম্ ॥৩৭

এষ প্রহ্লাদ পুত্রস্তে ময়া দত্তো বিরোচনঃ।
পাদপ্রক্ষালনং কুর্য্যাৎ কুমার্য্যাঃ সন্নিধৌ মম ॥৩৮

বিদুর উবাচ।

তস্মাদ্ রাজেন্দ্র ভূম্যর্থে নানৃতং বক্তুমর্হসি।
মা গমঃ সহতামাত্যো নাশং পুত্রার্থমক্রবন্ ॥৩৯

সমস্তই তুমি তোমার ঔরসজাত পুত্রকে প্রদান কর; পরন্তু আমাদের উভয়ের বিবাদবিষয়ে আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দাও।২৯

প্রহ্লাদ বলিলেন,—সুধন্বন্। আমি আপনাকে এখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে না ও অসত্য বিষয় নির্ণয় করে; এইরূপ দুই বক্তা কোন্ লোকে বাস করে ?৩০

সুধন্বা বলিলেন,—অধিবিন্না (সপত্নীযুক্তা) স্ত্রী, পাশাখেলায় পরাজিত ব্যক্তি এবং ভারবহনে ব্যথিত-শরীর মনুষ্য রাত্রিকালে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মিথ্যা বক্তারও সেই অবস্থা প্রাপ্তি হয়।৩১

যে ব্যক্তি মিথ্যা নির্ণয় (রায়দান) করে, সেই ব্যক্তি নগরে অবরুদ্ধ হইয়া বহির্দ্বারে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে থাকে এবং নিজের বহু শত্রুকে দেখিতে থাকে।৩২

(নিজের স্বার্থে বশীভূত হইয়া) পশুর জন্য মিথ্যা কথা বলিলে পাঁচ (পাঁচ পূর্ব্বপুরুষ), গোরুর জন্য মিথ্যা কথা বলিলে দশ, অশ্বের জন্য মিথ্যা কথা বলিলে শত এবং মানুষের জন্য মিথ্যা কথা বলিলে সহস্র পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত নরক ভোগ হয়।৩৩

সুবর্ণের জন্য মিথ্যা বলিলে মানুষ নিজের ভূত ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করে। ভূমি ও স্ত্রীর জন্য মিথ্যা কথা বলিলে মানুষ নিজের সর্ব্বনাশ করে, অতএব ভূমি ভূমি ও স্ত্রীর জন্য কখনও মিথ্যা বলিও না।৩৪

প্রহ্লাদ বলিলেন,—বিরোচন। সুধন্বার পিতা অঙ্গিরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুধন্বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইঁহার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব আজ তুমি সুধন্বার দ্বারা পরাজিত হইয়াছ।৩৫

বিরোচন। এখন সুধন্বা তোমার প্রাণের প্রভু (মালিক)। সুধন্বন্। এখন আমার এই ইচ্ছা যে, আপনি পুনরায় বিরোচনকে প্রদান করেন।৩৬

ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ।
যং তু রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংবিভজন্তি তম্ ॥৪০

যথা যথা হি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মনঃ।
তথা তথাস্য সর্বার্থাঃ সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪১

নৈবং ছন্দাংসি বৃজিনাৎ তারয়ন্তি
মায়াবিনং মায়য়া বর্তমানম্।
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষা-
শ্ছন্দাংস্যেনং প্রজহত্যন্তকালে ॥৪২

মদ্যপানং কলহং পূগবৈরং
ভার্য্যাপত্যোরন্তরং জ্ঞাতিভেদম্।
রাজদ্বিষ্টং স্ত্রীপুংসয়োর্বিবাদং
বর্জ্যান্যাহুর্দ্বৌ চ পন্থাঃ প্রদুষ্টঃ ॥৪৩

দাম্ভিকং বণিজং চৌরপূর্বং
শলাকধূর্তঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ।
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ
নৈতান্ সাক্ষ্যে ত্বধিকুর্বীত সপ্ত ॥৪৪

মায়াগ্নিহোত্রমুত মায়মৌনং
মায়েনাধীতমুত মায়যজ্ঞঃ।
এতানি চত্বার্যনৃতকরাণি
ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যবিচক্ষণানি ॥৪৫

সুধন্বা বলিলেন,—প্রহ্লাদ! তুমি ধর্ম্মকেই বরণ করিয়া লইয়াছ, স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যাকথা বল নাই; সেইজন্য আজ তোমার এই দুর্লভ পুত্রকে তোমায় প্রদান করিলাম।৩৭

প্রহ্লাদ! তোমার এই পুত্র বিরোচনকে তোমায় প্রত্যর্পণ করিলাম, কিন্তু এখন এই বিরোচন কুমারী কেশিনীর নিকট গিয়া সে আমার পাদধৌত করিবে।৩৮

বিদুর বলিলেন,—রাজেন্দ্র! অতএব আপনিও ভূমির জন্য মিথ্যা কথা বলিবেন না। পুত্রের স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সত্য কথা না বলিয়া আপনি পুত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত বিনাশের মুখে পতিত হইবেন না।৩৯

দেবগণ পশুপালকের ন্যায় দণ্ড হাতে লইয়া কাহাকেও রক্ষা করেন না। তাঁহারা যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ব্যক্তিকে তাঁহারা উত্তম বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।৪০

মানুষ তাহার মনকে যতটা যতটা কল্যাণকর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবে, সে ততটা ততটাই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।৪১

কপটপূর্ণ ব্যবহারকারী মায়াবীকে বেদ পাপমুক্ত করেন না। যেরূপ পক্ষ সঞ্জাত হইলে পক্ষীরা নিজের বাসা ত্যাগ করে, সেরূপ বেদও বিনাশকাল আসিলে সেই মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন।৪২

মদ্যপান, কলহ, জনসমূহের সহিত শত্রুতা, পতি-পত্নীর মধ্যে ভেদভাব স্থাপন, জ্ঞাতিগণের সহিত ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন করা, রাজার সহিত দ্বেষ করা, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিবাদ এবং বিশেষভাবে দুই পথ—এই সবগুলিকেই সকলের পক্ষে ত্যাজ্য বলা হইয়াছে।৪৩

হস্তরেখাদিপরীক্ষক, দৌর্য্যপূর্ণক ব্যবসা করা, ধূর্ত পাশাখেলক, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র ও নর্ত্তক—এই সাতজনকে কখনও সাক্ষীর অধিকার দিবে না।৪৪

শ্রদ্ধার সহিত অগ্নিহোত্র, শ্রদ্ধার সহিত মৌনাবলম্বন, শ্রদ্ধাভরে বেদপাঠ এবং শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান—এই চারিটী কর্ম্ম ভয়হারী,

অগারদাহী গরদ: কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
পর্বকারশ্চ সূচী চ মিত্রধ্রুক্ পারদারিক: ॥৪৬

ভ্রূণহা গুরুতল্পী চ যশ্চ স্যাৎ পারপো দ্বিজ:।
অভিশস্তশ্চ কাকশ্চ নাস্তিকো বেদনিন্দক: ॥৪৭

ব্রাত্যপ্রব্রাহণো ব্রাত্য: কীনাশশ্চাঙ্গহীনপি।
বন্ধেত্যুক্তশ্চ যো হিংস্যাৎ সর্বে ব্রহ্মবধৈ: সমা: ॥৪৮

ভূণোদ্ধরা জ্যায়তে জাতরূপং
বৃত্তেন ভদ্রো ব্যবহারেণ সাধু:।
শূরো ভয়েষ্বকৃচ্ছ্রেষু ধীর:
কৃচ্ছ্রেষ্বাপৎসু সুহৃদশ্চারয়শ্চ ॥৪৯

জরা রূপং হরতি হি ধৈর্য্যমাশা
মৃত্যু: প্রাণান্ ধর্মচর্য্যামসূয়া।
ক্রোধ: শ্রিয়ং শীলমনার্য্যসেবা
হ্রীর: কামঃ সর্বমেবাভিমানঃ ॥৫০

শ্রীর্বপ্লাৎ প্রভবতি প্রাগল্‌ভ্যাৎ সম্প্রবর্ধতে।
দাক্ষ্যাৎ তু কুরুতে মূলং সংযমাৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৫১

অষ্টৌ গুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি
প্রজ্ঞা চ কৌল্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ।
পরাক্রমশ্চাবহুভাষিতা চ
দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ ॥৫২

এতান্ গুণাংস্তাত মহানুভাবা-
নেকো গুণঃ সংশ্রয়তে প্রসহ্য।
রাজা যদা সৎকুরুতে মনুষ্য:
সর্বান্ গুণানেষ গুণো বিভাতি ॥৫৩

কিন্তু এগুলি যদি বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহারা হইয়া থাকে ॥৪৫

গৃহে অগ্নিপ্রদানকারী, বিষদাতা, জারজ সন্তানের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, সোমরস-বিক্রয়ী, অস্ত্রনির্মাণকারী, খল, মিত্রদ্রোহী, পরস্ত্রী-হরণকারী, ভ্রূণহত্যা (গর্ভপাত) কারী, গুরুপত্নীগামী, ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্যপান করা, নাস্তিক, বেদ-নিন্দাকারী, গ্রামযাজক, ব্রাত্য (উপবীতহীন পিতার পুত্র, উপনয়ন সাধারণের সময় হইলেও যাহার উপনয়ন হয় নাই এবং বিবাহ হইলেও যজ্ঞোপ-বীতশূন্য—এই তিন প্রকারের ব্রাত্য), ক্রূর এবং শক্তিমান্ হইয়াও 'আমাকে রক্ষা করুন'—এই কথা বলিয়া শরণাগতকে রক্ষা না করিয়া বধ করে,—এই সকলকেই ব্রহ্মহত্যাকারীর তুল্য বলিয়া জানিতে হইবে ॥৪৬-৪৮

প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা স্বর্ণকে জানা যায়, সেইরূপ সদাচারের দ্বারা সৎপুরুষ, ব্যবহারের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শত্রু পক্ষে বীর পুরুষ, অর্থকষ্টে পড়িলে ধীর পুরুষ এবং কঠিন বিপদে পড়িলে মিত্রের পরীক্ষা হইয়া যায় ॥৪৯

বার্দ্ধক্য রূপকে, আশা ধৈর্যকে, মৃত্যু প্রাণকে, অসূয়া (গুণ থাকিলেও দোষ দেখা) ধর্মাচরণকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে, নীচপুরুষের সেবা সৎস্বভাবকে, কাম লজ্জাকে এবং অভিমান সর্বস্বকে নষ্ট করে ॥৫০

শুভকর্মসমূহের দ্বারা লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়, প্রগল্‌ভতার দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হয়, দক্ষতার দ্বারা উহার মূল হইতে (উহা যথা হইতে) থাকে এবং সংযমের দ্বারা উহা সুরক্ষিত থাকে ॥৫১

বুদ্ধি, কুলীনতা, দম (ইন্দ্রিয়সংযম), শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, বহু কথা না বলা, যথাশক্তি দান করা এবং কৃতজ্ঞ হওয়া—এই আটটি গুণ

অষ্টৌ নৃপেমানি মনুষ্যলোকে
স্বর্গস্য লোকস্য নিদর্শনানি।
চত্বার্যেষামন্বয়বেতানি সন্তি-
শ্চত্বারি চৈষামনুযান্তি সন্তঃ ॥৫৪

যজ্ঞো দানমধ্যয়নং তপশ্চ
চত্বার্যেতান্যন্বয়বেতানি সন্তিঃ।
দমঃ সত্যমার্জবমানৃশংস্যং
চত্বার্যেতান্যনুযান্তি সন্তঃ ॥৫৫

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা ঘৃণা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥৫৬

তত্র পূর্বচতুর্বর্গো দম্ভার্থমপি সেব্যতে।
উত্তরশ্চ চতুর্বর্গো নামহাত্মসু তিষ্ঠতি ॥৫৭

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভ্যুপেতম্ ॥৫৮

সত্যং রূপং শ্রুতং বিদ্যা কৌল্যং শীলং বলং ধনম্।
শৌর্যঞ্চ চিত্রভাষ্যঞ্চ দশৈতে স্বর্গযোনয়ঃ ॥৫৯

পাপং কুর্বন্ পাপকীর্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলম্।
পুণ্যং কুর্বন্ পুণ্যকীর্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে ॥৬০

তস্মাৎ পাপং ন কুর্বীত পুরুষঃ সংশিতব্রতঃ।
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ ॥৬১

নষ্টপ্রজ্ঞঃ পাপমেব নিত্যমাসেবতে নরঃ।
পুণ্যং প্রজ্ঞাং বর্ধয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ ॥৬২

পুরুষের শোভা বর্দ্ধন করে।৫২

তাত! এমন একটি গুণ আছে, যে গুণটি এই সব মহত্বপূর্ণ গুণগুলিকেও হঠাৎ অধিকার করিয়া বসে। যে সময় রাজা কোন মানুষের সমাদর করিতে থাকেন, তখনও এই গুণ অন্যান্য সর্ব্ববিধ গুণ হইতে অধিক শোভা পায়।৫৩

রাজন্! মনুষ্যলোকে যে আটটি গুণ স্বর্গলোক বর্ণন করাইয়া থাকে, উহাদের মধ্যে চারিটি গুণ তো সজ্জনের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত ও সজ্জনেই সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত থাকে এবং অন্য চারিটি গুণকে সজ্জনেরা সর্ব্বদা অনুসরণ করেন।৫৪

যজ্ঞ, দান, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপস্যা—এই চারিটি গুণ সজ্জনে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য, সরলতা ও কোমলতা—এই চারিটি গুণকে সজ্জনগণ সর্ব্বদা অনুসরণ করিয়া থাকেন।৫৫

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, দয়া ও নির্লোভতা—ধর্ম্মের এই আটটি মার্গ কথিত আছে।৫৬

ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি (যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যা) দাম্ভিক পুরুষ দম্ভের জন্যও অনুষ্ঠান করে, কিন্তু অবশিষ্ট চারিটি যে ব্যক্তি মহাত্মা নয়, তাঁহার মধ্যে থাকে না।৫৭

যে সভাতে বৃদ্ধরা (জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ) থাকেন না, তাহাকে সভা বলা যায় না; তাহাকে বৃদ্ধ বলিব না, যিনি ধর্ম্মের কথা বলেন না; তাহা ধর্ম্ম বলা যায় না, যাহাতে সত্যের স্থান নাই এবং তাহাকে সত্য বলিব না, যাহা ছল-কপটতার দ্বারা পরিবেষ্টিত।৫৮

সত্য, রূপ (বিষয়ের প্রকাশ), শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, কুলীনতা, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও চমৎকারপূর্ণ বাক্য-কথন—এই দশটি স্বর্গের কারণ।৫৯

পাপী বলিয়া খ্যাত নিন্দিত পুরুষ পাপাচরণ করত পাপেরই ফল ভোগ করে এবং

বৃদ্ধপ্রজ্ঞঃ পুণ্যমেব নিত্যমারভতে নরঃ।
পুণ্যং কুর্বন্ পুণ্যকীর্তিঃ পুণ্যং স্থানং স গচ্ছতি ॥
তস্মাৎ পুণ্যং নিষেবেত পুরুষঃ সুসমাহিতঃ ॥৬৩

অসূয়কো দম্ভশূকো নিষ্ঠুরো বৈরকৃচ্ছঠঃ।
স কৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি ন চিরাৎ পাপমাচরন্ ॥৬৪

অনসূয়ুঃ কৃতপ্রজ্ঞঃ শোভনান্যাচরন্ সদা।
ন কৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি সর্বত্র চ বিরোচতে ॥৬৫

প্রজ্ঞামেবাগময়তি যঃ প্রাজ্ঞেভ্যঃ স পণ্ডিতঃ।
প্রাজ্ঞো হ্যবাপ্য ধর্মার্থৌ শক্নোতি সুখমেধিতুম্ ॥৬৬

দিবসেনৈব তৎ কুর্য্যাৎ যেন রাত্রৌ সুখং বসেৎ।
অষ্টমাসেন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন বর্ষাঃ সুখং বসেৎ ॥৬৭

পূর্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাদ্ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ ॥৬৮

জীর্ণমন্নং প্রশংসন্তি ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাম্।
সূরং বিজিতসংগ্রামং গতপারং তপস্বিনম্ ॥৬৯

ধনেনাধর্মলব্ধেন যচ্চিদ্রমপিধীয়তে।
অসংবৃতং তদ্ ভবতি ততোঽন্যদবসীর্য্যতে ॥৭০

গুরুণাঞ্চাবরাণাং শাস্তা শাস্তা রাজা দুরাত্মনাম্।
অথ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥৭১

ঋষীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ কুলানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
প্রভবো নাবসন্তব্যঃ স্ত্রীণাং দুশ্চরিতস্য চ ॥৭২

পুণ্যবান্ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ প্রশংসিত পুরুষ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া অতিশয় পুণ্যফলই ভোগ করিতে থাকেন।৬০

এই জন্য সংসারে প্রশংসিত ব্রতের অনুষ্ঠানকারী পুরুষের পাপকার্য্য করা উচিত নহে; কারণ, পুনঃ পুনঃ কৃত পাপ বুদ্ধিকেই নষ্ট করিয়া দেয়।৬১

যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা পাপকার্য্যই করিতে থাকে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ কৃত পুণ্য বুদ্ধিকে বাড়াইয়া দেয়।৬২

যাহার বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়, সেই ব্যক্তি সদা পুণ্য কর্ম্মই করিতে থাকেন। এতাদৃশ পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে পুণ্যলোকে গমন করেন। সেই জন্য মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সদা একাগ্রচিত্তে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা।৬৩

অসূয়াকারী (গুণে দোষদর্শনকারী), মর্ম্মে আঘাতকারী, নিষ্ঠুর, শত্রুতাকারী ও শঠ—ইহারা পাপাচরণ করিতে করিতে শীঘ্রই মহাকষ্টে পতিত হয়।৬৪

দোষবুদ্ধিহীন শুদ্ধবুদ্ধি মানুষ সর্ব্বদা শুভ কর্ম্মসমূহ করিতে করিতে মহাসুখ প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বত্র তিনি সম্মান লাভ করেন।৬৫

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের নিকট হইতে সুবুদ্ধি লাভ করেন, তিনিই পণ্ডিত (জ্ঞানী পুরুষ); কারণ, বুদ্ধিমান্ পুরুষই ধর্ম্ম ও অর্থ-লাভ করিয়া নিজের উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ।৬৬

দিনমানে সেই কার্য্য করিতে হয়, যাহাতে রাত্রিতে সুখে থাকিতে পারা যায়। আট মাস ধরিয়া সেইরূপ কার্য্য করা উচিত, যাহাতে বর্ষার চারিমাস সুখে অতিবাহিত হয়।৬৭

জীবনের প্রথম বয়সে সেই কার্য্য করণীয়, যাহাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে থাকিতে পারা যায়। সমগ্র জীবন ধরিয়া সেই কার্য্যই করিতে হইবে, যাহা দ্বারা মৃত্যুর পর (পরলোকে) সুখে বাস করিতে পারা যায়।৬৮

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, (বিষয়ক) যৌবন

দ্বিজাতিপূজাভিরতো দাতা জ্ঞাতিষু চার্জবী।
ক্ষত্রিয়ঃ শীলতাশ্ চাত্রঃশ্চিরং পালয়তে মহীম্ ॥৭০
সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্ ॥৭১
বুদ্ধিশ্রেষ্ঠানি কর্মাণি বাহুমধ্যানি ভারত।
জানি জঙ্ঘাজঘন্যানি ভারপ্রত্যবরাণি চ ॥৭২
দুর্যোধনেঽথ শকুনৌ মূঢ়ে দুঃশাসনে তথা।
কর্ণে চৈশ্বর্য্যমাধায় কথং ত্বং ভূতিমিচ্ছসি ॥৭৩
সর্বৈস্ত্বং পৈতৃপৈতাস্তু পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
পিতৃবৎ ত্বয়ি বর্ত্তন্তে তেষু বর্তস্ব পুত্রবৎ ॥৭৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি
বিদুরনীতিবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

অতীত হইলে স্ত্রীকে, সংগ্রামে জয় হইলে বীরকে এবং সংসার-সাগর পার হইলে তপস্বীকে সজ্জনগণ প্রশংসা করেন।৬৯

অধর্ম্মের দ্বারা লব্ধ ধনের যে দোষ গোপন করা হয়, সেই দোষ গোপন থাকে না; (পরন্তু দোষ গোপন করিতে যাওয়ায় ফলে) উহা হইতে আবার অন্যপ্রকার নূতন নূতন দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূতকারী শিষ্যের শাসক হইলেন গুরু, দুষ্টগণের শাসক হইলেন রাজা এবং গোপনে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী পাপী পুরুষের শাসক হইলেন সূর্য্যপুত্র যম।৭১

ঋষি, নদী, বংশ, মহাত্মাগণ ও স্ত্রীগণের দুশ্চরিত্রের উৎপত্তিস্থান জানিতে পারা যায় না।৭২

রাজন্! ব্রাহ্মণগণের সেবা-পূজায় নিরত, দাতা, জ্ঞাতিগণের উপর সরল ব্যবহারপরায়ণ এবং চরিত্রবান্ রাজা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই পৃথিবীকে পালন করিতে পারেন।৭০

শূর (বীর), বিদ্বান্ ও সেবাধর্ম্মের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—এই তিন প্রকার পুরুষ (ব্যক্তি) পৃথিবীরূপ লতা হইতে স্বর্ণরূপী পুষ্প সঞ্চয় করেন।৭১

ভারত! বুদ্ধিদ্বারা বিচার পূর্ব্বক কৃত কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, বাহুবলে কৃত কর্ম্ম মধ্যম এবং জঙ্ঘাদ্বারা কৃত কর্ম্ম অধম ও ভারবহন কর্ম্ম অত্যন্ত অধম।৭২

রাজন্! আপনি বর্ত্তমানে দুর্য্যোধন, শকুনি, মূর্খ দুঃশাসন এবং কর্ণের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কিভাবে উন্নতি আশা করিতেছেন?৭৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ সমস্ত উত্তম গুণাবলিতে সম্পন্ন এবং আপনাকে পিতার ন্যায় মান্য করে, সুতরাং আপনারও তাহাদিগকে পুত্রভাবে দেখা উচিত।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত প্রজাগরপর্ব্বে বিদুরের নীতিবাক্যকথনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দত্তাত্রেয়-সাধ্যানাং বৃত্তান্তমুল্লিখ্য উচ্চকুলপ্রসূত-মানুষাণাং লক্ষণং বর্ণয়তা বিদুরেণ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সদুপদেশঃ]

বিদুর উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
আত্রেয়স্য চ সংবাদং সাধ্যানাং চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥১

চরন্তং হংসরূপেণ মহর্ষিং শংসিতব্রতম্।
সাধ্যা দেবা মহাপ্রাজ্ঞং পর্য্যপৃচ্ছন্ত বৈ পুরা ॥২

সাধ্যা ঊচুঃ

সাধ্যা দেবা বয়মেতে মহর্ষে
দৃষ্ট্বা ভবন্তং ন শক্নুমোঽনুমাতুম্।
শ্রুতেন ধীরো বুদ্ধিমাংস্ত্বং মতো নঃ
সাধ্যাং বাচং বক্তুমর্হস্যদীনাম্ ॥৩

হংস উবাচ

এতৎ কার্য্যতমং নঃ শ্রুতং যে
ধৃতিঃ শমঃ সত্যধর্ম্মানুবৃত্তিঃ।
গ্রন্থিং বিনীয় হৃদয়স্য সর্ব্বং
প্রিয়া প্রিয়ে চাত্মসমং নয়ীত ॥৪

আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি ॥৫

নাক্রোশী স্যান্নাবমানী পরস্য
মিত্রদ্রোহী নোত নীচোপসেবী।
ন চাভিমানী ন চ হীনবৃত্তো
রুক্ষাং বাচং রুষতীং বর্জয়ীত ॥৬

মর্ম্মাণ্যস্থীনি হৃদয়ং তথাসূন্
রুক্ষা বাচো নির্দহন্তীহ পুংসাম্।
তস্মাদ্ বাচমুষতীং রুক্ষরূপাং
ধর্ম্মারামো নিত্যশো বর্জয়ীত ॥৭

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[দত্তাত্রেয় ও সাধ্যগণের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া উচ্চকুল প্রসূত মানুষের লক্ষণ বর্ণনপূর্ব্বক বিদুর কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান।)

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে দত্তাত্রেয় ও সাধ্যগণের বৃত্তান্তরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস পুরাবিদ্‌গণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ইহা আমিও শুনিয়াছি ।১

পুরাকালে উত্তম ব্রতপালনকারী মহাবুদ্ধিমান্ মহর্ষি দত্তাত্রেয় হংস (পরমহংস)-রূপে বিচরণ করিতে ছিলেন, তখন সাধ্যদেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।২

সাধ্যগণ বলিলেন,—মহর্ষে! আমরা সকলে সাধ্য দেবতা, কেবল আপনাকে দেখিয়া আপনার বিষয়ে আমরা কিছু অনুমান করিতে পারিতেছি না। আমরা আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধীর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানি, অতএব আপনি আমাদের আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদার বাণী শ্রবণ করান ।৩

পরমহংস বলিলেন,—সাধ্যদেবগণ! আমরা শুনিয়াছি যে, ধৈর্য্যধারণ, মনোনিগ্রহ এবং সত্য-ধর্ম্ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা নিজ হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রিয় ও অপ্রিয়কে নিজের আত্মতুল্য মনে করিবে ।৪

অপরের নিকট কটুকথা শুনিয়া নিজে তাহার উত্তরে কটু কথা বলিবে না। সেই কটু কথা সহ্যকারীর ক্রোধই কটুভাষীকে দগ্ধ করে ও তাহার পুণ্যকে গ্রহণ করে ।৫

অরুন্তুদং পরুষং রূক্ষবাচং
বাকণ্টকৈর্বিতুদন্তং মনুষ্যান্।
বিদ্যাদলক্ষ্মীকতমং জনানাং
মুখে নিবদ্ধাং নির্ঋতিং বৈ বহন্তম্ ॥৮

পরশ্চেদেনমভিবিধ্যেত বাণৈ-
র্ভৃশং সুতীক্ষ্ণৈরবলার্কদীপ্তৈঃ।
স বিদ্যমানোঽপ্যতিদহ্যমানো
বিদ্বাৎ কবিঃ সুকৃতং যে দধাতি ॥৯

যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং
তপস্বিনং যদি বা স্তেনমেব।
বাসো যথা রঙ্গবশং প্রযাতি
তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি ॥১০

অতিবাদাং ন প্রবদেন্ন বাদয়েদ্
যোদ্ধুনাহূতঃ প্রতিহন্যান্ন তাড়য়েৎ।
হন্তুঞ্চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ
তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায় ॥১১

অব্যাহৃতং ব্যাহৃতাচ্ছ্রেয় আহুঃ
সত্যং বদেদ্ ব্যাহৃতং তদ্ দ্বিতীয়ম্।
প্রিয়ং বদেদ্ ব্যাহৃতং তৎ তৃতীয়ং
ধর্মং বদেদ্ ব্যাহৃতং তচ্চতুর্থম্ ॥১২

অপর কাহাকেও কটুকথা বলিবে না, অপমান করিবে না, মিত্রের সহিত দ্রোহ ও নীচজনের সহিত সংসর্গ করিবে না, রুক্ষ ও দোষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিবে না।৬

এ সংসারে রুক্ষভাষা মানুষের মর্মস্থান, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ স্পর্শ করিয়া থাকে, এইজন্য ধর্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মাপ্রভ রুক্ষ বাক্য সর্বথার জন্য পরিত্যাগ করা উচিত।৭

যাহার ভাষা রুক্ষ ও স্বভাব নিষ্ঠুর, যে মর্মস্থানে আঘাত করে এবং বাক্যবাণের দ্বারা মানুষের পীড়া উৎপাদন করে, তাহাকে সকল মানুষের মধ্যে অলক্ষ্মীতম বলিয়া জানিবে এবং সে নিজের মুখে অলক্ষ্মীকে বাঁধিয়া বহন করিতেছে।৮

যদি অপর কোন মানুষ এই ব্যক্তিকে অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের দ্বারা অতিশয় পীড়া উৎপাদন করে, তবে বিদ্বান্ পুরুষ সেই আঘাত পাইয়া অসহ্য বেদনা সহ্য করিয়াও এইরূপ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমার পুণ্যের বর্দ্ধন করিতেছে।৯

যেরূপ বস্ত্র যে রঙ্গে রাঙ্গাইবে, সে সেই রঙ্গেই রঞ্জিত হয়, সেইরূপ যদি কোন ব্যক্তি সজ্জন, অসজ্জন, তপস্বী ও চোরের সেবা করে, তবে সে তাহারই বশবর্তী হইয়া পড়ে—তাহার উপর তত্তৎ ব্যক্তির গুণ সংক্রামিত হয়।১০

যে ব্যক্তি কখনও নিজে নিন্দনীয় বাক্য বলে না ও অপরকে দিয়া বলায় না, নিজে আঘাত না খাইয়া অপরকে আঘাত করে না এবং অপরকে দিয়া আঘাত করায় না; আঘাত পাইয়াও অপরাধীকে যে আঘাত করিতে চাহে না, স্বর্গে দেবগণও তাহার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।১১

জ্ঞানিগণ বলেন—কিছু বলার চেয়ে না বলাই শ্রেষ্ঠ। (যদি কোন কারণে কিছু বলিতেই হয়, তবে) সত্য কথা বলাই বাক্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব (কারণ ইহা মৌনী হইয়া থাকা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ)। (সত্য ও) প্রিয় কথা বলা বাক্যের

যাদৃশৈঃ সন্নিবিশতে যাদৃশাংশ্চোপসেবতে।
যাদৃগিচ্ছেচ্চ ভবিতুং তাদৃশ্ ভবতি পূরুষঃ ॥১৩

যতো যতো নিবর্ততে তত্তস্তো বিমুচ্যতে।
নিবর্তমানো সর্বতো ন বেতি দুঃখমণ্বপি ॥১৪

ন জীয়তে চাদুষ্টিগীষতেঽন্যান্
ন বৈরকৃচ্চাপ্রতিঘাতকশ্চ।
নিন্দা-প্রশংসাসু সমত্বভাবো
ন শোচতে হৃষ্যতি নৈব চায়ম্ ॥১৫

ভাবমিচ্ছতি সর্বস্য নাভাবে কুরুতে মনঃ।
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তো যঃ স উত্তমপূরুষঃ ॥১৬

নানর্থকং সান্ত্বয়তি প্রতিজ্ঞায় দদাতি চ।
দুষ্কৃতং পরস্য জানাতি যঃ স মধ্যমপূরুষঃ ॥১৭

দুঃশাসনস্তু পরতোঽভিশস্তো
নাবর্ততে মন্যুবশাৎ কৃতঘ্নঃ।
ন কস্যচিন্মিত্রমথো দুরাত্মা
কলাশ্চৈতা অধমস্যেহ পুংসঃ ॥১৮

ন শ্রদ্দধাতি কল্যাণং পরেভ্যোঽপ্যাত্মশঙ্কিতঃ।
নিরাকরোতি মিত্রাণি যো বৈ সোঽধমপূরুষঃ ॥১৯

উত্তমানেব সেবেত প্রাপ্তকালে তু মধ্যমান্।
অধমাংস্তু ন সেবেত য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ ॥২০

প্রাপ্নোতি বৈ বিত্তমসম্বলেন
নিস্তোষণাৎ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ।
ন ত্বেব সম্যগ্ লভতে প্রশংসাং
ন বৃত্তমাপ্নোতি মহাকুলানাম্ ॥২১

তৃতীয় বিশেষজ্ঞ। যদি আমার সত্য ও প্রিয় কথার সহিত ধর্মসম্মত কথা বলা হয়, তবে তাহা বাক্যের চতুর্থ বিশেষজ্ঞ (ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে) ।১২

মানুষ যেরূপ পুরুষের সংসর্গ করে, যেরূপ পুরুষের সেবা করে ও যেরূপ হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, সেই মানুষ সেইরূপই হইয়া যায় ।১৩

মানুষ যে যে বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লয়, সেই সেই বিষয় হইতে মানুষের মুক্তি হয়। এইরূপে যদি সর্বদিক্ হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তবে মানুষ লেশমাত্র দুঃখও কখনও অনুভব করে না ।১৪

যে ব্যক্তি স্বয়ং কাহারও দ্বারা বিজিত হয় নাই, যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও জয় করিতে ইচ্ছা করে না, কাহারও সহিত শত্রুতা করে না এবং অন্য কাহাকেও আঘাত করে না, যে ব্যক্তি নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি কখনও শোকগ্রস্ত হয় না এবং হর্ষলাভ করে না —হর্ষ ও শোকের পরপারে গমন করে ।১৫

যে ব্যক্তি সকলেরই কল্যাণ কামনা করেন, কাহারও অকল্যাণের কথা মনে আনেন না, যে সত্যবাদী, কোমল এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাকে উত্তম পুরুষ বলা হয় ।১৬

যে ব্যক্তি অনর্থক সান্ত্বনা প্রদান করেন না, দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দানই করেন এবং অপরের দোষ জানেন, তিনি মধ্যম পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন ।১৭

যাহার শাসন অত্যন্ত কঠোর, যে নানা দোষে দূষিত, কলঙ্কিত, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আঘাত না করিয়া শান্ত হয় না, অপরের কৃত উপকারকে গ্রাহ্য করে না, যাহার কাহারও সহিত মিত্রতা নাই এবং যে দুরাত্মা—এ সংসারে তাহাকে অধম পুরুষ বলিয়া জানিবে ।১৮

যে ব্যক্তি নিজেরই উপর সন্দেহবশতঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মহাকুলেভ্যঃ স্পৃহয়ন্তি দেবা
ধর্মার্থনিত্যাশ্চ বহুশ্রুতাশ্চ।
পৃচ্ছামি ত্বাং বিদুর প্রশ্নমেতং
ভবন্তি বৈ কানি মহাকুলানি ॥২২

বিদুর উবাচ।

তপো দমো ব্রহ্মবিত্তং বিভানাঃ
পুণ্যা বিবাহাঃ সততান্নদানম্।
বেদেষ্বেতে সপ্ত গুণা বসন্তি
সম্যগ্‌বৃত্তান্তানি মহাকুলানি ॥২৩

যেষাং হি বৃত্তং ব্যথতে ন যোনি-
শ্চিত্তপ্রসাদেন চরন্তি ধর্মম্।
তে কীর্তিমিচ্ছন্তি কুলে বিশিষ্টাং
ত্যক্তাবৃতান্তানি মহাকুলানি ॥২৪

অনিজ্যয়া কুবিবাহৈর্বেদত্যাগেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ধর্মস্যাতিক্রমেণ চ ॥২৫

দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥২৬

ব্রাহ্মণানাং পরিভবাৎ পরিবাদাচ্চ ভারত।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ন্যাসাপহরণেন চ ॥২৭

কুলানি সমুপেতানি গোভিঃ পুরুষতোঽর্থতঃ।
কুলসংখ্যাং ন গচ্ছন্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ ॥২৮

অপরেরও কল্যাণ লাভের কথা বিশ্বাস করে না এবং মিত্রগণকে দূরে রাখে, তাহাকেই অধম পুরুষ বলা হয়।১৯

যে ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি কামনা করেন, তিনি উত্তম উত্তম পুরুষের সেবা করিবেন। সময় আসিলে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করিতে হয়, কিন্তু কখনও অধম পুরুষের সেবা করিবেন না।২০

মানুষ দুই পুরুষের বলের সাহায্যে, নিরন্তর উদ্যোগে, বুদ্ধি দ্বারা এবং পুরুষার্থ দ্বারা ধন লাভ করে; কিন্তু ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কুলীন পুরুষগণের সম্মান ও সদাচার সেই মানুষ কখনও লাভ করিতে পারে না।২১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! ধর্ম ও অর্থনীতি-পরায়ণ এবং বহুশ্রুত দেবগণও উত্তম কুলে উৎপন্ন পুরুষগণকে ইচ্ছা করেন। এইজন্য আমি তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি যে, মহান্ (উত্তম) কুল তাহাকে বলে?২২

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! যে সকল কুলে তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, বেদপাঠ, যজ্ঞ, পবিত্র (আর্য) বিবাহ, সদা অন্নদান ও সদাচার—এই সাতটি গুণ বর্তমান থাকে, তাহাদিগকেই উত্তম কুল বলা হয়।২৩

যে সকল কুলের পুরুষের সদাচার কখনও শিথিল হয় না, স্ত্রীচরিত্র ভ্রষ্ট হয় না, মনুষ্যগণ প্রসন্নচিত্তে ধর্মাচরণ করে এবং অসৎ পরিহার করিয়া নিজের কুলের বিশেষ কীর্তি কামনা করে, সেই সকল কুলও মহাকুল।২৪

যজ্ঞ না করিলে, নিন্দিত কুলে বিবাহ করিলে, বেদত্যাগ ও ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিলে, উত্তম কুলও অধমে পরিণত হয়।২৫

দেবতার দ্রব্য বিনাশ, ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ, ব্রাহ্মণের মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করিলে উত্তম কুলও অধম হইয়া যায়।২৬

ভারত! ব্রাহ্মণগণের অনাদর ও নিন্দা এবং গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করিলে উত্তম কুলও নিন্দনীয় হইয়া যায়।২৭

বৃত্ততন্ত্রবিহীনানি কুলান্যল্পধনান্যপি।
কুলসংখ্যাং ন গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্ যশঃ ॥২৯

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্ বিত্তমেতি চ যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥৩০

গোভিঃ পশুভিরন্যৈশ্চ কৃত্বা চ সুমহদ্ধয়া।
কুলানি ন প্ররোহন্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ ॥৩১

যা নঃ কুলে বৈরকৃৎ কশ্চিদস্তু
রাজামাত্যো যা পরস্বাপহারী।
মিত্রদ্রোহী নৈকৃতিকোঽনৃতী বা
পুংশ্চলী বা পিতৃদেবাঽতিথীনাম্ ॥৩২

যশ্চ নো ব্রাহ্মণান্ হন্যাদ্ যশ্চ নো ব্রাহ্মণান্ দ্বিষেৎ
ন নঃ স সমিতিং গচ্ছেদ্ যশ্চ নো নির্বপেদ্ পিতৄন্ ॥৩৩

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥৩৪

শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজন্নুপনীতানি সৎকৃতিম্।
প্রযুক্তানি মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মিণাং পুণ্যকর্মিণাম্ ॥৩৫

সূক্ষ্মোঽপি ভারং নৃপতে স্বস্যনো বৈ
শক্তো বোঢ়ুং ন তথান্যে মহীজাঃ।
এবং যুক্তা ভারসহা ভবন্তি
মহাকুলীনা ন তথান্যে মনুষ্যাঃ ॥৩৬

ন তন্মিত্রং যস্য কোপাদ্ বিভেতি
যদ্ বা মিত্রং শঙ্কতেনোপচর্যম্।
যস্মিন্ মিত্রে পিতরীবাশ্বসীত
তদ্ বৈ মিত্রং সঙ্গতানীতরাণি ॥৩৭

গরু, মনুষ্য ও ধনসম্পন্ন হইয়াও যে কুল সদাচারহীন, সেই কুলকে উত্তম কুলরূপে গণনার মধ্যে আনা যায় না।২৮

অল্পধনসম্পন্ন কুলও যদি সদাচারযুক্ত থাকে, তবে সেই কুল উত্তমকুল-গণনা মধ্যে পড়ে এবং মহাযশ লাভ করে।২৯

যত্নের সহিত সদাচার রক্ষা করা কর্তব্য, ধন ত' আসা যাওয়া করেই; ধন ক্ষীণ হইলেও সদাচারী মানুষ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু যে সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাকে তো নষ্ট বলিয়াই জানিতে হইবে।৩০

যে কুল সদাচারহীন, সেই কুল গরু, পশু, অশ্ব ও সুসমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্রে পরিপূর্ণ থাকিলেও উন্নতি লাভ করিতে পারে না।৩১

আমার বংশে শত্রুতা করিবার কেহ যেন না হয়, অপরের ধনহরণকারী রাজা বা মন্ত্রী না হউক এবং মিত্রদ্রোহী, কপটাচারী ও অসত্যবাদী না হউক। এইরূপ মাতা, পিতা, দেবতা এবং অতিথিগণকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং অগ্রভোজনকারী না হউক।৩২

আমাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণগণকে হত্যা করে, ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ করে এবং পিতৃগণকে পিণ্ডদান ও তর্পণ করে না, সে যেন আমাদের সভায় প্রবেশ না করে।৩৩

তৃণনির্মিত আসন, পৃথিবী, জল ও চতুর্থ মধুর বাণী—সজ্জনগণের গৃহে এই চারিটির কখনও অভাব হয় না।৩৪

মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! পুণ্যকর্মকারী ধর্মাত্মা পুরুষগণের নিকট ঐ চারিটি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সৎকারের জন্য উপস্থাপিত করিতে দেখা যায়।৩৫

নৃপবর! রথ ছোট হইলেও ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু ইহার কাষ্ঠ যদি অতি বৃহৎও হয়, তথাপি সে ঐরূপ ভার বহন করিতে সমর্থ হয়

যঃ কশ্চিদপ্যসম্বন্ধো মিত্রভাবেন বর্ত্ততে।
স এব বন্ধুস্তন্মিত্রং সা গতিস্তৎ পরায়ণম্ ॥৩৮

চলচিত্তস্য বৈ পুংসো বৃদ্ধানুপসেবতঃ।
পারিপ্লবমতের্নিত্যমধ্রুবো মিত্রসংগ্রহঃ ॥৩৯

চলচিত্তমনাত্মানমিন্দ্রিয়াণাং বশানুগম্
অর্থাঃ সমভিবর্ত্তন্তে হংসাঃ শুষ্কং সরো যথা ॥৪০

অকস্মাদেব কুপ্যন্তি প্রসীদন্ত্যনিমিত্ততঃ।
শীলমেতদসাধূনামভ্রং পারিপ্লবং যথা ॥৪১

সৎকৃতাশ্চ কৃতার্থাশ্চ মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্ নোপভুঞ্জতে ॥৪২

অর্চয়েদেব মিত্রাণি সতি বাসতি বা ধনে।
নানর্থয়ন্ প্রজানাতি মিত্রাণাং সারকৃত্রিমম্ ॥৪৩

সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে বলম্।
সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্ ব্যাধিমৃচ্ছতি ॥৪৪

অনবাপ্যঞ্চ শোকেন শরীরং চোপতপ্যতে।
অমিত্রাশ্চ প্রহৃষ্যন্তি যা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥৪৫

পুনর্নরো ম্রিয়তে জায়তে চ
পুনর্নরো হীয়তে বর্দ্ধতে চ।
পুনর্নরো যাচতি যাচ্যতে চ
পুনর্নরঃ শোচতি শোচ্যতে চ ॥৪৬

না। এইরূপ উত্তমকুলে উৎপন্ন উৎসাহী পুরুষ যে ভার সহ্য করিতে পারে, অন্য পুরুষ তাহা পারে না ।৩৬

যাহার কোপ হইতে ভয় হয় এবং ভীত হইয়াই যাহার সেবা করা হয়, তাহাকে মিত্র বলে না। মিত্র তাহাকেই বলিব, যাহার উপর পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতে পারা যাইবে এবং অন্য সকল মিত্র সহায়কস্বরূপ ।৩৭

পূর্ব্ব হইতে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও যে ব্যক্তি মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকেই বন্ধু বলে। সেই ব্যক্তিই মিত্র, আশ্রয় ও গতিস্বরূপ ।৩৮

যাহার চিত্ত চঞ্চল ও যে বৃদ্ধের সেবা করে না, সেই অনিশ্চিতমতি পুরুষের মিত্রসংগ্রহ স্থায়ী হয় না ।৩৯

যেরূপ শুষ্ক সরোবরের উপর দিয়া হাঁস পালে হাঁটিয়া চলে, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার চিত্ত চঞ্চল, যে অজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, অর্থ তাহাকে ত্যাগ করে ।৪০

দুষ্ট পুরুষের স্বভাব মেঘের ন্যায় চঞ্চল, সে সহসাই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অকারণেই প্রসন্ন হইয়া থাকে ।৪১

যে ব্যক্তি মিত্রের দ্বারা সৎকৃত হইয়া ও তাহার সহায়তায় কৃতকার্য্য হইয়াও তাহার হয় না অর্থাৎ তাহার সহিত বন্ধুভাব রক্ষা করে না, এইরূপ কৃতঘ্ন মানুষ মরিলে তাহার মাংস মাংসভোজী জন্তুরাও ভোজন করিতে চাহে না ।৪২

ধন থাকুক বা না থাকুক, মিত্র কিছু না চাহিলেও তাহার সৎকার অবশ্যই করিতে হয়। মিত্রের সার ও অসারের পরীক্ষা করিতে নাই ।৪৩

সন্তাপে (শোকে) রূপ নষ্ট হয়, সন্তাপে বল নষ্ট হয়, সন্তাপে জ্ঞান নষ্ট হয় এবং সন্তাপে মানুষ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে ।৪৪

শোক করিলে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায় না, উহা তো কেবল শরীরকেই সন্তপ্ত করে, আর শত্রুকে প্রসন্ন করে। এইজন্য আপনি মনে মনে শোক করিবেন না ।৪৫

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণং জীবিতঞ্চ।
পর্য্যায়শঃ সর্বমেতে স্পৃশন্তি
তস্মাদ্ ধীরো ন চ হৃষ্যেন্ন শোচেৎ ॥৪৭

চলানি হীমানি যড়িন্দ্রিয়াণি
তেষাং যদ্ যদ্ ধর্ষতে যত্র যত্র।
ততস্ততঃ স্রবতে বুদ্ধিরস্য
ছিদ্রোদকুম্ভাদিব নিত্যমত্তঃ ॥৪৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

তদুক্তস্তঃ শিখী রাজা বিদ্যোপচরিতো ময়া।
মন্দাত্মা মম পুত্রাণাং যুদ্ধেনান্তং করিষ্যতি ॥৪৯

নিত্যোদ্বিগ্নমিদং সর্বং নিত্যোদ্বিগ্নমিদং মনঃ।
যৎ যৎ পদমনুদ্বিগ্নং তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥৫০

বিদুর উবাচ।

নাস্ত্রত্র বিদ্যাতপসোর্নান্যত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
নান্যত্র লোভসন্ত্যাগাচ্ছান্তিং পশ্যামি তেঽনঘ ॥৫১

বুদ্ধ্যা ভয়ং প্রণুদতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া জ্ঞানং শান্তিং যোগেন বিন্দতি ॥৫২

অনাজ্ঞিতা দানপুণ্যং যেষপুণ্যমনাজ্ঞিতাঃ।
রাগদ্বেষবিনির্মুক্তা বিচরন্তীহ মোক্ষিণঃ ॥৫৩

ধর্মীতস্ত সুভূতস্য সুকৃতস্য চ কর্মণঃ।
তপসশ্চ হুতস্যেহ তস্যান্তে সুখমেধতে ॥৫৪

মানুষ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুবরণ করে জন্মলাভ করে, পুনঃ পুনঃ ক্ষয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ নিজে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে এবং অপরে তাহার নিকট যাচ্ঞা করে ও পুনঃ পুনঃ সে অপরের জন্য শোক করে এবং অপরে তাহার জন্য শোক করে ।৪৬

সুখ দুঃখ, উৎপত্তি বিনাশ, লাভ ক্ষতি এবং জীবন মরণ—ক্রমশঃ এইগুলি সকলেই প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ধীর পুরুষ ইহাদের জন্য শোক ও হর্ষ করিবেন না ।৪৭

যেরূপ ছিদ্রযুক্ত পাত্র হইতে জল ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ এই যে ছয় ইন্দ্রিয়—ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, ইহাদের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গুলি যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়, সেখানে তাহাদের বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া যায় ।৪৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর। সুক্ষ্ম ধর্মে আবদ্ধ ও শিখাধারী সুবোধিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত আমি বিদ্যা ব্যবহার করিয়াছি, তাহার ফলে সে যুদ্ধ করিয়া আমার মূর্খ পুত্রগণকে বিনাশ করিবে ।৪৯

মহামতে! এখানে সব কিছুই সর্বদা ভয়ে উদ্বিগ্ন, আমার মনও এই ভয়ে সদা বিচলিত, এইরূপ যাহা উদ্বেগশূন্য ও শান্ত পদ (মার্গ), তাহাই আমাকে বল ।৫০

বিদুর বলিলেন,—পাপহীন নরেশ। বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন ও লোভত্যাগ ব্যতীত আপনার পক্ষে শান্তিলাভের আর কোন পথ আমি দেখিতে পাইতেছি না ।৫১

বুদ্ধি দ্বারা মানুষ নিজের ভয় দূর করে, তপস্যা দ্বারা মানুষ মহৎপদ প্রাপ্ত হয়, গুরুসেবা দ্বারা জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা মানুষ শান্তি লাভ করিয়া থাকে ।৫২

মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি দানের দ্বারা প্রাপ্ত পুণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি নিষ্কামভাবে রাগ-দ্বেষমুক্ত হইয়া এই লোকে বিচরণ করিতে থাকেন ।৫৩

সম্যক্ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, ন্যায়োচিত যুদ্ধ,

স্বাস্তীর্ণানি শয়নানি প্রপন্না
ন বৈ ভিন্না জাতু নিদ্রাং লভন্তে।
ন স্ত্রীষু রাজন্ রতিমাপ্নুবন্তি
ন মাগধৈঃ স্তূয়মানা ন সূতৈঃ ॥৫৫
ন বৈ ভিন্না জাতু চরন্তি ধর্মং
ন বৈ সুখং প্রাপ্নুবন্ত্যেব ভিন্নাঃ।
ন বৈ ভিন্না গৌরবং প্রাপ্নুবন্তি
ন বৈ ভিন্নাঃ প্রশমং রোচয়ন্তি ॥৫৬
ন বৈ তেষাং শ্রয়তে পথ্যমুক্তং
যোগক্ষেমং কল্পতে নৈব তেষাম্।
ভিন্নানাং বৈ মনুজেন্দ্র পরাভবং
ন বিদ্যতে কিঞ্চিদতঃ বিনাশাৎ ॥৫৭

সম্পন্নং গোষু সন্তাব্যং সন্তাব্যং ব্রাহ্মণে তপঃ।
সন্তাব্যং চাপলং স্ত্রীষু সন্তাব্যং জ্ঞাতিতো ভয়ম্ ॥৫৮
তন্তবঃ পাংসিতা নিত্যং তনবো বহুলাঃ সমাঃ।
বধ্নুন্ বহুগুণাদামানম্ মহান্তীষ্বপি সত্তম ॥৫৯
ধূমায়ন্তে ব্যপেতানি জ্বলন্তি সহিতানি চ।
ধৃতরাষ্ট্রৌল্মুকানীব জ্ঞাতয়ো ভরতর্ষভ ॥৬০
ব্রাহ্মণেষু চ যে শূদ্রাঃ স্ত্রীষু জ্ঞাতিষু গোষু চ।
বৃন্তাদিব ফলং পক্কং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে ॥৬১
মহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রসহ্য এব পাতেন সঙ্কল্পো মথিতুং ক্ষণাৎ ॥৬২
অথ যে সহিতা বৃক্ষাঃ সজ্বশঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
তে হি পীড়য়মানা বাতান্ সহন্তেঽন্যোন্যসংশ্রয়াৎ ॥৬৩

পুণ্যকর্ম এবং উত্তমরূপে কৃত তপস্যার দ্বারে সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।৫৪

রাজন্। ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন প্রপন্ন মনুষ্যগণ উত্তমরূপে আস্তৃত শয্যার উপর শুইয়াও সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, স্ত্রীগণের নিকটে থাকিলেও রতিসুখ লাভ করিতে পারে না এবং সূত-মাগধদ্বারা প্রশংসিত হইয়াও প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হয় না ।৫৫

ভেদভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও ধর্মাচরণ করিতে পারে না, বিভেদপরায়ণ ব্যক্তি সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, বিভেদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি গৌরব প্রাপ্ত হয় না এবং বিভেদসৃষ্টিকারী ব্যক্তির শান্তিতে রুচি আসে না ।৫৬

তাহাদের হিতকর কথা ভাল লাগে না, তাহাদের যোগ-ক্ষেম (অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয় না। রাজন্! ভেদবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তির বিনাশ ব্যতীত আর কোন গতি নাই ।৫৭

যেরূপ গাভীতে দুগ্ধ, ব্রাহ্মণে তপস্যা ও যুবতী স্ত্রীতে চঞ্চলতা থাকা অধিক সম্ভাবনা, সেইরূপ নিজ জ্ঞাতিগণের নিকট ভয় পাওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে ।৫৮

মিত্যা সেচনাদিদ্বারা বর্দ্ধিত সূক্ষ্ম (পাতলা) লতা বহুবৎসরে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে, সেইরূপ সংঘবদ্ধগণের বিষয়েও বুঝিতে হইবে (তাঁহারা দুর্ব্বল হইলেও সামুহিক শক্তিতে বলবান্ হন) ।৫৯

ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র। যেরূপ প্রজ্বলিত কাষ্ঠগুলি যখন পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখন যেমন তাহারা ধূমোদ্গীরণ করিতে থাকে, আবার একত্রিত হইলে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ বিভেদ (পৃথক্) হইয়া পড়িলে দুঃখ লাভ করে, আবার একত্রে থাকিলে (একতাবদ্ধ হইলে) সুখী হয় ।৬০

ধৃতরাষ্ট্র। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও জ্ঞাতিগণ

এবং মনুষ্যত্বপ্যেকঃ গুণৈরপি সংন্বিতঃ।
শক্যাঃ বিষহ্যো মন্যন্তে বায়ুর্ব্রুমমিবৈকজম্ ॥৬৪

অন্যোন্যমুপষ্টম্ভাদন্যোন্যাপাশ্রয়েণ চ।
জাতয়ঃ সম্প্রধর্ষন্তে সরসীবোৎপলাদ্যুত ॥৬৫

অবধ্যা ব্রাহ্মণা গাবো জ্ঞাতয়ঃ শিশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
যেষাং চাল্পানি ভূতানি যে চ স্যুঃ শরণাগতাঃ ॥৬৬

ন মনুষ্যে গুণঃ কশ্চিদ্ রাজন্ সধনতামৃতে।
অনাতুরত্বাদ্ ভদ্রং তে মৃতকল্পা হি রোগিণঃ ॥৬৭

অব্যাধিজং কটুকং শীর্ষরোগি
পাপানুবন্ধং পরুষং তীক্ষ্ণমুষ্ণম্।
সতাং পেয়ং যন্ন পিবন্ত্যসন্তো
মন্যে মহারাজ পিব প্রশাম্য ॥৬৮

রোগার্দিতা ন ফলান্যাদ্রিয়ন্তে
ন বৈ সভন্তে বিষয়েষু তৃষ্ণাম্।
দুঃখোপেতা রোগিনো নিত্যমেব
ন বুধ্যন্তে ধনভোগান্ ন সৌখ্যম্ ॥৬৯

পুরা হ্যক্তং নাকরোস্ত্বং বচো মে
দ্যূতে জিতাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য রাজন্।
দুর্যোধনং বারয়ন্ত্যক্ষবত্যাং
কিতবত্বং পণ্ডিতা বর্জয়ন্তি ॥৭০

ন তদ্ বলং যন্মৃদুনা বিরুধ্যতে
সূক্ষ্মো ধর্মস্তরসা নেদিতব্যঃ।
প্রজ্ঞাংশিনী ক্রূরমসাধিতা স্ত্রী-
র্মৃদুপ্রৌঢ়া গচ্ছতি পুত্রপৌত্রান্ ॥৭১

এবং গোসমূহের উপর নিজের শৌর্য্যপ্রকাশ করিয়া আস্ফালন করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি বৃন্ত হইতে পক্ক ফলের পতনের ন্যায় অবসন্নচিত্ত হয় ।৬১

যদি বৃক্ষ একক, বলবান্, দৃঢ়মূল ও বহু দীর্ঘও হয়, তবে সেও প্রবল বায়ু দ্বারা হঠাৎ তাড়িত হইয়া স্কন্ধের সহিত ক্ষণকালের মধ্যেই উৎপাটিত হয় ।৬২

কিন্তু যেখানে বহু বৃক্ষ একত্রে থাকিয়া সমূহরূপে অবস্থান থাকে, তখন সে একে অন্যের সাহায্যে বলবান্ হইয়া প্রবল বায়ুর তাড়নও সহ্য করিতে সক্ষম হয় ।৬৩

এইরূপ সমস্ত গুণসম্পন্ন মানুষ একক হইলে তাহাকে অক্লেশে ধ্বংস করিতে সমর্থ মনে করে, যেরূপ একটি বৃহৎ বৃক্ষকে বায়ু ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় ।৬৪

কিন্তু পরস্পর মিলিতভাবে থাকিলে এবং একে অপরকে সাহায্য করিতে লাগিলে, জ্ঞাতিগণ পরস্পর পুষ্করিণীতে কমলের বৃদ্ধির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।৬৫

ব্রাহ্মণ, গরু, জ্ঞাতি, বালক, স্ত্রী, অন্নদাতা ও শরণাগত—ইহারা সকলে অবধ্য ।৬৬

রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। মানুষের মধ্যে ধন ও আরোগ্য ব্যতীত কিসের কোন গুণ নাই; কারণ, রোগী তো মৃতের ন্যায় ।৬৭

মহারাজ! যাহা রোগব্যতীতই উৎপন্ন হয়, কটু, মস্তিষ্কবিকৃতকারী, পাপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, যাহা সজ্জনগণ পান করিয়া থাকেন এবং দুর্জ্জনেরা যাহাকে পান করিতে পারে না, সেই ক্রোধকে আপনি পান করুন এবং শান্ত হউন ।৬৮

রোগপীড়িত মনুষ্য মধুর ফলের আদর করে না এবং বিষয়সমূহেও কোন সুখ বা সার পায় না। রোগী সর্ব্বদা দুঃখভোগ করে, সে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভোগসমূহ ও কোন সুখই অনুভব করিতে পারে না ।৬৯

পুরা হ্যক্তং নাকরোস্ত্বং বচো মে
দ্যূতে জিতাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য রাজন্।
দুর্যোধনং বারয়ন্ত্যক্ষবত্যাং
কিতবত্বং পণ্ডিতা বর্জয়ন্তি ॥৭০

ন তদ্ বলং যন্মৃদুনা বিরুধ্যতে
সূক্ষ্মো ধর্মস্তরসা নেদিতব্যঃ।
প্রজ্ঞাংশিনী ক্রূরমসাধিতা স্ত্রী-
র্মৃদুপ্রৌঢ়া গচ্ছতি পুত্রপৌত্রান্ ॥৭১

বার্তরাষ্ট্রাঃ পাণ্ডবান্ পালয়ন্তু
পাণ্ডোঃ সুতাস্তব পুত্রাংশ্চ পান্তু।
একাগ্রচিত্রাঃ কুরবো হ্যেককার্য্যা
জীবন্তু রাজন্ সুখিনঃ সমৃদ্ধাঃ ॥৭২
মেঢ়ীভূতঃ কৌরবাণাং ত্বমস্তু
ত্বদ্যাধীনং কুরুকুলরাজ্যমেতৎ।
পার্থান্ বালান্ বনবাসপ্রতপ্তান্
গোপায়স্ব স্বং যশস্তাত রক্ষন্ ॥৭৩

সন্ধৎস্ব ত্বং কৌরব পাণ্ডুপুত্রে-
র্যা তে হস্তস্থং রিপবঃ প্রার্থয়ন্তু।
সত্যে স্থিতাস্তে নরদেব সর্বে
দুর্য্যোধনং স্থাপয় ত্বং নরেন্দ্র ॥৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি বিদুরহিতবাক্যে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

রাজন্! পূর্ব্বে পাশাখেলার সময় দ্রৌপদীকে জিত হইতে দেখিয়া আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, "আপনি পাশাখেলায় আসক্ত দুর্য্যোধনকে নিবারণ করুন; কারণ, বিদ্বান্ মানুষ এইরূপ প্রবঞ্চনাপূর্ণ কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন।" কিন্তু আপনি আমার কথা রাখেন নাই।৭০

উহাকে বল (সামর্থ্য) বলা যায় না, যাহা মৃদুর সহিত বিরোধিতা করে; শূর কর্ম্মকে সকল সেবা করিতে হয়। ক্রূরতা পূর্ব্বোক্ত ঔপাধিক লক্ষ্মী সকল হন। কিন্তু উহা যদি মৃদুতাপূর্ণ (কোমলতাপূর্ণ) ব্যবহারের দ্বারা রক্ষিত হয়, তবে সেই লক্ষ্মী পুত্র-পৌত্রাদি পর্য্যন্তও স্থির থাকে।৭১

রাজন্! আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করুক এবং পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রদিগকে রক্ষা করুক। সমস্ত কৌরবগণ পরস্পরের শত্রুকে শত্রু এবং মিত্রকে মিত্র বোধ করুক। সকলের একই কর্ত্তব্য হউক এবং সকলে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া জীবনযাপন করুক।৭২

অজমীঢ়কুলসম্ভূত ধৃতরাষ্ট্র! এখন আপনিই কৌরবগণের আধারস্তম্ভস্বরূপ; কারণ, কুরুবংশে আপনারই অধীন। তাত! কুন্তীর পুত্রেরা এখনও বালক এবং বনে বাস করিয়া বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছে, এই সময় তাহাদিগকে পালন করিয়া আপনি নিজ যশকে রক্ষা করুন।৭৩

কুরুরাজ! আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করুন, যাহাতে শত্রুগণও আপনার ছিদ্র (দোষ) দেখিবার সুযোগ না পায়। নরদেব! সমস্ত পাণ্ডবগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, এখন আপনি আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিয়া ধর্ম্ম-পথে স্থাপিত করুন।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত প্রজাগরপর্ব্বে বিদুরের নীতিবাক্যকথনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্য হিতোপদেশঃ।]

বিদুর উবাচ।

সপ্তদশেমান্ রাজেন্দ্র মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
বৈচিত্রবীর্য্য পুরুষানাকাশং মুষ্টিভির্হতঃ ॥১

দানবেন্দ্রস্য চ বলেরনাম্যং নমতোঽব্রবীৎ।
অথো মরীচিঃ পাষানব্রাহ্মান্ গৃহ্নতস্তথা ॥২

যশ্চাশিষ্যং শাস্তি যশ্চ দুষ্যেদ্
যশ্চাতিবেলং ভজতে প্রিয়ম্বদঃ।
স্ত্রিয়শ্চ যো রক্ষতি দুষ্টমম্বয়ে
যশ্চাযাচ্যং যাচতে কত্থতে চ ॥৩

যশ্চাভিজাতঃ প্রকরোত্যকার্য্যং
যশ্চাবলো বলিনা নিত্যবৈরী

অশ্রদ্দধানায় চ যো ব্রবীতি
যশ্চাকাম্যং কাময়তে নরেন্দ্র ॥৪

যশ্চাবহাসং পশুবো ভজতে যো
যশ্চা বস্ত্রভরো যানকামঃ।
পরক্ষেত্রে নির্বপতি স্ববীজং
স্ত্রিয়শ্চ যঃ পরিষদতেঽতিবেলম্ ॥৫

যশ্চাপি লব্ধ্বা ন স্মরতীষ্টমর্থী
দত্ত্বা চ যঃ কত্থতি যাচ্যমানঃ।
যশ্চাপতঃ সর্বমুশানরীণ
প্রতান্ নবস্তি নিরয়ং পাশহস্তাঃ ॥৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের হিতোপদেশ।]

বিদুর কহিলেন,—হে বিচিত্রবীর্য্যনন্দন! হে রাজেন্দ্র! স্বায়ম্ভুব মনু এই মতের প্রকাশ পুরুষকে আকাশের উপর মুষ্টিপ্রহারকারী, নম্রতাবরহিত, বর্ষাকালীন ইন্দ্রধনুকে নত করিবার চেষ্টাকারী ও গ্রহণ করা দুঃসাধ্য সূর্য্যের কিরণসমূহ গ্রহণ করিতে উৎসুক বলিয়াছেন (ইহাদের সকল উদ্যোগই নিষ্ফল বলিয়াছেন) ।১-২

পাশ হাতে লইয়া যমরাজের দূত এই মতের জন পুরুষকে নরকে লইয়া যায়, ১। যাহারা শাসনের অযোগ্য পুরুষকে শাসন করে, ২। মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া সন্তুষ্ট হয়, ৩। শত্রুর সেবা করে, ৪। রক্ষণের অযোগ্য স্ত্রীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, ৫। সেইরূপ স্ত্রীর দ্বারা নিজের কল্যাণ-লাভের অনুভব করে, ৬। যাচ্ঞা করার অযোগ্য পুরুষকে যাচ্ঞা করে ও আত্মপ্রশংসা করে, ৭। উত্তম কুলে জন্মিয়াও নীচকুলের ন্যায় কার্য্য করে, ৮। দুর্ব্বল হইয়া সদা বলবানের সহিত শত্রুতা করে, ৯। শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ করে, ১০। কামনা করিবার অযোগ্য (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) বস্তু কামনা করে, ১১। শঠতা করিয়া পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করিতে ভালবাসে, ১২। পুত্র-বধূর সহিত একাকী বাস করিয়াও নির্ভয় হইয়া জনসমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা কামনা করে, ১৩। পরস্ত্রীতে বীর্য্য আধান করে, ১৪। মর্য্যাদার বাহিরে স্থিত স্ত্রীকে নিন্দা করে, ১৫। কাহারও নিকট কোন বস্তু পাইয়া "মনে নাই তো" এইরূপ বলিয়া উহা গোপন করে ১৬। ভিক্ষা করিলে দান দিয়া উহার জন্য আত্মশ্লাঘা করে ১৭। এবং যে ব্যক্তি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া পরিগণিত করিবার চেষ্টা করে ।৩-৬

যস্মিন্ যথা বর্ত্ততে যো মনুষ্য-
স্তস্মিংস্তথা বর্ত্তিতব্যং স ধর্ম্মঃ।
মায়াচারো মায়য়া বর্ত্তিতব্যঃ
সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ ॥৭

জরা রূপং হরতি হি ধৈর্য্যমাশা
মৃত্যুঃ প্রাণান্ ধর্ম্মচর্য্যামসূয়া।
কামো হ্রিয়ং বৃত্তমনার্য্যসেবা
ক্রোধঃ শ্রিয়ং সর্ব্বমেবাভিমানঃ ॥৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
শতায়ুরুক্তঃ পুরুষঃ সর্ব্ববেদেষু বৈ যদা।
নাপ্নোত্যেষ চ তৎ সর্ব্বমায়ুঃ কেনেহ হেতুনা ॥৯

বিদুর উবাচ
অতিমানোঽতিবাদশ্চ তথাত্যাগো নরাধিপ।
ক্রোধশ্চাত্মবিধিৎসা চ মিত্রদ্রোহশ্চ তানি ষট্ ॥১০

এত এবাসয়স্তীক্ষ্ণা কৃন্তন্ত্যায়ূংষি দেহিনাম্।
এতানি মানবান্ ঘ্নন্তি ন মৃত্যুর্ভদ্রমস্তু তে ॥১১

বিশ্বস্তস্যেতি যো দারান্ বন্ধ্যাপি গুরুতল্পগঃ।
বৃষলীপতিরিজ্যো যশ্চ পানপস্যেব ভারত ॥১২

আদেশকৃদ্ বৃত্তিহন্তা দ্বিজানাং প্রেষকশ্চ যঃ।
শরণাগতহা চৈব সর্বে ব্রহ্মহণঃ সমাঃ।
এতৈঃ সমেত্য কর্ত্তব্যঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ শ্রুতিঃ ॥১৩

গৃহীতবাক্যো নয়বিদ্ বদান্যঃ
শেষান্নভোক্তা হ্যবিহিংসকশ্চ।
নানর্থকৃত্যাকুলিতঃ কৃতজ্ঞঃ
সত্যো মৃদুঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্ ॥১৪

যে মানুষ অন্য ব্যক্তির উপর যে ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিও তাহারই উপর সেইরূপ ব্যবহার করিবে—ইহাই হইল—নীতিধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি যদি কপট আচরণ করে, তবে তাহার সহিতও কপটাচরণ করা উচিত এবং উত্তম ব্যবহারকারীর সহিত উত্তম ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।৭

বার্দ্ধক্য রূপকে, আশা ধৈর্য্যকে, মৃত্যু প্রাণকে, অসূয়া (গুণে দোষ দর্শন করা) ধর্ম্মাচরণকে, কাম লজ্জাকে, নীচপুরুষের সেবা সদাচারকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে এবং অভিমান সর্ব্বস্বকে নাশ করে।৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! যখন সমস্ত বেদই পুরুষের আয়ু শতবর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কি কারণে এই পূর্ণ আয়ু মানুষ লাভ করে না?৯

বিদুর বলিলেন,—আপনার কল্যাণ হউক। অত্যন্ত অভিমান, অধিক কথা বলা, ত্যাগের অভাব, ক্রোধ, নিজেরই উপর পূর্ণের চেষ্টা ও মিত্রদ্রোহ—এই ছয়টি তীক্ষ্ণ অসি (তরবারি) দেহধারিগণের আয়ু ছেদন করে। ইহারাই মানুষকে বধ করে, মৃত্যু বধ করে না।১০-১১

ভারত! যাহার উপর বিশ্বাস করা হয়, সেই পুরুষ যদি বিশ্বাসকারীর স্ত্রীর সহিত সমাগত হয়, যে পুরুষ গুরু-স্ত্রীগামী, ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্র-জাতীয়া স্ত্রীর সহিত বিবাহ করে, মদ্যপানকারী, ব্রাহ্মণকে আদেশকারী, ব্রাহ্মণের জীবিকাহরণ-কারী, সেবাকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণকে যন্ত্র তন্ত্র প্রেরণকারী এবং শরণাগতের উপর হিংসা-পরায়ণ—ইহারা সকলেই ব্রহ্মহত্যার সমান পাতকী, ইহাদের সহিত সঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়—ইহাই বেদের আজ্ঞা।১২-১৩

যে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাপালনকারী, নীতিজ্ঞ, দাতা, যজ্ঞশেষে অন্নভোজনকারী, হিংসাশূন্য,

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥১৫

যো হি ধর্মং সমাশ্রিত্য হিত্বা ভর্তুঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
অপ্রিয়াণ্যাহ পথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্ ॥১৬

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥১৭

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি ॥১৮

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং নৃণাম্।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥১৯

উক্তং ময়া দ্যূতকালেঽপি রাজন্
নেদং যুক্তং বচনং প্রাতিপেয়।
ঔদৌদ্বরং পথ্যমিবাতুরস্য
ন রোচতে তব বৈচিত্রবীর্য্য ॥২০

কাকৈরিবাশ্চিত্রবহান্ ময়ূরান্
পরাজয়েথাঃ পাণ্ডবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ।
হিত্বা সিংহান্ ক্রোষ্টুকান্ গৃধ্রযানঃ
প্রাপ্তে কালে শোচিতা ত্বং নরেন্দ্র ॥২১

যস্তাত ন ক্ষ্যতি সর্বকালং
ভৃত্যস্য তস্যেহ হিতে রতস্য।
তস্মিন্ ভৃত্যা ভর্তরি বিশ্বসন্তি
ন চৈনমাপৎসু পরিত্যজন্তি ॥২২

ন ভৃত্যানাং বৃত্তিসংরোধনেন
রাজ্যং ধনং সংজিঘৃক্ষেদপূর্বম্।
ত্যজন্তি হেনং বন্ধিতা যৈ বিরুদ্ধাঃ
ক্ষিপ্ত্বা ভৃত্যাস্যাঃ পরিহীনভোগাঃ ॥২৩

অনর্থপূর্ণ কার্য্য হইতে দূরে অবস্থানকারী, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও কোমলস্বভাব বিদ্বান্ পুরুষ স্বর্গে গমন করেন।১৪

রাজন্! সর্ব্বদা প্রিয়বাক্যভাষী মানুষ তো জগতে সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকারী এরূপ বক্তা ও শ্রোতা—এ দুইই অত্যন্ত দুর্লভ।১৫

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত "প্রভুর প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক"—এইরূপ কোন বিচার না করিয়া অপ্রিয় হইলেও হিতকর বাক্য বলেন, তাঁহাকেই রাজার উত্তম সহায়ক বলিয়া জানিবেন।১৬

কুলের রক্ষার জন্য একটি মানুষকে, গ্রামের রক্ষার জন্য কুলকে, দেশের রক্ষার জন্য গ্রামকে এবং আত্মার (নিজের) কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবীকেও ত্যাগ করিবে।১৭

আপদে উদ্ধার পাইবার জন্য ধন রক্ষা করিবে, (সেই রক্ষিত) ধনের দ্বারাও স্ত্রীকে রক্ষা করিবে এবং সেই স্ত্রী ও ধনের দ্বারা সদা নিজেকে রক্ষা করিবে।১৮

প্রাচীন কালে পাশাখেলাটিকে মানুষের মধ্যে শত্রুতাকারক বলিয়া দেখা গিয়াছে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হাস্যকারণেও পাশা খেলিবেন না।১৯

প্রতীপনন্দন! বিচিত্রবীর্য্যকুমার! রাজন্! আমি পাশাখেলা আরম্ভের সময় হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, ইহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; কিন্তু রোগীর নিকট যেমন ঔষধ ও পথ্য ভাল লাগে না, সেইরূপ আমার সেই কথাও আপনার ভাল লাগে নাই।২০

নরেন্দ্র! আপনি কাকের সমান নিজ পুত্রের দ্বারা বিচিত্র পক্ষবিভূষিত ময়ূরের তুল্য পাণ্ডব-

কৃত্যানি পূর্বং পরিসংখ্যায় সর্বা-
ন্যায়-ব্যয়ে চানুরূপাঞ্চ বৃত্তিম্।
সংবৃহীয়াদনুরূপান্ সহায়ান্
সহায়সাধ্যানি হি দুষ্করাণি ॥২৪

অভিপ্রায়ং যো বিদিত্বা তু ভর্তুঃ
সর্বাণি কার্যাণি করোত্যতন্দ্রী।
বক্তা হিতানামনুরক্ত আর্যঃ
শক্তিজ্ঞ আত্মেব হি সোঽনুকম্প্যঃ ॥২৫

বাক্যং তু যো নাদ্রিয়তেঽনুদিষ্টঃ
প্রত্যাহ যশ্চাপি নিযুজ্যমানঃ।
প্রজ্ঞাভিমানী প্রতিকূলবাদী
ত্যাজ্যঃ স ভাদৃক্ ত্বরয়ৈব ভৃত্যঃ ॥২৬

অনুদ্ধতস্নিগ্ধমধুর্যসূত্রঃ
সানুক্রোশং শ্লক্ষ্ণমহার্থবক্তৃঃ।
অরোগজাতীয়মুদারবাক্যং
দূতং বদন্ত্যষ্টগুণোপপন্নম্ ॥২৭

ন বিশ্বাসাজ্জাতু পরস্য গেহে
গচ্ছেন্নরশ্চেতয়ানো বিকালে।
ন চত্বরে নিশি তিষ্ঠেন্নিগূঢ়ো
ন রাজকাম্যাং যোষিতং প্রার্থয়ীত ॥২৮

ন নিষ্ফলং মন্ত্রগতস্য গচ্ছেৎ
সংসৃষ্টমন্ত্রস্য কুলঙ্গতস্য।
ন চ ক্রয়াদ্যাবদিমি ব্রবীতি
সকারণং ব্যপদেশং তু কুর্যাৎ ॥২৯

গণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আপনি সিংহকে পরিহার করিয়া শৃগালকে রক্ষা করিতেছেন, সময় আসিলে আপনাকে ইহার জন্য পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে।২১

যে প্রভু সদা হিতসাধনে নিরত নিজ ভক্ত সেবকের উপর কখনও ক্রোধ করে না, সেই প্রভুর উপর ভৃত্যগণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপৎকালেও তাহারা প্রভুকে ত্যাগ করে না।২২

সেবকগণের জীবিকা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্যের রাজস্ব ও ধন গ্রহণের ইচ্ছা করা উচিত নহে; কারণ, নিজের জীবিকাচ্ছেদ ঘটায় ভোগ-সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রথমকার বিশ্বস্ত শ্রেণী মন্ত্রীরাও সেই রাজার বিরোধী হইয়া পড়ে এবং রাজাকে পরিত্যাগ করে।২৩

প্রথম কর্তব্য, আয়-ব্যয় ও উচিত বেতনাদির নিশ্চয় করত পুনরায় সুযোগ্য সহায়কগণকে সংগ্রহ করিতে হয়; কারণ, কঠিন হইতেও কঠিনতর কার্যগুলিও সহায়কগণের দ্বারাই সাধ্য হয়।২৪

যে সেবক প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া আলস্য-শূন্য হইয়া সমস্ত কার্য পূর্ণরূপে সেধ করে, যে হিতকর বাক্য বলে, যে প্রভুভক্ত, সজ্জন এবং রাজার শক্তিসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাহাকে নিজেরই সমান বুঝিয়া দয়া করিবে।২৫

যে সেবক প্রভু আজ্ঞা করিলেও তাহার বাক্যের সম্মান (আজ্ঞাপ্রতিপালন) করে না, কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে অস্বীকার করিতে থাকে, নিজের বুদ্ধির উপর গর্ব করে এবং প্রতিকূলবাদী হয়, সেই ভৃত্যকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হয়।২৬

অহঙ্কারশূন্য, স্নেহভাবযুক্ত, শীঘ্র কার্য করিতে উৎসাহী, দয়ালু, শুদ্ধস্বভাব, অপরের দ্বারা ক্ষুব্ধ (বশীভূত) হইবার অযোগ্য, নীরোগ, উদারবাক্যভাষী —এই অষ্টগুণে ভূষিত মানুষকে 'দূত' পদে বরণ করিবার যোগ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।২৭

দুষ্টা রাজা পুংশ্চলী রাজভৃত্যঃ
পুত্রো ভ্রাতা বিধবা বালপুত্রা।
সেনাজীবী শ্রোত্রিয়স্তথৈব
ব্যবহারেষু বর্জনীয়াঃ স্মৃতেষু ॥৩০

অষ্টৌ গুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি
প্রজ্ঞা চ কৌল্যঞ্চ শ্রুতং দমশ্চ।
পরাক্রমশ্চাবহুভাষিতা চ
দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ ॥৩১

এতান্ গুণাংস্তাত মহানুভাবা-
নেকো গুণঃ সংশ্রয়তে প্রসহ্য।
রাজা যদা সৎকুরুতে মনুষ্যং
সর্বান্ গুণানেষ গুণো বিনত্তি ॥৩২

গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে
বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রশুদ্ধিঃ।
স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতা চ
শ্রীঃ সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ ॥৩৩

গুণাশ্চ ষণ্ণিয়তমুক্তং ভজন্তে
আরোগ্যমায়ুশ্চ বলং সুখঞ্চ।
অনাবিলং চাস্য ভবত্যপত্যং
ন চৈনমাহুর ইতি ক্ষিপন্তি ॥৩৪

অকর্মশীলঞ্চ মহাশনঞ্চ
লোকদ্বিষ্টং বহুমায়ং নৃশংসম্।
অদেশকালজ্ঞমনিষ্টবেশ-
মেতান্ গৃহে ন প্রতিবাসয়েত ॥৩৫

সাবধান পুরুষ বিশ্বাস করত অসময়ে কখনও অন্য কাহারও গৃহে যাইবে না, রাত্রিকালে আট-চালা প্রভৃতিতে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে না এবং রাজা যে রমণীকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে পাইবার জন্য কোনরূপ যত্ন করিবে না।২৮

দুষ্ট সহায়কগণে পরিবৃত রাজা যখন বহু মানুষের সহিত মন্ত্রণালয়ে বসিয়া পরামর্শ করিতে থাকে, সেই সময় তাহার বাক্যকে খণ্ডন করিবে না; "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না" এইরূপ বাক্যও বলিবে না। তখন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইবে।২৯

অধিক দয়ালু রাজা, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাজকর্ম-চারী, পুত্র, ভ্রাতা, শিশুপুত্রবতী বিধবা, সৈনিক এবং যাহার অধিকার হরণ করা হইয়াছে, সেই পুরুষ—এই সব লোকের সহিত আদান-প্রদান-মূলক ব্যবহার করিবে না।৩০

বুদ্ধি, কুলীনতা, শাস্ত্রজ্ঞান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পরাক্রম, বহু কথা না বলা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা—এই আটটি গুণ মানুষের শোভা বর্দ্ধন করে।৩১

তাত! একটি এমন গুণ আছে, যাহা এই সব মহত্বপূর্ণ গুণকে হঠাৎ অধিকার করিয়া বসে। রাজা যে সময় কোন মানুষকে সৎকার করিতে থাকে, সেই সময় এই গুণ (রাজসম্মান) সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হয়।৩২

নিত্যস্নানকারী মানুষের বল, রূপ, সুন্দরস্বর, উজ্জ্বলবর্ণ, কোমলতা, সুগন্ধ, পবিত্রতা, শোভা, সুকুমারতা ও সুন্দরী স্ত্রী—এই দশটি গুণ (বস্তু) লাভ হয়।৩৩

অল্পভোজনকারী মানুষ নিম্নলিখিত ছয়টি গুণ পাইয়া থাকে—আরোগ্য, আয়ু, বল, সুখ, উত্তম সন্তানলাভ এবং "এ মানুষ বহুভোজী" এই বলিয়া তাহার কোন মানুষই আক্ষেপ (নিন্দা) করে না।৩৪

কদর্য্যমাক্রোশকমপ্রদাতঞ্চ
বনৌকসং ধূর্ত্তমসাম্বসানিনম্।
নিষ্ঠুরিণং কৃতবৈরং কৃতঘ্ন-
মেতান্ ক্ষুধার্ত্তোঽপি ন জাতু যাচেৎ ॥৩৬

সংক্লিষ্টকর্ম্মাণমতিপ্রমাদং
নিত্যানৃতং চাদৃঢ়ভক্তিকঞ্চ।
বিসৃষ্টরাগং পটুমানিনঞ্চা-
প্যেতান্ ন সেবেত নরাধমান্ ষট্ ॥৩৭

সহায়বন্ধা হ্যর্থাঃ সহায়াশ্চার্থবন্ধনাঃ।
অন্যোন্যবন্ধনাবেতৌ বিনান্যোন্যং ন সিধ্যতঃ ॥৩৮

উৎপাদ্য পুত্রানৃণতাংশ্চ কৃত্বা
বৃত্তিঞ্চ তেভ্যোঽনুবিধায় কাঞ্চিৎ।
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ব্বা
অরণ্যসংস্থোঽথ মুনির্ব্বসেৎ ॥৩৯

হিতং যৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চ সুখাবহম্।
তৎ কুর্য্যাদীশ্বরে হ্যেতন্মূলং সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥৪০

বুদ্ধিঃ প্রভাবস্তেজশ্চ সত্ত্বমুত্থানমেব চ।
ব্যবসায়শ্চ যস্য স্যাৎ তস্যাবৃত্তিভয়ং কুতঃ ॥৪১

পশ্য দোষান্ পাণ্ডবৈর্বিগ্রহে বৈ
যত্র ব্যগ্রেষ্বপি দেবাঃ সশক্রাঃ।
পুত্রৈর্বৈরং নিত্যমুদ্বীক্ষ্যবাসো
যশঃপ্রণাশো দ্বিষতাঞ্চ হর্ষঃ ॥৪২

অকর্ম্মণ্য, অধিকভোজী, সকলের সহিত শত্রুতাকারী, অধিকমায়াবী, ক্রূর, দ্বেষ ও কালমধ্যে অনভিজ্ঞ এবং নিন্দিত বেষধারণকারী মানুষকে নিজ গৃহে কখনও স্থান দিবে না।৩৫

অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও কৃপণ, কদর্য্যবাক্যভাষী, মূর্খ, বনবাসী, ধূর্ত্ত, নীচসেবী (বা মানী পুরুষকে অসম্মানকারী), নিষ্ঠুর, শত্রুতকারী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিকট কখনও সাহায্য চাহিবে না।৩৬

ক্লেশপ্রদকর্ম্মকারী, অত্যন্ত অসাবধান, সর্ব্বদা মিথ্যাভাষী, অস্থির ভক্তিমান্, স্নেহহীন, নিজেকে চতুর বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী—এই ছয় প্রকার অধম পুরুষের সেবা করিবে না।৩৭

ধনলাভ সহায়কের অপেক্ষা করে, আবার সহায়কও ধনের অপেক্ষা করে, এই উভয়ে পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত ইহাদের সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ ধনলাভ বা সহায়কলাভ হয় না।৩৮

পুত্রগণকে উৎপন্ন করত উহাদিগকে কৃতঋণ করিয়া দিয়া তাহাদিগের জন্য কোন জীবিকার ব্যবস্থা করিবে। নিজের সকল কন্যাকেই উপযুক্ত বরের সহিত বিবাহ দিয়া তৎপরে বনমধ্যে মুনিগণের ন্যায় বৃত্তি অবলম্বন করত সেখানে থাকিবার ইচ্ছা করিবে।৩৯

যাহা সকল প্রাণীর পক্ষেই হিতকর এবং নিজের প্রকৃত সুখপ্রদ, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিবে—ইহাই সকল সিদ্ধির মূলমন্ত্র।৪০

যাহার মধ্যে বুদ্ধি পাইবার শক্তি, প্রভাব, তেজ, পরাক্রম, উদ্যোগ ও নিজ কর্ত্তব্যে নিশ্চয়—এই গুণগুলি আছে, তাহার পক্ষে নিজের জীবিকা-নাশের ভয় কিরূপে সম্ভব।৪১

পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিলে যে দোষ হইবে, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করুন; উহাদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্যথিত হইবেন। তাহা ছাড়া ইহাতে পুত্রগণের সহিত শত্রুতা, নিত্য উদ্বেগপূর্ণ জীবন, কীর্ত্তিনাশ ও শত্রুগণের আনন্দ হইবে।৪২

ভীষ্মস্য কোপস্তব চৈবেন্দ্রকল্প
দ্রোণস্য রাজংশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য।
উৎসাদয়েল্লোকমিমং প্রবৃদ্ধঃ
শ্বেতো গ্রহস্তীব্র ইবাপতন্ খে ॥৪৩

তব পুত্রশতং চৈব কর্ণঃ পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ।
পৃথিবীমনুশাস্যেয়ুরখিলাং সাগরাম্বরাম্ ॥৪৪

বার্তরাষ্ট্রো বনং রাজন্ ব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডুসুতা মতাঃ।
মা বনং ছিন্ধি সব্যাঘ্রং মা ব্যাঘ্রান্ নীনশন্ বনাৎ ॥৪৫

ন হ্যাদৃ বনমৃতে ব্যাঘ্রান্ ব্যাঘ্রা ন স্যুর্কৃতে বনম্।
বনং হি রক্ষ্যতে ব্যাঘ্রৈর্ব্যাঘ্রান্ রক্ষতি কাননম্ ॥৪৬

ন তথেচ্ছন্তি কল্যাণান্ পরেষাং বেদিতুং গুণান্।
যথৈষাং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তি বৈগুণ্যং পাপচেতসঃ ॥৪৭

অর্থসিদ্ধিং পরামিচ্ছন্ ধর্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
ন হি ধর্মাদপৈত্যর্থঃ স্বর্গলোকাদিবামৃতম্ ॥৪৮

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতিবিকৃতিশ্চ যা ॥৪৯

যো ধর্মমর্থং কামঞ্চ যথাকালং নিষেবতে।
ধর্মার্থকামসংযোগং সোঽমুত্রেহ চ বিন্দতি ॥৫০

সংনিযচ্ছতি যো বেগমুত্থিতং ক্রোধহর্ষয়োঃ।
স শ্রিয়ো ভাজনং রাজন্ ধ্রুবমাপৎসু ন মুহ্যতি ॥৫১

বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুরুষাণাং নিবোধ মে।
যৎ তু বাহুবলং নাম কনিষ্ঠং বলমুচ্যতে ॥৫২

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী মহারাজ! যেরূপ আকাশে বিনাশভাবে উদিত ধূমকেতু সারা সংসারে অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি করে, সেইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও আপনার এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোপ এই সমগ্র জগৎকে সংহার করিতে পারে ॥৪৩

আপনার শতপুত্র, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব—ইহারা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুক ॥৪৪

রাজন্! আপনার পুত্রগণ বনের তুল্য, আর পাণ্ডবেরা সেই বনের ব্যাঘ্রসদৃশ। আপনি ব্যাঘ্রের সহিত সমস্ত বনকে নষ্ট করিবেন না এবং ঐ বন হইতে ব্যাঘ্রদিগকে দূর করিয়া দিবেন না ॥৪৫

ব্যাঘ্র ব্যতীত বন নষ্ট হইয়া যায় আবার বন না থাকিলে ব্যাঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; কারণ, ব্যাঘ্র বনকে রক্ষা করে, আর বন ব্যাঘ্রকে রক্ষা করে ॥৪৬

যাহার চিত্তে পাপ আছে, সেই ব্যক্তি অন্যের কল্যাণময় গুণসকল সেরূপভাবে জানিতে পারে না, যেরূপভাবে সে অন্যের মধ্যে দুর্গুণগুলি জানিতে পারে ॥৪৭

যে ব্যক্তি অর্থের পূর্ণ সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে প্রথমে ধর্ম আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। যেরূপ স্বর্গ হইতে অমৃত দূরে নহে, সেইরূপ ধর্ম হইতে অর্থ দূরে থাকে না ॥৪৮

যাহার বুদ্ধি পাপকে ত্যাগ করিয়া কল্যাণময় কর্মে আসক্ত আছে, সেই ব্যক্তি এ সংসারে যে সমস্ত প্রকৃতি ও বিকৃতি আছে—সেই সমস্ত অবগত হইয়াছে ॥৪৯

যে সময়ানুসারে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করে, সে ইহলোকে ও পরলোকেও ধর্ম, অর্থ এবং কামের সংযোগ প্রাপ্ত হয় ॥৫০

রাজন্! যে ব্যক্তি ক্রোধ ও হর্ষের উত্থিত বেগ রোধ করিতে পারে এবং আপৎকালে মোহ প্রাপ্ত হয় না, সে-ই রাজলক্ষ্মীর প্রকৃত অধিকারী হয় ॥৫১

অমাত্যলাভো ভদ্রং তে দ্বিতীয়ং বল্মুচ্যতে।
তৃতীয়ং ধনলাভং তু বলমাহুর্মনীষিণঃ ॥৫৩

যৎ তত্ত্ব সহজং রাজন্ পিতৃপৈতামহং বলম্।
অভিজাতবলং নাম তচ্চতুর্থং বলং স্মৃতম্ ॥৫৪

যেন ত্বেতানি সর্বাণি সংগৃহীতানি ভারত।
যদ্ বলানাং বলং শ্রেষ্ঠং তৎ প্রজ্ঞাবলমুচ্যতে ॥৫৫

মহতে যোঽপকারায় নরস্য প্রভবেদরঃ।
তেন বৈরং সমাসজ্য দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ ॥৫৬

স্ত্রীষু রাজন্ সর্পেষু স্বাধ্যায়প্রভুষু চ।
ভোগেষায়ুষি বিশ্বাসং কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্তুমর্হতি ॥৫৭

প্রজ্ঞাশরেণাতিহতস্য জন্তো-
শ্চিকিৎসকাঃ সন্তি ন চৌষধানি।
ন হোমমন্ত্রা ন চ মঙ্গলানি
নাথর্বণা নাপ্যগদাঃ সুসিদ্ধাঃ ॥৫৮

সর্পশ্চাগ্নিশ্চ সিংহশ্চ কুলপুত্রশ্চ ভারত।
নাবজ্ঞেয়া মনুষ্যেণ সর্বে হ্যেতেঽতিতেজসঃ ॥৫৯

অগ্নিস্তেজো মহল্লোকে গূঢ়স্তিষ্ঠতি দারুষু।
ন চোপযুঙ্‌ক্তে তদ্ দারু যাবন্নোদ্দীপ্যতে পরৈঃ ॥৬০

স এষ খলু দারুভ্যো যদা নির্মথ্য দীপ্যতে।
তদ্ দারু চ বনং চাস্যন্নির্দহত্যাশু তেজসা ॥৬১

রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। মানুষের পাঁচ প্রকার বল দেখা যায়, উহা শ্রবণ করুন—মানুষের যে বাহুবল, উহা নিকৃষ্ট বল; মন্ত্রীর সহিত মিলন হইল—দ্বিতীয় বল। মনীষী পুরুষগণ ধনলাভকে তৃতীয় বল বলিয়াছেন। রাজন্! যাহা পিতৃ-পিতামহ-পরম্পরা প্রাপ্ত স্বাভাবিক বল (জাতি-বল), উহাই অভিজাতনামক চতুর্থ বল। ভারত! যাহা দ্বারা এই সমস্ত বলই সংগ্রহ হইয়া থাকে এবং যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল, উহাই প্রজ্ঞা বল 'বুদ্ধি' নামে কথিত হয় ॥৫২-৫৫

যে মানুষের অত্যন্ত অপকার করিতে সমর্থ, সেই মানুষের সহিত শত্রুতা করিয়া এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয় যে, আমরা এখন বহু দূরে আছি। (সুতরাং সে আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না) ॥৫৬

এরূপ কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ আছেন, যিনি স্ত্রী, রাজা, সর্প, পঠিত পাঠ, সামর্থ্যশালী ব্যক্তি, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস করেন ॥৫৭

বুদ্ধিরূপ বাণ দ্বারা যে পুরুষকে বিনাশ করা হইয়াছে, সেই পুরুষের পক্ষে কোন চিকিৎসকই নাই; এমন কি, না আছে ঔষধ, হোম, মন্ত্র, কোন মাঙ্গলিক কার্য্য, অথর্ববেদোক্ত প্রয়োগ এবং উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত কোন ঔষধ ॥৫৮

ভারত! মানুষের কর্তব্য হইল—সে যেন সর্প, অগ্নি, সিংহ ও নিষ্কুলে উৎপন্ন লোকের সহিত অনাদর না করে; কারণ, উহারা সকলে অত্যন্ত তেজস্বী ॥৫৯

এ সংসারে আছে এক মহাতেজস্বী পদার্থ, তিনি কাষ্ঠমধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না কেহ সেই কাষ্ঠকে প্রজ্বলিত করে, ততক্ষণ অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করেন না ॥৬০

সেই অগ্নিকে যদি কাষ্ঠ মন্থন করিয়া প্রজ্বলিত করা হয়, তবে সেই অগ্নি ঐ কাষ্ঠকে,

এবমেব কুলে জাতাঃ পাবকোপমতেজসঃ।
ক্ষমাবন্তো নিরাকারাঃ কাষ্ঠেষ্বগ্নিরিব শেরতে ॥৬২
সতাধর্মা ত্বং সপুত্রঃ শালাঃ পাণ্ডুসুতা মতাঃ।
ন সতা বর্ধতে জাতু মহাদ্রুমমনাশ্রিতা ॥৬৩
বনং রাজংস্তব পুত্রোঽয়মম্বিকেয়
সিংহান্ বনে পাণ্ডবাংস্তান্ বিদ্ধি।
সিংহৈর্বিহীনং হি বনং বিনশ্যেৎ
সিংহা বিনশ্যেয়ুরৃতে বনেন ॥৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি বিদুরহিতবাক্যে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭

বনকে ও অন্যান্য বন্যকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ।৬১

সেইরূপ নিজ কুলে উৎপন্ন অগ্নিতুল্য তেজস্বী পাণ্ডবগণ ক্ষমাগুণে ভূষিত ও বিকারশূন্য হইয়া কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায় গুপ্ত ভাবে (নিজ গুণ ও প্রভাবকে গোপন করত) অবস্থান করিতেছে ।৬২

নিজ পুত্রগণের সহিত আপনি লতার ন্যায় এবং পাণ্ডবগণ বিশাল বৃক্ষের সদৃশ, সুতরাং সেই বৃক্ষকে আশ্রয় না করিয়া লতা কখনই থাকিতে পারে না ।৬৩

রাজন্! অম্বিকানন্দন! আপনার পুত্রগণ একটি বন, আর পাণ্ডবেরা হইল সেই বনমধ্যস্থিত সিংহতুল্য। তাত! সিংহশূন্য হইলে বন নষ্ট হইয়া যায় এবং বন ব্যতীত সিংহও নষ্ট হইয়া যায় ।৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত প্রজাগরপর্বে বিদুরের হিতবাক্যবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরস্য নীতিযুক্ত উপদেশঃ।]

বিদুর উবাচ।

ঊর্ধ্বং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যুবনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ॥১

পীঠং দত্ত্বা সাধবেঽভ্যাগতায়
আনীয়াপঃ পরিনির্নিজ্য পাদৌ।
সুখং পৃষ্ট্বা প্রতিবেদ্যাত্মসংস্থাং
ততো দদ্যাদ্বাচমর্চেত ধীরঃ ॥২

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

[বিদুরের নীতিযুক্ত উপদেশ।]

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! যখন কোন (সম্মানীয়) বৃদ্ধ পুরুষ নিকটে আসিবে, তখন নবযুবকের প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হয়; তারপর যখন সে বৃদ্ধের যথাযথ সৎকারের জন্য উত্থিত হয় এবং প্রণাম করে, তখন তাহার প্রাণ পুনরায় যথাস্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।১

ধীর পুরুষের উচিত হইল—যখন কোন সজ্জন পুরুষ অতিথিরূপে গৃহে আসিবেন, তখন প্রথমে তাঁহাকে আসন-প্রদান করিবে, তারপর জল আনাইয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিবে, তদনন্তর

যস্যোদকং মধুপর্কঞ্চ গাঞ্চ
ন মন্যুবিৎ প্রতিগৃহ্লাতি গেহে।
লোভাদ্ ভয়াদথ কার্পণ্যতো বা
তস্যানর্থং জীবিতমাহুরার্য্যাঃ ॥৩

চিকিৎসকঃ শল্যকর্ত্তাবকীর্ণী
স্তেন ক্রূরো মদ্যপো ভ্রূণহা চ।
সেনাজীবী শ্রুতিবিক্রায়কশ্চ
ত্রয়ং শ্রিয়োঽপ্যতিথির্নোদকার্হঃ ॥৪

অবিক্রেয়ং লবণং পক্কমন্নং
দধি ক্ষীরং মধু তৈলং ঘৃতঞ্চ।
তিলা মাংসং ফলমূলানি শাকং
রক্তং বাসঃ সর্বগন্ধা গুড়াশ্চ ॥৫

অরোষণো যঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ
প্রহীণশোকো গতসন্ধিবিগ্রহঃ।
নিন্দাপ্রশংসোপরতঃ প্রিয়াপ্রিয়ে
ত্যক্তন্ত্বদাসীনবদেষ ভিক্ষুকঃ ॥৬

নীবারমূলেঙ্গুদশাকবৃত্তিঃ
সুসংযতাত্মাগ্নিকার্য্যেষু চোক্তঃ।
বনে বসন্নতিথিপ্রবক্তা
ধুরন্ধরঃ পুণ্যকৃদেষ তাপসঃ ॥৭

অপকৃত্য বুদ্ধিমতো নৃবন্ধোঽস্মীতি নাবগচ্ছেৎ।
দীর্ঘৌ বুদ্ধিমতো বাহূ যাভ্যাং হিংসতি হিংসিতঃ ॥৮

ন বিস্রসেদ্বিশ্বসন্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥৯

তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের প্রকৃত অবস্থা জানাইবে এবং আবশ্যকতা বুঝিয়া অন্ন-ভোজন করাইবে।২

যেসব ব্রাহ্মণগণ যাহার গৃহে (দাতার) লোভ, ভয় ও কার্পণ্যবশতঃ জল, মধুপর্ক এবং গো গ্রহণ করিতে চাহেন না, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সেই গৃহস্থের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়াছেন।৩

চিকিৎসক, শল্যকর্ত্তা (সার্জেন্ট ডাক্তার), ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট, চোর, ক্রূর, মদ্যপায়ী, ভ্রূণহত্যাকারী, সৈনিক ও বেদবিক্রয়ী (বেদ-শিক্ষা দিয়া অর্থ গ্রহণকারী)—ইহারা যদিও পাদ-প্রক্ষালন যোগ্য নহে, তথাপি যদি অতিথি হইয়া গৃহে আসে, তবে বিশেষ প্রিয় বোধে সেই অতিথিকে আপ্যায়ন করিবে।৪

লবণ, পক্ক অন্ন, দধি, দুগ্ধ, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, রক্তবর্ণ বস্ত্র, সর্ব্ববিধ গন্ধ ও গুড়—এই বস্তুগুলি বিক্রয়যোগ্য নহে।৫

যিনি ক্রোধ করেন না, যিনি লোষ্ট (মৃত্তিকা) প্রস্তর ও স্বর্ণকে সমান জ্ঞান করেন, লোকশূন্য, সন্ধি-বিগ্রহহীন, নিন্দা-প্রশংসারহিত, প্রিয়-অপ্রিয়-ত্যাগী এবং উদাসীন, তাহাকেই ভিক্ষুক (সন্ন্যাসী) বলে।৬

যে ব্যক্তি নীবার (তৃণধান্য), কন্দমূল, ইঙ্গুদীফল এবং শাক খাইয়া জীবননির্ব্বাহ করেন, মনকে বশীভূত রাখেন, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, বনে থাকিয়াও অতিথিসেবায় সতত সাবধান, সেই পুণ্যাত্মা তপস্বী (বানপ্রস্থী)-কেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।৭

বুদ্ধিমান্ পুরুষকে অপমান করত এই মনে করিয়া আশ্বস্ত থাকিবে না যে, আমি দূরে আছি; কারণ, বুদ্ধিমান্ পুরুষের বুদ্ধিরূপ দুইটি বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ, হিংসা করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই বাহুদ্বারা প্রতিহিংসা করিয়া থাকেন (ইহা দ্বারা প্রতিহিংসাপরায়ণ বলা হইল না, পরন্তু বুদ্ধিদ্বারা হিংসা করিয়া হিংসক ব্যক্তির ভয়োৎপাদন

অনীর্ষুর্গুপ্তদারশ্চ সংবিভাগী প্রিয়ংবদঃ।
ক্ষমো মধুরবাক্ স্ত্রীণাং ন চাসাং বশগো ভবেৎ ॥১০

পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রীয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ ॥১১

বিপুলস্তঃপুরং রক্ষ্যাত্মাতুর্দ্বাস্যমহানসম্।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ ॥১২

ভৃত্যৈর্বাণিজ্যচারঞ্চ পুত্রৈঃ সেবেত চ দ্বিজান্।
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্ ॥১৩

তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি।
নিত্যং সন্তঃ কুলে জাতাঃ পাবকোপমতেজসঃ ॥১৪

ক্ষমাবন্তো নিরাকারাঃ কাষ্ঠেঽগ্নিরিব শেরতে।
যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি বাহ্যাশ্চাভ্যন্তরাশ্চ যে ॥১৫

স রাজা সর্বতশ্চক্ষুশ্চিরমৈশ্বর্য্যমশ্নুতে।
কর্তব্যান্ ন প্রভাষেত কৃতান্যেব তু দর্শয়েৎ ॥১৬

ধর্মকামার্থকার্য্যাণি তথা মন্ত্রো ন ভিদ্যতে।
গিরিপৃষ্ঠমুপারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ ॥১৭

অরণ্যে নিঃশলাকে বা তত্র মন্ত্রোঽভিবীয়তে।
নাস্যন্তং পশ্যতে মন্ত্রং ভারতার্হতি বেদিতুম্ ॥১৮

অপণ্ডিতো বাপি সুহৃৎ পণ্ডিতো বাপ্যনাত্মবান্।
নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ কুর্য্যাৎ সচিবমাত্মনঃ ॥১৯

করেন মাত্র)।৮

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের পাত্র নহে, তাহাকে ত' বিশ্বাস করিতে নাইই, আবার যে বিশ্বাসের পাত্র তাহাকেও অধিক বিশ্বাস করিবে না; কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, উহা বিশ্বাস-কারীকে সমূলে উচ্ছেদ করে।৯

মানুষের কর্তব্য হইল—সে ঈর্ষ্যারহিত, স্ত্রীর রক্ষক, সম্পত্তির ন্যায়ানুসারে বিভাগকারী, প্রিয়বাদী ও নির্মল (কপটতাশূন্য) হইবে এবং স্ত্রীর নিকট প্রিয় কথা বলিবে, কিন্তু তাহার বশীভূত হইবে না।১০

স্ত্রীগণকে গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা বলা হইয়াছে। ইঁহারা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী, সমাদরের যোগ্যা, পবিত্রা এবং গৃহের শোভা; অতএব ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে রক্ষা করিতে হয়।১১

অন্তঃপুর-রক্ষার ভার পিতার উপর ন্যস্ত করিতে হয়, সেইরূপ মাতার উপর রন্ধনশালার ভার ও গো-রক্ষার ভার নিজেরই মত কোন ব্যক্তিকে দিতে হয়। আর স্বয়ং কৃষিকার্যের ভার লইয়া থাকিবে।১২

ভৃত্যগণকে দিয়া বাণিজ্য করাইতে হয় এবং পুত্রদিগকে দিয়া ব্রাহ্মণবৃন্দের সেবা করাইতে হয়। জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের তেজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও নিজ নিজ উৎপত্তি-স্থানে কিন্তু ইহারা শান্ত হইয়া পড়ে।

উত্তম বংশে উৎপন্ন, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, ক্ষমাশীল ও বিকারশূন্য সাধুপুরুষগণ কাষ্ঠে অগ্নির শান্তভাবের ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান করেন।

যে রাজার মন্ত্রণা তাঁহার বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তিই জানিতে পারে না, সর্বদিকে লক্ষ রাখিতে সমর্থ সেই রাজা চিরকাল ঐশ্বর্যভোগ করিয়া থাকেন।

ধর্ম, কাম ও অর্থসম্বন্ধযুক্ত কার্য্য করিবার পূর্বে বলিতে নাই, উহা করিয়াই দেখাইতে হয়। এইরূপ করিলে নিজের মন্ত্রণা অপরের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে না।

অমাত্যে হ্যর্থলিপ্সা চ মন্ত্ররক্ষণমেব চ।
কৃতানি সর্বকার্য্যাণি যস্য পারিষদা বিদুঃ ॥২০
ধর্মে চার্থে চ কামে চ স রাজা রাজসত্তমঃ।
গূঢ়মন্ত্রস্য নৃপতেস্তস্য সিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥২১
অপ্রশস্তানি কার্য্যাণি যো মোহাদনুতিষ্ঠতি।
স তেষাং বিপরিভ্রংশাদ্ ভ্রংশতে জীবিতাদপি ॥২২
কর্মণাং তু প্রশস্তানামনুষ্ঠানং সুখাবহম্।
তেষামেবানুষ্ঠানং পশ্চাত্তাপকরং মতম্ ॥২৩
অনধীত্য যথা বেদান্ ন বিপ্রঃ শ্রাদ্ধমর্হতি।
এবমশ্রুতমাত্রেণ ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥২৪
স্থানবৃদ্ধিক্ষয়জ্ঞস্য যাদৃশ্যবিদিতাত্মনঃ।
অনবজ্ঞাতশীলস্য স্বাধীনা পৃথিবী নৃপ ॥২৫
অমোঘক্রোধহর্ষস্য স্বয়ং কৃতান্তরেক্ষিণঃ।
আত্মপ্রত্যয়কোশস্য বসুদৈব বসুন্ধরা ॥২৬
ন স ক্ষয়োমহারাজ যঃক্ষয়ো বুদ্ধিমাবহেৎ।
নামমাত্রেণ তুষ্যেত ছত্রেণ চ মহীপতিঃ।
ভৃত্যেভ্যো বিসৃজেদর্থান্ নৈকঃ সর্বহরো ভবেৎ ॥২৭
ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণো বেদ ভর্তা বেদ স্ত্রিয়ং তথা।
অমাত্যং নৃপতির্বেদ রাজা রাজানমেব চ ॥২৮
ন শক্যৈর্গণযাপন্নো মোক্তব্যো বধ্যতাং গতঃ।
শুশ্রূষুরা পর্যুপাসীত বধ্যঃ হন্যাদ্ বলে সতি ॥
অহত্বাহি ভয়ং তস্মাজ্জায়তে নচিরাদিব ॥২৯

পর্ব্বতশিখর কিংবা রাজপ্রাসাদে আরোহণ করত নির্জন স্থানে যাইয়া অথবা বনমধ্যে তৃণাদি দ্বারা আবৃত স্থানে যাইয়া মন্ত্রণা করিতে হয়।

যে ভারত! যে ব্যক্তি মিত্র নহে, মিত্র হইলেও পণ্ডিত (জ্ঞানী) নহে, আবার পণ্ডিত হইলেও যাহার মন বশীভূত নহে, সেই ব্যক্তি নিজের গুপ্ত মন্ত্রণা জানাইবার যোগ্য নহে।

রাজা উত্তমরূপে আত্মাকেও পরীক্ষা না করিয়া নিজের মন্ত্রী করিবেন না; কারণ, ধনলাভ ও মন্ত্ররক্ষার ভার তাহারই উপর থাকে। ধর্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক সমস্ত কার্য্যই পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হওয়ায় দেখেই যে রাজার সভাসদ্‌গণ জানিতে পারে, সেই রাজাই সকল রাজার শ্রেষ্ঠ। নিজ মন্ত্রণাকে গোপন রাখিতে সমর্থ সেই রাজার নিঃসন্দেহে সকল সিদ্ধিলাভ হয়।১৩-২১

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) কর্ম করে, সেই ব্যক্তি কৃত কর্মের পরিণামে বিপরীত ফল ফলিতে থাকিলে নিজের জীবন হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।২২

উত্তম কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিলে উহারা সুখপ্রদান করে, কিন্তু উহাদের অনুষ্ঠান না করিলে পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতে হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।২৩

যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি যেরূপ শ্রাদ্ধ করাইবার অধিকারীই হন না, সেইরূপ (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়) ছয় গুণকে না জানিলে কোন ব্যক্তিই মন্ত্রণা শুনিবার অধিকারী হয় না।২৪

রাজন্! যিনি সন্ধি প্রভৃতি ছয়টি গুণকে জানেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি স্থিতি, বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং যাঁহার স্বভাবকে সকল ব্যক্তিই প্রশংসা করে, সেই রাজার অধীনেই পৃথিবী থাকেন।২৫

যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ ব্যর্থ হয় না, যিনি আবশ্যক কার্য্যসমূহ নিজেই নিরীক্ষণ করেন এবং ধনাগারের সমস্ত সংবাদ (আয়, ব্যয় ও বৃদ্ধি) নিজেই জানেন, তাঁহার পৃথিবী (রাজস্ব) প্রচুর ধন প্রদান করে।২৬

দৈবতেষু প্রযত্নেন রাজসু ব্রাহ্মণেষু চ।
নিয়ন্তব্যঃ সদা ক্রোধো বৃদ্ধবালাতুরেষু চ ॥৩০

নিরর্থং কলহং প্রাজ্ঞো বর্জয়েন্নৃচসেবিতম্।
কীর্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে ॥৩১

প্রসাদো নিষ্ফলো যস্য ক্রোধশ্চাপি নিরর্থকঃ।
ন তং ভর্তারমিচ্ছন্তি ষণ্ঢং পতিমিব স্ত্রিয়ঃ ॥৩২

ন বুদ্ধির্ধনলাভায় ন শাস্ত্রপঠনায় বৈ।
লোকপর্য্যায়বৃত্তান্তং প্রাজ্ঞো জানাতি নেতরঃ ॥৩৩

বিদ্বাংসমবয়োবৃদ্ধান্ বুদ্ধিবৃদ্ধাংশ্চ ভারত।
ধনাভিজাতবৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং মূঢ়োঽবমন্যতে ॥৩৪

অনার্য্যবৃত্তমপ্রাজ্ঞমসূয়কমধার্মিকম্।
অনর্থাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তি বাগ্দুষ্টং ক্রোধনং তথা ॥৩৫

অবিসংবাদনং দানং সময়স্যাব্যতিক্রমঃ।
আবর্তয়ন্তি ভূতানি সম্যক্প্রণিহিতা চ বাক্ ॥৩৬

অবিসংবাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
অপি সংক্ষীণকোষোঽপি লভতে পরিবারণম্ ॥৩৭

ধৃতিঃ শমো দমঃ শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা।
মিত্রাণাং চানভিদ্রোহঃ সপ্তৈতাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ ॥৩৮

ভূপতি নিজে "রাজা" এই নামে ও রাজোচিত ছত্রধারণেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। আর ভৃত্যগণকে বহু অর্থ প্রদান করিবেন, নিজে একাই সব অর্থ গ্রহণ করিবেন না।২৭

ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ জানেন, স্ত্রীকে উহার পতি জানেন, যন্ত্রীকে রাজা জানেন এবং রাজাকেও রাজাই জানেন।২৮

বশীভূত বধযোগ্য শত্রুকে কখনও মুক্তি দিবে না। যদি নিজের বল অধিক না থাকে, তবে নম্র হইয়া তাহার নিকট কালযাপন করিবে, আর যদি বল অধিক থাকে, তবে তাহাকে অবশ্যই বধ করিবে; কারণ, শত্রু যদি নিহত না হয়, তবে শীঘ্রই তাহার দ্বারা ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।২৯

দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা, বৃদ্ধ, বালক ও রোগীর উপর সমুৎপন্ন ক্রোধকে বলসহকারে নিরোধ করিতে হয়।৩০

মূর্খ কর্তৃক সেবিত নিরর্থক কলহকে জ্ঞানী ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ করিলে তিনি ইহলোকে যশোলাভ করেন এবং অনর্থদ্বারা যুক্ত হন না।৩১

যাহার প্রসন্নতা নিষ্ফল হয় এবং ক্রোধ ব্যর্থ হয়, এইরূপ রাজাকে ক্লীবকে স্ত্রীগণ কর্তৃক পরিত্যাগের ন্যায় প্রজাগণ ত্যাগ করেন।৩২

বুদ্ধির দ্বারা ধন লাভ হয় এবং মূর্খতা দ্বারা দারিদ্র্য আসে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। সংসারচক্রের বৃত্তান্ত বিদ্বান্ পুরুষই কেবল জানেন, অন্যে জানিতে পারে না।৩৩

ভারত। মূর্খ মনুষ্য বিদ্যা, শীল (সৎস্বভাব), অবস্থা, বুদ্ধি, দম ও উচ্চবংশের মাননীয় পুরুষগণকে সদা অনাদর করিয়া থাকে।৩৪

যাহার চরিত্র নিন্দনীয়, যে মূর্খ, গুণে দোষদর্শনকারী, অবাপ্তিক, কটুভাষী এবং ক্রোধী, তাহার উপর অভিসম্পাত অনর্থ (সঙ্কট) পতিত হয়।৩৫

কপটতা না করা, দান দেওয়া, প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করা এবং উত্তমরূপে বিচার বিবেচনা করিয়া কথা বলা—এগুলি সকল প্রাণীকে

অসংবিভাগী দুষ্টাত্মা কৃতঘ্নো নিরপত্রপঃ।
তাদৃঙ্‌নরাধিপো লোকে বর্জনীয়ো নরাধিপ ॥৩৯

ন চ রাত্রৌ সুখং শেতে সসর্প ইব বেশ্মনি।
যঃ কোপয়তি নির্দোষং সদোষোঽভ্যন্তরং জনম্ ॥৪০

যেষু দুষ্টেষু দোষঃ স্যাদ্ যোগক্ষেমস্য ভারত।
সদা প্রসাদনং তেষাং দেবতানামিবাচরেৎ ॥৪১

যেঽর্থাঃ স্ত্রীষু সমাযুক্তাঃ প্রমত্তপতিতেষু চ।
যে চানার্য্যে সমাযুক্তাঃ সর্বে তে সংশয়ং গতাঃ ॥৪২

যত্র স্ত্রী যত্র কিতবো বালো যত্রানুশাসিতা।
মজ্জন্তি তেঽবশা রাজন্ নদ্যামাপন্নধা ইব ॥৪৩

প্রয়োজনেষু যে সক্তা ন বিশেষেষু ভারত।
তানহং পণ্ডিতান্ মন্যে বিশেষা হি প্রসঙ্গিনঃ ॥৪৪

যং প্রশংসন্তি কিতবা যং প্রশংসন্তি চারণাঃ।
যং প্রশংসন্তি বন্ধক্যো ন স জীবতি মানবঃ ॥৪৫

হিত্বা তান্ পরমেষ্বাসান্ পাণ্ডবানমিতৌজসঃ।
অহিতং ভারতৈশ্বর্য্যং ন্যস্য দুর্য্যোধনে মহৎ ॥৪৬

নিজের করিয়া লইবার হেতু।৩৬

কাহাকেও যিনি ছলনা করেন না, চতুর, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও কোমলস্বভাব রাজা তাঁহার ধনাগারে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও সহায়ক লাভ করেন।৩৭

ধৈর্য্য, মনোনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সংযম, পবিত্রতা, দয়া, কোমল বাণী ও মিত্রগণের সহিত দ্রোহ না করা—এই সাতটি ঐশ্বর্য্যের পরিবর্দ্ধক।৩৮

রাজন্! যে রাজা দেয় ব্যক্তিগণকে যথাযথ-রূপ ঐশ্বর্য্য বিভাগ করিয়া দেয় না, দুষ্টস্বভাব, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ, সেই রাজাকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে হয়।৩৯

যে ব্যক্তি নিজে দোষী হইয়াও নির্দোষ আত্মীয় ব্যক্তিকে দূষিত করে, সেই ব্যক্তি সর্পযুক্ত গৃহে স্থিত ব্যক্তির ন্যায় রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না।৪০

ভারত! যাঁহাদের উপর দোষারোপ করিলে নিজের যোগক্ষেমে বাধা আসে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় প্রসন্ন রাখিতে হয়।৪১

যে ধনাদি পদার্থসমূহ স্ত্রী, প্রমাদী, পতিত ও নীচ পুরুষের হাতে সমর্পণ করে, তাহার সেই সব ধনাদি সংশয়ে নিপতিত হয়।৪২

রাজন্! যেখানকার শাসন স্ত্রী, ধূর্ত্ত ও বালকের হাতে ন্যস্ত, সেখানকার সকল মানুষই নদীর উপর প্রস্তরের নৌকায় উপবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বিবশ হইয়া বিপদ্‌সাগরে নিমজ্জিত হয়।৪৩

ভারত! যে ব্যক্তি প্রয়োজনানুরূপ কর্ম্মেই নিরত, তদধিক কর্ম্মে আসক্ত হন না, আমি তাহাকেই পণ্ডিত বলিয়া মনে করি; কারণ, অধিক কর্ম্মে আসক্ত হইলে উহা অনর্থের কারণ হয়।৪৪

কেবল ধূর্ত্তরা যাহার প্রশংসা করে, নর্ত্তকগণ যাহার গুণগান করে এবং বেতারা যাহার প্রশংসা করে, সেই মানুষ বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতের ন্যায়ই জানিবে।৪৫

ভারত! আপনি সেই মহাবলবান্ ও অতিশয় তেজস্বী পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই বিশাল ঐশ্বর্য্যের ভার দুর্য্যোধনের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।৪৬

তং ব্রহ্মাদি পরিস্রষ্টং তস্মাৎ ত্বমচিরাদিব।
ঐশ্বর্য্যমদসম্মূঢ়ং বলিং লোকত্রয়াদিব ॥৪৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি
বিদুরনীতিবাক্যে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮

সেইরূপ আপনি অনতিবিলম্বে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দুর্য্যোধনকে দানবরাজ বলির ত্রিভুবনের ন্যায় এই রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট দেখিবেন ।৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত প্রজাগরপর্বে বিদুরের নীতিবাক্যবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরস্য নীতিযুক্তবাক্যকথনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অনীশ্বরোঽয়ং পুরুষো ভবাভবে
সূত্রপ্রোতা দারুময়ীব যোষা।
ধাত্রা তু নিষ্টস্য বশে কৃতোঽহং
তস্মাদ্ বদ ত্বং শ্রবণে ধৃতোঽহম্ ॥১

বিদুর উবাচ।

অপ্রাপ্তকালং বচনং বৃহস্পতিরপি ব্রুবন্।
লভতে বুদ্ধ্যবজ্ঞানমবমানঞ্চ ভারত ॥২

প্রিয়ো ভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ।
মন্ত্রমূলবলেনান্যো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয় এব সঃ ॥৩

দ্বেষ্যো ন সাধুর্ভবতি ন মেধাবী ন পণ্ডিতঃ।
প্রিয়ে শুভানি কার্য্যাণি দ্বেষ্যে পাপানি চৈব হ ॥৪

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের নীতিযুক্তবাক্য কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর। এই পুরুষ (নিজের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐশ্বর্য্য লাভে ও ঐশ্বর্য্য-নাশে কোন বিষয়েই প্রকৃত সমর্থ নয়। বিধাতা প্রভুত্বভাবে সূত্রে বাঁধা কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় ইহাকে প্রারব্ধের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন, সেইজন্য তুমি বল, আর আমি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক উহা শুনিতে থাকি।১

বিদুর বলিলেন,—ভরত। যদি স্বয়ং বৃহস্পতিও সময়ের বিপরীত কিছু বলেন, তবে তাহাতে তিনি অপমানই প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার বুদ্ধিরও অবজ্ঞা হয়।২

এ-সংসারে কোন মানুষ দান করিয়া প্রিয় হয়, আবার কেহ প্রিয় কথা বলিয়া সকলের প্রিয় হয় এবং অন্য আবার কেহ মন্ত্র ও ঔষধের প্রভাবে প্রিয় হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তবিক সকলের প্রিয়, সেই ব্যক্তি সদা প্রিয়ই থাকে।৩

যে ব্যক্তির দ্বেষ করে, তাহাকে সাধু বলা যায় না, সে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্—ইহাও বলা চলে না। প্রিয় ব্যক্তির (মিত্র প্রভৃতির) সকল কর্ম্মই ভাল বলিয়া প্রতীত হয় এবং শত্রুর সকল কর্ম্মই পাপময়।৪

উক্তং ময়া জাতমাত্রেঽপি রাজন্
দুর্য্যোধনং ত্যজ পুত্রং ক্ষয়েকম্।
তস্য ত্যাগাৎ পুত্রশতস্য বৃদ্ধি-
রস্যাত্যাগাৎ পুত্রশতস্য নাশঃ ॥৫

ন বৃদ্ধির্বহ্ব মন্তব্যা যা বৃদ্ধিঃ ক্ষয়মাবহেৎ।
ক্ষয়োঽপি বহ্ব মন্তব্যো যঃ ক্ষয়ো বৃদ্ধিমাবহেৎ ॥৬

ন স ক্ষয়ো মহারাজ যঃ ক্ষয়ো বৃদ্ধিমাবহেৎ।
ক্ষয়ঃ স ত্বিহ মন্তব্যো যং লব্ধ্বা বহু নাশয়েৎ ॥৭

সমৃদ্ধা গুণতঃ কেচিদ্ ভবন্তি ধনতোঽপরে।
ধনসমৃদ্ধান্ গুণৈর্হীনান্ ধৃতরাষ্ট্র বিবর্জয় ॥৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সর্বং যদ্যদ্বতীযুক্তং তাবদে প্রাজ্ঞসম্মতম্।
ন ত্বেবংসহে হৃদয় ত্যক্তুং যতো ঘৃণস্ততো জয়ঃ ॥৯

বিদুর উবাচ।

অতীবগুণসম্পন্নো ন জাতু বিনয়ান্বিতঃ।
সূক্ষ্মমপি কৃতানুপশ্যর্দুপেক্ষতে ॥১০

পরাপবাদনিরতাঃ পরদুঃখোদয়েষু চ।
পরস্পরবিরোধে চ যতন্তে সততোত্থিতাঃ ॥১১

সদোষং দর্শনং যেষাং সংবাসে সুমহদ্ ভয়ম্।
অপ্যাদানে মহান্ দোষঃ প্রদানে চ মহদ্ ভয়ম্ ॥১২

রাজন্! দুর্য্যোধনের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে (অনিষ্টসূচক লক্ষণসমূহ দেখিয়া) আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি এই একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করুন। ইহার ত্যাগে শতপুত্রের বৃদ্ধি হইবে এবং ইহাকে ত্যাগ না করিলে শতপুত্রের বিনাশ হইবে।৫

যে বৃদ্ধি ভবিষ্যতে নাশের কারণ হয়, তাহাকে অধিক মহত্ত্বরূপে মনে করা উচিত নহে এবং তাহার ক্ষয়কেই অধিক সমাদর করিতে হয়; কারণ এই ক্ষয়ই পরে বৃদ্ধির কারণ হয়।৬

মহারাজ! বাস্তবিকপক্ষে যে ক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হয়, উহাকে ক্ষয় বলা যায় না। আবার সেই লাভকেই ক্ষয় বলিব, যাহার লাভে বহু ক্ষতি হয়।৭

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! কেহ কেহ গুণে সমৃদ্ধ হন, আবার কেহ কেহ ধনে সমৃদ্ধ হন। যে ব্যক্তিরা ধনে ধনী হয়, সেই ব্যক্তিরা সাধারণতঃ গুণহীন হয়, সুতরাং উহাদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হয়।৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, উহা সবই পরিণামে হিতকর; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহা অনুমোদন করেন। একথা যদিও সত্য যে, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়, তথাপি আমি আমার পুত্র ত্যাগ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না।৯

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! যে ব্যক্তি অধিক গুণবান্ ও বিনয়ী, সেই ব্যক্তি প্রাণিগণের অতি অল্পও অপরাধ হইতে দেখিয়া উহা উপেক্ষা করিতে সমর্থ হন না।১০

যাহারা কেবল অন্যের নিন্দায় আসক্ত থাকে, অপরকে দুঃখ দিতে ও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহের সহিত চেষ্টা করে, যাহাদের দৃষ্টি কেবল দোষপূর্ণ এবং যাহাদের নিকটে বাস করিলে অত্যন্ত ভয় হয়, এইরূপ মানুষদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে মহাদোষ হয় এবং তাহাদিগকে ধন দান করিলেও মহাভয় প্রাপ্ত হয়।১১-১২

যে বৈ তেষ্বনীলাস্ত সকামা নিষ্কৃপাঃ শঠাঃ।
যে পাপা ইতি বিখ্যাতাঃ সংবাসে পরিগর্হিতাঃ ॥১৩

মুক্তাশ্চাতৈর্মহাদোষৈর্যে নরাস্তান্ বিবর্জয়েৎ।
নিবর্তমানে সৌহার্দে প্রীতির্নীচে প্রণশ্যতি ॥১৪

যা চৈব ফলনির্বৃত্তিঃ সৌহৃদে চৈব যৎ সুখম্।
বন্ততে চাপবাদায় যত্নমারভতে ক্ষয়ে ॥১৫

অল্পেঽপ্যপকৃতে মোহান্ন শান্তিমধিগচ্ছতি।
তাদৃশৈঃ সঙ্গতং নীচৈর্নরৈরকৃতাত্মভিঃ ॥১৬

বিদিত্বা নিপুণং বুদ্ধ্যা বিদ্বান্ দূরান্ বিবর্জয়েৎ।
যো জ্ঞাতিমনুগৃহ্নাতি দরিদ্রং দীনমাতুরম্ ॥১৭

স পুত্রপশুভির্বৃদ্ধিং শ্রেয়শ্চানন্ত্যমশ্নুতে।
জ্ঞাতয়ো বর্ধনীয়াস্তৈর্য ইচ্ছেদাত্মনঃ শুভম্ ॥১৮

কুলবৃদ্ধিঞ্চ রাজেন্দ্র তস্মাৎ সাধু সমাচর।
শ্রেয়সা যোক্ষ্যতে রাজন্ কুর্বাণো
জ্ঞাতিসংক্রিয়াম্ ॥১৯

বিগুণা হপি সংরক্ষ্যা জ্ঞাতয়ো ভরতর্ষভ।
কিং পুনর্গুণবন্তস্তে স্বৎপ্রসাদাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২০

প্রসাদং কুরু বীরাণাং পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
দীনস্তাং প্রাপকাঃ কেচিৎ তেষাং বৃত্ত্যর্থমীশ্বর ॥২১

এবং লোকে যশঃ প্রাপ্তং ভবিষ্যতি নরাধিপ।
বৃদ্ধেন হি ত্বয়া কার্যাং পুত্রাণাং তাত শাসনম্ ॥২২

ময়া চাপিহিতং বাচ্যং বিদ্ধি মাং বুদ্ধিতৈষিণম্।
জ্ঞাতিভির্বিগ্রহস্তাত ন কর্তব্যঃ শুভার্থিনা।
সুখানি সহ ভোক্তব্যানি জ্ঞাতিভির্ভরতর্ষভ ॥২৩

যাহারা অন্যের মধ্যে কেবল বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে থাকে, যাহারা কামী, নির্লজ্জ, শঠ ও প্রসিদ্ধ পাপী, তাহাদের সকলকে নিকটে বাস করিতে দেওয়াও অত্যন্ত নিন্দনীয়।১৩

এ-সকল দোষ ব্যতীতও যাহারা অন্য নানা মহাদোষে দোষী, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। সৌহার্দ্যভাব নিবৃত্ত হইলে নীচ পুরুষগণের প্রেম নষ্ট হয়।১৪

তখন সেই সঙ্গে সৌহার্দ্যভাবের দ্বারা উৎপন্ন ফলসিদ্ধি ও সুখও নষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় এই নীচপুরুষ সেই সময় নিন্দা করিবার জন্য যত্ন করে এবং অল্পও অপরাধ করিলে (তাহা সহ্য না করিয়া) মোহবশতঃ বিনাশের জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করে। তাহাতে সে শান্তি লাভ করিতে পারে না।

এইরূপ নীচ, ক্রূর এবং অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের সহিত সঙ্গলাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে নিজ বুদ্ধি দ্বারা পূর্বরূপে বিচার করিয়া বিদ্বান্ পুরুষ উহা দূর হইতেই পরিহার করিবেন।

যে ব্যক্তি নিজ জ্ঞাতি, দরিদ্র, দীন ও রোগীর উপর অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তি পুত্র ও পশুর সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং অনন্ত কল্যাণকর সুখ অনুভব করেন।

রাজেন্দ্র! যাঁহারা নিজের কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্বপ্রকারে নিজ জ্ঞাতিগণের অভ্যুন্নতি ঘটাইবেন; এইজন্য আপনি উত্তমরূপে আপনার কুলের বৃদ্ধি (অভ্যুন্নতি) করুন। রাজন্! যে ব্যক্তি নিজ জ্ঞাতিগণের সৎকার করেন, তিনি কল্যাণভাগী হন।১৫-১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি নিজের জ্ঞাতিগণ গুণহীন হন, তথাপি তাঁহাদিগকে সর্বথা রক্ষা করিতে হয়। পুনরায় যাঁহারা আপনার কৃপাভিলাষী ও

সম্ভোজনং সম্বন্ধিত্বং সম্প্রীতিশ্চ পরস্পরম্।
জ্ঞাতিভিঃ সহ কার্য্যাণি ন বিরোধঃ কথঞ্চন ॥২৪

জ্ঞাতয়স্তারয়ন্তীহ জ্ঞাতয়ো মজ্জয়ন্তি চ।
সুহৃত্তাত্তারয়ন্তীহ দুর্হৃত্তা মজ্জয়ন্তি চ ॥২৫

সুহৃত্তো ভব রাজেন্দ্র পাণ্ডবান্ প্রতি মানদ।
অবর্ষীয়ঃ শত্রূণাং বৈর্হৃত্তং ভবিষ্যসি ॥২৬

শ্রীমন্তং জ্ঞাতিমাসাদ্য যো জ্ঞাতিরবসীদতি।
নিষ্প্রভস্তং মৃগ ইব ন এনমুপ বিন্দতি ॥২৭

পশ্চাদপি নরশ্রেষ্ঠ তব তাপো ভবিষ্যতি।
তান্ বা হতান্ মৃতান্ বাপি দৃষ্ট্বা তদনুচিন্তয় ॥২৮

যেন যাত্যাং সমারূঢ়ঃ পরিতপ্যেত কর্ষণা।
আদাবেব ন তৎ কুর্য্যাদ্ধ্রুবে জীবিতে সতি ॥২৯

ন কশ্চিদাপনয়তে পুমানত্র কথঞ্চন।
শেষমপ্রতিপত্তিস্তু বুদ্ধিমন্তমেব তিষ্ঠতি ॥৩০

দুর্য্যোধনেন যত্তেদং পাপং তেষু পুরাকৃতম্।
ত্বয়া তৎ কুলতন্ত্রেণ প্রত্যানেয়ং নরেশ্বর ॥৩১

তাংস্ত্বং পদে প্রতিষ্ঠাপ্য লোকে বিগতকল্মষঃ।
ভবিষ্যসি নরশ্রেষ্ঠ পূজনীয়ো মনীষিণাম্ ॥৩২

সুখান্যেতানি ধীরাণাং কলতঃ পরিচিন্ত্য যঃ।
অধ্যবস্যতি কার্য্যেষু স্থিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥৩৩

গুণবান্, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?২০

রাজন্! আপনি সমর্থ (ঈশ্বর), বীর পাণ্ডবগণের উপর আপনি কৃপা করুন এবং তাহাদের জীবিকার জন্য অনেকটি গ্রাম দান করুন।২১

নরাধিপ! এইরূপ করিলে এ-সংসারে আপনার যশোলাভ হইবে। তাত! আপনি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এজন্য আপনি নিজ পুত্রগণকে শাসন করুন।২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমারও আপনাকে হিতকর বাক্যই বলা উচিত। আপনি আমাকে আপনার একজন হিতৈষী বলিয়াই জানুন। তাত! মুমূর্ষাকালী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞাতিগণের সহিত বিরোধ করা উচিত নয়, পরন্তু উহাদের সহিতই সকল সুখভোগ করিতে হয়।২৩

জ্ঞাতিবিগের সহিত পরস্পর ভোজন, কথাবার্তা এবং প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা করা কর্তব্য। উহাদের সহিত কখনও বিরোধ করিতে নাই।২৪

এ-জগতে জ্ঞাতিরাই তারণ করিতে (বিপদাদি হইতে উদ্ধার করিতে) এবং ডুবাইতে (বিপদাদিতে নিমজ্জিত করিতে) সমর্থ ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সদাচারী, তাঁহারা তারণ করেন, আর যাঁহারা দুরাচারী, তাঁহারা বিপাকে ফেলেন।২৫

রাজেন্দ্র! আপনি পাণ্ডবগণের উপর সদ্ব্যবহার করুন। মানদ! তাঁহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আপনি শত্রুগণের দুর্দর্ষ হউন।২৬

যেরূপ বিষাক্ত-বাণহস্ত ব্যাধের নিকট যাইয়া মৃগ কষ্ট ভোগ করে, সেইরূপ যে জ্ঞাতিবন্ধু ধনী জ্ঞাতির নিকট যাইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহার পাপের ভাগ ধনী জ্ঞাতিকে লইতে হয়।২৭

নরশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণকে অথবা নিজ পুত্রবর্গকে নিহত শুনিয়া পরে সন্তাপ করিবেন, অতএব এই বিষয়ে আপনি প্রথমেই বিচার করুন।২৮

এই জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নাই, অতএব যে কর্ম করিলে পরে যাহা বলিয়া অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে, সেইরূপ কর্ম পূর্ব হইতেই

অসম্যগ্ উপযুক্তং হি জ্ঞানং গুরুষ্বপীহ বৈ।
উপলভ্যং চাহিতহিতং বিদিতং চানুতিষ্ঠতি ॥৩৪

পাপোদয়ফলং বিদ্বান্ যো নারভতি কর্মতে।
যস্তু পূর্বকৃতং পাপমবিমুক্তানুবর্ততে ॥
অগাধপঙ্কে দুর্মেধা বিষমে বিনিপাত্যতে ॥৩৫

মন্ত্রভেদস্তু ষট্ প্রাজ্ঞো দ্বারাণ্যেতানি লক্ষয়েৎ।
অর্থসম্ভতিকামশ্চ যশ্চেচ্ছেত্তানি নিত্যশঃ ॥৩৬

মদং স্বপ্নমবিজ্ঞানমাকারং চাত্মসম্ভবম্
দুষ্টাশাত্তেষু বিশ্রম্ভং দুষ্টাচ্চাকুশলাদপি ॥৩৭

দ্বারাণ্যেতানি যো জ্ঞাত্বা সংবৃণোতি সদা নৃপ।
ত্রিবর্গাচরণে যুক্তঃ স শত্রূনবিতিষ্ঠতি ॥৩৮

ন বৈ শ্রুতমবিজ্ঞায় বৃদ্ধানুপসেবা বা।
যথার্থো বেদিতুং শক্যো বৃহস্পতিসমৈরপি ॥৩৯

নষ্টং সমুদ্রে পতিতং নষ্টং বাক্যমনৃষতি।
অনাত্মনি শ্রুতং নষ্টং নষ্টং হুতমনগ্নিকম্ ॥৪০

মন্ত্র্যা পরীক্ষ্য মেধাবী বুদ্ধ্যা সম্পাদ্য চাসকৃৎ।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ বিজ্ঞায় প্রাজ্ঞৈর্মন্ত্রং সমাচরেৎ ॥৪১

করিতে নাই।২৯

শুক্রাচার্য্য ব্যতীত এমন কোন মানুষ নাই, যিনি নীতি উল্লঙ্ঘন করেন নাই; সেইজন্য বলি—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা গিয়াছে; এখন শেষ কর্তব্যের বিচার (আপনার ন্যায়) বুদ্ধিমান্ পুরুষের উপরই নির্ভর করে।৩০

নরেশ্বর! দুর্যোধন পূর্বে পাণ্ডবগণের উপর যে সকল অপরাধ করিয়াছে, আপনি এখন কুলবৃদ্ধ হইয়া সেই সকল অপরাধ ক্ষালন করুন।৩১

নরশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি পাণ্ডবগণকে রাজ্যপদে স্থাপিত করিয়া দেন, তবে এ-জগতে আপনার কলঙ্ক মুছিয়া যাইবে এবং আপনি মনীষী পুরুষগণেরও মাননীয় হইবেন।৩২

যে ব্যক্তি ধীর পুরুষগণের বাক্যসমূহ পরিবাদের প্রতি চিন্তা করিয়া উহা কার্যে পরিণত করে, সেই ব্যক্তি চিরকালের জন্য যশোভাগী হয়।৩৩

অত্যন্ত কুশল বিদ্বান্ পুরুষগণ কর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞানও ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি উহা দ্বারা কর্তব্য-জ্ঞান না হয় অথবা জ্ঞান হইলেও উহার অনুষ্ঠান করা না হয়।৩৪

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপরূপ ফলপ্রদানকারী কর্মের অনুষ্ঠান না করেন, তিনি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্বে অনুষ্ঠিত পাপের কোন বিচার না করিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে থাকে, সেই দুর্মতি পুরুষ অগাধ পঙ্কে পরিপূর্ণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়।৩৫

বুদ্ধিমান্ পুরুষ মন্ত্রভেদের এই ছয়টি দ্বার জানেন এবং ধনবৃদ্ধির ইচ্ছা করিয়া এগুলি সদা বন্ধ রাখেন— ১। মাদক বস্তু সেবন, ২। অধিক নিদ্রা, ৩। আবশ্যক বিষয় না জানা, ৪। নিজ মুখ-নেত্রাদির বিকার, ৫। দুষ্ট মন্ত্রিগণের উপর বিশ্বাস এবং ৬। কার্যে অকুশল দূতের উপর আস্থা পোষণ করা।৩৬-৩৭

যাহারা এই দ্বারগুলি জানিয়া উহা সদা বন্ধ রাখেন, তিনি ধর্ম, অর্থ ও কামের আচরণে নিযুক্ত থাকিয়া শত্রুগণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হন।৩৮

বৃহস্পতিতুল্য মনুষ্যগণও শাস্ত্রজ্ঞান বিনা কিংবা

অকীর্তিং বিনয়ো হন্তি হন্ত্যনর্থং পরাক্রমঃ।
হন্তি নিত্যং ক্ষমা ক্রোধমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥৪২

পরিচ্ছদেন ক্ষত্রেণ বেশ্মনা পরিচর্যয়া।
পরীক্ষেত কুলং রাজন্ ভোজনাচ্ছাদনেন চ ॥৪৩

উপস্থিতস্য কামস্য প্রতিবাদো ন বিদ্যতে।
অপি নির্মুক্তদেহস্য কামরক্তস্য কিং পুনঃ ॥৪৪

প্রাজ্ঞোপসেবিনং বৈদ্যং ধার্মিকং প্রিয়দর্শনম্।
স্নিগ্ধবন্ধুং সুবাক্যঞ্চ সুহৃদং পরিপালয়েৎ ॥৪৫

সুহৃদুদীনঃ কুলীনো বা মর্য্যাদাং যো ন লঙ্ঘয়েৎ।
ধর্মাপেক্ষী মৃদুর্হ্রীমান্ স কুলীনতমাদ্ বরঃ ॥৪৬

দ্বয়োশ্চিত্তেন বা চিত্তং নিভৃতং নিভৃতেন বা।
সমেতি প্রজয়া প্রজ্ঞা তয়োর্মৈত্রী ন জীর্য্যতি ॥৪৭

দুর্বুদ্ধিমকৃতপ্রজ্ঞং ক্ষুদ্রং কূপং তৃণৈরিব।
বিবর্জয়েত মেধাবী তস্মিন্ মৈত্রী প্রণশ্যতি ॥৪৮

অবলিপ্তেষু মূর্খেষু ঔদ্ধত্যাহসিকেষু চ।
তথৈবাপেতধর্মেষু ন মৈত্রীমাচরেদ্ বুধঃ ॥৪৯

কৃতজ্ঞং ধার্মিকং সত্যমকুদ্রং দৃঢ়ভক্তিকম্।
জিতেন্দ্রিয়ং স্থিতং স্থিত্যাং মিত্রমত্যাদি চেষ্টতে ॥৫০

ইন্দ্রিয়াণামনুৎসর্গো মৃত্যুনাপি বিশিষ্যতে।
অত্যর্থং পুনরুৎসর্গঃ স্যাদন্যেষু তথাত্মনি ॥৫১

বুদ্ধিবিশের সেবা না করিয়া ধর্ম ও অর্থনীতির প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না।৩৯

সমুদ্রে পতিত বস্তু নষ্ট হয়, যে শ্রবণ করে না, তাহার উদ্দেশ্যে কথিত বাক্যও নষ্ট হইয়া যায়, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের শাস্ত্রজ্ঞান এবং অগ্নি ব্যতীত অন্যত্র হুত হোমও নষ্ট হয়।৪০

মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিজের অনুভব অনুসারে উহার যোগ্যতার বারংবার নিশ্চয় করিবেন, তারপর অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার বিষয় শুনিয়া স্বয়ং তৎসমস্ত উত্তমরূপে দেখিয়া বিচারপূর্বক বিদ্বান্‌গণের সহিত মিত্রতা করিবেন।৪১

বিনয় অপযশকে নাশ করে, পরাক্রম অনর্থকে দূর করে, ক্ষমা সর্বদা ক্রোধকে নাশ করে এবং সদাচার কুলক্ষণকে নাশ করে।৪২

রাজন্! নানাপ্রকারের পরিচ্ছদ (বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি) দাতা, গৃহ, সেবা-শুশ্রূষা ভোজন ও বস্ত্রাদি দ্বারা কুলের পরীক্ষা করিতে হয়।৪৩

যেখানে অভিমানশূন্য পুরুষের নিকটও যদি প্রার্থনাযুক্ত পদার্থ সকলই উপস্থিত হয়, তবে তিনি তাহার বিরোধিতা করেন না, সেখানে পুনরায় কামাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে আর কি বলিবার আছে?৪৪

যিনি জ্ঞানী ব্যক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, যিনি বৈদ্য (চিকিৎসক), ধার্মিক, দেখিতে সুন্দর, যাঁহার বন্ধু-বান্ধব আছে এবং যিনি মধুরভাষী, এইরূপ সুহৃদকে সর্বদা রক্ষা করিতে হয়।৪৫

নীচকুলে উৎপন্ন হউক বা উচ্চকুলে উৎপন্ন হউক—যে ব্যক্তি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না, ধর্মের অপেক্ষা করেন, কোমলস্বভাব এবং লজ্জাশীল, তিনি শত কুলীন হইতেও শ্রেষ্ঠ।৪৬

যে দুইজন মানুষের মধ্যে পরস্পর চিত্তদ্বারা চিত্ত, গুপ্ত মন্ত্রণা দ্বারা গুপ্ত মন্ত্রণা এবং বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধি মিলিয়া যায়, তাহাদের মিত্রতা কখনও নষ্ট হয় না।৪৭

মেধাবী পুরুষের কর্তব্য হইল—তৃণে আচ্ছাদিত কূপের ন্যায় দুর্বুদ্ধি এবং বিচারশক্তিহীন পুরুষকে

মার্দবং সর্বভূতানামনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ।
আয়ুষ্যাণি বুধাঃ প্রাহুর্মিত্রাণাং চাবিমাননা ॥৫২

অপনীতং সুনীতেন যোঽর্থং প্রত্যানিনীষতে।
মতিমাস্থায় সুদৃঢ়াং তদকাপুরুষব্রতম্ ॥৫৩

আয়ত্যাং প্রতিকারজ্ঞস্তদ্যুক্তে দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্যশেষজ্ঞো নবোঽর্থৈর্ন প্রহীয়তে ॥৫৪

কর্মণা মনসা বাচা যদভীক্ষ্ণং নিষেবতে।
তদেবাপহরত্যেনং তস্মাৎ কল্যাণমাচরেৎ ॥৫৫

মঙ্গলালম্ভনং যোগঃ শ্রুতমুত্থানমার্জবম্।
তৃপ্তিমেতানি কুর্বন্তি সতাং চাভীক্ষ্ণদর্শনম্ ॥৫৬

অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলং লাভস্য চ সুভগস্য চ।
মহান্ ভবত্যনির্বিণ্ণঃ সুখং চানন্ত্যমশ্নুতে ॥৫৭

নাতঃ শ্রীমত্তরং কিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থ্যতমং মতম্।
প্রভবিষ্ণোর্যথা তাত ক্ষমা সর্বত্র সর্বদা ॥৫৮

অনেকগুণসম্পন্নঃ সর্বত্র শক্তিমান্ ধর্মকারণাৎ।
অর্থানর্থৌ সমৌ যস্য তস্য নিত্যং ক্ষমা হিতা ॥৫৯

যৎ সুখং সেবমানোঽপি ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে।
কামং তদুপসেবেত ন মূঢ়ব্রতমাচরেৎ ॥৬০

পরিত্যাগ করা; কারণ, এরূপ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা নষ্ট হইয়া যায় ॥৫৮

বিদ্বান্ পুরুষ অভিমানী, মূর্খ, ক্রোধী, সাহসিক ও ধর্মহীন পুরুষের সহিত মিত্রতা করিবেন না ॥৫৯

যিনি কৃতজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যবাদী, উদার, দৃঢ় অনুরাগী, জিতেন্দ্রিয়, মর্যাদার মধ্যেই অবস্থানকারী ও মিত্রকে ত্যাগ করেন না, তিনিই প্রকৃত মিত্রলাভের যোগ্য ॥৫০

ইন্দ্রিয়গণকে সর্বপ্রকারে সংযত করিয়া রাখা ও মৃত্যু হইতেও অধিক কঠিন কার্য, আবার তাহাদিগকে একেবারে অসংযতভাবে রাখিলে উহারা দেবতাদিগকেও নাশ করিয়া দেয় ॥৫১

সকল প্রাণীর প্রতিই কোমলতা, গুণে দোষ না দেখা, ক্ষমা, ধৈর্য ও মিত্রগণকে অবমাননা না করা—এই সবগুলি গুণই আয়ুবর্ধনকারী, ইহা বিদ্বান্‌গণ বলেন ॥৫২

যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া নষ্ট ধনকে উত্তম নীতিদ্বারা পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বীরপুরুষগণেরই আচরণ করেন ॥৫৩

যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে আপতিত দুঃখের প্রতিকার করিতে জানেন, বর্তমান কালের কর্তব্য পালনে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি অতীত কালের অবশিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ, তিনি কখনও অর্থহীন হন না ॥৫৪

মানুষ মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা নিরন্তর যাহার সেবন (আচরণ) করে, উহা সর্বদাই মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। সেইজন্য মানুষ সর্বদা কল্যাণকারী কার্যই করিবেন ॥৫৫

মাঙ্গলিক পদার্থসমূহের স্পর্শ, চিত্তবৃত্তির নিরোধ, শাস্ত্রের অভ্যাস, উদ্যোগশীলতা, সরলতা ও সৎপুরুষগণের পুনঃ পুনঃ দর্শন—এগুলি সবই কল্যাণকারী ॥৫৬

উদ্যোগে আসক্ত থাকিতে বিরক্ত বোধ না করা এবং সর্বদা উদ্যোগশীল হওয়াই হইল ধন লাভ ও কল্যাণের মূল। এজন্য যে পুরুষ

দুঃখার্তেষু প্রমত্তেষু নাস্তিকেষলসেষু চ।
ন শ্রীর্বসত্যদান্তেষু যে চোৎসাহবিবর্জিতাঃ ॥৬১

আর্জবেন নরং যুক্তমার্জবাৎ সত্যপত্রপম্।
অপক্তং মন্যমানাস্তু বর্ধয়ন্তি কুবুদ্ধয়ঃ ॥৬২

অত্যার্যমতিদাতারমতিশূরমতিব্রতম্।
প্রজ্ঞাভিমানিনং চৈব শ্রীর্জরায়োপনর্ততি ॥৬৩

ন চাতিগুণবৎসেবা নাত্যন্তং নির্গুণেষু চ।
নৈষা গুণান্ কাময়তে নৈর্গুণ্যান্নানুরজ্যতে ॥
উষস্তা গৌরিবাক্কা শ্রীঃ কঞ্চিদেবাবতিষ্ঠতে ॥৬৪

অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্।
রতিপুত্রফলা নারী দত্তভুক্তফলং ধনম্ ॥৬৫
অধর্মোপার্জিতৈরর্থৈর্যঃ করোত্যৌর্ধ্বদেহিকম্।
ন স তস্য ফলং প্রেত্য ভুঙ্‌ক্তেঽর্থস্তু দুরাগমাৎ ॥৬৬
কান্তারে বনদুর্গেষু কৃচ্ছ্রাস্বাপৎসু সম্ভ্রমে।
উদ্যতেষু চ শস্ত্রেষু নাস্তি সত্ত্ববতাং ভয়ম্ ॥৬৭
উত্থানং সংযমো দাক্ষ্যমপ্রমাদো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
সমীক্ষ্য চ সমারম্ভো বিদ্ধি মূলং ভবস্য তু ॥৬৮
তপো বলং তাপসানাং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং বলম্।
হিংসা বলমসাধূনাং ক্ষমা গুণবতাং বলম্ ॥৬৯

উদ্যোগকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি মহান্ হইয়া যান এবং অনন্ত সুখ ভোগ করেন।৫৭

তাত! সমর্থ পুরুষের পক্ষে সব সময় সকল স্থানে ক্ষমার সমান হিতকারক ও অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন করিতে আর দ্বিতীয় কোন বিশ্বস্তকর উপায় দেখা যায় না।৫৮

যে ব্যক্তি শক্তিহীন, সে তো সকলের উপর ক্ষমা করেই থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি শক্তিমান্, সেই ব্যক্তিও ধর্মের জন্য ক্ষমা করে এবং যাহার দৃষ্টিতে অর্থ ও অনর্থ দুইই সমান, তাহার পক্ষে তো ক্ষমা সর্বদা হিতকারিণী।৫৯

যে সুখ ভোগ করিতে করিতেও মানুষ ধর্ম ও অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, সেই সুখ যথেষ্ট ভোগ করিবে; মূঢ়ব্রতের (নিদ্রা-প্রমাদাদির সেবন) আচরণ করিবে না।৬০

যাহারা দুঃখপীড়িত, প্রমাদী, নাস্তিক, অলস, অজিতেন্দ্রিয় ও উৎসাহরহিত, তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী বাস করেন না।৬১

সুবুদ্ধি মনুষ্যেরা সরলতাপূর্ণ ও সরলতার জন্য লজ্জাশীল ব্যক্তিকে অশক্ত মনে করিয়া তাহাকে তিরস্কার করে।৬২

অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, অতিশয় দানী, অতীব শূরবীর, অধিক ব্রতমিয়মসমূহ-পালনকারী ও বুদ্ধিগর্বে গর্বিত মনুষ্যের নিকটে লক্ষ্মী বাস করে না।৬৩

লক্ষ্মী অত্যন্ত গুণবান্ পুরুষের নিকট যান না, আবার গুণহীন পুরুষের নিকটও যান না। তিনি বহু গুণ ইচ্ছা করেন না, আবার গুণহীনতার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ নাই। উষস্তা গাভীর ন্যায় এই অজ লক্ষ্মী কাহারও কাহারও নিকটেই অবস্থান করেন।৬৪

বেদসমূহের ফল হইল—অগ্নিহোত্রপরায়ণ হওয়া, শাস্ত্র অধ্যয়নের ফল হইল—সুশীলতা ও সদাচারী হওয়া, স্ত্রীর ফল হইল—রতিসুখ ভোগ করা ও পুত্রপ্রাপ্তি এবং ধনের ফল হইল—দান করা ও উপভোগ করা।৬৫

যে ব্যক্তি অধর্মদ্বারা উপার্জিত ধনের সাহায্যে পারলৌকিক কর্ম করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর ঐ কর্মের ফল পায় না; কারণ, তাহার ধনাগম হইয়াছে অসৎ উপায়ে।৬৬

অন্নৌ ভাণ্ডব্রতস্থানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্ ॥৭০

ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
সংগ্রহেণৈষ ধর্মঃ স্যাৎ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥৭১

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥৭২

স্ত্রীধূর্ত্তকেঽলসে ভীরৌ চণ্ডে পুরুষমানিনি।
চৌরে কৃতঘ্নে বিশ্বাসো ন কার্য্যো ন চ নাস্তিকে ॥৭৩

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সম্প্রবর্দ্ধন্তে কীর্ত্তিরায়ুর্যশো বলম্ ॥৭৪

অতিক্লেশেন যেঽর্থাঃ স্যুর্ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ বা।
অরেরিব প্রণিপাতেন মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥৭৫

অবিদ্বান্ পুরুষঃ শোচ্যঃ শৌচ্যং মৈথুনমপ্রজম্।
নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাষ্ট্রমরাজকম্ ॥৭৬

অধ্বা জরা দেহবতাং পর্ব্বতানাং জলং জরা।
অসম্ভোগো জরা স্ত্রীণাং বাক্‌শল্যং মনসো জরা ॥৭৭

অনাহ্বানমলা বেদা ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলম্ ॥৭৮

মলং পৃথিব্যা বাহ্লীকাঃ পুরুষস্যানৃতং মলম্।
কৌতুকমলা সাধ্বী বিপ্রবাসমলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৭৯

ভয়ঙ্কর বনে, দুর্গম পথে, কঠিন বিপদকালীন, সন্ত্রমের সময় ও প্রহার করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলিত করিলেও সত্ত্বসম্পন্ন অর্থাৎ আত্মবলে বলীয়ান্ পুরুষ কখনও ভয় পায় না।৬৭

উদ্যোগ, সংযম, দক্ষতা, সাবধানতা, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও নানারূপে বিচার বিবেচনা করিয়া অর্থারম্ভ করা—এগুলিকে উন্নতির মূলমন্ত্র বুঝিবে।৬৮

ওষধিগণের বল হইল—তপস্যা, বেদজ্ঞগণের বল হইল—বেদ, পাপিগণের বল হিংসা এবং গুরুবাদিগের বল হইল—ক্ষমা।৬৯

জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের ইচ্ছাপূরণ, শ্রীগুরুর বাক্য ও ঔষধ—এই আটটি ব্রতনাশক হয় না।৭০

যাহা নিজের প্রতিকূল বলিয়া মনে হইবে, উহা অন্যের প্রতিও ব্যবহার করিবে না। সংক্ষেপে ইহাই হইল ধর্ম্মের স্বরূপ। ইহার বিপরীত কামনানুসারে অন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা অধর্ম্ম।৭১

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে হয়। এইরূপ সদ্ব্যবহার দ্বারা অসৎ ব্যক্তিকে, দানের দ্বারা কৃপণকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিতে হয়।৭২

স্ত্রী-লম্পট, অলস, ভীরু, ক্রোধী পুরুষের অভিমানী, চোর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে নাই।৭৩

যে নিত্য গুরুজনকে প্রণাম করে এবং বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবায় নিরত থাকে, তাহার কীর্ত্তি আয়ু, যশ ও বল—এই চারিটি বর্দ্ধিত হয়।৭৪

যে ধন অত্যন্ত ক্লেশ, ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন অথবা শত্রুর নিকট মস্তক অবনত দ্বারা লাভ হয়, আপনি সেই ধনলাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন না।৭৫

বিদ্যাহীন পুরুষ, সন্তানোৎপত্তিশূন্য স্ত্রীপ্রসঙ্গ, অনাহারী প্রজা এবং রাজা ব্যতীত রাজ্যের জন্য শোক করিতে হয়।৭৬

বহু পথ চলা দেহধারীদিগের পক্ষে দুঃখই হইল বৃদ্ধত্বস্বরূপ নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া জল-নিষ্ক্রমণ (ঝরণা) হইল পর্ব্বতসমূহের বার্দ্ধক্য, সম্ভোগে বঞ্চিত থাকার দুঃখ হইল স্ত্রীগণের বৃদ্ধত্ব এবং বাক্যরূপ বাণের আঘাত হইল মনের পক্ষে বার্দ্ধক্যস্বরূপ।৭৭

অধ্যয়নস্য মলং রূপ্যং রূপ্যস্যাপি মলং ত্রপু।
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসস্যাপি মলং মলম্ ॥৮০

ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন জয়েৎ স্ত্রিয়ঃ।
নেন্ধনেন জয়েদগ্নিং ন পানেন সুরাং জয়েৎ ॥৮১

যস্য দানজিতং মিত্রং শত্রবো ঘুধি নির্জিতাঃ।
অন্নপানজিতা দারাঃ সফলং তস্য জীবিতম্ ॥৮২

সহস্রিণোঽপি জীবন্তি জীবন্তি শতিনস্তথা।
ধৃতরাষ্ট্র বিমুঞ্চেচ্ছাং ন কথঞ্চিন্ন জীব্যতে ॥৮৩

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি পশ্যন্ ন মুহ্যতি ॥৮৪

রাজন্ ভূয়ো ব্রবীমি ত্বাং পুত্রেষু সমমাচর।
সমতা যদি তে রাজন্ স্বেষু পাণ্ডুসুতেষু বা ॥৮৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি বিদুরবাক্যে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

অভ্যাস না করা বেদের মল (অর্থাৎ বেদজ্ঞানেরপ্রতিবন্ধক বেদপাঠের প্রতিবন্ধক), ব্রাহ্মণোচিত নিয়মসমূহ পালন না করা ব্রাহ্মণের মল (মুক্তির হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়), বাহ্লীকদেশ (আফগানিস্থানের উত্তর-পশ্চিমদিক্‌স্থিত প্রাচীন দেশ—বাল্‌খ।) পৃথিবীর মল, ক্রীড়া ও হাস্য-পরিহাসে উৎসুকতা পতিব্রতা স্ত্রীর মল এবং পতি ব্যতিরেকে ভিন্নবেশে বাস স্ত্রীগণের মল।৭৮-৭৯

স্বর্ণের মল রূপা, রূপার মল রাঙ, রাঙের মল সীসা এবং সীসার মল মলিনতা।৮০

অধিকক্ষণ শয়নের দ্বারা নিদ্রাকে জয়ের প্রয়াস করিবে না, কামোপভোগের দ্বারা স্ত্রীতে জয়ের ইচ্ছা করিবে না, কাষ্ঠপ্রক্ষেপ দ্বারা অগ্নিকে জয়ের চেষ্টা করিবে না এবং অধিক পানের দ্বারা সুরাকে (মদ্যকে) জয়ের আশা করিবে না।৮১

যাহার মিত্র ধনাদি দ্বারা বশীভূত হইয়াছে, শত্রু যুদ্ধের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে এবং অন্ন-পানীয়াদি ভোজনের দ্বারা যাহার স্ত্রী বশে আসিয়াছে, তাহার জীবন সফল অর্থাৎ সুখময় হয়।৮২

যাহার নিকট সহস্র মুদ্রা (হাজার টাকা) আছে, সে-ও জীবিত থাকে এবং যাহার নিকট শতমুদ্রা আছে, সে-ও জীবিত থাকে; অতএব মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। অধিক লাভের আশা পরিত্যাগ করুন, ইহাতে যে কেহ জীবিত থাকে না, তাহা নহে।৮৩

এই পৃথিবীতে যত ধান, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সমস্ত কোন এক পুরুষের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয় (অর্থাৎ ঐ সকলের দ্বারা কাহারও তৃপ্তি লাভ হয় না)। এরূপ বিচারকারী মনুষ্য কখনও মোহগ্রস্ত হয় না।৮৪

রাজন্! আমি পুনরায় বলিতেছি যে, আপনার যদি নিজ পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণের উপর সমানভাব থাকে, তবে তাহাদের সকলের সহিতই তুল্য আচরণ করুন।৮৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত প্রজাগরপর্বে বিদুরবাক্যবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মস্য মহত্ত্বপ্রতিপাদনম্, সমাসতো ব্রাহ্মণাদীনাং চতুর্ণাং বর্ণানাং ধর্ম্মবর্ণনঞ্চ।]

বিদুর উবাচ।

যোঽত্যর্চিতঃ সদ্ভিরসজ্জমানঃ
করোত্যর্থং শক্তিমপাপরিত্বা।
ক্ষিপ্রং বশস্তং সমুপৈতি সন্ত-
মলং প্রসন্না হি সুখায় সন্তঃ ॥১

মহান্তমপ্যর্থমধর্ম্মযুক্তং
যঃ সন্ত্যজত্যনপাকৃষ্ট এব
সুখং সুষুপ্তঃখান্যমুচ্য শেতে
জীর্ণাং ত্বচং সর্প ইবাবমুচ্য ॥২

অনৃতে চ সমুৎকর্ষো রাজগামি চ পৈশুনম্
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া ॥৩

অসূয়ৈকপদং মৃত্যুরতিবাদঃ শ্রিয়ো বধঃ।
অশুশ্রূষা ত্বরা শ্লাঘা বিদ্যায়াঃ শত্রবস্ত্রয়ঃ ॥৪

আলস্যং মদমোহৌ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ।
স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথাত্যাগিত্বমেব চ।
এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ ॥৫

সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্ ॥৬

চত্বারিংশ অধ্যায়

[ধর্ম্মের মহত্ত্বের প্রতিপাদন এবং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সংক্ষেপে ধর্ম্মের বর্ণন।]

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! যে ব্যক্তি সজ্জন পুরুষগণের নিকট হইতে সম্মান পাইয়া আসক্তিশূন্যচিত্তে শক্তি অনুসারে (ন্যায়পূর্ব্বক) অর্থ দান করেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অবিলম্বে সুখভাগী হন; কারণ, সৎপুরুষগণ যাঁহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি সর্ব্বথা সুখী থাকেন।১

যে মানুষ অধর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত বিশাল ধনরাশি ও ধনের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া (প্রয়োজনানুসারে) পরিত্যাগ করে, সেই মানুষ যেরূপ সর্প নিজ পুরাতন ত্বক্ (খোলস) ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ অত্যন্ত দুঃখসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া সুখপূর্ব্বক শয়ন করে (সুখভোগে বিরত থাকে)।২

মিথ্যা বলিয়া উন্নতি করা, রাজার নিকট খলতা প্রকাশ করা এবং গুরুজনের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা—এই ত্রিবিধ কার্য্যই ব্রহ্মহত্যা তুল্য।৩

গুণাবলিতে দোষ দর্শন করা হইল মৃত্যুর সমান, মিথ্যা করা হইল লক্ষ্মীকে বধ করা এবং সেবা না করা, ত্বরা (তাড়াতাড়ি করা) এবং আত্মপ্রশংসা—এই তিনটি হইল বিদ্যার শত্রু।৪

আলস্য, মদ-মোহ, চঞ্চলতা, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, ঔদ্ধত্য, অভিমান ও অর্থত্যাগ না করা—এই সাতটি বিদ্যার্থী (ছাত্র)দের পক্ষে দোষ বলিয়া শাস্ত্রে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।৫

সুখকামীদের পক্ষে কিরূপে বিদ্যালাভ হইবে? কারণ, বিদ্যার্থীদের পক্ষে সুখলাভ হয় না; যদি সুখভোগ করিতে চাও, তবে বিদ্যাকে ত্যাগ কর; আর যদি বিদ্যা চাও, তবে সুখ ত্যাগ কর।৬

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥৭

আশা ধৃতিং হন্তি সমৃদ্ধিমন্তকঃ
ক্রোধঃ শ্রিয়ং হন্তি যশঃ কদর্যতা।
অপালনং হন্তি পশূংশ্চ রাজ-
ন্নেকঃ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণো হন্তি রাষ্ট্রম্ ॥৮

অজাশ্চ কাংস্যং রজতঞ্চ নিত্যং
মধ্বাকর্ষঃ শকুনিঃ শ্রোত্রিয়শ্চ।
বৃদ্ধো জ্ঞাতির্বসনঃ কুলীন
এতানি তে সন্তু গৃহে সদৈব ॥৯

অজোক্ষা চন্দনং বীণা আদর্শো মধুসর্পিষী।
বিষমৌদুম্বরং শঙ্খঃ শালগ্রামস্তথা রোচনা ॥১০

গৃহে স্থাপয়িতব্যানি ধন্যানি মনুরব্রবীৎ।

দেবব্রাহ্মণপূজার্থমতিথীনাঞ্চ ভারত ॥১১

ইদঞ্চ ত্বাং সর্বপরং ব্রবীমি
পুণ্যং পরং তাত মহাবিশিষ্টম্।
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভা-
দ্ধর্মং জহ্যাজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ ॥১২

নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ।
ত্যক্ত্বানিত্যং প্রতিতিষ্ঠস্ব নিত্যে
সন্তস্ত্বং তোষপরো হি লাভঃ ॥১৩

মহাবলান্ পশ্য মহানুভাবান্
প্রশাস্য ভূমিং ধনধান্যপূর্ণাম্।
রাজ্যানি হিত্বা বিপুলাংশ্চ ভোগান্
গতান্ নরেন্দ্রান্ বশমন্তকস্য ॥১৪

কাষ্ঠদ্বারা অগ্নির, নদীসমূহের দ্বারা সমুদ্রের, সমস্ত প্রাণীর দ্বারা মৃত্যুর এবং পুরুষসমূহের দ্বারা যেরূপ নারীর তৃপ্তি লাভ হয় না।৭

আশা ধৈর্যকে, মৃত্যু সমৃদ্ধিকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে, কৃপণতা যশকে এবং উত্তমরূপে রক্ষা ও পোষণের অভাব পশুগণকে নষ্ট করে। হে রাজন্! কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি একা হইয়াও ক্রুদ্ধ হন, তবে তিনি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকেই গ্রাস করেন।৮

অজ (ছাগ), কাংস্যনির্মিত পাত্র, রজত, মধু, ঘৃত, পক্ষী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও বিপন্ন কুলীন পুরুষ—এ সবই আপনার গৃহে সর্বদা বর্তমান।৯

ভারত! ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজার জন্য অজ—ছাগ, অক্ষ—বৃষ, চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, জল, তাম্রপাত্র, শঙ্খ, শালগ্রাম এবং গোরোচনা—এ সমস্ত বস্তুই গৃহে রক্ষা করা প্রয়োজন।১০-১১

তাত! এখন আমি আপনাকে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা পুণ্যজনক বাক্য বলিতেছি—কামনাপূরণের জন্য, ভয় ও লোভবশতঃ এবং এই জীবনের জন্যও কখনও ধর্ম ত্যাগ করিবেন না; ধর্ম নিত্য (চিরস্থায়ী), কিন্তু সুখ-দুঃখ অনিত্য (পরিবর্তনশীল)। জীব নিত্য, কিন্তু ইহার কারণ অনিত্য। আপনি অনিত্যকে পরিত্যাগ করিয়া নিত্যে স্থিত থাকুন এবং সন্তোষ লাভ করুন; কারণ, সন্তোষই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ।১২-১৩

ধনধান্যাদিতে পরিপূর্ণ পৃথ্বীকে শাসন করিয়া অন্তিমকালে সম্পূর্ণ রাজ্য ও বিপুল ভোগ্যবস্তুসমূহ ত্যাগ করত মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অতিশয় বলবান্ ও মহানুভাব নৃপশ্রেষ্ঠগণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।১৪

মৃতং পুত্রং দুঃখপুষ্টং মনুষ্যা
উৎক্ষিপ্য রাজন্ স্বগৃহান্নির্হরন্তি।
তং মুক্তকেশাঃ করুণং রুদন্তি
চিতামধ্যে কাষ্ঠমিব ক্ষিপন্তি ॥১৫

অন্যো ধনং প্রেতগতস্য ভুঙ্‌ক্তে
বয়াংসি চাগ্নিশ্চ শরীরধাতূন্।
দ্বাভ্যাময়ং সহ গচ্ছত্যমুত্র
পুণ্যেন পাপেন চ বেষ্টমানঃ ॥১৬

উৎসৃজ্য বিনিবর্তন্তে জ্ঞাতয়ঃ সুহৃদঃ সুতাঃ।
অপুষ্পাফলান্ বৃক্ষান্ যথা ভীত পত্রিণঃ ॥১৭

অগ্নৌ প্রাস্তং তু পুরুষং কর্মান্বেতি স্বয়ংকৃতম্।
তস্মাৎ তু পুরুষো যত্নাদ্ ধর্মং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ ॥১৮

অস্মাল্লোকাদূর্ধ্বমুষ্মাচ্চ লোকা-
মহৎ তমস্তিষ্ঠতি ঘোররূপম্।
তদ্ বৈ মহামোহনমিন্দ্রিয়াণাং
বুধ্যস্ব মা ত্বাং প্রলভেত রাজন্ ॥১৯

ইদং বচঃ শক্ষ্যসি চেদ্ যথাব-
দ্বিশম্য সর্বং প্রতিপত্তুমেব।
যশঃ পরং প্রাপ্স্যসি জীবলোকে
ভয়ং ন চামুত্র ন চেহ তেঽস্তি ॥২০

আত্মা নদী ভারত পুণ্যতীর্থা
সত্যোদকা ধৃতিকূলা দয়োর্মিঃ।
তস্যাং স্নাতঃ পূয়তে পুণ্যকর্মা
পুণ্যো হ্যাত্মা নিত্যমলোভ এব ॥২১

রাজন্! যাহাকে অতিযত্নে পালন ও পোষণ করা হইয়াছে, সেই পুত্রও যখন মৃত্যু-কবলিত হয়, তখন মানুষ তাহাকে তুলিয়া লইয়া অতিসত্বর গৃহের বাহিরে লইয়া যায়। প্রথমে তো তাহার জন্য মুক্তকেশে করুণস্বরে রোদন করিতে থাকে, কিন্তু পরে তাহাকেই সাধারণ কাষ্ঠের ন্যায় প্রজ্বলিত চিতার মধ্যে নিক্ষেপ করে।১৫

মৃত মনুষ্যের ধন অন্যে ভোগ করে, আর তাহার শরীরের ধাতুসমূহ পক্ষীরা ভক্ষণ করে কিংবা অগ্নিতে জ্বলিতে থাকে। এই মানুষ পুণ্য ও পাপের দ্বারা বদ্ধ হয় এবং এই উভয়ের সহিতই পরলোকে গমন করে।১৬

ভীত! যে সকল বৃক্ষে ফল ও পুষ্প নাই, সেই সকল বৃক্ষকে যেমন পক্ষীরা ত্যাগ করে, সেইরূপ মৃত মানুষকে তাহার জ্ঞাতিরা, সুহৃদ্‌গণ ও পুত্রগণ চিতামধ্যে ত্যাগ করিয়া (ভস্মীভূত করত) চলিয়া আসে।১৭

অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত মৃত মানুষের পশ্চাতে কেবল তাহার কৃতকর্মই গমন করে,—সেই কর্ম পাপ-ময় বা পুণ্যময় যাহাই হউক। সেইজন্য পুরুষের পক্ষে উচিত হইল—সে ধীরে ধীরে কেবল পুণ্যই সঞ্চয় করিবে।১৮

ইহলোক কিংবা পরলোকের উপর হইতে নিম্ন পর্যন্ত সর্বত্র অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার বিস্তৃত আছে। সেই অজ্ঞানই ইন্দ্রিয়গণকে মহামোহের মধ্যে নিপতিত করে। রাজন্! আপনি ইহাকে ভালভাবে জানুন, যাহাতে সে আপনাকে স্পর্শ করিতে না পারে।১৯

আমার এই বাক্য শুনিয়া যদি আপনি সব কিছু যথাযথভাবে বুঝিতে সমর্থ হন, তবে মনুষ্যলোকে আপনার মহাযশ লাভ হইবে এবং ইহলোক ও পরলোকে আপনার আর কোন ভয় থাকিবে না।২০

ভারত! এই জীবাত্মা হইলেন একটি নদী, ইহাতে পুণ্যই হইল তীর্থ; সত্যস্বরূপ পরমাত্মা

কামক্রোধগ্রাহবতীং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।
ধৃতিনাবং সমাস্থায় তরেদ্দুর্গাণি সন্তরন্ ॥২২

প্রজ্ঞাবৃদ্ধং ধর্মবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধং
বিদ্যাবৃদ্ধং বয়সা চাপি বৃদ্ধম্।
কার্য্যাকার্য্যে পুরস্কৃত্য প্রশান্ত
স্তং সম্পৃচ্ছেন্ন মুহ্যেৎ কদাচিৎ ॥২৩

ধৃত্যা শিশ্নোদরং রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুষা।
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ মনসা মনো বাচঞ্চ কর্মণা ॥২৪

নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী
নিত্যস্বাধ্যায়ী পতিতান্নবর্জী।
সত্যং ব্রুবন্ গুরবে কর্ম কুর্বন্
ন ব্রাহ্মণশ্চ্যবতে ব্রহ্মলোকাৎ ॥২৫

হইতে ইহার উৎপত্তি। এই নদীর তীর হইল ধৈর্য্য এবং তরঙ্গ হইল দয়া। পুণ্যকর্ম্মকারী মনুষ্যগণ ইহাতে স্নান করত পবিত্র হইয়া যান; কারণ, লোভশূন্য আত্মা সদা পবিত্র।২১

কাম-ক্রোধ প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তুযুক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ জলপূর্ণ এই সংসার-নদীর জন্ম-মৃত্যুরূপ দুর্গম প্রবাহ আপনি ধৈর্য্যকে নৌকায় পরিণত করিয়া তাহা দ্বারা তরণ করুন।২২

যে ব্যক্তি বুদ্ধি, ধর্ম্ম, বিদ্যা ও অবস্থায় উন্নত নিজ বন্ধুকে আদর-আপ্যায়নের দ্বারা প্রসন্ন করত তাহাকে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, সেই ব্যক্তি কখনও মোহগ্রস্ত হয় না।২৩

শিশ্ন ও উদরকে ধৈর্য্য দ্বারা রক্ষা করিবে অর্থাৎ কামবেগ ও ক্ষুধার জ্বালা ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিবে। এইরূপ হস্ত ও পদ চক্ষু দ্বারা, শ্রোত্র ও কর্ণ মনের দ্বারা এবং মন ও বাক্যকে সৎ-কর্ম্মের দ্বারা রক্ষা করিবে।২৪

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন জলের দ্বারা স্নান, সন্ধ্যা

অধীত্য বেদান্ পরিসংস্তীর্য্য চাগ্নী-
নিষ্ট্বা যজ্ঞৈঃ পালয়িত্বা প্রজাশ্চ।
গোব্রাহ্মণার্থং শস্ত্রপূতান্তরাত্মা
হতঃ সংগ্রামে ক্ষত্রিয়ঃ স্বর্গমেতি ॥২৬

বৈশ্যোঽধীত্য ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ
স্বৈঃ কালে সংবিভজ্যাশ্রিতাংশ্চ।
ক্ষেত্রাপূতং ধূমমাঘ্রায় পুণ্যং
প্রেত্য স্বর্গে দিব্যসুখানি ভুঙ্‌ক্তে ॥২৭

ব্রহ্ম ক্ষত্রং বৈশ্যবর্ণঞ্চ শূদ্রঃ
ক্রমেণৈতান্ স্বাগতঃ পূজয়ানঃ।
তুষ্টৈরেতৈরন্বয়ো বদ্ধপাপ-
স্ত্যক্ত্বা দেহং স্বর্গসুখানি ভুঙ্‌ক্তে ॥২৮

ও তর্পণাদি করেন, নিত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন, নিত্য স্বাধ্যায় করেন, পতিত ব্যক্তির অন্ন ত্যাগ করেন, সত্য কথা বলেন ও শ্রীগুরুদেবের কর্ম্ম (সেবা) করেন, সেই ব্রাহ্মণ কখনও ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হন না।২৫

বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়া, অগ্নিহোত্রের জন্য অগ্নির চারিদিকে কুশ বিছাইয়া নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া এবং প্রজাগণকে পালন করিয়া, গো ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করত ক্ষত্রিয় অস্ত্রের দ্বারা অন্তঃকরণ পবিত্র হওয়ায় ঊর্দ্ধলোক লাভ করেন।২৬

বৈশ্য যদি বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সকল আশ্রিতজনকে সময়ে সময়ে ধনদান করত তাঁহাদের সহায়তা করেন ও যজ্ঞ দ্বারা গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়—এই ত্রিবিধ অগ্নির পবিত্র ধূমের সুগন্ধ গ্রহণ করেন, তবে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে দিব্য সুখভোগ করেন।২৭

যদি শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ক্রমানুসারে ভাবপূর্ব্বক সেবা করত সন্তুষ্ট করেন, তবে তিনি

চাতুর্বর্ণ্যস্যৈষ ধর্মস্তবোক্তো
হেতুং চামুক্রবতো মে নিবোধ।
আত্মাদ্ ধর্মাদ্ভীরতে পাণ্ডুপুত্র-
স্তং ত্বং রাজন্ রাজধর্মে নিযুঙ্ক্ষ্ব ॥২৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবমেতদ্ যথা ত্থং মামনুশাসসি নিত্যদা।
অথাপি চ মতিঃ সৌম্য ভবত্যেবং যথাত্থ মাম্ ॥৩০
সা তু বুদ্ধিঃ কৃতাপ্যেবং পাণ্ডবান্ প্রতি মে সদা।
দুর্যোধনং সমাসাদ্য পুনর্বিপরিবর্ততে ॥৩১

ন নিষ্টপত্যতিক্রান্তঃ শক্যং ভূতেন কেনচিৎ।
নিষ্টপেব ধ্রুবং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি প্রজাগরপর্বণি
বিদুরবাক্যে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

ব্যথামুক্ত ও পাপমুক্ত হইয়া দেহত্যাগের পর স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।২৮

মহারাজ! আপনাকে আমি চারি বর্ণেরই ধর্ম বলিলাম, ইহা বলিবার কারণ শ্রবণ করুন—আপনার জন্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে চ্যুত হইতেছে; অতএব আপনি ইহাকে রাজধর্মে নিযুক্ত করুন।২৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! তুমি প্রতিদিন আমাকে যে উপদেশ প্রদান কর, তাহা যথার্থ সত্য। সৌম্য! তুমি আমাকে যাহা কিছু করিতে বলিলে, উহা করাই আমারও সিদ্ধান্ত।৩০

যদিও আমি পাণ্ডবগণের উপর সর্বদা এইরূপ (স্নেহযুক্তা) বুদ্ধিই রাখি, তথাপি দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইলেই পুনরায় আমার বুদ্ধি বিপরীত হইয়া যায়।৩১

প্রারব্ধকে উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি কোনও প্রাণীর নাই। আমি তো প্রারব্ধকেই অলঙ্ঘনীয় মনে করি; কারণ, উহার সম্মুখে পুরুষার্থও ব্যর্থ হইয়া যায়।৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত প্রজাগরপর্বে বিদুরবাক্যবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪০

(সনৎসুজাতপর্ব্ব)

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরেণ স্মৃতস্য সনৎসুজাতস্যাগমনম্, ধৃতরাষ্ট্রায়োপদেশং দাতুং বিদুরস্য প্রার্থনা চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অনুক্তং যদি তে কিঞ্চিদ্ বাচা বিদুর বিদ্যতে।
তন্মে শুশ্রূষতো ব্রূহি বিচিত্রাণি হি ভাষসে ॥১

বিদুর উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্র কুমারো বৈ যঃ পুরাণঃ সনাতনঃ।
সনৎসুজাতঃ প্রোবাচ মৃত্যুর্নাস্তীতি ভারত ॥২

স তে গুহ্যান্ প্রকাশাংশ্চ সর্বান্ হৃদয়সংশ্রয়ান্।
প্রবক্ষ্যতি মহারাজ সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কিং ত্বং ন বেদ তত্ত্বং ভূয়ো যন্মে ব্রূয়াৎ সনাতনঃ।
তমেব বিদুর ব্রূহি প্রজাশেষোঽস্তি চেৎ তব ॥৪

বিদুর উবাচ।

শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্ বক্তুমুৎসহে।
কুমারস্তু যথা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতীমহম্ ॥৫

ব্রাহ্মীং হি যোনিমাপন্নঃ সুগুহ্যমপি যো বদেৎ।
ন তেন পূজ্যো দেবানাং তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে ।৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ব্রূহীহ বিদুর ত্বং মে পুরাণং তং সনাতনম্।
কথমেতেন দেহেন স্যাদিহৈব সমাগমঃ ।৭

(সনৎসুজাত পর্ব্ব)

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া সনৎসুজাতের আগমন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিবার জন্য বিদুরের প্রার্থনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! যদি তোমার বাক্যদ্বারা আর কিছু বলিতে অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহাও তুমি বল, উহাও শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে; কারণ, তোমার বলিবার প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র।১

বিদুর বলিলেন,—ভরতবংশধর ধৃতরাষ্ট্র! কুমার "সনৎসুজাত" নামে বিখ্যাত (ব্রহ্মার পুত্র) যে প্রাচীন সনাতন ঋষি আছেন, তিনি একবার বলিয়াছিলেন,—মৃত্যুই নাই।২

মহারাজ তিনি সমস্ত বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তিনিই আপনার হৃদয়ে স্থিত ব্যক্ত ও অব্যক্ত সর্ব্ববিধ প্রশ্নের উত্তর দিবেন।৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! তুমি কি সেই তত্ত্ব জান না, যাহার জন্য এখন সেই সনাতন ঋষি আমাকে পুনরায় উপদেশ দিবেন? যদি তোমার বুদ্ধি এখন কিছু বলিতে সক্ষম থাকে, তবে তুমিই আমাকে উপদেশ প্রদান কর।৪

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আমার জন্ম শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে হইয়াছে,—অতএব (আমার ইহার পর তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিবার অধিকার না থাকায়) ইহার অতিরিক্ত আর কোন উপদেশ দিবার উৎসাহ (সাহস) আমার নাই। কিন্তু কুমার সনৎসুজাতের বুদ্ধি সনাতন, আমি উহা জানি।৫

ব্রাহ্মণযোনিতে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, তিনি যদি গোপনীয় তত্ত্বও প্রতিপাদন করেন, তবে তিনি দেবগণেরও নিন্দার পাত্র হন না। এইজন্যই আমি আপনাকে এই কথা বলিলাম।৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

চিন্তয়ামাস বিদুরস্তমৃষিং সংশিতব্রতম্।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা দর্শয়ামাস ভারত ॥৮

স চৈনং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তমথৈনং বিদুরোঽব্রবীৎ ॥৯

ভগবন্ সংশয়ঃ কশ্চিদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য মানসঃ।
যো ন শক্যো ময়া বক্তুং তবৈষ বক্তুমর্হসি ॥১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর। সেই পরম প্রাচীন সনাতন ঋষির কথা তুমি আমাকে বল। কি প্রকারে এই দেহধারী তাঁহার সহিত মিলন সম্ভব হইতে পারে ॥৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। তারপর বিদুর উত্তম ব্রতপালনকারী সেই সনাতন ঋষিকে স্মরণ করিলেন। তিনিও যখন জানিলেন যে, বিদুর আমাকে স্মরণ করিতেছে, তখন তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন ॥৮

বিদুর সেই সময় শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং মধুপর্ক প্রভৃতি অর্পণ করত তাঁহার যথাযথ সৎকার করিলেন। তারপর যখন তিনি সুখে উপবেশন করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তখন বিদুর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৯

ভগবন্। ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে কিছু সংশয় আছে, যাহার সমাধান আমার পক্ষে করা উচিত হইবে না। আপনিই এ-বিষয়ে নিরূপণ করিবার যোগ্য ॥১০

যং শ্রুত্বায়ং মনুষ্যেন্দ্রঃ সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ।
লাভালাভৌ প্রিয়দ্বেষ্যৌ মরণং ন জরান্তকৌ ॥১১
বিগ্রহেষ্বং ভয়ামর্ষৌ ক্ষুৎপিপাসে মনোভবৌ।
অভিষ্টৈষ তন্দ্রী চ কামক্রোধৌ ক্ষয়োদয়ৌ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সনৎসুজাতপর্বণি বিদুরকৃতসনৎসুজাতপ্রার্থনে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

যাহা শ্রবণ করিয়া এই নরপতি সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং লাভ-ক্ষতি, প্রিয়-অপ্রিয়, জয়া-মৃত্যু, ভয়-অমর্ষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, মদ-ঐশ্বর্য, চিন্তা-আলস্য, কাম-ক্রোধ এবং অবনতি-উন্নতি—এই সকল তাঁহাকে কষ্ট দিতে না পারে ॥১১-১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সনৎসুজাতপর্বে বিদুর কর্তৃক সনৎসুজাতের নিকট প্রার্থনাবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[সনৎসুজাতেন ধৃতরাষ্ট্রস্য নানাপ্রশ্নানামুত্তরদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী
সম্পূজ্য বাক্যং বিদুরেরিতং তৎ।
সনৎসুজাতং রহিতে মহাত্মা
পপ্রচ্ছ বুদ্ধিং পরমাং বুভূষন্ ॥১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সনৎসুজাত যদিদং শৃণোমি
ন মৃত্যুরস্তীতি তব প্রবাদম্।
দেবাসুরা হ্যাচরন্ ব্রহ্মচর্য্য-
মমৃত্যবে তৎ কতরন্নু সত্যম্ ॥২

সনৎসুজাত উবাচ।

অমৃত্যুঃ কর্ম্মণা কেচিন্মৃত্যুর্নাস্তীতি চাপরে।
শৃণু যে ব্রুবতো রাজন্ যথৈতদ্যা বিদহ্যিথাঃ ॥৩

উভে সত্যে ক্ষত্রিয়ৈতদ্ বিদ্ধি
মোহান্মৃত্যুঃ সম্মতোঽয়ং কবীনাম্।
প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি
তথাপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি ॥৪

প্রমাদাদ্ বৈ অসুরাঃ পরাভব-
মপ্রমাদাদ্ ব্রহ্মভূতাঃ সুরাশ্চ।
নৈব মৃত্যুর্ব্যাঘ্র ইবাভি জন্তূন্
ন হ্যস্য রূপমুপলভ্যতে হি ॥৫

যমং লোকে মৃত্যুমতোঽন্যমাহু-
রাত্মাবসন্নমৃতং ব্রহ্মচর্য্যম্।
পিতৃলোকে রাজ্যমনুশাস্তি দেবঃ
শিবঃ শিবানামশিবোঽশিবানাম্ ॥৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[সনৎসুজাত কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ প্রশ্নের উত্তরদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। অনন্তর বুদ্ধিমান্ ও মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকথিত সেই বচনের উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় সমাদরের সহিত একান্তে সনৎসুজাতমুনিকে প্রশ্ন করিলেন।১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মুনিপ্রবর সনৎসুজাত! আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, মৃত্যু আছে—ইহা সত্য নয়; এরূপ আপনারই সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে এরূপও শুনিয়াছি যে, দেবতা ও অসুরগণ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়াছিলেন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষ যথার্থ সত্য।২

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! (এ বিষয়ে দুইটি মত আছে) প্রথম মত হইল—মৃত্যু আছে, উহা (ব্রহ্মচর্য্যপালনরূপ) কর্ম্ম হইতে দূরে থাকে। আর অপর মত হইল—মৃত্যু নাই। পরন্তু এই মত যেরূপ, তাহা আমি বলিতেছি—তুমি শ্রবণ কর এবং আমার কথায় সন্দেহ করিও না।৩

ক্ষত্রিয়! এই প্রশ্নে তুমি উভয় মতকেই সত্য বলিয়া জানিবে। কোন কোন বিদ্বান্ পুরুষ মোহবশতঃ মৃত্যুর সত্তা স্বীকার করেন; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হইল—প্রমাদই (অসাবধানতাই) মৃত্যু এবং অপ্রমাদ (সাবধানতাই)

অস্তাদেশাদ্বিঃসরন্তে প্রজাগাং
ক্রোধঃ প্রমাদো লোভরূপশ্চ মৃত্যুঃ ।
অহংগতেনৈব চরন্ বিমার্গান্
ন চাত্মনো যোগমুপৈতি কশ্চিৎ ॥৭

তে মোহিতাস্তমসে বর্ত্তমানা
ইতঃ প্রেত্যাত্র পুনঃ পতন্তি ।
তত্তস্তান্ দেবা অনুবিপ্রয়ন্তে
অতো মৃত্যুর্মরণাখ্যামুপৈতি ॥৮

কর্ম্মোদয়ে কর্ম্মফলানুরাগা-
ত্তত্রানুযান্তি ন তরন্তি মৃত্যুম্ ।
সমর্থযোগানবগমাৎ সমন্তাৎ
প্রবর্ত্ততে যোগযোগেন দেবী ॥৯

তদ্ বৈ মহামোহনমিন্দ্রিয়াণাং
মিথ্যার্থযোগস্ত শক্তিহি নিত্যা ।
মিথ্যার্থযোগাভিহতান্তরাত্মা
স্মরন্নুপাস্তে বিষয়ান্ সমন্তাৎ ॥১০

অভিধ্যা বৈ প্রথমং হন্তি লোকান্
কামক্রোধাবনুগৃহ্যাথ পশ্চাৎ ।
এতে বাধ্যান্ মৃত্যবে প্রাপয়ন্তি
ধীরাস্তু ধৈর্য্যেণ তরন্তি মৃত্যুম্ ॥১১

অমৃত ।৪

প্রমাদবশতঃ অসুরগণ (আসুরী সম্পত্তিসম্পন্ন) মৃত্যুকে পরাভূত হইয়াছে এবং দেবগণ (দৈবী সম্পত্তিযুক্ত) অপ্রমাদদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য যে, মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে না ; কারণ, তাহার কোন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ।৫

কেহ কেহ প্রমাদ হইতে ভিন্ন যমকে মৃত্যু বলেন এবং দৃঢ়তাপূর্ব্বক পালিত ব্রহ্মচর্য্যকেই অমৃত মনে করেন। যমরাজ পিতৃলোকে রাজাসন করেন এবং তিনি পুণ্যাত্মাদিগের জন্য মঙ্গলময় ও পাপিগণের জন্য অমঙ্গলস্বরূপ ।৬

এই যমের আদেশই ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভরূপী মৃত্যু মনুষ্যগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হয়। অহঙ্কারে বশীভূত হইয়া বিপরীত মার্গে চলিতে চলিতে কোন মানুষই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার পায় না ।৭

মানুষ (ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভে) মোহিত হইয়া অহঙ্কারের অধীনস্থ হয় এবং এই লোক হইতে যাইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ চক্রে পতিত হয়। মৃত্যুর পর মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণও তাহার সঙ্গে যায়। শরীর হইতে প্রাণরূপী ইন্দ্রিয়গণের বিয়োগ হওয়ার ফলে মৃত্যু "মরণ" নাম প্রাপ্ত হয় ।৮

প্রারব্ধ কর্ম্মের উদয় হইলে কর্ম্মের ফলে আসক্ত মানুষ (দেহত্যাগের পর) পরলোকের অনুগমন করে, এইজন্য সে মৃত্যু হইতে নিস্তার পায় না। দেহাভিমানী জীব পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের উপায় না জানিতে পারায় বিষয়সমূহের উপভোগহেতু নানা যোনিতে জন্মলাভ করে ।৯

এইরূপ বিষয়সমূহের যে ভোগ, উহা অবশ্যই ইন্দ্রিয়গণকে অভিভূত মোহিত করে এবং এই সব মিথ্যা বিষয়সমূহে অনুরাগী মানুষের পক্ষে বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। মিথ্যা ভোগে আসক্ত হওয়ায় যাহার অন্তঃকরণের জ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিষয়েরই চিন্তা করিতে করিতে মনে মনেও তাহার আস্বাদন করিতে থাকে ।১০

বিষয়চিন্তাই মনুষ্যগণকে প্রথমে নাশ করিয়া ফেলে। তারপর সেই চিন্তা কাম ও ক্রোধকে সাথে লইয়া পুনরায় অতি সত্বর তাহাদিগকে প্রহার করিতে

সোঽভিধ্যায়ন্নুৎপতিতান্ নিহন্যা-
দনাদরেণাপ্রতিবুধ্যমানঃ।
নৈনং মৃত্যুর্মৃত্যুরিবাভি তূর্ণা
এবং বিদ্বান্ যো বিনিহন্তি কামান্ ॥১২

কামানুসারী পুরুষঃ কামানেবানু বিনশ্যতি।
কামান্ যুদস্য বর্ধতে যৎ কিঞ্চিৎ
পুরুষো রজঃ ॥১৩

তমোঽপ্রকাশো ভূতানাং নরকোঽয়ং প্রদৃশ্যতে।
মুহ্যন্ত ইব যাবন্তি পন্থানঃ স্বয়ংবৎ সুখম্ ॥১৪

অনুচরন্তেঃ পুরুষস্যেহ বৃধ্যাৎ
কিং বৈ মৃত্যুস্তার্ণ ইবাস্য ব্যাঘ্রঃ।
অনন্তমানঃ ক্ষত্রিয় কিংকিদন্য-
মাবীরাত নির্দহিতাস্য চাদুঃ ॥১৫

স ক্রোধ-লোভৌ মোহমানন্তরাত্মা
স বৈ মৃত্যুস্তদ্ধরীরে য এষঃ।
এবং মৃত্যুং জায়মানং বিদিত্বা
জ্ঞানে তিষ্ঠন্ ন বিভেতীহ মৃত্যোঃ।
বিনশ্যতে বিষয়ে তস্য মৃত্যু-
র্মর্ত্যোঽধ্যা বিষয়ং প্রাপ্য মর্ত্যঃ ॥১৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যানেবাহুরিজ্যয়া সাধুলোকান্
দ্বিজাতীনাং পুণ্যতমান্ সনাতনান্।
তেষাং পরার্ধং কথয়ন্তীহ বেদা
এতদ্ বিদ্বান্ মোপৈতি কথং নু কর্ম ॥১৭

থাকে। এইরূপে এই বিষয়চিন্তার (কাম ও ক্রোধের সাহায্যে) বিবেকহীন মানুষকে মৃত্যুর নিকট লইয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়।১১

(অতএব যিনি মৃত্যুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কর্ত্তব্য হইল) তিনি পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে বিষয়সমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করত কোন কিছুই গণ্য না করিয়া কামনা উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। এইভাবে যে বিদ্বান্ পুরুষ বিষয়বাসনাকে দমন করেন, তিনি (সাধারণ প্রাণীর ন্যায়) মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হন না (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যু হইতে মুক্ত হন)।১২

যে ব্যক্তি কামনারই অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তি কামনার সাহচর্যেই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ কামনাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া দিলে আর যাহা কিছু জন্ম-মরণরূপ দুঃখ আছে সেই সবও তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিতে সমর্থ হন।১৩

কামই (বিষয়াভিলাষই) সমস্ত প্রাণীর পক্ষে মোহের কারণ হওয়ায়, তাহাকে তমোময় ও অজ্ঞানরূপে এবং নরকের ন্যায় দুঃখদায়ক রূপে দেখা যায়। যেরূপ মদ্যপানে মোহিত পুরুষ চলিতে চলিতে সর্বের অভিমুখেই যাইতে হয়, এইরূপ কামী পুরুষ ভোগসমূহে আসক্ত হইয়া তাহাকে সুখ মনে করত তাহারই (ভোগেরই) অভিমুখে যাইতে হয়।১৪

যাহার চিত্তবৃত্তি বিষয়ভোগে মোহিত হইয়া পড়ে নাই, সেই জ্ঞানী পুরুষকে এ সংসারে তৃণ-নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় মৃত্যু কি করিতে পারে? হে রাজন্! এজন্য বিষয়ভোগের মূল কারণরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়া সাংসারিক অন্য কোন পদার্থকে গণ্য না করত তাহার চিন্তা ত্যাগ করিতে হয়।১৫

এই যে তোমার শরীর মধ্যে অন্তরাত্মা বিরাজ-

সনৎসুজাত উবাচ।

এবং দ্বিধামুপযান্তি তত্র
তত্রার্থজাতঞ্চ বদন্তি বেদাঃ।
অনীহ আত্মাতি পরং পরাত্মা
প্রয়াতি মার্গেণ নিহত্য মার্গান্ ॥১৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কোঽসৌ নিষূঙ্‌ক্তে তমজং পুরাণং
স চেদিদং সর্বমসৃজ্যমেণ।
কিং বাস্য কার্য্যমথবা সুখঞ্চ
তন্মে বিদ্বন্ ব্রূহি সর্বং যথাবৎ ॥১৯

সনৎসুজাত উবাচ।

মোহো মহানত্র বিভেদযোগে
দ্বন্দ্বাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ।
তথাস্য নাধিক্যমুপৈতি কিঞ্চি-
দনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ ॥২০

য এতদ্ বা ভগবান্ স নিত্যো
বিকারযোগেন করোতি বিশ্বম্।
তথা চ তচ্ছক্তিরিতি স্ম মন্যতে
তথার্থযোগে চ ভবন্তি বেদাঃ ॥২১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যেঽস্মিন্ ধর্মান্ নাচরন্তীহ কেচিৎ
তথা ধর্মান্ কেচিদিহাচরন্তি।
ধর্মঃ পাপেন প্রতিহন্যতে বি-
দ্বন্নাহো ধর্মঃ প্রতিহন্তি পাপম্ ॥২২

মান আছেন, তিনিই মোহের বশীভূত হইয়া ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যুস্বরূপ হন। এই প্রকার মোহ হইতে উৎপন্ন মৃত্যুকে জানিয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ হন, তিনি ইহলোকে মৃত্যু হইতে কখনও ভীত হন না। তাঁহার নিকট মৃত্যু আসিয়া এইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ মৃত্যুর অধিকারে পতিত মরণধর্ম্মা মনুষ্য বিনষ্ট হয়।১৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—দ্বিজাতিগণের পক্ষে যজ্ঞ দ্বারা যে পবিত্রতম, সনাতন ও শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব বলা হইয়াছে, উহাকে বেদ এ সংসারে পরম পুরুষার্থ বলিয়াছেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ কেন উত্তম কর্ম্ম আচরণ করিবেন না?১৭

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! অজ্ঞান ব্যক্তি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করে এবং বেদ তাহার জন্য কর্ম্মের ও বহু প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু যিনি নিত্যস্বরূপ পুরুষ, তিনি জ্ঞান-মার্গের দ্বারা অন্য সমস্ত মার্গকে রোধ করত পরমাত্মস্বরূপ হইয়া পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হন।১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদ্বন্! সেই পরমাত্মাই যদি ক্রমশঃ এই সম্পূর্ণ জগদ্রূপে প্রকটিত হন, তবে সেই অবস্থা ও পুরাতন পুরুষকে কে শাসন করেন? অথবা তাঁহার এইরূপে আসিবার আবশ্যকতা কি এবং তাহাতে তাঁহার কি সুখ লাভ হয়?—এ সবই আপনি আমাকে যথাযথ রূপে বলুন।১৯

সনৎসুজাত বলিলেন,—তোমার এই প্রশ্ন অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের বিশেষ ভেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা স্বীকার করিয়া লইলে বেদবিরোধরূপ মহাদোষ আসিয়া পড়ে। যেহেতু অনাদি মায়ার সম্বন্ধ অনুসারে জীবগণের কাম-সুখাদিতে সম্বন্ধ হইতে থাকে। এরূপ হইলেও জীবের মরণ নষ্ট হয় না; কারণ, মায়ার সম্বন্ধেই জীবের দেহাদি পুনরায় উৎপন্ন হয়।২০

যিনি নিত্যস্বরূপ ভগবান্, সেই পরব্রহ্মই মায়ার সহায়তায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি

সনৎসুজাত উবাচ।

উভয়স্যৈব তস্যোপযুজ্যতে
ফলং ধর্মস্যৈবেতরস্য চ ॥২৩
তস্মিন্ স্থিতো চাপ্যুভয়ং হি নিত্যং
জ্ঞানেন বিদ্বান্ প্রতিহন্তি সিদ্ধম্।
তথাঽঽত্মথা পুণ্যমুপৈতি দেহী
তথাঽঽত্মতঃ পাপমুপৈতি সিদ্ধম্ ॥২৪
পরোঽন্যতঃ কর্মণা যুজ্যতেঽস্থিরং
শুভস্য পাপস্য স চাপি কর্মণা।
ধর্মেণ পাপং প্রণুদত্যহ বিদ্বান্
ধর্মো বলীয়ানিতি তস্য সিদ্ধিঃ ॥২৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যানিহাহুঃ স্বস্য ধর্মস্য লোকান্
দ্বিজাতীনাং পুণ্যকৃতাং সনাতনান্।
তেষাং ক্রমান্ কথয় ততোঽপি চান্যান্
নৈতদ্ বিদ্বন্ বেত্তুমিচ্ছামি কর্ম ॥২৬

সনৎসুজাত উবাচ।

যেষাং ব্রতেঽথ বিস্পর্ধা বলে বলবতামিব।
তে ব্রাহ্মণা ইতঃ প্রেত্য ব্রহ্মলোকপ্রকাশকাঃ ॥২৭
যেষাং ধর্মে চ বিস্পর্ধা তেষাং তত্ত্বজ্ঞানসাধনম্।
তে ব্রাহ্মণা ইতো মুক্তাঃ স্বর্গং যান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ॥২৮

করিয়াছেন। এই মায়া সেই পরব্রহ্মেরই শক্তি—মহাত্মা পুরুষ ইহাই মনে করেন। এইরূপে অর্থের প্রতিপাদনেও বেদই প্রমাণস্বরূপ।২১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—এজগতে কেহ কেহ এরূপ আছে, যাহারা ধর্মাচরণ করে না, আবার কেহ কেহ ধর্মাচরণ করে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধর্ম পাপদ্বারা নষ্ট হয় কিংবা ধর্মই পাপকে নাশ করেন।২২

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! ধর্ম ও পাপ এই উভয়ের ফল পৃথক্ পৃথক্ এবং এই উভয়কেই ভোগ করিতে হয়।২৩

কিন্তু পরমাত্মাতে স্থিত বিদ্বান্ পুরুষ সেই (পরমাত্মার) জ্ঞানের দ্বারা নিজ পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্য উভয়কেই নাশ করেন, এই কথা সদা প্রসিদ্ধ। যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে দেহাভিমানী পুরুষ কখনও পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইত, আবার কখনও ক্রমশঃ প্রাপ্ত পূর্বোপার্জিত পাপের ফল অনুভব করিত।২৪

এইরূপ পুণ্য ও পাপের যে স্বর্গ এবং নরকরূপ অস্থির ফল, উহা ভোগ করিয়া জীব (এজগতে জন্ম লাভ করে) পুনরায় তদনুসারে কর্ম করে; কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি নিষ্কাম ধর্মরূপ কর্মদ্বারা নিজ পূর্বকৃত পাপকে নাশ করেন। এইরূপে ধর্মই অত্যন্ত বলবান্। এজন্য নিষ্কামরূপে ধর্মাচরণকারীর সময়ানুসারে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয়।২৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদ্বন্! পুণ্যকর্মকারী দ্বিজাতিগণ নিজ নিজ ধর্মের ফলস্বরূপ যে সনাতন লোকসমূহ প্রাপ্ত হন বলা হইয়াছে, তাহার ক্রম আপনি আমাকে বলুন এবং তাহা ব্যতীত অন্য যে সমস্ত লোক আছে, উহারও বিবরণ আপনি বলুন। এখন আমি সকাম কর্মের কথা শুনিতে চাহি না।২৬

সনৎসুজাত বলিলেন,—যেরূপ দুইজন বলবান্ বীরের মধ্যে নিজ বলের বৃদ্ধির নিমিত্ত একে অপরের প্রতি স্পর্ধা দেখাইতে থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যম-নিয়মাদিপালনে অপর হইতে

তস্য সম্যক্ সমাচারমাহুর্বেদবিদো জনাঃ।
নৈনং মন্যেত ভূরিষ্ঠং বাহ্যমাভ্যন্তরং জনম্ ॥২৯

যত্র মন্যেত ভূরিষ্ঠং প্রাবৃষীব তৃণোপলম্।
অন্নং পানং ব্রাহ্মণস্য তজ্জাতেষ্বাসুসংহরেৎ ॥৩০

যত্রাকথয়মানস্য প্রযচ্ছত্যশিবং তমম্
অতিরিক্তমিবাকুর্বন্ স শ্রেষ্ঠান্ নেতরো জনঃ ॥৩১

যো বা কথয়মানস্য হ্যাত্মানং নানুসংস্মরেৎ।
ব্রহ্মস্বং নোপভুঞ্জীত তদ্ধনং সন্ত্যজং সতাম্ ॥৩২

যথা স্বং বাস্তবস্যাহি বা বৈ নিত্যমভুঞ্জতে।
এবং তে বাস্তমশ্নন্তি স্ববীর্য্যস্যোপসেবনাৎ ॥৩৩

নিত্যমজ্ঞাতচর্য্যা যে ইতি মন্যেত ব্রাহ্মণঃ।
জ্ঞাতীনাং তু বসন্ মধ্যে তং বিদ্বর্ব্রাহ্মণং বুধা ॥৩৪

কো হ্যনন্তরমাত্মানং ব্রাহ্মণো হন্তুমর্হতি।
নির্নিঙ্গমচলং শুদ্ধং সর্বৈষেতবিবর্জিতম্ ॥৩৫

তস্মাদ্ধি ক্ষত্রিয়স্যাপি ব্রহ্মাবসতি পণ্ডিতে ॥৩৬

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥৩৭

অশ্রান্তঃ স্যাদনাদাতা সম্মতো নিরুপদ্রবঃ।
শিষ্টো ন শিষ্টবৎ স স্যাদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিৎ
কবিঃ ॥৩৮

উহার বুদ্ধির প্রচার করিতে থাকেন, সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক হইতে মৃত্যু বরণ করিবার পর ব্রহ্মলোকে নিজের প্রকাশ বিস্তৃত করেন।২৭

ধর্মপালনে যাঁহাদের স্পর্দ্ধা আছে, তাঁহাদের পক্ষে উহাই হইল জ্ঞানের সাধন। তাদৃশ ব্রাহ্মণগণ (যদি সকামভাবে উহার অনুষ্ঠান করেন, তবে) মৃত্যুর পর এ-সংসার হইতে দেবতাগণের নিবাসস্থান স্বর্গে গমন করেন।২৮

বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের সম্যক্ আচারপদ্ধতিকে প্রশংসা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্মপালনে বহির্মুখ, তাহাকে বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া উচিত নয় বলিয়া ধার্মিক পুরুষ মনে করেন। আর যে ব্যক্তি (নিষ্কামভাবে) ধর্মপালন করিতে করিতে অন্তর্মুখ হইয়াছেন, এরূপ পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।২৯

যেরূপ বর্ষাকালে তৃণ প্রভৃতির নানাভাবে বিবৃদ্ধি ঘটে, সেইরূপ যেখানে ব্রাহ্মণের যোগ্য অন্নপানাদির অধিকতা বোধ হইবে, সেই দেশেই থাকিয়া তিনি (ধার্মিক ব্রাহ্মণ) জীবন নির্বাহ করিবেন। ধার্মিক ব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা আর নিদ্রাকে কখনও জয় দিবেন না।৩০

যেখানে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে ভয় ও অমঙ্গলপ্রাপ্তি হয়, সেখানে থাকিয়াও যিনি নিজের বিশেষত্ব প্রকাশ করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, অন্যে নহে।৩১

যে ব্যক্তি কাহাকেও আত্মপ্রশংসা করিতে দেখিয়া নিজে সন্তাপ ভোগ করেন না এবং যিনি ব্রাহ্মণের স্বত্ব উপভোগ করেন না, তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিতে সৎপুরুষগণের সম্মতি আছে।৩২

যেরূপ কুকুর নিজেরই কৃত বমনকে (বমিকে) ভক্ষণ করে, সেরূপ যে ব্যক্তি নিজের (ব্রাহ্মণত্বের) প্রভাব প্রদর্শন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ বমনভোজনকারী এবং উহাতে তাহার সদা অবনতি হইতে থাকে।৩৩

যে ব্যক্তি কুটুম্ব জাতিগণের মধ্যে বাস করিয়া নিজের সাধনকে সর্বদা গুপ্ত রাখিতে প্রযত্ন করেন, এইরূপ ব্রাহ্মণকেই বিদ্বান্ পুরুষগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করেন।৩৪

এইরূপ যিনি ভেদজ্ঞানশূন্য, চিহ্নরহিত, অবিচল, শুদ্ধ এবং সর্বপ্রকার বিধা হইতে মুক্ত, তাঁহার

অনাঢ্যা মানুষে বিত্তে আঢ্যা দৈবে তথা ক্রতৌ।
ন দুর্ধর্ষা দুষ্প্রকম্প্যাত্মান্ বিদ্যাদ্ ব্রহ্মণস্তনুম্ ॥৩৯

সর্বান্ বিউক্রতো দেবান্ বিদ্যাদ্ য ইহ কশ্চন।
ন সমানো ব্রাহ্মণস্য তস্মিন্ প্রবর্ততে স্বয়ম্ ॥৪০

অপ্রবর্তমানং তু মানয়ন্তি ন মানিতঃ।
ন মান্যমানো মন্যেত ন মান্যান্ মানয়েৎ ॥৪১

লোকঃ স্বভাববৃত্তির্হি নিমেষোন্মেষবৎ সদা।
বিদ্বাংসো মানয়ন্ত্যেহ ইতি মন্যেত মানিতঃ ॥৪২

অধর্মনিপুণা মূঢ়া লোকে মায়াবিশারদাঃ।
ন মান্যং মানয়িষ্যন্তি মান্যানামবমানিনঃ ॥৪৩

ন বৈ মানশ্চ মৌনশ্চ সহিতৌ বসতঃ সদা।
অয়ং হি লোকো মানস্য অসৌ মৌনস্য
তদ্ বিদুঃ ॥৪৪

শ্রীঃ সুখস্যেহ সংবাসঃ সা চাপি পরিপন্থিনী।
ব্রাহ্মী দুর্লভা শ্রীর্হি প্রজ্ঞাহীনেন ক্ষত্রিয় ॥৪৫

প্রকৃত একাত্মরূপ স্বরূপ জানিয়া কোন ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তাহার দর্শন (অধ্যয়ন) ইচ্ছা করেন ?৩৮

এজন্য উপরিলিখিতভাবে জীবনির্ব্বাহকারী ক্ষত্রিয় পুরুষও ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।৩৯

যে মানুষ উক্ত প্রকারে স্থিত আত্মাকে উহার বিপরীতরূপে মনে করে, আত্মাকে অপহরণকারী সেই চোর কোন পাপ না করে ?৩৭

যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালনে কখনও পরিশ্রান্ত হন না, দান গ্রহণ করেন না, সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত, উপদ্রবশূন্য এবং শিষ্ট হইয়াও নিজের শিষ্টতা (সাধুতা) প্রখ্যাপন করেন না, সেই ব্রাহ্মণই ব্রহ্মজ্ঞ এবং বিদ্বান্।৩৮

যে ব্যক্তি লৌকিক দৃষ্টিতে নির্ধন হইয়াও দৈবী সম্পত্তি এবং যজ্ঞ-উপাসনা প্রভৃতি সম্পন্ন, তিনি সকলের দুর্দ্ধর্ষ ও কোন বিষয় দ্বারাই চঞ্চল হন না। তাঁহাকে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি বলিয়া জানিবে।৩৯

যদি এই মনুষ্যলোকে কেহ যজ্ঞাদি সিদ্ধিকারী সমস্ত দেবতাগণকেও জানিয়া থাকেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মতুল্য হইতে পারেন না; কারণ, তিনি ও' কেবল অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন।৪০

যে ব্যক্তি অপরের নিকট সম্মান পাইয়াও অভিমান করেন না, সম্মাননীয় পুরুষকে দেখিয়া মানসব্যথা পান না এবং চেষ্টা না করিলেও বিদ্বান্ পুরুষগণ যাঁহাকে সমাদর করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত পুরুষ।৪১

এ সংসারে যখন সকলে বিদ্বান্ পুরুষকে সম্মানিত করেন, তখন সম্মানিত পুরুষের ইহাই মনে করা উচিত যে, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষের ন্যায় সৎপুরুষের ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি যে, তাঁহারা সদা সমাদরই করেন।৪২

কিন্তু এ জগতে যাহারা অধর্ম্মে নিপুণ, ছল-কপটতায় চতুর ও মাননীয় পুরুষগণকে অপমানকারী মূর্খ মনুষ্য, তাহারা মান্য পুরুষগণকেও মান্য করে না।৪৩

একথা নিশ্চয় যে, মান ও মৌন সদা একত্রে থাকিতে পারে না; কারণ, মানের দ্বারা ইহলোকে সুখলাভ হয় এবং মৌনের দ্বারা পরলোকে সুখ লাভ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ-বিষয় জানেন।৪৪

রাজন্! মনুষ্যজগতে ঐশ্বর্য্যরূপা লক্ষ্মীকে সুখের

আদ্যানি তস্যেহ বদন্তি সন্তো
বহুপ্রকারাণি দুরাধরাণি।
সত্যার্জবে ব্রীর্দমশৌচবিদ্যা
যথা ন মোহ প্রতিবোধনানি ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সনৎসুজাতপর্বণি দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

গৃহ বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও কল্যাণমার্গের (চোরের ন্যায়) বিঘ্নকারিণী বলিয়া জানিবে। আর ব্রহ্মজ্ঞানময়ী লক্ষ্মী প্রজ্ঞাহীন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ বুঝিতে হইবে ॥৪৫

সৎপুরুষগণ ইহলোকে এই ব্রহ্মজ্ঞানময়ী লক্ষ্মীর প্রাপ্তি বহু প্রকার দ্বারের (উপায়ের) কথা বলিয়াছেন, যাহা মোহকে প্রবুদ্ধ করে না এবং যাহাকে ধারণকরা অত্যন্ত কঠিন। ব্রহ্মজ্ঞানময়ী লক্ষ্মীর দ্বারগুলি হইল—সত্য, সরলতা, লজ্জা, দম, শৌচ ও বিদ্যা ॥৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সনৎসুজাতপর্বে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগি-মৌন-তপস্ত্যাগাপ্রমাদ-দম প্রভৃতীনাং লক্ষণবর্ণনম্, মদাদিদোষাণাং নিরূপণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কস্যৈষ মৌনঃ কতরন্ন মৌনং
প্রব্রূহি বিদ্বন্মহ মৌনভাবম্।
মৌনেন বিদ্বানুত যাতি মৌনং
কথং মুনে মৌনমিহাচরন্তি ॥১

সনৎসুজাত উবাচ।

যতো ন বেদা মনসা সহৈন-
মনুপ্রবিশন্তি তদোঽক্ষরমৌনম্।
যত্রোখিতো বেদশব্দস্তথাঽন্তং
ন তন্মনস্বেন বিভাতি রাজন্ ॥২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ঋচো যজুংষি যো বেদ সামবেদঞ্চ বেদ যঃ।
পাপানি কুর্বন্ পাপেন লিপ্যতে কিং ন
লিপ্যতে ॥৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী মৌন, তপ, ত্যাগ, অপ্রমাদ ও দম প্রভৃতির লক্ষণ বর্ণন এবং মদাদি দোষসমূহের নিরূপণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদ্বন্! তাহার নাম এই মৌন? (বাণী সাধন ও পরমাত্মার স্বরূপ) এই উভয়ের মধ্যে কাহাকে মৌন বলে? এখানে আপনি মৌনভাবের বর্ণনা করুন। কোন বিদ্বান্ পুরুষ মৌন দ্বারা মৌনরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন? হে মুনে! এ সংসারে মানুষ মৌনের আচরণ কি ভাবে করেন? ১

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! যেখানে মনের সহিত বাণীরূপ বেদ অনুপ্রবেশ করিতে পারেন না, সেই পরমাত্মারই নাম মৌন; এজন্য তিনিই হইলেন মৌনস্বরূপ। বৈদিক ও লৌকিক শব্দ যেখান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমেশ্বরের তন্ময়তা সহকারে ধ্যান করিলে তিনি ধ্যানকারীর নিকট প্রকাশিত হন ॥২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদ্বন্! যিনি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ জানেন এবং পাপও করেন, তিনি কি সেই পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না? ৩

স্মৃতি ও শ্রুতিতে যা কথিত হয়েছে—তাইই ধর্ম্ম বলে কথিত হয়। অন্য শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা ধর্ম্মাভাস।

স্মৃতি শ্রুতি প্রভৃতির একমাত্র লক্ষই আমি। জন্ম হতে মরণকাল পর্য্যন্ত দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর কি ভাবে চল্‌তে হবে—স্মৃতিশাস্ত্র তা উপদেশ করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের কথিত মতে যাঁরা চলেন, জীবন-গঠন করেন, তাঁরা অনায়াসে অবিদ্যার কবল হতে মুক্ত হতে সমর্থ হন। অতি সত্বর তাঁদের পাপক্ষয় হয়ে যায়। শ্রুতি দেহাতীত আত্মার উপদেশ করেছেন—এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হতে প্রিয়তর, বিত্ত হতে প্রিয়তর, সকল হতেই প্রিয়তর। কারণ আত্মা অন্তরতম। সমস্ত বস্তুর জন্য সমস্ত বস্তু প্রিয় তা নয়, আত্মার জন্য সমস্ত প্রিয় হয়ে থাকে। যথাবিধি স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও শ্রুতিপাঠ কর্‌তে কর্‌তে পাপক্ষয় হয়ে যায়, পাপক্ষয় হলেই মানুষের জ্ঞানোৎপত্তি হয়। আমি দেহ নই,—আত্মা—এই জ্ঞানের আবির্ভাব হলে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। দেহের বাঁধনে আর বাঁধা থাকে না। স্মৃতি-শ্রুতিবিহিত ধর্ম্ম যখন ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন জীবকুল ধর্ম্মনাশ হেতু আকুল হয়ে প'ড়ে কেবল যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে থাকে, তাই আমার জীবকে জ্বালা-যন্ত্রণার কবল হতে মুক্ত করে পরমানন্দ দান করবো বলে—আমি অজ হয়েও জন্ম নিই। আমার জীবকে আমি বড় ভালবাসি, তাদের পরমানন্দ দিবার জন্যই ধর্ম্ম সংস্থাপন করে থাকি—"সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং" সমস্তই উপনিষৎকথিত ব্রহ্ম—এই জ্ঞানলাভে জীব কৃতার্থ হয়ে যায়। তাই আমি আমি ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য। একমাত্র ধর্ম্মহীনতার জন্য আত্মা যে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ—এ জ্ঞানাভাবে মানবকুল কত হাহাকার করে। সে যে সিংহশিশু, সে যে মেষ নয়—তা বুঝতে পারেনা, সে যে অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য—অশোষ্য আত্মা তা

জানতে না পেরে, কত যুগ-যুগান্তর ধরে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত থাকে;-তাই আমি আসি ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য। এই স্মার্ত্ত শ্রৌত-ধর্ম্ম স্থাপিত হলে, মানব ধর্ম্মপথ অবলম্বন করলে, তার আর জ্বালা থাকে না। তার আত্মস্বরূপ জেনে সে যে আমার প্রকৃতি, আমার অংশ, এ অনুভব করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। ডাকি আমি, সদাই ডাকি সকলকে। আয় আয়, ওরে পথহারা ছুটে আয়, অবলম্বন কর শাস্ত্র পথ, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই যে কোথা দিয়ে কেমন করে দুস্তর সংসার-সাগর পার হয়ে গেছিস্, বুঝতেও পারবি না। হা, আমি আসি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য।

---

3 MAR 1971

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কারমঠ

১০।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম উত্তমরূপে স্থাপিত করবার জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ।

বেদ ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াসাধ্য ধর্ম্ম যখন লোপ পায়, মানুষ যখন দেহপোষণ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, ভোগের কীট হয়ে ভোগে ডুবে যায়, তখন তাদের উদ্ধারের জন্য আমাকে আসতে হয় ।

[নবমবর্ষ, কার্ত্তিক মাস, ১৩৭৭] [পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০] প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্. বি., ডি-ই-এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

কার্য্যালয় :—
মহামিলনমঠ
পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫ (ফোন ৫৬-২৭৩১)

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর 'আর্য্যশাস্ত্রে' অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০, প্রতি সংখ্যা ১·০০, মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা ৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৭।৭ পি ডব্লউ ডি রোড, কলিকাতা ৩৫" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কূপন পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৭।৭০

যে মাতৃরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণ আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩·০০ টাকা
২।	বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২·৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩।	শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ	৩০·০০ টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯·০০ ,,
৫।	শ্রীমদ্‌ভাগবত	৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

সনৎসুজাত উবাচ

নৈনং সমাদ্যুচো বাপি ন যজুংষ্যবিচক্ষণম্ ।
ত্রায়ন্তে কর্মণঃ পাপাত্ত ইত্যা ব্রবীম্যহম্ ॥৪
ন ছন্দাংসি বৃজিনাং তারয়ন্তি
মায়াবিনং মায়য়া বর্তমানম্ ।
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষা-
শ্ছন্দাংস্যেনং প্রজহত্যন্তকালে ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ন বেদ্ বেদা বিনা ধর্মং ত্রাতুং শক্তা বিচক্ষণ ।
অথ কস্মাৎ প্রলাপোঽয়ং ব্রাহ্মণানাং সনাতনঃ ॥৬॥

সনৎসুজাত উবাচ

তস্যৈব নামাদিবিশেষরূপৈ-
রিদং জগদ্ ভাতি মহানুভাব ।
নির্দিশ্য সম্যক্ প্রবদন্তি বেদা—
স্তদ্ বিশ্ববৈরূপ্যমুদাহরন্তি ॥৭॥

তদর্থমুক্তং তপ এতদিজ্যা
তাভ্যামসৌ পুণ্যমুপৈতি বিদ্বান্ ।
পুণ্যেন পাপং বিনিহত্য পশ্চাৎ
সম্পদ্যতে জ্ঞানবিধৌপিতাত্মা ॥৮॥
জ্ঞানেন চাত্মানমুপৈতি বিদ্বা—
নথাস্তথা বর্গফলানুকাঙ্ক্ষী ।
অস্মিন্ কৃতং তং পরিগৃহ্য সর্ব—
মমুত্র ভুঙ্‌ক্তে পুনরেতি মার্গম্ ॥৯॥
অস্মিঁল্লোকে তপস্তপ্ত্বা ফলমত্র ভুঞ্জতে ।
ব্রাহ্মণানামিমে লোকা যুক্তে তপসি তিষ্ঠতাম্ ॥১০॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

কথং সমৃদ্ধমসমৃদ্ধং তপো ভবতি কেবলম্ ।
সনৎসুজাত তত্ ব্রূহি যথা বিদ্যাম তদ্ বয়ম্ ॥১১॥

সনৎসুজাত উবাচ

নিষ্কল্মষং তপস্তেষাং কেবলং পরিচক্ষতে ।
এতদ্ সমৃদ্ধমপ্যাহুঃ তপো ভবতি কেবলম্ ॥১২॥

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না; বস্তু, দাম অথবা যজুর্বেদ কোন পাপকর্মকারী অজ্ঞানকে তাহার পাপকর্ম হইতে রক্ষা করেন না। ৪

যে ব্যক্তি কপটতাপূর্বক ধর্মাচরণ করে, সেই মিথ্যাচারীকে বেদ পাপ হইতে উদ্ধার করেন না। যেরূপ পক্ষ উদ্গিরণ করিলে পক্ষীরা নিজেদের বাসা ত্যাগ করে, সেইরূপ বেদও বিনাশকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে। ৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যদি বেদ ব্যতীত কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ না হন, তবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পবিত্রতার কথা দীর্ঘকাল হইতে কেন চলিয়া আসিতেছে? (এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ—ঋগ্-যজুঃ-সামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।) ৬

সনৎসুজাত বলিলেন,—মহানুভাব! পরমব্রহ্ম পরমাত্মারই নামাদি বিশেষ রূপ দ্বারা এই জগতের প্রতীতি হয়—এই কথাই বেদ সম্যক্‌রূপে বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বরূপ বিশ্ব হইতে বিলক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। ৭

তাঁহার প্রাপ্তির জন্য বেদে তপ ও যজ্ঞ প্রতিপাদিতও হইয়াছে। এই তপ ও যজ্ঞ দ্বারা সেই বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্যলাভ করেন। তারপর তিনি নিষ্কাম কর্মরূপ পুণ্যদ্বারা পাপকে নষ্ট করিয়া দিলে পরে তাঁহার অন্তঃকরণ জ্ঞানে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ৮

তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ জ্ঞানদ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন; কিন্তু ইহার বিপরীত যে ভোগাভিলাষী ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গফলের ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি ইহলোকে অনুষ্ঠিত সকল কর্মকে সঙ্গে লইয়া পরলোকে গমন করত উহা ভোগ করিতে থাকে এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনরায় এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করে। ৯

এই ভূলোকে যে ব্যক্তি সকামভাবে তপস্যা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি উহার ফল পরলোকে ভোগ করে। পরন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক), তাঁহারা ইহলোকে নিষ্কামভাবে কঠোর তপস্যা করিয়া এই লোকেই সেই তপস্যার তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল ভোগ করেন (এবং মুক্ত হইয়া যান)। এইরূপে একই তপস্যা শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ ভেদে দুই প্রকার দেখা যায়। ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সনৎসুজাত! বিশুদ্ধভাবযুক্ত কেবল তপস্যা কিরূপে এতাদৃশ প্রভাবশালী সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ (শুদ্ধ) হয়? আপনি উহা এরূপভাবে বলুন, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি। ১১

সনৎসুজাত বলিলেন,—এই তপস্যা সর্বপ্রকারে নির্দোষ বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে ভোগবাসনারূপ দোষ থাকিতে পারে না। এজন্য ইহাকে বিশুদ্ধ বলা হইয়াছে এবং এজন্যই এই বিশুদ্ধ তপস্যাতে সকাম তপস্যা অপেক্ষা ফলের বৃদ্ধিতেও বহু তারতম্য দেখা যায়। ১২

তপোমূলমিদং সর্বং ব্রূহি যৎ পৃচ্ছসি ক্ষত্রিয়।
তপসা বেদবিদ্বাংসঃ পরং ব্রহ্মতমাপ্নুয়ুঃ ॥১৩॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

কামতঃ তপসো ব্রূহি ফলং নিষ্কামতঃ তপঃ।
সনৎসুজাত বেদেষু বিদ্বাংঃ গুহ্যং সনাতনম্ ॥১৪॥

সনৎসুজাত উবাচ

ক্রোধাদয়ো দ্বাদশ যস্য দোষা—
স্তথা নৃশংসানি দশত্রি রাজন্।
ধর্মাদয়ো দ্বাদশৈতে দ্বিজানাং
শাস্ত্রে গুণা যে বিহিতা দ্বিজানাম্ ॥১৫॥

ক্রোধঃ কামো লোভ-মোহৌ বিচিকিৎসা
কৃপাসূয়ে মান-শোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা
বর্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্ ॥১৬॥

একৈকঃ পদ্ম্যাপাস্যে ত মনুষ্যান্ মনুজর্ষভ।
লিপ্সমানোঽনুসূয়ং বৈ তস্মাদেনমিদং শৃণু ॥১৭॥

বিকত্থনঃ স্পৃহয়ালুর্মনস্বী
বিভ্রং কোপং চপলোঽরক্ষণশ্চ।
এতান্ পাপাঃ যড়্ নরাঃ পাপধর্মান্
প্রকুর্বতে নো ত্রসন্তঃ সুদুর্গে ॥১৮॥

সম্ভোগসংবিদ্ বিবিধোঽভিমানী
দত্ত্বানুতাপী কৃপণো বলীয়ান্।
বর্ণপ্রশংসী বনিতাসু ঘৃষ্টো
এতে পরে সপ্ত নৃশংসবর্গাঃ ॥১৯॥

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ
অমাৎসর্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ
ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥২০॥

যস্যেতেভ্যঃ প্রভবেদ্ দ্বাদশেভ্যঃ
সর্বাসপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বাপিতো য-
স্তস্য স্বয়ম্ভীতি স বেদিতব্যঃ ॥২১॥

রাজন্! তুমি যে তপস্যার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহাই হইল সারা জগতের মূল। বেদজ্ঞ বিদ্বান্ এই নিষ্কাম তপস্যাতেই পরম অমৃত (মোক্ষ) লাভ করেন। ১৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সনৎসুজাত! আমি নির্দোষ (নিষ্কাম) তপস্যার মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এখন তপস্যার যাহা দোষ, উহাই আমাকে বলুন; যাহাতে আমি এই সনাতন গোপনীয় ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে সমর্থ হই। ১৪

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! তপস্যার ক্রোধ প্রভৃতি বারটি দোষ আছে এবং তের প্রকারের নৃশংস মনুষ্য দেখা যায়। ধর্মাদি শাস্ত্রে কথিত ব্রাহ্মণগণের ধর্মাদি বারটি গুণ প্রসিদ্ধ আছে। ১৫

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, চিকীর্ষা, নির্দয়তা, অসূয়া, অভিমান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষা এবং নিন্দা—মনুষ্যের মধ্যে অবস্থিত এই বারটী দোষ সকল মনুষ্যেরই সর্বদা ত্যাগ করা উচিত। ১৬

নরশ্রেষ্ঠ! যেরূপ ব্যাধ মৃগগণের বিনাশের জন্য সর্বদা ছিদ্র (সুযোগ) পাইবার ইচ্ছায় আত্মগোপন করিয়া সতর্ক দৃষ্টিতে অবস্থান করে, সেইরূপ এই দোষগুলির মধ্যে এক একটি দোষ মনুষ্যগণের ছিদ্র দেখিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করে। ১৭

আত্মপ্রশংসাকারী, দোষদৃক্, অল্প অপরাধেও রুষ্ট হইতে অক্ষম, নিরন্তর ক্রোধী, চঞ্চল ও আশ্রিতকে রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক—এই ছয় প্রকারের মনুষ্য পাপী। মহাসঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াও ইহারা ভীত না হইয়া এই সকল পাপকর্মের আচরণ করে। ১৭

সম্ভোগেই মনোনিবেশকারী, বিবাদপ্রিয়শীল, অত্যন্ত অভিমানী, দান করিয়া পরে অনুতাপকারী, অতিশয় কৃপণ, অর্থ ও কামের প্রশংসাকারী এবং স্ত্রীগণের দ্বেষকারী—এই সাত প্রকার ও পূর্বোক্ত ছয় প্রকার সর্বসাকুল্যে তের প্রকারের মানুষকে নৃশংসবর্গ বলা হইয়াছে। ১৯

ধর্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, মাৎসর্যের অভাব, লজ্জা, তিতিক্ষা (সহনশীলতা), কাহারও দোষ না দেখা, যজ্ঞ করা, দান করা, ধৈর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান—এই বারটি ব্রাহ্মণের ব্রত (গুণ)। ২০

যে ব্যক্তি এই বারটি ব্রতের (গুণের) উপর নিজের দৃষ্টি রাখেন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে নিজের অধীনস্থ করিতে সমর্থ হন। ইহাদের মধ্যে তিনটি, দুইটি বা একটি গুণের দ্বারাও যিনি শোভিত, তাঁহার মধ্যেই সর্বপ্রকারের ধন বর্তমান থাকে—ইহাই বুঝিতে হইবে। ২১

দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ এতেষ্বেবাহিতম্।
তানি সত্যমুখান্যাহুর্ব্রহ্মণঃ যে মনীষিণঃ ॥২২॥
দশৈতা হ্যষ্টাদশগুণঃ প্রতিকূলঃ কৃতাকৃতে।
অনৃতং চাত্মসম্ভাবা চ কামার্থৌ চ তথা স্পৃহা ॥২৩॥
ক্রোধঃ শোকস্তথা তৃষ্ণা লোভঃ পৈশুন্যমেব চ।
মৎসরশ্চ বিহিংসা চ পরিতাপস্তথারতিঃ ॥২৪॥
অপস্মারশ্চাতিবাদস্তথা সম্ভাবনাত্মনি।
এতৈর্বিমুক্তো দোষৈর্যঃ স শান্তঃ সন্নিরুচ্যতে ॥২৫॥
মদোঽষ্টাদশদোষঃ স্যাৎ ত্যাগো ভবতি ষড়্বিধঃ।
বিপর্য্যয়াঃ স্মৃতা এতে মদদোষা উদাহৃতাঃ ॥২৬॥
শ্রেয়াংস্তু ষড়্বিধস্ত্যাগস্তাসাং দুষ্করো ভবেৎ।
তেন দুঃখং ভবত্যেব ভিন্নঃ তাংস্তান্ জিতঃ কৃতে ॥২৭॥
শ্রেয়াংস্তু ষড়্বিধস্ত্যাগঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্বিতীয়বৈরাগ্যযোগতঃ ॥২৮॥

কামত্যাগশ্চ রাজেন্দ্র স তৃতীয় ইতি স্মৃতঃ।
অপবাদ্যং বদন্ত্যেতং স তৃতীয়ো গুণঃ স্মৃতঃ ॥২৯॥
তাভ্যাং তৃতীয়ো ভবতি মোক্ষপ্রাপ্তৌ চ কামতঃ।
ন চ দ্রব্যেভ্যস্তু ভবতি মোক্ষপ্রাপ্তৌ চ কামতঃ ॥৩০॥
ন চ কর্ম্মসিদ্ধেষু দুঃখং তেন চ ন প্লবেৎ।
সর্ব্বৈরেব গুণৈর্যুক্তো দ্রব্যবানপি যো ভবেৎ ॥৩১॥
অপ্রিয়ে চ সমুৎপন্নে ব্যথাং জাতু ন গচ্ছতি।
ইষ্টান্ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ ন যাচেত কদাচন ॥৩২॥
অর্হতে যাচমানায় প্রদেয়ঃ তদ্ধ্রুবং ভবেৎ।
অপ্রমাদী ভবেদেতৈঃ স চাপ্তাষ্টগুণো ভবেৎ ॥৩৩॥
সত্যং ধ্যানং সমাধানং শৌচং বৈরাগ্যমেব চ।
অস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তথাঽপরিগ্রহমেব চ ॥৩৪॥
এবং দোষা মদস্যোক্তাস্তাংস্ত্যাগেন পরিবর্জ্জয়েৎ।
তথা ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ স [illegible] ॥৩৫॥

দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ—এই তিনটি গুণের অনুষ্ঠানের বিষয়ে। যিনি মনীষী (বুদ্ধিমান্) ব্রাহ্মণ, তিনি বলেন—এই গুণত্রয়ের মূল সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অভিমুখে অর্থাৎ ইহারাই পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন)। ২২

মদ অষ্টাদশ গুণদোষের (নিম্নলিখিত অষ্টাদশ প্রকারের দোষের ত্যাগকেই গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।) ১। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে বিপরীতধারণা, ২। অসত্যভাষণ, ৩। গুণে দোষদৃষ্টি, ৪। স্ত্রীবিষয়ক কামনা, ৫। সকল ধন উপার্জ্জনেই আসক্ত থাকা, ৬। ভোগস্পৃহা, ৭। ক্রোধ, ৮। শোক, ৯। তৃষ্ণা, ১০। লোভ, ১১। খলতা, ১২। মাৎসর্য্য, ১৩। হিংসা, ১৪। সন্তাপ, ১৫। শাস্ত্রে অরতি, ১৬। কর্ত্তব্যবিস্মৃতি, ১৭। অধিক অপ্রয়োজনীয় কথা বলা এবং ১৮। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা—এই দোষসমূহ হইতে যিনি মুক্ত, তাঁহাকেই সৎপুরুষগণ শান্ত (জিতেন্দ্রিয়) বলেন। ২৩—২৫

মদ হইল অষ্টাদশদোষে দুষ্ট। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার মদের যে বিপর্য্যয় সূচিত হইয়াছে, উহাদিগকেই মদের দোষ বলা হইয়াছে। ত্যাগ ছয় প্রকার, এই ছয় প্রকারের ত্যাগই অত্যন্ত উত্তম; কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে তৃতীয় ত্যাগ অর্থাৎ কামত্যাগ উহা অতিশয় কঠিন, ইহাদ্বারা (কামত্যাগ দ্বারা) মানুষ ত্রিবিধ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক) দুঃখ উত্তীর্ণ হয়। কাম ত্যাগ করিয়া দিলে মানুষ সব কিছুই জয় করিতে সমর্থ হয়। ২৬-২৭

রাজেন্দ্র! ছয় প্রকার [illegible] শ্রেষ্ঠের ত্যাগ, তাহা বলিতেছি। লক্ষ্মী (ধনসম্পত্তিকে) পাইয়া হৃষ্ট না হওয়া—ইহাই প্রথম ত্যাগ, যজ্ঞ-হোমাদিতে এবং কূপ পুষ্করিণী ও উদ্যানাদিতে অর্থ ব্যয় করা—দ্বিতীয় ত্যাগ এবং সর্ব্বত্র বৈরাগ্যবান হইয়া কামকে ত্যাগ করাই চতুর্থ—তৃতীয় ত্যাগ। প্রাজ্ঞগণ ইহাকেই অনির্ব্বচনীয় মোক্ষের উপায় বলেন। অতএব এই তৃতীয় ত্যাগকেই বিশেষ গুণ বলিয়া মান্য করা হয়। ২৮-২৯

বৈরাগ্যপ্রকারে সমস্ত পদার্থসমূহকে ত্যাগ করিয়া যে নিষ্কামতা আসে, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপভোগের দ্বারা আসে না। অধিক ধনসম্পত্তির সংগ্রহে নিষ্কামতা আসে না, আবার কামনা পূরণের জন্য বিষয়ভোগেও কামত্যাগ হয় না ॥৩০

যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার গুণাবলিতে যুক্ত এবং ধনবান্, তিনি যদি কোন কর্ম্ম করিয়া সফলতা লাভ না করেন, তবে তাহার জন্য তাঁহার দুঃখ ও মনস্তাপ করা উচিত নয় ॥ ৩১

কোন অপ্রিয় ঘটনা যদি ঘটিয়া যায়, তবে তাহাতে ব্যথিত না হওয়াই—চতুর্থ ত্যাগ। নিজ অভীষ্ট পদার্থ স্ত্রী-পুত্রাদি যাচ্ঞা না করাই—পঞ্চম ত্যাগ ॥ ৩২

সুযোগ্য যাচক আসিলে তাহাকে দান করাই হইল—ষষ্ঠ ত্যাগ। এ সকলের দ্বারা মানুষের কল্যাণলাভ হয়। এই ত্যাগময় গুণসমূহ দ্বারাই মানুষ অপ্রমাদী হয়। এই অপ্রমাদেরও আট গুণ আছে—সত্য, ধ্যান, অধ্যাত্মবিষয়ক বিচার, সমাধান, বৈরাগ্য, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ॥ ৩৩-৩৪

অষ্টৌ দোষাঃ প্রমাদস্য তান্ দোষান্ পরিবর্জয়েৎ।
ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ পঞ্চভ্যো মনসশ্চৈব ভারত।
অতীতানাগতেভ্যশ্চ মুক্ত্বোপেতঃ সুখী ভবেৎ ॥৩৬॥
সত্যাত্মা ভব রাজেন্দ্র সত্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
দানে সত্যমুপাসীনাঃ সতো স্বর্গমুপাসতে ॥৩৭॥
নিবৃত্তেনৈব দোষেণ তপোব্রতমিহাচরেৎ।
এতদ্ ধাতৃকৃতং বৃত্তং সত্যমেব সতাং ব্রতম্ ॥৩৮॥
দৌষৈরেতৈর্বিমুক্তস্তু গুণৈশ্চৈতৈঃ সমন্বিতঃ।
এতৎ সমুদ্ধমত্যর্থং তপো ভবতি কেবলম্ ॥৩৯॥
যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সংক্ষেপাৎ প্রব্রবীমি তে।
এতৎ পাপহরং পুণ্যং ব্রহ্মমৃত্যুজরাপহম্ ॥৪০॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

আখ্যানপঞ্চমৈর্বেদৈর্বৃদ্ধিঃ কথ্যতে জনঃ।
তথা চান্যে চতুর্বেদাস্ত্রিবেদাশ্চ তথা পরে ॥৪১॥
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথা পরে।
তেষাং তু কতরঃ স স্যাদ্ যমহং বেদ বৈ দ্বিজম্ ॥৪২॥

সনৎসুজাত উবাচ

একস্য বেদস্যাজ্ঞানাদ্ বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ।
সত্যাসৌকস্য রাজেন্দ্র সতো কশ্চিদবস্থিতঃ ॥৪৩॥
এবং বেদমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞোঽহমিতি মন্যতে।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো লোভাদেতৎ প্রবর্ততে ॥৪৪॥
সত্যাৎ প্রচ্যবমানানাং সঙ্কল্পশ্চ তথা ভবেৎ।
ততো যজ্ঞঃ প্রতায়েত সত্যস্যৈবাববারণাৎ ॥৪৫॥
মনসাস্য ভবতি বাচাস্যস্যাথ কর্মণা।
সঙ্কল্পসিদ্ধঃ পুরুষঃ সঙ্কল্পানধিতিষ্ঠতি ॥৪৬॥

এই আটপ্রকার গুণ ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই উভয়েরই—ইহা সর্বসম্মত। এইরূপ মনের যে আটটি প্রকার দোষ পূর্বে বলা হইয়াছে, উহা সর্বথা ত্যাগ করা উচিত। প্রমাদের আটটি দোষ আছে, উহাও ত্যাগ করিতে হয়॥ ৩৫

ভারত! পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন—ইহাদের নিজ নিজ বিষয়ে ভোগবুদ্ধিতে যে প্রবৃত্তি হয়, উহা হইল ছয় প্রকার এবং অতীতের জন্য চিন্তা ও ভবিষ্যৎকালের জন্য আশা—এই দুইটি দোষ। এই অষ্টবিধদোষমুক্ত পুরুষ সুখী হয়॥ ৩৬

রাজেন্দ্র! তুমি সত্যস্বরূপ হইয়া যাও, কারণ, সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত। এই দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ প্রভৃতি গুণও সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশক; সত্যেতেই অমৃতের প্রতিষ্ঠা॥ ৩৭

দোষসমূহকে নিবৃত্ত করিয়া এ সংসারে তপস্যা ও ব্রতের আচরণ করা উচিত—ইহাই বিধাতা কর্তৃক কৃত নিয়ম। সত্যই হইল শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের ব্রত। পূর্বোক্ত দোষসমূহ হইতে মুক্ত ও গুণসমূহে যুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এইরূপ মানুষেরই বিশুদ্ধ তপস্যা অভিলষিত ফল দেয়। রাজন্! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম। এই তপস্যা জন্ম, মৃত্যু ও দুঃখসমূহের কষ্ট দূর করে, পাপসমূহ হরণ করে এবং পরম পবিত্র। ৩৮-৪০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে মুনে! ইতিহাস-পুরাণ হইল যাহাদের সংখ্যায় পঞ্চম, সেই চারি বেদের দ্বারা কোন কোন লোক বিশেষভাবে কথিত হইয়াছেন? অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পঞ্চবেদী বলা হয়।), অন্য সকলের মধ্যে কেহ চতুর্বেদী এবং কেহ আবার ত্রিবেদী বলিয়া কথিত হন॥ ৪১

এইভাবে কিছু মানুষকে দ্বিবেদী, একবেদী ও অনৃচ (যাহারা ঋক্ প্রভৃতি বেদ অধ্যয়ন করে নাই।) বলা হয়। ইহাদের মধ্যে এমন কি বিশেষ আছে, যাহাতে আমি নিশ্চিতরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারি॥ ৪২

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! সৃষ্টির আদিতে বেদ একটি ছিলেন, কিন্তু উহা বুঝিতে অসুবিধার জন্য (একটি বেদকে) বহুভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সত্যস্বরূপ একটি বেদের সারতত্ত্ব পরমাত্মাতে অভ্যাস লোকই অবস্থান করিতে পারেন॥ ৪৩

এইরূপে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়াও কোন কোন ব্যক্তি নিজেকে বিদ্বান্ বলিয়া মনে করে; তাহারা দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্মে লোভবশতঃ (সাংসারিক সুখের প্রাপ্তিরূপ ফলের লোভে) প্রবৃত্ত হয়॥ ৪৪

প্রকৃতপক্ষে যাহারা সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে চ্যুত হইয়াছে, তাহাদেরই ঐরূপ সঙ্কল্প উত্থিত হয়। তাহারা সত্যস্বরূপ বেদের প্রাধান্যের নিশ্চয় করিয়া উহাদ্বারা যজ্ঞের বিস্তার (অনুষ্ঠান) করে॥ ৪৫

কাহারও যজ্ঞ মনের দ্বারা, কাহারও বাক্যের দ্বারা এবং কাহারও আবার ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয়। সত্যসঙ্কল্প পুরুষ সঙ্কল্পের অনুসারেই লোকসমূহ প্রাপ্ত হন॥ ৪৬

অনৈভূত্যেন চৈতস্য দীক্ষিতব্রতনাচরেৎ।
নামৈতদ্ ধাতুনির্বৃত্তঃ সত্যমেব সতাং পরম্ ॥৪৭
জ্ঞানং বৈ নাম প্রত্যক্ষং পরোক্ষং জায়তে তপঃ।
বিদ্যাদ্ বহু পঠন্তং তু দ্বিজং বৈ বহুপাঠিনম্ ॥৪৮॥
তস্মাৎ ক্ষত্রিয় মা মংস্থা জন্মিতেনৈব বৈ দ্বিজম্।
য এব সত্যাদ্ধাপৈতি স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণস্ত্বয়া ॥৪৯॥
ছন্দাংসি নাম ক্ষত্রিয় তানথর্বা
পুরা জগৌ মহর্ষিসত্ত্ব এবঃ।
ছন্দোবিদস্তে ন উত নাধীতবেদা
ন বেদবেত্তস্তু বিদুর্হি তত্ত্বম্ ॥৫০
ছন্দাংসি নাম দ্বিপদাং বরিষ্ঠ
স্বচ্ছন্দযোগেন ভবন্তি তত্র।
ছন্দোবিদস্তেন চ তানধীতা
গতা ন লোকস্য ন বেত্তবার্ত্যাঃ ॥৫১॥
ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি
কশ্চিৎ বেত্তান্ বৃধ্যতে বাপি রাজন্।
যো বেদ বেদান্ ন স বেদ বেদ্যং
সত্যে স্থিতো যস্তু স বেদ বেদম্ ॥৫২
ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি
বেত্তেন বেদং ন বিদুর্ন বেদম্।
যো বেদ বেদং স চ বেদ বেদ্যং
যো বেদ বেদ্যং ন স বেদ সত্যম্ ॥৫৩॥
যো বেদ বেদান্ স চ বেদ বেদ্যং
ন তং বিদুর্বেদবিদো ন বেদাঃ।
তথাপি বেদেন বিদন্তি বেদং
যে ব্রাহ্মণা বেদবিদো ভবন্তি ॥৫৪॥

কিন্তু যতকাল সত্ত্ব সিদ্ধ না হয়, ততকাল দীক্ষিত ব্রতের আচরণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই দীক্ষিত শব্দ "দীক্ষ ব্রতাদেশে" এই ধাতুতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৎপুরুষগণের নিকট সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭

কারণ, পরমাত্মার জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, আর তপস্যার ফল পরোক্ষ (এইজন্য জ্ঞানেরই আদর গ্রহণ করিতে হয়)। বহু পাঠকারী (অধ্যয়নকারী) ব্রাহ্মণকে বহুপাঠী (বহুজ্ঞ) বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮

মহারাজ! এইজন্য কেবল বাক্‌পটুতা বাক্যাদ্বারাতে কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিবে না। যে ব্যক্তি সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে কখনও চ্যুত হন না, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৯

রাজন্! অথর্বামুনি এবং মহর্ষিগণ পূর্বকালে যাঁহার গান করিয়াছেন, তাঁহাকেই ছন্দ (বেদ) বলা হয়। কিন্তু সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াও যে ব্যক্তি বেদের দ্বারা জানিবার যোগ্য পরমাত্মার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হয় না, সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে বেদজ্ঞ নহে ॥ ৫০

নরশ্রেষ্ঠ! ছন্দ (বেদ) সেই পরমাত্মাতেই স্বাধীনভাবে স্থিত আছেন (স্বতঃপ্রমাণ)। এই কারণে বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞ আর্যগণ বেদরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না, তাহা হইতে পারে না ॥৫১

রাজন্! বেদের তত্ত্ব কেহই জানিতে সমর্থ হয় না অথবা কোন ব্যক্তি এই বেদের প্রকৃত রহস্য (নিগূঢ়ভাব) জানিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কেবল বেদের বাক্যসমূহই (কর্মকাণ্ডোক্ত বেদমন্ত্রসমূহ) জানে, সেই ব্যক্তি বেদের দ্বারা জানিবার যোগ্য পরমাত্মাকে জানিতে পারে না কিন্তু যে মনুষ্য সত্যে স্থিত (বেদের জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরমাত্মার একনিষ্ঠ) থাকেন, তিনি বেদবেত্ত পরমাত্মাকে জানিতে পারেন ॥ ৫২

যত বেদজ্ঞের মধ্যেও কোন ব্যক্তি বেদের প্রকৃত রহস্য জানিতে পারেন না; কারণ, অশুদ্ধ অবিশুদ্ধ মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা কেহই বেদের রহস্য বুঝিতে সক্ষম হয় না এবং জানিবার যোগ্য পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। যে মানুষ কেবল ধর্মবিধায়ক বেদকে জানে, সেই মানুষ তো বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতব্য পদার্থকেই জানে, সেইহেতু যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাতব্য পদার্থকে জানে, সেই সকামী ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩

যে মহাপুরুষ বেদের প্রকৃত রহস্য জানেন, তিনি জ্ঞাতব্য পরমাত্মাকেও জানেন; কিন্তু তাঁহাকে বেদবাক্যাভিজ্ঞ পুরুষগণ ও স্বয়ং বেদও জানিতে পারেন না। তথাপি যিনি বেদের রহস্যজ্ঞ ব্রহ্মবেত্তা মহাপুরুষ, তিনি সেই বেদের দ্বারাই বেদের রহস্য অবগত হন (অর্থাৎ বেদবাক্যগুলির তত্ত্ব এমন গুপ্ত আছে যে, কেবল শব্দের জ্ঞান হইলে উহার রহস্য এবং উহাতে বর্ণিত পরমাত্মার তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তপস্যা ও গুরু-

যথাংশভাগস্য তথা হি বেদা
যথা চ শাখা হি মহীরুহস্য ।
সংবেদনে চৈব যথামনস্কি
তস্মিন্ হি সত্যে পরমাত্মনোঽর্থে ॥৫৫॥
অভিজানামি ব্রাহ্মণং ব্যাখ্যাতারং বিচক্ষণম্ ।
যশ্ছিন্নবিচিকিৎসঃ স ব্যাচষ্টে সর্বসংশয়ান্ ॥৫৬॥
নাস্ত পর্য্যেষণং গচ্ছেৎ প্রাচীনং নোত দক্ষিণম্ ।
নাবাচীনং কুতশ্চির্যাঙ্ নাদিশং ত্বা কথঞ্চন ॥৫৭॥
তস্য পর্য্যেষণং গচ্ছেৎ প্রত্যাধিষ্ কথঞ্চন ।
অবিচিন্বন্নিমং বেদে তপঃ পন্থতি তং প্রভুম্ ॥৫৮॥
তূষ্ণীম্ভূত উপাসীত ন চেষ্টেনেনসাপি চ ।
উপাবর্তস্ব তদ্ ব্রহ্ম অন্তরাত্মনি বিশ্রুতম্ ॥৫৯॥

মৌনায় স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ ।
যলক্ষণং তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥৬০॥
সর্বার্থানাং ব্যাকরণাদ্ বৈয়াকরণ উচ্যতে ।
তন্মূলতো ব্যাকরণং ব্যাকরোতীতি তৎ তথা ॥৬১
প্রত্যক্ষদর্শী লোকানাং সর্বদর্শী ভবেন্নরঃ ।
সত্যে বৈ ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠংস্তদ্ বিদ্বান্ সর্ববিদ্ ভবেৎ ॥৬২
ধর্মাদিষ্ স্থিতোঽপ্যেবং ক্ষত্রিয় ব্রহ্ম পন্থতি ।
বেদানাং চানুপূর্ব্যেণ এতদ বৃদ্ধ্যা ব্রবীমি তে ॥৬৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সনৎসুজাতপর্বণি সনৎসুজাতবাক্যে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

দেবাদির দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সনন্তন এবং শ্রীভগবানের কৃপায় সাধক তাহা বুঝিতে সমর্থ হন ॥ ৫৫

দ্বিতীয়ার শুদ্ধ চন্দ্রকলার বর্ণনা করিবার জন্য যেমন বৃক্ষের শাখার দিকে সঙ্কেত করা হয়, সেইরূপ সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞানের জন্যও বেদেরও উপযোগিতা আছে—ইহা বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন ॥ ৫৫

আমি তো তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি, যিনি পরমাত্মার তত্ত্ব জানেন, বেদের যথার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, যাঁহার নিজ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি অপরের সকল সংশয় অপনোদন করিতে সমর্থ ॥ ৫৬

এই আত্মার অন্বেষণের জন্য পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম কিংবা উত্তর দিকে যাইবার আবশ্যকতা নাই. সুতরাং সেস্থলে অধিকোণ প্রভৃতি কোণসমূহের কথা আর বলিবার কি আছে! এইরূপে দিগ্‌বিভাগরহিত প্রদেশেও তাঁহার অন্বেষণের জন্য যাইতে হয় না ॥ ৫৭

আত্মার অনুসন্ধান অনাত্মপদার্থসমূহে কোনরূপেই করিতে নাই, বেদবাক্যসমূহেও উহার অন্বেষণ করিতে হয় না ; কেবল তপস্যার দ্বারা সেই প্রভুর সাক্ষাৎকার হয় ॥ ৫৮

মৌনাবলম্বনপূর্বক অথবা বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্বপ্রকার চেষ্টাশূন্য করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিবে, এমন কি মনের দ্বারাও কোন চেষ্টা করিবে না ; রাজন্ ! তুমিও নিজ হৃদয়ে স্থিত সেই বিখ্যাত পরমেশ্বরের বুদ্ধি পূর্বক উপাসনা কর ॥ ৫৯

মৌন থাকিলে কিংবা অরণ্যে বাস করিলেই কেহ মুনি হইতে পারে না। যিনি নিজ আত্মার স্বরূপ জানেন, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মুনি বলা হয় ॥ ৬০

সমস্ত অর্থের ব্যাকৃত (প্রকট) করেন বলিয়া সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানী পুরুষ "বৈয়াকরণ" বলেন সমস্ত অর্থের প্রকটীকরণ মূলভূত ব্রহ্ম হইতে হয়, সেইজন্য তিনি হইলেন মুখ্য বৈয়াকরণ; বিদ্বান্ পুরুষও ইহার ন্যায় অর্থকে ব্যাকৃত (ব্যক্ত) করেন, সেই হেতু তাঁহাকেও বৈয়াকরণ বলা হয় ॥ ৬১

যে ব্যক্তি (যোগী) সকল লোককে প্রত্যক্ষ করেন, সেই মানুষকে সকলে সর্বলোকদর্শী বলিয়া থাকে; কিন্তু যিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন, সেই জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সর্বজ্ঞ হন ॥ ৬২

রাজন্ ! পূর্বোক্ত ধর্ম প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিলে এবং বেদসমূহের ক্রমানুসারে বিধিপূর্বক অধ্যয়ন করিলেও মনুষ্য এইরূপেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেন। এই কথা নিজ বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করত আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৬৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সনৎসুজাতপর্বে সনৎসুজাতবাক্যবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মচর্য্যস্য ব্রহ্মণশ্চ নিরূপণম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

সনৎসুজাত যামিমাং পরাং ত্বং
ব্রাহ্মীং বাচং বদসে বিশ্বরূপাম্ ।
পরাং হি কামেন দুষ্প্রলভাং কথাং
প্রব্রূহি মে বাক্যমিদং কুমার ॥১॥

সনৎসুজাত উবাচ ।

নৈতদ্ ব্রহ্ম ত্বরমাণেন লভ্যং
যস্মাৎ পৃচ্ছন্নতিশ্চস্যতীব ।
বুদ্ধৌ বিলীনে মনসি প্রচিন্ত্যা
বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা ॥২॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

অত্যন্তবিদ্যামিতি যৎ সনাতনীং
ব্রবীষি ত্বং ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যাম্ ।
অনারভ্যাং বসতীহ কার্য্যকালে
কথং ব্রাহ্মণ্যমমৃতত্বং লভেত ॥৩॥

সনৎসুজাত উবাচ

অব্যক্তবিদ্যামভিধাস্যে পুরাণীং
বৃদ্ধ্যা চ তেষাং ব্রহ্মচর্য্যেণ সিদ্ধাম্ ।
যাং প্রাপ্যেমং মর্ত্যলোকং ত্যজন্তি
যা বৈ বিদ্যা গুরুবৃদ্ধেষু নিত্যা ॥৪॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ব্রহ্মচর্য্যেণ যা বিদ্যা শক্যা বেদিতুমঞ্জসা ।
তৎ কথং ব্রহ্মচর্য্যং স্যাদেতদ্ ব্রহ্মন্ ব্রবীহি মে ॥৫॥

সনৎসুজাত উবাচ

আচার্য্যযোনিমিহ যে প্রবিশ্য
তুষ্বা গুরুং ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি ।
ইহৈব তে শান্তকাষা ভবন্তি
প্রহায় দেহং পরমং যান্তি যোগম্ ॥৬

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

[ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মের নিরূপণ]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সনৎসুজাত! আপনি যে সর্ব্বোত্তমা ও সর্ব্বরূপা ব্রহ্মপ্রতিপাদিনী বিদ্যার উপদেশ করিতেছেন, কামী পুরুষের পক্ষে উহা অত্যন্ত দুর্লভ। কুমার! আমি এই কথা বলিতেছি যে, আপনি পুনরায় এই উৎকৃষ্ট বিষয়ের প্রতিপাদন করুন। ১

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! তুমি যে আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিবার সময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেছ এবং এ-বিষয়ে সত্বরতা দেখাইতেছ, ইহাতে ব্রহ্মের উপলব্ধি হইবে না। বুদ্ধিতে মনের লয় হইলে সর্ব্বপ্রবৃত্তিসমূহের নিরোধকারিণী যে স্থিতি, উহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা; এই বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যপালনে লাভ হইয়া থাকে। ২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাহা কর্ম্মদ্বারা আরম্ভ করা যায় না, অথচ কার্য্যকালেও যাহা আত্মাতেই অবস্থান করে' সেই অনন্ত ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্তা সনাতনী বিদ্যা যদি আপনি ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই লাভ করিবার যোগ্যা বলেন, তবে আমার ন্যায় বহুতর মনুষ্য কিভাবে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবেন? ৩

সনৎসুজাত বলিলেন,—এখন আমি (সচ্চিদানন্দঘন) অব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্তা সেই পুরাতনী বিদ্যার বর্ণনা করিব, যাহা মনুষ্যগণ নিজ বুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত হয়, যাহাকে পাইয়া বিদ্বান্ পুরুষ এই মরণধর্ম্মা শরীরকে সর্ব্বকালের জন্য ত্যাগ করেন এবং যে বিদ্যা বৃদ্ধ গুরুজনের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান আছে। ৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যদি এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সুখে জানিতে পারা যায়, তবে আপনি প্রথমে আমাকে এই কথা বলুন—ব্রহ্মচর্য্যপালন কিভাবে করিতে হয়? ৫

সনৎসুজাত বলিলেন,—যাঁহারা আচার্য্যের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিজ সেবাদ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকেন, তাঁহারা এই সংসার মধ্যেই শান্তকাম হন এবং দেহত্যাগের পর পরম যোগস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৬

অস্মিঁল্লোকে বৈ জয়ন্তীহ কামান্
ব্রাহ্মীং স্থিতিং ধ্রুবমুত্তিষ্ঠমাণাঃ।
ত আত্মানং নির্হরন্তীহ দেহা-
মুল্কাদিবীকামিব সত্ত্বসংস্থাঃ ॥৭॥
শরীরমেতৌ কুরুতঃ পিতা মাতা চ ভারত।
আচার্য্যশাস্তা যা জাতিঃ সা পুণ্যা সাজরামরা ॥৮॥
যঃ প্রাবৃণোত্যবিতথেন বর্ত্মা—
নৃতং কুর্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।
তং মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্ ॥৯॥
গুরুং শিষ্যো নিত্যমভিবাদয়ীত
স্বাধ্যায়মিচ্ছেচ্ছুচিরপ্রমত্তঃ।
মানং ন কুর্য্যান্নাদধীত রোষ-
মেষ প্রথমো ব্রহ্মচর্য্যস্য পাদঃ ॥১০॥
শিষ্যবৃত্তিক্রমেণৈব বিদ্যামাপ্নোতি যঃ শুচিঃ।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতস্থস্য প্রথমঃ পাদ উচ্যতে ॥১১॥

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে ॥১২॥
সম্যগ্ গুরৌ যথা বৃত্তির্ত্তথৈবাস্যাং তথাচরেৎ।
তৎপুত্রে চ তথা কুর্বন্ দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে ॥১৩
আচার্য্যেণাত্মকৃতং বিজানন্
জ্ঞাত্বা চার্থং ভাবিতোঽস্মীত্যনেন।
যন্মন্যতে তং প্রতি দুষ্টবুদ্ধিঃ
স বৈ তৃতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যস্য পাদঃ ॥১৪॥
নাচার্য্যস্যানপাকৃত্য প্রবাসং
প্রাজ্ঞঃ কুর্বীত নৈতদহং করোমি।
ইতীব মন্যেত ন ভাবয়েত
স বৈ চতুর্থো ব্রহ্মচর্য্যস্য পাদঃ ॥১৫॥
কালেন পাদং লভতে তথার্থং
তত্তশ্চ পাদং গুরুযোগতশ্চ।
উৎসাদযোগেন চ পাদমৃচ্ছে-
চ্ছাস্ত্রেণ পাদঞ্চ ততোঽভিযাতি ॥১৬॥

এই জগতে যাঁহারা বর্ত্তমান স্থিতিতেই অবস্থানকরত সমস্ত কামনাকে জয় করিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব সহ্য করেন, তাঁহারা সত্ত্বগুণে অবস্থানকরত মঞ্জরীনিহিত কীটের ন্যায় এই দেহ হইতে আত্মাকে (বিবেকদ্বারা) পৃথক্ করিয়া লইতে সমর্থ হন ॥ ৭

ভারত! যদিও মাতা ও পিতা—এই দুইজনেই এই শরীরের জন্ম দিয়া থাকেন, তথাপি আচার্য্যের উপদেশে যে জন্ম লাভ হয়, তাহা পরম পবিত্র এবং অজর ও অমর ॥ ৮

যিনি পরমার্থতত্ত্বের উপদেশের দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করত অমরত্ব প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে রক্ষা করেন, সেই আচার্য্যকে পিতা ও মাতা বলিয়া জানিবে। তাঁহার দ্বারা কৃত উপকার স্মরণ করত কখনও তাঁহার দ্রোহাচরণ করিবে না ॥ ৯

ব্রহ্মচারী শিষ্যের কর্ত্তব্য হইল—ব্রহ্মচারী নিত্য শ্রীগুরুকে প্রণাম করিবে, অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ থাকিয়া প্রমাদ ত্যাগ করত স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিবে, অভিমান করিবে না এবং মনের মধ্যে ক্রোধের স্থান দিবে না। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম চরণ ॥ ১০

যে শিষ্যের বৃত্তির ক্রমানুসারেই জীবননির্ব্বাহ করিতে করিতে বিদ্যালাভ করে, তাহার এই নিয়মও ব্রহ্মচর্য্যব্রতের প্রথম চরণ বলা হয় ॥ ১১

নিজের প্রাণ ও ধনের দ্বারা এবং মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা আচার্য্যের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় চরণ বলা হয় ॥ ১২

শ্রীগুরুর প্রতি শিষ্যের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার আছে, সেইরূপ ব্যবহার শ্রীগুরুর পত্নী ও পুত্রের উপরও করিবে। ইহাকেও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় চরণই বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩

আচার্য্যদেব নিজের (শিষ্যের) যাহা উপকার করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করত তাঁহার দ্বারা যাহা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, উহারও বিচার করত মনে মনে প্রসন্ন থাকিয়া শিষ্য আচার্য্যদেবের উপর এরূপ ভাব রাখিবে যে, ইনি আমাকে অভিপন্ন উন্নত অবস্থায় লইয়া গিয়াছেন— ইহাই হইল ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ ॥ ১৪

আচার্য্যদেবের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার না করিয়া অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা প্রভৃতির দ্বারা উহার সন্তোষ বিধান না করিয়া বিদ্বান্ শিষ্য গুরুগৃহ হইতে অন্যত্র যাইবে না। (দক্ষিণা দিয়া কিংবা গুরুদেবের সেবা করিয়া) কখনও মনের মধ্যে এরূপ বিচার আনিবে না যে, আমি গুরুদেবের উপকার করিতেছি এবং মুখেও কখনও এরূপ বাক্য বলিবে না। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ ॥ ১৫

চতুষ্পাদ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা সত্য সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম পাদ ও তদীয় যথার্থ তত্ত্ব শিষ্য শ্রীগুরুসেবাদ্বারা কালক্রমে লাভ করে,

ধর্মাদয়ো দ্বাদশ যস্য রূপ-
মঙ্গানি চাঙ্গানি তথা বলঞ্চ ।
আচার্য্যযোগে ফলতীতি চাহু-
র্ব্রহ্মার্থযোগেন চ ব্রহ্মচর্য্যম্ ॥১৭॥
এবং প্রবৃত্তো ধনমাহরেত বৈ
ধনমাচার্য্যায় তদনুপ্রযচ্ছেৎ ।
সতাং বৃত্তিং বহুগুণামেবমেতি
গুরোঃ পুত্রে ভবতি চ বৃত্তিরেষা ॥১৮॥
এবং বসন্ সর্বতো বর্ধতীহ
বহূন্ পুত্রাঁল্লভতে চ প্রতিষ্ঠাম ।
বর্ষন্তি চাস্মৈ প্রদিশো দিশশ্চ
বসন্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মচর্য্যে জনাশ্চ ॥১৯॥
এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবা দেবত্বমাপ্নুবন্ ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগা ব্রহ্মলোকং মনীষিণঃ ॥২০॥
গন্ধর্বাপ্সরসামেনৈব রূপমপ্সরসামভূৎ ।
এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ সূর্য্যোঽপাভূয়ে জায়তে ॥২১॥
আকাঙ্ক্ষার্থস্য সংযোগাদ্ বলভেদাধিনামিব ।
এবং হ্যেতে সমাজ্ঞায় তাদৃগ্ ভাবং গতা ইমে ॥২২॥
য আশ্রয়েৎ পাবয়েচ্চাপি রাজন্
সর্বং শরীরং তপসা তপ্যমানঃ ।
এতেন বৈ বাল্যমত্যেতি বিদ্বান্
মৃত্যুং তথা স জয়ত্যন্তকালে ॥২৩
অন্তবন্তঃ ক্ষত্রিয় তে ভবন্তি
লোকান্ জনাঃ কর্মণা নির্মলেন ।
ব্রহ্মৈব বিদ্বাংস্তেন চাভ্যেতি সর্বং
নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে ॥২৪॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

আভাতি শুক্লমিব লোহিতমিবাথো
কৃষ্ণমথাঞ্জনং কাশ্যবং বা ।
সপ্তস্বরঃ পঞ্চতি যোঽত্র বিদ্বান্
কথং রূপং তদমৃতমক্ষরং পদম্ ॥২৫॥

তাহার দ্বিতীয় পাদ শ্রীগুরুর কৃপায় লাভ করে, তৃতীয় পাদ স্বীয় উৎসাহবশতঃ বুদ্ধিপ্রভাবে লাভ করে এবং চতুর্থপাদ শাস্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ মহাত্মাদিগণের সহিত শাস্ত্রবিচার করিয়া লাভ করে। (এখানে বিদ্যালাভের যে ক্রম বলা হইল, উহাই সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হইবে না; কারণ, অন্যত্র শাস্ত্রে দেখা যায়,—

"আচার্যাৎ পাদমাদত্তে পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।
কালেন পাদমাদত্তে পাদং সব্রহ্মচারিভিঃ" ॥ ১৬

পূর্ব্বোক্ত ধর্মাদি দ্বাদশ (বার) গুণ যাঁহার স্বরূপ এবং আরও যাহা কিছু ধর্ম্মের অঙ্গ ও সামর্থ্য আছে, ইহাও যাঁহার স্বরূপ, সেই ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ দ্বারা প্রাপ্ত বেদার্থের জ্ঞানেই সফল হয়—ইহাই জ্ঞানীরা বলেন ॥ ১৭

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যপালনে প্রবৃত্ত ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য হইল—ব্রহ্মচারী যাহা কিছু ধন (জীবননির্ব্বাহযোগ্য) ভিক্ষায় প্রাপ্ত হইবে, উহা আচার্য্যদেবকে সমর্পণ করিবে। এইরূপ করিলে সেই শিষ্য সৎপুরুষগণের বহু গুণের দ্বারা যুক্ত আচার লাভ করিতে সমর্থ হইবে। গুরুপুত্রের প্রতিও এইরূপ ভাবনাই রাখিবে ॥১৮

এতাদৃশ বৃত্তি দ্বারা গুরুগৃহে স্থিত শিষ্যের এই সংসারে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভ হয়। সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বহু পুত্র ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দিক্‌বিদিক তাহার জন্য সুখ বর্ষিত হয় এবং তাহার নিকট বহু অন্য লোক ব্রহ্মচর্য্যপালনের জন্য নিবাস করিতে থাকে ॥ ১৯

এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াই দেবতারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহাসৌভাগ্যশালী মনীষী ঋষিগণ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন ॥ ২০

এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবেই সূর্য্যদেব সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন ॥ ২১

চিত্তদেশির নিকট যাচ্ঞাকারীদিগের যেরূপ তাহা হইতে অতীষ্ট অর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যও মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকে। এরূপ প্রভাবশালী জানিয়া এই ঋষি ও দেবতাপ্রভৃতিও ব্রহ্মচর্য্যের পালনে তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২২

রাজন্! যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই ব্রহ্মচারী যম-নিয়মাদি তপস্যার আচরণ করিতে করিতে নিজ সমগ্র শরীরকেও পবিত্র করিয়া থাকেন এবং ইহাতে বিদ্বান্ পুরুষ নিশ্চয়ই অবোধ বালকের ন্যায় রাগ-দ্বেষশূন্য হন ও অন্তিম সময়ে তিনি মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২৩

রাজন্! সকাম পুরুষ নিজ পুণ্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা নাশবান্ লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানেন, এমন বিদ্বান্

সনৎসুজাত উবাচ

আভাতি শুক্লমিব লোহিতমিবাথো
কৃষ্ণমারসমর্করবর্ণম্।
ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নান্তরিক্ষে
নৈতৎ সমুদ্রে সলিলং বিভর্ত্তি ॥২৬॥

ন তারকাসু ন চ বিদ্যুদাশ্রিতঃ
ন চাভ্রেষু দৃশ্যতে রূপমস্য।
ন চাপি বায়ৌ ন চ দেবতাসু
নৈতচ্ছন্দ্রে দৃশ্যতে নোত সূর্য্যে ॥২৭॥

নৈবর্ক্ষু তন্ন যজুষ্যু নাপ্যথর্ব্বসু
ন দৃশ্যতে বৈ বিমলেষু সামসু।
রথন্তরে বার্হদ্রথে বাপি রাজন্
মহাব্রতে নৈব দৃশ্যেদ্ ধ্রুবং তৎ ॥২৮॥

অপারণায়ঃ তমসঃ পরস্তাৎ
তদন্তকোঽপ্যেতি বিনাশকালে।
অণীয়ো রূপং ক্ষুরধারয়া সমং
মহচ্চ রূপং তদ্ বৈ পর্ব্বতেভ্যঃ ॥২৯॥

সা প্রতিষ্ঠা ভূতমৃতং লোকাস্তদ্ ব্রহ্ম তদ্ যশঃ।
ভূতানি জজ্ঞিরে তস্মাৎ প্রলয়ং যান্তি তত্র হি ॥৩০॥

অনাময়ং তদ্বহদ্ব্রহ্মতঃ যশো
বাচো বিকারঃ কবয়ো বদন্তি।
যস্মিন্ জগৎ সর্ব্বমিদং প্রতিষ্ঠিতং
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি সনৎসুজাতপর্ব্বণি সনৎসুজাতবাক্যে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

নিজের সেই জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। মোক্ষের জন্য জ্ঞানপথ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নাই। ২৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদ্বান্ পুরুষ এ-জগতে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার যাদৃশ অমৃত ও অবিনাশী পরমপদের সাক্ষাৎকার করেন, উহার রূপ কীদৃশ? উহা কি শুক্লবর্ণ? কিংবা রক্তবর্ণ বা কাজলের ন্যায় কাল অথবা সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়? ২৬

সনৎসুজাত বলিলেন,—হরিত পীত, কাল, লাল, লৌহতুল্য এবং সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান বহুপ্রকার রূপ প্রতীত হয়, তথাপি ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ এ পৃথিবীতে নাই এবং অন্তরিক্ষেও নাই এমন কি সমুদ্রের জলও সেই রূপ ধারণ করিতে পারে না। ২৭

এই ব্রহ্মের সেই রূপ নক্ষত্রশ্রেষ্টিতে দেখা যায় না, বিদ্যুতেও উহা নাই এবং মেঘেও ইহার রূপ দেখা যায় না। এই প্রকার বায়ু, দেবগণ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যেও উহা দেখা যায় না। ২৭

ঋগ্‌বেদের ঋক্‌সমূহে, যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহে, অথর্ব্ববেদের সূক্তিসকলে এবং সামবেদেও উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। রথন্তর ও বার্হদ্রথনামক সামমধ্যে এবং মহাব্রতমধ্যেও উহাকে দেখা যায় না; কারণ, এই ব্রহ্ম নিত্য। ২৮

ব্রহ্মের এই রূপের কোন পার পাওয়া যায় না। তাহা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে সর্ব্বথা অতীত। মহাপ্রলয়ে সকলের বিনাশকারী কালও এই ব্রহ্মেই লীন হইয়া যান। ব্রহ্মের রূপ ক্ষুরের ধারের সদৃশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পর্ব্বতসমূহ হইতেও বৃহৎ। (অর্থাৎ উহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর।) ২৯

তিনি সকলের আধার, তিনি অমৃত, তিনি লোকসমূহ, তিনি যশ ও তিনিই ব্রহ্ম। সমস্ত ভূতজাত তাঁহা হইতে প্রকটিত হইয়াছে ও তাঁহাতেই লীন হইবে। ৩০

জ্ঞানিগণ বলেন—কাব্যরূপ জগৎ বাণীরই বিকার মাত্র, কিন্তু যাহাতে এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্ম রোগ, শোক ও পাপরহিত এবং তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত। সেই নিত্য কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি অমর হইয়া যান অর্থাৎ তিনি মুক্ত হন। ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাতপর্ব্বে সনৎসুজাত-বাক্যবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গুণ-দোষাণাং লক্ষণবর্ণনম্, ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ ।]

সনৎসুজাত উবাচ

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মানঃ পরাসুতা ।
ঈর্ষ্যা মোহো বিধিৎসা চ কৃপাসূয়া জুগুপ্সুতা ॥
দ্বাদশৈতে মহাদোষা মনুষ্যপ্রাণনাশনাঃ ॥ ১॥

একৈকমেতে রাজেন্দ্র মনুষ্যান্ পর্য্যুপাসতে ।
যৈরাবিষ্টো নরঃ পাপং মূঢ়সংজ্ঞো ব্যবস্যতি ॥২॥

স্পৃহয়ালুরুগ্রঃ পরুষো বাঙ্মদাঙ্কঃ
ক্রোধঃ বিভ্রন্নসঃ বৈ বিকত্থী ।
নৃশংসধর্ম্মা ঘৃণিমে জনা বৈ
প্রাপ্যাপার্থং নোত সভাজয়ন্তে ॥৩॥

সম্ভোগসংবিদ্ বিবমোঽতিমানী
দত্ত্বা বিকত্থী কৃপণো দুর্বলশ্চ ।
স্বয়ংপ্রশংসী বন্দিতদ্বিট্ সদৈব
সপ্তৈবোক্তাঃ পাপশীলা নৃশংসাঃ ॥৪॥

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপো দমশ্চ
অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া ।
দানং শ্রুতং চৈব ধৃতিঃ ক্ষমা চ
মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥৫॥

যো নৈতেভ্যঃ প্রচ্যবেদ দ্বাদশভ্যঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ।
ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকতো বাপ্নুতো যো
নাস্য ধর্ম্মস্ত্রুটতি চ লোহিতব্যম্ ॥৬॥

দমস্ত্যাগোঽথাপ্রমাদ ইত্যেতেষমৃতং স্থিতম্ ।
এতানি ব্রহ্মমুখ্যানাং ব্রাহ্মণানাং মনীষিণাম্ ॥৭॥

সদ্ বাসদ্ বা পরীবাদো ব্রাহ্মণস্য ন রন্ধতে ।
নরকপ্রতিষ্ঠাংস্তে বৈ শ্রুত্বা এবং শ্রুবতে জনাঃ ॥৮॥

মদোঽষ্টাদশদোষঃ স হন্তাঃ পুরা যোঽপ্রকীর্ত্তিতঃ ।
লোকবেদ্যং প্রাতিকূল্যমভীক্ষ্ণং মৃষা বচঃ ॥৯॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

[গুণ ও দোষসমূহের লক্ষণবর্ণন এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন ।]

সনৎসুজাত বলিলেন,—রাজন্! শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মান, অত্যন্ত নিদ্রা, ঈর্ষা, মোহ, তৃষ্ণা, কাতরতা, গুণে দোষ দর্শন ও নিন্দা করা—এই বারটি (বারটি) মহাদোষ মানুষের প্রাণ নাশ করে ॥ ১

রাজেন্দ্র! ক্রমশঃ একের পশ্চাতে অন্যে আসিয়া এই সমস্ত দোষ মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হয়, যাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ়বুদ্ধি মানুষ পাপকর্ম্ম করিতে থাকে ॥ ২

লোলুপ, উগ্র, কর্কশভাষী, কৃপণ, মনে মনে ক্রোধ করা এবং অধিক আত্মপ্রশংসাকারী—এই ছয় প্রকারের মনুষ্য নিশ্চয়ই ক্রূরকর্ম্মকারী হন। ইহারা প্রাপ্ত ধনের যথোচিত সদ্ব্যবহার করে না ॥ ৩

সম্ভোগে মনোনিবেশকারী, বিষমব্যবহারপরায়ণ, অত্যন্ত অভিমানী, দান করিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, কৃপণ, অসমর্থ হইয়াও নিজের বহু প্রশংসাকারী ও সম্মাননীয় পুরুষগণের উপর সর্ব্বদা দ্বেষকারী—এই সাত প্রকারের মনুষ্যকেও পাপী এবং ক্রূর বলা হইয়াছে ॥ ৪

ধর্ম্ম, সত্য, তপ, ইন্দ্রিয়সংযম, অন্যের ত্রুটি না দেখান, লজ্জা, সহনশীলতা, কাহারও দোষদর্শন না করা, দান, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য্য ও ক্ষমা—এই বারটি ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাব্রতস্বরূপ ॥ ৫

যিনি এই বারটি ব্রত হইতে কখনও চ্যুত হন না, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ হন। এই গুণগুলির মধ্যে তিনটি, দুইটি কিংবা একটি গুণের দ্বারাও যিনি যুক্ত, তাঁহার কোন বস্তুতে স্পৃহা থাকে না (অর্থাৎ তিনি কোন বস্তুর মমতায় বাঁধা পড়েন না।)—ইহাই জানা উচিত ॥৬

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ত্যাগ ও অপ্রমাদ (সাবধানতা) এই তিনটির মধ্যে অমৃতের স্থিতি। ব্রহ্মই যাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, সেই মনীষিগণ ব্রাহ্মণগণের ইহারাই মুখ্য সাধন ॥ ৭

(সত্য হউক বা মিথ্যা হউক) সৎ হউক বা অসৎ হউক—অন্যের নিন্দা করা ব্রাহ্মণের শোভা পায় না। যে মনুষ্যগণ অপরের নিন্দা করে, তাহারা নরকে অবস্থান করে ॥ ৮

মদের যে অষ্টাদশ প্রকার দোষ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। এখন তাহা নিরূপিত হইতেছে,—১। লোকবিরোধী কার্য্যকরা, ২। শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণ করা, ৩। গুণিজনের উপর দোষারোপণ করা, ৪। অসত্যভাষণ,

কাম-ক্রোধৌ পারতন্ত্র্যং পরিবাদোঽথ পৈশুনম্।
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নম্ ॥১০॥
ঈর্ষ্যা মোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোঽভ্যসূয়িতা।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো ন মাদ্যেত সদা হ্যেতদ্ বিগর্হিতম্ ॥১১
সৌহৃদে বৈ ষড়্ গুণা বেদিতব্যাঃ
প্রিয়ে দৃষ্ট্বাঽপ্রিয়ে চ বাধন্তে।
তাদাত্মনঃ সুচিরং যাচতে যো
দদাত্যযাচ্যমপি হেয়ং ধনু স্যাৎ ॥১২॥
ইষ্টান্ পুত্রান্ বিত্তবান্ স্বাংশ্চ দারা-
নভ্যর্থিতশ্চার্হতি তদ্ভাবঃ।
ত্যক্তব্যাঃ সংবসেন্নেহ কামাদ্
দুষ্যত্যেকঃ কর্ম্ম হ্যস্মিন্ বাধতে চ ॥১৩
দ্রব্যবান্ গুণবানেবং ত্যাগী ভবতি সাত্ত্বিকঃ।
পঞ্চ ভূতানি পঞ্চভ্যো নিবর্ত্তয়তি তাদৃশঃ ॥১৪

এতৎ সদ্ভূতপূর্ব্বং তপো ভবতি কেবলম্।
সত্ত্বাৎ প্রচ্যবমানানাং সন্তরেন সমাহিতম্ ॥১৫
যতো যজ্ঞাঃ প্রবর্ধন্তে সত্যস্যৈবাববোধনাৎ।
মনসাঽপ্যস্য ভবতি বাচান্যস্যাথ কর্ম্মণা ॥১৬
সন্তরসিদ্ধং পুরুষমসন্তরোঽধিতিষ্ঠতি।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ কিঞ্চাস্যদপি মে শৃণু ॥১৭
অধ্যাপয়েন্মহদেতদ্ যশস্যং
বাচো বিকারাঃ কবয়ো বদন্তি।
অস্মিন্ যোগে সর্ব্বমিদং প্রতিষ্ঠিতং
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৮
ন কর্ম্মণা ক্ষপতেনৈব রাজন্
সত্যং হ্যেতজ্জুহুয়াদ্ যজেদ্ বা।
নৈতেন বাহ্যোঽমৃত্বমেতীতি রাজন্
ইতিঃ হ্যসৌ ন লভতান্তকালে ॥১৯

৪। কাম, ৬। ক্রোধ, ৭। পরাধীনতা, ৮। অপরের দোষকথন, ৯। বলতা, ১০। ধনের অপব্যবহারে বাধা করা, ১১। কলহ ১২। আত্মম্ভরিতা, ১৩। প্রাণিগণকে কষ্ট দেওয়া, ১৪। ঈর্ষা, ১৫। দম্ভ (আরম্ভে দিগ্-বিদিগ্‌শূন্য হওয়া), ১৬। অতিশয় কথা বলা, ১৭। বিবেকশূন্যতা এবং ১৮। গুরুতেও দোষদর্শন করা। এইজন্য বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—মনের বশীভূত না হওয়া; কারণ, সৎপুরুষগণ এই মনকে সর্ব্বদাই নিন্দিত বলিয়াছেন॥ ৯-১১

সৌহার্দ্দের (মিত্রতার) ছয়টি গুণ আছে, যাহা অবশ্যই জানিতে হয়। সুহৃদের প্রিয় হইলে হৃষ্ট হওয়া ও অপ্রিয় হইলে কষ্ট অনুভব করা—এই দুইটি গুণ। তৃতীয় গুণ হইল—নিজের যাহা কিছু ধন বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত আছে, উহা মিত্র চাহিলে, তাহা প্রদান করা। অযাচ্য বস্তুও মিত্রের জন্য প্রদান করা উচিত, (অন্য বস্তুর কথা সেস্থলে বলিবার কি আছে?) মিত্র চাহিলে গুরুভাবে নিজ পুত্র, ভৃত্য ও পত্নীকেও উহার হিতের জন্য নিয়োগ করিবে। মিত্রকে ধন দিয়া উহার নিকট হইতে প্রত্যুপকার পাইবার কামনাকে স্থান দিও না—ইহাই চতুর্থ গুণ। নিজ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ধনের দ্বারাই নিজের ব্যবহার বহন করিবে (মিত্রের উপার্জ্জনের উপর অবলম্বন করিবে না)—ইহা পঞ্চম গুণ এবং মিত্রের মঙ্গলের জন্য নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিবে না—ইহা ষষ্ঠ গুণ॥ ১২-১৩

যে ধনী সুহৃদ এইরূপ গুণবান্, ত্যাগী ও সাত্ত্বিক হন, তিনি নিজ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করেন॥ ১৪

যাঁহারা (বৈরাগ্যের অভাবে মন্দ) সত্ত্বগুণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ মনুষ্যদিগের পক্ষে দিব্য লোকসমূহ প্রাপ্তির সঙ্কল্পের দ্বারা সঞ্চিত ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপস্যা সম্মুখ হইলেও কেবল উর্দ্ধলোক প্রাপ্তির কারণ হইবে (মুক্তির নহে)॥ ১৫

কারণ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের বোধ না হইলেই এই সকাম যজ্ঞের বৃদ্ধি হয়। কাহারও যজ্ঞ মনের দ্বারা, কাহারও বাক্যের দ্বারা এবং কাহারও ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয়॥ ১৬

সত্ত্বসিদ্ধ অর্থাৎ সকাম পুরুষ হইতে সত্ত্বশুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কাম পুরুষের স্থিতি উচ্চ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্থিতি উহা অপেক্ষাও বিশেষ স্থানে। ইহা ব্যতীত অন্য একটি কথা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ১৭

এই মহত্ত্বপূর্ণ শাস্ত্র পরম যশস্কর পরমাত্মার প্রাপ্তিকারক, ইহা শিষ্যগণকে অবশ্যই পাঠ করাইবে। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এই সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ বাণীরই বিকারমাত্র—ইহাই জ্ঞানিগণ বলেন। এই যোগশাস্ত্রে উক্ত পরমাত্মাবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাকে যে ব্যক্তিরা জানিয়া থাকেন, তাঁহারা অমর হইয়া যান অর্থাৎ জন্ম-মরণ হইতে মুক্ত হন॥ ১৮

রাজন্! (নিষ্কামভাব ব্যতীত) কেবল পুণ্যকর্ম্মদ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে কেহ জানিতে সমর্থ হয় না। অথবা যে ব্যক্তি হোম বা যজ্ঞ করে, তাহাতেও অজ্ঞান পুরুষ অমরত্ব—মুক্তি লাভ করিতে পারে না এবং অন্তকালে শান্তিও পায় না॥ ১৯

তূষ্ণীমেক উপাসীত চেষ্টেত মনসাপি ন।
তথা সংস্তুতি-নিন্দাভ্যাং প্রীতি-রোষৌ বিবর্জয়েৎ ॥২০
অত্রৈব তিষ্ঠন্ ক্ষত্রিয় ব্রহ্মাবিশতি পণ্ডিত।

বেদেষু চানুপূর্ব্যেণ এতদ বিদ্বন্ ব্রবীমি তে ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সনৎসুজাতপর্বণি সনৎসুজাতবাক্যে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

এইরূপ সর্বপ্রকার চেষ্টাশূন্য হইয়া একান্তভাবে উপাসনা করিবে, মনের দ্বারাও কোন চেষ্টা করিবে না এবং স্তুতিতে অনুরাগ ও নিন্দাতে দ্বেষ বর্জন করিবে ॥ ২০

রাজন্! উপরি কথিত সাধন করিলে মানুষ এই জগতেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করত উহাতেই বিলীন হইয়া যান। বিদ্বন্! বেদসমূহের মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, আমি ক্রমশঃ বিচার করত উহা তোমাকে বলিলাম ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সনৎসুজাতপর্বে সনৎসুজাতের বাক্যবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পরমাত্মনঃ স্বরূপবর্ণনম্, যোগিভিস্তস্য সাক্ষাৎকারস্য প্রতিপাদনঞ্চ]

সনৎসুজাত উবাচ

যৎ তচ্ছুক্রং মহজ্জ্যোতির্দীপ্যমানং মহদ্ যশঃ।
তদ্ বৈ দেবা উপাসতে তস্মাৎ সূর্য্যো বিরাজতে।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১
শুক্রাদ্ ব্রহ্ম প্রভবতি ব্রহ্ম শুক্রেণ বর্দ্ধতে।
তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং মধ্যেঽতপ্তং তপতি তাপনম্।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥২
অপোঽথ অদ্ভ্যঃ সলিলস্য মধ্যে
উভৌ দেবৌ শিশ্রিয়াতেঽন্তরিক্ষে।
অতস্ত্রিতঃ সবিতুর্বিশ্বধা-
দ্রুভৌ বিভর্তি পৃথিবীং দিবঞ্চ।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৩
উভৌ চ দেবৌ পৃথিবীং দিবঞ্চ
দিশঃ শুক্রো ভুবনং বিভর্তি।
তস্মাদ্ দিশঃ সরিতশ্চ স্রবন্তি
তস্মাৎ সমুদ্রা বিহিতা মহান্তঃ।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[পরমাত্মার স্বরূপবর্ণন এবং যোগিগণ কর্তৃক তাঁহার সাক্ষাৎকারের প্রতিপাদন।]

রাজন্! সেই প্রসিদ্ধ শুক্ল ব্রহ্ম হইলেন—মহাজ্যোতির্ময়, দেদীপ্যমান এবং বিশাল যশঃস্বরূপ। সকল দেবতা তাই তাঁহারই উপাসনা করেন। তাঁহারই প্রকাশে সূর্য্য প্রকাশিত হন। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ করেন ॥ ১

শুক্ল সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয় এবং তাঁহা হইতে ইনি বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হন। সেই শুক্ল জ্যোতির্ময় ব্রহ্মই সূর্য্যাদি সম্পূর্ণ জ্যোতিঃপদার্থগণের মধ্যে স্থিত হইয়া সকলকে প্রকাশিত করেন এবং জ্বালিত করেন; তিনি স্বয়ং অতপ্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ, এই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ॥ ২

জলের ন্যায় একরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে স্থিত পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতগণ হইতে অত্যন্ত স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের হৃদয়াকাশে দুই দেব—ঈশ্বর ও জীব উহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। সকলের উৎপত্তিকারী সর্বব্যাপী পরমাত্মা সদাই জাগরিত থাকেন। তিনিই এই দুই দেব, পৃথিবী ও দ্যুলোককেও ধারণ করেন। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৩

পূর্বোক্ত দুই দেবতা, পৃথিবী, আকাশ, সমস্ত দিক্ এবং সকল লোককে এই শুক্ল ব্রহ্মই ধারণ করেন। সেই পরম ব্রহ্ম হইতেই দিক্‌সমূহ প্রবর্তিত হইয়াছে, নদীসকল প্রবাহিত হয় এবং অতি বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রও উৎপাদিত হইয়াছে। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন ॥ ৪

চক্রে রথস্য তিষ্ঠন্তোঽপ্রবস্যাবাহকর্মণঃ।
কেতুমন্তং যহস্ত্যাস্তাঃ দিবামজরং দিবি।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৫

ন সাদৃশ্যে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
মনীষয়াথো মনসা হৃদা চ
য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৬

দ্বাদশপূগাঃ সরিতঃ পিবন্তো দেবরক্ষিতাম্।
মধ্বীক্ষন্তশ্চ তে তস্যাঃ সপ্তস্রোতস আসবম্।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৭

ত্রয়ো মাসাঃ পিবতি সঞ্চিতা ভ্রমরো মধু।
ঈশানঃ সর্বভূতেষু হবিরুত্তমকল্পয়ৎ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৮

হিরণ্যপর্ণমশ্বত্থমভিপদ্য শুপক্ষকাঃ।
তে তত্র পক্ষিণো ভূত্বা প্রপতন্তি যথা বিশম্।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৯

পূর্ণাৎ পূর্ণান্যুদ্ধরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানি চক্রিরে।
হরন্তি পূর্ণাৎ পূর্ণানি পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১০

তস্মাদ্ বৈ বায়ুরায়াতস্তস্মিংশ্চ প্রবতঃ সদা।
তস্মাদগ্নিশ্চ সোমশ্চ তস্মিংশ্চ প্রাণ আততঃ ॥১১

সর্বমেব ততো বিদ্যাৎ তং তদ্ বক্তুং ন শক্নুয়ঃ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১২

যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সংঘাত-শরীর বিনাশশীল, যাহার কর্ম (ভোগ ব্যতীত) নিজেকে নিজেই নষ্ট হয় না, তাদৃশ এই শরীররূপ রথকে চক্রের ন্যায় ঘূর্ণনকারী কর্ম সংস্কারযুক্ত মনে যোজিত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব হৃদয়াকাশে স্থিত জ্ঞানস্বরূপ দিব্য অবিনাশী জীবাত্মাকে যে সনাতন পরমেশ্বরের নিকট লইয়া যায়, সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ সাক্ষাৎ দর্শন করেন ॥৪

সেই পরমাত্মার স্বরূপ অন্য কাহারও সহিত তুলনায় আনা যায় না এবং এই চর্মচক্ষে তাঁহাকে কেহ দেখিতেও পায় না। যে ব্যক্তি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা, মনের দ্বারা ও হৃদয়ের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি অমর হইয়া যান। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ সম্পূর্ণভাবে দর্শন করেন ॥৬

যাহা দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ সংখ্যার সমুদায়-যুক্ত এবং যাহা পরমাত্মাকর্তৃক সুরক্ষিত, সেই সংসাররূপ ভয়ঙ্কর নদীর বিষয়রূপ মধুর জল দর্শনকারী ও পানকারী ব্যক্তিরা তাহাতেই সঙ্কল্প করে। ইহা হইতে মুক্তিপ্রদানকারী সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ॥ ৭

যেরূপ ভ্রমর অর্ধমাস মধু সংগ্রহ করিয়া উহা পুনরায় অপর অর্ধ মাস পর্যন্ত পান করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সংসারে ভ্রমণশীল জীব এই জন্মে কৃত ও সঞ্চিত কর্মের ফল পরলোকে ভোগ করে। পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর জন্যই তাহাদের কৃত কর্মানুসারে কর্মফল ভোগরূপ হবির অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্য পদার্থের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন ॥ ৮

যাহার বিষয়-রূপ পত্রগুলি ধর্ম স্বরূপ, মনোময়, সেই সংসার-রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া পক্ষযুক্ত জীব কর্মরূপ পক্ষ ধারণ করত নিজ বাসনা অনুসারে বিভিন্ন যোনিতে পতিত হয় অর্থাৎ এক যোনি হইতে অপর যোনিতে গমন করে; কিন্তু যোগিগণ সেই সনাতন ভগবান্‌কেই সাক্ষাৎকার করেন ॥ ৯

পূর্ণ পরমেশ্বর হইতে পূর্ণ—চরাচর প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্ণ হইতে সত্তা-স্ফূর্তি পাইয়া পূর্ণ—প্রাণী চেষ্টা করে, পুনরায় পূর্ণ হইতে পূর্ণ ব্রহ্মে উহার উপসংহার (বিলয়) হয় এবং অন্তে একমাত্র পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ॥ ১০

সেই পূর্ণব্রহ্ম হইতেই বায়ুর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহাতেই বায়ু সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। তাহা হইতে অগ্নি ও সোমের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাঁহাতেই এই প্রাণ বিস্তৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১১

কত আর বলিব, আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমস্ত বস্তুর নাম বলিতে অসমর্থ। তুমি ইহাই জান যে, সব কিছুই সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণই দর্শন করেন ॥ ১২

অপানকে প্রাণ নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া লয়, সেইরূপ প্রাণকে চন্দ্র, চন্দ্রকে সূর্য এবং সূর্যকে পরমাত্মা নিজের মধ্যে

অপানং গিরতি প্রাণঃ প্রাণং গিরতি চন্দ্রমাঃ।
আদিত্যো গিরতে চন্দ্রমাদিত্যং গিরতে পরঃ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১৩
একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
তং চেৎ সন্তমূর্ধ্বায় ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১৪
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১৫
অসাধনা বাপি সসাধনা বা
সমানমেতদ্ দৃশ্যতে মানুষেষু।
সমানমেতদমৃতস্তেতরসা
মুক্তাস্তত্র মধ্য উৎসং সমাপুঃ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১৬
উভৌ লোকৌ বিশ্বয়া ব্যাপ্য যাতি
তদা হুতং চাহুতমগ্নিহোত্রম্।
যা তে ব্রাহ্মী লঘুতামানধীত
প্রজ্ঞানং স্যাত্তাং ধীরা লভন্তে ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১৭
এবংরূপো মহাত্মা স পাবকঃ পুরুষো গিরন্।
যো বৈ তং পুরুষং বেদ তস্যোহার্থো ন বিদ্যতে ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১৮
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং পক্ষান্ সম্বত্সরান্ সম্পততে।
মধ্যমে মধ্যে আগচ্ছেদপি চেৎ স্যাত্তমোভবঃ ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১৯
ন দর্শনে তিষ্ঠতি রূপমস্য
পশ্যন্তি চৈনং সুবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
হৃদ্যো মনীষী মনসা ন তপ্যতে
যে প্রত্যক্ষেদমৃতাস্তে ভবন্তি ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২০

বিলীন করেন। সেই পরমাত্মা ভগবান্‌কে যোগিগণই প্রত্যক্ষ করেন ॥ ১৩

এই সংসাররূপ সলিলের উপর উত্থিত হংসরূপ পরমাত্মা নিজের এক পাদ (জগৎ)-কে উপরে উত্থিত করেন না, যদি তিনি নিজ পাদকে (জগৎকে) উপরে উত্থিত করেন, তবে সকলেরই বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই হয় না। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ করেন ॥ ১৪

হৃদয়দেশে স্থিত সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র জীবাত্মা সূক্ষ্ম (ইনিই অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত) শরীরের সহিত দ্বারা সর্ব্বদা জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হইতেছেন। এই সকলেরই শাসক, স্তুতির যোগ্য, সর্ব্ব-সমর্থ, সকলের আদি কারণ এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান পরমাত্মাকে মূঢ় জীব দেখিতে পায় না; কিন্তু যোগিগণ সেই সনাতন ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ॥ ১৫

কোন ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন হউক বা সাধনহীন হউক, এই ব্রহ্ম সকল মনুষ্যের মধ্যেই সমানভাবেই দৃষ্ট হন। তিনি স্বয়ং বদ্ধ ও মুক্ত এই উভয়ের নিকট সমান। কিন্তু পার্থক্য হইল এই যে, এই উভয়ের মধ্যে যিনি মুক্ত, তিনি আনন্দের মূলস্রোত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (বদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন না)। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ প্রত্যক্ষ করেন ॥ ১৬

জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ইহলোক ও পরলোক এই উভয়ের তত্ত্ব জানিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। সেই সময় যদি তাঁহার দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত নাও হয়, তবে উহাকে পূর্ণ বলিয়াই জানিবে। রাজন্! যে ব্রহ্মবিদ্যা তোমার মধ্যে যেন লঘুতা আসিতে না দেয় এবং যাহা দ্বারা তুমি সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হও, যাহা ধীর পুরুষগণই লাভ করেন — সেই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা যোগিগণ এই সনাতন ভগবান্‌কে দর্শন করেন ॥ ১৭

যিনি এরূপ মহাত্মা, তিনি ভোক্তা জীবকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন, তাঁহার ইহলোকে কোন প্রয়োজন নষ্ট হইয়া যায় না (অর্থাৎ তিনি কৃতকৃত্য হন)। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ দর্শন করেন ॥ ১৮

যদি কেহ মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন হয় অথবা কেহ দশ লক্ষ পক্ষ লাগাইয়া উড়িতেও থাকে, তথাপি সেবে কিন্তু তাহাকে হৃদয়স্থিত পরমাত্মাতেই আসিতে হইবে। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ দর্শন করেন ॥ ১৯

এই পরমাত্মার স্বরূপ সকলের প্রত্যক্ষ হয় না, যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, তিনিই ইঁহাকে পান। যিনি সকলের হিতৈষী, মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, যিনি মনে কখনও দুঃখভোগ করেন না

গৃহন্তি সর্পা ইব গন্ধরাণি
যশিক্ষয়া যেন বৃত্তেন মর্ত্ত্যাঃ।
তেষু প্রমুহ্যন্তি জনা বিমূঢ়া
যথাজ্ঞানং মোহয়ন্তে ভরায় ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২১
নাহং সদাসৎকৃতঃ স্যাং ন মৃত্যা-
র্ন চামৃত্যুরমৃতং মে কুতঃ স্যাৎ।
সত্যানৃতে সত্যসমানবন্ধে
সতশ্চ যোনিরসতশ্চৈক এব।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২২
ন সাধুনা নোত অসাধুনা বা-
সমানমেতদ্ দৃশ্যতে মানুষেষু।
সমানমেতদমৃতস্য বিদ্বা-
ন্দেবৈর্যুক্তো মধু তদ্ বৈ পরীপ্সেৎ।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২৩

নাস্যাতিষাদো হৃদয়ং তাপদ্যস্থি
নানধীতং নাহুতমগ্নিহোত্রম্।
মনো ব্রাহ্মী লঘুতামাদধীত
প্রজ্ঞাং চাস্মৈ নাম ধীরা লভন্তে।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২৪
এবং যঃ সর্বভূতেষু আত্মানমনুপশ্যতি।
অস্তত্রাস্তত্র যুক্তেষু কিং স শোচেৎ ততঃ পরম্ ॥ ২৫
যথোদপানে মহতি সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
এবং সর্বেষু বেদেষু আত্মানমনুজানতঃ ॥ ২৬
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মহাত্মা
ন দৃশ্যতে সৌহৃদি সন্নিবিষ্টঃ।
অজশ্চরো দিবারাত্রমতন্দ্রিতশ্চ
স তং ময়া কবিরাত্তে প্রসন্নঃ ॥ ২৭
অহমেব স্বতো মাতা পিতা পুত্রোঽহমাত্মা পুনঃ।
আত্মাহমপি সর্বস্য যচ্চ নাস্তি যদস্তি চ ॥ ২৮

এবং সংসারের সকল সম্বন্ধই তিনি একেবারে ত্যাগ করিয়া কেন, তিনিই মুক্ত হইয়া যান। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ দর্শন করেন ॥ ২০

যেরূপ দর্পিগণ গর্ত্তসমূহের আশ্রয় লইয়া নিজেদেরকে গোপন করিয়া থাকে, সেইরূপ হস্তপরায়ণ মানুষ নিজ শিক্ষা ও ব্যবহারের দ্বারা নিজ দোষসমূহ গোপন করিয়া রাখে। যেরূপ দস্যু পথচারিগণকে ভীত করিবার জন্য অন্য পথ দেখিয়া দিয়া মোহিত করিয়া দেয়, মূর্খ মনুষ্যগণ তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ যে ব্যক্তি পরমাত্মার পথে চলিতে থাকে, তাহাকেও দুষ্ট পুরুষ ভীত করিবার জন্য মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু যোগিগণ ভগবৎকৃপায় তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া সেই সনাতন ভগবান্‌কেই দর্শন করেন ॥ ২১

রাজন্! জীবন্মুক্তগণ অনুভব করেন,—আমি কখনও কাহারও অসৎকারের পাত্র নহি আমার মৃত্যু নাই এবং জন্মও নাই, সেজন্য আবার মোক্ষ কিভাবে হয়? (যেহেতু আমি নিত্য মুক্ত ব্রহ্ম)। সত্য ও অসত্য সব কিছুই আমার সনাতন সমতাপূর্ণ ব্রহ্মে স্থিত। একমাত্র আমিই সৎ ও অসতের কার্য্য-কারণের উৎপত্তি স্থান। আমার স্বরূপকৃত সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ দর্শন করেন ॥ ২২

সেই পরমাত্মার সাধুকর্ম্মের সহিত যেমন কোন সম্বন্ধ নাই, সেরূপ অসাধুকর্ম্মের সহিতও কোন সম্বন্ধ নাই। এই বিষমতা তো দেহাভিমানী মনুষ্যগণের মধ্যেই দেখা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপ সর্ব্বত্রই সমান—ইহা অবগত হও। এইরূপ জ্ঞানযোগে যুক্ত হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মকেই পাইবার ইচ্ছা করিবে। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ দর্শন করেন ॥ ২৩

নিন্দা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয়কে সন্তপ্ত করিতে পারে না। "আমি স্বাধ্যায় করি নাই, অগ্নিহোত্র করি নাই" ইত্যাদি বাক্যও তাঁহার মনে দুঃখভাব আনিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যা অতি সত্বর তাঁহাকে এই স্থির বুদ্ধি প্রদান করেন, যাহা ধীর পুরুষগণই প্রাপ্ত হন। সেই সনাতন ভগবান্‌কে যোগিগণ দর্শন করেন ॥ ২৪

যে ব্যক্তি এইরূপ সমস্ত প্রাণীতেই পরমাত্মাকে নিরন্তর দর্শন করেন, তিনি এতাদৃশ দৃষ্টি পাইবার পর অন্যান্য বিষয়ভোগে আসক্ত মনুষ্যগণের জন্য কেন শোক করিবেন? ২৫

যেরূপ চারিদিকে জলে পূর্ণ কোন জলাশয় প্রাপ্ত হইয়া জলের জন্য আর অন্যত্র যাইবার আবশ্যকতা থাকে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর পক্ষে কিছু পাইবার যোগ্য তত্ত্ব সমগ্র বেদেও দেখা যায় না ॥ ২৬

এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তর্যামী পরমাত্মা সকলের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি সকলের দৃষ্টিগোচর হন না। তিনি অজন্মা, চরাচরস্বরূপ এবং দিবারাত্র সর্ব্বদা সাবধান থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানেন, সেই পুরুষ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যান ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্র! আমিই সকলের মাতা ও পিতা বলিয়া খ্যাত,

পিতামহোঽস্মি স্থবিরঃ পিতা পুত্রশ্চ ভারত।
মমৈব যূয়মাত্মানো ন মে যূয়ং ন বো বয়ম্ ॥২৯
আত্মৈব স্থানং মম জন্ম চাত্মা
ওতপ্রোতোঽহমজরপ্রতিষ্ঠঃ।
অজস্রুরো দিবারাত্রমতন্দ্রিতোঽহং
মাং বিজ্ঞায় কবিরাত্তে প্রসন্নঃ ॥ ৩০

অণোরণীয়ান্ সুমনাঃ সর্বভূতেষু জাগ্রতি।
পিতরং সর্বভূতেষু পুরুষে নিহিতং বিদুঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি সনৎসুজাতপর্বণি
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

আমিই সকলের পুত্র ও আমিই সকলের আত্মারও আত্মা। যাহা নাই, তাহাও আমি; যাহা আছে, তাহাও আমি ॥ ২৮

ভারত! আমিই তোমার বৃদ্ধ পিতামহ এবং তোমার পিতা ও পুত্রও আমি। তোমরা সকলে আমারই আত্মাতে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে আমার তোমরা আমার নও এবং আমারাও তোমার নহি ॥ ২৯

আত্মাই আমার স্থান এবং আত্মাই আমার জন্ম (উদ্গম)। আমি সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে স্থিত এবং নিত্য অক্ষয় (নিত্য নূতন) মহিমাতে অবস্থিত। আমি অজ, চরাচরস্বরূপ এবং দিবারাত্র সর্বদা সাবধানে অবস্থান করি। আমাকে জানিয়া জ্ঞানী পুরুষ পরম প্রসন্ন হন ॥ ৩০

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং বিশুদ্ধমনাঃ। তিনি সকল প্রাণীরই মধ্যে অন্তর্যামিরূপে প্রকাশমান আছেন। সকল প্রাণীরই হৃদয়পদ্মে বিরাজিত সেই পরমপিতাকে জ্ঞানী পুরুষই জানিতে সমর্থ হন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সনৎসুজাতপর্বে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(যানসন্ধিপর্ব)

॥ সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[পাণ্ডবেভ্যঃ প্রত্যাবৃত্য সঞ্জয়স্য কৌরবসভায়ামাগমনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং সনৎসুজাতেন বিদুরেণ চ ধীমতা।
সার্ধং কথয়তো রাজ্ঞঃ সা বভূবায় শর্বরী ॥ ১
তস্যাং রজন্যাং বুষ্টায়াং রাজানঃ সর্ব এব তে।
সভামাবিবিশুর্হৃষ্টাঃ সুতস্যোপদিদৃক্ষয়া ॥ ২
শুশ্রূষমাণাঃ পার্থানাং বাচো ধর্মার্থসংহিতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রমুখাঃ সর্বে যযুঃ রাজসভাং শুভাম্ ॥ ৩
সুধাবদাতাং বিস্তীর্ণাং কনকাজিরভূষিতাম্।
চন্দ্রপ্রভাং সুরুচিরাং সিক্তাং চন্দনবারিণা ॥ ৪
রুচিরৈরাসনৈস্তীর্ণাং কাঞ্চনৈরন্যৈরপি।
অন্নসারময়ৈরাদ্যৈঃ স্বাস্তীর্ণৈঃ সোত্তরচ্ছদৈঃ ॥ ৫

(যানসন্ধি পর্ব।)

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

(পাণ্ডবগণের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঞ্জয়ের কৌরবসভায় আগমন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ সনৎসুজাত ও বুদ্ধিমান্ বিদুরের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সারা রাত্রি অতিবাহিত হইল ॥ ১

সেই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে যখন প্রভাত আসিল, তখন সমস্ত রাজারা সুতপুত্র সঞ্জয়কে দেখিবার জন্য অতিশয় হর্ষের সহিত সভায় আগমন করিলেন ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সমস্ত কৌরবগণও পাণ্ডবদিগের ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শুনিবার ইচ্ছায় সেই সুন্দর ও বিশাল রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন, যাহা চূণকাম করান থাকায় অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সুবর্ণময় প্রাঙ্গণ উহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। সেই সভা চন্দ্রের শুভ্র কিরণের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। উহা দেখিতে অত্যন্ত মনোহর ছিল এবং উহার মধ্যভাগ চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত ছিল ॥ ৩-৪

সেই রাজসভামধ্যে সুবর্ণ, রজত, মণি এবং চন্দনমিশ্রিত

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ শল্যঃ কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লিকঃ ॥৬
বিন্দুশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো যুযুৎসুশ্চ মহারথঃ।
সর্ব্বে চ সহিতাঃ শূরাঃ পার্থিবা ভরতর্ষভ ॥ ৭
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য বিবিশুস্তাং সভাং শুভাম্।
দুঃশাসনশ্চিত্রসেনঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৮
দুর্ম্মুখো দুঃসহঃ কর্ণ উলূকোঽথ বিবিংশতিঃ।
কুরুরাজং পুরস্কৃত্য সুযোধনমমর্ষণম্ ॥৯
বিবিশুস্তাং সভাং রাজন্ সুরাঃ শক্রসদো যথা।
আবিশদ্ভিস্তদা রাজন্ শূরৈঃ পরিঘবাহুভিঃ ॥ ১০
শুশুভে সা সভা রাজন্ সিংহৈরিব গিরের্গুহা।
তে প্রবিশ্য মহেষ্বাসাঃ সভাং সর্ব্বে মহৌজসঃ ॥ ১১
আসনানি বিচিত্রাণি ভেজিরে সূর্য্যবর্চসঃ।
আসনস্থেষু সর্ব্বেষু তেষু রাজসু ভারত ॥ ১২
দ্বাঃস্থো নিবেদয়ামাস সূতপুত্রমুপস্থিতম্।
অয়ং স রথ আয়াতি যোঽস্মাসীৎ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৩
দূতো নস্তূর্ণমায়াতঃ সৈন্ধবৈঃ সাধুবাহিভিঃ।
উপেয়ায় স তু ক্ষিপ্রং রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
প্রবিবেশ সভাং পূর্ণাং মহীপালৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ

প্রাপ্তোঽস্মি পাণ্ডবান্ গত্বা তং বিজানীত কৌরবাঃ।
যথাবচ্চ কুরুন্ সর্ব্বান্ প্রতিনন্দন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ১৫
অভিবাদয়ন্তি বৃদ্ধাংশ্চ বয়স্যাংশ্চ বয়স্তবৎ।
যুনশ্চাভ্যবদন্ পার্থাঃ প্রতিপূজ্য যথাবয়ঃ ॥ ১৬
যথাহং ধৃতরাষ্ট্রেণ শিষ্টঃ পূর্ব্বমিতো গতঃ।
অব্রুবং পাণ্ডবান্ গত্বা তন্নিবোধত পার্থিবাঃ ॥ ১৭
(অব্রুতাং তত্র ধর্ম্মেণ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি যানসন্ধিপর্ব্বণি সঞ্জয়প্রত্যাগমনে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

সুন্দর সুন্দর আসন সুরুচিপূর্ণভাবে পাতিত ছিল এবং উহার উপর চাদরও বিছান ছিল ॥৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, পরম বুদ্ধিমান্ বিন্দু, মহারথ যুযুৎসু এবং অন্য সকল বীরগণ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে রাখিয়া সেই সুন্দর সভামধ্যে একত্রে প্রবেশ করিলেন ॥

রাজন্! দুঃশাসন, চিত্রসেন, সুবলপুত্র শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলূক ও বিবিংশতি—ইহারা সকলে অমর্ষপূর্ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অগ্রে করত সেই রাজসভায় এইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেরূপ দেবগণ ইন্দ্রের সভায় গমন করেন ॥

জনমেজয়! সেই সময় পরিঘতুল্য সুদৃঢ় বাহুবিশিষ্ট উক্ত বীর নরপতিগণ প্রবেশ করিলে সেই সভা এইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ সিংহগণ প্রবেশ করিলে পর্ব্বতগুহা শোভা পায় ॥

মহাধনুর্দ্ধর ও সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ সেই মহাতেজস্বী নরপতিগণ সভায় প্রবেশ করিয়া সেখানে বিস্তৃত বিচিত্র আসনসমূহকে সুশোভিত করিলেন ॥

ভারত! যখন এই সমস্ত রাজা সভায় আসিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন, তখন দ্বারপাল জানাইল যে, সঞ্জয় রাজসভার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই যে সেই রথ আসিতেছে, যাহা পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। উত্তমরূপে বহন করিতে নিপুণ সিন্ধুদেশীয় অশ্বসমূহে যোজিত এই রথে করিয়া আমাদের দূত সঞ্জয় শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬-১৩

দ্বারপাল এই কথা বলিবার পর কর্ণে কুণ্ডলধারী সঞ্জয় রথ হইতে নীচেই নামিয়া রাজসভার নিকট আসিলেন এবং মহামনা মহীপালগণে পরিপূর্ণা সেই সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪

সঞ্জয় বলিলেন,—হে কৌরবগণ! আপনারা জানুন যে, আমি পাণ্ডবগণের নিকট যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। পাণ্ডুপুত্রগণ বয়সানুসারে কৌরবদিগকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন ॥ ১৫

তাঁহারা বয়োবৃদ্ধগণকে প্রণাম জানাইয়াছেন; যাঁহারা সমবয়স্ক, তাঁহাদিগকে মিত্রোচিত ব্যবহার জানাইয়াছেন এবং নবযুবকগণকেও বয়সানুসারে শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥ ১৬

পূর্ব্বে এখান হইতে পাণ্ডবগণের নিকট যাইবার সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেখানে যাইয়া সেইরূপ কথাই বলিয়াছি। কুরুগণ! এখন বাসুদেব (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ও অর্জ্জুন যে ধর্ম্মানুকূল উত্তর দিয়াছেন, উহা আপনারা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্ব্বে সঞ্জয়ের প্রত্যাবর্ত্তনবিষয়ক

॥ অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কৌরবসভায়াং সঞ্জয়স্যার্জুনপ্রবৃত্তসন্দেশকথনম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

পৃচ্ছামি ত্বাং সঞ্জয় রাজমধ্যে
কিমব্রবীদ্ বাক্যমদীনসত্ত্বঃ।
ধনঞ্জয়স্তাত যুধাং প্রণেতা
দুরাত্মনাং জীবিতচ্ছিন্নহান্তা ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দুর্যোধনো বাচমিমাং শৃণোতু
যদব্রবীদর্জুনো যোৎস্যমানঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে মহাত্মা
বনঞ্জয়ঃ সৃঞ্জয়ঃ কেশবশ্চ ॥ ২

অধ্যাত্মযোগো বাহুবীর্য্যে বিধানে
উপস্থিতে বাসুদেবস্য চৈব।
অবোচত্ত্বাং যোৎস্যমানঃ কিরীটী
মধ্যে ক্রিয়া ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কুরূণাম্ ॥ ৩

সংস্মৃত্যতস্তস্য দুর্ভাষিতানি বৈ
দুরাত্মনঃ সূতপুত্রস্য সূত।
যো যোদ্ধুমাশংসতি মা সহৈব
মন্দপ্রজ্ঞঃ কাপথকোঽতিমূঢ়ঃ ॥ ৪

যে বৈ রাজানঃ পাণ্ডবার্থেঽধনায়
সমানীতাঃ সৃঞ্জয়াশ্চাপি তেষাম্।
যথা সমগ্রং বচনং ময়োক্তং
সহামাত্যং শ্রাবয়েথা নৃপং তৎ ॥ ৫

যথা নূনং দেবরাজস্য দেবাঃ
শুশ্রূষন্তে বজ্রহস্তস্য সর্বে।
তথাশৃণ্বন্ পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
কিরীটিনো বাচমুক্তাং সমর্থাম্ ॥ ৬

ইত্যব্রবীদর্জুনো যোৎস্যমানো
গাণ্ডীবধন্বা লোহিতপদ্মনেত্রঃ।
ন চেদ্ রাজন্ মুঞ্চতি ধার্তরাষ্ট্রৈ-
র্যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢ়স্য রাজ্যম্ ॥ ৭

অস্তি নূনং তস্য কৃতঃ পুরস্তা-
চ্চরিষ্টং পাপং ধার্তরাষ্ট্রৈঃ।
যেষাং যুদ্ধং ভীমসেনার্জুনাভ্যাং
[illegible] ॥ ৮

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[সঞ্জয় কর্তৃক কৌরবসভায় অর্জুনের যেরূপ সংবাদ কথন]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি এই ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অনেক যুদ্ধের সঞ্চালক এবং দুরাত্মাগণের জীবননাশক উপেন্দ্রের মহাত্মা অর্জুন আমাদের জন্য কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের আদেশে যুদ্ধের জন্য উদ্যত মহাত্মা অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইতে শুনাইতে যে কথা বলিয়াছেন, উহা দুর্যোধন শ্রবণ করুন। ২

নিজ বাহুবল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরম শান্ত কিরীটধারী অর্জুন ভাবী যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমাকে এই কথা বলিয়াছেন—সঞ্জয়! যে কালের কবলে পতিত, মন্দবুদ্ধি, মহামূর্খ ও দম্ভী আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আশা প্রকাশ করে, সেই কটুভাষী দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণকে শুনাইতে শুনাইতে এবং আরও যে সকল রাজা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে শুনাইতে শুনাইতে তুমি কৌরবগণের মধ্যে আমার দ্বারা কথিত সমস্ত বাক্য মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্যোধনকে এইরূপ বলিবে, যাহাতে সে আমার কথা উত্তমরূপে শুনিতে পায়। ৩-৫

যেরূপ সকল দেবতা বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রের বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপ সমস্ত সৃঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ আমাকে কথিত অর্জুনের গুরুত্বপূর্ণ বাক্য শুনিতে লাগিলেন ॥ ৬

সেই সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুন যুদ্ধের জন্য উৎসুক ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার কমলতুল্য নয়ন দুইটি তখন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এরূপ বলিলেন,—যদি দুর্যোধন অজমীঢ়বংশজাত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য ছাড়িয়া না দেয়, তবে নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের পূর্ব্ব জন্মকৃত এমন কোন পাপকর্ম্ম আজ প্রকাশিত হইতেছে, যাহার ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। ৭

সেইজন্য তাহাদিগকে ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, অস্ত্রপথে সুসজ্জিত লতাকি, চেকিতান, শিখণ্ডী এবং ইন্দ্রতুল্য

শৈনেয়েন ক্রবমাত্তায়ুধেন
ধৃষ্টদ্যুম্নেনাথ শিখণ্ডিনা চ।
যুধিষ্ঠিরেণেন্দ্রকল্পেন চৈব
যোঽপধ্যানান্নির্দহেদ্ গাং দিবঞ্চ ॥ ৯

দ্বৈধেদ্ যোদ্ধুং মন্যতে ধার্তরাষ্ট্রো
নির্ব্যূঢ়োঽর্থঃ সকলঃ পাণ্ডবানাম্।
মা তৎ কার্ষীঃ পাণ্ডবস্যার্থহেতো-
রুপৈহি যুদ্ধং যদি মন্যসে ত্বম্ ॥ ১০

যাং তাং বনে দুঃখশয্যামবাৎসীৎ
প্রব্রাজিতঃ পাণ্ডবো ধর্মচারী।
আপ্নোতু তাং দুঃখতরামনর্থা-
মস্যাং শয্যাং ধার্তরাষ্ট্রঃ পরাস্তঃ ॥ ১১

ত্রিয়া জ্ঞানেন তপসা দমেন
শৌর্য্যেণাথো ধর্মগুপ্ত্যা ধনেন।
অন্যায়বৃত্তিঃ কুরু-পাণ্ডবেষু-
নধ্যাতিষ্ঠেদ্ ধার্তরাষ্ট্রো দুরাত্মা ॥ ১২

মায়োপধঃ প্রণিপাতার্জবাভ্যাং
তপোদমাভ্যাং ধর্মগুপ্ত্যা বলেন।
সত্যং ব্রুবন্ প্রতিপন্নো নৃপো ন-
স্তিতিক্ষমাণঃ ক্লিশ্যমানোঽতিবেলম্ ॥ ১৩

যদা জ্যেষ্ঠঃ পাণ্ডবঃ সংশিতাত্মা
ক্রোধং যত্তঃ বর্ষপূগান্ সুঘোরম্।
অবস্রষ্টা কুরুষ ঘৃতচেতা-
স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ১৪

কক্ষবর্ত্মেব জ্বলিতঃ সমিদ্ধো
যথা দহেৎ কক্ষমগ্নির্নিদাঘে।
এবং দগ্ধা ধার্তরাষ্ট্রস্য সেনাং
যুধিষ্ঠিরঃ ক্রোধদীপ্তোঽনুবেক্ষ্য ॥ ১৫

যদা দ্রষ্টা ভীমসেনং রথস্থং
গদাহস্তং ক্রোধবিষং বমন্তম্।
অমর্ষণং পাণ্ডবং ভীমবেগং
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ১৬

তেজস্বী এই মহারাজ যুধিষ্ঠির, যিনি অনিষ্টচিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পৃথিবী ও স্বর্গলোককে ভস্ম করিতে সমর্থ,—ইঁহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ৭-৯

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন যদি মনে করে যে, এই সব বীরের সহিত যুদ্ধ তো হইবেই, তবে জানিও—তাহাতে পাণ্ডবগণের সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তুমিও কেবল পাণ্ডবগণের লাভের জন্য সন্ধি করাইতে বা অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করাইতে চেষ্টা করিও না। এই অবস্থায় তুমি যদি বুঝিতে থাক, তবে তাহাকে বলিও—দুর্য্যোধন! তুমি যুদ্ধভূমিতে উত্তীর্ণ হও। ১০

ধর্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির বনে নির্ব্বাসিত হইয়া যে দুঃখশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন নিজ প্রাণত্যাগ করিয়া উহা হইতেও অধিক দুঃখদায়িনী ও অনর্থকারিণী মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করুক। ১১

অন্যায়পূর্ণ ব্যবহারকারী দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উচিত হইল যে, সে লজ্জা, মান, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌর্য্য, ধর্মরক্ষাদি গুণসমূহ ও ধনের দ্বারা কৌরব-পাণ্ডবগণের উপর অধিকার স্থাপন করুক (অর্থাৎ সদ্‌গুণসমূহের দ্বারাই সকলের হৃদয় জয় করা সম্ভব হয়, অন্যায়ভাবে শাসনের দ্বারা নহে)। ১২

আমাদের মহারাজ যুধিষ্ঠির সততা, সরলতা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধর্মরক্ষা ও সামর্থ্য—এই সব গুণাবলির দ্বারা বিভূষিত। তিনি বহুকাল হইতে অনেকপ্রকার ক্লেশভোগ করিয়াও কেবল সত্য কথাই বলেন এবং কৌরবগণের কপটতাপূর্ণ ব্যবহার ও বাক্য সহ্য করিয়েছেন। ১৩

যিনি নিজ মনকে সর্ব্বদা সংযত ও শুদ্ধ রাখেন, সেই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির যখন উত্তেজিত হইয়া বহু বর্ষকাল ধরিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখা নিজ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ক্রোধ কৌরবগণের উপর পরিত্যাগ করিবেন, তখন যে ভয়ানক যুদ্ধ হইবে, উহা দেখিয়া দুর্য্যোধনকে পশ্চাত্তাপ করিতেই হইবে। ১৪

যেরূপ গ্রীষ্মকালে অগ্নি চারিদিক্ হইতেই জ্বালাযুক্ত হইয়া প্রজ্বলিত হয় এবং বনসমূহকে দাহ করিয়া ভস্মীভূত করে, সেইরূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেনাকে নিজ দৃষ্টিপাতদ্বারাই দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ১৫

যে সময় দুর্য্যোধন হাতে গদা লইয়া রথে উপবেশন করত ভয়ানক বেগশালী অমর্ষশীল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে ক্রোধরূপ বিষকে উদ্গিরণ করিতে দেখিবে, সেই সময় যুদ্ধের পরিণামের কথা ভাবিয়া দুর্য্যোধনকে পশ্চাত্তাপ করিতেই হইবে। ১৬

সেনাগ্রগং দংশিতং ভীমসেনং
স্বলঙ্কৃতং বীরহণং পরেষাম্।
দৃষ্ট্বা চমূমস্তকদন্নিকাশং
তদা স্মর্তা বচনস্যাভিমানী ॥ ১৭
যদা দ্রষ্টা ভীমসেনেন নাগান্
নিপাতিতান্ গিরিকূটপ্রকাশান্।
কুঞ্জৈরিবাস্যগ্বমতো ভিন্নকুম্ভাং-
স্তদা মূঢ়ং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ১৮
মহাসিংহো গাব ইব প্রবিশ্য
গদাপাণির্ধার্তরাষ্ট্রানুপেত্য।
যদা ভীমো ভীমরূপো নিহন্তা
তদা মূঢ়ং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ১৯
মহাভয়ে বীতভয়ঃ কৃতাস্ত্রঃ
সমাগমে শত্রুবলাবমর্দী।
সকৃদ্ রথেনাপ্রতিমান্ রথৌঘান্
পদাতিসঙ্ঘান্ গদয়াভিনিঘ্নন্ ॥ ২০

যখন ভীমসেন কবচধারণ করত শত্রুপক্ষের বীরগণকে বধ করিতে করিতে নিজ পক্ষীয় সৈন্যগণের অলক্ষিত অবস্থায় তাহাদের অগ্রে অগ্রে তীব্র বেগে গমন করিবে এবং যমরাজের ন্যায় বিপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে থাকিবে; সেই সময় অত্যন্ত অভিমানী দুর্যোধনের আমার কথা স্মরণ হইবে। ১৭

যখন ভীমসেন পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় প্রতীয়মান বড় বড় গজরাজগণকে গদার আঘাতে তাহাদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করত ভূপাতিত করিবে এবং তাহাদের কুম্ভস্থল হইতে যখন রক্তধারা বহিতে থাকিবে, তখন দুর্যোধন ইহা দেখিয়া যুদ্ধের জন্য পশ্চাত্তাপ করিবে। ১৮

যখন ভয়ঙ্করমূর্ত্তিধারী ভীমসেন হাতে গদা লইয়া তোমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে গোগণের মধ্যে প্রবেশ করত সিংহরূপের গো-নিধনের ন্যায় বিনাশ করিতে থাকিবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য পশ্চাত্তাপ করিবে। ১৯

মহাভয় উপস্থিত হইলেও যে নির্ভয়ে অবস্থান করে, যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে এবং সংগ্রামস্থলে যে শত্রু সৈন্যগণকে বিনাশ করে, সেই বীরবর ভীমসেন যখন একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া গদার আঘাতে অসংখ্য রথসমূহ ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিবে এবং শিকারে (শিকার ন্যায়

শৈক্যেন নাগাংস্তরসা বিগৃহ্য
যদা ছেত্তা ধার্তরাষ্ট্রস্য সেনাম্।
ছিন্দন্ বনং পরশুনেব শূর-
স্তদা মূঢ়ং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ২১
তৃণপ্রাংশুং জ্বলনেনেব দগ্ধং
গ্রামং যথা ধার্তরাষ্ট্রান্ সমীক্ষ্য।
পক্বং শস্যং বৈদ্যুতেনেব দগ্ধং
পরাসিক্তং বিপুলং স্বং বলৌঘম্ ॥ ২২
হতপ্রবীরং বিমুখং ভয়ার্তং
পরাঙ্মুখং প্রায়শোঽদৃষ্টযোধম্।
শস্ত্রার্চিষা ভীমসেনেন দগ্ধং
তদা মূঢ়ং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ২৩
উপাসঙ্গাচ্চরেদ্ দক্ষিণেন
বরাঙ্গনাঃ নকুলশ্চিত্রযোধী।
যদা রথাগ্র্যো রথিনঃ প্রণেতা
তদা মূঢ়ং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ২৪

পাশের দ্বারা) বড় বড় নাগগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাহাদের দ্বারা দুর্যোধনের সৈন্যগণকে কুঠারধারা বনকে ছেদন করার ন্যায় বিনাশ করিবে, তখন দুর্যোধন মূঢ়ের ন্যায় অনুতাপ করিতে থাকিবে। ২০

যখন দুর্যোধন ইহা দেখিবে যে, যেরূপ তৃণাচ্ছাদিত বনভূমি গ্রামকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবার ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রের অন্য পুত্রগণকে ভীমসেন নিজ ক্রোধাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে, তাহার বিশাল সৈন্যবাহিনী বিদ্যুতের অগ্নিদ্বারা দগ্ধ পক্বশস্যযুক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার মুখ্য মুখ্য বীরগণ বিনষ্ট হইয়াছে, সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে, সকলে ভীত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইয়া গিয়াছে, সমস্ত যোদ্ধারা নিজ নিজ সাহস কিংবা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ভীমসেনের অস্ত্রানলে সব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, সেই সময় দুর্যোধন মূঢ়ের ন্যায় অনুতাপ করিতে থাকিবে। ২২-২৩

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নকুল যখন দক্ষিণ হস্তে গৃহীত খড়্গদ্বারা দুর্যোধনের সৈন্যগণের শিরশ্ছেদ করিয়া তাহাদের বিনাশ করিবে এবং রথী যোদ্ধাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিবে, সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন যুদ্ধের পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া অনুতাপ করিতে থাকিবে॥ ২৪

সুখোচিতো দুঃখশয্যাং বনেষু
দীর্ঘং কালং নকুলো ধামশেত।
আশীবিষঃ ক্রুদ্ধ ইবোদ্বমন্ বিষং
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ২৫

ত্যক্তাত্মানঃ পার্থিবা যোধনায়
সমাদিষ্টা ধর্মরাজেন সূত।
রথৈঃ শুভ্রৈঃ সৈন্যমভিদ্রবন্তো
দৃষ্ট্বা পশ্চাৎ তপ্যতে ধার্তরাষ্ট্রঃ ॥ ২৬

শিশূন্ কৃতাস্ত্রানশিশুপ্রকাশান্
যদা দ্রষ্টা কৌরবঃ পঞ্চ শূরান্।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ কৌরবানাদ্রবন্ত-
স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ২৭

যদা গন্তোষ্যাহমকূজনাঙ্কঃ
সুবর্ণতারং রথমুত্তমাশ্বৈঃ।
দাস্যেষুক্তং সহদেবোঽধিরূঢ়ঃ
শিরাংসি রাজ্ঞাং ক্ষেপ্যতে মার্গণৌঘৈঃ ॥ ২৮

মহাভয়ে সম্প্রবৃত্তে রথস্থং
বিবর্তমানং সমরে কৃতাস্ত্রম্।
সর্বা দিশঃ সম্পতন্তং সমীক্ষ্য
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ২৯

ত্রীনিষেষো নিপুণঃ সত্যবাদী
মহাবলঃ সর্বধর্মোপপন্নঃ।
গান্ধারিমার্চ্ছদ্ভমূলে ক্ষিপ্রকারী
ক্ষেপ্তা জনান্ সহদেবস্তরস্বী ॥ ৩০

যদা দ্রষ্টা দ্রৌপদেয়ান্ মহেষূন্
শূরান্ কৃতাস্ত্রান্ রথযূথকোবিদান্।
আশীবিষান্ ঘোরবিষানিবাযত-
স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩১

যদাভিমন্যুঃ পরবীরঘাতী
শরৈঃ পরান্ মেঘ ইবাভিবর্ষন্।
বিগাহিতা কৃষ্ণসমঃ কৃতাস্ত্র-
স্তদা যুদ্ধং ধৃতরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩২

সুখভোগের যোগ্য বীরবর নকুল দীর্ঘকাল বনে থাকিয়া যেরূপ দুঃখ-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল—উহা স্মরণ করত বিষোদ্গারী সর্পের ন্যায় সে যখন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে থাকিবে, তখন দুর্যোধনকে যুদ্ধের জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। ২৫

সঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য প্রাণদানেও উদ্যত পৃথিবীর নরপতিগণ যখন তেজস্বী রথে আরোহণ করত কৌরব-সৈন্যের উপর আক্রমণ করিবে, তখন দুর্যোধন তাহাদিগকে দেখিয়া যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করিতে থাকিবে। ২৬

যাহারা বালক হইয়াও অস্ত্র-শস্ত্রের পূর্ণ শিক্ষা পাইয়া যুবকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশিত করে, দ্রৌপদীর এই পাঁচ পুত্র যখন প্রাণের মায়া ত্যাগ করত কৌরবসৈন্যের উপর দ্রুতগতিতে আক্রমণ করিবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে থাকিবে ॥ ২৭

যখন সহদেব উত্তম জাতিতে উৎপন্ন সুশিক্ষিত অশ্বে যোজিত, নিজ ইচ্ছানুসারে গমনকারী এবং পাদভারেও শব্দহীন রথে—যাহা অনাতপচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে বলিয়া সূর্যের গোলাকার তারার ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাতে আরোহণ করিয়া নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিপক্ষীয় রাজগণের মস্তক ছেদন করত পাতিত করিবে এবং মহাভয় উপস্থিত হইলেও অস্ত্রবেত্তা সহদেব রথে থাকিয়া সমরভূমিতে সগর্বে অবস্থান করত যখন সর্ব দিক্ হইতে শত্রুগণের উপর আক্রমণ করিবে, সেই অবস্থায় উহা দেখিয়া দুর্যোধন মনে মনে যুদ্ধের জন্য অনুতাপ ভোগ করিবে ॥ ২৮-২৯

লজ্জাশীল, যুদ্ধনিপুণ, সত্যবাদী, মহাবল, সর্বধর্মসম্পন্ন, বেগবান্ এবং শীঘ্রতার সহিত বাণনিক্ষেপকারী সহদেব যখন তুমুল যুদ্ধে শত্রুদের উপর আক্রমণ করত শত্রুগণের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিবে এবং যখন দুর্যোধন মহাবাহু, শৌর্যশালী, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং রথযুদ্ধে অভিজ্ঞ দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে তীক্ষ্ণ বিষযুক্ত বিষধর সর্পগণের ন্যায় আক্রমণ করিতে দেখিবে, তখন সে যুদ্ধের জন্য [illegible] করিবে। ৩০-৩১

অভিমন্যু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী এবং অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, সে শত্রুপক্ষের বীরগণকে সংহার করিতেও সমর্থ, যে সময় সে মেঘের বারিবর্ষণের সদৃশ বাণবর্ষণ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য মনে মনে অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করিবে। ৩২

যদা দ্রষ্টা বালমবালবীর্য্যঃ
দ্বিষচ্চমূং মৃত্যুমিবোৎপতন্তম্।
সৌভদ্রমিন্দ্রপ্রতিমং কৃতাস্ত্রং
তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩৩

প্রভদ্রকাঃ শীঘ্রতরা যুবানো
বিশারদাঃ সিংহসমানবীর্য্যাঃ।
যদা ক্ষেপ্তারো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সসৈন্যাং-
স্তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩৪

বৃদ্ধৌ বিরাট-দ্রুপদৌ মহারথৌ
পৃথক্ চমূভ্যামভিবর্ত্ত মানৌ।
যদা দ্রষ্টারৌ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সসৈন্যাং-
স্তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩৫

যদা কৃতাস্ত্রো দ্রুপদঃ প্রচিন্বন্
শিরাংসি যূনাং সমরে রথস্থঃ।
ক্রুদ্ধঃ শরৈরেষ্যতি চাপমুক্তৈ-
স্তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩৬

যদা বিরাটঃ পরবীরঘাতী
রণান্তরে শত্রুচমূং প্রবেষ্টা।
মৎস্যৈঃ সার্দ্ধমনৃশংসরূপৈ-
স্তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩৭

জ্যেষ্ঠং মাৎস্যমনৃশংস্যার্য্যরূপং
বিরাটপুত্রং রথিনং পুরস্তাৎ।
যদা দ্রষ্টা দংশিতং পাণ্ডবার্থে
তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৩৮

রথে স্থিতে কৌরবাণাং প্রবীরে
শিখণ্ডিনা সমরে শান্তনূজে।
ন জাতু নঃ শত্রবো ধারয়েষু-
রসংশয়ং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি ॥ ৩৯

যদা শিখণ্ডী রথিনঃ প্রচিন্বন্
ভীষ্মং রথেনাভিযাতা বরথী।
দিব্যৈরিষ্বস্ত্রৈরবমৃদ্নন্ রথৌঘা-
স্তদা যুদ্ধং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৪০

যুবকদানবন অভিমন্যু বয়সে বালক, তথাপি তাহার পরাক্রম যুবকের তুল্য। সে ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। যে সময় সে শত্রুসেনার উপর বিকরাল কালের ন্যায় আক্রমণ করিবে, সেই সময় দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হইবে ॥ ৩৩

অল্পবয়সেই শীঘ্রতাপ্রদর্শনকারী, যুদ্ধবিশারদ এবং সিংহতুল্য পরাক্রমশালী প্রভদ্রকদেশীয় যুবযুবকগণ যখন সেনার সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে অস্ত্রপ্রহার দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে বিতাড়িত করিবে, তখন দুর্য্যোধন যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইবে ॥ ৩৪

যে সময় বৃদ্ধ মহারথ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ নিজ পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যের সহিত আক্রমণ করত সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই সময় দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে ॥ ৩৫

যখন অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ রাজা দ্রুপদ কুপিত হইয়া রথের উপর উপবেশন করত যুদ্ধস্থলে নিজ বক্ষ হইতে মুক্ত বাণসমূহ দ্বারা শত্রুপক্ষের যুবকগণের মস্তক ছেদন করিতে থাকিবেন, তখন দুর্য্যোধন এই যুদ্ধের জন্য পশ্চাত্তাপ ভোগ করিবে ॥ ৩৬

যখন শত্রুবীরগণের সংহারকারী রাজা বিরাট সৌম্যমূর্ত্তি মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধস্থলে শত্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন দুর্য্যোধন যুদ্ধের পরিণামের কথা ভাবিয়া অনুতপ্ত হইবে ॥ ৩৭

রাজা বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র সৌম্য ও আর্য্যজনোচিত রূপধারী মৎস্যদেশীয় মহারথ যোদ্ধাকে যখন দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের হিতার্থে কবচধারণ করিতে দেখিবে, তখন দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ ভোগ করিবে ॥ ৩৮

কুরুবংশীয়বিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর শান্তনুনন্দন সাধুশিরোমণি ভীষ্মকে যখন শিখণ্ডীর দ্বারা বিনাশ করা হইবে, সেই সময় আমাদের শত্রু কৌরবেরা কখনই আমাদের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না, ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি,—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই ॥ ৩৯

যখন শিখণ্ডী নিজ রথের রক্ষার জন্য সমরসামগ্রীসম্পন্ন হইয়া শত্রুরথিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনাশ করত দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বারা রথসমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্মকে আক্রমণ করিবে, তখন দুর্য্যোধন যুদ্ধের পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া অনুতপ্ত হইবে ॥ ৪০

যদা দ্রষ্টা স্বজনানামনীকে
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রমুখে রোচমানম্।
অস্ত্রং যস্মৈ গুরুমুবাচ ধীমান্
দ্রোণস্তদা তপ্স্যতি ধার্তরাষ্ট্রঃ ॥ ৪১

যদা স সেনাপতিরপ্রমেয়ঃ
পরামৃদন্নিষুভির্ধার্তরাষ্ট্রান্।
দ্রোণং রণে শত্রুসহোঽভিযাতা
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্স্যাৎ ॥ ৪২

হ্রীমান্ মনীষী বলবান্ মনস্বী
স লক্ষ্মীবান্ সোমকানাং প্রবর্হঃ।
ন জাতু তং শত্রবোঽন্যে সহেরন্
যেষাং স স্যাদগ্রণীর্ঘিসিংহঃ ॥ ৪৩

ইদঞ্চ ব্রূয়া মা বৃণীষ্বেতি লোকে
যুদ্ধেঽদ্বিতীয়ঃ সচিবং রথস্থম্।
শিনের্নপ্তারং প্রবণীম সাত্যকিং
মহাবলং বীতভয়ং কৃতাস্ত্রম্ ॥ ৪৪

মহোরস্কো দীর্ঘবাহুঃ প্রমাথী
যুদ্ধেঽদ্বিতীয়ঃ পরমাস্ত্রবেদী।
শিনের্নপ্তা তালমাত্রাযুধোঽয়ং
মহারথো বীতভয়ঃ কৃতাস্ত্রঃ ॥ ৪৫

যদা শিনীনামধিপো ময়োক্তঃ
শরৈঃ পরান্ মেঘ ইব প্রবর্ষন্।
প্রচ্ছাদয়িতা রিহা যোধমুখ্যাং-
স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্স্যাৎ ॥ ৪৬

যদা বৃতিং কুরুতে যোৎস্যমানঃ
স দীর্ঘবাহুর্দৃঢ়ধন্বা মহাত্মা।
সিংহস্যেব গন্ধমাঘ্রায় গাবঃ
সংচেষ্টেরন্ শত্রবোঽস্মাদ্ রণাগ্রে ॥ ৪৭

স দীর্ঘবাহুর্দৃঢ়ধন্বা মহাত্মা
ভিন্দ্যাদ্ গিরীন্ সংহরেৎ সর্বলোকান্।
অস্ত্রে কৃতী নিপুণঃ ক্ষিপ্রহস্তো
দিবি স্থিতঃ সূর্য ইবাভিভাতি ॥ ৪৮

যাহাকে পরম বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যার অত্যন্ত গোপনীয় রহস্যও শিক্ষা দিয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন স্বজনবর্গের বীর সৈন্যগণের অগ্রভাগে শোভিত হইবে এবং সেই সময় তাহাকে দুর্যোধন যখন দেখিবে, তখন সে মনে মনে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবে ॥ ৪১

যখন শত্রুগণের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ, অপরিমিত শক্তিশালী সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে নিজ বাণসমূহে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে সন্তপ্ত করিয়া আচার্য দ্রোণের উপর আক্রমণ করিবে, সেই সময় যুদ্ধের পরিণামের কথা ভাবিয়া দুর্যোধন অনুতপ্ত হইবে ॥ ৪২

সোমকবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি লজ্জাশীল, বলবান্, বুদ্ধিমান্, মনস্বী ও বীরোচিতশোভাসম্পন্ন। এইরূপ বুদ্ধিবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমী বীরবর সাত্যকি যাহাদের অগ্রণী নেতা, তাহাদের বেগ অন্য কোন শত্রু সহ্য করিতে পারে না ॥ ৪৩

তুমি দুর্যোধনকে একথাও বলিবে যে, অতঃপর জীবিত থাকিয়া তুমি রাজ্যভোগের ইচ্ছা করিও না। আমরা যুদ্ধের জন্য অদ্বিতীয় বীর, মহাবলশালী, নির্ভয় এবং অস্ত্রবিদ্যানিপুণ শিনির পৌত্র (নাতী) রথারূঢ় সাত্যকিকে আমাদের সহায়স্বরূপে বরণ করিয়াছি ॥ ৪৪

শিনির পৌত্র মহারথ সাত্যকি চারি হাত লম্বা ধনু ধারণ করেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহু দীর্ঘ। তিনি অদ্বিতীয় বীর ও যুদ্ধে শত্রুগণকে মথিত করেন। তাঁহার উত্তম অস্ত্রজ্ঞান বিদ্যমান আছে। তিনি নির্ভয় ও সমস্ত অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী ॥ ৪৫

যখন আমার কথায় শিনিপ্রবর শত্রুমর্দন সাত্যকি শত্রুগণকে মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে মুখ্য মুখ্য যোদ্ধবর্গকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবেন, সেই সময় দুর্যোধন যুদ্ধের পরিণামের কথা ভাবিয়া অতিশয় অনুতপ্ত হইবে ॥ ৪৬

সুদৃঢ় ধনুর্ধারী দীর্ঘবাহু মহামনা সাত্যকি যখন যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া সমরাঙ্গণে ধৈর্যসহকারে অবস্থান করিবে, সেই সময় যেরূপ সিংহের গন্ধ পাইয়া গোসকল এদিকে ওদিকে পলায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুরা যুদ্ধ-সম্মুখে ইহার নিকট আসিয়া অতিরিক্ত পলায়ন করিবার চেষ্টা করে ॥ ৪৭

বিশালবাহু, সুদৃঢ় ধনুর্ধারী, যুদ্ধনিপুণ ও অস্ত্রচালনায় হস্তলঘুতা প্রদর্শনকারী অস্ত্রজ্ঞ সাত্যকি পর্বতসমূহকেও বিদীর্ণ করিতে পারেন এবং সমগ্র লোককেও সংহার করিতে পারেন। তিনি আকাশে বিদ্যমান সূর্যের ন্যায় যুদ্ধে সদা প্রকাশিত হন ॥ ৪৮

চিত্রঃ সূক্ষ্মঃ সুকৃতী যাদবস্য
অস্ত্রে যোগো বৃষ্ণিসিংহস্য তূয়ান্।
যথাবিধং যোগমাহুঃ প্রশস্তং
সর্বৈর্গুণৈঃ সাত্যকিস্তৈরুপেতঃ ॥ ৪৯

হিরণ্ময়ঃ শ্বেতহয়ৈশ্চতুর্ভি-
র্যদা যুক্তঃ স্যন্দনঃ মাধবস্য।
দ্রষ্টা যুদ্ধে সাত্যকের্ধার্তরাষ্ট্র-
স্তদা তপ্স্যত্যকৃতাত্মা স মন্দঃ ॥ ৫০

যদা রথং হেমমণিপ্রকাশং
শ্বেতাশ্বযুক্তং বানরকেতুমুগ্রম্
দ্রষ্টা মমাপ্যন্বিতং কেশবেন
তদা তপ্স্যত্যকৃতাত্মা স মন্দঃ ॥ ৫১

যদা মৌর্ব্যাস্তলনিষ্পেষমুগ্রং
মহাশব্দং বজ্রনিষ্পেষতুল্যম্।
বিধূয়মানস্য মহারণে ময়া
স গাণ্ডিবস্য শ্রোষ্যতি মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ৫২

তদা মূঢ়ো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্র-
স্তপ্তা যুদ্ধে দুষ্কৃতিস্তিষ্ঠসহায়ঃ।
দৃষ্ট্বা সৈন্যং বাণবর্ষান্ধকারে
প্রভজ্যান্তং গোকুলবদ্ রণাগ্রে ॥ ৫৩

বলাহকাস্তুল্যরূপঃ সুভীমান্
বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গানিব ঘোররূপান্।
সহস্রশান্ বিষতাঃ সঙ্গরেষু
অস্থিচ্ছিদো মর্মভিদঃ সুপুঙ্খান্ ॥ ৫৪

যদা দ্রষ্টা সুমুখান্ বাণসঙ্ঘান্
গাণ্ডীবমুক্তানাপতন্তঃ শিতাগ্রান্।
হয়ান্ গজান্ রথিনশ্চাপরানাং-
স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৫৫

যদা মন্দঃ পরবাণান্ বিমুক্তান্
মর্মেষুভিন্দ্যমানান্ প্রতীপম্।
তির্যগ্ বিধ্যাচ্ছিদ্যমানান্ পৃষদ্ভৈ-
স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৫৬

যুদ্ধনিপুণ বীরপুরুষ যেরূপ যেরূপ অস্ত্রসমূহের উপলব্ধিকে প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে করেন, সেই সমস্ত গুণ এবং অন্যান্য বীরোচিত গুণসমূহে সাত্যকি সুশোভিত। এই বহুগুণসম্পন্ন সাত্যকির অতিশয় উত্তম অস্ত্রসমূহের জ্ঞান আছে। তাঁহার এই অস্ত্রযোগ বিচিত্র, সূক্ষ্ম এবং উত্তমরূপে অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে ॥ ৪৯

যখন যুদ্ধে পাপাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন যদুবংশীয় সাত্যকির চারিটি শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত সুবর্ণময় রথকে দেখিবে, তখন সে অবশ্যই সন্তপ্ত হইবে ॥ ৫০

যাহাতে চারিটি শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত আছে, যাহার উপরে বানরধ্বজা বিদ্যমান এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে উপবেশন করিয়া সারথির কার্য্য করিবেন, যখন আমার সুবর্ণ ও মণিসমূহের ন্যায় জ্যোতিবিশিষ্ট সেই ভয়ঙ্কর রথকে অকৃতাত্মা মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন দেখিবে, তখন সে অনুতপ্ত হইবে ॥ ৫১

মহারণ আরম্ভ হইলে, সেই সময় আমি যখন গাণ্ডীব ধনুতে গুণারোপণ করিব, তখন আমার ধনুর ঘর্ষণে বজ্রপতনের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইবে, মন্দমতি দুর্যোধন যখন গাণ্ডীবধনুর সেই উগ্র টঙ্কার ধ্বনি শুনিবে এবং রণস্থলের অগ্রভূমি আমার বাণ-বর্ষণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে তাহার মধ্যেই এদিক ওদিক পলায়নপর গোগণের ন্যায় নিজ সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে দেখিবে, তখন দুষ্ট সহায়কগণের সহিত দুর্বুদ্ধি ও মূঢ় দুর্যোধন অতিশয় সন্তাপ ভোগ করিবে ॥ ৫২-৫৩

আমার গাণ্ডীব-ধনুর শব্দ হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট, সুন্দর পঙ্খযুক্ত ও ভয়ঙ্কর বাণসমূহ মেঘ হইতে বিচ্যুত অত্যন্ত ভয়ানক বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যখন যুদ্ধভূমিতে শত্রুগণের উপর নিপতিত হইবে এবং উহাদের অস্থিসমূহ ভেদ করত ও মর্মস্থান বিদীর্ণ করত সহস্র সহস্র সৈন্যকে ধ্বংস করিতে থাকিবে, সেই সঙ্গে বহু অশ্ব, হস্তী ও কবচধারী যোদ্ধাদিগের প্রাণ হরণ করিতে থাকিবে, সেই সময় যখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন এই সমস্ত কর্ম দেখিবে, তখন যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিবে ॥ ৫৪-৫৫

যুদ্ধে অন্য যোদ্ধা যখন বাণ সন্ধান করিবে, তখন আমার বাণ তাহাকে আঘাত করিয়া পশ্চাদপসরণ করাইবে। সেই সঙ্গে আমার অপর বাণ শত্রুর বাণসমূহকে তির্যগ্‌ভাবে ছিন্ন করত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। যখন মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন এ সমস্ত কার্য্য দেখিবে, তখন সে যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হইবে ॥ ৫৬

যদা বিপাঠা মদ্ভুজবিপ্রমুক্তা
দ্বিষাং কলানীব মহীরুহাগ্রাৎ।
প্রচেতার উত্তমাঙ্গানি ঘ্নন্তঃ
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৫৭

যদা দ্রষ্টা পততঃ স্যন্দনেভ্যো
মহাগজেভ্যোঽশ্বগতান্ সুযোধান্।
শরৈর্হতান্ পাতিতাংশ্চৈব রঙ্গে
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৫৮

অসংপ্রাপ্তানস্তপথং পরস্তু
তদা দ্রষ্টা নস্ততো ধার্তরাষ্ট্রান্।
অন্যুদ্বতঃ মর্শ যুদ্ধে সমন্তাৎ
তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥ ৫৯

পদাতিসঙ্ঘান্ রথসঙ্ঘান্ সমন্তাদ্
দ্রাক্তাননঃ কাল ইবাবতস্থে।
প্রণোৎস্যামি অলিতৈর্বাণবর্ষৈঃ
শত্রূংস্তদা তপ্স্যতি মন্দবুদ্ধিঃ ॥৬০

সর্বা দিশঃ সম্পতন্তো রথেন
রজোধ্বস্তং গাণ্ডিবেন প্রকৃষ্টম্।
যদা দ্রষ্টা ধ্বরণং সম্প্রযুঢ়ং
তদা পশ্চাৎ তপ্স্যতি মন্দবুদ্ধিঃ ॥৬১॥

কাম্বিগ্ভূতং ছিন্নগাত্রং বিসংজ্ঞং
দুর্যোধনো দ্রক্ষ্যতি সর্বসৈন্যম্
হতাশ্ববীরাগ্র্যনরেন্দ্রনাগং
পিপাসিতং প্রাপ্তপত্রং ভয়ার্তম্ ॥৬২॥

আর্তস্বরং হন্যমানং হতঞ্চ
বিকীর্ণকেশাস্থিকপালসঙ্ঘম্।
প্রজাপতেঃ কর্ম যথার্থনিশ্চিতং
তদা দৃষ্ট্বা তপ্স্যতি মন্দবুদ্ধিঃ ॥৬৩

যদা রথে গাণ্ডিবং বাসুদেবং
দিব্যং শঙ্খং পাঞ্চজন্যং হয়াংশ্চ।
তূণাবক্ষয্যৌ দেবদত্তঞ্চ মাঞ্চ
দ্রষ্টা যুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রোঽনুতপ্যাৎ ॥৬৪

যে সময় আমার বাহুবলে নিক্ষিপ্ত বিপাঠনামক বাণ যুবক যোদ্ধাদিগের মস্তকসমূহকে সেইভাবে ছেদন করিবে, যেরূপ পক্ষীরা বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ফলসমূহকে ছেদন করিয়া পাতিত করে, সেই সময় এই সব দেখিয়া দুর্যোধন অনুতাপভোগ করিবে। ৫৭

যখন দুর্যোধন দেখিবে যে রথসমূহ, অশ্ব ও গজগণের উপর হইতে তাহার যোদ্ধারা আমার বাণে নিহত হইয়া সমরাঙ্গণে পতিত হইতেছে, তখন সে যুদ্ধের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইবে। ৫৮

যখন দুর্যোধন দেখিতে পাইবে যে, তাহার ভ্রাতারা শত্রুর বাণবর্ষণের নিকট না যাইয়া উহা দূর হইতে দেখিয়াই অধৃত হইয়া পড়িতেছে এবং যুদ্ধে কোনরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, তখন সেই যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া দুর্যোধন মনস্তাপ করিতে থাকিবে। ৫৯

যখন আমি অবিচ্ছিন্নভাবে বাণবর্ষণ করিতে করিতে মৃত্যুব্যাদানকারী কালের ন্যায় নিজ প্রজ্বলিত বাণবর্ষণের দ্বারা শত্রুপক্ষের রথসমূহ, পদাতি সৈন্যগণ ও রথিবৃন্দকে ছিন্ন ভিন্ন করিব, সেই সময় মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন নিশ্চয়ই যুদ্ধের জন্য মনস্তাপ ভোগ করিবে। ৬০

দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যখন ইহা দেখিবে যে, সকল দিকে ধাবিত আমার রথের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে আচ্ছাদিত হইয়া তাহার সমগ্র সেনাবাহিনী অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে এবং আমার গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা তাহার সমস্ত সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তখন তাহাকে অতিশয় পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতে হইবে। ৬১

(ভয়ে পলাইতে থাকিলেও) কেহ কিছুই বুঝিতে পারিবে না যে, কোন দিকে যাইবে? বহু যোদ্ধার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে। বহু সৈন্য চেতনা হারাইবে। বহু হস্তী, অশ্ব ও বীরাগ্রগণ্য নরপতিগণ বিনষ্ট হইবে। সমগ্র বাহন বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং সকল যোদ্ধাই পিপাসায় ও ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিবে। দুর্যোধন (অসহায় অবস্থায়) ইহা লক্ষ্য করিবে। বহু সৈন্যই আর্তস্বরে রোদন করিতে থাকিবে; কতক বিনষ্ট হইবে এবং কতকগুলি বিনষ্টপ্রায় হইয়া পড়িবে। বহু কেশ, অস্থি ও কপালসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। তখন মনে হইতে থাকিবে—ইহা বিধাতার যথার্থরূপে নির্দিষ্টবিধান, তাই আজ সব কিছুই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া সেই মন্দমতি দুর্যোধন অনুতপ্ত হইবে। ৬২-৬৩

যখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন রথের মধ্যে আমার গাণ্ডীব-ধনু, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ, রথে যোজিত

উদ্বর্তয়ন্ দস্যুসঙ্ঘান্ সমেতান্
প্রবর্তয়ন্ যুগমন্তম্ যুগান্তে।
যদা ধক্ষ্যামাগ্নিবৎ কৌরবেয়াং-
স্তদা তপ্তা ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রঃ ॥৬৫
সজ্ঞাতা বৈ সহসৈন্যঃ সভৃত্যো
ত্রৈশ্বর্যাঃ ক্রোধবশোঽল্পচেতাঃ।
দর্পস্যান্তে নিহতো বেপমানঃ
পশ্চাত্তপ্স্যত্যতি ধার্তরাষ্ট্রঃ ॥৬৬॥
পূর্বাহ্ণে মাং কৃতজপ্যং কদাচিদ্
বিপ্রঃ প্রোবাচোদকান্তে মনোজ্ঞম্।
কর্তব্যং তে দুষ্করং কর্ম পার্থ
যোদ্ধব্যং তে শত্রুভিঃ সব্যসাচিন্ ॥৬৭
ইন্দ্রো বা তে হরিমান্ বজ্রহস্তঃ
পুরস্তাদ্ যাতু সমরেঽরীন্ বিনিঘ্নন্।
সুগ্রীবযুক্তেন রথেন বা তে
পশ্চাৎ কৃষ্ণো রক্ষতু বাসুদেবঃ ॥৬৮॥
বব্রে চাহং বজ্রভৃতস্তাদ্যেন্দ্রা-
দধিষ্ঠিরে যুদ্ধে বাসুদেবং সহায়ম্।
স মে লব্ধো দস্যুবধায় কৃষ্ণো
মন্যে চৈতদ্ বিহিতং দৈবতৈর্মে ॥৬৯
অযুধ্যমানো মনসাপি যস্য
জয়ং কৃষ্ণঃ পুরুষস্যাভিনন্দেৎ।
এবং সর্বান্ স ব্যতীয়াদমিত্রান্
সেন্দ্রান্ দেবান্ মানুষে নাস্তি চিন্তা ॥৭০॥
স বাহুভ্যাং সাগরমুত্তিতীর্ষে-
দ্যুদোদধিং সলিলস্যাপ্রমেয়ম্।
তেজস্বিনং কৃষ্ণমতাভূশূরং
যুদ্ধেন যো বাসুদেবং জিগীষেৎ ॥৭১॥
গিরিং য ইচ্ছেৎ তু তলেন ভেত্তুং
শিলোচ্চয়ং শ্বেতমতিপ্রমাণম্।
তস্যৈব পাণিঃ সনখো বিশীর্যে-
ন্ন চাপি কিঞ্চিৎ স গিরেস্তু কুর্যাৎ ॥৭২॥

দিব্য অস্ত্রসমূহ, বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীরদ্বয়, আমার দেবদত্তনামক শঙ্খ ও আমাকে দেখিবে, তখন যুদ্ধের পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া সে অত্যন্ত সন্তাপভোগ করিবে ॥ ৬৪

যে সময় যুদ্ধের জন্য একত্রে সম্মিলিত সেই দস্যুদলকে সংহার করিয়া প্রলয়কালের পর যুগান্তর প্রবর্তনকারী অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কৌরবগণকে ভস্মীভূত করিব, সেই সময় পুত্র-যুদ্ধের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অনুতাপ ভোগ করিবেন ॥ ৬৫

গর্বান্ধ ক্রোধের বশীভূত অল্পবুদ্ধি মূঢ় দুর্যোধন যখন ভ্রাতা, ভৃত্য ও সৈন্যের সহিত ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট ও আহত হইয়া কাঁপিতে থাকিবে, সেই সময় তাহার দর্প চূর্ণ হইয়া যাইলে সে (নিজ দুষ্কর্মের জন্য) অত্যন্ত অনুতপ্ত হইবে ॥ ৬৬

পূর্বের একটি ঘটনা—আমি একদিন পূর্বাহ্ণকালে সন্ধ্যাবন্দন ও গায়ত্রীজপ করত আচমনের পর বসিয়া আছি, সেই সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া একান্তে আমাকে এই মধুরবাক্য বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তোমাকে দুষ্কর কর্ম করিতে হইবে। সব্যসাচিন্! তোমাকে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বল—তুমি কি চাও? ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া বজ্র গ্রহণ করত তোমার অগ্রে অগ্রে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে নাশ করিতে করিতে যাইবেন অথবা সুগ্রীবাদি অশ্বযোজিত রথে বসিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাদ্ভাগ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন? ৬৭-৬৮

সেই সময় আমি বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকেই নিজের সহায়করূপে বরণ করিয়া লইলাম। এইরূপে এই দস্যুদলকে বধ করিবার জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলাম। মনে হইতেছে—দেবতাগণই আমার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ ৬৯

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ না করিয়াই মনে মনে যে পুরুষকে বিজয়াভিনন্দন জানাইবেন, সেই ব্যক্তি নিজের সমস্ত শত্রু তাহাতে সেই শত্রু ইন্দ্রাদি দেবতৃন্দই হউক না কেন—তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন। সুতরাং মানুষ শত্রুর জন্য ত' কোন চিন্তাই করিতে হইবে না ॥ ৭০

যে ব্যক্তি অত্যন্ত শৌর্যশালী তেজস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি নিজের দুই হস্তে অনন্ত অপার জলনিধি সমুদ্র পার হইয়া যাইবার অভিলাষ করে ॥ ৭১

যে ব্যক্তি অতিশয় বিশাল প্রস্তররাশিপূর্ণ শ্বেত কৈলাস-পর্বতকে নিজের হস্ততলপ্রহারে বিদীর্ণ করিতে চাহে, তাহার নখসহিত নিজের হস্তই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে সেই পর্বতের কিছুই হয় না ॥ ৭২

অগ্নিং সমিদ্ধং শময়েদ্ ভুজাভ্যাং
চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ নিবারয়েত্ত।
চরেদ্ দেবানামমৃতং প্রসহ্য
যুদ্ধেন যো বাসুদেবং জিগীষেৎ ॥৭৩॥

যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজা-
দুৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য।
উবাহ ভার্য্যাং বলসা বলস্থাং
যস্যাং জজ্ঞে রৌক্মিণেয়ো মহাত্মা ॥৭৪॥

অয়ং গান্ধারাংস্তরসা সম্প্রমথ্য
জিত্বা পুত্রান্ নগ্নজিতঃ সমগ্রান্।
বদ্ধং মুমোচ বিনদন্তং প্রসহ্য
সুদর্শনং যৈ দেবতানাং ললামম্ ॥৭৫॥

অয়ং কপাটেন জঘান পাণ্ড্যং
তথা কলিঙ্গান্ দন্তকূরে মমর্দ।
অনেন দত্তা বর্ষপূগান্ বিনাথা
বারাণসী নগরী সম্বভূব ॥৭৬॥

অয়ং স্ম যুদ্ধে মন্যতেঽস্ত্রৈরজেয়ং
তমেকলব্যং নাম নিষাদরাজম্।
বেগেনৈব শৈলমভিহত্য জন্তুঃ
শেতে স কৃষ্ণেন হতঃ পরাসুঃ ॥৭৭

তথোগ্রসেনস্য সুতং সুদুষ্টং
বৃষ্ণ্যন্ধকানাং মধ্যগতং সভায়াম্।
অপাতয়দ্ বলদেবদ্বিতীয়ো
হত্বা মদৌ চোগ্রসেনায় রাজ্যম্ ॥৭৮॥

অয়ং সৌভং যোধয়ামাস খস্থং
বিভীষণং মায়য়া শাল্বরাজম্।
সৌভদ্বারি প্রত্যগৃহ্ণাচ্ছতঘ্নীং
দোর্ভ্যাং ক এনং বিষহেত মর্ত্যঃ ॥৭৯

প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম বসুব দুর্গং
পুরং ঘোরমসুরাণামসহ্যম্।
মহাবলো নরকস্তত্র ভৌমো
জহারদিত্যা মণিকুণ্ডলে শুভে ॥৮০॥

যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে চাহে, সেই ব্যক্তি বীয় দুই হস্তদ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নিকে নির্বাপিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে এবং হঠকারিতা পূর্ব্বক দেবতাগণের অমৃত হরণ করিতে প্রযত্ন করে ॥ ৭৩

যিনি একমাত্র রথের সহায়তায় যুদ্ধে ভোজবংশীয় রাজগণকে বলের দ্বারা পরাজিত করত (রূপ, সৌন্দর্য্য ও) মুখের দ্বারা প্রকাশমান সেই পরমা সুন্দরী রুক্মিণীদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার গর্ভে মহাত্মা প্রদ্যুম্ন জন্মলাভ করিয়াছেন ॥ ৭৪

এই শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারদেশীয় যোদ্ধাদিগকে নিজ বেগে মথিত করিয়া রাজা নগ্নজিতের সমস্ত পুত্রগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং সেখানে কারাগারে বদ্ধ হইয়া যিনি দেবগণেরও আদরণীয় ছিলেন, সেই ক্রন্দনরত রাজা সুদর্শনকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭৫

ইনি পাণ্ড্যনরপতিকে কপাটে করিয়া নিহত করিয়াছিলেন, তাহার যুদ্ধে কলিঙ্গদেশীয় যোদ্ধাদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বারাণসী নগরীকে এমনভাবে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন যে, বহু বর্ষকাল ঐ নগরী অনাথা (রক্ষকহীনা) হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৭৬

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষাদরাজ একলব্যকে সর্ব্বথা যুদ্ধের অজ্ঞান করিতেন, যিনি অন্যের পক্ষে অজেয় ছিলেন; কিন্তু তিনিও এইভাবে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া প্রাণশূন্য অবস্থায় চিরকালের জন্য রণশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, যেভাবে জম্ভনামক এক দৈত্য স্বয়ংই সবেগে পর্ব্বতে আঘাত করত প্রাণশূন্য হইয়া মহানিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিল ॥ ৭৭

উগ্রসেনের পুত্র কংস অত্যন্ত দুষ্ট-প্রকৃতির ছিল। একদিন যখন সে সভায় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বসিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত সেখানে যাইয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। এইরূপে কংসকে বধ করিয়া ইনি মথুরার রাজ্যভার উগ্রসেনের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮

এই শ্রীকৃষ্ণ সৌভনামক বিমানে উপবিষ্ট এবং মায়াদ্বারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত আকাশমার্গে স্থিত শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও সৌভবিমানের দ্বারে সংলগ্ন শতঘ্নী-অস্ত্রকে (বৃহৎ কামান) দুই হাতে ধরিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার বেগ কোন মানুষ সহ্য করিতে পারে ? ৭৯

অসুরগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে একটি ভয়ঙ্কর দুর্গেও নগর ছিল, যাহা শত্রুগণের পক্ষে সর্ব্বথা অজেয়। সেখানে ভূমিপুত্র মহাবলবান্ নরকাসুর নিবাস করিতেছিল। এই নরকাসুরই দেবমাতা অদিতির সুন্দর মণিময় কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছিল ॥ ৮০

ন তং দেবা: সহ শক্রেণ শেকু:
সমাগতা যুধি মৃত্যোরভীতা:।
দৃষ্ট্বা চ তং বিক্রমং কেশবস্য
বলং তথৈবাস্ত্রমবারণীয়ম্ ৮১
জানন্তোঽস্য প্রকৃতিং কেশবস্য
নাযোজয়ন্ দস্যুবধায় কৃষ্ণম্।
স তৎ কর্ম প্রতিতপ্রাব দুষ্করং
মৈশ্বর্য্যবান্ সিদ্ধিষু বাসুদেব: ৮২
নির্মোচনে ষট্ সহস্রাণি চৈব
সঞ্ছিন্ন পাশান্ সহসা কৃতাস্যান।
মুরং হত্বা বিনিহত্যৌঘরক্ষো-
নির্মোচনং প্রাপ্য জগাম বীর: ৮৩
তত্রৈব তেনাস্ত বভূব যুদ্ধং
মহাবলেনাতিবলস্য বিষ্ণো:।
শেতে স কৃষ্ণেন হত: পরাসু-
র্বাতেনেবোন্মথিত: কর্ণিকার: ৮৪
আহৃত্য কৃষ্ণো মণিকুণ্ডলে তে
হত্বা চ ভৌম: নরকং মুরঞ্চ।
প্রিয়া হৃতো যশসা চৈব বিদ্বান্
প্রত্যাজগামাপ্রতিমপ্রভাব: ৮৫
অস্মৈ বরাণ্যদদংস্তত্র দেবা
দৃষ্ট্বা ভীমং কর্ম কৃতং রণে তৎ।
শ্রমশ্চ তে যুধ্যমানস্য ন স্যা-
দাকাশে চাপ্সু চ তে ক্রম: স্যাৎ ৮৬
শস্ত্রাণি গাত্রে ন চ তে ক্রমেয়-
রিত্যেব কৃষ্ণশ্চ তত: কৃতার্থ:।
এবংরূপে বাসুদেবেঽপ্রমেয়ে
মহাবলে গুণসম্পৎ সদৈব ৮৭
তমসহ্যং বিষ্ণুমনন্তবীর্য্য-
মালংসহে ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিজেতুম্।
সদা হ্যেন: তর্কয়তে দুরাত্মা
তচ্চাপায়: সহতেঽস্মান্ সমীক্ষ্য ৮৮
পর্য্যাগতং মম কৃষ্ণস্য চৈব
যো মন্যতে কলহং সম্প্রসহ্য।
শক্য: হর্তুং পাণ্ডবানাং মন্যু:
তং বেদিতা সাত্বতাং তত্র পশ্য ৮৯

মৃত্যুভয়শূন্য দেবগণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে সমাগত হইয়াও ইঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনিবার্য্য বল, পরাক্রম ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া এবং ইঁহাকে দয়ালু ও দুষ্টদমনকারী স্বভাবসিদ্ধ জানিয়া ইঁহার নিকট সেই দস্যু নরকাসুরকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তখন সকল কার্য্যের সিদ্ধিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ৮১-৮২

বীরবর শ্রীকৃষ্ণ নির্মোচননামক নগরের সীমান্তে যাইয়া সহসা ছয় হাজার লৌহনির্ম্মিত পাশ ছেদন করিয়াছিলেন, যে পাশগুলি তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল। তারপর মুরনামে দৈত্যকে বধ করিয়া ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া নির্মোচন-নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮৩

এই স্থানেই মহাবল নরকাসুরের সহিত অত্যন্ত বলশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বিনষ্ট হইয়া প্রাণশূন্য নরকাসুর প্রবল বায়ুর আঘাতে উৎপাটিত কর্ণিকার বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। ৮৪

এইরূপ অনুপম প্রভাবশালী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিপুত্র নরকাসুর ও মুরাসুরকে বধ করিয়া দেবী অদিতির সেই দুইটি মণিময় সুন্দর গ্রহণকরত বিজয়শ্রী ও উজ্জ্বল যশে সুশোভিত হইয়া নিজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৮৫

যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রম দেখিয়া দেবগণ সেখানে তাঁহাকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন—কেশব! যুদ্ধ করিবার সময় আপনার কোন শ্রম হইবে না, আকাশ ও জলের মধ্যেও আপনি অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করিতে পারিবেন এবং আপনার অঙ্গে কোন অস্ত্রই আঘাত হানিতে পারিবে না। এইরূপে বর পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কৃতকার্য্য হইলেন। এই অসীম শক্তিশালী মহাবল বাসুদেবে সমস্ত গুণসম্পত্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। ৮৬-৮৭

এইরূপ অনন্ত পরাক্রমী ও অজেয় শ্রীকৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন জয় করিবার আশা করিতেছে। সেই দুরাত্মা সদা ইঁহার অনিষ্ট করিবার বিষয়ে চিন্তা করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি ইহার সমস্ত অপরাধ সহ্য করিতেছেন। ৮৮

দুর্য্যোধন মনে করিতেছে—আমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ কলহ বাধাইয়া দিতে সমর্থ হইবে। পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের উপর যে মমতাবোধ আছে, তাহাও হরণ করিতে পারিবে বলিয়া সে

নমস্কৃত্বা শান্তনবায় রাজ্ঞে
দ্রোণায়াথো সহপুত্রায় চৈব।
শারদ্বতায়াপ্রতিমন্বিনে চ
যোৎস্যাম্যহং রাজ্যমতীপ্সমানঃ ॥৯০
ধর্ম্মেণাপ্তং নিধনং তস্য মত্তে
যো যোৎস্যতে পাণ্ডবৈঃ পাপবুদ্ধিঃ।
মিথ্যা গ্রহে নির্জ্জিতা বৈ নৃশংসৈঃ
সংবৎসরান্ বৈ দ্বাদশ রাজপুত্রাঃ ॥৯১
বাস্যঃ কৃষ্ণাঃ বিহিতশ্চাপ্যরণ্যে
দীর্ঘং কালং চৈকমজ্ঞাতবর্ষম্।
তে হি কস্মাজ্জীবতাং পাণ্ডবানাং
নন্দিষ্যন্তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ পদস্থাঃ ॥৯২
তে চেদস্মান্ যুধ্যমানান্ জয়েয়ু-
র্দেবৈর্মঘেন্দ্রপ্রমুখৈঃ সহায়ৈঃ।
ধর্ম্মাদধর্ম্মশ্চরিতো গরীয়া-
স্ততো ধ্রুবং নাস্তি কৃতঞ্চ সাধু ॥৯৩

ন চেদিমং পুরুষং কর্ম্মবন্ধং
ন চেদস্মান্ মন্যতেঽসৌ বিশিষ্টান্।
আশংসেঽহং বাসুদেবদ্বিতীয়ো
দুর্য্যোধনং সবান্ধবং নিহন্তুম্ ॥৯৪
ন চেদিদং কর্ম্ম নরেন্দ্র বদ্ধং
ন চেদ্ ভবেৎ সুকৃতং নিষ্ফলং বা।
উদকঞ্চ শুচ্ছাত্তিসমীক্ষ্য নূনং
পরাজয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সাধু ॥৯৫
প্রত্যক্ষং বঃ কুরবো যদ্ ব্রবীমি
যুধ্যমানা ধার্ত্তরাষ্ট্রা ন সন্তি।
অন্যত্র যুদ্ধাৎ কুরবো যদি স্যু-
র্ন যুদ্ধে বৈ শেষ ইহাস্তি কশ্চিৎ ॥৯৬
হত্বা বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সকর্ণান্
রাজ্যং কৃৎস্নমবজেতা সমগ্রম্।
যদ্ বঃ কার্য্যং তৎ কুরুধ্বং যথাস্ব-
মিষ্টান্ দারানাপ্নুতোগান্ ভজধ্বম্ ॥৯৭

মনে করিতেছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে যাইয়া তাহার এই সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইবে। ৮৯

আমি শান্তনুনন্দন মহাত্মার ক্ষীণ, আচার্য্যদেব দ্রোণ, গুরুভ্রাতা অশ্বত্থামা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরবর কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া রাজ্যলাভের ইচ্ছা করত অবশ্যই যুদ্ধ করিব। ৯০

যে পাপবুদ্ধি মানুষ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে, ধর্ম্মদৃষ্টিতে তাহার মৃত্যু সমীপাগত হইয়াছে,—এইরূপই আমার বিশ্বাস। কারণ এই ক্রূরস্বভাব কৌরবগণ আমাদের সকলকে কপট পাশা-খেলায় জয় করিয়া দ্বাদশ বর্ষ কালের জন্য বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; যদিও আমরাও রাজারই পুত্র। ৯১

আমরা বনে দীর্ঘ কাল ধরিয়া অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করত বাস করিয়াছি এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছি। এইরূপ অবস্থায় পাণ্ডবগণ বাঁচিয়া থাকিতে কৌরবেরা নিরুপদ্রবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কিভাবে আনন্দভোগ করিবে? ৯২

যদি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সহায়তা পাইয়াও ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন আমাদিগকে জয় করিতে পারে, তবে বুঝিতে হইবে ধর্ম্মের অপেক্ষা পাপাচারের মহত্ত্ব অধিক এবং সংসারে পুণ্য কর্ম্মের অস্তিত্ব আর কিছুই নাই। ৯৩

যদি দুর্য্যোধন মানুষকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ বলিয়া মনে না করে, যদি সে আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বা প্রবল বলিয়া মান্য করিতে না চাহে, তবে আমি এই আশা রাখি যে, শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সহায়রূপে পাইয়া আমি দুর্য্যোধনকে পরিকরবর্গের সহিত বিনাশ করিতে পারিব॥ ৯৪

রাজন্! যদি মানুষের কৃত পাপকর্ম্ম নিষ্ফল না হয়, যদি কৃত পুণ্য কর্ম্ম তাহার ফল দান না করিয়া থাকিতে না পারে, তবে আমি দুর্য্যোধনের বর্ত্তমান ও পূর্ব্বের কৃত পাপ কর্ম্মের বিচার করিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের পরাজয় অনিবার্য্য ও ইহাতে জগতের কল্যাণই হইবে॥ ৯৫

কৌরবগণ! আমি তোমাদের সমক্ষে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাই যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহারা জীবিত থাকিবে না। কৌরবগণের জীবিত থাকিবার আশা ততদিন পর্য্যন্ত আছে, যতদিন তাহারা যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে তো তাহাদের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না॥ ৯৬

আমি কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিয়া কুরুদেশের সম্পূর্ণ রাজ্য জয় করিব, অতএব তোমাদের যাহা যাহা কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, তাহা পূরণ করিয়া লও। নিজের বৈভব অনুসারে প্রিয়তমা পত্নীগণের সহিত সুখ ভোগ করিয়া লও এবং

অপোবং নো ব্রাহ্মণাঃ সন্তি বৃদ্ধা
বহুশ্রুতাঃ শীলবন্তঃ কুলীনাঃ।
সাংবৎসরা জ্যোতিষি চাভিযুক্তা
নক্ষত্রযোগেষু চ নিশ্চয়জ্ঞাঃ ॥৯৮
উচ্চাবচং দৈবযুক্তং রহস্যং
দিব্যাঃ প্রশ্না মৃগচক্রা মুহূর্তাঃ।
ক্ষয়ং মহান্তং কুরুসঞ্জয়ানাং
নিবেদয়ন্তে পাণ্ডবানাং জয়ঞ্চ ॥৯৯
যথা হি নো মন্যতেঽজাতশত্রুঃ
সংসিদ্ধার্থো বিজয়ঃ নিগ্রহায়।
জনার্দনশ্চাপ্যপরোক্ষবিদ্যো
ন সংশয়ং পঙ্কতি বৃষ্ণিসিংহঃ ॥ ১০০
অহং তথৈবং খলু ভাবিরূপং
পশ্যামি বুদ্ধ্যা বয়মপ্রমত্তঃ।
দৃষ্টিশ্চ মে ন ব্যথতে পুরাণী
সংযুধ্যমানা ধার্তরাষ্ট্রা ন সন্তি ॥ ১০১

অনালক্ষ্য দৃষ্টতি গাণ্ডিবং ধনু-
রনাহতা কম্পতি যে ধনুর্জ্যা।
বাণাশ্চ মে তূণমুখান্ বিসৃত্য,
মুহুর্মুহুর্গন্তমুপস্থিতা বৈ ॥ ১০২
ধ্বজঃ কোশাদ্ভিনরতি প্রসহ্য
হিত্বেব জীর্ণমুরগস্বচং স্বাম্।
বদ্ধে বাচো রৌদ্ররূপা ভবন্তি
কদা রথা যোক্ষ্যতে তে কিরীটিন্ ॥১০৩
সোমাদুদল্বাশ্চ নদন্তি রাত্রৌ
রক্ষাংস্যথো নিপতন্ত্যন্তরিক্ষাৎ।
মৃগাঃ শৃগালাঃ শিতিকণ্ঠাশ্চ কাকা
গৃধ্রা বকাশ্চৈব তরক্ষবশ্চ ॥ ১০৪
সুবর্ণপক্ষাশ্চ পতন্তি পশ্চাৎ
দৃষ্ট্বা রথং শ্বেতহয়প্রযুক্তম্।
অয়ং হ্যেকঃ পার্থিবান্ সর্বযোধান্
শরান্ বর্ষান্ বৃত্তালোকং নয়েদ্যম্ ॥ ১০৫

নিজের শরীরের পক্ষে যাহা অভীষ্ট, তাহাও উপভোগ করিয়া লও ॥ ৯৭

আমাদের নিকট স্বয়ং এরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা বহু শাস্ত্রে বিদ্বান্, সুশীল, উত্তমকুলে উৎপন্ন, বর্ষের শুভাশুভ ফলের জ্ঞাতা, জ্যোতিষ শাস্ত্রের দর্শক এবং গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের যোগফল নিশ্চিতরূপে জানেন ॥ ৯৮

তাঁহারা দৈবসম্বন্ধীয় উন্নতি ও অবনতির ফলসূচক রহস্য বলিতে পারেন। প্রশ্নসমূহের এরূপ অলৌকিকভাবে উত্তর দান করেন, যাহাতে ভবিষ্যতের ঘটনার জ্ঞান হইয়া যায়। তাঁহারা শুভাশুভ ফলসমূহ বর্ণনা করিবার জন্য সর্বতোভদ্র প্রভৃতি বহু চক্রও অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহাদের মুহূর্তশাস্ত্রেরও যথার্থ পাণ্ডিত্য আছে। তাঁহারা সকলে নিশ্চিতরূপে এই কথা নিবেদন করিয়াছেন যে, কৌরব ও সৃঞ্জয় বংশের ভয়ঙ্কর সংহার হইবে এবং সেই মহাযুদ্ধে পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইবে ॥ ৯৯

অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির মনে করেন—আমি শত্রুগণকে দমন করিতে নিশ্চয়ই সফল হইব। বৃষ্ণিবংশের পরাক্রমী বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও সম্পূর্ণ বিজয় অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, তিনিও আমার মনোরথসিদ্ধির বিষয়ে কোন সন্দেহই দেখিতে পান না ॥ ১০০

আমিও প্রমাদশূন্য হইয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভাবী ঘটনার যাদৃশ স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি, তদনুসারে আমি এই কথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ জীবিত থাকিবে না ॥ ১০১

পাণ্ডীব-ধনু স্পর্শ না করিতেই টঙ্কারধ্বনি করিতেছে, আমার ধনুর গুণ বিনা আঘাতেই দুলিতেছে এবং আমার বাণসমূহ তূণাগ্র হইতে পতিত হইয়া শত্রুর অভিমুখে যাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইতেছে ॥ ১০২

যেমন সর্প নিজ পুরাতন খোলস ছাড়িয়া চকচক করে, সেইরূপ আমার চকচকে ধ্বজ কোষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। আমার অন্তরে এই ভয়ঙ্কর বাণী উদিত হইতেছে যে, হে কিরীটধারী অর্জুন! তোমার রথ যুদ্ধের জন্য কবে যোজিত হইবে ? ১০৩

রাত্রিতে শৃগালগণ কোলাহল করে, রাক্ষসেরা আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছে এবং বক, শৃগাল, মদ্গু, কাক, শকুনি, বক ও চিতাবাঘ ধাবিত হইয়া আমার রথের দিকে আসিতেছে ॥ ১০৪

শ্বেত-বর্ণ অশ্বযোজিত আমার রথ দেখিয়া সুবর্ণপক্ষনামক পক্ষী পশ্চাদ্ভাগ হইতে পতিত হইতেছে। ইহাতে মনে হইতেছে যেন আমি একাই বহু বাণ বর্ষণ করিয়া সমস্ত রাজা ও যোদ্ধাদিগকে যমলোক পাঠাইয়া দিব ॥ ১০৫

সমাদদানঃ পৃথগস্ত্রমার্গান্
যথাস্থিহিংস্রো গহনং নিদাঘে।
দুষ্পাকর্ণং পাশুপতং মহাস্ত্রং
ব্রাহ্মং চাহং যচ্চ শক্রোঽপ্যদাস্যে ॥ ১০৬
বধে ধ্রুবো বেগবতঃ প্রমুঞ্চন্
নাহং প্রজাঃ কিঞ্চিদিহাবশিষ্যে।
শান্তিং লপ্স্যে পরমো হ্যেষ ভাবঃ
স্থিরো মম ব্রূহি গাবল্গণে তান্ ॥ ১০৭
যে বৈজয়্যাঃ সমরে সূত লব্ধ্বা
দেবানপীন্দ্রপ্রমুখান্ সমেতান্।
তৈর্মন্যতে কলহং সম্প্রমদ্য
স ধার্তরাষ্ট্রঃ পশ্যত মোহমস্য ॥ ১০৮
বৃদ্ধো ভীষ্মঃ শান্তনবঃ কৃপশ্চ
দ্রোণঃ সপুত্রো বিদুরশ্চ ধীমান্।
এতে সর্বে যদ্ বদন্তে তদস্তু
আয়ুষ্মন্তঃ কুরবঃ সন্তু সর্বে ॥ ১০৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি অর্জুনবাক্যনিবেদনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

যেরূপ গ্রীষ্মকালে প্রজ্বলিত অগ্নি বহুদূর গহন বনকে ভস্ম করিতে থাকিবে, তখন কোন বৃক্ষকেই সে অবশিষ্ট রাখিবে না, সেইরূপ আমি শত্রুগণকে বধের জন্য সুসজ্জিত হইয়া অস্ত্রচালনায় বিভিন্ন রীতিসমূহের আশ্রয় অবলম্বন করত দুষ্পাকর্ণ, মহাস্ত্র পাশুপত, ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইন্দ্র আমাকে যে অস্ত্র দিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রাস্ত্রকেও প্রয়োগ করিব ও বেগশালী বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া এই যুদ্ধে কাহাকেও জীবিত রাখিব না। এইরূপ করিলেই আমার শান্তিলাভ হইবে। সঞ্জয়! তুমি তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে যে, আমার এই দৃঢ় ও উত্তম সিদ্ধান্ত। ১০৬-১০৭

সূত! যে পাণ্ডবগণ সমরভূমিতে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকেও পাইলে তাহাদিগকে পরাজিত না করিয়া থাকিতে পারেন না, সেই পাণ্ডবগণের সহিত এই দুর্যোধন হঠকারিতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছে—ইহার মোহ দেখ। ১০৮

কিন্তু আমি পুনরায় তোমাকে জানাইতেছি যে, বৃদ্ধ পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও জ্ঞানী বিদুর —ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে। সমস্ত কৌরব দীর্ঘায়ু হউক। ১০৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যনিবেদনবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিস্থাপনং কর্তুং দুর্যোধনসমীপে ভীষ্মস্য প্রস্তাবঃ, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্মহিমবর্ণনম্, কর্ণস্য নিন্দা, কর্ণস্যাত্মপ্রশংসা, ভীষ্মস্য পুনঃ কর্ণং প্রত্যুপহাসঃ, ভীষ্মবাক্যস্য দ্রোণাচার্য্যেণানুমোদনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমবেতেষু সর্বেষু তেষু রাজসু ভারত।
দুর্যোধনমিদং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥ ১
বৃহস্পতিশ্চোশনা চ ব্রহ্মাণং পর্যুপস্থিতৌ।
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ বসবশ্চাগ্নিনা সহ ॥ ২
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ যে চ সপ্তর্ষয়ো দিবি।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্বঃ শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩
নমস্কৃত্যোপজগ্মুস্তে লোকবৃদ্ধং পিতামহম্।
পরিবার্য্য চ বিশ্বেশং পর্য্যাসত দিবৌকসঃ ॥ ৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্যোধনের নিকট প্রস্তাব, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মহিমাবর্ণন এবং কর্ণের নিন্দা, কর্ণের আত্মপ্রশংসা, ভীষ্মকর্ত্তৃক পুনরায় কর্ণকে উপহাস এবং ভীষ্মবাক্যকে দ্রোণাচার্য্যের অনুমোদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! সেখানে একত্রে মিলিত সমস্ত রাজমণ্ডলীর মধ্যে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন।১

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা—একদিন বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মার সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তখন সেখানে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, অগ্নি, বসুগণ, আদিত্য, সাধ্য ও সপ্তর্ষিগণ, বিশ্বাবসু গন্ধর্ব এবং শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ উপস্থিত ছিলেন ॥ ২-৩

এই সব দেবগণ লোকবৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন

তেষাং মনশ্চ তেজশ্চাপ্যাদদানাবিবৌজসা।
পূর্বদেবৌ ব্যতিক্রান্তৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ৪

বৃহস্পতিস্তু পপ্রচ্ছ ব্রহ্মাণং কাবিমাবিতি।
ভবন্তং নোপতিষ্ঠেতে তৌ নঃ শংস পিতামহ ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ।

যাবেতৌ পৃথিবীং দ্যাঞ্চ ভাসয়ন্তৌ তপস্বিনৌ।
জ্বলন্তৌ রোচমানৌ চ ব্যপ্যাতীতৌ মহাবলৌ ॥ ৭

নর-নারায়ণাবেতৌ লোকাল্লোকং সমন্বিতৌ।
উর্জিতৌ যেন তপসা মহাসত্ত্বপরাক্রমৌ ॥ ৮

এতৌ হি কর্মণা লোকং নন্দয়ামাসতুর্ভৃশম্।
বিধাস্যতো মহাপ্রাজ্ঞৌ বিদ্ধি ব্রহ্মন্ পরন্তপৌ।
অসুরাণাং বিনাশায় দেব-গন্ধর্বপূজিতৌ ॥ ৯

করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৪

সেই সময় পুরাতন দেবতা নর-নারায়ণ ঋষি সেইদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কান্তি ও তেজে তাঁহাদের সকলের চিত্ত এবং তেজকে হরণ করিতে করিতেই যেন সেইস্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৫

ইহা দেখিয়া বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতামহ! ইঁহারা দুইজন কে, যাঁহারা আপনাকেও অভিনন্দন করিলেন না? আপনি আমাদিগের নিকট ইঁহাদের পরিচয় বলুন ॥ ৬

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৃহস্পতি! এই যে দুই মহাশক্তিশালী তপস্বী পৃথিবী ও আকাশকে উদ্ভাসিত করিতে করিতে আমাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন, ইঁহারা দুইজন নর ও নারায়ণ ঋষি। ইঁহারা নিজ তেজে প্রজ্বলিত ও কান্তিতে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের ধৈর্য ও পরাক্রম মহান্। ইঁহারা নিজ তপস্যাতে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলিয়া ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আসিয়াছেন ॥ ৭-৮

ইঁহারা নিজ সৎকর্মসমূহে নিশ্চয়ই সমগ্র লোকের আনন্দবর্ধন করেন। ব্রহ্মন্! ইঁহাদের দুইজনকেই পরম জ্ঞানী ও শত্রু-সন্তাপক বলিয়া জানিবে। অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্যই একত্র হইয়াও দুই মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। দেবতা ও গন্ধর্বগণ সকলেই ইঁহাদের পূজা করেন ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

জগাম শক্রস্তচ্ছ্রুত্বা যত্র তৌ তেপতুস্তপঃ।
সার্ধং দেবগণৈঃ সর্বৈর্বৃহস্পতিপুরোগমৈঃ ॥ ১০
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে ভয়ে জাতে দিবৌকসাম্।
অযাচত মহাত্মানৌ নর-নারায়ণৌ বরম্ ॥ ১১
ত্বরতস্ত্বেতি তদা ত্বরতস্বেতি।
অথৈতাব্রবীচ্ছক্রঃ সাহ্যং নঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ১২
ততস্তৌ শক্রমব্রূতাং করিষ্যাবো যদিচ্ছসি।
তাভ্যাঞ্চ সহিতঃ শক্রো বিজিগ্যে দৈত্য-দানবান্ ॥ ১৩
নর ইন্দ্রস্তু সংগ্রামে হত্বা শত্রূন্ পরন্তপঃ।
পৌলোমান্ কালখঞ্জাংশ্চ সহস্রাণি শতানি চ ॥ ১৪
এষ আস্তে রথে তিষ্ঠন্ ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
জম্ভস্য প্রসমানস্য তদা ঘ্নতো রণে ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে এই দুই ঋষি তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ১০

সেই সময় দেবগণের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং তাহাতে দেবগণের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইন্দ্র সেই দুই মহাত্মা নরনারায়ণের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেবতাগণের প্রার্থনা শুনিয়া সেই সময় এই দুই ঋষি ইন্দ্রকে বলিলেন—তোমার যাহা বাসনা, তদনুসারে বর প্রার্থনা কর। তখন ইন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন—ভগবন্! আপনারা আমাদের সহায়তা করুন ॥ ১২

তখন নর-নারায়ণ ঋষি ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেববাজ! তুমি যাহা কিছু ইচ্ছা করিবে, তাহাই আমরা করিব। তাঁহাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র সমস্ত দৈত্য ও দানবগণকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ১৩

এক সময় শত্রুসন্তাপক নরবরূপ অর্জুন যুদ্ধে ইন্দ্রের সহিত শত্রুসংহারী শত শত ও সহস্র সহস্র পৌলোম ও কালখঞ্জনামক দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ১৪

সেই সময় এই নরবরূপ অর্জুন সর্বদিকে ভ্রমণকারী রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধে সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত জম্ভনামক অসুরের মস্তক একটি ভল্লাস্ত্রে ছেদন করিয়াছিলেন ॥ ১৫

এষ পারে সমুদ্রস্য হিরণ্যপুরমাক্রমৎ।
জিত্বা দৈত্যান্ সহস্রাণি নিবাতকবচান্ রণে ॥ ১৬
এষ দেবান্ সহেন্দ্রেণ জিত্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
অতর্পয়দ্ধব্যবাহমর্জুনো গাণ্ডিবেষুভিঃ ॥ ১৭
নারায়ণস্তথৈবায়ং ভূয়সোঽন্যান্ জঘান হ।
এবমেতৌ মহাবীর্য্যৌ তৌ পক্ষত সমাগতৌ ॥ ১৮
বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৯
অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ ॥
নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধা কৃতম্ ॥ ২০
এতৌ হি কর্মণা লোকানমু বাতেঽক্ষয়ান্ ধ্রুবান্।
তত্র তত্রৈব জায়েতে যুদ্ধকালে পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যমিতি হোবাচ নারদঃ।
এতদ্ধি সর্বমাচষ্ট বৃষ্ণিচক্রস্য বেদবিৎ ॥ ২২

শঙ্খ-চক্র-গদাহস্তং যদা দ্রক্ষ্যসি কেশবম্।
পর্য্যাদদানং চাস্ত্রাণি ভীমধন্বানমর্জুনম্ ॥ ২৩
সনাতনৌ মহাত্মানৌ কৃষ্ণাবেকরথে স্থিতৌ।
দুর্য্যোধন তদা তাত স্মর্তাসি বচনং মম ॥ ২৪
নোচেদ্বয়মভাবঃ স্যাৎ কুরূণাং প্রত্যুপস্থিতঃ।
অর্থাচ্চ তাত ধর্মাচ্চ তব বুদ্ধিরুপপ্লুতা ॥ ২৫
ন চেদ্ গ্রহীষ্যসে বাক্যং শ্রোতাসি সুবহূন্ হতান্।
তথৈব হি মতং সর্বে কুরবঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ২৬
ত্রয়াণামেব চ মতং তং ত্বমেকোঽনুমন্যসে।
রামেণ চৈব শপ্তস্য কর্ণস্য ভরতর্ষভ ॥ ২৭
দুর্ভ্রাতুঃ সূতপুত্রস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
তথা ক্ষুদ্রস্য পাপস্য ভ্রাতুর্দুঃশাসনস্য চ ॥ ২৮

কর্ণ উবাচ

নৈবমাযুষ্মতা বাচ্যং যস্মাদাত্থ পিতামহ।
ক্ষত্রধর্মে স্থিতো যুদ্ধে স্বধর্মাদনপেয়িবান্ ॥ ২৯

ইনিই যুদ্ধে বাহুবীর্য্যে নিবাতকবচকে পরাজিত করিয়া সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত দৈত্যগণের হিরণ্যপুরনামে নগরকে বিকৃত করিয়াছিলেন। ১৬

শত্রুনগরবিজয়ী মহাবাহু অর্জুন খাণ্ডব দহনের সময়ে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাকে জয় করিয়া অগ্নিদেবকে পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥১৭

এইরূপ নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও খাণ্ডবের দাহের সময় বহু হিংস্র প্রাণীকে বধ করিয়াছিলেন। এইভাবে এই দুইজন অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন দুর্যোধন! এই সময় ইহারা দুইজনে একত্রে মিলিত হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন—ইহা তোমরা নিরীক্ষণ কর ॥ ১৮

পরস্পর মিলিত দুই মহারথী বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনই পুরাতন দেবতা নর ও নারায়ণ,— একথা জগতে বিখ্যাত ॥ ১৯

এই মনুষ্যলোকে ইহাদিগকে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাও জয় করিতে সমর্থ নন্। এই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন নারায়ণ এবং অর্জুন নর—ইহাই জগতে প্রথিত আছে। নারায়ণ ও নর উভয়ের একই সত্ত্বা, পরন্তু লোকহিতের জন্য ইহারা দুই শরীর ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন ॥ ২০

ইহারা উভয়ে নিজ সৎকর্মের প্রভাবে অক্ষয় ও ধ্রুবলোক-সমূহ প্রাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। লোকহিতের জন্য যখন, যখন যে সময়ে যে সময়ে যুদ্ধের অবস্থা দেখা দেয়, তখন তখন সেই সময়ে ইহারা পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হন ॥ ২১

দুষ্টগণকে দমন করত সাধু পুরুষগণের এবং ধর্মের সংরক্ষণই হইল—ইহাদের কার্য্য। এই কথা যেমন নারদ সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণের সম্মুখে বলিয়াছিলেন ॥ ২২

বৎস দুর্যোধন! যখন তুমি দেখিবে যে, দুই সনাতন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একই রথে বসিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণের হাতে শঙ্খ, চক্র ও গদা এবং ভয়ঙ্কর ধনু ধারণকারী অর্জুন নিরন্তর নানাপ্রকার অস্ত্র লইতে ও উহা নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন, তখন আমার কথা তোমার স্মরণ হইবে ॥ ২৩-২৪

যদি তুমি আমার কথা না মান, তবে জানিও—কৌরবগণের বিনাশকাল অবশ্যই উপস্থিত হইবে। তাত! তোমার বুদ্ধি অর্থ ও ধর্ম এই উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়াছে ॥ ২৫

যদি তুমি আমার কথা গ্রহণ না কর, তবে তুমি একদিন শুনিবে যে, তোমাদের বহু বান্ধব বিনষ্ট হইয়াছে; কারণ, সমস্ত কৌরব তোমার অনুসরণ করে ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! একমাত্র তুমিই এরূপ আছ, যে পরশুরামের দ্বারা অভিশপ্ত নীচজাতি সূতপুত্র কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি এবং নিজ নীচ ও পাপাত্মা ভ্রাতা দুঃশাসন—এই তিনজনের মতের অনুসরণ ও অনুমোদন করিয়া থাকে ॥ ২৭-২৮

কর্ণ বলিলেন,—পিতামহ! আপনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিলেন, উহা অনুচিত। আপনার ন্যায়

কিং চাস্তমযি দুর্বৃত্তং যেন মাং পরিশঙ্কসে।
ন হি মে বৃজিনং কিঞ্চিদ্ ধার্তরাষ্ট্রৈ বিভো ক্বচিৎ ॥ ৩০
নাচরং বৃজিনং কিঞ্চিদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য নিত্যশঃ।
অহং হি পাণ্ডবান্ সর্বান্ হনিষ্যামি রণে স্থিতান্ ॥
প্রাগ্‌বিরুদ্ধৈঃ শমং সন্ধিঃ কথং বা ক্রিয়তে পুনঃ ॥ ৩১
রাজ্ঞো হি ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বং কার্যং প্রিয়ং ময়া।
তথা দুর্যোধনস্যাপি স হি রাজ্যে সমাহিতঃ ॥ ৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ

কর্ণস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মঃ শান্তনবঃ পুনঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজ সন্তাষ্যেদং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৩৩
যদয়ং কত্থতে নিত্যং হন্তাহং পাণ্ডবানিতি।
নায়ং কলামপি সম্পূর্ণো পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৪
অনয়ো যোঽয়মাগন্তা পুত্রাণাং তে দুরাত্মনাম্।
তদস্য কর্ম জানীহি সূতপুত্রস্য দুর্মতেঃ ॥ ৩৫

এতমাশ্রিত্য পুত্রস্তে মন্দবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ।
অবমন্যত তান্ বীরান্ দেবপুত্রানরিন্দমান্ ॥ ৩৬
কিং চাপ্যেতেন তৎকর্ম কৃতপূর্বং সুদুষ্করম্।
তৈর্যথা পাণ্ডবৈঃ সর্বৈরেকৈকেন কৃতং পুরা ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা বিরাটনগরে ভ্রাতরং নিহতং প্রিয়ম্।
ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য বিষমেন তদা কৃতম্ ॥ ৩৮
সহিতান্ হি কুরূন্ সর্বানভিযাতো ধনঞ্জয়ঃ।
প্রমথ্য চাচ্ছিনদ্ বাসঃ ত্রিনয়ং প্রোষিতস্তদা ॥ ৩৯
গন্ধর্বৈর্ঘোষযাত্রায়াং হ্রিয়তে যৎ সুতস্তব।
ক তদা সূতপুত্রোঽভূদ্ য ইদানীং বৃষায়তে ॥ ৪০
নকুলস্তত্রাপি ভীমেন পার্শ্বেন চ মহাত্মনা।
যমাভ্যামেব সহসা গন্ধর্বাস্তে পরাজিতাঃ ॥ ৪১
এতাংস্তস্য মৃষোক্তানি বহূনি ভরতর্ষভ।
বিকত্থনস্য তদ্বং তে সদা ধর্মার্থলোপিনঃ ॥ ৪২

পুত্র পুরুষের মুখ হইতে এরূপ বাক্য নির্গত হওয়া উচিত নয়। আমি ক্ষত্রিয় ধর্মে স্থিত এবং নিজ ধর্ম হইতে কখনও ভ্রষ্ট হই নাই ॥ ২৯

আমার মধ্যে এমন কি দুরাচার আছে, যাহার জন্য আপনি আমাকে এরূপ নিন্দা করিলেন? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কখনও আমার কোন পাপাচার দেখেন নাই বা জানেন নাই। আমি দুর্যোধনের কখনও কোন অনিষ্ট করি নাই ॥

আমি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত থাকিলে অবশ্যই সমস্ত পাণ্ডবকে নিধন করিব। যাহারা প্রথম হইতেই বিরুদ্ধাচরণ করে, সৎপুরুষগণ তাহাদের সহিত পুনরায় সন্ধি কিরূপে স্থাপন করিতে পারেন? ৩০-৩১

আমার দ্বারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যেরূপ প্রিয় কার্য করা উচিত, সেইরূপ দুর্যোধনেরও করা উচিত, কারণ, তিনিই এখন রাজ্যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! কর্ণের বাক্য শুনিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করত পুনরায় এই কথা বলিলেন। ৩৩

রাজন্! এই কর্ণ প্রতিদিনই আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকে যে, আমি পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব, কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমার মতে এই কর্ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের ষোলভাগের একভাগ যোগ্যও নহে ॥৩৪

তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের উপর অত্যাচার ফলস্বরূপ এই যে মহাসঙ্কট আসিয়াছে, এ সময়ই এই দুর্বুদ্ধি সূতপুত্র কর্ণের কথা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৫

তোমার মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্যোধন ইহার অন্তরে শত্রুদমনকারী বীর দেবপুত্র সেই পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়াছে ॥ ৩৬

পূর্বে সমস্ত পাণ্ডবগণ মিলিতভাবে অথবা তাঁহারা একা একাই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেরূপ বহু দুষ্কর কর্ম করিয়াছে, সেইরূপ কোন কঠিন কার্য কি এই সূতপুত্র কর্ণ পূর্বে করিয়াছে? ৩৭

যখন বিরাটনগরে অর্জুন নিজ পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে ইহার সম্মুখে ইহার প্রিয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিল, তখন এই কর্ণ সব কিছুই নিজের দৃষ্টিতে দেখিয়াও অর্জুনের কি করিতে পারিয়াছিল? ৩৮

যখন ধনঞ্জয় একাই সমস্ত কৌরবের উপর আক্রমণ করিয়াছিল এবং সকলকে মূর্ছিত করিয়া তাহাদের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তখন কি এই কর্ণ কোন পরদেশে চলিয়া গিয়াছিল? ৩৯

ঘোষযাত্রার সময় যখন গন্ধর্বগণ তোমার পুত্রকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিল? আর এখন সে বৃষের ন্যায় গর্জন করিতেছে? ৪০

সেখানেও তো মহাত্মা ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব একত্রে মিলিত হইয়াই সেই গন্ধর্বগণকে পরাজিত করিয়াছিল ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক। এই কর্ণ বৃথা এরূপ গর্বোক্তি করিতেছে। ইহার কথিত বহু বাক্যই এরূপ মিথ্যা।

ভীষ্মস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভরদ্বাজো মহামনাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রমুবাচেদং রাজমধ্যেঽভিপূজয়ন্ ॥ ৪৩
যদাহ ভরতশ্রেষ্ঠো ভীষ্মস্তৎ ক্রিয়তাং নৃপ।
ন কামমর্থলিপ্সূনাং বচনং কর্তুমর্হসি ॥ ৪৪
পুত্রা যুদ্ধাৎ সাধু মন্যে পাণ্ডবৈঃ সহ সঞ্জয়।
যদ্ বাক্যমর্জুনেনোক্তং সঞ্জয়েন নিবেদিতম্ ॥ ৪৫
সর্বং তদপি জানামি করিষ্যতি চ পাণ্ডবঃ।
ন হ্যস্য ত্রিষু লোকেষু সদৃশোঽস্তি ধনুর্ধরঃ ॥ ৪৬

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যমর্থবদ্ দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
ততঃ স সঞ্জয়ং রাজা পর্য্যপৃচ্ছত পাণ্ডবান্ ॥ ৪৭
তদৈব কুরবঃ সর্বে নিরাশা জীবিতেঽভবন্।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ যদা রাজা ন সমাপস্তুতাবতে ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মুদ্যোগপর্ব্বণি যানসন্ধিপর্ব্বণি ভীষ্মদ্রোণবাক্যে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এ তো দেখিতেছি—ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই লোপ করিতে চাহিতেছে ॥ ৪২

ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া মহামনাঃ দ্রোণাচার্য্য সমস্ত নৃপগণের মধ্যে ভীষ্মের প্রশংসা করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৪৩

নরেশ্বর! ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব যে কথা বলিলেন, উহারই অনুষ্ঠান করুন। যে ব্যক্তি অর্থ ও কামে লোলুপ, তাহার কথা মানা উচিত নহে ॥ ৪৪

আমি কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বেই পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই উত্তম কার্য্য বলিয়া মনে করি। অর্জুন যে কথা বলিয়াছেন এবং সঞ্জয় তাহার যে সংবাদ আমাদিগকে শুনাইল, আমি সেই সব জানি ও বুঝি। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যাহা বলিয়াছে, সে তাহা অবশ্যই করিবে। তিন লোকেই অর্জুনের তুল্য কেহ ধনুর্দ্ধর নাই ॥ ৪৫-৪৬

যদিও দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের বাক্য অর্থপূর্ণ ও সারগর্ভ ছিল, তথাপি সেই বাক্য অবহেলা করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত যথোচিত রূপে বাক্যালাপ করিলেন না, তখন সমস্ত কৌরবগণ নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণবাক্যবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়েন যুধিষ্ঠিরস্য প্রধানরক্ষকাণাং বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
কিমসৌ পাণ্ডবো রাজা ধর্মপুত্রোঽভ্যভাষত।
শ্রুত্বেহ বহুলাঃ সেনাঃ প্রীত্যর্থং নঃ সমাগতাঃ ॥ ১
কিমসৌ চেষ্টতে সূত যোৎস্যমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
কে বাস্য ভ্রাতৃপুত্রাণাঃ পৃষ্ঠস্যাদ্রক্ষণবো মুখম্ ॥ ২
কে স্বিদেনং বারয়ন্তি যুদ্ধাচ্ছ্রাম্যেতি বা পুনঃ।
নিকৃত্যা কোপিতং মন্যৈর্ধর্মজ্ঞং ধর্মচারিণম্ ॥ ৩

॥ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥

[সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রধান সহায়কগণের বর্ণনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমাদের প্রীতির জন্য এই হস্তিনাপুরে যে বহু সৈন্য একত্রে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিল? ১

সূত! ভাবী যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে? তাহার ভ্রাতারা ও পুত্রগণের মধ্যে কে কে কোন কার্য্যের জন্য আজ্ঞা পাইবার ইচ্ছায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে? ২

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মাচরণেই সদা তৎপর। আমার দুর্ব্বুদ্ধি পুত্রগণ নিজেদের কপটতাপূর্ণ আচরণে তাহাকে দূষিত করিয়াছে। সেখানে এরূপ কোন কোন ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পুনঃ পুনঃ শান্ত থাকিবার পরামর্শ দিয়া তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন? ৩

সঞ্জয় উবাচ

রাজ্ঞো মুখমুদীক্ষন্তে পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
যুধিষ্ঠিরস্য তদ্রূপং তে স সর্বানুপাস্থিত ॥ ৪ ॥
পৃথগ্ভূতাঃ পাণ্ডবানাং পঞ্চালানাং রথব্রজাঃ।
আয়ান্তমভিনন্দন্তি কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫
নভঃ সূর্যমিবোদ্যন্তং কৌন্তেয়ং শ্রীপ্রতেজসম্।
পঞ্চালাঃ প্রতিনন্দন্তি তেজোরাশিমিবোদিতম্ ॥ ৬
আগোপালাবিপালাশ্চ নন্দমানা যুধিষ্ঠিরম্।
পঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাঃ প্রতিনন্দন্তি পাণ্ডবম্ ॥ ৭
ব্রাহ্মণো রাজপুত্রাশ্চ বিশাং দুহিতরশ্চ যাঃ।
ক্রীড়ন্ত্যোঽভিসমায়ান্তি পার্থং সন্ধর্মীক্ষিতুম্ ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

সঞ্জয়াচক্ষ্ব যেনাস্মান্ পাণ্ডবা অভ্যযুধ্যত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সৈন্যেন সোমকানাং বলেন চ ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

পাবকপ্রতিমস্তুষ্টঃ সভায়াং কুরুসংসদি।
নিঃশ্বস্য সুভৃশং দীর্ঘং মুহুঃ সঞ্চিন্তয়ন্নিব ॥ ১০
উত্তানিমিষতো দৈবাৎ সূতঃ স্খলমাবিশৎ।
তথাচচক্ষে বিদুরঃ সভায়াং রাজসংসদি ॥ ১১
সঞ্জয়োঽয়ং মহারাজ মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভুবি।
বাচং ন সৃজতে কাঞ্চিদ্দীনপ্রজ্ঞোঽল্পচেতনঃ ॥ ১২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

অপক্রান্তং সঞ্জয়ো নূনং কুন্তীপুত্রান্ মহারথান্।
তেনস্ত পুরুষব্যাঘ্রৈর্ভৃশমুদ্বেজিতং মনঃ ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

সঞ্জয়শ্চেতনাং লব্ধ্বা প্রত্যাশ্বস্যেদমব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজ সভায়াং কুরুসংসদি ॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্টবানস্মি রাজেন্দ্র কুন্তীপুত্রান্ মহারথান্।
মৎস্যরাজগৃহাবাসনিরোধেনাবকর্ষিতান্ ॥ ১৫

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্য করিবার জন্য আজ্ঞা দিতেছেন ॥ ৪

যখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সম্মুখে আসেন, তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের রথসমূহ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থান করত তাঁহাকে অভিনন্দিত করে ॥ ৫

যেরূপ আকাশ উদয়কালে প্রদীপ্ত তেজস্বী সূর্য্যদেবকে অভিনন্দনজ্ঞাপন করে, সেইরূপ উদিত তেজঃপুঞ্জস্বরূপ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত পাঞ্চালগণ অভিনন্দিত করেন ॥ ৬

গোপালক ও বিপালক হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্চাল, কৈকয় ও মৎস্যদেশীয় রাজবংশধরগণ পর্য্যন্ত সকলেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্মান করেন ॥ ৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের কন্যাগণও খেলিতে খেলিতে মৃগার্থে সুসজ্জিত যুধিষ্ঠিরকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি বল, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনা ও অন্যান্য সোমবংশীয়গণের বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া আরও কাহাদের সহায়তা পাইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে ॥ ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! কৌরবগণের সভায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র এরূপ প্রশ্ন করিলে সঞ্জয় বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িল এবং বিশেষ কোন কারণ বাতীতই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বিদুর সেই রাজসভায় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—মহারাজ! এই সঞ্জয় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি ও চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু এখন কিছু বলিতে পারিবে না ॥ ১০-১২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—নিশ্চয়ই সঞ্জয় মহারথ কুন্তীনন্দনগণকে দেখিয়াছে। মনে হয়, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ইহার মনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া দিয়াছে ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! ইহার মধ্যেই সঞ্জয়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং তিনি আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় কৌরবসভায় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন ॥ ১৪

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি মহারথ কুন্তীপুত্রগণকে দর্শন করিয়াছি। তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের সময় মৎস্যরাজ

শৃণু যৈর্হি মহারাজ পাণ্ডবা অভাষ্যন্ত।
দৃষ্টদ্যুম্নেন বীরেণ যুদ্ধে বস্তেঽভাষ্যন্ত ॥ ১৬
যো নৈব রোষাদ্ ভয়াদ্ বা লোভাদ্বার্থকারণাৎ।
ন হেতুবাদাদ্ ধর্মাত্মা সত্যাং জহ্যাদ্ কদাচন ॥ ১৭
যং প্রমাণং মহারাজ ধর্মে ধর্মভৃতাং বরঃ।
অজাতশত্রুস্তা তেন পাণ্ডবা অভাষ্যন্ত ॥ ১৮
যস্য বাহুবলে তুল্যঃ পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
যো বৈ সর্বান্ মহীপালান্ বশে চক্রে ধনুর্ধরঃ।
যঃ কাশীনঙ্গ-মগধান্ কলিঙ্গাংশ্চ যুধাজয়ৎ ॥ ১৯
তেন বো ভীমসেনেন পাণ্ডবা অভাষ্যন্ত।
যস্য বীর্যেণ সহসা চত্বারো ভূবি পাণ্ডবাঃ ॥ ২০
নিঃসৃতা জতুগেহাদ্ বৈ হিড়িম্বায়াঃ পুরাদপি।
যশ্চৈষামভবদ্ দ্বীপঃ কৃষ্ণায়াঃ পুত্রকোদরঃ ॥ ২১
বাহুসেনীমযো যত্র সিন্ধুরাজোঽপকৃষ্টবান্।
তত্রৈষামভবদ্ দ্বীপঃ কৃষ্ণায়াঃ পুত্রকোদরঃ ॥ ২২
যশ্চ তান্ সঙ্গতান্ সর্বান্ পাণ্ডবান্ বারণাবতে।
দহ্যতো মোচয়ামাস তেন বস্তেঽভাষ্যন্ত ॥ ২৩
কৃষ্ণায়াং চরতা প্রীতিং যেন ক্রোধবশা হতাঃ।
প্রবিশ্য বিষমং ঘোরং পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ২৪
যস্য নাগাযুতৈর্বীর্যাং ভুজয়োঃ সারমর্পিতম্।
তেন বো ভীমসেনেন পাণ্ডবা অভাষ্যন্ত ॥ ২৫
কৃষ্ণদ্বিতীয়ো বিক্রম্য তুষ্ট্যর্থং জাতবেদসঃ।
অজয়দ্ যঃ পুরা বীরো যুধ্যমানঃ পুরন্দরম্ ॥ ২৬
যঃ স সাক্ষাদ্ গিরিশং ভূতপাণিনম্।
তোষয়ামাস যুদ্ধেন দেবদেবমুমাপতিম্ ॥ ২৭
যশ্চ সর্বান্ বশে চক্রে লোকপালান্ ধনুর্ধরঃ।
তেন বো বিজয়েনাজৌ পাণ্ডবা অভাষ্যন্ত ॥ ২৮

বিরাটের ভবনে গুপ্তভাবে অবস্থানের জন্য অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ১৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণ যাঁহাদের সহায়তা পাইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি—শ্রবণ করুন। তাঁহারা বীরবর দৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সংযোজিতা পাইয়াছেন, যাহাতে সবল হইয়া পাণ্ডবগণ আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন ॥ ১৬

যে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রোধ, লোভ ও ভয়বশতঃ এবং অর্থের জন্য কিংবা কোন কারণ দেখাইয়া কখনও সত্যকে ত্যাগ করেন না ॥ ১৭

মহারাজ! যিনি ধার্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মকেই প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রভাবেই পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ॥ ১৮

বাহুবলে যাঁহার সমকক্ষ অন্য কাহাকেও এ পৃথিবীতে দেখা যায় না, যিনি কেবল ধনু ধারণ করিয়াই যুদ্ধে কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গাদি দেশসমূহের সমস্ত ভূপালগণকে জয় করিয়া নিজের বশে আনিয়াছিলেন, সেই ভীমসেনের বলে পাণ্ডবগণ আপনাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

যাঁহার বল ও পরাক্রমে অন্য চারি পাণ্ডব সহসা জতুগৃহ হইতে নির্গত হইয়া এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, যিনি নরভক্ষক রাক্ষস হিড়িম্বা হইতে নিজ ভ্রাতৃবৃন্দকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কটকালীন যে কৃষ্ণাকুমার ভীমসেন অন্য পাণ্ডবগণের পক্ষে দ্বীপের ন্যায় আশ্রয়দাতা ছিলেন এবং যিনি বারণাবতনগরে একত্রে স্থিত সমস্ত পাণ্ডবগণকে জতুগৃহের অনলের দাহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই ভীমসেনের বলে পাণ্ডবগণ আপনাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ১৯-২০

যিনি দ্রৌপদীর উপর নিজের প্রীতি রক্ষার্থে অত্যন্ত দুর্গম এবং ভয়ঙ্কর গন্ধমাদনপর্বতের ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ক্রোধবশনামে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন, যাহার দুই বাহুতে দশহাজার হস্তীর বল আছে, সেই ভীমসেনের বলে পাণ্ডবগণ আপনাদের উপর আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ॥ ২১-২৪

যে বীরশিরোমণি পূর্বে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাইয়া অগ্নিদেবের তৃপ্তির জন্য পরাক্রম প্রকাশ করত যুদ্ধরত দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, যিনি যুদ্ধের দ্বারা পর্বতে শয়নকারী ও হস্তে ত্রিশূলধারী সাক্ষাৎ দেবদেব মহাদেব উমাপতি শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং যে বলবীর্য সমস্ত লোকপালগণকে পরাজিত করিয়া নিজ বশে আনিয়াছিলেন, সেই অর্জুনের বলে পাণ্ডবগণ যুদ্ধে আপনাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন ॥ ২৫-২৮

যঃ প্রতীচ্যাং দিশং সর্বাং বশে চক্রে মহেষ্বাসান্ ॥
স তত্র নকুলো যোদ্ধা চিত্রযোধী ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯
তেন বো দর্শনীয়েন বীরেণাতিধনুর্ভৃতা ।
মাদ্রীপুত্রেণ কৌরব্য পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত ॥ ৩০
যঃ কাশীনঙ্গ-মগধান্ কলিঙ্গাংশ্চ সুদারুণঃ ।
তেন বঃ সহদেবেন পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত ॥ ৩১
যস্য বীর্য্যেণ সদৃশাশ্চত্বারো ভুবি মানবাঃ ।
অশ্বত্থামা বৃষ্টকেতুঃ কৃষ্ণী পুত্রশ্চ এব চ ॥ ৩২
তেন বঃ সহদেবেন যুধ্যধ্বং রাজন্ মহাভয়ম্ ।
যবীয়সা নৃবীরেণ মাদ্রীনন্দিকরেণ চ ॥ ৩৩
তপশ্চচার যা ঘোরং কাশিকন্যা পুরা সতী ।
ভীষ্মস্য বধমিচ্ছন্তী প্রেত্যাপি ভরতর্ষভ ॥ ৩৪
পাঞ্চালস্য সুতা জজ্ঞে শৈখণ্ডাচ্চ স পুনঃ পুমান্ ।
ঔপুংসো পুরুষব্যাঘ্র যঃ স বেদ তথাগুণান্ ॥ ৩৫
যঃ কলিঙ্গান্ সমাপেতে পাঞ্চালো যুদ্ধদুর্মদঃ ।
শিখণ্ডিনা বঃ কুরবঃ কৃতাস্ত্রেণাভ্যরক্ষত ॥ ৩৬
যং যক্ষঃ পুরুষং চক্রে ভীষ্মস্য নিধনেচ্ছয়া ।
মহেষ্বাসেন রৌদ্রেণ পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত ॥ ৩৭
মহেষ্বাসা রাজপুত্রা ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকয়াঃ ।
আমুক্তকবচাঃ শূরাস্তৈশ্চ বঃ ভাগুভ ॥ ৩৮
যো দীর্ঘবাহুঃ ক্ষিপ্রাস্ত্রো ধৃতিমান্ সত্যবিক্রমঃ ।
তেন বো বৃষ্ণিবীরেণ যুযুধানেন সঙ্গরঃ ॥ ৩৯
য আসীচ্ছরণং কালে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
রণে তেন বিরাটেন ভবিতা বঃ সমাগমঃ ॥ ৪০
যঃ স কাশিপতী রাজা বারাণস্যাং মহারথঃ ।
স তেষামভবদ্ যোদ্ধা তেন বস্তেঽভ্যযুজ্যত ॥ ৪১

কুরুনন্দন! যিনি সমস্ত সংশপ্তক যোদ্ধৃগণ পশ্চিমদিককে জয় করিয়া নিজের অধীনে আনিয়াছিলেন, সেই বিচিত্রযোদ্ধী যাহা যুদ্ধ করিতে নিপুণ যোদ্ধা নকুল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ॥ ২৯

মাদ্রীনন্দন নকুল মহাধনুর্দ্ধর ও সংগ্রামে দর্শনীয় বীর। তাঁহার বলে পাণ্ডবগণ আপনাদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ॥ ৩০

যিনি যুদ্ধে কাশী, অঙ্গ, মগধ এবং কলিঙ্গদেশের নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই বীরবর সহদেবের বলে পাণ্ডবগণ আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩১

রাজন্! এই ভূতলে অশ্বত্থামা, বৃষ্টকেতু, কৃষ্ণী ও দ্রৌপদীর এই চারিজন পুত্রই বল ও পরাক্রমে যাঁহার সদৃশ, যিনি মাদ্রীর আনন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন এবং যিনি পাণ্ডবগণের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ, সেই নরশ্রেষ্ঠ বীর সহদেবের সহিত আপনাদের অতীব ঘোরতর যুদ্ধ হইবে ॥ ৩২-৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে কাশীরাজের যে কন্যা সতী-সাধ্বী অম্বা ভীষ্মের বধের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুর পর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু দৈববশতঃ তিনি পুনরায় পুরুষ হইয়া গিয়াছেন। পুরুষ-প্রবর! সেই বীর পাঞ্চালকুমার স্ত্রী ও পুরুষ—এই উভয় শরীরের গুণ ও দোষ জানেন ॥ ৩৪-৩৫

হে কৌরবগণ! সেই দ্রুপদপুত্র যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামে কলিঙ্গদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর শিখণ্ডীর বলের সাহায্যে পাণ্ডবগণ আপনাদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ॥ ৩৬

যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী যক্ষ যাঁহাকে পুরুষে পরিণত করিয়াছেন, ভীষ্মের বধাকাঙ্ক্ষী মহাধনুর্দ্ধর ও ভয়ঙ্কর সেই শিখণ্ডীর বলের সাহায্যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন ॥ ৩৭

কেকয়দেশের পাঁচ রাজকুমার—যাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা, তাঁহারা সর্ব্বদা কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন; ইহারা মহাধনুর্দ্ধর ও বীর্য্যশালী বীর। তাঁহাদের সাহায্যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ॥ ৩৮

যিনি দীর্ঘবাহু, অতি শীঘ্রতার সহিত যিনি অস্ত্রক্ষেপণ করিতে পারেন ও যিনি সত্য পরাক্রমী, সেই বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত আপনাদের যুদ্ধ হইবে ॥ ৩৯

অজ্ঞাতবাসের সময় যিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই রাজা বিরাটের সহিতও যুদ্ধে আপনাদের মিলিত হইতে হইবে ॥ ৪০

কাশীদেশের অধিপতি মহারথী নরেশ, যিনি বারাণসীপুরীতে বাস করেন, তিনি পাণ্ডবগণের পক্ষে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত পাণ্ডবগণ আপনাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবেন ॥ ৪১

শিশুভিস্তুল্যবয়ৈঃ সংঘো দ্রৌপদেয়ৈর্মহাত্মভিঃ।
আশীবিষসমস্পর্শৈঃ পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত ॥ ৪২
যঃ কৃষ্ণসদৃশো বীর্যে যুধিষ্ঠিরসমো দমে।
তেনাভিমন্যুনা সংঘো পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত ॥ ৪৩
যস্যৈষাপ্রতিমো বীর্যে ধৃষ্টকেতুর্মহাধনাঃ।
ক্রুদ্ধঃ সমরে ক্রুদ্ধঃ শৈশুপালির্মহারথঃ ॥ ৪৪
তেন বঙ্গেদিরাজেন পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত।
অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতঃ পাণ্ডবান্ যোঽভিসংশ্রিতঃ ॥ ৪৫
যঃ সংশ্রয়ঃ পাণ্ডবানাং দেবানামিব বাসবঃ।
তেন বো বাসুদেবেন পাণ্ডবা অভ্যরক্ষত ॥ ৪৬
তথা চেদিপতের্ভ্রাতা শরভো ভরতর্ষভ।
করকর্ষেণ সহিতস্তাভ্যাং বস্তেঽভ্যরক্ষত ॥ ৪৭
জরাসন্ধিঃ সহদেবো জয়ৎসেনশ্চ ভারত।
যুদ্ধেঽপ্রতিরথৌ বীরৌ পাণ্ডবার্থে ব্যবস্থিতৌ ॥ ৪৮
দ্রুপদশ্চ মহাতেজা বলেন মহতা বৃতঃ।
ত্যক্ত্বাত্মা পাণ্ডবার্থায় যোৎস্যমানো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রাচ্যোদীচ্যা মহীক্ষিতঃ।
শতশো যানুপাশ্রিত্য ধর্মরাজো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়-
বাক্যে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

দ্রৌপদীর মহাত্মা পুত্রগণ বালক হইলেও তাঁহারা যুদ্ধে সকলের দুর্ধর্ষ। তাঁহাদের স্পর্শ সাক্ষাৎ বিষধর সর্পের ন্যায়। তাঁহাদের সাহায্যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করিবেন ॥ ৪১

যিনি পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ ও ইন্দ্রিয়সংযমে যুধিষ্ঠিরসদৃশ, সেই অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করিবেন ॥ ৪৩

যাঁহার পরাক্রমের কোন তুলনা নাই, শিশুপালের সেই মহাধনুর্ধর ও মহারথী পুত্র ধৃষ্টকেতু যুদ্ধে কুপিত হইলে শত্রুদলের পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়েন। সেই চেদিরাজের সহিত পাণ্ডবগণ আপনাদিকে আক্রমণ করিবেন। তিনি এক অক্ষৌহিণী সেনার সহিত পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৪৪-৪৫

যেরূপ ইন্দ্র দেবগণের আশ্রয়দাতা, সেইরূপ যিনি পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাতা; সেই বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবগণ আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! চেদিরাজের ভ্রাতা শরভ (নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা) করকর্ষকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য আসিয়াছেন। এই দুইজনের সাহায্যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধোদ্যোগী হইয়াছেন ॥ ৪৭

জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন উভয়েই যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর। ইঁহারা দুইজনে পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য উদ্যুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৮

মহাতেজস্বী দ্রুপদ বিশাল সেনার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং পাণ্ডবগণের জন্য নিজের শরীর ও প্রাণের মমতা না করিয়াই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৯

এইসকল নৃপতি এবং অন্যান্য পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে অবস্থিত বহু রাজা শত শত সংখ্যায় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইঁহাদের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধোদ্যোগী হইয়াছেন ॥৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনপরাক্রমভীতস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

সর্ব এতে মহোৎসাহা যে ত্বয়া পরিকীর্তিতাঃ।
একতন্ত্রেব তে সর্বে সমেতা ভীম একতঃ ॥ ১
ভীমসেনাদ্ধি যে ভূয়ো ভয়ং সঞ্জায়তে মহৎ।
ক্রুদ্ধাদনর্ষণাৎ তাত ব্যাঘ্রাদিব মহাক্রুরোঃ ॥ ২

॥ একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥

[ভীমসেনের পরাক্রমে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি যে সমস্ত লোকের নাম বলিলে, ইঁহারা সকলেই অত্যুৎসাহী বীর। ইঁহাদের মধ্যে যত লোক সেখানে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে একদিকে, আর ভীমসেন একাই একদিকে ॥ ১

তাত! ক্রুদ্ধ ও অমর্ষশীল ভীমকে আমার সেইরূপ বড় ভয় হইতেছে, যেরূপ ব্যাঘ্রকে বড় বড় মৃগ সদা ভয় করে ॥ ২

জাগর্মি রাত্রয়ঃ সর্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বসন্।
ভীতো বৃকোদরাৎ তাত সিংহাৎ পশুরিবাপরঃ ॥ ৩
ন হি তস্য মহাবাহোঃ শক্রপ্রতিমতেজসঃ।
সৈন্যেঽস্মিন্ প্রতিপশ্যামি য এনং বিষহেদ্ যুধি ॥ ৪
অমর্ষণশ্চ কৌন্তেয়ো দৃঢ়বৈরশ্চ পাণ্ডবঃ।
অনর্মহাসী সোন্মাথস্তিতিক্ষুরকুতোভয়ঃ ॥ ৫
মহাবেগো মহোৎসাহো মহাবাহুর্মহাবলঃ।
মন্দানাং মম পুত্রাণাং যুদ্ধেনান্তং করিষ্যতি ॥ ৬
উদ্যতাহস্তগৃহীতানাং গদানাং বিভ্রদ্ বৃকোদরঃ।
কুদ্ধো নারায়ণো যুদ্ধে দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ৭
অষ্টাশ্রিমায়সীং ঘোরাং গদাং কাঞ্চনভূষণাম্।
মনসাহং প্রপশ্যামি ব্রহ্মদণ্ডনিবোদ্যতম্ ॥ ৮
যথা মৃগাণাং যূথেষু সিংহো জাতবলশ্চরেৎ।
মামকেষু তথা ভীমো বলেষু বিচরিষ্যতি ॥ ৯

সর্বেষাং মম পুত্রাণাং স একঃ ক্রূরবিক্রমঃ।
বল্লাশী বিপ্রতীপশ্চ বালোঽপি রভসঃ সদা ॥ ১০
উদ্বেপতে মে হৃদয়ং যে মে দুর্যোধনাদয়ঃ।
বালোঽপি তেন যুধ্যন্তো বারণেনেব মর্দিতাঃ ॥ ১১
তস্য বীর্যেণ সংস্থিতা নিত্যমেব সুতা মম।
স এব হেতুস্তেষাং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১২
প্রমথ্যানমনীকানি নরবারণবাজিনাম্।
পশ্যামীবাগ্রতো ভীমঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতমাহবে ॥ ১৩
অস্ত্রে দ্রোণার্জুনসমঃ বায়ুবেগসমো জবে।
মহেশ্বরসমঃ ক্রোধে কো হন্যাদ্ ভীমমাহবে ॥ ১৪
সঞ্জয়াচক্ষ্ব মে শূর ভীমসেনমমর্ষণম্
অভিলাষঃ তু মন্তেঽহং যং তেন রিপুঘাতিনা ॥ ১৫
তথৈব ন হতাঃ সর্বে পুত্রা মম মনস্বিনা।
যেন ভীমবলা যক্ষা রাক্ষসাশ্চ পুরা হতাঃ ॥ ১৬

বৎস! সিংহ হইতে ভীত অন্য পশুর ন্যায় আমি ভীমসেন হইতে ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে জাগরিত থাকি ॥ ৩

মহাবাহু ভীম ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী। আমি নিজ সৈন্যদের মধ্যে কাহাকেও এরূপ শক্তিশালী দেখিতেছি না, যে ভীমের সম্মুখীন হইতে পারে এবং যুদ্ধে উহার বেগ সহ্য করিতে পারে ॥ ৪

কুন্তীপুত্র পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অমর্ষশীল এবং শত্রুতাকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধরিয়া রাখে। সে রহস্যচ্ছলে হাসিয়া থাকিলেও, তাহা সত্যেই পরিণত করে। উহার স্বভাব উগ্রতর, সে বক্রভাবে অবলোকন করে এবং অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে ॥ ৫

সে মহাবেগশালী, অত্যন্ত উৎসাহী, দীর্ঘবাহু ও মহাবলবান্। সে যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই আমার মন্দমতি পুত্রগণকে নিহত করিবে ॥ ৬

আমার পুত্রগণও অতিশয় দৃঢ়াগ্রহী, সেইহেতু হাতে গদা লইয়া কুদ্ধযোদ্ধ বৃকোদর ভীম দণ্ডপাণি যমের ন্যায় যুদ্ধে ইহাদিগকে নিশ্চয়ই বধ করিয়া ফেলিবে ॥ ৭

আমি যেন নিজ চক্ষে দেখিতেছি যে, ভীমসেনের সেই বর্ষকুষিত ভয়ঙ্কর গদা, যাহা লৌহনির্মিত ও অষ্ট কোণযুক্ত, উহা ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় উদ্যত হইয়া আছে ॥ ৮

যেরূপ বলবান্ সিংহ নির্ভয়ে মৃগগণের দলের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ভীমসেন আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিচরণ করিবে ॥ ৯

বাল্যকালেও আমার সকল পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র সেই ভীমসেনই ক্রূর পরাক্রমী ছিল, সে বল ভোজন করিত, সকলের প্রতিকূলে গমন করে এবং সর্বদা অত্যন্ত বেগশীল ছিল ॥ ১০

তাহার কথা মনে হইলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে; আমার দুর্যোধনাদি পুত্রগণ বাল্যকালেও উহার সহিত ক্রীড়াচ্ছলে যুদ্ধ করিতে থাকিলে ভীম তাহাদিগকে গজরাজের ন্যায় মর্দিত করিত ॥ ১১

আমার পুত্রগণ তাহার বল পরাক্রমে সর্বদাই ক্লেশভোগ করে। ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেনই এই উভয় কুলের মধ্যে বিভেদের কারণ ॥ ১২

আমি যেন সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি যে, ভীমসেন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বসমূহের সৈন্যবাহিনীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে ॥ ১৩

সে অস্ত্র-বিদ্যায় দ্রোণাচার্য ও অর্জুনের সমকক্ষ, বেগে বায়ুর তুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্বরের ন্যায়। এইরূপ ভীমকে যুদ্ধে কে বধ করিতে পারে? ১৪

সঞ্জয়! আমাকে অমর্ষশীল ভীমসেনের কথা শ্রবণ করাও। আমি ত' ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ বলিয়া মনে করি যে, সেই শত্রুঘাতী মনস্বী বীর ভীম (যখন দ্যূতক্রীড়া হইতেছিল, তখন) আমার পুত্রগণকে নিহত করে নাই। যে ভীম পূর্বে ভয়ঙ্কর বলবান্ যক্ষ ও রাক্ষসগণের বধ করিয়াছে, যুদ্ধে তাহার

কথং তস্য রণে বেগং মানুষঃ প্রসহিষ্যতি।
ন স জাতু বলে তস্থৌ মম বালোঽপি সঞ্জয়।
কিং পুনর্মম পুত্রৈস্তৈঃ ক্লিষ্টঃ সম্প্রতি পাণ্ডবঃ॥ ১৭
নিষ্ঠুরো রোষণোঽত্যর্থং ভক্ষয়েত্তাপি ন সংশয়ঃ।
তির্যক্‌প্রেক্ষী সংহতভ্রূঃ কথং শাম্যেদ্‌ বৃকোদরঃ॥ ১৮
শূরস্তথাপ্রতিবলো গৌরস্তাল ইবোদ্ধতঃ।
প্রমাণতো ভীমসেনঃ প্রাদেশেনাধিকোঽর্জুনাৎ॥ ১৯
অবেন বাজিনোঽতীতি বলেনাত্যেতি কুঞ্জরান্‌।
অব্যক্তজল্পী মদ্ধক্ষো মদ্যমঃ পাণ্ডবো বলী॥ ২০
ইতি বাল্যে শ্রুতঃ পূর্বং ময়া ব্যাসমুখাৎ পুরা।
রূপতো বীর্যতশ্চৈব যাথাতথ্যেন পাণ্ডবঃ॥ ২১
আয়সেন স দণ্ডেন রথান্‌ নাগান্‌ নরান্‌ হয়ান্‌।
হনিষ্যতি রণে ক্রুদ্ধো রৌদ্রঃ ক্রূরপরাক্রমঃ॥ ২২

অময়ী নিত্যসংরব্ধো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
ময়া তাত প্রতীপানি কৃতং পূর্বং বিমানিতঃ॥ ২৩
নিষ্কর্ষমায়সীং স্থূলাং সুপার্শ্বাং কাঞ্চনীং গদাম্‌।
শতঘ্নীং অতনিষ্ক্রাদাং কথং শক্ষ্যন্তি মে সুতাঃ॥ ২৪
অপারমম্বরাগাধং সমুদ্রং শরবেগিনম্‌।
ভীমসেনময়ং দুর্গং তাত মন্দাস্তিতীর্ষবঃ॥ ২৫
ক্রোশতো মে ন শৃণ্বন্তি বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বিষমং ন হি মন্যন্তে প্রপাতং মধুদর্শিনঃ॥ ২৬
সংযুগং যে গমিষ্যন্তি নররূপেণ মৃত্যুনা।
নিয়তং চোদিতা ধাত্রা সিংহেনেব মহামৃগাঃ॥ ২৭
শৈক্যাং তাত চতুষ্কিষ্কুং ষড়ঙ্গ্রিমমিতৌজসম্‌।
প্রহিতাং দুঃখসংস্পর্শাং কথং শক্ষ্যন্তি মে সুতাঃ॥ ২৮

বেগে কোন মনুষ্য সহ্য করিতে সক্ষম হইবে? সঞ্জয়! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বাল্যাবস্থাতেও কখনও আমার বশীভূত ছিল না; যখন আমার দুষ্ট পুত্রগণ বারংবার তাহাকে কষ্ট দিয়াছে; তখন কি সে পুনরায় এখন আমার বশে থাকিবে? ১৬-১৭

সে অত্যন্ত ক্রূর ও ক্রোধী। একবার তাকিয়া পড়িলে, তবু সে নিবৃত্ত হইবে না। সে বক্রনয়নে তাকাইয়া থাকে। ক্রোধবশতঃ তাহার ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন থাকে। এই ভীমসেন কিরূপে শান্ত হইবে? ১৮

গৌরবর্ণ এই গৌরাঙ্গী ভীমসেন তাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত এবং উহার তুল্য বলবান্‌ অন্য কাহাকেও দেখা যায় না। সে উচ্চে অর্জুন অপেক্ষা প্রাদেশপ্রমাণ অধিক। ১৯

সে স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলে না। তাহার নেত্রদ্বয় সদা মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ। এই মহাবল মধ্যম পাণ্ডব নিজ বেগে অশ্বকেও অতিক্রম করে এবং বলে হস্তীকেও পরাজিত করে। ২০

আমি বাল্যকালেই ব্যাসদেবের মুখে পূর্বে এই পাণ্ডুপুত্রের অদ্ভুত রূপ ও পরাক্রমের যথার্থ বর্ণনা শুনিয়াছি। ২১

নিষ্ঠুর পরাক্রমশীল ভয়ঙ্কর ভীমসেন যুদ্ধে কুপিত হইয়া লৌহময় দণ্ড দ্বারা রথসমূহ এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে সংহার করিবে। ২২

তাত সঞ্জয়! সর্বদা ক্রোধপূর্ণ ও অমর্ষশীল ভীমসেন প্রহারকারী যোদ্ধাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার পুত্রগণের প্রতিকূল আচরণ করিতে থাকিলে আমি তাহাকে পূর্বে অপমানিত করিয়াছি। ২৩

তাহার লৌহময়ী গদাখানি সরল, সুন্দর পার্শ্ববিশিষ্ট ও স্বর্ণভূষিত। এই গদা শত শত বজ্রনিপাতের ন্যায় অতিশয় তীব্র শব্দ করে এবং একবার আঘাতে শত জনকে নিহত করে। আমার পুত্রগণ এই গদার আঘাত কিরূপে সহ্য করিবে? ২৪

তাত! ভীমসেন এক দুর্গম ও অপার সমুদ্রস্বরূপ, এই অগাধ সমুদ্র পার হইবার কোন নৌকা নাই, বাণই ইহার বেগ, তথাপি আমার মূর্খ পুত্রগণ এই ভীমসেনময় দুর্গম সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছা করিতেছে। ২৫

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এরূপ আমার মূর্খ পুত্রগণ আমার কথা শুনে না। ইহারা কেবল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় স্থিত মধুকেই দেখিতেছে, কিন্তু সেই স্থান হইতে যে পতনের সম্ভাবনা আছে, তাহা চিন্তাই করিতেছে না। ২৬

যেরূপ অতি বৃহৎ মৃগও সিংহ কর্তৃক হত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি এই মনুষ্যরূপী যমের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবে, সে যে বিধাতা কর্তৃক মৃত্যুর জন্য বদ্ধ হইয়া প্রেরিত হইয়াছে—ইহাই প্রতীত হয়। ২৭

তাত সঞ্জয়! ভীমসেনের গদা শিকাতে রাখিবার যোগ্য, চার হাত লম্বা, ছয়টি কোণে সংযুক্তা ও অতীব তেজস্বিনী এই গদার স্পর্শও দুঃখদায়ক। যখন ভীমসেন এই গদা আমার পুত্রগণের উপর চালাইবে, তখন তাহারা কিভাবে ইহার আঘাত সহ্য করিবে? ২৮

গদাং ভ্রাময়তস্তস্য ভিন্দতো হস্তিমস্তকান্।
স্রুতিণী লেলিহানস্য বাষ্পমুৎসৃজতো মুহুঃ ॥ ১৯
উদ্দিশ্য নাগান্ পততঃ কুর্বতো ভৈরবান্ রবান্।
প্রতীপং পততো মত্তান্ কুঞ্জরান্ প্রতিগর্জতঃ ॥ ৩০
বিসৃজ্য রথমার্গেষু বরাহুদ্দিশ্য নিঘ্নতঃ।
অস্ত্রৈঃ প্রজ্বলিতস্যেব অপি মূর্চেত মে প্রজা ॥ ৩১
বীথীং কুর্বন্ মহাবাহুর্বিধমন্ মম বাহিনীম্।
নৃত্যন্নিব গদাপাণির্যুগান্তং দর্শয়িষ্যতি ॥ ৩২
প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গঃ প্রভঞ্জন্ পুষ্পিতান্ দ্রুমান্।
প্রবেক্ষ্যতি রণে সেনাং পুত্রাণাং মে বৃকোদরঃ ॥ ৩৩
কুর্বন্ রথান্ বিপুকষান্ বিসারথি-হয়-ধ্বজান্।
আরুজন্ পুরুষব্যাঘ্রো রথিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ৩৪
গঙ্গাবেগ ইবানূপাংস্তীরজান্ বিবিধান্ দ্রুমান্।
প্রভঞ্জ্যতি রণে সেনাং পুত্রাণাং মম সঞ্জয় ॥ ৩৫

যখন ভীমসেন ক্রোধধ্বনিত বাক্য ত্যাগ করিতে করিতে এবং বারংবার ওষ্ঠপ্রান্ত চাটিতে চাটিতে এই গদা ঘুরাইয়া হস্তীসমূহের মস্তক বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিবে, সম্মুখে ভয়ঙ্কর গর্জনকারী গজরাজকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইবে, প্রতিকূল দিকে পলায়িত মদোন্মত্ত হস্তিসমূহের গর্জনের প্রত্যুত্তরে নিজে সিংহনাদ করিতে থাকিবে এবং আমার রথী সেনাসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ বীরগণকে নিহত করিবে, তখন অগ্নিতুল্য প্রজ্বলিত ভীমের হস্ত হইতে আমার পুত্রগণ কিভাবে জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিবে ॥ ২৯-৩১

যখন মহাবাহু ভীম আমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের রথের জন্য পথ প্রস্তুত করিবে, আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে তাড়াইয়া দিবে এবং গদা লইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতে থাকিবে, তখন নিশ্চয়ই প্রলয়কালের অবস্থা দর্শন করাইবে ॥ ৩২

মদবারিবাহী হস্তী যেরূপ পুষ্পিতদ্রুমসমূহ উৎপাটিত করিতে করিতে বনে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধে আমার পুত্রগণের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবে ॥ ৩৩

সঞ্জয়! এই পুরুষসিংহ ভীমসেন রথসমূহকে রথারোহী সারথি, অশ্ব ও ধ্বজসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে এবং যুদ্ধে ও পথারোহীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। যেরূপ গঙ্গাবেগ তটস্থিত বেগ জলময় প্রদেশস্থিত তটবর্তী নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহকে পাতিত করে, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধভূমিতে আসিয়া আমার সৈন্যগণকে সংহার করিবে ॥ ৩৪-৩৫

দিশো মুখং গমিষ্যন্তি ভীমসেনভয়াদিতাঃ।
মম পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ রাজানশ্চৈব সঞ্জয় ॥ ৩৬
যেন রাজা মহাবীর্যঃ প্রবিষ্ঠাপ্যপুরং পুরা।
বাসুদেবসহায়েন জরাসন্ধো নিপাতিতঃ ॥ ৩৭
কৃৎস্নেয়ং পৃথিবী দেবী জরাসন্ধেন ধীমতা।
মাগধেন্দ্রেণ বলিনা বশে কৃত্বা প্রতাপিতা ॥ ৩৮
ভীমপ্রতাপাৎ কুরবো নয়েনাক্রূর-বৃষ্ণয়ঃ।
যস্য তস্য বশে জগ্মুঃ কেবলং দৈবনেব তৎ ॥ ৩৯
স গত্বা পাণ্ডুপুত্রেণ তরসা বাহুশালিনা।
অনায়ুধেন বীরেণ নিহতঃ কিং ততোঽধিকম্ ॥ ৪০
দীর্ঘকালসমাসক্তং বিষমাশীবিষো যথা।
স মোক্ষ্যতি রণে তেজঃ পুত্রেষু মম সঞ্জয় ॥ ৪১
মহেন্দ্র ইব বজ্রেণ দানবান্ দেবসত্তমঃ।
ভীমসেনো গদাপাণিঃ সূদয়িষ্যতি মে সুতান্ ॥ ৪২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার পুত্রগণ এবং সেবকগণ ও সহায়ক নরপতিগণ নানাদিকে পলায়ন করিবে ॥ ৩৬

পরম বুদ্ধিমান্, বলবান্ ও মহাপরাক্রমশালী মগধরাজ জরাসন্ধ এই সমগ্র পৃথিবীকে নিজ বশীভূত করিয়া পীড়াপ্রদান করিতেছিল, কিন্তু ভীমসেন কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করত রাজা জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিল ॥ ৩৭-৩৮

ভীমের প্রতাপে কুরুবংশীয়গণ এবং নীতিবলে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ যে জরাসন্ধের বশে পতিত হয় নাই, তাহা কেবল দৈববশতঃ ॥ ৩৯

বাহুবলে বলবান্ সেই পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বেগে সেখানে যাইয়া কোন অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীতই সেই জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছিল—ইহা হইতে অধিক পরাক্রম কি হইতে পারে ? ৪০

সঞ্জয়! যেরূপ বিষধর সর্প বহু দিন হইতে সঞ্চিত বিষ কাহারও উপর পাতিত করে, সেইরূপ ভীমসেনও দীর্ঘকাল হইতে সঞ্চিত নিজ তেজ রণস্থলে আমার পুত্রগণের উপর নিক্ষেপ করিবে ॥ ৪১

যেরূপ দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা দানবগণকে সংহার করেন, সেইরূপ ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া আমার পুত্রগণকে সংহার করিয়া ফেলিবে ॥ ৪২

অবিষঙ্গমনাবাধ্যং তীব্রবেগপরাক্রমম্।
পশ্যামীবাতিতাম্রাক্ষমাপতন্তং সুকোদরম্ ॥ ৪৩
অগদস্তাপবহুবো বিরথস্ত বিবর্মণঃ।
বাহুভ্যাং যুধ্যমানস্ত কস্তিষ্ঠেদগ্রতঃ পুমান্ ॥ ৪৪
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ বিপ্রোহয়ং কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
জানন্তোতে যথৈবাহং বীর্যাজ্ঞস্তস্ত ধীমতঃ ॥ ৪৫
আর্যব্রতং তু জানন্তঃ সঙ্গরান্তং বিধিংসবঃ।
সেনামুখেষু স্থাস্যন্তি মামকানাং নরর্ষভাঃ ॥ ৪৬
বলীয়ঃ সর্বতো দিষ্টং পুরুষস্ত বিশেষতঃ।
পশ্যন্নপি জয়ং তেষাং ন নিষেক্ষ্যামি যৎ সুতান্ ॥ ৪৭
তে পুরাণং মহেষ্বাসা মার্গমৈন্দ্রং সমাস্থিতাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি তুমুলে প্রাণান্ রক্ষন্তঃ পার্থিবং যশঃ ॥ ৪৮
যথৈষাং মামকাস্তাত তথৈষাঃ পাণ্ডবা অপি।
পৌত্রা ভীষ্মস্ত শিষ্যাশ্চ দ্রোণস্ত চ কৃপস্ত চ ॥ ৪৯
যদস্মদাশ্রয়ং কিঞ্চিদ্ দত্তমিষ্টঞ্চ সঞ্জয়।
তস্যাপচিতিমার্যাণাং কর্তারঃ স্থবিরাস্ত্রয়ঃ ॥ ৫০
আদদানস্ত শস্ত্রং হি ক্ষত্রধর্মং পরীপ্সতঃ।
নিধনং ক্ষত্রিয়স্যাহো বরমেষাস্তকস্তমম্ ॥ ৫১
স বৈ শোচামি সর্বান্ বৈ যে যুযুৎসন্তি পাণ্ডবৈঃ।
বিক্রুষ্টং বিদুরেণাগ্রে তদেতদ্ ভয়মাগতম্ ॥ ৫২
ন তু মন্যে বিঘাতায় জ্ঞানং দুঃখস্য সঞ্জয়।
ভবত্যতিবলং হেতজ্ জ্ঞানমাপ্যুপঘাতকম্ ॥ ৫৩
ঋষয়োঽপি নির্মুক্তাঃ পশ্যন্তো লোকসংগ্রহান্।
সুখৈর্যুঞ্জন্তি সুখিনস্তথা দুঃখেন দুঃখিতাঃ ॥ ৫৪
কিং পুনর্মোহমাসক্তস্তত্র তত্র সহস্রধা।
পুত্রেষু রাজ্যদারেষু পৌত্রেষ্বপি চ বন্ধুষু ॥ ৫৫

ইহার আক্রমণ দুঃসহ। ইহার গতিকে কেহই রোধ করিতে পারে না। উহার বেগ এবং পরাক্রমও তীব্র। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি—ভীম ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে ॥ ৪৩

যদি ভীম গদা, ধনু, রথ ও কবচ ত্যাগ করিয়া কেবল দুই বাহুর সাহায্যেও যুদ্ধ করে, তবে তাহার সম্মুখে কোন পুরুষ অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে? ৪৪

এই বুদ্ধিমান্ ভীমের বল ও পরাক্রম আমি যেরূপ জানি, সেরূপ ভীষ্ম, বিপ্রবর দ্রোণাচার্য ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যও জানেন না। ৪৫

তথাপি এই নরশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শিষ্টপুরুষের ব্রত জানেন বলিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবার ইচ্ছায় আমার পুত্রের সৈন্যগণের অগ্রভাগে থাকিবেন ॥ ৪৬

পুরুষের ভাগ্যই সর্বাপেক্ষা বিশেষ প্রবল; কারণ, আমি পাণ্ডবগণের বিজয় হইবে জানিয়াও নিজ পুত্রদিগকে সংযত করিতে পারিতেছি না। ৪৭

এই মহাবলশালী ভীষ্ম প্রভৃতি পুরাতন স্বর্গীয় মার্গের আশ্রয় লইয়া পার্থিব যশকে রক্ষা করিতে করিতে তুমুল যুদ্ধে নিজেদের প্রাণত্যাগ করিবেন ॥ ৪৮

তাত! ইহাদের নিকট যেরূপ আমার পুত্রগণ, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্রগণও। উভয়পক্ষই ভীষ্মের পৌত্র এবং দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের শিষ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয়! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য—এই তিনজন বৃদ্ধই শ্রেষ্ঠ পুরুষ; অতএব আমার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা যাহা কিছু দান-যজ্ঞাদি করিয়াছেন, উহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু দিবেন (অর্থাৎ যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষই লইবেন) ॥ ৫০

যে ব্যক্তি অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপরায়ণ ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রামে মৃত্যুকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলা হইয়াছে ॥ ৫১

যাহারা পাণ্ডবগণের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আমার শোক হইতেছে। বিদুর প্রথমেই উচ্চৈঃস্বরে যাহা ঘোষণা করিয়াছে, তাহাই আজ ভয়রূপে আসিয়াছে ॥ ৫২

সঞ্জয়! আমার তো এরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, জ্ঞান দুঃখকে নাশ করিতে পারে না, পরন্তু প্রবল দুঃখই জ্ঞানকেও নাশ করিয়া ফেলে ॥ ৫৩

জীবন্মুক্ত মহর্ষি পুরুষগণও লোকব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুখের সাধনসমূহের দ্বারা সুখী ও দুঃখের দ্বারা দুঃখিত হন ॥ ৫৪

সেস্থলে পুনরায় যে ব্যক্তি পুত্র, রাজ্য, পত্নী, পৌত্র ও বন্ধু-বান্ধবের উপর সহস্র প্রকার মোহে আসক্ত, তাহার কথা আর কি বলিব? ৫৫

সংশয়ে তু মহত্যস্মিন্ কিং নু মে ক্ষমমুত্তরম্।
বিনাশং হ্যেব পশ্যামি কুরূণামনুচিন্তয়ন্ ॥ ৫৬
দ্যূতপ্রমুখমাত্মাতি কুরূণাং ব্যসনং মহৎ।
মন্দৈশ্বর্য্যাকামেন লোভাৎ পাপমিদং কৃতম্ ॥ ৫৭
মন্যে পর্য্যায়ধর্ম্মোঽয়ং কালস্যাত্যনুগামিনঃ।
চক্রে প্রধিরিবাসক্তো নাল্পা শক্যঃ পলায়িতুম্ ॥ ৫৮
কিং নু কুর্য্যাং কথং কুর্য্যাং ক নু গচ্ছানি সঞ্জয়।
এতে নস্তন্তি কুরবো মন্দাঃ কালবশং গতাঃ ॥ ৫৯
অবশোঽহং তদা তাত পুত্রাণাং নিহতে শতে।
শ্রোষ্যামি নিনদং স্ত্রীণাং কথং মাং নরকং স্পৃশেৎ ॥ ৬০
যথা নিদাঘে অনলঃ সমিদ্ধো
মহৎ কক্ষং বায়ুনা চোদ্যমানঃ।
গদাহস্তঃ পাণ্ডবো বৈ তথৈব
হত্বা মদীয়ান্ সহিতোঽর্জ্জুনেন ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি যানসন্ধিপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

এই মহাসঙ্কটকালে আমি কি উচিত প্রতিকার করিতে পারি? আমি তো পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, কৌরবগণেরই বিনাশ হইবে ॥ ৫৬

পাশাখেলা প্রভৃতি ঘটনাসমূহই কৌরবগণের উপর মহা-বিপত্তির কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ঐশ্বর্য্যকামী দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন লোভবশতঃ এই পাপকর্ম করিয়াছে ॥ ৫৭

আমি মনে করি—অতিশয় তীব্রগতিতে গমনকারী কালেরই এই ক্রমশঃ নিয়ম। এই কালচক্রে আমি উহার নেমি (চক্রবেষ্টনী)-তুল্য হইয়া যোজিত হইয়াছি, সুতরাং আমার অন্যত্র পলায়ন করা অসম্ভব ॥ ৫৮

সঞ্জয়! আমি এখন কি করি, কিরূপে করি এবং কোথায় বা গমন করি? এই মূর্খ কৌরবগণ কালের বশীভূত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৯

তাত! আমার শত পুত্র যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে আমি অবশ হইয়া ইহাদের অনাথ স্ত্রীগণের করুণ ক্রন্দন শুনিব। হায়! আমার মৃত্যু কিরূপে হইবে? ৬০

যেরূপ প্রখর গ্রীষ্মে প্রজ্বলিত অগ্নি বায়ুর সাহায্যে হুতাশনিমিত্ত গৃহ বা সমগ্র বনভূমিকে ভস্ম করে, সেইরূপ গদাপুত্র ভীম হস্তে গদা ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে আমার সকল পুত্রকে বিনাশ করিবে ॥ ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবাক্যবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রৈরর্জ্জুনাগমনস্য ভয়স্য বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যস্য বৈ নানৃতা বাচঃ কদাচিদনুশুশ্রুম।
ত্রৈলোক্যমপি তস্য স্যাদ্ যোদ্ধা যস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
তস্যৈব চ ন পশ্যামি যুধি গাণ্ডীবধন্বনঃ।
অনিশং চিন্তয়ানোঽপি যঃ প্রতীয়াদ্ রথেন তম্ ॥ ২
অন্তঃ কর্ণিনালীকান্ মার্গণান্ হৃদয়চ্ছিদঃ।
প্রত্যোদ্যা ন সমঃ কশ্চিদ্ যুধি গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৩

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট
হইতে আগত ভয়ের কথা বর্ণনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—সঞ্জয়! যাহার মুখ হইতে কখনও মিথ্যা কথা বহির্গত হয় নাই এবং যাহার পক্ষে অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা বিদ্যমান; কেবল সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের (ভূমণ্ডল কেন) ত্রিভুবনের রাজ্যও লাভ হইতে পারে ॥ ১

আমি নিরন্তর নানাভাবে চিন্তা করিয়াও যুদ্ধে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সম্মুখে রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, এমন বীর আমার পক্ষে কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২

যে হৃদয়বিদারক কর্ণিক ও নালীক প্রভৃতি বাণরাজি সর্ব্বদা বর্ষণ করিতে পারে, যুদ্ধে সেই গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সমকক্ষ কোন যোদ্ধাকেই দেখা যাইতেছে না ॥ ৩

দ্রোণ-কর্ণৌ প্রতীয়াতাং যদি বাবৌ নরর্ষভৌ।
কৃতাস্ত্রৌ বলিনাং শ্রেষ্ঠৌ সমরেষ্বপরাজিতৌ ॥ ৪
মহান্ ত্রাসং সংশয়ো লোকে ন বস্তি বিজয়ো মম।
তৃতীয়ঃ কর্ণঃ প্রমাদী চ আচার্য্যঃ স্থবিরো গুরুঃ ॥ ৫
সমর্থো বলবান্ পার্থো দৃঢ়ধন্বা জিতক্রমঃ।
তবেৎ সুতুমুলং যুদ্ধং সর্বশোঽপ্যপরাজয়ঃ ॥ ৬
সর্বে অস্ত্রবিদঃ শূরাঃ সর্বে প্রাপ্তা মহদ্ যশঃ।
অপি সর্বাময়ৈশ্বর্য্যাং ত্যজেয়ুর্ন পুনর্জয়ম্ ॥ ৭
বধে নূনং ভবেচ্ছান্তিস্তয়োর্বা ফাল্গুনস্য চ।
ন তু হন্তার্জুনস্যাস্তি জেতা চাস্য ন বিদ্যতে ॥ ৮
মন্যুস্তস্য কথং শাম্যেদস্মান্ প্রতি য উত্থিতঃ।
অন্তেঽপ্যস্ত্রাণি জানন্তি জীয়ন্তে চ জয়ন্তি চ ॥ ৯

একান্তবিজয়স্ত্বেব শ্রূয়তে ফাল্গুনস্য হ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহূয় খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥ ১০
জিগায় চ সুরান্ সর্বান্ নাস্য বিঘ্নঃ পরাজয়ম্।
যস্য যন্তা হৃষীকেশঃ শীলবৃত্তসমো যুধি ॥ ১১
ধ্বজস্তস্য জয়ন্তাভ যশেদ্রস্য জয়ন্তথা।
কৃষ্ণাবেকরথে যত্তাবধিজ্যং গাণ্ডিবং ধনুঃ ॥ ১২
যুগপৎ ত্রীণি তেজাংসি সমেতান্যদ্ভুতক্রম।
নৈবাস্তি নো ধনুস্তাদৃক্ ন যোদ্ধা ন চ সারথিঃ ॥ ১৩
তচ্চ মন্দা ন জানন্তি দুর্যোধনবশানুগাঃ।
শেষয়েদশনির্দীপ্তো বিপতন্ মূর্ধ্নি সঞ্জয় ॥ ১৪
ন তু শেষং শরাত্তাত কুর্য্যুরস্তাঃ কিরীটিনা।
অপি চাসাদ্যিবাভাতি নিঘ্নন্নিব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫

যদি বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ এবং যুদ্ধে কখনও পরাজিত হন নাই, সেই মানুষদকলের মধ্যে অগ্রগণ্য বীরবর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হন, তথাপি অর্জুনকে জয় করা বিষয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে, আমি তো দেখিতেছি—আমাদের জয় হইবে না; কারণ, কর্ণ প্রমাদী ও অসাবধান এবং আচার্য্য দ্রোণ বৃদ্ধ ও অর্জুনের গুরু। ৪-৫

কুন্তীপুত্র অর্জুন সমর্থ ও বলবান, উহার ধনুও সুদৃঢ়, সে আলস্য ও প্রান্তিকে জয় করিয়াছে, অতএব উহার সহিত যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে, তাহাতে সর্বপ্রকারে অর্জুনেরই জয় হইবে। ৬

পাণ্ডবগণ সকলেই অস্ত্রবিদ্যা জানে, তাহারা শূরবীর এবং মহাযশোভাগী। তাহারা সমস্ত দেবগণের ঐশ্বর্য্যও ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু নিজেদের জয়লাভ হইতে পশ্চাদপসরণ করিবে না। ৭

নিশ্চয়ই দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের বধ হইলে আমাদের পক্ষের লোকেরা শান্ত হইবে অথবা অর্জুনের বিনাশ হইলে পাণ্ডবগণ শান্ত হইবে, কিন্তু অর্জুনকে বধ করিতে পারে এরূপ তো কেহ নাই; এমন কি তাহাকে জয় করিতে পারে, একপও কাহাকেও দেখিতেছি না। আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের উপর উহার হৃদয়ে যে ক্রোধ জাগরিত হইয়াছে; উহা কিরূপে শান্ত হইবে?

অন্য পাণ্ডবগণ সকলে অস্ত্রচালনা জানে, কিন্তু তাহারা কখনও পরাজিত হয়, আবার কখনও জয়লাভ করে। কেবল অর্জুনই এরূপ আছে, যাহার সদা জয়লাভই প্রবণ করা যায়।

খাণ্ডববনদাহের সময় অর্জুন (মুখ্য মুখ্য ইন্দ্রাদি) তেত্রিশ দেবতাকে যুদ্ধের দ্বারা আহ্বান করিয়া অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিল এবং সকল দেবতাকেও জয় করিয়াছিল। উহার পরাজয় হইয়াছে, এমন কোন সংবাদই আমি জানি না॥

তাত! সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধে যাঁহার স্বভাব এবং আচার-ব্যবহারও অর্জুনেরই সমান, তিনি অর্জুনের রথের সারথি; অতএব ইন্দ্রের বিজয়ের ন্যায় অর্জুনেরও বিজয় সুনিশ্চিত॥

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এক রথে আরূঢ় হইয়াছে এবং গাণ্ডীবধনুতে গুণ আরোপিত হইয়াছে, এইরূপে এই ত্রিবিধ তেজ একত্রে যুগপৎ সম্মিলিত হইয়াছে—ইহা আমি শুনিয়াছি॥

আমাদের পক্ষে না আছে সেইরূপ ধনু, না আছে অর্জুনের তুল্য পরাক্রমী যোদ্ধা এবং না আছে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ সারথি, কিন্তু দুর্যোধনের বশীভূত হইয়া আমার অন্যান্য মূর্খ পুত্রগণ ইহা জানিতে পারিতেছে না॥

তাত সঞ্জয়! নিজ তেজে প্রজ্বলিত বজ্র কাহারও মস্তকে পতিত হইয়াও তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিতে পারে, কিন্তু কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ কাহারও উপর পতিত হইয়া তাহাকে বধ না করিয়া তাহার কিছু শেষ রাখে না।

বীর ধনঞ্জয় যুদ্ধে বাণক্ষেপণ করিতে, যোদ্ধাদিগের প্রাণ লইতে এবং নিজ বাণ দ্বারা যোদ্ধাদিগের শরীর হইতে মস্তক ছেদন করিতে দেখিতেছি বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে।

উদ্ধরন্নিব কায়েভ্যঃ শিরাংসি শরবৃষ্টিভিঃ।
অপি বাণময়ঃ তেজঃ প্রদীপ্তমিব সর্বতঃ॥ ১৬
গাণ্ডীবোত্থঃ দহেত্তাজৌ পুত্রাণাং মম বাহিনীম্।
অপি সারথ্যযোগেন ভয়ার্তা সব্যসাচিনঃ॥
বিদ্রুতা বহুধা সেনা ভারতী প্রতিভাতি মে॥ ১৭
যথা কক্ষং মহানগ্নিঃ প্রদহেৎ সর্বতস্করন্।
মহার্চিরনিলোদ্ধূতস্তদ্বৎ ধক্ষ্যতি মামকান্॥ ১৮
যদোদ্যমন্ নিশিতান্ বাণসঙ্ঘা-
ন্তানাততায়ী সমরে কিরীটী।
সৃষ্টোঽন্তকঃ সর্বহরো বিধাত্রা
যথা ভবেৎ তদ্বদপারণীয়ঃ॥ ১৯
তদা হতীষুং সুবহূন্ প্রকারান্
শ্রোতাংসি তানাবসথে কুরূণাম্।
তেষাং সমস্থাস্ত তদা রণাগ্রে
ক্ষয়ঃ কিলায়ঃ ভরতানুপৈতি॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২

গাণ্ডীবধনু হইতে প্রকটিত বাণময় তেজ সর্বদিকে যেন প্রজ্বলিত হইয়া আমার পুত্রগণের বিশাল সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধে কি জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিবে?

আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রথ সঞ্চালনের শব্দ শুনিয়া ভরতবংশীয়দিগের এই সেনা সব্যসাচী অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নানাপ্রকারে আতঙ্কিত হইবে॥ ৬-১৭

যেরূপ বায়ুর বেগে বর্দ্ধিত অগ্নি সর্বদিকে প্রজ্বলিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করত প্রচণ্ড শিখার সহিত যুক্ত হইয়া তৃণকাষ্ঠোদি-নির্মিত প্রকোষ্ঠ বা বনভূমি জ্বালাইয়া ভস্মীভূত করে, সেইরূপ অর্জুন আমার পুত্রগণকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে॥ ১৮

যে সময় বাণপাণি কিরীটধারী অর্জুন যুদ্ধস্থলে রোষভরে শাণিত বাণসমূহ বর্ষণ করিবে, সেই সময় বিধাতাকর্তৃক সৃষ্ট সর্বসংহারক কালের ন্যায় অর্জুন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব॥ ১৯

সেই সময় আমি অন্তঃপুরে উপবিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুনঃ কৌরবগণের বিবিধ অবস্থার কথা শুনিতে থাকিব। অহো! যুদ্ধের মুখে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই সঞ্জয়ে ভরতবংশের বিনাশ উপস্থিত হইতেছে॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসভায়াং যুদ্ধভয়ং প্রদর্শ্য ধৃতরাষ্ট্রস্য শান্তিপ্রস্তাবোত্থাপনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরাক্রান্তা জিগীষবঃ।
তথৈবাভিসরাস্তেষাং ত্যক্তাত্মানো জয়ে ধৃতাঃ॥ ১
তমেব হি পরাক্রান্তানাচক্ষীথাঃ পরান্ মম।
পঞ্চালান্ কেকয়ান্ মৎস্যান্ মাগধান্ বৎসভূমিপান্॥ ২
যশ্চ সেন্দ্রানির্ল্লোকানিচ্ছন্ কুর্য্যাদ্ বশে বলী।
স ভ্রষ্টা জগতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডবানাং জয়ে ধৃতঃ॥ ৩

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[কৌরবসভায় যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের শান্তিপ্রস্তাব উত্থাপন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যেরূপ সমস্ত পাণ্ডব পরাক্রমী ও বিজয় অভিলাষী, সেরূপ উহাদের সহায়কগণও বিজয় লাভের জন্য একতাবদ্ধ এবং প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে উদ্যত॥ ১

তুমিই আমার নিকট পরাক্রমশালী পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, মাগধ এবং বৎসভূমিপতিগণের নাম বলিয়াছ (ইহারা সকলেই পাণ্ডবগণের বিজয়াকাঙ্ক্ষী)॥ ২

ইহা ব্যতীত যিনি ইচ্ছা করিলেই ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত এই সম্পূর্ণ লোককে বশীভূত করিতে পারেন, সেই জগৎস্রষ্টা মহাবলবান্ শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবগণের বিজয়ের জন্য ধৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন॥ ৩

সমস্তামর্জুনাদ্ বিদ্যাং সাত্যকিঃ ক্ষিপ্রমাপ্তবান্।
শৈনেয়ঃ সমরে শ্লাঘ্যো বীজবৎ প্রবপঞ্ছরান্ ॥ ৪
দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ ক্রূরকর্মা মহারথঃ।
মামকেষু রণং কর্তা বলেষু পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৫
যুধিষ্ঠিরস্য চ ক্রোধাদর্জুনস্য চ বিক্রমাৎ।
যমাভ্যাং ভীমসেনাচ্চ ভয়ং মে তাত জায়তে ॥ ৬
অমানুষং মনুষ্যৈর্হি জালং বিততমদ্ভুতম্।
ন মে সৈন্যান্তরিষ্যন্তি ততঃ ক্রোশামি সঞ্জয় ॥ ৭
দর্শনীয়ো মনস্বী চ লক্ষ্মীবান্ ব্রহ্মবর্চসী।
মেধাবী সুকৃতপ্রজ্ঞো ধর্মাত্মা পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৮
মিত্রামাত্যৈঃ সুসম্পন্নঃ সম্পন্নো যুদ্ধযোজকৈঃ।
ভ্রাতৃভিঃ স্বতরৈর্বীরৈরুপপন্নো মহারথৈঃ ॥ ৯
ধৃত্যা চ পুরুষব্যাঘ্রো নৈর্ঋত্যেন চ পাণ্ডবঃ।
অনৃশংসো বদান্যশ্চ হ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ১০
বহুশ্রুতঃ কৃতাত্মা চ বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তং সর্বগুণসম্পন্নং সমিদ্ধমিব পাবকম্ ॥ ১১
তপন্তমভি কো মন্দঃ পতিষ্যতি পতঙ্গবৎ।
পাণ্ডবাগ্নিমনাধৃষ্যং মূঢ়ো নষ্টচেতনঃ ॥ ১২
তমুদ্রুক্ষ্যঃ শিখী রাজা মিথ্যোপচরিতো ময়া।
মন্দানাং মম পুত্রাণাং যুদ্ধেনান্তং করিষ্যতি ॥ ১৩
তৈরযুদ্ধং সাধু মন্যে কুরবস্তন্নিবোধত।
যুদ্ধে বিনাশঃ কৃৎস্নস্য কুলস্য ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ১৪
এষা মে পরমা বুদ্ধির্যয়া শাম্যতি মে মনঃ।
যদি ন যুদ্ধমিষ্টং বো বয়ং শান্তৌ বসামহে ॥ ১৫
ন তু নঃ ক্লিশ্যমানানামুপেক্ষেত যুধিষ্ঠিরঃ।
জুগুপ্সতি হ্যধর্মেণ নামেবোদ্দিশ্য কারণম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে যানসন্ধিপর্বণি ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

শিনির পৌত্র সাত্যকি অতি অল্প সময়ে অর্জুনের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। এই যুদ্ধে সে-ও বীজের ন্যায় বাণসমূহ বিশেষভাবে রোপণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের পক্ষে অবস্থান করিবে ॥ ৪

উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও ক্রূরতাপূর্ণ পরাক্রম প্রকাশকারী পাঞ্চালরাজকুমার মহারথ দৃষ্টদ্যুম্নও আমার সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবে ॥ ৫

তাত সঞ্জয়! আমার যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, অর্জুনের পরাক্রম, দুই ভাই নকুল ও সহদেব এবং ভীম হইতে অত্যন্ত ভয় হইতেছে ॥ ৬

সঞ্জয়! এই সকল শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্তৃক আমার সৈন্যমধ্যে যখন অলৌকিক অস্ত্রজাল বিস্তৃত হইবে, তখন আমার সৈন্যগণ তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে না; আমি এজন্য বিলাপ করিতেছি ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, ব্রহ্মবিতুল্য তেজস্বী, মেধাবী, সুনিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত, ধর্মাত্মা, মিত্রবর্গ ও মন্ত্রিমণ্ডলীতে সদা পরিবেষ্টিত, যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী সৈন্যগণে সংযুক্ত, মহারথ ভ্রাতৃবৃন্দ ও বীরশিরোমণিগণ কর্তৃক সুরক্ষিত, ধৈর্যবান্, মন্ত্রণাকে গোপন রাখিতে সক্ষম, সকল পুরুষের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমী, দয়ালু, উদার, লজ্জাশীল, যথার্থ পরাক্রম-সম্পন্ন, অনেক গাঢ়ে আকৃষ্ট, মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয়। এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন ও প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তাপদানকারী সেই যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে যুদ্ধ করিবার জন্য কোন্ মূর্খ যাইতে সমর্থ হইবে? কোন্ অচেতন ও মরণাপন্ন মনুষ্য পতঙ্গের ন্যায় দুর্নিবার পাণ্ডবরূপ অগ্নিতে আসিয়া পতিত হইবে? ৮-১২

রাজা যুধিষ্ঠির সুখ ও একস্থানে অবরুদ্ধ অগ্নিতুল্য। আমিই মিথ্যা ব্যবহারে তাহাকে তিরস্কার করিয়াছি, অতএব সে যুদ্ধ করিয়া আমার মূর্খ পুত্রগণকে বিনাশ করিবে ॥ ১৩

হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ না হওয়াই উত্তম বলিয়া মনে করি। তোমরা ইহা বিশেষভাবে অবগত হও। যদি যুদ্ধ হয়, তবে সম্পূর্ণ কুরুকুলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমার বুদ্ধির ইহাই সর্বোত্তম নিশ্চয়। ইহাতেই আমার মনে শান্তি মিলিতেছে। যদি তোমাদেরও যুদ্ধ না হওয়ার ইচ্ছাই থাকে, তবে বল—আমি শান্তির জন্য চেষ্টা করি ॥ ১৪-১৫

যুধিষ্ঠির আমাকে (যুদ্ধের প্রসঙ্গে) ক্লেশে পতিত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সে তো আমাকেই অধর্মানুসারে কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ মনে করিয়া আমার নিন্দা করে (সুতরাং আমার দ্বারা প্রেরিত শান্তিপ্রস্তাব সে কিছুতেই আমার করিবে না) ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য দোষ প্রদর্শ্য দুর্যোধনং শাসিতুং সঞ্জয়েন তস্মৈ উপদেশপ্রদানম্]

সঞ্জয় উবাচ

এবমেতন্মহারাজ যথা বদসি ভারত।
যুদ্ধে বিনাশঃ ক্ষত্রস্য গাণ্ডীবেন প্রদৃশ্যতে ॥ ১

ইদং তু নাভিজানামি তব ধীরস্য নিত্যশঃ।
যৎ পুত্রবশমাগচ্ছেস্তবজ্ঞঃ সব্যসাচিনঃ ॥ ২

নৈষ কালে মহারাজ তব শশ্বৎ কৃতাগসঃ।
ত্বয়া হ্যেবাদিতঃ পার্থা নিকৃতা ভরতর্ষভ ॥ ৩

পিতা শ্রেষ্ঠঃ সুহৃদ্ যশ্চ সম্যক্ প্রণিহিতাত্মবান্।
আত্মেয়ং হি হিতং তেন ন দ্রোহ্যা গুরুকর্হতে ॥ ৪

ইদং জিতমিদং লব্ধমিতি শ্রুত্বা পরাজিতান্।
দ্যূতকালে মহারাজ স্মযসে হ কুমারবৎ ॥ ৫

পরুষাণ্যুচ্যমানাংশ্চ পুরা পার্থানুপেক্ষসে।
কৃৎস্নং রাজ্যং জয়ন্ত্যাতি প্রপাতং নানুপশ্যসি ॥ ৬

পিত্র্যং রাজ্যং মহারাজ কুরবস্তে সমাঙ্গলাঃ।
অথ বীর্যৈর্জিতামুর্বীমখিলাং প্রত্যপদ্যথাঃ ॥ ৭

বাহুবীর্য্যার্জিতা ভূমিস্তব পার্থৈর্নিবেদিতা।
নয়েদং কৃতমিত্যেব মন্যসে রাজসত্তম ॥ ৮

গন্ধর্বরাজেন মক্ষতো হ্যন্নবেঽন্তসি।
আনিনায় পুনঃ পার্থঃ পুত্রাংস্তে রাজসত্তম ॥ ৯

কুমারবচ্চ স্মযসে দ্যূতে বিনিকৃতেষু যৎ।
পাণ্ডবেষু বনে রাজন্ প্রব্রজৎসু পুনঃ পুনঃ ॥ ১০

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের দোষ দেখাইয়া দুর্যোধনকে শাসন করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যেরূপ বলিলেন, উহা যথার্থ সত্য। ভারত! আমি যুদ্ধে তো গাণ্ডীব ধনু দ্বারা ক্ষত্রিয়-সমাজের বিনাশই দেখিতে পাইতেছি ॥ ১

কিন্তু সদা শান্তচিত্ত আপনার সম্বন্ধে আমি এবিষয়টি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, আপনি সব্যসাচী অর্জুনের বলপরাক্রম ভালভাবে জানিয়াও কেন আপনি নিজ পুত্রগণের বশীভূত হইতেছেন? ২

ভরতকুলভূষণ মহারাজ! আপনি (স্বভাবানুসারেই) পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধ করিয়া থাকেন। সেইজন্য এখন আপনি যাহা বিচারপূর্বক ব্যক্ত করিলেন, উহা স্থির থাকিবে না। আপনি প্রথম হইতেই কুন্তীপুত্রগণের সহিত কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করিতেছেন ॥ ৩

যিনি পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠ উত্তম সুহৃৎ এবং সর্বদা উত্তমরূপে সাবধানচিত্ত, তাঁহার পক্ষে নিজ আশ্রিতগণের হিতসাধন করা কর্তব্য; কারণ, দ্রোহকারী ব্যক্তিকে পিতৃতুল্য বা গুরুজন বলা যায় না ॥ ৪

মহারাজ! পাশাখেলার সময় যখন আপনি আপনার পুত্রগণের মুখে শুনিতেন যে, এই জয় হইয়াছে, এই জয় পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়াছে, তখন বালকের ন্যায় হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ৫

সেই সময় পাণ্ডবগণের উপর জয় যে কতরূপ বাক্য বলিয়াছেন এবং আমার পুত্রগণ সমগ্র রাজ্য জয় করিয়াছে—এই বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ই যে ভাবী বিনাশ ও পতনের কারণ হইতে পারে, এদিকে আপনার দৃষ্টিপাতই হয় নি ॥ ৬

মহারাজ! শুকদারুণ যেমন আপনার পৈতৃক রাজ্য, কিন্তু অবশিষ্ট সমগ্র রাজ্য বীর পাণ্ডবগণ জয় করিয়াছিলেন, যাহা আপনি এখন প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! কুন্তীপুত্রগণ নিজ বাহুবলে জয় করিয়া এই ভূমি আপনার সেবায় সমর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু আপনি উহা জয় করিয়াছেন বলিয়া ভাবিতেছেন ॥ ৮

রাজসত্তম! (ঘোষযাত্রা সময়) গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন আপনার পুত্রগণকে গ্রাস (বন্ধন) করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন নৌকাহীন হইয়া (সেই দুঃখ-সাগরের) জলে মজ্জিত হইতেছিলেন। তখন অর্জুনই পুনরায় উহাদিগকে মুক্ত করিয়া আনেন ॥ ৯

রাজন্! পাণ্ডবগণ যখন পাশাখেলায় ছলনা প্রাপ্ত হইলেন এবং পরাজিত হইয়া বনে যাইতে লাগিলেন, সেই সময় আপনি শিশুদের ন্যায় পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতেছিলেন ॥ ১০

প্রবর্ষতঃ শরব্রাতানর্জুনস্য বিতান্ বহূন্।
অপার্ণবা বিভদ্যেয়ুঃ কিং পুনর্মাংসযোনয়ঃ ॥ ১১
অস্যতাং ফাল্গুনঃ শ্রেষ্ঠো গাণ্ডীবং ধনুষাং বরম্।
কেশবঃ সর্বভূতানামায়ুধানাং সুদর্শনম্ ॥ ১২
বানরো রোচমানশ্চ কেতুঃ কেতুমতাং বরঃ।
ঐরাবতানি সর্বাণি রথে বহন্ শ্বেতহয়ো রথে ॥ ১৩
ক্ষপয়িষ্যতি নো রাজন্ কালচক্রমিবোদ্যতম্।
তস্যাশু বসুধা রাজন্ নিখিলা ভরতর্ষভ ॥ ১৪
যস্য ভীমার্জুনৌ যোধৌ স রাজা রাজসত্তম।
তথা ভীমহতপ্রায়াং মজ্জন্তীং তব বাহিনীম্ ॥ ১৫
দুর্যোধনমুখা দৃষ্ট্বা ক্ষুদ্রা ধাস্যন্তি কৌরবাঃ।
ন ভীমার্জুনয়োর্ভীতা লপ্স্যন্তে বিজয়ং বিভো ॥ ১৬
তব পুত্রা মহারাজ রাজানশ্চানুসারিণঃ।
মৎস্যাস্ত্বামস্য নার্চন্তি পঞ্চালাশ্চ সকেকয়াঃ ॥ ১৭
শাল্বেয়াঃ সূরসেনাশ্চ সর্বে ত্বামবজানতে।
পার্থং হেতোর্গতাঃ সর্বে বীর্যাজ্ঞাস্তস্য ধীমতঃ ॥ ১৮
ভক্ত্যা কৃষ্ণা বিরুধ্যন্তে তব পুত্রৈঃ সদৈব তে।
অনর্হানেব তু বধে ধর্মযুক্তান্ বিকর্মণা ॥ ১৯
যোঽক্রোশৎ পাণ্ডুপুত্রান্ যো বিদ্বেষ্টাধুনাপি যৈ।
সর্বোপায়ৈর্নিগন্তব্যঃ সানুগঃ পাপপূরুষঃ ॥ ২০
তব পুত্রো মহারাজ নানুশোচিতুমর্হসি।
দ্যূতকালে ময়া চোক্তং বিদুরেণ চ ধীমতা ॥ ২১
যদিদং তু বিলপিতং পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
অনীশেনেব রাজেন্দ্র সর্বমেতন্নিরর্থকম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়ামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

যখন অর্জুন অসংখ্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিবে, সেই সময় সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে, সেখানে আর অস্থি-মাংসের শরীর হইতে উৎপন্ন প্রাণিগণের কথা কি বলিব ? ১১

বাণনিক্ষেপকারী বীরগণের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ, ধনুষ্মানদিগের মধ্যে গাণ্ডীব শ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ অস্ত্রের মধ্যে সুদর্শন শ্রেষ্ঠ এবং পতাকাযুক্ত রথসমূহের মধ্যে দীপ্তিমান্ বানর উপলক্ষিত ধ্বজ শ্রেষ্ঠ

রাজন্! এইরূপে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠতম বস্তুসমূহ নিজ সঙ্গে লইয়া যখন শ্বেতবর্ণ অশ্ববাহন অর্জুন রথে আরোহণ করত রণভূমিতে উপস্থিত হইবে, সেই সময় উদ্যত কালচক্রের ন্যায় সেই অর্জুন আমাদের সকলকে সংহার করিয়া ফেলিবে ॥

রাজসত্তম ভরতভূষণ ধৃতরাষ্ট্র! এখন তো সমগ্র পৃথিবী তাঁহার অধিকারেই থাকিবে, যাঁহার পক্ষে ভীমসেন ও অর্জুনের ন্যায় যোদ্ধা যুদ্ধ করিবে এবং তিনিই রাজা হইবেন ॥

আপনার সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশ বীরই ভীমসেনের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে এবং দুর্যোধনাদি কৌরবগণও সেই সৈন্যবাহিনীকে নিজের চোখে বিপন্নসমূহে নিমজ্জমান দেখিতে দেখিতেই নষ্ট হইয়া যাইবেন ॥

প্রভো মহারাজ! আপনার পুত্রগণ এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত নরপতিগণ ভীমসেন ও অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া কখনও বিজয়লাভ করিতে পারিবেন না ॥

মৎস্যদেশের অধিবাসিগণ এখন আর আপনাকে সমাদর করেন না। পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব ও সূরসেন দেশের সকল রাজাই এবং রাজকুমারগণ আপনাকে অবজ্ঞা করেন। তাঁহারা সকলে পরম বুদ্ধিমান্ অর্জুনের পরাক্রম জানেন, সেই জন্যই তাঁহারা পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগ দিয়াছেন ॥ ১২-১৮

যুধিষ্ঠিরের উপর ভক্তিমান্ বলিয়া ইঁহারা সকলে সদা আপনার পুত্রগণের সহিত বিরোধ করেন। মহারাজ! যাঁহারা সর্বদা ধর্মে তৎপর থাকেন বলিয়া বনের (ও ক্লেশ পাইবার) যোগ্যই নন্, সেই পাণ্ডুপুত্রগণকে যিনি সদা বিপরীত ব্যবহারে কষ্ট দেন এবং যিনি এখনও তাঁহাদের উপর দ্বেষভাব রাখেন, আপনি আপনার সেই পাপী পুত্র দুর্যোধনকে সর্ব উপায়ে তাঁহার সহায়কগণের সহিত বশীকৃত রাখিবেন। আপনি বারংবার এইভাবে শোক করিবেন না। পাশাখেলার সময় আমি ও পরম বুদ্ধিমান্ বিদুরও আপনাকে এই পরামর্শই দিয়াছি। (কিন্তু আপনি সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিতেছেন না) ॥ ১৯-২১

ভারত! রাজেন্দ্র! আপনি যে পাণ্ডবগণের বল ও পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া অসমর্থের ন্যায় বিলাপ করিতেছেন; তৎসমস্তই অনর্থক (ব্যর্থ) ॥ ২২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ পঞ্চপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্রং সমাশ্বাস্য দুর্যোধনেন স্বপক্ষোৎকর্ষস্য পাণ্ডবপক্ষাপকর্ষস্য চ বর্ণনম্]

দুর্যোধন উবাচ।

ন ভেতব্যং মহারাজ ন শোচ্যা ভবতা বয়ম্।
সমর্থাঃ স্ম পরান্ জেতুং বলিনঃ সমরে বিভো ॥১
বনে প্রব্রাজিতান্ পার্থান্ যদাবাসয়ধুসূদনঃ।
মহতা বলচক্রেণ পরয়াষ্ট্রাবমর্দিনা ॥ ২
কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
রাজানশ্চাযযুঃ পার্থান্ বহবোঽন্যেঽনুযায়িনঃ ॥ ৩
ঐন্দ্রপ্রস্থস্থ তানূরাৎ সমাজগ্মুর্মহারথাঃ।
বাসর্ষয়শ্চ সঙ্ঘশ ভবদ্ভিঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৪
তে যুধিষ্ঠিরমাসীনমজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্।
কৃষ্ণপ্রধানাঃ সংহত্য পর্যুপাসন্ত ভারত ॥ ৫
প্রত্যাদানঞ্চ রাজ্যস্য কার্যামূচুর্নরাধিপাঃ।
ভবতঃ সানুবন্ধস্য সমুচ্ছেদং চিকীর্ষবঃ ॥ ৬

ক্রুদ্ধা চৈবং মহোক্ত্বা তু ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাস্তদা।
জ্ঞাতিক্ষয়ভয়াদ্ রাজন্ ভীতেন ভরতর্ষভ ॥ ৭
ন তে স্থাস্যন্তি সময়ে পাণ্ডবা ইতি মে মতিঃ।
সমুচ্ছেদং হি নঃ কৃৎস্নং বাসুদেবশ্চিকীর্ষতি ॥ ৮
ত্যক্তে চ বিদুরাং সর্বে বৃদ্ধং বধ্যা মতা মম।
ধৃতরাষ্ট্রস্য ধর্মজ্ঞো ন বধ্যঃ কুরুসত্তমঃ ॥ ৯
সমুচ্ছেদঞ্চ কৃৎস্নং নঃ কৃত্বা তাত জনার্দনঃ।
একরাজ্যং কুরূণাং স্ম চিকীর্ষতি যুধিষ্ঠিরে ॥ ১০
তত্র কিং প্রাপ্তকালং নঃ প্রণিপাতঃ পলায়নম্।
প্রাণান্ বা সম্পরিত্যজ্য প্রতিযুধ্যামহে পরান্ ॥ ১১
প্রতিযুদ্ধে তু নিহতাঃ স্বাধ্যায়াঃ পরাভবঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সর্বে হি পার্থিবা বশবর্তিনঃ। ১২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাসদানকরত দুর্যোধন কর্তৃক নিজ উৎকর্ষ ও পাণ্ডবগণের অপকর্ষের বর্ণনা।]

দুর্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! আপনি ভীত হইবেন না এবং আমাদের জন্য শোকও করিবেন না। প্রভাবশালিন্! আমরা বলবান্ ও শক্তিশালী এবং শত্রুপক্ষকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ১

পাণ্ডবগণকে যখন আমি বনে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন শত্রুরাষ্ট্রকে ধূলিসাৎ করিতে সমর্থ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কেকয়রাজকুমারগণ, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং আরও অন্যান্য বহু নরপতি, যাঁহারা পাণ্ডবগণের অনুগামী, তাঁহারাও এখানে আসিয়াছিলেন ॥ ২-৩

সেই সকল মহারথী ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট পর্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া সমস্ত কৌরবগণের ও আপনার নিন্দা করিতেছিলেন ॥ ৪

ভারত! সেই নরপতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান করত সংগঠিত হইয়া বনে বিরাজমান মৃগচর্মধারী যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া উপবিষ্ট হন এবং অনুচরবর্গের সহিত আপনার মূলোচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে রাজ্য ফিরাইয়া লওয়া কর্তব্য। ৫-৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের এই নিশ্চয় শুনিয়া আমি জ্ঞাতি-বিনাশের ভয়ে ভীত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের নিকট এইরূপ নিবেদন করিলাম যে, তাত! আমার ইহা প্রতীতি হইতেছে—পাণ্ডবগণ নিজ প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিতে পারিবে না; কারণ, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকে নিঃশেষে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ৭-৮

কেবল বিদুরকে ত্যাগ করিয়া আপনারা সকলেই বধযোগ্য বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন—ইহাই আমার ধারণা। কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ধর্মজ্ঞ, সুতরাং তাঁহাকে বধ করা উচিত হইবে না। ৯

তাত! জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্বনাশ করত কৌরবগণের একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন ॥ ১০

এই অবস্থায় আমাদের এ সময় কি করণীয়? আমরা সকলে অবনত হইয়া তাঁহাদের সমীপে আত্মসমর্পণ করিব, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করিব অথবা প্রাণের মোহ ত্যাগ করত শত্রুপক্ষের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করিব। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ হইলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত; কারণ, বর্তমানে সমস্ত ভূপতিগণ

বিরক্তরাষ্ট্রাশ্চ বয়ং মিত্রাণি কুপিতানি নঃ।
ধিক্কৃতাঃ পার্থিবৈঃ সর্বৈঃ স্বজনেন চ সর্বশঃ ॥ ১৩

প্রাণিপাতে ন দোষোঽস্তি সদ্ভির্নঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
পিতরং ত্বেব শোচামি প্রজ্ঞাচক্ষুং জনাধিপম্ ॥ ১৪

মৎকৃতে দুঃখমাপন্নঃ ক্লেশং প্রাপ্তমনন্তকম্।
কৃতং হি তব পুত্রৈশ্চ পরেষামবরোধনম্।
মৎপ্রিয়ার্থং পুরৈবৈতদ্ বিদিতং তে নরোত্তম ॥ ১৫

তে রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য সামাত্যস্য মহারথাঃ।
বৈরং প্রতিকরিষ্যন্তি কুলোচ্ছেদেন পাণ্ডবাঃ ॥ ১৬

ততো দ্রোণোঽব্রবীদ্ ভীষ্মঃ কৃপো দ্রৌণিশ্চ ভারত।
মম বাং মহতাং চিন্তামাস্থিতঃ ব্যথিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৭

অতিক্রান্তাঃ পরে চেমে ন ভেতব্যং পরন্তপ।
অসমর্থাঃ পরে কেতুমস্মান্ যদি সমাস্থিতান্ ॥ ১৮

একৈকশঃ সমর্থা স্মো বিজেতুং সর্বপার্থিবান্।
আসজ্জন্তু বিনেষ্যামো দর্পমেষাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯

পুরৈকেন হি ভীমেণ বিজিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ।
মৃতে পিতর্যতিক্রুদ্ধো রথেনৈকেন ভারত ॥ ২০

জঘান সুবহূংস্তত্রাহং সংরব্ধঃ কুরুসত্তম।
ততস্তে শরণং জগ্মুর্দেবব্রতমিমং ভয়াৎ ॥ ২১

স ভীষ্মঃ সুসমর্থোঽয়মস্মাভিঃ সহিতো রণে।
পরান্ বিজেতুং তস্মাৎ তে যোৎস্যন্তে ভীতরত্তর্ষভ ॥ ২২

ইত্যেষাং নিশ্চয়ো হ্যাসীৎ তৎকালেঽমিততেজসাম্।
পরা পরেষাং পৃথিবী কৃৎস্নসৌদ্ বশবর্তিনী ॥ ২৩

অস্মান্ পুনরমী নাদ্য সমর্থা জেতুমাহবে।
ছিন্নপক্ষাঃ পরে হ্যদ্য বীর্যহীনাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ২৪

অদ্যৎসংজ্ঞা চ পৃথিবী বর্ততে ভরতর্ষভ।
একার্থাঃ সুখদুঃখেষু সমানীতাশ্চ পার্থিবাঃ ॥ ২৫

ধৃষ্টিরের অধীন। এই রাজ্যের অধিবাসীরা সকলেই আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের মিত্রগণও কুপিত, সকল ক্ষিতীশ্বরগণ ও আত্মীয় স্বজনগণ সর্বপ্রকারে আমাদের ধিক্কার দান করিতেছেন ॥ ১১-১৩

(আমি মনে করি) এই সময় নতমস্তক হইতে আমাদের কোন দোষ নাই। তাহাতে আমাদের পক্ষে সর্বকালের জন্য শান্তি স্থাপিত হইবে। কেবল আমি আমার প্রজ্ঞাচক্ষু পিতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোক করিতেছি ॥ ১৪

তিনি আমার জন্য অপরিসীম ক্লেশ ও দুঃখ লাভ করিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ পিতৃদেব! আপনার পুত্রগণ ও আমার ভ্রাতৃগণ কেবল আমার প্রসন্নতার জন্য পূর্বে শত্রুগণের সর্বস্ব অবরোধ করিত —এই সব কথা আপনি জ্ঞাত আছেন ॥ ১৫

এইজন্য সেই মহারথ পাণ্ডবগণ মন্ত্রীদের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বংশের মূলোচ্ছেদ করিয়া নিজ শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছে ॥ ১৬

ভারত! আমার এই কথা শুনিয়া আচার্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা আমাকে গুরুতর চিন্তিত ও ব্যথিতচিত্ত জানিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিয়াছেন,— শত্রুদমন! যদি শত্রুগণ আমাদের দ্রোহ করে, তবে ভীত হইও না। আমরা সকলে মিলিতভাবে যুদ্ধে উপস্থিত হইলে শত্রুরা আমাদের জয় করিতে পারিবে না ॥ ১৭-১৮

আমাদের মধ্যে এক একজন বীরই সমস্ত রাজগণকে জয় করিতে সমর্থ। শত্রুগণ যদি আসে, তবে আমরা আমাদের তীক্ষ্ণ ধারাল বাণ-শ্রেণীতে তাহাদের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব ॥ ১৯

ভারত! বহু পূর্বের কথা,—পিতা শান্তনু মৃত্যুকবলিত হইলে ভীষ্মদেব কোন একসময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একমাত্র রথের সহায়তায় একাই সমস্ত রাজগণকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ২০

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন তাঁহাদের মধ্যে বহু রাজাকে বধ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা ভীত হইয়া দেবব্রতের (ভীষ্মের) শরণাপন্ন হন ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই পূর্ণ সামর্থ্যশালী ভীষ্ম যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য আমাদের সহিত থাকিবেন, সুতরাং আপনার ভয় দূরীভূত হউক ॥ ২২

এই অমিততেজস্বী ভীষ্ম প্রভৃতি সেই সময় যুদ্ধে আমাদের সহিত থাকিবেন বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন। প্রথমে এই সমস্ত পৃথিবী আমাদের শত্রুগণের বশীভূত ছিল, কিন্তু এখন তাহা আমাদের হস্তগত। আমাদের এই শত্রুরা যুদ্ধে এখন আমাদের জয় করিতে সমর্থ হইবে না। সহায়কগণের অভাবে পাণ্ডবেরা ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অসহায় ও পরাক্রমশূন্য হইয়া গিয়াছে ॥ ২৩-২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! বর্তমানে এই পৃথিবী আমাদেরই অধিকারে আছে। আমরা যে সকল রাজাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, তাঁহারা সকলে সুখে ও দুঃখে আমাদের সহিত একই প্রয়োজন-বোধে সমভাগী হইয়াছেন ॥ ২৫

অপ্যগ্নিং প্রবিশেযুস্তে সমুদ্রং বা পরন্তপ।
মদর্থং পার্থিবাঃ সর্বে তত্ত্ব বিদ্ধি কুরূত্তম ॥ ২৬
উদ্বৃত্তমিব চাপি ত্বাং প্রহসন্তীহ দুঃখিতম্।
বিলপন্তং বহুবিধং ভীতং পরবিকত্থনে ॥ ২৭
এবং হ্যেকৈকশো রাজ্ঞাং সমর্থঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।
আত্মানং মন্যতে সর্বো যোদ্ধুং তে ভয়মাগতম্ ॥ ২৮
জেতুং সমগ্রাং সেনাং মে বাসবোঽপি ন শক্নুয়াৎ।
হন্তুমক্ষয্যরূপেণ ব্রহ্মণোঽপি স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৯
যুধিষ্ঠিরঃ পুরং হিত্বা পঞ্চ গ্রামান্ স যাচতি।
ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চৈব মে বিভো ॥ ৩০
সমর্থং মন্যসে যচ্চ কুন্তীপুত্রং বৃকোদরম্।
তন্মিথ্যা ন হি মে কৃৎস্নং প্রভাবং বেৎসি ভারত ॥ ৩১
মৎসমো হি গদাযুদ্ধে পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
নাসীৎ কশ্চিন্নতিক্রান্তে ভবিতা ন চ কশ্চন ॥ ৩২
যুক্তো দুর্যোধিতশ্চাহং বিদ্যাপারগতস্তথা।
তস্মান্ন ভীমাদ্রাজেন্দ্রো ভয়ং মে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৩
দুর্যোধনসমো নাস্তি গদায়ামিতি নিশ্চয়ঃ।
সঙ্কর্ষণস্য ভদ্রং তে যং তমেনমুপাবসম্ ॥ ৩৪
যুদ্ধে সঙ্কর্ষণসমে বলেনাভ্যধিকো ভুবি।
গদাপ্রহারং ভীমো মে ন ত্বাদ্য বিষহেদ্ যুধি ॥ ৩৫
একং প্রহারং যদ্যস্যাং ভীমায় কথিতো নৃপ।
স এবৈনং নয়েদ্ ঘোরং ক্ষিপ্রং বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৬
ইচ্ছেয়ং গদাহস্তং রাজন্ দ্রষ্টুং বৃকোদরম্।
সুচিরং প্রার্থিতো হ্যেষ মম নিত্যং মনোরথঃ ॥ ৩৭
গদয়া নিহতো ভ্রাতা ময়া পার্থো বৃকোদরঃ।
বিশীর্ণগাত্রঃ পৃথিবীং পরাসুঃ প্রপতিষ্যতি ॥ ৩৮

পরন্তপ কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি নিশ্চিত জানুন যে, এই সব সমাগত নৃপতিগণ আমার ভয়ে জলন্ত অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন এবং সমুদ্রেও নিমজ্জিত হইতে পারেন। ২৬

তথাপি আপনি শত্রুগণের মিথ্যা প্রশংসা শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গিয়াছেন এবং দুঃখিত ও ভীত হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিতেছেন। আপনার এই সব দেখিয়া সমাগত রাজারা পরিহাস করিতেছেন ॥ ২৭

এই নৃপগণের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে নিজেকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছেন, অতএব আপনার মনে যে ভয় আসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। ২৮

আমার সমগ্র সৈন্য দেবরাজ ইন্দ্রও ভয় করিতে সমর্থ হইবেন না। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাও ইহার নাশ করিতে পারিবেন না —ইহারা অক্ষয় (বলিয়া জানুন)। ২৯

প্রভো! যুধিষ্ঠির তো আমার সৈন্য ও প্রভাবে এরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি রাজধানী বা কোন নগর না চাহিয়া এখন কেবল পাঁচটি গ্রাম চাহিতেছেন ॥ ৩০

ভারত! আপনি যে কুন্তীপুত্র ভীমকে অতিশয় শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাও মিথ্যা; কারণ, আপনি আমার প্রভাবকে পূর্ণরূপে জানেন নাই। ৩১

গদাযুদ্ধে তো আমার সমান এই পৃথিবীতে বর্তমানে কেহ নাই, অতীতে কেহ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইবে না। ৩২

গদাযুদ্ধে আমার অত্যন্ত অভিনব উদ্যম। আমি গুরুর নিকট হইতে সম্যক্ অবস্থান করত এই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি এবং উহাতে পারগামী হইয়াছি। সেইজন্য ভীমসেন হইতে কিংবা অন্য যোদ্ধা হইতে আমার কোন ভয় নাই। ৩৩

আপনার কল্যাণ হউক। মল্লযুদ্ধেরও ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের ন্যায় অপর কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই। এ কথা তিনি সেই সময় বলিয়াছিলেন, যে সময় তাঁহার নিকট থাকিয়া আমি গদাচালনা শিক্ষা করিতে ছিলাম। ৩৪

আমি যুদ্ধে বলরামের সমান এবং বলে এই ভূতলে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক। যুদ্ধে ভীমসেন আমার গদার প্রহার কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিবে না। ৩৫

মহারাজ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর যে একবার গদার প্রহার করিব, সেই আঘাত তখন একবার আঘাতই তাহাকে অতি সত্বর যমলোকে প্রেরণ করিবে। ৩৬

রাজন্! আমার ইচ্ছা হইতেছে, যুদ্ধে গদাধারণকারী ভীমসেনকে আমি সম্মুখে দেখি। আমি দীর্ঘকাল হইতে এই মনোরথসিদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। ৩৭

যুদ্ধে আমার গদার আঘাতে নিহত হইয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেনের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং সে প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। ৩৮

গদাপ্রহারাভিহতো হিমবানপি পর্বতঃ।
সকুন্দরা বিদীর্যেত গিরিঃ শতসহস্রধা ॥ ৩৯

স চাপ্যেতদ্ বিজানাতি বাসুদেবার্জুনৌ তথা।
দুর্যোধনসমো নাস্তি গদায়ামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০

তৎ তে বৃকোদরময়ং ভয়ং ব্যেতু মহাহবে।
ব্যপনেষ্যামাহং হ্যেনং মা রাজন্ বিমনা ভব ॥ ৪১

তস্মিন্ ময়া হতে ক্ষিপ্রমর্জুনং বহবো রথাঃ।
তুল্যরূপা বিশিষ্টাশ্চ ক্ষেপ্স্যন্তি ভরতর্ষভ ॥ ৪২

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপো দ্রৌণিঃ কর্ণো ভূরিশ্রবাস্তথা।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শল্যঃ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ ॥ ৪৩

একৈক এষাং শক্তস্তু হন্তুং ভারত পাণ্ডবান্।
সমেতাস্তু ক্ষণেনৈতান্ নেষ্যন্তি যমসাদনম্ ॥
সমগ্রা পার্থিবী সেনা পার্থমেকং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৪

কস্মাদশক্যা নির্জেতুমিতি হেতুর্ন বিদ্যতে।
শরব্রাতৈস্তু ভীষ্মেণ শতশো নিচিতোঽবশঃ ॥ ৪৫
দ্রোণদ্রৌণিকৃপৈশ্চৈব গত্বা পার্থো যমক্ষয়ম্।
পিতামহোঽপি গাঙ্গেয়ঃ শান্তনোরপি ভারতঃ ॥ ৪৬
ব্রহ্মর্ষিসদৃশো জজ্ঞে দেবৈরপি সুদুঃসহঃ।
ন হন্তা বিদ্যতে চাপি রাজন্ ভীষ্মস্য কশ্চন ॥ ৪৭
পিত্রা হ্যুক্তঃ প্রসন্নেন নাকামস্ত্বং মরিষ্যসি।
ব্রহ্মর্ষেশ্চ ভরদ্বাজাদ্ দ্রোণো দ্রোণমজায়ত ॥ ৪৮
দ্রোণাজ্জজ্ঞে মহারাজ দ্রৌণিশ্চ পরমাস্ত্রবিৎ।
কৃপশ্চাচার্যমুখ্যোঽয়ং মহর্ষের্গৌতমাদপি ॥ ৪৯
শরস্তম্বোদ্ভবঃ শ্রীমানবধ্য ইতি মে মতিঃ।
অযোনিজাস্ত্রয়ো হ্যেতে পিতা মাতা চ মাতুলঃ ॥ ৫০
অশ্বত্থামা মহারাজ স চ শূরঃ স্থিতো ময়।
সর্ব এতে মহারাজ দেবকল্পা মহারথাঃ ॥ ৫১

যদি আমি একবার গদার আঘাত করি, তবে হিমালয় পর্বতও লক্ষ খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ৩৯

ভীমসেনও এ কথা জানে। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও ইহা জ্ঞাত আছে। এ বিষয়ে ইহা স্থির নিশ্চয় আছে যে, গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের ন্যায় অন্য কেহ নাই। ৪০

রাজন্! অতএব আপনার ভীমসেন হইতে যে ভয় আছে, তাহা দূরীভূত হউক। আমি মহাযুদ্ধে তাহাকে নিহত করিব। সেজন্য আপনি মনে কোন খেদ করিবেন না। ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার দ্বারা ভীমসেন নিহত হইলে (আমার পক্ষের) এমন বহু রথী আছেন, যাঁহারা অর্জুনের তুল্য বা অর্জুন হইতেও অধিক বলশালী, তাহারা তখন অতি ক্ষিপ্রতা সহকারে উহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে থাকিবেন। ৪২

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য এবং সিন্ধুরাজপতি জয়দ্রথ—ইহাদের মধ্যে এক একজন বীরই সমস্ত পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে শক্তি রাখেন। যদি ইহারা সকলে একসঙ্গে মিলিত হন, তবে ক্ষণকালের মধ্যেই তাহাদের সকলকে যমলোকে প্রেরণ করিবেন। সমগ্র পৃথিবীর রাজগণের সেনামণ্ডলী একমাত্র অর্জুনকে পরাজিত করিতে অসমর্থ কিরূপে হইবে? ইহার অন্য কোন কারণও দেখা যাইতেছে না।

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া কৃতীপুত্র অর্জুনকে অবশভাবে যমলোকে যাইতে হইবে॥

ভরতবংশভূষণ! আমাদের পিতামহ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম নিজ পিতা শান্তনু হইতেও অধিক পরাক্রমশালী। ইনি ব্রহ্মর্ষি-তুল্য প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহার পরাক্রম দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ॥

রাজন্! ভীষ্মের বিনাশক তো কেহই নাই; কারণ, তাঁহার পিতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দান করিয়াছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা না করিলে তোমার মৃত্যু হইবে না॥

দ্বিতীয় বীর আচার্য দ্রোণ, যিনি ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজের বীর্য হইতে দ্রোণ-মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছেন। মহারাজ! এই আচার্য দ্রোণ হইতে বীর অশ্বত্থামা উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি অস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত।

আচার্যগণের মধ্যে মুখ্য কৃপাচার্যও মহর্ষি গৌতমের অংশ হইতে শরস্তম্বে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই শ্রীমান্ আচার্যপাদ অবধ্য—ইহাই আমার ধারণা।

মহারাজ! অশ্বত্থামার এই পিতা, মাতা ও মাতুল তিনজনই অযোনিজ। অশ্বত্থামাও শূরবীর, তিনি আমার পক্ষেই আছেন। মহারাজ! এই সকল যোদ্ধাই দেবতুল্য পরাক্রমশালী এবং মহারথী॥ ৪০—৫১

শক্রস্যাপি যথাং কুর্যুঃ সংযুগে ভরতর্ষভ।
নৈতেষামর্জুনঃ শক্ত একৈকং প্রতি বীক্ষিতুম্ ॥ ৫২
সহিতাস্তু নরব্যাঘ্রা হনিষ্যন্তি ধনঞ্জয়ম্।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাণাঞ্চ তুল্যঃ কর্ণো মতো মম ॥ ৫৩
অনুজাতশ্চ রামেণ মৎসমোঽসীতি ভারত।
কুণ্ডলে রুচিরে চাস্যাঃ কর্ণস্য সহজে শুভে ॥ ৫৪
তে শচ্যর্থং মহেন্দ্রেণ যাচিতঃ স পরন্তপঃ।
অমোঘয়া মহারাজ শক্ত্যা পরমভীময়া ॥ ৫৫
তস্য শক্ত্যোঽপগূঢ়স্য কস্মাজ্জীবেদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
বিজয়ো মে ধ্রুবং রাজন্ ফলং পাণ্ডবিবাহিতম্ ॥ ৫৬
অভিব্যক্তঃ পরেষাঞ্চ কৃৎস্নো ভূমি পরাজয়ঃ।
অহ্না হ্যেকেন ভীষ্মোঽয়ং প্রদৃতঃ হন্তি ভারত ॥ ৫৭
তৎসমাশ্চ মহেষ্বাসা দ্রোণদ্রৌণিকৃপা অপি।
সংশপ্তকানাং বৃন্দানি ক্ষত্রিয়াণাং পরন্তপ ॥ ৫৮
অর্জুনং বয়মস্মান্ বা নিহন্যাৎ কপিকেতনঃ।
ত্বং চাপমিতি মন্যন্তে সব্যসাচিবধে ধৃতাঃ ॥ ৫৯
পার্থিবাঃ স ভবাংস্তেভ্যো হ্যকস্মান্ বাধতে কথম্।
ভীমসেনে চ নিহতে কোঽন্যো যুধ্যেত ভারত ॥ ৬০
পরেষাং তন্মমাচক্ষ্ব যদি বেত্থ পরন্তপ।
পঞ্চ তে ভ্রাতরঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ সাত্যকিঃ ॥ ৬১
পরেষাং সন্তু যে রাজন্ যোধাঃ সারং বলং মতম্।
অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে ভীষ্মদ্রোণকৃপাদয়ঃ ॥ ৬২
দ্রৌপদ্যৈকর্তনঃ কর্ণঃ সোমদত্তোঽথ বাহ্লিকঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শল্যঃ আবন্ত্যৌ চ জয়দ্রথঃ ॥ ৬৩
দুঃশাসনো দুর্মুখশ্চ দুঃসহশ্চ বিশাম্পতে।
ক্রতায়ুশ্চিত্রসেনশ্চ পুরুমিত্রো বিবিংশতিঃ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই চারিজন বীর যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পীড়াদান করিতে সমর্থ। অর্জুন তো ইহাদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি নয়ন তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিতেও পারিবে না ॥ ৫২

এই সকল নরশ্রেষ্ঠ যদি একত্রে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন; তখন অর্জুনকে অবশ্যই বধ করিয়া ফেলিবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ এই তিনজনের প্রায় পরাক্রমী তো একা কর্ণই আছেন, যিনি সর্বদা আমার সাথে ॥ ৫৩

ভারত! পরশুরাম কর্ণকে (শিক্ষালাভের পর গৃহে প্রত্যাগমনের) আজ্ঞা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি (অস্ত্রজ্ঞানে) আমার সমান। ইহা ছাড়াও কর্ণের জন্ম লাভের সহিত দুইটি সুন্দর ও কল্যাণকর কুণ্ডলও উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫৪

কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুসন্তাপক কর্ণের নিকট হইতে শচীদেবীর জন্য সেই দুইটি কুণ্ডল প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন। মহারাজ! কর্ণ তাহার পরিবর্তে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অমোঘ শক্তি লইয়া সেই কুণ্ডল দিয়াছিলেন ॥ ৫৫

এইরূপে সেই অমোঘ শক্তিতে সুরক্ষিত কর্ণের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য অর্জুন আসিয়া কিভাবে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে? রাজন্! হতে স্থাপিত ফলের ন্যায় বিজয়প্রাপ্তি তো আমার অবশ্যই হইবে ॥ ৫৬

ভারত! এই পৃথিবীতে আমার শত্রুপক্ষের পূর্ণরূপে পরাজয় তো ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পিতামহ ভীষ্ম প্রতিদিন শত্রুপক্ষের দশ হাজার সৈন্য সংহার করিবেন ॥ ৫৭

শত্রুদমন! দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যও তাঁহার তুল্য মহারথী। ইহা ছাড়া 'সংশপ্তক' নামক ক্ষত্রিয়গণের বহু সংখ্যক আমারই পক্ষে আছেন। তাঁহারা সর্বদা এ কথা আমাকে বলেন যে, হয় আমরা অর্জুনকে বধ করিব, না হয় কপিধ্বজ অর্জুন আমাদিগকে বধ করিবে, তবে তাহার সহিত আমাদের যুদ্ধের সমাপ্তি হইবে। কৃপণগণ অর্জুনকে বধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেজন্য নিজেদের ঐ কার্যে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতেছেন। এই অবস্থায় আপনি সেই পাণ্ডবগণের ভয়ে ভীত হইয়া অকস্মাৎ কেন ব্যথিত হইতেছেন?

শত্রুসন্তাপক ভরতবংশভূষণ! অর্জুন এবং ভীমসেন নিহত হইলে পর শত্রুপক্ষের মধ্যে অন্য এমন কে বীর আছে, যে যুদ্ধ করিতে পারিবে? যদি আপনি অন্য কাহাকেও জানেন, তবে তাহা আমাকে বলুন ॥

রাজন্! শত্রুভ্রাতা পাণ্ডবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—এই সাতজন যোদ্ধাকেই শত্রুপক্ষের সারভূত বলিয়া মান্য করা হয়। প্রজানাথ! আমাদের পক্ষে যে সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক; যথা—ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য-প্রভৃতি, অশ্বত্থামা, সূর্যপুত্র কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরাধিপতি ভগদত্ত, শল্য, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুঃসহ, ক্রতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা এবং আপনার পুত্র বিকর্ণ ॥ ৫৮-৬৪

বলো দুরিজয়শ্চৈব বিকর্ণশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৬৪
অক্ষৌহিণ্যো হি মে রাজন্ দশৈকা চ সমাহৃতাঃ।
ন্যূনাঃ পঞ্চেষাং সপ্তৈব কথমাসাং পরাজয়ঃ ॥ ৬৫
বলং ত্রিগুণতো হীনং যোধ্যং প্রাহ বৃহস্পতিঃ।
পরেভ্যস্ত্রিগুণা চেয়ং মম রাজন্নবাহিনী ॥ ৬৬
গুণহীনং পরেষাঞ্চ বহু পশ্যামি ভারত।
গুণোদয়ং বহুগুণমাত্মনশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৬৭

এতৎ সর্বং সমাজ্ঞায় বলাগ্রেয়ং মম ভারত।
ন্যূনতাং পাণ্ডবানাঞ্চ ন মোহং গন্তুমর্হসি ॥ ৬৮
ইত্যুক্ত্বা সঞ্জয়ং ভূয়ঃ পর্য্যপৃচ্ছত ভারত।
বিবিৎসুঃ প্রাপ্তকালানি জ্ঞাত্বা পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

মহারাজ! আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু শত্রুপক্ষে আমাদের অপেক্ষা বহু কম সৈন্য সাতঅক্ষৌহিণী, সুতরাং কিভাবে আমাদের পরাজয় হইবে? ৬৪

রাজন্! বৃহস্পতি বলিয়াছেন, শত্রুপক্ষের সৈন্য যদি নিজের সৈন্য অপেক্ষা তিনভাগের একভাগ কমও হয়, তবে তাহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিবে। কিন্তু আমার সৈন্য শত্রুপক্ষের সৈন্য অপেক্ষা চার অক্ষৌহিণী অধিক, সুতরাং এই পার্থক্য নিশ্চয়ই আমার সম্পূর্ণ সৈন্য হইতে শত্রুপক্ষের সৈন্য তিন ভাগের একভাগ অপেক্ষা অধিক ॥ ৬৬

প্রজাপতি ভরতবংশভূষণ! আমি দেখিতেছি যে, শত্রুপক্ষের বল আমাদের অপেক্ষা বহুভাবে গুণহীন (ন্যূনতর), কিন্তু আমার নিজ বল সর্বপ্রকারে বহু অধিক ও গুণশালী ॥ ৬৭

ভরতবংশধর! এই সব দৃষ্টান্তবলে আমার বল অধিক এবং পাণ্ডবগণের বল বহু অল্প, এসব জানিয়া আপনি ব্যাকুল ও অধীর হইবেন না ॥ ৬৮

জনমেজয়! এই কথা বলিয়া শত্রুনগরবিজয়ী দুর্যোধন শত্রুগণের অবস্থা জানিবার পর সময়োচিত কর্তব্য অবগত হইবার জন্য পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে দুর্যোধনের বাক্যবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়েনার্জুনস্য ধ্বজাধানাং যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতীনামাশ্বাসনাং বর্ণনম্]

দুর্যোধন উবাচ

অক্ষৌহিণীঃ সপ্ত লব্ধ্বা রাজভিঃ সহ সঞ্জয়।
কিমিবাদিচ্ছতি কৌন্তেয়ো যুদ্ধপ্রেপ্সুর্যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

অতীব মুদিতো রাজন্ যুদ্ধপ্রেপ্সুর্যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ যমাবপি ন বিভ্যতঃ ॥ ২
রথং তু দিব্যং কৌন্তেয়ঃ সর্বা বিভ্রাজয়ন্ দিশঃ।
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানঃ সন্ বীভৎসুঃ সমযোজয়ৎ ॥ ৩ ॥
তমপশ্যাম সঞ্জয়ং মেঘং বিদ্যুদ্যুতং যথা।
সমন্তাৎ সমভিধ্যায় হৃষ্যমাণোঽভ্যভাষত ॥ ৪

॥ ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥

[সঞ্জয়কর্তৃক অর্জুনের রথ ও অস্ত্রসমূহের এবং যুধিষ্ঠির-প্রভৃতির অস্ত্রসমূহ বর্ণনা]

দুর্যোধন বলিলেন,—হে সঞ্জয়! তুমি বল—সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য পাইয়া রাজগণের সহিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ইচ্ছাতে এখন কি কার্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির যুদ্ধের অভিলাষ করত মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। ভীমসেন, অর্জুন ও দুই ভাই নকুল-সহদেবও ভয়ে ভীত হইয়া পড়েন নাই ॥ ২

কুন্তীকুমার অর্জুন তো অস্ত্রপ্রয়োগ-সম্বন্ধীয় মন্ত্রের পরীক্ষার জন্য দিব্য রথের প্রভায় সমগ্র দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতে করিতে উহা যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৩

সেই সময় স্বর্গীয় কবচধারণকারী অর্জুনকে আমি বিদ্যুৎ-প্রকাশে দ্যোতিত মেঘের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলাম। তিনি সর্বদিক্ হইতে বস্ত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক হর্ষে উদ্ভাসিত হইয়া আমাকে বলিলেন ॥ ৪

পূর্বরূপমিদং পশ্য বয়ং জেষ্যাম সঞ্জয়।
বীভৎসুর্বাং যথোবাচ তথা বৈ মোঽনপ্যতে ॥ ৭

দুর্যোধন উবাচ।

প্রশংসন্তভিনন্দংস্তান্ পার্থানকপরাজিতান্।
অর্জুনস্য রথে ব্রূহি কথমশ্বাঃ কথং ধ্বজাঃ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

ভৌমনঃ সহ শক্রেণ বহুচিত্রং বিশাম্পতে।
রূপাণি কল্পয়ামাস ত্বষ্টা ধাতা সদা বিভো ॥ ৯
ধ্বজে হি তস্মিন্ রূপাণি চক্রুস্তে দেবমায়য়া।
মহাধনানি দিব্যানি মহান্তি চ লঘূনি চ ॥ ১০
ভীমসেনানুরোধায় হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
আত্মপ্রতিকৃতিং তস্মিন্ ধ্বজে আরোপয়িষ্যতি ॥ ১১
সর্বা দিশো যোজনমাত্রমন্তরং
স ভির্যগূর্ধ্বঞ্চ করোতি বৈ স্বরঃ।
ন সজ্জতেঽসৌ তরুভিঃ সংযুতোঽপি
তথা হি মায়া বিহিতা ভৌমনেন ॥ ১২

যথাকাশে শক্রধনুঃ প্রকাশতে
ন চৈকবর্ণং ন চ বোদ্ধুং কিং নু তৎ।
তথা ধ্বজো বিহিতো ভৌমনেন
বহ্বাকারং দৃশ্যতে রূপবচ্চ ॥ ১৩
যথাগ্নিধূমো দিবমেতি রুদ্ধ্বা
বর্ণান্ বিভ্রৎ তৈজসাংশ্চিত্ররূপান্।
তথা ধ্বজো বিহিতো ভৌমনেন
ন চেদ্ ভারো ভবিতা বোত রোধঃ ॥ ১৪
শ্বেতাস্তস্মিন্ বাতরংহাঃ সদশ্বা
দিব্যা যুক্তাশ্চিত্ররথেন রাজ্ঞা।
ভূম্যন্তরিক্ষে দিবি বা নরেন্দ্র
হেষাঃ প্রতিশ্রূয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
শতং হয়ং তং ন সৃজন্তি নিত্যকালং
হতং হতং পুনরন্যং পুরস্তাৎ ॥ ১৫

সঞ্জয়! আমরা যুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হইব। সেই বিজয়ের এই পূর্বচিহ্ন এখনই প্রকটিত হইয়াছে। তুমিও দর্শন কর। রাজন্! অর্জুন আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই আমার প্রতীতি হইতেছে ॥ ৭

দুর্যোধন বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি তো পাণ্ডবেরা পরাজিত হইলে তাঁহাদের পুত্রগণকে অভিনন্দন করিতে করিতে উঁহাদের বহু প্রশংসা করিয়াছিলে। এখন বল—অর্জুনের রথে কিরূপ অশ্ব ও ধ্বজ রহিয়াছে? ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে প্রজানাথ! হে প্রভাবশালিন্! বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা ও প্রজাপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অর্জুনের রথের ধ্বজায় বহুপ্রকারের রূপের রচনা করিয়াছেন ॥ ৯

এই তিন দেবতা দেবমায়ার সহায়তায় সেই ধ্বজাতে ছোট-বড় অনেক প্রকারের বহুমূল্য এবং দিব্য মূর্তিসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ১০

ভীমসেনের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য পবননন্দন হনুমান্ সেই ধ্বজায় যুদ্ধের সময় নিজ স্বরূপকে স্থাপিত করিবেন ॥ ১১

সেই ধ্বজা এক যোজন পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডল এবং উর্ধ্ব ও অধোভাগের সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে। বিশ্বকর্মা এমন-ভাবে মায়া রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐ ধ্বজা বৃক্ষসমূহে অবরুদ্ধ বা বায়ুতে আহত হইলেও কোথাও আটকাইয়া থাকিবে না ॥ ১২

যেরূপ আকাশে বহু বর্ণের ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হয় এবং তাহা বুঝিতে পারা যায় না যে কি বস্তু, সেইরূপ বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত এই ধ্বজও বহুবর্ণের এবং উহার রূপও অনেক প্রকারের দেখা যায় ॥ ১৩

যেরূপ অগ্নিসঞ্চিত ধূম বিচিত্র তেজোময় আকার ও বর্ণ ধারণ করত সর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া আকাশের দিকে বর্দ্ধিতভাবে গমন করে, সেইরূপ এই ধ্বজাকেও বিশ্বকর্মা তাহার ন্যায় নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার কারণ হইল—এই রথের যাহাতে কোনরূপ ভার না হয় এবং কোথাও কোনরূপে রুদ্ধ না হয় ॥ ১৪

অর্জুনের ঐ রথে বায়ুর ন্যায় বেগশালী দিব্য ও উত্তম জাতীয় শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত আছে, যাহাদিগকে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র! পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গাদি কোন স্থানেই এই অশ্বসমূহের গতি ক্ষীণ বা অবরুদ্ধ হয় না। এই রথে সর্বদা একশত অশ্ব যোজিত আছে। উহার মধ্যে যদি কোন অশ্ব নিহত হয়, তবে পূর্বে প্রদত্ত বরের প্রভাবে আবার নূতন অশ্ব উৎপন্ন হইয়া উহার স্থান পূর্ণ করে ॥ ১৫

তথা রাজ্ঞো দত্তবরা বৃহন্তো
রথে যুক্তা ভান্তি তরস্বীবাতুল্যাঃ।
কক্ষপ্রখ্যা ভীমসেনস্য বাহা
রথে বায়োস্তুল্যবেগা বভূবুঃ ॥ ১৪

কল্মাষাঙ্গাস্তিত্তিরিচিত্রপৃষ্ঠা
ভ্রাত্রা দত্তাঃ প্রীয়তা ফাল্গুনেন।
ভ্রাতুর্বীরস্য শ্বেতহয়ৈর্বিশিষ্টা
মুদা যুক্তাঃ সহদেবং বহন্তি ॥ ১৫

মাদ্রীপুত্রং নকুলং বাজমীঢ়
মহেন্দ্রদত্তা হরয়ো বাজিমুখ্যাঃ।
সমা বায়োর্জবস্তুল্যরংহসো
বহন্তি বীরং দ্বিষতাং যথেষ্টম্ ॥ ১৬

তুল্যাস্তৈস্তির্বয়সা বিক্রমেণ
মহাজবাশ্চিত্ররূপাঃ সদশ্বাঃ।
সৌভদ্রাদীন্ দ্রৌপদেয়ান্ কুমারান্
বহন্ত্যাশু দেবদত্তা বৃহন্তঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

রাজা যুধিষ্ঠিরের রথেও ঐরূপ শক্তিশালী শ্বেতবর্ণের বিশাল অশ্বযোজিত আছে, যাহারা তাহাতে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। ভীমসেনের অশ্বের বর্ণ বরাহের ন্যায় কাল। উহারা রথে যোজিত হইলে বায়ুর ন্যায় তীব্র বেগে গমন করে ॥ ১৪

অর্জুন প্রসন্ন হইয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবকে যে অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের অঙ্গ বিচিত্র বর্ণের এবং পৃষ্ঠভাগ তিত্তির পক্ষীর ন্যায় প্রতীত হয়। যাহারা বীর ভ্রাতা অর্জুনের অশ্ব হইতেও বিশিষ্ট ছিল। এরূপ সুন্দর অশ্ব অতিশয় প্রসন্নতার সহিত সহদেবের রথ বহন করিয়া থাকে ॥ ১৫

অজবীঢ়কুলনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত হরিতবর্ণের উত্তম অশ্ব, যাহারা বায়ুর ন্যায় বেগগামী, তাহারা মাদ্রীনন্দন নকুলের রথ সেইভাবে বহন করে, যেরূপ পূর্বে বৃত্রশত্রু দেবেন্দ্রের রথ তাহারা বহন করিত ॥ ১৬

অবস্থা ও বলপরাক্রমে পূর্বোক্ত অশ্বসমূহের ন্যায়ই মহাবেগশালী, বিচিত্র রূপ-বর্ণযুক্ত উত্তম জাতির অশ্ব সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুসহ দ্রৌপদীর পুত্রগণের ভার বহন করে। এই বিশাল অশ্বগুলিকেও দেবতারাই প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়েন পাণ্ডবানাং যুদ্ধবিষয়কপ্রস্তুতের্বর্ণনম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, দুর্যোধনেন স্বপ্রবলতায়াঃ প্রতিপাদনম্ তত্র ধৃতরাষ্ট্রস্যাবিশ্বাসঃ, সঞ্জয়েন ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সামর্থ্যস্য সন্দেশস্য চ কথনঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কাংস্তত্র সঞ্জয়াপশ্যঃ প্রীত্যর্থেন সমাগতান্।
যে যোৎস্যন্তে পাণ্ডবার্থে পুত্রস্য মম বাহিনীম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

মুখ্যমন্ধকবৃষ্ণীনামপশ্যং কৃষ্ণমাগতম্।
চেকিতানঞ্চ তত্রৈব যুযুধানঞ্চ সাত্যকিম্ ॥ ২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সঞ্জয়কর্তৃক পাণ্ডবগণের যুদ্ধবিষয়ক প্রস্তুতির বর্ণন, ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, দুর্যোধনকর্তৃক নিজের প্রবলতার প্রতিপাদন, ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে অবিশ্বাস এবং সঞ্জয় দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি ও সংবাদ কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি সেখানে যুদ্ধিষ্ঠিরের প্রসন্নতার জন্য আগত কোন্ কোন্ রাজাকে দেখিয়াছ, যাঁহারা পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার পুত্রের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমি দেখিলাম—সেখানে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের প্রধান পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে চেকিতান এবং যুযুধান সাত্যকিও আসিয়াছেন ॥ ২

পৃথগক্ষৌহিণীভ্যাং তু পাণ্ডবানভিসংশ্রিতৌ।
মহারথৌ সমাখ্যাতাবুভৌ পুরুষমানিনৌ ॥ ৩
অক্ষৌহিণ্যাথ পাঞ্চাল্যো দশভিস্তনয়ৈর্বৃত:।
সত্যজিৎ প্রমুখৈর্বীরৈর্দ্রৌপদ্যাপুরোগমৈ: ॥ ৪
দ্রুপদো বর্ধয়ন্ মান: শিখণ্ডিপরিপালিত:।
উপায়াৎ সর্বসৈন্যানাং প্রতিচ্ছাস্য তদা বপু: ॥ ৫
বিরাট: সহ পুত্রাভ্যাং শঙ্খেনৈবোত্তরেণ চ।
সূর্যদত্তাদিভির্বীরৈর্মদিরাক্ষপুরোগমৈ: ॥ ৬
সহিত: পৃথিবীপালো ভ্রাতৃভিস্তনয়ৈস্তথা।
অক্ষৌহিণ্যৈব সৈন্যানাং বৃত: পার্শ্বং সমাশ্রিত: ॥ ৭
জরাসন্ধিসমাগধশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ চেদিরাট্।
পৃথক্ পৃথগনুপ্রাপ্তৌ পৃথগক্ষৌহিণীবৃতৌ ॥ ৮
কেকয়া ভ্রাতর: পঞ্চ সর্বে লোহিতকধ্বজা:।
অক্ষৌহিণ্যপরিবৃতা: পাণ্ডবানভিসংশ্রিতা: ॥ ৯
এতানেতাবতস্তত্র ভানপশ্যং সমাগতান্।

নিজেকে গৌরবশালী বীর বলিয়া মনেকারী সেই দুই প্রখ্যাত মহারথী পৃথক্ পৃথক্ ভাগে এক-এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩

পাঞ্চালদেশাধিপতি দ্রুপদ দৃষ্টদ্যুম্ন ও সত্যজিৎ প্রভৃতি দশ বীরপুত্রের সহিত শিখণ্ডী কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কবচাদিতে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলীর দেহ আচ্ছাদন করত এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ যুধিষ্ঠিরের মানবর্দ্ধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪-৫

রাজা বিরাট নিজ দুই পুত্র শঙ্খ ও উত্তরের সহিত সূর্যদত্ত এবং মদিরাক্ষ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহায়তার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৬-৭

জরাসন্ধকুমার মগধপতি সহদেব ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু—এই দুইজনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া সমাগত হইয়াছেন ॥ ৮

রক্তবর্ণের ধ্বজ-বিভূষিত কেকয়দেশের রাজকুমার পাঁচ ভ্রাতা সকলে মিলিতভাবে এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত পাণ্ডবগণের পক্ষে যোগ দিয়াছেন ॥ ৯

আমি ইহাদের সকলকে এতাদৃশ সৈন্যের সহিত সেখানে সমাগত হইতে দেখিয়াছি। ইহারা সকলে পাণ্ডবগণের হিতের

যে পাণ্ডবার্থে যোৎস্যন্তি ধার্তরাষ্ট্রস্য বাহিনীম্ ॥ ১০
যো বেদ মানুষং বৃত্তং দৈবং গান্ধর্বমাসুরম্।
স তত্র সেনাপ্রমুখে দৃষ্টদ্যুম্নো মহারথ: ॥ ১১
ভীষ্ম: শান্তনবো রাজন্ ভাগ: পৃতঃ শিখণ্ডিন:।
তং বিরাটোঽনুসংযত্তা সার্ধং মৎস্যৈ: প্রহারিভি: ॥ ১২
জ্যেষ্ঠস্তু পাণ্ডুপুত্রস্য ভাগো মদ্রাধিপো বলী।
তৌ তু তত্রাব্রুবন্ কেচিদ্ বিষমৌ নো মতা ইতি ॥ ১৩
দুর্যোধন: সহসুত: সার্ধং ভ্রাতৃশতেন চ।
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভীমসেনস্য ভাগত: ॥ ১৪
অর্জুনস্য তু ভাগেন কর্ণো বৈকর্তনো বৃত:।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথ: ॥ ১৫
অশক্যাংশ্চৈব যে কেচিৎ পৃথিব্যাং শূরমানিন:।
সর্বাংস্তানর্জুন: পার্থ: কল্পয়ামাস ভাগত: ॥ ১৬
মহেষ্বাসা রাজপুত্রা ভ্রাতর: পঞ্চ কেকয়া:।
কেকয়ানেব ভাগেন কৃত্বা যোৎস্যন্তি সংযুগে ॥ ১৭

অন্য দুর্যোধনের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ১০

যিনি মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব ও অসুরগণের ব্যূহরচনাপ্রণালী জানেন, সেই মহারথী দৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যের অগ্রভাগে (সেনাপতি হইয়া) থাকিবেন ॥ ১১

রাজন্! শান্তনুপুত্র ভীষ্মের বিনাশকার্য শিখণ্ডীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাজা বিরাট মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগের সহিত শিখণ্ডীর সহায়তার জন্য উহার অনুসরণ করিবেন ॥ ১২

বলবান্ মদ্রপতি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের ভাগে পড়িয়াছেন—যুধিষ্ঠিরই উহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু এই বিভাগ শুনিয়া সেখানকার কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন যে, এই পরস্পর দুইজনে তো সেরূপ শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছে না ॥ ১৩

নিজ শত ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত দুর্যোধন এবং পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের কৌরব সৈন্য ভীমসেনের ভাগে পড়িয়াছেন ॥ ১৪

সূর্যপুত্র কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—ইঁহারা সকলে অর্জুনের ভাগে পড়িয়াছেন ॥ ১৫

ইহা ব্যতীত আরও যাঁহারা নিজেকে শূরবীর বলিয়া মনে করেন, সেই সব নরপতি এ জগতে অজেয় বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকলকেই কুন্তীকুমার অর্জুন নিজের ভাগে নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ১৬

তেষামেব কৃতো ভাগো মালবাঃ শাবকাস্তথা।
ত্রিগর্তানাং চৈব মুখ্যৌ যৌ তৌ সংশপ্তকাবিতি ॥ ১৮

দুর্যোধনসুতাঃ সর্বে তথা দুঃশাসনস্য চ।
সৌভদ্রেণ কৃতো ভাগো রাজা চৈব বৃহদ্বলঃ ॥ ১৯

দ্রৌপদেয়া মহেষ্বাসাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা দ্রোণমভিযাস্যন্তি ভারত ॥ ২০

চেকিতানঃ সোমদত্তঃ বৈরথে যোদ্ধুমিচ্ছতি।
ভোজঃ তু কৃতবর্মাণং যুযুধানো যুযুৎসতি ॥ ২১

সহদেবস্তু মাদ্রেয়ঃ শূরঃ সংক্রন্দনো যুধি।
স্বমংশং কল্পয়ামাস শ্যালং তে সুবলাত্মজম্ ॥ ২২

উলূকং চৈব কৈতব্যং যে চ সাহস্রতা গণাঃ।
নকুলঃ কল্পয়ামাস ভাগং মাদ্রবতীসুতঃ ॥ ২৩

যে চাস্মে পার্থিবা রাজন্ প্রহৃষ্যন্ত্যাহবে সহ।
সমাহ্বানেন তাংশ্চাপি পাণ্ডুপুত্রা অকল্পয়ন্ ॥ ২৪

এবমেষামনীকানি প্রবিভক্তানি ভাগশঃ।
যৎ তে কার্যং সপুত্রস্য ক্রিয়তাং তদকালিকম্ ॥ ২৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ন সন্তি সর্বে পুত্রা মে মূঢ়া দুর্মতিদেবিনঃ।
যেষাং যুদ্ধং বলবতা ভীমেন রণমূর্ধনি ॥ ২৬

রাজানঃ পার্থিবাঃ সর্বে প্রোক্ষিতাঃ কালধর্মণা।
গাণ্ডীবাগ্নিং প্রবেক্ষ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ২৭

বিদ্রুতাং বাহিনীং মন্যে কৃতবৈরৈর্মহাত্মভিঃ।
তাং রণে কোঽনুযাস্যন্তি প্রভগ্নাং পাণ্ডবৈর্যুধি ॥ ২৮

সর্বে ক্ষত্তিরথাঃ শূরাঃ কীর্তিমন্তঃ প্রতাপিনঃ।
সূর্যাপাবকয়োস্তুল্যাস্তেজসা সমিতিঞ্জয়াঃ ॥ ২৯

যেষাং যুধিষ্ঠিরো নেতা গোপ্তা চ মধুসূদনঃ।
যোধৌ চ পাণ্ডবৌ বীরৌ সব্যসাচি-বৃকোদরৌ ॥ ৩০

পক্ষ ভ্রাতা কৈকয়রাজকুমারগণও মহারথস্থানীয়। তাঁহারা যুদ্ধে নিজ বিরোধী কৈকয়দেশীয় যোদ্ধাগিগকেই নিজ ভাগ (যথা বৈরী) মনে করিয়া যুদ্ধ করিবেন ॥ ১৭

মালব, শাল্ব ও ত্রিগর্ত দেশের সৈনিক এবং সংশপ্তক সৈন্যের ৬ই শ্রেষ্ঠ বীরও এই কৈকয়রাজকুমারগণের ভাগে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ॥ ১৮

দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের সকল পুত্রগণ ও রাজা বৃহদ্বল সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর ভাগে স্থির করা হইয়াছে ॥ ১৯

সুভদ্রানন্দন। সুবর্ণনির্মিত ধ্বজাসমূহে সুশোভিত মহামনস্বী দ্রৌপদীপুত্রগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত দ্রোণের উপর আক্রমণ করিবেন॥ ২০

চেকিতান বৈরথ সংগ্রামে সোমদত্তের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সাত্যকি ভোজবংশীয় কৃতবর্মার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন ॥ ২১

মহারাজ! যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী শূরবীর মাদ্রীনন্দন সহদেব আপনার শ্যালক সুবলপুত্র শকুনিকে নিজের ভাগরূপে স্থির করিয়াছেন ॥ ২২

এই দূর্ত পাশাখেলক শকুনির পুত্র উলূক এবং সাহস্রক প্রদেশের সৈন্যগণকে মাদ্রীসুত নকুল নিজের ভাগে নির্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ২৩

রাজন্! অন্য যে সকল ভূপতিবৃন্দ যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, সেই সকলেরও নাম লইয়া পাণ্ডবগণ নিজ নিজ ভাগে স্থির করিয়াছেন ॥ ২৪

এইভাবে পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন পুত্রের সহিত আপনার যাহা কর্তব্য, তাহা অবিলম্বে পূর্ণ করুন ॥ ২৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সমর সমরভূমিতে অগ্রবর্তী স্থানে বলবান্ ভীমসেনের সহিত যাহাদের যুদ্ধ হইবে, সেই কপটতাপূর্ণ পাশাখেলক আমার মূর্খ পুত্রগণের তুলনা হইতে পারে না ॥ ২৬

কুরুকুলের সমস্ত রাজাকে বধ করিবার জন্যই যেন কালধর্মা যমরাজ উহাদের প্রোক্ষণ (সংস্কার) করিয়াছেন, অতএব যেরূপ পতঙ্গগণ অগ্নিতে (স্বতই) পতিত হয়, সেইরূপ এই সব নরপতিগণ গাণ্ডীব ধনুর অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ॥ ২৭

আমি তো মনে করি—যাহাদের আমাদের সহিত শত্রুতা হইয়াছে, সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ যুদ্ধে আমাদের বিশাল বাহিনীকে অবশ্যই ধ্বংস করিবে। উহাদের দ্বারা বিতাড়িত সেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে আর কাহারা অনুসরণ বা সহযোগ করিবে? ২৮

সকল পাণ্ডবই মহারথ, বীর্যশালী, যশস্বী, প্রতাপী, যুদ্ধবিজয়ী এবং অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী ॥ ২৯

যুধিষ্ঠির যাহাদের নেতা, ভগবান্ মধুসূদন যাহাদের রক্ষক পাণ্ডুপুত্র বীরবর অর্জুন ও ভীমসেন যাহাদের মুখ্য যোদ্ধা,

নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
সাত্যকির্দ্রুপদশ্চৈব ধৃষ্টকেতুশ্চ সানুজঃ ॥ ৩১
উত্তমৌজাশ্চ পাঞ্চাল্যো যুধামন্যুশ্চ দুর্জয়ঃ।
শিখণ্ডী ক্ষত্রদেবশ্চ তথা বৈরাটিকুত্তরঃ ॥ ৩২
কাশ্যশ্চেদিসৃঞ্জয়াশ্চৈব মৎস্যাঃ সর্বে চ সৃঞ্জয়াঃ।
বিরাটপুত্রো বভ্রুশ্চ পাঞ্চালাশ্চ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৩৩
যেষামিন্দ্রোঽপ্যকামানাং ন হরেৎ পৃথিবীমিমাম্।
বীরাণাং রথধীরাণাং যে ভিন্দ্যুঃ পর্বতানপি ॥ ৩৪
তান্ সর্বগুণসম্পন্নাননযুদ্ধপ্রতাপিনঃ।
ক্রোশতো মম দুষ্পুত্রো যোদ্ধুমিচ্ছতি সঞ্জয় ॥ ৩৫

দুর্যোধন উবাচ।

উভৌ স্ব একজাতীয়ৌ তত্রাপ্যেতৌ ভূমিগোচরৌ।
অথ কস্মাৎ পাণ্ডবানামেকতো মন্যসে জয়ম্ ॥ ৩৬
পিতামহঞ্চ দ্রোণঞ্চ কৃপং কর্ণঞ্চ দুর্জয়ম্।
জয়দ্রথং সোমদত্তমশ্বত্থামানমেব চ ॥ ৩৭
সুতেজসো মহেষ্বাসানিন্দ্রোঽপি সহিতোঽমরৈঃ।
অশক্তঃ সমরে জেতুং কিং পুনস্তাত পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮
সর্বে চ পৃথিবীপালা মদর্থে তাত পাণ্ডবান্।
আর্য্যাঃ শস্ত্রভৃতঃ শূরাঃ সমর্থাঃ প্রতিবাধিতুম্ ॥ ৩৯
ন মামকান্ পাণ্ডবাস্তে সমর্থাঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
পরক্রান্তো হ্যহং পাণ্ডূন্ সপুত্রান্ যোদ্ধুমাহবে ॥ ৪০
মৎপ্রিয়ঃ পার্থিবাঃ সর্বে যে চিকীর্ষন্তি ভারত।
তে তানাবারয়িষ্যন্তি ঐরেণেবানিবৎ তদা ॥ ৪১
মহতা রথবংশেন শরজালৈশ্চ মামকৈঃ।
অভিদ্রুতা ভবিষ্যন্তি পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৪২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

উন্মত্ত ইব মে পুত্রো বিলপত্যেষ সঞ্জয়।
ন হি যুদ্ধো রণে জেতুং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৩
জানাতি হি যথা ভীষ্মঃ পাণ্ডবানাং যশস্বিনাম্।
বলবত্তাং সপুত্রাণাং ধর্মজ্ঞানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৪

নকুল, সহদেব, পৃষতবংশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, সুকেতু, পাঞ্চালদেশীয় উত্তমৌজা, দুর্জয় যুধামন্যু, শিখণ্ডী, ক্ষত্রদেব, বিরাটকুমার উত্তর, কাশি, চেদি ও মৎস্যদেশের সৈন্যগণ, সৃঞ্জয়বংশীয় সকল ক্ষত্রিয়গণ, বিরাটপুত্র বভ্রু, পাঞ্চালদেশীয় প্রভদ্রকগণ যাহাদের পক্ষে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছে, যাহাদের ইচ্ছা ব্যতীত দেবরাজ ইন্দ্রও এই পৃথিবীকে অপহরণ করিতে সমর্থ হন না, যাহারা বীর ও রণধীর, যাহারা পর্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারে, যাহাদের প্রতাপ দেবগন্ধর্বতুল্য এবং যাহারা সমস্ত সদ্গুণসম্পন্ন, সেই পাণ্ডবগণের সহিত আমার দুই পুত্র দুর্যোধন আমি উচ্চৈঃস্বরে নিষেধ করিলেও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ৩০-৩৫

দুর্যোধন বলিলেন,—পিতঃ! আমরা কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ উভয়েই একজাতীয় এবং উভয়েই এই ভূমিতে বাস করি। তথাপি একমাত্র পাণ্ডবগণের জয় হইবে, এই ধারণা আপনার কিরূপে হইল? ৩৬

তাত! পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, দুর্জয় বীর কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং অশ্বত্থামা—ইঁহারা সকলেই অতিশয় তেজস্বী ও মহাধনুর্ধর। দেবগণের সহিত ইন্দ্রও ইঁহাদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ নন, সেখানে পুনরায় পাণ্ডবগণ কিরূপে তাঁহাদের জয় করিবে? ৩১-৩৮

এই সমস্ত ভূপতিগণ শস্ত্রধারী ও পূর্ববীর। ইঁহারা আমার জন্য পাণ্ডবগণকেও পীড়িত করিতে সমর্থ ॥ ৩৯

পাণ্ডবেরা আমার পক্ষের এই সকল বীরগণের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেই পারিবে না। দুর্যোধনের পুত্রদিগের সহিত পাণ্ডবগণের সঙ্গে আমি একাই যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ৪০

তাতসঞ্জয়! যে ভূপতিগণ আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সকলে সেই পাণ্ডবদিগকে এইভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে, যেভাবে ঐরেণ (ঐরাবত) দ্বারা হরিণ-শিশুগণকে রুদ্ধ করা হয় ॥ ৪১

আমার পক্ষের বিশাল রথবাহিনী এবং আমার সৈন্যগণের বাণসমূহে আহত হইয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ দ্রুত পলায়ন করিবে ॥ ৪২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বাক্য বলিতেছে। এ যুদ্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনও জয় করিতে পারিবে না ॥ ৪৩

পুত্রগণের সহিত ধর্মজ্ঞ ও যশস্বী মহাত্মা পাণ্ডবেরা কিরূপ বলশালী, এ কথা ভীষ্ম পিতামহ ভালভাবেই জানেন ॥ ৪৪

যতো নারোচয়ন্ত্যেনং বিগ্রহং তৈর্মহারথৈঃ।
কিন্তু সঞ্জয় মে ব্রূহি পুনস্তেষাং বিচেষ্টিতম্ ॥ ৪৫
কস্তাংস্তরস্বিনো ভূয়ঃ সন্দীপয়তি পাণ্ডবান্।
অর্চিষ্মতো মহেষ্বাসান্ হবিষা পাবকানিব ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সদৈবৈতান্ সন্দীপয়তি ভারত।
মৃত্যুস্ত্বমিতি মা ভৈষ্ট যুদ্ধাদ্ ভরতসত্তমাঃ ॥ ৪৭
যে কেচিৎ পার্থিবাস্তত্র ধার্তরাষ্ট্রেণ সংহতাঃ।
যুদ্ধে সমাগমিষ্যন্তি তুমুলে লোমহর্ষণে ॥ ৪৮
তান্ সর্বানাহবে ক্রুদ্ধান্ সানুবন্ধান্ সমাগতান্।
অহমেকঃ সমাদাস্যে তিমির্যংস্তানিবোদকান্ ॥ ৪৯
ভীষ্মং দ্রোণং কৃপং কর্ণং দ্রৌণিং শল্যং সুযোধনম্।
এতাংশ্চাপি নিরোৎস্যামি বেলেব মকরালয়ম্ ॥ ৫০
তথা ব্রুবন্তং ধর্মাত্মা প্রাহ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
তব বৈর্যাক্ষ বীর্যাক্ষ পঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৫১
সর্বে সমধিরূঢ়াঃ স্ম সংগ্রামান্ সমুদ্ধর।
জানামি ত্বাং মহাবাহো ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫২
সমর্থমেবং পর্যাপ্তং কৌরবাণাং বিনিগ্রহে।
পুরস্তাদুপযাতানাং কৌরবাণাং যুযুৎসতাম্ ॥ ৫৩
ভবতা যদ্ বিধাতব্যং তদ্ধি শ্রেয়ঃ পরন্তপ।
সংগ্রামাদপযাতানাং ভগ্নানাং শরবৈরিণাম্ ॥ ৫৪
পৌরুষং দর্শয়ন্ শূরো যস্তিষ্ঠেদগ্রতঃ পুমান্।
ক্রীণীয়াৎ তং সহস্রেণ ইতি নীতিমতাং মতম্ ॥ ৫৫
স ত্বং শূরশ্চ বীরশ্চ বিক্রান্তশ্চ নরর্ষভ।
ভয়ার্তানাং পরিত্রাতা সংযুগেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
এবং ব্রুবতি কৌন্তেয়ে ধর্মাত্মনি যুধিষ্ঠিরে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচেদং বাচো গতসাধ্বসম্ ॥
সর্বান্ জনপদান্ সূত যোধা দুর্যোধনস্য যে ॥ ৫৭
সবাহ্লিকান্ কুরূন্ কৃৎস্নাঃ প্রাতিপেয়ান্ শরদ্বতঃ।
সূতপুত্রং তথা দ্রোণং সহপুত্রং জয়দ্রথম্ ॥ ৫৮

সেইজন্য তিনি এই মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী নন। হে সঞ্জয়! তুমি কিন্তু পুনরায় আমার সম্মুখে পাণ্ডবদিগের প্রচেষ্টা বর্ণনা কর ॥ ৪৪

বেগশালী, তেজস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর কোন্ বীর পাণ্ডবগণকে বার বার সেইরূপ উত্তেজিত করিতেছে, যেরূপ ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি অধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ॥ ৪৬

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্বদাই এই পাণ্ডবগণকে উত্তেজিত করিতেছেন। তিনি বলেন—ভরতসত্তম পাণ্ডবগণ! আপনারা যুদ্ধ করুন। যুদ্ধ হইতে আপনারা কোনরূপে ভীত হইবেন না ॥ ৪৭

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন কর্তৃক যে যে নৃপতিগণ একত্রিত হইয়া শস্ত্রপূর্ণ তুমুল সংগ্রাম মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন, সেই রণভূমিতে সমবেত বন্ধুবান্ধব সহিত ক্রুদ্ধ সকল নৃপতিকেই আমি একাকী সেইরূপে বধে আনিব, যেরূপ তিমিনামক মহামৎস্য জলের মধ্যস্থিত অন্য মৎস্যগণকে বধে আনে ॥ ৪৮-৪৯

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও দুর্যোধন—ইহাদের সকলকে আমি সেইভাবে অগ্রগতি হইতে রুদ্ধ করিব, যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৫০

এইরূপ উক্তিপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! পাণ্ডবগণের সহিত সকল পাঞ্চালই তোমার দৈর্য্য ও পরাক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে উদ্যুক্ত হইয়াছে, সেইজন্য তুমি এই সংগ্রাম হইতে আমাদের উদ্ধার কর। আমি জানি—তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত এবং যুদ্ধের ইচ্ছায় সম্মুখে আগত সমস্ত কৌরবগণকে তুমি একাকীই নিগ্রহ করিতে পূর্ণ শক্তি রাখ ॥ ৫১-৫৩

শত্রুদমন! তুমি যাহা কিছু করিবে, তাহাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে। যে বীর পুরুষ নিজ পৌরুষ প্রকাশ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পলায়নপর শরণার্থী সৈন্যগণের সম্মুখে অবস্থান করে (এবং তাহাদের ভয় দূর করে), তাহাকে সহস্র ধনদ্বারা ক্রয় করিবে—ইহাই নীতিজ্ঞ পুরুষগণ বলেন ॥ ৫৪-৫৫

নরশ্রেষ্ঠ! ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, তুমি শৌর্য্যশালী বীর, পরাক্রমী এবং যুদ্ধে ভয়পীড়িত সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ৫৬

ধর্মাত্মা কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে ভয়রহিত এই বাক্য বলিলেন,—সূত! যেখানে দুর্যোধনের যত যোদ্ধা আছেন, তাঁহাদের এবং সমস্ত দেশবাসী, বাহ্লীকাদি প্রত্যন্তবাসীদের কৌরবগণ, শরদ্বান্‌পুত্র কৃপাচার্য্য, সূতপুত্র কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ,

দুঃশাসনং বিকর্ণঞ্চ তথা দুর্যোধনং নৃপম্।
ভীষ্মঞ্চ ব্রূহি গত্বা ত্বমাশু গচ্ছ চ মা চিরম্ ॥ ৫৯
যুধিষ্ঠিরঃ সাধুনৈবাভ্যুপেয়ো
মা বো বধীদর্জুনো দেবগুপ্তঃ।
রাজ্যং দদ্ধ্বং ধর্মরাজস্য তূর্ণং
যাচধ্বং বৈ পাণ্ডবং লোকবীরম্ ॥ ৬০

নৈতাদৃশো হি যোধোঽস্তি পৃথিব্যামিহ কশ্চন।
সব্যসাচী সব্যসাচী পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৬১
দেবৈর্হি সম্ভৃতো দিব্যো রথো গাণ্ডীবধন্বনঃ।
ন স জেয়ো মনুষ্যেণ মা যুদ্ধ্বং মনো যুধি ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

রাজা দুর্যোধন এবং ভীষ্মের নিকট শীঘ্র যাইয়া আমার এই সংবাদ বল। তুমি এখনই যাও, আর বিলম্ব করিও না ॥ ৫৭-৫৯

(দূতদ্বারা-কথিত সংবাদ) হে কৌরবগণ! যুধিষ্ঠিরকে সদ্ব্যবহারের দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যাইবে (যুদ্ধদ্বারা নহে)। এইরূপ অবকাশ আসিতে দিবে না, যাহাতে দেবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত অর্জুন আপনাদের বধ করিয়া ফেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সত্বর তাঁহার রাজ্য সমর্পণ কর এবং বিশ্ববিখ্যাত বীর পাণ্ডুকুমার অর্জুনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ॥ ৬০

সব্যসাচী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যেরূপ সত্যপরাক্রমী, ঐরূপ যোদ্ধা এই ভূমণ্ডলে অন্য আর কেহ নাই ॥ ৬১

গাণ্ডীবধনুর্ধারী বীর অর্জুনের দিব্য রথ দেবগণকর্তৃক সুরক্ষিত। কোন মনুষ্যই ইঁহাকে জয় করিতে পারিবে না, অতএব তোমরা নিজ মনকে যুদ্ধে সংলগ্ন করিবে না ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সন্ধিস্থাপনায় ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন প্রবোধয়িতুং চেষ্টা, পাণ্ডবৈঃ সহ যুদ্ধে ৫ দুর্যোধনস্য সগর্বোক্তিঃ, অস্মাং যোদ্ধৃন্ প্রতি ধৃতরাষ্ট্রস্য ভয়প্রদর্শনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
ক্ষত্রতেজা ব্রহ্মচারী কৌমারাদপি পাণ্ডবঃ।
তেন সংযুগমেষ্যন্তি মন্দা বিলপতো মম ॥ ১
দুর্যোধন নিবর্তস্ব যুদ্ধাদ্ ভরতসত্তম।
ন হি যুদ্ধং প্রশংসন্তি সর্ববস্তুষু বুধিষ্ঠির ॥ ২
অলমর্দ্ধং পৃথিব্যাস্তে সহামাত্যস্য জীবিতুম্।
প্রযচ্ছ পাণ্ডুপুত্রাণাং যথোচিতমরিন্দম ॥ ৩
এতদ্ধি কুরবঃ সর্বে মন্যন্তে ধর্মসংহিতম্।
যং ত্বং প্রশাস্যিঃ মন্যেথাঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪
অঙ্গেমাং সনরেন্দ্রস্য পুত্র স্বামেব বাহিনীম্।
জ্ঞাত এষ তবাভাবস্তং তু মোহান্ন বুধ্যসে ॥ ৫

॥ অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ॥

[সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের বুঝাইবার চেষ্টা, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্যোধনের সগর্ব উক্তি এবং অস্ত্র যোদ্ধাগণকে ধৃতরাষ্ট্রের ভয় প্রদর্শন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষাত্রতেজ-সম্পন্ন এবং কুমারাবস্থা হইতে বিধি অনুসারে ব্রহ্মচর্য পালনকারী; কিন্তু আমার এই মূর্খ পুত্রগণ আমি যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণামের জন্য বিলাপ করিতে থাকিলেও তাহারা যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে ॥ ১

ভরতসত্তম শত্রুদমন দুর্যোধন! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। সজ্জন নীতিজ্ঞ পুরুষগণ সকল অবস্থাতেই যুদ্ধের প্রশংসা করেন না ॥ ২

অরিন্দম! তুমি পাণ্ডুপুত্রগণকে তাহাদের যথোচিত রাজ্যভাগ প্রদান কর। মন্ত্রিবর্গের সহিত তোমার জীবননির্বাহ তো অর্দ্ধরাজ্য হইলেই যথেষ্ট ॥ ৩

সমস্ত কৌরবগণ ইহাকেই এখন ধর্মানুকূল বলিয়া মনে করিতেছেন যে, তুমি মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করত শান্তিভাব বুদ্ধির রাখিতে অভিলাষী হও ॥ ৪

ন ত্বহং যুদ্ধমিচ্ছামি নৈতদিচ্ছতি বাহ্লিকঃ।
ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো নাশ্বত্থামা ন সঞ্জয়ঃ ॥ ৬

ন সোমদত্তো ন শলো ন কৃপো যুদ্ধমিচ্ছতি।
সত্যব্রতঃ পুরুমিত্রো জয়ো ভূরিশ্রবাস্তথা ॥ ৭

যেষু সম্প্রতিতিষ্ঠেয়ুঃ কুরবঃ পীড়িতাঃ পরৈঃ।
তে যুদ্ধং নাভিনন্দন্তি তৎ ভুঙ্ক্ষ্যাঃ তাত রোচতাম্ ॥ ৮

ন ত্বং বরোবি কামেন কর্ণঃ কারয়িতা তব।
দুঃশাসনশ্চ পাপাত্মা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৯

দুর্যোধন উবাচ।

নাহং ভবন্তি ন দ্রোণে নাশ্বত্থাম্নি ন সঞ্জয়ে।
ন ভীষ্মে ন চ কাম্বোজে ন কৃপে ন চ বাহ্লিকে ॥ ১০

সত্যব্রতে পুরুমিত্রে ভূরিশ্রবসি বা পুনঃ।
অন্যেষু বা তাবকেষু ভারং কৃত্বা সমাহিতম্ ॥ ১১

অহঞ্চ ভ্রাতা কর্ণশ্চ রথযজ্ঞং বিততা বৈ।
যুধিষ্ঠিরং পশুং কৃত্বা দীক্ষিতৌ ভরতর্ষভ ॥ ১২

রথো বেদী ধ্রুবঃ খড়্গো গদা স্রুক্ কবচোঽজিনম্।
চাতুর্হোত্রঞ্চ ধৃষ্যা মে শরা দর্ভা হবির্যশঃ ॥ ১৩

আত্মযজ্ঞেন নৃপতে ইষ্ট্বা বৈবস্বতং রণে।
বিজিত্য চ সমেষ্যাবো হতামিত্রৌ শ্রিয়া বৃতৌ ॥ ১৪

অহঞ্চ ভ্রাতা কর্ণশ্চ ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে।
এতে বয়ং হনিষ্যামঃ পাণ্ডবান্ সমরে ত্রয়ঃ ॥ ১৫

অহং হি পাণ্ডবান্ হত্বা প্রশাস্তা পৃথিবীমিমাম্।
মাং বা হত্বা পাণ্ডুপুত্রা ভোক্তারঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১৬

ত্যক্তং মে জীবিতং রাজ্যং ধনং সর্বঞ্চ পার্থিব।
ন জাতু পাণ্ডবৈঃ সার্ধং বসেয়মহমচ্যুত ॥ ১৭

যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিদ্ধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যঃ ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ ১৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সর্বান্ বস্তাত শোচামি তাংস্তুঃ দুর্যোধনো মহা।
যে মন্দমনুযান্তঞ্চং যাস্তুঃ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১৯

বৎস! তুমি নিজ সৈন্যবাহিনীর দিকেও একবার দৃষ্টিপাত কর। তোমার এই বিনাশকাল উপস্থিত হইতেছে, তথাপি তুমি তাহা মোহবশতঃ বুঝিতে পারিতেছ না। ৫

আমি এই যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছি না, বাহ্লীকও ইহার অভিলাষী নয় এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও অশ্বত্থামা এই যুদ্ধ কামনা করিতেছেন না, সঞ্জয়, সোমদত্ত ও শল্য ইহারা ইচ্ছুক নহে, কৃপাচার্যও এই যুদ্ধাভিলাষী নন্, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় ও ভূরিশ্রবা যুদ্ধের পক্ষে নহে। ৬-৭

শত্রুগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া কৌরব-সৈন্যেরা যাঁহাদের আশ্রয়ে অবস্থান করিবে, তাঁহারা সকলেই এই যুদ্ধের অনুমোদন করিতেছেন না। তাত! তাঁহাদের এই ইচ্ছা তোমারও মান্য করা উচিত। ৮

(আমি জানি—) তুমি নিজের ইচ্ছায় এই যুদ্ধ করিতেছ না; পাপাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনিই তোমাকে এই কার্য্য করাইতেছে। ৯

দুর্যোধন বলিলেন,—আমি আপনার উপর এবং দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, ভীষ্ম, কম্বোজপতি, কৃপাচার্য্য, বাহ্লীক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূরিশ্রবা ও আপনার অন্যান্য যোদ্ধার উপর ভার রাখিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ করিবার জন্য আমন্ত্রিত করি নাই। ১০-১১

তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি ও কর্ণ রথযজ্ঞ বিস্তার করত যুধিষ্ঠিরকে বলি-পশুরূপে স্থির করিয়া সেই যজ্ঞে দীক্ষা লইয়াছি। ১২

এই যুদ্ধ-যজ্ঞে রথ হইল বেদী, খড়্গ ধ্রুবা, গদা স্রুক্, কবচ মৃগচর্ম্ম, রথের ভারবহনকারী আমার চারিটি অশ্বই চারিজন হোতা, বাণ কুশ এবং দশই হইল হবিঃ। ১৩

নরেশ্বর! আমরা দুইজনে এই যুদ্ধে নিজের উক্ত যজ্ঞদ্বারা যমরাজকে যজন করত শত্রুগণকে বধ করিয়া বিজয়ী ও বিজয়লক্ষ্মী-সুশোভিত হইয়া পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিব। ১৪

তাত! আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন—এই তিন-জনেই যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। ১৫

হয় আমি পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন করিব, না হয়—পাণ্ডবগণই আমাকে বিনাশ করিয়া এই পৃথিবীকে ভোগ করুক। ১৬

রাজা হইতে অবিচ্যুত মহারাজ! আমি জীবন, রাজ্য, ধন—সব কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া কখনই থাকিতে পারিব না। ১৭

পূজনীয় তাত! তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগের দ্বারা যতটা ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, ততটা পরিমিত ভূমিও আমি পাণ্ডবগণকে দিতে পারিব না। ১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত কৌরবগণ! আমি তো

করণামিব যুথেষু ব্যাঘ্রা: প্রহরতাং বরা:।
বরান্ বরান্ হনিষ্যন্তি সমেতা যুধি পাণ্ডবা: ॥ ১০
প্রতীপমিব মে ভাতি যুযুধানেন ভারতী।
ব্যক্তা সীমন্তিনী গ্রস্তা প্রমৃষ্টা দীর্ঘবাহুনা ॥ ১১
সম্পূর্ণং পূরয়ন্ ক্ষুদ্রো ধন: পার্থস্য মাধব:।
সৈনেয়: সমরে স্থাতা বীজবৎ প্রবপন্ শরান্ ॥ ১২
সেনামুখে প্রযুদ্ধানাং ভীমসেনো ভবিষ্যতি।
তং সর্বে সংশ্রয়িষ্যন্তি প্রাকারমকুতোভয়ম্ ॥ ১৩
যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমেন কুরূন্ বিনিপাতিতান্।
বিশীর্ণদন্তান্ গির্য্যাভান্ ভিন্নকুম্ভান্ মদোৎকটান্ ॥ ১৪
তানভিপ্রেক্ষ্য সংগ্রামে বিশীর্ণানিব পর্বতান্।
ভীতো ভীমস্য সংস্পর্শাৎ স্মর্তাসি বচনং মে ॥ ১৫

নিঘ্নং ভীমসেনেন সৈন্যং বল-ভয়-বিপ্লবম্।
গতিমন্বেষিণং প্রেক্ষ্য স্মর্তাসি বচনং মে ॥ ১৬
মহদ্ বো ভয়মাগামি ন চেচ্ছামীহ পাণ্ডবৈ:।
গদয়া ভীমসেনেন হতা: শমমুপৈষ্যথ ॥ ১৭
মহাবনমিবচ্ছিন্নং যদা দ্রক্ষ্যসি পাতিতম্।
বলং কুরূণাং ভীমেন তদা স্মর্তাসি মে বচ: ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতাবদুক্ত্বা রাজা তু সহসা স্তব্ধ পৃথিবীপতীন্।
অনুজ্ঞায় মহারাজ পুন: প্রপ্রচ্ছ সঞ্জয়ম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়: ॥ ৫৮

দুর্যোধনকে ত্যাগ করিয়াছি। বহুলোকে শমনোদ্যত এই দুর্যকে তোমাদের মধ্যে যাহারা অনুসরণ করিবে, আমি তাহাদের সকলের জন্যই শোক করিতেছি ॥ ১৯

প্রহারকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্র যেরূপ হস্তিযূথের দলকে সংহার করে, সেইরূপ যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণও যুদ্ধে একত্রিত হইয়া কৌরবগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বধ করিয়া ফেলিবে ॥ ২০

আমার তো ইহাই প্রতিভাত হইতেছে যে, পুরুষ কর্তৃক ছিন্নকৃতা নারীর ন্যায় এই ভরতবংশীয় সৈন্যবাহিনীকে বিশাল-বাহু বীর সাত্যকি নিজ অধিকারে আনিয়া ঘর্ষিত করিয়া ফেলিবে এবং তাহারা ব্যস্তসমস্তভাবে বিপরীত দিকে পলায়ন করিবে ॥ ২১

মধুবংশীয় সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ বল-বৈভবকে আরও বর্দ্ধিত করিতে করিতে কৃষিক্ষেত্রে কৃষক কর্তৃক বীজবপনের ন্যায় রণভূমিতে বাণবর্ষণ করত অবস্থান করিবে ॥ ২২

সমস্ত যোদ্ধা সৈন্যগণের অগ্রভাগে ভীমসেন অবস্থান করিবে এবং সকল যোদ্ধাই তাঁহাকে অভেদ্য প্রাকারের সদৃশ মনে করিয়া উহার আশ্রয়ে অবস্থান করিবে ॥ ২৩

যখন তুমি দেখিবে যে, ভীমসেন পর্বতাকার গজরাজগণের দাঁত উৎপাটিত করিয়া তাহাদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করত রক্তস্নাত অবস্থায় তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিতেছে এবং তাহারা রণভূমিতে খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত পর্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন তুমি তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করত ভীমসেনের স্পর্শে ভীত হইয়া আমার কথা স্মরণ করিতে থাকিবে। ২৪-২৫

ভীমসেন যখন অশ্ব, রথ ও চতুরঙ্গে পূর্ণ সমগ্র কৌরব-সৈন্যকে নিজ ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ করিতে থাকিবে, সেই সময় অদ্বিতীয় তাহার প্রবল বেগ দেখিয়া তুমি আমার কথা স্মরণ করিবে ॥ ২৬

তোমাদের উপর মহাভয় আসিতেছে। আমি চাহি না যে, তোমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর। যদি যুদ্ধ হয়, তবে তোমরা ভীমসেনের গদার আঘাতে নিহত হইয়া শান্ত হইবে ॥ ২৭

ছেদনপূর্বক পাতিত বিশাল বনের ন্যায় যখন তুমি কৌরববাহিনীকে ভীমসেন কর্তৃক নিহত হইয়া পতিত হইতে দেখিবে, তখন তুমি আমার কথা স্মরণ করিতে থাকিবে ॥ ২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেখানে উপবিষ্ট সমস্ত ভূপতিগণকে এই কথা বলিয়া তিনি শান্তবাক্য সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রেণ জিজ্ঞাসিতস্য সঞ্জয়স্য শ্রীকৃষ্ণার্জুনপ্রভাবসন্দেশকথনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যদব্রূতাং মহাত্মানৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ।
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ শুশ্রূষে বচনং তব ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ যথা দৃষ্টৌ ময়া কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ।
উচ্চকূজ্চাপি যদ্ বীরৌ তৎ তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ২

পাদাঙ্গুলীরভিপ্রেক্ষন্ প্রযতোঽহং কৃতাঞ্জলিঃ ।
তদ্ধাম্নং প্রাবিশং রাজন্নাথাভ্যাং নরদেবয়োঃ ॥ ৩

নৈবাভিমুখ্যং যমৌ তং দেশমভিযান্তি বৈ ।
যত্র কৃষ্ণৌ চ কৃষ্ণা চ সত্যভামা চ তামিনী ॥ ৪

উভৌ মধ্যাসতুঃ কৃষ্ণৌ বাসুদেবৌ চন্দনোক্ষিতৌ ।
গ্রথিতৌ বরবস্ত্রৌ তৌ দিব্যাভরণভূষিতৌ ॥ ৫

নৈকরত্নবিচিত্রস্য কাঞ্চনস্য মহাসনম্ ।
বিবিধাস্তরণাকীর্ণং যত্রাসাতামরিন্দমৌ ॥ ৬

অর্জুনোৎসঙ্গগৌ পাদৌ কেশবস্যোপলক্ষয়ে ।
অর্জুনস্য চ কৃষ্ণায়াং সত্যায়াঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৭

কাঞ্চনং পাদপীঠঞ্চ পার্থো মে প্রাদিশৎ তদা ।
তদহং পাণিনা স্পৃষ্ট্বা ততো ভূমাবুপাবিশম্ ॥ ৮

ঊর্ধ্বরেখাতলৌ পাদৌ পার্থস্য শুভলক্ষণৌ ।
পাদপীঠাদপক্রম্য তত্রাপশ্যমহং শুভৌ ॥ ৯

স্থানৌ বৃত্তস্থৌ তরুণৌ শালস্কন্ধাবিবোদ্গতৌ ।
একাসনগতৌ দৃষ্ট্বা ভয়ং মাং মহদাবিশৎ ॥ ১০

ইন্দ্র-বিষ্ণুসমাবেতৌ মনসাপ্যনবধ্যতে ।
সংস্তম্ভাদ্ দ্রোণ ভীষ্মাভ্যাং কর্ণস্য চ বিকত্থনাৎ ॥ ১১

একোনষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয়ের শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনপ্রভাব সংবাদ কথন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় ! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহা আমাকে বল ; আমি তোমার মুখে সেই সব কথা শুনিতে চাই ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতবংশের রাজন্ ! আপনি শ্রবণ করুন । আমি বীরবর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে যেরূপ দেখিয়াছি এবং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি ॥ ২

রাজন্ ! আমি নরদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকটে আপনার সংবাদ শুনাইবার জন্য মনকে পূর্বভাবে সংযত রাখিয়া নিজের পাদাঙ্গুলির দিকে দৃষ্টিস্থাপন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম । ৩

সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, দ্রৌপদী ও যামিনী সত্যভামা বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে অভিমন্যু এবং নকুল-সহদেবও যাইতে পারিতেন না ॥ ৪

উভয়েই (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) মধুর পেয় পান করিয়া আনন্দে বিভোর ছিলেন । তাঁহাদের উভয়ের শ্রীঅঙ্গ চন্দনে লিপ্ত ছিল । তাঁহারা সুন্দর বস্ত্র ও মনোহর পুষ্পমালা ধারণ করত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন ॥ ৫

সেই দুই বীর যে বিশাল আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্ণনিষ্কিত ছিল । উহাতে বহুবিধ বস্ত্র রচিত থাকায় উহার বিচিত্র শোভা প্রকাশ পাইতেছিল । তাহার উপর বিবিধ আস্তরণও পাতা ছিল ॥ ৬

আমি দেখিলাম—শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল অর্জুনের ক্রোড়ে ছিল এবং মহাত্মা অর্জুনের এক চরণ দ্রৌপদীর ক্রোড়ে ও অপর চরণ সত্যভামার ক্রোড়ে ন্যস্ত ছিল ॥ ৭

তখনই অর্জুন সেই সময় আমাকে বসিবার জন্য একটি স্বর্ণনির্মিত পাদপীঠ (পা রাখিবার পীঁড়ে) অভিমুখে সঙ্কেত করিয়া দিলেন । কিন্তু আমি হাতের দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট হইলাম ॥ ৮

আমি উপবেশন করত সেখানে পাদপীঠটি একটু সরাইয়া দিয়া অর্জুনের সুন্দর চরণযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম । উহার (চরণযুগলের) তলদেশে ঊর্ধ্বগামিনী রেখা রহিয়াছে এবং উহা শুভসূচক বিবিধ লক্ষণে সুলক্ষিত ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ, তরুণ ও শাল বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় উন্নত । তাঁহাদের উভয়কে একাসনে বসিতে দেখিয়া আমার মন ভয়ানক ভয়ে আবিষ্ট হইল ॥ ১০

তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—ইন্দ্র ও বিষ্ণুসদৃশ অচিন্ত্য শক্তিশালী এই দুই বীরকে মন্দমতি দুর্যোধন বুঝিতে পারে নাই । সে দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের সামর্থ্যে বিশ্বাস করিয়া এবং কর্ণের বীরোচিত গর্বের বাক্য শুনিয়া মোহিত হইয়াছে ॥ ১১

নিদেশস্থাবিমৌ যস্য মানসস্যস্য সংস্থিতে।
সফলো ধর্মরাজস্য নিশ্চয়ো মে ভবিষ্যতি ॥ ১১
সংকৃতশ্চারপানাভ্যামাসীনো লব্ধসংজ্ঞিয়ঃ।
অঞ্জলিং মূর্ধ্নি সন্ধায় তৌ সন্দেশমচোদয়ম্ ॥ ১২
যদুক্তর্পকিণাঙ্গেন পাণিনা শুভলক্ষণম্।
পাদমানমযন্ পার্থঃ কেশবং সমচোদয়ৎ ॥ ১৩
ইন্দ্রকেতুরিবোত্থায় সর্বাভরণভূষিতঃ।
ইন্দ্রবীর্য্যোপমঃ কৃষ্ণঃ সংবিষ্টো মাতরিশ্বতে ॥ ১৪
বাচং স বদতাং শ্রেষ্ঠো হ্লাদিনীং বচনক্ষমাম্।
ত্রাসিনীং ধার্তরাষ্ট্রাণাং মৃদুপূর্বাং সুদারুণাম্ ॥ ১৬
বাচং তাং বচনাইস্য শিক্ষাক্ষরসমন্বিতাম্।
অব্রৌদ্বমহমিষ্টার্থাং পশ্চাদ্দয়তারিণীম্ ॥ ১৭

বাসুদেব উবাচ।
সঞ্জয়েদং বচো ব্রূয়া দ্যূতপ্রিয়মমীষিণম্।
কুরূণাঞ্চ ভীষ্মস্য দ্রোণস্যাপি চ শৃণ্বতঃ ॥ ১৮
আবয়োর্বচনাৎ সূত জ্যেষ্ঠানাভিবাদয়ন্।
যবীয়সশ্চ কুশলং পশ্চাৎ পৃষ্ট্বৈবমুত্তরম্ ॥ ১৯
যজধ্বং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বিপ্রেভ্যো দত্তদক্ষিণাঃ।
পূর্ত্তৈর্দারৈশ্চ মোদধ্বং মহদ্ বো ভয়মাগতম্ ॥ ২০
অর্থাংস্ত্বাজত পাত্রেভ্যঃ সুতান্ প্রাপ্নুত কামজান্।
প্রিয়ং প্রিয়েভ্যশ্চরত রাজা হি মরতে ভয়ে ॥ ২১
ক্ষণমেতং প্রতীক্ষধ্বং মে ভদ্রমাপদমপীতি।
যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥ ২২
তেজোবধং দুরাধর্ষং গাণ্ডীবং যস্য কার্মুকম্।
মদ্দ্বিতীয়েন তেনৈষ বৈরং সর্বাসাচিনা ॥ ২৩

এই দুই মহাত্মা যাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত থাকেন, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মানসিক সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইবে; ইহাই সেই সময় আমার নিশ্চয় হইয়াছিল ॥ ১২

তাহারা অন্ন ও জলদ্বারা আমার সৎকার করিলেন। যথোচিত আদর-সৎকার পাইয়া যখন আমি উপবিষ্ট হইলাম, তখন আমি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে আপনার সংবাদ বলিলাম ॥ ১৩

সেই সময় অর্জুন যে চক্রে ধনুর গুণের (ছিলার) ঘর্ষণে চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ কড়া পড়িয়াছে, সেই হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শুভসূচক লক্ষণযুক্ত দুই চরণযুগল ধীরে ধীরে সংবাহন করিতে করিতে আমাকে উত্তর দিবার জন্য প্রেরণা দিলেন ॥ ১৪

তাহার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ও সমস্ত আভরণে বিভূষিত বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং মরুৎ ও মনের আহ্লাদকর বচনযোগ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বাক্য দারুণ-রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, যাহা আপনার পুত্রগণের পক্ষে ভয়প্রদ ছিল ॥ ১৫-১৬

বাক্যকুশল শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য আমি শুনিয়াছি, যাহার প্রতি অক্ষরই শিক্ষাযোগ্য। উহা অতীষ্ট অর্থের প্রতিপাদক এবং মনের মোহকর ছিল ॥ ১৭

বাসুদেব বলিলেন;—সঞ্জয়! যখন কুরুকুলের প্রধান-পুরুষ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ শ্রবণ করিবেন, তখন তুমি বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিবে ॥ ১৮

সূত! আমাদের দুইজনের পক্ষ হইতে প্রথমে আমাদের জ্যেষ্ঠগণকে প্রণাম জানাইবে এবং তাঁহারা আমাদের কনিষ্ঠ, তাহাদিগকে কুশল প্রশ্ন করিবে। তদনন্তর আমাদের এই উত্তর শুনাইবে ॥ ১৯

কৌরবগণ! তোমরা নানা প্রকার যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতার যজনা কর, ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর দক্ষিণা দান কর, পুত্রগণ ও স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ কর কারণ, তোমাদের উপর মহাভয় উপস্থিত হইতেছে ॥ ২০

তোমরা সৎপাত্র ব্যক্তিগণকে ধন দান কর। নিজ ইচ্ছানুসারে বহু পুত্র প্রাপ্ত হও এবং নিজ প্রিয় ব্যক্তিগণের প্রতি প্রিয় আচরণ কর; কারণ, রাজা যুধিষ্ঠির তোমাদের ক্ষয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন ॥ ২১

যে সময়ে কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্র অপহরণ করা হইয়াছিল, তখন আমি হস্তিনাপুর হইতে বহু দূরে ছিলাম। তখন দ্রৌপদী আর্ত্তভাবে "গোবিন্দ" বলিয়া যে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিল, তাহাতে সে আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছে এবং সেই ঋণ আজ বর্দ্ধিত হইয়াছে। (অপরাধী কৌরবগণকে সংহার না করিলে) সেই ঋণভার আমার হৃদয় হইতে দূর হইবে না ॥ ২২

যাহার নিকট দুর্দ্ধর্ষ ও তেজস্বী গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে এবং

মদ্দ্বিতীয়ং পুনঃ পার্থং কঃ প্রার্থয়িতুমিচ্ছতি।
যো ন কালপরীতো বাপ্যাপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ ॥ ২৪

বাহুভ্যামুদ্বহেদ্ ভূমিং দহেৎ ক্রুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ।
পাতয়েৎ ত্রিদিবাদ্ দেবান্ যোঽর্জুনং সমরে জয়েৎ ॥ ২৫

দেবাসুর-মনুষ্যেষু যক্ষ-গন্ধর্ব-ভোগিষু।
ন তং পশ্যামাহং যুদ্ধে পাণ্ডবং যোঽভ্যয়াদ্ রণে ॥ ২৬

যৎ তদ্ বিরাটনগরে শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ পর্যাপ্তং তদ্বিদর্শনম্ ॥ ২৭

একেন পাণ্ডুপুত্রেণ বিরাটনগরে যদা।
ভগ্নাঃ পলায়িতা দিশঃ পর্যাপ্তং তদ্বিদর্শনম্ ॥ ২৮

বলং বীর্যঞ্চ তেজশ্চ শীঘ্রতা লঘুহস্ততা।
অবিষাদশ্চ ধৈর্যঞ্চ পার্থাদন্যত্র বিদ্যতে ॥ ২৯

ইত্যুক্তবীদ্ হৃষীকেশঃ পার্থমুদ্ধর্ষয়ন্ গিরা।
গর্জন্তং সমরবীর্য গগনে পাকশাসনঃ ॥ ৩০

কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
অর্জুনস্তদ্গ্রহদ্ বাক্যমব্রবীদ্ রোমহর্ষণম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়েন শ্রীকৃষ্ণবাক্য-
কথনে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

যাহার মিত্র বা সহায়ক একমাত্র আমি, সেই সব্যসাচী অর্জুনের সহিত তোমরা এখন শত্রুতার বুদ্ধি করিতেছ ॥ ২৩

যে ব্যক্তিকে কাল সর্বদিকে আবৃত না করিয়াছে, এরূপ কোন ব্যক্তি আছেন, তাহাতে তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রই হউন, যিনি আমি যাহার সহায়ক, সেই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ? ২৪

যিনি অর্জুনকে সমরে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিজ দুই হস্তে এই পৃথিবীকে উত্তোলিত করিতে সমর্থ, কুপিত হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে ভস্মীভূত করিতে পারেন এবং দেবগণকে স্বর্গ হইতে অধঃপাতিত করিতে পারেন ॥ ২৫

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব ও সর্পগণের মধ্যে আমি এরূপ কোন বীর পুরুষ দেখিতে পাইতেছি না, যিনি যুদ্ধে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সম্মুখীন হইতে পারেন ॥ ২৬

'বিরাটনগরে একদিকে একাকী অর্জুন এবং অপর দিকে কৌরবগণের যে অদ্ভুত ও মহাভয়ের যুদ্ধ হইয়াছিল' শুনিয়াছি, তাহাই আমার উপরি কথিত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ ॥ ২৭

যখন বিরাটনগরে একমাত্র পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট হইতে পরাজিত হইয়া তোমরা যুদ্ধ ত্যাগ করত বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিয়াছিলে, সেই একটি ঘটনাই অর্জুনের প্রবলতার পর্যাপ্ত প্রমাণ ॥ ২৮

বল, পরাক্রম, তেজ, শীঘ্রতা, হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা (বা কুশলতা), বিষাদহীনতা ও ধৈর্য—এ সমস্ত সদ্গুণসমূহ অর্জুন ব্যতীত একত্রে অন্য কোনও পুরুষে নাই ॥ ২৯

যেরূপ ইন্দ্র আকাশে গর্জন করিতে করিতে যথাসময়ে জলবর্ষণ করেন, সেইরূপ ইন্দ্রসারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আনন্দিত করিতে করিতে পূর্বোক্ত বাক্যসমূহ বলিলেন ॥ ৩০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া কিরীটধারী শ্বেতবাহন অর্জুনও সেই রোমাঞ্চকারী মহাবাক্য আমাকে দ্বিতীয়বার বলিলেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-কথনবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্রেণ কৌরব-পাণ্ডবানাং সামর্থ্যস্য ন্যূনাধিক্যরূপেণ নিরূপণম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ

সঞ্জয়স্য বচঃ শ্রুত্বা প্রজ্ঞাচক্ষুর্জনেশ্বরঃ।
ততঃ সাধ্যাতুমারেভে তদ্বচো গুণদোষতঃ ॥ ১
প্রসাধ্যায় চ সৌক্ষ্ম্যেণ গুণদোষান্ বিচক্ষণ।
যথাবন্মতিতত্ত্বেন জয়কামঃ সুতান্ প্রতি ॥ ২
বলাবলং বিনিশ্চিত্য যাথাতথ্যেন বুদ্ধিমান্।
(যদা তু মেনে ভূয়িষ্ঠং তদ্বচো গুণদোষতঃ
পুনরেব কুরূণাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ বুদ্ধিমান্ ॥)
শক্তিং সাধ্যাতুমারেভে তদা বৈ মনুজাধিপঃ ॥ ৩
দৈবমানুষয়োঃ শক্ত্যা তেজসা চৈব পাণ্ডবান্।
কুরূন্ শক্ত্যাল্পতরয়া দুর্যোধনমপাত্রয়ীৎ ॥ ৪
দুর্যোধনেয়ং চিন্তা মে শশ্বন্ন ব্যপশাম্যতি।
সত্যং হ্যেতদহং মন্যে প্রত্যক্ষং নানুমানতঃ ॥ ৫

(ঈদৃশেঽভিনিবিষ্টস্য পৃথিবীক্ষয়কারকে।
অধর্ম্যে চাযশস্যে বা কার্যে মহতি কারণে ॥
পাণ্ডবৈর্বিগ্রহস্তাত সর্বথা মে ন রোচতে ॥)
আত্মজেষু পরং স্নেহং সর্বভূতানি কুর্বতে।
প্রিয়াণি চৈষাং কুর্বন্তি যথাশক্তি হিতানি চ ॥ ৬
এবমেবোপকর্তৃণাং প্রাহুরেতে মনস্বিনঃ।
ইচ্ছন্তি বহুলং সন্তঃ প্রতিকর্তুং মহৎ প্রিয়ম্ ॥ ৭
অগ্নিঃ সাচিব্যকর্তা স্যাৎ পাণ্ডবে তৎকৃতং স্মরন্।
অর্জুনস্যাপি ভীমেঽস্মিন্ কৃতপাণ্ডুসমাগমে ॥ ৮
জাতিগৃদ্ধ্যাভিপন্নাশ্চ পাণ্ডবানামনেকশঃ।
সর্বাদয়ঃ সনেষাস্থি সমাদৃতাঃ দিবৌকসঃ ॥ ৯
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাণীনাং ভয়াদপি নিমিত্তজম্।
বিরক্ষিষ্যন্তি সংরম্ভং ধনিষ্যন্তীতি মে মতিঃ ॥ ১০

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবগণের শক্তির অল্পাধিক্যরূপে নিরূপণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু (জ্ঞাননেত্র—অন্ধ) রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার বাক্যের গুণ-দোষের বিচার আরম্ভ করিলেন ॥ ১

নিজ পুত্রগণের বিজয়াকাঙ্ক্ষী, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারা উক্ত বাক্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুণ-দোষের যথাযথভাবে সমীক্ষা করত উভয় পক্ষের প্রবলতা ও দুর্বলতার যথার্থরূপে নিশ্চয় করিয়া লইলেন। তারপর যখন তাঁহার এই বিশ্বাস হইয়া গেল যে, গুণ-দোষের বিচারে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সর্বোৎকৃষ্ট, তখন সেই বুদ্ধিমান্ নরপতি পুনরায় কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের শক্তির বিচার আরম্ভ করিলেন ॥ ২-৩

পাণ্ডবগণকে দৈবশক্তি, মানুষী শক্তি ও তেজে সর্বতোভাবে বলীয়ান্ জানিয়া এবং কৌরবগণকে শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিলেন ॥ ৪

বৎস দুর্যোধন! আমার এই চিন্তা কিছুতেই দূর হইতেছে না; কারণ, তোমার পক্ষ দুর্বল। আমি এই কথা অনুমানে বলিতেছি না, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সেইজন্য ইহাকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৫

(তুমি কেন অধর্ম ও অযশের কারণ, মহাযুদ্ধে সমস্ত কুরুগণ ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা অধর্মকারক তো বটেই, অযশেরও বৃদ্ধিকারী। ইহা ছাড়াও এই কাজ অত্যন্ত ক্রূরতা-পূর্ণ। তাত! পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করা আমার কোন মতেই রুচিকর হইতেছে না।) সাধারণতঃ সকল প্রাণীই নিজের পুত্রের উপর অত্যন্ত স্নেহ করে এবং নিজ শক্তি অনুসারে তাহার প্রিয় ও হিতসাধনও করিয়া থাকে ॥ ৬

এইরূপ প্রায়শই দেখা যায় যে, সজ্জন পুরুষ উপকারী মনুষ্যগণের উপকারের প্রতিকার করিবার জন্য অর্থাৎ প্রত্যুপকার করিবার জন্য বারংবার তাহাদের মহৎ প্রিয় কার্য করেন ॥ ৭

কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে অগ্নিদেবও খাণ্ডববনে অর্জুনের কৃত উপকার স্মরণ করিয়া অবশ্যই তাহার সহায়তা করিবেন ॥ ৮

পাণ্ডবগণের জন্ম অনেক দেবতা হইতে হইয়াছে। এজন্য সেই ধর্মাদি দেবতৃন্দকে সৃষ্টির প্রবৃত্তি অনুসার করিলে তাহাদের সহায়তার জন্য ইহারা অতি অবশ্যই উপস্থিত হইবেন ॥ ৯

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যাদির ভয় হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবার জন্য দেবতারা ভীষ্মাদির উপর বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর ক্রোধ করিবেন—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ১০

তে দেবৈঃ সহিতাঃ পার্থা ন শক্যাঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
মানুষেণ নরব্যাঘ্রা বীর্যাবন্তোঽনুপারগাঃ ॥ ১১
হ্রাসদং যস্য দিব্যং গাণ্ডীবং ধনুরুত্তমম্।
বারুণৌ চাক্ষয়ৌ দিব্যৌ শরপূর্ণৌ মহেষুধী ॥ ১২
বানরশ্চ ধ্বজো দিব্যো নিঃসঙ্গো ধূমবদ্গতিঃ।
রথশ্চ চতুরশ্বায়ো যস্য নাস্তি সমঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৩
মহামেঘনিভশ্চাপি নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে জবৈঃ।
মহাশনিসমঃ শব্দঃ শাত্রবাণাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪
যং চাতিমানুষং বীর্যং কৃৎস্নো লোকে ব্যবস্থিতি।
দেবানামপি জেতারং যং বিদুঃ পার্থিবা রণে ॥ ১৫
শতানি পঞ্চ চৈবেষূন্ যো গৃহ্ণন্ নৈব দৃশ্যতে।
নিমেষান্তরমাত্রেণ মুঞ্চন্ দৃশ্যশ্চ পাতয়ন্ ॥ ১৬
যমাহ ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কৃপো দ্রৌণিস্তথৈব চ।
মদ্ররাজস্তথা শল্যো মধ্যস্থা যে চ মানবাঃ ॥ ১৭
যুদ্ধায়াবস্থিতং পার্থং পার্থিবৈরতিমানুষৈঃ।
অশক্যা নরশার্দূলং পরাজেতুমরিন্দমম্ ॥ ১৮
ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চ বাণশতানি যঃ।
সদৃশং বাহুবীর্যেণ কার্তবীর্যস্য পাণ্ডবম্ ॥ ১৯
তমদ্যূনং মহেষ্বাসং মহেন্দ্রোপেন্দ্রবিক্রমম্।
নিঘ্নন্তমিব পত্ত্যামি বিমর্দেঽস্মিন্ মহাহবে ॥ ২০
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ কৃৎস্নমহোরাত্রাণি ভারত।
অনিদ্রো নিঃসুখশ্চাস্মি কুরূণাং শমচিন্তয়া ॥ ২১
ক্ষয়োদয়োঽয়ং সুমহান্ কুরূণাং প্রত্যুপস্থিতঃ।
অস্য চেৎ কদনস্যান্তঃ শমাদন্যো ন বিদ্যতে ॥ ২২
শমো মে রোচতে নিত্যং পার্থৈস্তাত ন বিগ্রহঃ।
কুরভ্যো হি সদা মন্যে পাণ্ডবান্ শক্তিমত্তরান্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রবিবেচনে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও পরাক্রমী, আবার তাঁহারা দেবতারও সাহায্য লাভ করিয়াছে, অতএব কোন মনুষ্যই তাঁহাদের দিকে তাকাইতেই সমর্থ হইবে না ॥ ১১

যাহার নিকট উত্তম এবং দুর্ধর্ষ গাণ্ডীব ধনু বর্তমান, বরুণদেব কর্তৃক প্রদত্ত বাণসমূহে পূর্ণ দুইটি অক্ষয় তূণীর (বাণ রাখিবার পাত্রবিশেষ) আছে, যাহার দিব্য বানরধ্বজ কোথাও প্রতিহত হয় না, বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে সর্বত্র যাইতে পারে, সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যাহার রথের কোন তুলনা দেখা যায় না, যাহার রথের ঘর্ঘর শব্দ সকল লোকই মহামেঘের গর্জনের তুল্য বলিয়া শ্রবণ করে এবং যুদ্ধের প্রচণ্ড শব্দের ন্যায় যাহার রথের শব্দ শত্রুগণের ত্রাস উৎপাদন করে, যাহাকে সকল মানুষই অলৌকিক পরাক্রমী বলিয়া মনে করে, যুদ্ধে দেবগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ বলিয়া জানে, যে নিমেষকালের মধ্যে হস্তে পাঁচশত বাণ গ্রহণ করিতে ও নিক্ষেপ করিতে পারে এবং দূরস্থ লক্ষ্য বস্তুতে প্রহার করিতে সমর্থ, কিন্তু এই সব কার্য করিবার সময় যাহাকে কেহই দেখিতে পায় না ॥ ১২-১৬

যাহার বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য এবং মধ্যস্থ মনুষ্যগণ এরূপ বলেন যে, যুদ্ধের জন্য অবস্থিত শত্রুদমন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে পরাজিত করা মানুষিক শক্তিযুক্ত ত্রিলোকের পক্ষেও সম্ভব নয় ॥ ১৭-১৮

যে এক বেগে পাঁচশত বাণ ক্ষেপণ করিতে পারে, যে বাহুবলে কার্তবীর্য অর্জুনের তুল্য এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী, সেই মহাধনুর্ধর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে আমি এই মহাযুদ্ধে শত্রু সৈন্যকে সংহার করিতে দেখিতেছি ॥ ১৯-২০

ভারত ! দিবারাত্র এইসব চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রিত হইতে পারিতেছি না। কুরুবংশের কিভাবে শান্তি হইতে পারে ?—ইহার চিন্তাতেই আমার সকল সুখ নষ্ট হইয়াছে ॥ ২১

কৌরবগণের আজ সুমহান্ বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাত ! যদি এই কলহের অন্ত করিবার অন্য শান্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে আমার শান্তির কথাই উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে, পরন্তু কুন্তীপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ কখনই উচিত হইবে না। আমি সদা পাণ্ডবগণকে কৌরবদিগের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে করি ॥ ২২-২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিবেচনাবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য স্বসামর্থ্যবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

পিতুরেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽমর্ষণঃ।
আধায় বিপুলং ক্রোধং পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥ ১
অশক্যা দেবসচিবাঃ পার্থাঃ স্থেতি যদ্ ভবান্।
মন্যতে তদ্ ভয়ং বোঢ়ুং ভবতো রাজসত্তম ॥ ২
অকামদ্বেষসংযোগলোভদ্রোহাচ্চ ভারত।
উপেক্ষয়া চ ভাবানাং দেবা দেবত্বমাপ্নুবন্ ॥ ৩
ইতি দ্বৈপায়নো ব্যাসো নারদশ্চ মহাতপাঃ।
জামদগ্ন্যশ্চ রামো নঃ কথামকথয়ং পুরা ॥ ৪
নৈব মানুষবদ্ দেবাঃ প্রবর্ত্তন্তে কথাচন।
কামাৎ ক্রোধাৎ তথা লোভাদ্ দ্বেষাচ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৫
যদা ত্বগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ ধর্ম ইন্দ্রোঽশ্বিনাবপি।
কামযোগাৎ প্রবর্ত্তেরন্ ন পার্থা দুঃখমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
তস্মান্ন ভবতা চিন্ত্যা কার্য্যেষা স্যাৎ কথঞ্চন।
দৈবেষ্বপেক্ষকা হ্যেতে শশ্বদ্ ভাবেষু ভারত ॥ ৭
অথ চেৎ কামসংযোগাদ্ দ্বেষো লোভশ্চ লক্ষ্যতে।
দেবেষু দৈবপ্রামাণ্যাদ্বৈষাং তদ্ বিক্রিয়িষ্যতি ॥ ৮
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতঃ শস্ত্রশ্চাতদোষাঃ প্রশাম্যতি।
দিধক্ষুঃ সকলাল্লোকান্ পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ ॥ ৯
যদ্ বা পরমকং তেজো যেন যুক্তা দিবৌকসঃ।
মমাপ্যনুপমং ভূয়ো দেবেভ্যো বিদ্ধি ভারত ॥ ১০
বিদীর্য্যমাণাং বসুধাং গিরীণাং শিখরাণি চ।
লোকস্য পশ্যতো রাজন্ স্থাপয়ামীতি মে মতিঃ ॥ ১১
চেতনাচেতনস্যাস্য জঙ্গম-স্থাবরস্য চ।
বিনাশায় সমুৎপন্নমহং ঘোরং মহাশনম্ ॥ ১২
অম্বুবর্ষঞ্চ বায়ুঞ্চ শময়ামীহ নিত্যশঃ।
জগতঃ পশ্যতোঽভীক্ষ্ণং দুষ্টানামতিকল্পয়া ॥ ১৩

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের নিজের সামর্থ্য বর্ণন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পিতার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন অন্তরে অন্তরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন। ১

নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি যে মনে করিতেছেন পাণ্ডুপুত্রগণকে জয় করা অসম্ভব; কারণ, দেবতারা তাহাদের সহায়ক, ইহা ঠিক নহে। আপনার মন হইতে এই ভয় দূর হউক। ২

হে ভারত! দেবগণের মধ্যে কাম, দ্বেষ, সংযোগ (মমতা), লোভ ও দ্রোহকর্ম দোষসমূহ না থাকায় এবং দূষিত-ভাব-সকলকে উপেক্ষা করায় দেবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩

এই কথা পূর্ব্বকালে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, মহাতপস্বী নারদ ও জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম আমাদিগকে বলিয়াছেন। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেবতারা মনুষ্যগণের ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্বেষভাবে প্রেরিত হইয়া কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। ৫

যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারযুগল কামনার বশীভূত হইয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তো পাণ্ডুপুত্রগণকে কখনও দুঃখভোগই করিতে হইত না। ৬

ভারত! অতএব আপনি কোনপ্রকারেই এরূপ চিন্তা করিবেন না; কারণ, দেবগণ সর্ব্বদা দিব্য ভাব—শম প্রভৃতিরই অপেক্ষা করেন (কাম, ক্রোধাদি আসুরিক ভাবের অপেক্ষা করেন না)। ৭

তথাপি যদি কামনার বশবর্ত্তী হইয়া দেবগণের মধ্যে (দেবত্বের অভাব হওয়ায়) দ্বেষ ও লোভ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাদের সেই শক্তি কোন ক্রমেই আমাদের মধ্যে দেখাইতে পারিবে না; কারণ, দেবতার মধ্যে দৈবভাবেরই প্রাধান্য আছে। ৮

(ঐরূপ দৈববল তো আমার মধ্যেও আছে) যদি আমি অভিমন্ত্রিত করি, তবে অস্ত্রিদের সমগ্র লোককে ভস্ম করিয়া দিবার ইচ্ছায় প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক দগ্ধ করত প্রশমিত হইবেন। ৯

ভারত! যদি এরূপ কোন উৎকৃষ্ট তেজ থাকে, যাহাতে দেবগণ সদা যুক্ত থাকেন, তবে আমারও দেবগণ হইতেও অনুপম তেজ আছে—ইহা আপনি জানিয়া রাখুন। ১০

রাজন্! আমি সকল লোকের দৃষ্টিগোচরেই বিদীর্য্যমাণা পৃথিবী এবং বিদীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ পর্ব্বতশিখরসমূহও মন্ত্রবলে অভিমন্ত্রিত করত পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিতে পারি। ১১

এই চেতন-অচেতন ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে বিনাশের জন্য উৎপন্ন মহাকোলাহলকারী ভাস্কর শিলাবৃষ্টি অথবা প্রবল বায়ুবেগকেও আমি সদা সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়াবশতঃ সকলের সমক্ষেই শান্ত করিয়া দিতে পারি। ১২-১৩

স্তম্ভিতাবপ্সু গচ্ছন্তি ময়া রথ-পদাতয়ঃ।
দেবাসুরাণাং ভাবানামহমেকঃ প্রবর্তিতা ॥ ১৪
অক্ষৌহিণীভির্যান্ দেশান্ যামি কার্য্যেণ কেনচিৎ।
তত্রাশ্বা মে প্রবর্ত্তন্তে যত্র যত্রাভিকাময়ে ॥ ১৫
তত্রানকানি বিষয়ে ব্যালাদীনি ন সন্তি মে।
যত্নগুপ্তানি ভূতানি ন হিংসন্তি ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৬
নিকামবর্ষী পর্জন্যো রাজন্ বিষয়বাসিনাম্।
ধর্মিষ্ঠাশ্চ প্রজাঃ সর্বা ঈতয়শ্চ ন সন্তি মে ॥ ১৭
অশ্বিনাবথ বায়ুশ্চ মরুদ্ভিঃ সহ বৃত্রহা।
ধর্মশ্চৈব ময়া গুপ্তান্ নোৎসহন্তেঽভিরক্ষিতুম্ ॥ ১৮
যদি হ্যেতে সমর্থাঃ স্যুর্মদ্বিষস্থাতুমাহবে।
ন স্ম ত্রয়োদশ সমাঃ পার্থা দুঃখমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৯
নৈব দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
শক্তাস্ত্রাতুং ময়া গুপ্তাঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ২০
যদভিধ্যাম্যহং শশ্বচ্ছুভং বা যদি বাশুভম্।
নৈতদ্ বিপরিপূর্ণং মে মিত্রেষরিষু চোভয়োঃ ॥ ২১
ভবিষ্যতীদমিতি বা যদ্ ব্রবীমি পরন্তপ।
নান্যথা ভূতপূর্বঞ্চ সত্যবাগিতি মাং বিদুঃ ॥ ২২
লোকসাক্ষিকমেতন্মে মাহাত্ম্যং দিক্ষু বিশ্রুতম্।
আশ্বাসনার্থং ভবতঃ প্রোক্তং ন শ্লাঘয়া নৃপ ॥ ২৩
ন হ্যহং শ্লাঘনো রাজন্ ভূতপূর্বঃ কদাচন।
অসদাচরিতং হ্যেতৎ যদাত্মানং প্রশংসতি ॥ ২৪
পাণ্ডবাংশ্চৈব মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ কেকয়ৈঃ সহ।
সাত্যকিং বাসুদেবঞ্চ শ্রোতাসি বিজিতান্ ময়া ॥ ২৫
সরিতঃ সাগরং প্রাপ্য যথা নশ্যন্তি সর্বশঃ।
তথৈব তে বিনঙ্ক্ষ্যন্তি মামাসাদ্য মহারথাঃ ॥ ২৬

আমার দ্বারা স্তম্ভিত জলের উপর দিয়া রথ ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী যাইতে সমর্থ হইবে। একমাত্র আমিই দৈব ও আসুরিক শক্তিসমূহ প্রবর্তন করিতে পারি। ১৪

আমি যে কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে যে যে দেশসমূহে অনেক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যাইব, সেই সকল স্থানে যেখানে যেখানে আমার ইচ্ছা হইবে, সেই সব স্থানে আমার অশ্ব (অপ্রতিহত গতিতে) যাইতে পারিবে। ১৫

আমার রাজ্যে সর্পাদি ভয়ের জীব-জন্তু নাই। যদিও কোন ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকে, তবে তাহারাও আমার যত্নদ্বারা সুরক্ষিত জীব-জন্তুগণকে কখনও হিংসা করে না। ১৬

মহারাজ! আমার রাজ্যে ব্যবসায়ী প্রজাগণের জন্য মেঘ প্রচুর জলবর্ষণ করে, সকল প্রজাই ধর্মে তৎপর থাকে এবং আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব নাই। ১৭

যাহাদের উপর আমি দ্বেষ করি, উহাদের রক্ষা করিবার সাহস অশ্বিনীকুমারযুগল, বায়ু, অগ্নি, দেবগণের সহিত ইন্দ্র এবং ধর্মেরও নাই। ১৮

যদি ইহারা আমার শত্রুগণকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কুন্তীপুত্রগণ ত্রয়োদশ বর্ষকাল ধরিয়া দুঃখভোগ করিত না। ১৯

আজ আমি আপনাকে এই সকল সত্য করিয়া বলিতেছি, যে, আমি যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষসগণও রক্ষা করিতে পারিবেন না। ২০

আমি আমার শত্রু ও মিত্রগণের বিষয়ে শুভ এবং অশুভ যাহাই চিন্তা করি না কেন, তাহা পূর্ব্বে কখনও নিষ্ফল হয় নাই। ২১

শত্রুসন্তাপক মহারাজ! আমি যদি একবার বলিয়া দিই যে, ইহা এরূপ হইবে, তবে তাহা পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা হয় নাই। এজন্য সকল লোকে আমাকে সত্যবাদী বলিয়া জানে। ২২

রাজন্! আমার এই মাহাত্ম্য সকল লোকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং সমস্ত দিকেই উহা প্রসিদ্ধ আছে। আমি কেবল আপনাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যই এই বিষয়ে আলোচনা করিলাম—আত্মপ্রশংসা করিবার জন্য নহে। ২৩

মহারাজ! পূর্ব্বে কখনও আমি আত্মপ্রশংসা করি নাই; কারণ, আত্মপ্রশংসা করাকে অসজ্জন পুরুষের আচরণ বলা হয়। ২৪

আপনি কোন একদিন শুনিবেন যে, আমি পাণ্ডবগণকে, মৎস্যদেশের যোদ্ধাদিগকে, কেকয়গণের সহিত পাঞ্চালগণকে এবং সাত্যকি ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেও জয় করিয়াছি। ২৫

যেরূপ সমস্ত নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে, সেইরূপ এই পাণ্ডবাদি যোদ্ধারা আমার নিকট আসিলে নিজ কুলপরম্পরার সহিত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ২৬

পরা বুদ্ধিঃ পরং তেজো বীর্যঞ্চ পরমং মম।
পরা বিদ্যা পরো যোগো মম তেভ্যো বিশিষ্যতে ॥২৭
পিতামহশ্চ দ্রোণশ্চ কৃপঃ শল্যঃ শলস্তথা।
অস্ত্রেষু যৎ প্রজানন্তি সর্বং তন্ময়ি বিদ্যতে ॥ ২৮

ইত্যুক্তে সজয়ঃ ক্রুদ্ধঃ পপ্রচ্ছেদং ভারতঃ।
ভাষা যুযুৎসোঃ কার্ষ্ণ্যাণি প্রাপ্তকালমরিন্দম ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

আমার বুদ্ধি উত্তম, তেজ উৎকৃষ্ট, বল-পরাক্রম সর্বশ্রেষ্ঠ, বিদ্যা সর্বোৎকৃষ্টা এবং উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ সমস্ত বস্তুই আমার পাণ্ডবগণ অপেক্ষা অধিক ॥ ২৭

পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য ও শল— ইঁহারা অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ে যাহা কিছু জানেন, তৎসমস্তই আমার মধ্যে বর্তমান আছে ॥ ২৮

অরিন্দম জনমেজয়! দুর্যোধন এই কথা বলিলে তরত-বংশধর ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে সময়োচিত এই প্রশ্ন করিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে দুর্যোধনবাক্যবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্যাত্মপ্রশংসা, ভীষ্মেণ নিন্দিতস্য কর্ণস্য সভাত্যাগঃ, ভীষ্মেণ পুনঃ তস্য নিন্দা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তথা তু পৃচ্ছন্তমতীব পার্থং
বৈচিত্রবীর্য্যং তমচিন্তয়িত্বা।
উবাচ কর্ণো ধৃতরাষ্ট্রপুত্রং
প্রহর্ষয়ন্ সংসদি কৌরবাণাম্ ॥ ১

মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় ময়া নরেন্দ্রঃ
রামাৎ কৃতং ব্রহ্মময়ং পুরস্তাৎ।
বিজ্ঞায় তেনাস্মি তদৈবমুক্ত-
স্তে নান্তকালে প্রতিভাস্ততীতি ॥ ২

মহাপরাধে ক্ষপি যত্র তেন
মহর্ষিণাহং গুরুণা চ শপ্তঃ।
শক্তঃ প্রদগ্ধুং ক্ষপি ভিন্নতেজাঃ
সসাগরামপাবনিং মহর্ষিঃ ॥ ৩

প্রসাদিতঃ ক্ষন্তু ময়া মনোঽদ্য-
ঞ্চুক্রুষয়া স্বেন চ পৌরুষেণ।
তদস্তি চাস্ত্রং মম সাবশেষং
তস্মাৎ সমর্থোঽস্মি যমেষ ভারঃ ॥ ৪

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণের আত্মপ্রশংসা, ভীষ্মকর্তৃক নিন্দিত হইয়া কর্ণের সভাত্যাগ এবং ভীষ্মকর্তৃক পুনরায় তাহার নিন্দা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বিচিত্রবীর্যনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্বের ন্যায় কুন্তীকুমার অর্জুনের বিষয়ে বারংবার প্রশ্ন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কোনরূপ সম্মান না দেখাইয়াই কর্ণ কৌরবসভায় দুর্যোধনকে আনন্দিত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ১

রাজন্! আমি পূর্বে নিজেকে মিথ্যা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশুরামের নিকট হইতে যখন ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়া লইলাম, তখন তিনি আমার যথার্থ পরিচয় জানিয়া আমাকে এইরূপ বলিলেন,—কর্ণ! বিনাশকাল আসিলে তোমার এই ব্রহ্মাস্ত্র স্মৃতিপথে উদিত হইবে না ॥ ২

যদিও আমার দ্বারা সেই মহর্ষির মহাপরাধ সাধিত হইয়াছিল, তথাপি সেই গুরুদেব যে আমার উপর কোন তদ্বিষয়ক অভিশাপ দেন নাই, ইহাই আমার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ। অতএব সেই প্রচণ্ড তেজস্বী মহামুনি সমুদ্রসহ এই সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারেন ॥ ৩

আমি নিজ পুরুষার্থ ও সেবাশুশ্রূষাদ্বারা তাঁহার মনকে প্রসন্ন করিয়াছিলাম। সেই ব্রহ্মাস্ত্র আজও আমার নিকটেই আছে।

নিমেষমাত্রাৎ তমৃষেঃ প্রসাদ-
মবাপ্য পাঞ্চাল-করূষ-মৎস্যান্
নিহত্য পার্থান্ সহ পুত্র-পৌত্রৈ-
র্লোকানেষ্যে শত্রুজিতান্ প্রপৎস্যে ॥ ৫

পিতামহস্তিষ্ঠতু তে সমীপে
দ্রোণশ্চ সর্বে চ মহেষ্বাসমুখ্যাঃ ।
যথা প্রধানেন বলেন পত্না
পার্থান্ হনিষ্যামি নমেষ ভারঃ ॥ ৬

এবং ব্রুবন্তং তমুবাচ ভীষ্মঃ
কিং কত্থসে কালপরীতবুদ্ধে ।
ন কর্ণ জানাসি যথা প্রধানে
হতে হতাঃ স্যুর্ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাঃ ॥ ৭

যৎ খাণ্ডবং দাহয়তা কৃতঃ হি
কৃষ্ণদ্বিতীয়েন ধনঞ্জয়েন
ত্রয়ৈব তৎ কর্ম নিয়ন্তুনাথো
যুক্তস্ত্বয়া বৈ সহবান্ধবেন ॥ ৮

যাং চাপি শক্তিং ত্রিদশাধিপস্তে
প্রদৌ মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্রঃ ।
ভস্মীকৃতাং তাং সমরে বিশীর্ণাং
চক্রাহতাং দ্রক্ষ্যসি কেশবেন ॥ ৯

যস্তে শরঃ সর্পমুখো বিভাতি
সদাগ্র্যমাল্যৈর্মহিতঃ প্রযত্নাৎ ।
স পাণ্ডুপুত্রাভিহতঃ শরৌঘৈঃ
সহ ত্বয়া যাস্যতি কর্ণ নাশম্ ॥ ১০

বাণস্য ভৌমস্য চ কর্ণ হন্তা
কিরীটিনঃ ক্ষন্তি বাসুদেবঃ ।
যস্ত্বাদৃশানাঞ্চ বরীয়সাঞ্চ
হন্তা রিপূণাং তুমুলে প্রমাথে ॥ ১১

কর্ণ উবাচ ।

অসংশয়ং বৃষ্ণিপতির্যথোক্ত-
স্তথা চ তূষ্ণীংশ্চ ততো মহাত্মা ।
অন্যং যদুক্তঃ পরুষং তু কিঞ্চিৎ
পিতামহস্তস্য ফলং শৃণোতু ॥ ১২

আমার আয়ুও এখনও অবশিষ্ট আছে, সুতরাং আমি পাণ্ডবগণকে বধ করিতে সমর্থ। এই যুদ্ধের সমগ্র কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত করা হউক অথবা পাণ্ডবগণকে বধ করিবার ভার আমি গ্রহণ করিলাম। ৪

মহর্ষি পরশুরামের কৃপাপ্রসাদ পাইয়া আমি নিমেষকালের মধ্যেই পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগকে এবং পুত্র-পৌত্রগণের সহিত পাণ্ডবগণকে নিহত করিয়া শত্রুজয়ী জিতলোকসমূহে গমন করিব। ৫

পিতামহ ভীষ্ম আপনার নিকটেই রহিয়াছেন, আচার্য্য দ্রোণ এবং সমস্ত মুখ্য মুখ্য ভূপালগণও আপনার নিকটে আছেন। আমি নিজ প্রধান সৈন্যগণের সহিত যাইয়া একাকীই সকল কুন্তীপুত্রগণকে সংহার করিব। ইহার সমস্ত ভার আমার উপর রহিল। ৬

কর্ণকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন,—কর্ণ! নিজের বীরত্বের প্রশংসা করিতেছ কেন? মনে হইতেছে—কাল তোমার বুদ্ধিকে গ্রাস করিয়াছে। তুমি কি ইহা জানিতে পারিতেছ না যে, যুদ্ধে তোমার ন্যায় প্রধান বীর নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই হতপ্রাণ হইয়া পড়িবে? ৭

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন খাণ্ডবদাহ করিবার সময় যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, উহা শুনিয়াই বান্ধবগণসহ তোমার নিজ মনকে সংযত রাখা উচিত ছিল। ৮

দেবরাজ মহাত্মা ভগবান্ দেবেন্দ্র তোমাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই শক্তি ভগবান্ কেশবকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত চক্রে আহত হইয়া যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন এবং নষ্ট হইবে—ইহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। ৯

কর্ণ! তোমার নিকট যে সর্পমুখ বাণ প্রকাশিত আছে এবং তুমি যাহাকে বহু সহকারে নিত্য পুষ্পমালা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপচারদ্বারা পূজা কর, সেই বাণ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া তোমার সহিতই নাশপ্রাপ্ত হইবে। ১০

কর্ণ! বাণাসুর ও ভৌমাসুরকে বিনষ্টকারী বজ্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনকে রক্ষা করিতেছেন, যিনি তোমার ন্যায় এবং তোমার অধিক বীর প্রবল শত্রুকেও অনায়াসে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ। ১১

কর্ণ বলিলেন,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বৃষ্ণিকুলপতি মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রভাব বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেইরূপই। কিন্তু তাহা হইতেও অধিক বলশালী বা

অস্ত্রাণি শস্ত্রাণি ন জাতু সংখ্যে
পিতামহো ব্রক্ষ্যতি মাং সভায়াম্।
যদি প্রশান্তে তু মম প্রতাপং
ব্রক্ষ্যন্তি সর্বে ভুবি ভূমিপালাঃ ॥ ১৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা স মহাধনুষ্মান্
হিত্বা সভাং স্বং ভবনং জগাম।
ভীষ্মস্তু দুর্যোধনমেব রাজন্
মধ্যে কুরূণাং প্রহসন্নুবাচ ॥ ১৪
সত্যপ্রতিজ্ঞঃ কিল সূতপুত্র-
স্তথা স ভারং বিষহেত কস্মাৎ।
ব্যূহং প্রতিব্যূহ্য শিরাংসি ভিত্ত্বা
লোকক্ষয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ ॥ ১৫
আবন্ত্য-কালিঙ্গ-জয়দ্রথেষু
চেদিষ্বজে তিষ্ঠতি বাহ্লিকে চ।
অহং চনিষ্যামি সদা পরেষাং
সহস্রশশ্চাদ্ভুতশ্চ যোধান্ ॥ ১৬
যদৈব রামো ভগবন্তমিন্দ্রং
ব্রহ্ম ব্রুবাণঃ কৃতবাংস্তদস্ত্রম্।
তদৈব ধর্মশ্চ তপশ্চ নষ্টং
বৈকর্তনস্যাধমপূরুষস্য ॥ ১৭
তথোক্তবাক্যে নৃপতীন্ ভীষ্মে
নিক্ষিপ্য শস্ত্রাণি গতে চ কর্ণে।
বৈচিত্রবীর্যস্য সুতোঽল্পবুদ্ধি-
র্দুর্যোধনঃ শান্তনবং বভাষে ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি কর্ণ-ভীষ্মবাক্যে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

প্রভাবশালী ব্যক্তি এ লোকে আছেন। আপনি আমার উপর আজ যে কটূবাক্য প্রয়োগ করিলেন, ইহার পরিণাম যে কি হইবে—তাহা পিতামহ ভীষ্ম আপনি প্রত্যক্ষ করুন ॥ ১২

আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া দিলাম। আর কখনও পিতামহ আমাকে এই সভাতে বা যুদ্ধ ভূমিতে দেখিতে পাইবেন না। ভীষ্ম! আপনি শান্ত হইলে এই সকল ভূপতিগণ রণক্ষেত্রে আমার প্রভাব প্রত্যক্ষ করিবেন ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ সভা ত্যাগ করিয়া নিজ ভবনে চলিয়া যাইলেন। সেই সময় ভীষ্ম কৌরবসভা মধ্যে উচ্চ হাস্য করিতে করিতে দুর্যোধনকে বলিলেন ॥ ১৪

সূতপুত্র কর্ণ কিরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ, সে পলায়ন করিল (পূর্বে পাণ্ডবগণকে জয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন যুদ্ধের প্রারম্ভেই পলায়ন করিল), এইরূপ গুরুতর ভার সে কিরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হইত? এখন তোমরা পাণ্ডব সৈন্যগণের ব্যূহের সম্মুখীন হইবার জন্য নিজ সৈন্যের ব্যূহ রচনা করতে যুদ্ধ কর এবং পরস্পর একে অপরের মস্তক ছেদন করত ভীমসেনের হস্তে সমস্ত লোককে ধ্বংস হইতে দেখ ॥ ১৫

(কর্ণ বলিয়াছিল—) অবন্তীদেশাধিপতি, কলিঙ্গরাজ, জয়দ্রথ, চেদিশ্রেষ্ঠ বীর এবং বাহ্লীক অবস্থান করিলেও আমি সর্বদা একাকীই শত্রু সৈন্যগণের সহস্র শত অদ্ভুত যোদ্ধাদিগকে সংহার করিব ॥ ১৬

যে সময় অনিন্দনীয় ভগবান্ পরশুরামের নিকট কর্ণ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নরাধম সূতপুত্রের ধর্ম ও তপস্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! যখন ভীষ্ম এই কথা বলিতেছিলেন এবং কর্ণ শস্ত্রসমূহ ত্যাগ করত চলিয়া গেলেন, সেই সময় মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে কর্ণ-ভীষ্মবাক্যবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দুর্যোধনস্য স্বপক্ষপ্রাবল্যবর্ণনম্, বিদুরেণ দমস্য প্রশংসা চ।]

দুর্যোধন উবাচ।

সদৃশানাং মনুষ্যেষু সর্বেষাং তুল্যজন্মনাম্।
কথমেকান্ততস্তেষাং পার্থানাং নঙ্ক্ষসে জয়ম্ ॥ ১

বয়ঞ্চ তেঽপি তুল্যা বৈ বীর্যেণ চ পরাক্রমৈঃ।
সত্ত্বেন বয়সা চৈব প্রাতিভেন শ্রুতেন চ ॥২

অস্ত্রেণ যোধযুগ্যা চ শীঘ্রত্বে কৌশলে তথা।
সর্বে স্ম সমজাতীয়াঃ সর্বে মানুষযোনয়ঃ ॥ ৩

পিতামহ বিজানীষে পার্থেষু বিজয়ং কথম্।
নাহং ভবতি ন দ্রোণে ন কৃপে ন চ বাহ্লিকে ॥৪

অস্ত্রেষু চ নরেন্দ্রেষু পরাক্রম্য সমারভে।
অহং বৈকর্তনঃ কর্ণো ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে ॥ ৫

পাণ্ডবান্ সমরে পঞ্চ হনিষ্যামঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ততো রাজন্ মহাযজ্ঞৈর্বিবিধৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ৬

ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়িষ্যামি গোভিরন্নৈর্ধনেন চ।
যদা পরিকরিষ্যন্তি ঐণেয়ানিব তন্তুনা।
অতরিত্রানিব জলে বাহুভির্বামকা রণে ॥ ৭

পশ্যন্তস্তে পরাংস্তত্র রথ-নাগসমাকুলান্।
তদা দর্পং বিমোক্ষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ স চ কেশবঃ ॥ ৮

বিদুর উবাচ।

ইহ নিঃশ্রেয়সং প্রাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ দমো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯

তস্য দানং ক্ষমা সিদ্ধির্যথাবদুপপদ্যতে।
দমো দানং তপো জ্ঞানমধীতং চানুবর্ততে ॥ ১০

দমস্তেজো বর্ধয়তি পবিত্রং দম উত্তমম্।
বিপাপ্মা বৃদ্ধসেবাস্তু পুরুষো বিন্দতে মহৎ ॥ ১১

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনকর্তৃক স্বপক্ষের প্রবলতা বর্ণন এবং বিদুরের দমের মহিমাকথন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—পিতামহ! মনুষ্যসমাজে আমরা এবং পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই শিক্ষাদীক্ষায় সমান, আমাদের জন্মও একই কুলে হইয়াছে; তথাপি আপনি কিরূপে মনে করিতেছেন যে, যুদ্ধে কুন্তীপুত্রগণেরই বিজয় হইবে? ১

বল, পরাক্রম, সমবয়স্কতা, প্রতিভা ও শাস্ত্রজ্ঞান—এ সমস্ত গুণেই আমরা ও পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই সমান। ২

অস্ত্রবল, যোদ্ধাগণের সংগ্রহ, হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা এবং যুদ্ধের কৌশলে আমরা উভয় পক্ষই সমান, আমরা উভয় পক্ষই তুল্য জাতীয় এবং আমরা সকলেই মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি। ৩

পিতামহ! এরূপ অবস্থাতেও আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন যে, কুন্তীপুত্রগণেরই বিজয় হইবে? আমি আপনার এবং দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বাহ্লীক ও অন্য রাজগণের পরাক্রমের অপেক্ষা রাখিয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ করি নাই।

আমি, বিকর্তনপুত্র কর্ণ এবং আমার ভ্রাতা দুঃশাসন—আমরা তিনজনেই মিলিত হইয়া যুদ্ধে পঞ্চ পাণ্ডবকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা নিহত করিব।

রাজন্! তারপর প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত গো, অন্ন ও ধনদান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিব। ৪-৬

যেরূপ ব্যাধ হরিণ-শাবকগণকে জালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ করিতে থাকে এবং জলের প্রবাহ যেরূপ কর্ণধাররহিত নৌকারোহী ব্যক্তিগণকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ যখন আমার সৈন্যগণ নিজ বাহুবলে পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিবে, সেই সময় রথ ও হস্তী প্রভৃতিতে পূর্ণ আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ সকলেই নিজ নিজ অহঙ্কার ত্যাগ করিবে। ৭-৮

বিদুর বলিলেন:—কার্যের পরিণতিবিষয়ে নিশ্চয়ে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ পুরুষগণ বলেন—দমই (ইন্দ্রিয়সংযমই) কল্যাণের পরম সাধন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে তো ইহা অত্যাবশ্যক; কারণ, ইহাই সনাতন ধর্ম। ৯

যে ব্যক্তি দমশীল গুণে যুক্ত, তাঁহার দান, ক্ষমা ও সিদ্ধির যথার্থ ফল লাভ হয়; কারণ, দমই দান, তপস্যা জ্ঞান ও স্বাধ্যায় সম্পাদন করে॥ ১০

দম তেজকে বৃদ্ধি করে। দম পবিত্র ও উত্তম সাধন। দমের দ্বারা নিষ্পাপ এবং বর্ধিত তেজঃসম্পন্ন পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ১১

ক্রব্যাদা ইব ভূতানামদাস্তেভ্যঃ সদা ভয়ম্।
বেষাঞ্চ প্রতিষেধার্থং কৃতঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১২
আশ্রমেষু চতুর্থেষু গৃহস্থমেবোত্তমং ব্রতম্।
তস্য লিঙ্গং প্রবক্ষ্যামি যেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥ ১৩
ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জবম্।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দৈর্ঘ্যং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৪
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ শ্রদ্দধানতা।
এতানি যস্য রাজেন্দ্র স দান্তঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫
কামো লোভশ্চ দর্পশ্চ মদ্যনিদ্রা বিকত্থনম্।
মান ঈর্ষ্যা চ শোকশ্চ নৈতদ্ দান্তস্য লক্ষণম্ ॥ ১৬
অশিক্ষমনঠং শুদ্ধমেতদ্ দান্তস্য লক্ষণম্ ॥ ১৬
অলোলুপস্তপাপেক্ষুঃ কামানামবিচিন্তিতা।
সমুদ্রকল্পঃ পুরুষঃ স দান্তঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৭

সুব্রতঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিন্ বুধঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং তৃপ্তিং প্রেত্য গচ্ছতি ॥ ১৮
অভয়ং যস্য ভূতেভ্যঃ সর্বেষামভয়ং ততঃ।
স বৈ পরিগতপ্রজ্ঞঃ প্রখ্যাতো মনুজোত্তমঃ ॥ ১৯
সর্বভূতহিতো মৈত্রস্তস্মাদ্বিজতে জনঃ।
সমুদ্র ইব গম্ভীরঃ প্রজ্ঞাতৃপ্তঃ প্রশাম্যতি ॥ ২০
কর্মণাচরিতং পূর্বং সদ্ভিরাচরিতঞ্চ যৎ।
তদেবাস্থায় মোদন্তে দান্তাঃ শমপরায়ণাঃ ॥ ২১
নৈষ্কর্ম্যং বা সমাস্থায় জ্ঞানতৃপ্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কালাকাঙ্ক্ষী চরল্লোকে ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২২
শকুনীনামিবাকাশে পদং নৈবোপলভ্যতে।
এবং প্রজ্ঞানতৃপ্তস্য মুনের্বর্ত্ম ন দৃশ্যতে ॥ ৩

যেরূপ মাংসভোজী হিংস্র পশুগণ হইতে সকল জীবই সর্ব্বদা ভীত হয়; সেইরূপ অদান্ত (অসংযমী) ব্যক্তিগণ হইতে সমস্ত প্রাণীরই সদা ভয় থাকে। সেই সকল অসংযমী পুরুষগণকে দুষ্কর্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই স্বয়ং বিধাতা ক্ষমাদি-জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১২

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমে গৃহস্থকেই (সংযমকেই) উত্তম ব্রত বলা হইয়াছে। এই দম যে পুরুষগণের অভ্যাসে আসিয়া তাঁহাদের অনুরাগের কারণ হয়, তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশিত গুণাবলির কথা আমি এখন বলিতেছি ॥ ১৩

রাজেন্দ্র! যে পুরুষগণের মধ্যে ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধীরতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, উদারতা, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা—এই গুণগুলি বিদ্যমান, সেই পুরুষদিগকে দান্ত (ইন্দ্রিয়বিজয়ী) বলা হয় ॥ ১৪-১৫

দান্ত পুরুষ কাম, লোভ, অভিমান, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মপ্রশংসা, মান, ঈর্ষ্যা ও শোক—এই দুর্গুণসমূহকে নিজের নিকট আসিতে দেন না। কুটিলতা ও শঠতার অভাব এবং আত্মশুদ্ধি—ইহাই দান্ত পুরুষের লক্ষণ ॥ ১৬

যে ব্যক্তি নির্লোভ, অতি অল্পগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, ভোগচিন্তা হইতে বিরত থাকেন এবং সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, সেই ব্যক্তিকেই দান্ত বলা হয় ॥ ১৭

যে ব্যক্তি সদাচারী, ধীমান্, প্রসন্নচিত্ত এবং আত্মজ্ঞানী বিদ্বান্, সেই ব্যক্তি এ জগতে সম্মান লাভ করত মৃত্যুর পর উত্তম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১৮

যিনি সমস্ত প্রাণী হইতে অভয় লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট হইতে সকল প্রাণীই অভয়লাভ করিয়াছে, সেই পরিণত-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯

যিনি সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী ও সকলের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন, তাঁহার নিকট হইতে কোন মানুষই উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না। যিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানরূপ অমৃতে তৃপ্ত, তিনিই পরম শান্তিভাগী হন ॥ ২০

কর্ত্তব্য কর্মরূপে যাহার আচরণ করা হইয়াছে এবং সজ্জনগণ যাহার আচরণ করিয়াছেন, তাহাকে নিজের কর্ত্তব্য কর্মরূপে স্থির করিয়া অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযমকারী পুরুষ সদা আনন্দিত থাকেন ॥ ২১

অথবা জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত জিতেন্দ্রিয় যে পুরুষ নৈষ্কর্ম্যের আশ্রয় লইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনাসক্তভাবে মনুষ্যলোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের চরণ-চিহ্ন দেখা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানানন্দে তৃপ্ত মুনির মার্গ দৃষ্টিগোচর হয় না অর্থাৎ তাঁহারা কিভাবে মনুষ্যলোকে বিচরণ করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ॥ ২৩

উৎসৃজ্যৈব গৃহান্ যস্তু মোক্ষমেবাভিমন্যতে।
লোকাস্তেজোময়াস্তাত ধ্রুবস্তস্য শাশ্বতা দিবি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি যানসন্ধিপর্ব্বণি বিদুরবাক্যে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

যিনি গৃহাশ্রম ত্যাগ করত মোক্ষেরই অধিক সমাদর করেন, তাঁহার দ্যুলোকে তেজোময় সনাতন স্থানপ্রাপ্তি হয় ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্ব্বে বিদুরবাক্যবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[জ্ঞাতিভিঃ সহ কলহেন হানিবিষয়মুল্লিখ্য বিদুরস্য সন্ধিস্থাপনায় ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি উপদেশবাক্যম্।]

বিদুর উবাচ।

শকুনীনামিহার্থায় পাশং কূমাবযোজয়ৎ।
কশ্চিচ্ছাকুনিকস্তাত পূর্ব্বেষামিতি শুশ্রুম ॥ ১

তস্মিন্ দ্বৌ শকুনৌ বদ্ধৌ যূথপং সহচারিণৌ।
তাবুপাদায় তং পাশং জগ্মতুঃ খচরাবুভৌ ॥ ২

তৌ বিহায়সমাক্রান্তৌ দৃষ্ট্বা শাকুনিকস্তদা।
অন্বধাবদনির্ব্বিণ্ণো যেন যেন স্ম গচ্ছতঃ ॥ ৩

তথা তমনুধাবন্তং মৃগয়ুং শকুনাধিনম্।
আশ্রমস্থো মুনিঃ কশ্চিদ্ দদর্শাথ কৃতাহ্নিকঃ ॥ ৪

তাবন্তরিক্ষগৌ শৌরিমনুযান্তং মহীচরম্।
শ্লোকেনানেন কৌরব্য পপ্রচ্ছ স মুনিস্তদা ॥ ৫

বিচিত্রমিদমাশ্চর্য্যং মৃগয়ন্ প্রতিভাতি মে।
প্লবমানৌ হি খচরৌ পদাতিরনুধাবসি ॥ ৬

শাকুনিক উবাচ।

পাশমেকমুভাবেতৌ সহিতৌ হরতো মম।
যত্র বৈ বিবদিষ্যেতে তত্র মে বশমেষ্যতঃ ॥ ৭

বিদুর উবাচ।

তৌ বিবাদমনুপ্রাপ্তৌ শকুনৌ মৃত্যুসন্ধিতৌ।
বিগৃহ্য চ সুতুর্ব্বুদ্ধী পৃথিব্যাং সন্নিপেততুঃ ॥ ৮

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

[জ্ঞাতিগণের সহিত কলহে হানির কথা বলিয়া বিদুরের সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ বাক্য।]

বিদুর বলিলেন,—তাত! আমি পূর্ব্ব পুরুষগণের মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম যে, কোন সময়ে এক পক্ষিহন্তা (পক্ষিশিকারী) পক্ষিগণকে ধরিবার জন্য একটি পাশ (জাল) ভূতলে পাতিয়া রাখিয়াছিল ॥ ১

সেই পাশে দুইটি এরূপ পক্ষী পতিত হইয়াছিল; যাহারা সদা এক সঙ্গে উড়িত এবং বিচরণ করিত। সেই জালে পতিত দুই পক্ষী সেই জাল লইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল ॥ ২

পক্ষিহন্তা সেই দুই পক্ষীকে আকাশে উড়িতে দেখিয়াও কোনরূপে বিচলিত না হইয়া তাহারা যেদিকে যেদিকে গমন করিতে লাগিল, সে-ও সেই সেই দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩

সেই দিনে উক্ত বনে কোন এক মুনি বিরাজমান ছিলেন, যিনি সেই সময় নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম করত আশ্রমে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পক্ষী দুইটিকে ধরিবার জন্য উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান সেই ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪

কুরুনন্দন! আকাশচারী পক্ষী দুইটির পশ্চাতে পশ্চাতে ভূতলে পদদ্বারা অনুধাবনকারী সেই ব্যাধকে মুনি নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৫

অরে ব্যাধ! আমার এই বিষয়টি অত্যন্ত বিচিত্র ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী দুইটির পশ্চাতে পশ্চাতে এই ভূতলে পাদদ্বারা কেন দৌড়াইতেছ? ॥ ৬

পক্ষিহন্তা ব্যাধ বলিল,—মুনে! এই দুইটি পক্ষী উভয়ে মিলিত হইয়াছে, সেইজন্য আমার একমাত্র জালটি লইয়া পলাইতেছে। তারপর ইহারা যখন উভয়ে কলহ আরম্ভ করিবে, তখনই আমার বশীভূত হইয়া পড়িবে ॥ ৭

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর কিছুকাল পরে কালের বশবর্ত্তী হইয়া সেই দুইটি দুর্ব্বুদ্ধি পক্ষী উভয়ে কলহ আরম্ভ করিল এবং বিবাদ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৮

তৌ যুধ্যমানৌ সংরব্ধৌ মৃত্যুপাশবশানুগৌ।
উপস্থত্যাপরিজ্ঞাতো জগ্রাহ মৃগহা তদা ॥ ৯
এবং যে জ্ঞাতয়েঽর্থেষু মিথো গচ্ছন্তি বিগ্রহম্।
তেঽমিত্রবশমায়ান্তি শকুনাবিব বিগ্রহাৎ ॥ ১০
সম্ভোজনং সংকথনং সম্প্রশ্নেঽথ সমাগমঃ।
এতানি জ্ঞাতিকার্য্যাণি ন বিরোধঃ কদাচন ॥ ১১
যে স্ম কালে সুমনসঃ সর্বে বৃদ্ধানুপাসতে।
সিংহগুপ্তমিবারণ্যমপ্রধৃষ্যা ভবন্তি তে ॥ ১২
যেঽর্থৈর্ন সন্তর্পয়িতা দীনা ইব সমাসতে।
শ্রিয়ং তে সম্প্রযচ্ছন্তি দ্বিষতো ভরতর্ষভ ॥ ১৩
ধূমায়ন্তে ব্যপেতানি জ্বলন্তি সহিতানি চ।
ধৃতরাষ্ট্রোল্মুকানীব জ্ঞাতয়ো ভরতর্ষভ ॥ ১৪

ইদমন্যৎ প্রবক্ষ্যামি যথা দৃষ্টং গিরৌ ময়া।
শ্রুত্বা তদপি কৌরব্য যথা প্রেক্ষস্তথা কুরু ॥
বয়ং কিরাতৈঃ সহিতা গচ্ছামো গিরিমুত্তমম্।
ব্রাহ্মণৈর্বৈকলৈশ্চ বিদ্যাজপ্যকথাতিকৈঃ ॥ ১৬
কুঞ্জরূতং গিরিং সর্বমভিতো গন্ধমাদনম্।
দীপ্যমানৌষধিগণং সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতম্ ॥ ১৭
তত্রাপশ্যাম বৈ সর্বে মধু পীতকমাক্ষিকম্।
মক্ষপ্রপাতে বিষমে নিবিষ্টং কুণ্ডসম্মিতম্ ॥ ১৮
আশীবিষৈ রক্ষ্যমাণং কুবেরস্যাপ্রিয়ং ভুবম্।
যং প্রাপ্য পুরুষো মর্ত্যোঽপামরত্বং নিযচ্ছতি ॥ ১৯
অচক্ষুর্জায়তে চক্ষুষ্মান্ ভবতি বৈ যুবা।
ইতি তে কথয়ন্তি স্ম ব্রাহ্মণা জপ্যসাধকাঃ ॥ ২০

যখন মৃত্যুপাশে বশীভূত পক্ষী দুইটি অত্যন্ত মুগ্ধিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ (লড়াই) করিতেছিল, তখন সেই ব্যাধ ধীরে ধীরে তাহাদের অজ্ঞাতসারে, নিকটে আসিয়া পক্ষী দুইটিকে ধরিয়া ফেলিল ॥৯

এইরূপ যে জ্ঞাতিগণ ধনসম্পত্তির জন্য পরস্পর কলহ করে, তাহারা যুদ্ধ করত এই দুই পক্ষীর ন্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া পড়ে ॥ ১০

একত্রে উপবেশন করত ভোজন করা, পরস্পর প্রীতির সহিত বার্তালাপ করা, পরস্পর কুশল প্রশ্ন করা এবং সর্বদা মিলিতভাবে থাকা—জ্ঞাতিগণের ইহাই কর্ম, পরস্পর বিরোধ করা উচিত নয় ॥ ১১

যে সকল শুদ্ধাশয় মহৎ সময়ে সময়ে বৃদ্ধগণের সেবাশুশ্রূষা করেন, তাহার সিংহ কর্তৃক সুরক্ষিত বনের ন্যায় অন্যের পক্ষে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠেন (শত্রু তাঁহাদের নিকট আসিতেই সাহস পায় না) ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহারা ধনলাভ করিয়াও সদা দীনগণের ন্যায় তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া বাস করে, তাহারা (পরস্পর কলহ করত) নিজ সম্পত্তি শত্রুগণকেই দিয়া থাকে ॥ ১৩

ভরতকুলভূষণ ধৃতরাষ্ট্র! যেরূপ প্রজ্বলিত কাষ্ঠসমূহকে পৃথক্ করিয়া দিলে তাহারা আর প্রজ্বলিত হইতে পারে না, কেবল ধূম উদ্গিরণ করে ও পরস্পর মিলিত হইলে আবার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ পরস্পর বিবাদের ফলে যদি পৃথক্ হইয়া যায়, তবে তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে; তারপর আবার যখন তাহারা পরস্পর সংহতি হয়রা মিলিত হয়, তখন তাহারা পুনরায় তেজস্বী ও বলবান্ হয় ॥ ১৪

কৌরবনন্দন! পূর্বে কোন এক পর্বতে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তদনুসারে আমি অন্য এক বৃত্তান্ত বলিতেছি। ইহাও শুনিয়া আপনি যেরূপে নিজের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই করিবেন ॥ ১৫

কোন একদিন আমি বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কিরাতদের সহিত উত্তরদিকে স্থিত গন্ধমাদন পর্বতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্র-যোগিতপ বিদ্যা ও ওষধিসমূহের সাধনাদির বিষয়ে অধিক চিন্তা ছিলেন ॥ ১৬

এই গন্ধমাদন পর্বতের সর্বত্র বিকট বৃক্ষের ন্যায় মনে হইতেছিল। সেখানে দিব্য ওষধিসমূহ প্রকাশিত ছিল এবং সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ ঐ পর্বতে বাস করিতেছিলেন ॥ ১৭

সেখানে আমরা সকলে গেলাম—পর্বতের এক দুর্গম গুহায় যেখানে কোন কিছুই দেখা যায় না বলিয়া পতনের সম্ভাবনাই অধিক, সেখানে একটি মধুকোষ ছিল। তাহা মক্ষিকাগণ কর্তৃক নির্মিত নহে। উহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল এবং দেখিতে কলসের তুল্য বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১৮

ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পগণ ঐ মধু রক্ষা করিতেছিল। এই মধু কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ঐ মধু দেখিয়া আমার সঙ্গে স্থিত উষধ-সাধক ব্রাহ্মণগণ বলিতে লাগিলেন, এই মধু পান করত মরণশীল মানুষও অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ইহা পান করিলে অন্ধেরও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে এবং বৃদ্ধগণও যুবক হন ॥ ১৯-২০

ততঃ কিরাতাস্তং দৃষ্ট্বা প্রার্থয়ন্তো মহীপতে।
বিনেতুর্বিষমে তস্মিন্ সর্পে গিরিগহ্বরে ॥ ২১
তথৈব তব পুত্রোঽয়ং পৃথিবীমেক ইচ্ছতি।
মধু পশ্যতি সম্মোহাৎ প্রপাতং নানুপশ্যতি ॥ ২২
দুর্যোধনো যোদ্ধুমনাঃ সমরে সব্যসাচিনা।
ন চ পশ্যামি তেজোঽস্য বিক্রমং বা তথাবিধম্ ॥ ২৩
একেন রথমাস্থায় পৃথিবী যেন নির্জিতা।
ভীষ্ম-দ্রোণপ্রভৃতয়ঃ সমৃদ্ধাঃ সাধুধায়িনঃ ॥ ২৪
বিরাটনগরে ভদ্রাঃ কিং তত্র তব দৃশ্যতাম্।
প্রতীক্ষমাণো যো বীরঃ ক্ষমতে বীক্ষিতং তব ॥ ২৫
দ্রুপদো মৎস্যরাজশ্চ সংক্রুদ্ধশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
ন শেষয়েয়ুঃ সমরে বায়ুযুক্তা ইবাগ্নয়ঃ ॥ ২৬
অত্রে কুরুষ রাজানং ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরম্।
যুধ্যতোহি ধরোর্যুক্তে নৈকান্তেন ভবেজ্জয়ঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি বিদুরবাক্যে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

মহারাজ! সেই সময় ঐ মধুর অদ্ভুত কথা শুনিয়া এবং উহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া কিরাতগণ উহা পান করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সর্পপূর্ণ সেই পর্বত গুহায় যাইয়া তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইল। ২১

সেইরূপ আপনার এই পুত্র দুর্যোধন একাকীই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিতে চাহে। সে মোহবশে কেবল মধুই দেখিতে পাইতেছে, ভাবী পতন বা বিনাশের দিকে তাহার দৃষ্টি যাইতেছে না। ২২

দুর্যোধন রণস্থলে সব্যসাচী অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমি ইহার মধ্যে অর্জুনের ন্যায় তেজ ও পরাক্রম দেখিতে পাইতেছি না। ২৩

যে বীর একাকীই উপবিষ্ট হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়াছে, বিরাটনগরে গত ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি উত্তম যোদ্ধাদিগকেও ভীত করিয়া যে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে, তাহার সম্মুখে আপনার পুত্র কি পরাক্রম দেখাইবে? ইহা আপনি পর্যালোচনা করুন। আজও সেই বীর আপনার হিতভাপূর্ণ দৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে এবং আপনার আজ্ঞায় সে কৌরবগণের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবে। ২৪-২৫

রাজা দ্রুপদ, মৎস্যপতি বিরাট এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অর্জুন—এই তিন জন বায়ুর সাহায্যে প্রজ্বলিত ত্রিবিধ (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়) অগ্নির ন্যায় যখন যুদ্ধে আক্রমণ করিবেন, তখন কাহাকেও জয় না করিয়া ত্যাগ করিবেন না। ২৬

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন; কারণ, যুদ্ধ যদি আরম্ভ হয়, তবে উভয়পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষের যে জয় হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে বিদুরের বাক্যবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দুর্যোধনং প্রবোধয়িতুং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রচেষ্টা]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দুর্যোধন বিজানীহি যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি পুত্রক।
উৎপথং মন্যসে মার্গমনভিজ্ঞশ্চ ইবাধ্বগঃ ॥ ১
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং যং তেজঃ প্রজিহীর্ষসি।
পঞ্চানামিব ভূতানাং মহতাং লোকধারিণাম্ ॥ ২

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[দুর্যোধনকে বুঝাইতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র দুর্যোধন! আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা তুমি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। পথ-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় তুমি আজ কুপথকেও সুপথ বলিয়া মনে করিতেছ। ১

কারণ, সমগ্র লোকের আধারস্বরূপ পঞ্চ মহাভূতসদৃশ পঞ্চ পাণ্ডবের তেজ হরণ করিতে চাহিতেছ। ২

যুধিষ্ঠিরং হি কৌন্তেয়ঃ পরং ধর্মমনুস্থিতম্।
পরাং গতিমসম্প্রেক্ষ্য ন বঃ হেতুমিহার্হসি ॥ ৩
ভীমসেনঞ্চ কৌন্তেয়ং যস্য নাস্তি সমো বলে।
প্রান্তকং তর্জয়সে মহাবাতমিব দ্রুমঃ ॥ ৪
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং মেরুং শিখরিণামিব।
যুধি গাণ্ডীবধন্বানং কো নু যুধ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৫
দৃষ্টহায়শ্চ পাঞ্চাল্যঃ কমিবান্ত ন শাতয়েৎ।
শক্রমধ্যে শরান্ মুঞ্চন্ দেবরাডশনীমিব ॥ ৬
সাত্যকিশ্চাপি দুর্ধর্ষঃ সম্মতোঽন্ধক-বৃষ্ণিষু।
ধ্বংসয়িষ্যতি তে সেনাং পাণ্ডবেষ্বহিতে রতঃ ॥ ৭
যঃ পুনঃ প্রতিমানেন ত্রীঁল্লোকানতিরিচ্যতে।
তং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকাক্ষং কো নু যুধ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৮
একতো হ্যস্য দারাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ সবান্ধবাঃ।
আত্মা চ পৃথিবী চেয়মেকতশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৯
বাসুদেবোঽপি দুর্ধর্ষো যতাত্মা যত্র পাণ্ডবঃ।
অবিষহ্যঃ পৃথিব্যাপি তত্র বলং যত্র কেশবঃ ॥ ১০
তিষ্ঠ তাত সতাং বাক্যে হিতানামর্থবাদিনাম্।
বৃদ্ধং শান্তনবং ভীষ্মং তিতিক্ষস্ব পিতামহম্ ॥ ১১
মাঞ্চ ব্রুবাণং শৃণ্বন্ধ কুরূণামর্থদর্শিনম্।
দ্রোণং কৃপং বিকর্ণঞ্চ মহারাজঞ্চ বাহ্লিকম্ ॥ ১২
এতে হ্যপি যথৈবাহং মন্তব্যাস্তে ত্বয়া তথা।
সর্বে ধর্মবিদো নেতে তুল্যস্নেহাশ্চ ভারত ॥ ১৩
যৎ তদ্ বিরাটনগরে সহ ভ্রাতৃভিরগ্রতঃ।
উৎসৃজ্য গাঃ সুসন্তুষ্টঃ বলং তে সমশীর্যত ॥ ১৪
যচ্চৈব নগরে তস্মিন্ শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ পর্যাপ্তং তদ্বিদর্শনম্ ॥ ১৫

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এ সংসারে উত্তম ধর্মের আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছে। তুমি ইহাকে ত্যাগ না করিয়া তাহাকে জয় করিবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। ৩

যেরূপ বৃক্ষ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুকে সহ করিবার সাহস দেখায়, সেইরূপ তুমি যুদ্ধে কালের ন্যায় বিচরণকারী কুন্তীকুমার অতুলনীয় বলসম্পন্ন ভীমসেনকে তর্জন গর্জনে বশে আনিবার সাহস করিতেছ। ৪

যেরূপ পর্বতসমূহের মধ্যে মেরু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে? ৫

দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ পাঞ্চালরাজপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে কোন্ ব্যক্তিকে না ছিন্ন ভিন্ন করিবে? ৬

অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের সম্মাননীয় যোদ্ধা সাত্যকিও দুর্ধর্ষ বীর। সে সর্বদা পাণ্ডবগণের হিতের জন্য সমুৎসুক। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সে তোমার সমস্ত সৈন্যকেই সংহার করিয়া ফেলিবে। ৭

যিনি তুলনায় তিন লোককেই অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে? ৮

শ্রীকৃষ্ণের নিকট একদিকে তাঁহার স্ত্রী, জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণ এবং নিজের শরীর ও সমস্ত পৃথিবী, আর একদিকে একাকী অর্জুন (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য ইহাদের সকলকে ত্যাগ করিতে পারেন)। ৯

যেখানে সংযতাত্মা দুর্ধর্ষ বীর অর্জুন, সেখানেই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণও অবস্থান করেন এবং যে সৈন্য মধ্যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন সেই সৈন্যের বেগ সমস্ত ভূমণ্ডলের পক্ষেই অসহ্য ॥১০

তাত! তুমি বৃদ্ধপুরুষগণ ও তোমার পক্ষে হিতকর বাক্য যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কথামতে কার্য কর। বৃদ্ধ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তোমার পিতামহ। তুমি তাঁহার বাক্য সহ্য কর ॥ ১১

আমিও কৌরবগণের হিতের কথাই চিন্তা করি, অতএব আমার কথাও শ্রবণ কর। আচার্য দ্রোণ, কৃপ বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লীক—ইহারাও তোমার হিতৈষী; সুতরাং ইহাদিগকেও তুমি আমার ন্যায় সম্মান কর হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহারা সকলেই ধর্মজ্ঞ ও উভয়পক্ষের প্রতি সমানভাবে স্নেহ করেন। ১২-১৩

বিরাটনগরে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত যে সমস্ত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য গিয়াছিল, তাহারা সেখানে সমস্ত গোধন ত্যাগ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। সেই নগরে এক অর্জুনের বহু বীর যোদ্ধার সহিত যে অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল শুনা যায়, সেই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই (অর্জুনের প্রবলতায় ও অন্যের তাহার পক্ষে) যথেষ্ট। ১৪-১৫

অর্জুনস্তৎ তথাকার্ষীৎ কিং পুনঃ সর্ব এব তে।
স ভ্রাতৃনভিজানীহি বৃত্তা তং প্রতিপাদয় ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

দেখ, যদি একা অর্জুন এরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহারা যখন সকল ভ্রাতা মিলিত হইবে, তখন কি না করিতে পারিবে? অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে নিজের ভ্রাতা বলিয়াই জান এবং উহাদের বৃত্তি (বল) উহাদিগকে প্রদানকরত ভ্রাতৃস্নেহ বর্দ্ধন কর। ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ধৃতরাষ্ট্রবাক্যবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়স্যার্জুনসন্দেশ-কথনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা মহাপ্রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রঃ সুযোধনম্
পুনরেব মহাভাগঃ সঞ্জয়ং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ১
ব্রূহি সঞ্জয় যচ্ছেষং বাসুদেবাপনুত্তয়ে
যদর্জুন উবাচ ত্বাং পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ

বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
উবাচ কালে দুর্ধর্ষো বাসুদেবঞ্চ শৃণ্বতঃ। ৩
পিতামহং শান্তনবং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ সঞ্জয়।
দ্রোণং কৃপঞ্চ কর্ণঞ্চ মহারাজঞ্চ বাহ্লিকম্ ॥ ৪
দ্রৌণিঞ্চ সোমদত্তঞ্চ শকুনিং চাপি সৌবলম্।
দুঃশাসনং শলং চৈব পুরুমিত্রং বিবিংশতিম্ ॥ ৫
বিকর্ণং চিত্রসেনঞ্চ জয়ৎসেনঞ্চ পার্থিবম্।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্মুখং চাপি কৌরবম্ ॥ ৬
সৈন্ধবং দুঃসহং চৈব ভূরিশ্রবসমেব চ।
ভগদত্তঞ্চ রাজানং জলসন্ধঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৭
যে চাপ্যন্যে পার্থিবাস্তত্র যোদ্ধুং
সমাগতাঃ কৌরবাণাং প্রিয়ার্থম্।
মুমূর্ষবঃ পাণ্ডবাগ্নৌ প্রদীপ্তে
সমানীতা বার্তরাষ্ট্রেণ হোতুম্ ॥ ৮
যথাস্যাদ্বঃ কৌশলং বন্ধনঞ্চ
সমাগতা মদ্বচনেন বাচ্যাঃ।
ইদং ব্রূয়াঃ সঞ্জয় রাজমধ্যে
সুযোধনং পাপকৃতাং প্রধানম্ ॥ ৯

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্জুনের সংবাদ কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পরম বুদ্ধিমান্ মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

সঞ্জয়! তুমি বল—বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পর অর্জুন যে শেষ সংবাদ তোমাকে বলিয়াছে, উহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া দুর্জ্জয় বীর অর্জুন বাসুদেবকে শুনাইতে শুনাইতে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৩

সঞ্জয়! তুমি শান্তনুনন্দন পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য্য দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, মহারাজ বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, সুবলপুত্র শকুনি, দুঃশাসন, শল, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, রাজা জয়ৎসেন, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৌরবযোদ্ধা দুর্ম্মুখ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, দুঃসহ, ভূরিশ্রবা, রাজা ভগদত্ত, কূপাদ জলসন্ধ এবং অন্যান্য যে যে নরপতিবৃন্দ কৌরবগণের প্রিয় করিবার জন্য যুদ্ধের উদ্দেশে সেখানে একত্রিত হইয়াছেন, যাহাদের মৃত্যু অতি নিকটে, যাহাদিগকে দুর্য্যোধন পাণ্ডবরূপী প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে হোম করিবার জন্য আহ্বান করত আনিয়াছে, উহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আমার পক্ষ হইতে যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে প্রণামাদি করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। সঞ্জয়! তারপর সেই রাজগণের সভায় পাপাত্মাদিগের মধ্যে প্রধান, অদর্শিষ্ণু, দুর্ব্বুদ্ধি, পাপাচারী ও অত্যন্ত লোভী রাজকুমার দুর্য্যোধনকে এবং তাহার মন্ত্রিমণ্ডলীকে উৎকণ্ঠিত এই বাক্য শুনাইবে। ৪-১০

অমর্ষণং দুর্মতিং রাজপুত্রং
পাপাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং গুণজ্ঞম্।
সর্বং মমৈতদ্ বচনং সমগ্রং
সহামাত্যং সঞ্জয় শ্রাবয়েথাঃ ॥ ১০
এবং প্রতিষ্ঠাপ্য ধনঞ্জয়ো মাং
ততোঽর্থবদ্ ধর্মবচ্চাপি বাক্যম্।
প্রোবাচেদং বাসুদেবং সমীক্ষ্য
পার্থো বীরলোহিতাপাঙ্গতাম্রঃ ॥ ১১
যথা শ্রুতং তে বদতো মহাত্মনো
মধুপ্রবীরস্য বচঃ সমাহিতম্।
তথৈব বাচাং ভবতা হি মদ্বচঃ
সমাগতেষু ক্ষিতিপেষু সর্বশঃ ॥ ১২
শরাগ্নিধূমে রথনেমিনাদিতে
ধনুঃস্রুবেণাহবলপ্রসারিণা।
যথা ন তোনঃ ক্রিয়তে মহামুধে
সন্নেতা সর্বে প্রযতধ্বমাদৃতাঃ ॥ ১৩
ন চেৎ প্রযচ্ছধ্বমমিত্রঘাতিনে
যুধিষ্ঠিরস্য সমভীপ্সিতং স্বকম্।
নয়ামি বঃ সাশ্বপদাতিকুঞ্জরান্
নিশং পিতৃণামনিশাং নিতেঃ শরৈঃ ॥ ১৪
ততোঽহমামন্ত্র্য তদা ধনঞ্জয়ং
চতুর্ভুজং চৈব নমস্য সত্বরঃ।
ভবেন সম্প্রাপ্ত ইহাস্মি তূর্ণং
তবাস্থিকং প্রাপয়িতুং বচো মহৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

এইরূপ ধৃতিমান্‌পুত্রে যাইবার অনুমতি দান করত যাঁহার বিশালে নেত্রপ্রান্ত ঈষৎ রক্তিমাভ, সেই বুদ্ধিমান্ কুন্তিপুত্র ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া ধর্ম ও অর্থযুক্ত এই বাক্য বলিলেন ॥ ১১

সঞ্জয়! মধুবংশের শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া যে বাক্য বলিয়াছেন এবং তুমি যেরূপ উহা শ্রবণ করিলে, তৎসমস্তই সকলকে শুনাইবে। তারপর সমাগত নৃপতিবৃন্দকে আমার এই কথা বলিবে ॥ ১২

মহাযুদ্ধরূপ যজ্ঞে যেখানে বাণসমূহ চটস অগ্নি এবং বাণের টঙ্কারধ্বনিরূপ ঘৃত তাহা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, রথের ঘর্ঘর শব্দই যেখানে ধ্বনি, (সামবেদে সম্পাদিত যজ্ঞের ন্যায়) অস্ত্রবলে বিস্তৃত ধনুরূপী স্রুবাদ্বারা আমাকে যাহাতে কৌরবদৈন্যরূপ ঘৃত আহুতি দিতে না হয়, তাহার জন্য তোমরা সকলে অত্যন্ত আদরের সহিত যত্ন করিবে ॥ ১৩

যদি তোমরা শত্রুঘাতী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা না কর, তবে আমি নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা অশ্ব, পদাতিক সৈন্যবাহিনী ও হস্তীসহিতে এবং তোমাদের সকলকে যমলোকের অনন্তময় দিকে প্রেরণ করিব ॥ ১৪

হেষতুল্যাক্ষেত্রধী মহারাজ! ইহার পর আমি অর্জুনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চতুর্ভুজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত তাঁহার মহত্বপূর্ণ সংবাদ আপনার নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য অতি বেগে এখানে আসিয়াছি ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে ব্যাসদেবস্য গান্ধার্যাশ্চাগমনম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনাবধিকৃত্য কিঞ্চিদ্ বক্তুং সঞ্জয়ায় ব্যাসদেবস্যাদেশদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্যোধনে বার্তরাষ্ট্রে তদ্ বচো নাভিনন্দতি।
তূষ্ণীম্ভূতেষু সর্বেষু সমুত্তস্থুর্নরর্ষভাঃ॥ ১

উত্থিতেষু মহারাজ পৃথিব্যাঃ সর্বরাজসু।
রহিতে সঞ্জয়ং রাজা পরিপ্রষ্টুং প্রচক্রমে॥ ২

আশংসমানো বিজয়ং তেষাং পুত্রবশানুগঃ।
আত্মনশ্চ পরেষাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ নিশ্চয়ম্॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

গাবল্গণে ব্রূহি নঃ সাধুকল্পং
স্বসেনায়াং যাবদিহাস্তি কিঞ্চিৎ।
যে পাণ্ডবানাং নিপুণাঃ স্থেয় সর্বে
কিংস্বেষাং জ্যায়ঃ কিমু তেষাং কনীয়ঃ॥ ৪

যদেতয়োঃ সাধ্বিদং সর্বদর্শী
সর্বার্থযোর্নিপুণো নিশ্চয়জ্ঞঃ।
স মে পৃষ্টঃ সঞ্জয় ব্রূহি সর্বং
যুধ্যমানাঃ কতরেঽস্মিন্ ন সন্তি॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

ন ত্বাং ক্রূরাং রহিতে জাতু কিঞ্চ-
নসূয়া হি ত্বাং প্রবিশেত রাজন্।
আনয়স্ব পিতরং মহাব্রতং
গান্ধারীঞ্চ মহিষীমাজমীঢ়॥ ৬

তৌ ত্বেঽসূয়াং বিনয়েতাং নরেন্দ্র
ধর্মজ্ঞৌ তৌ নিপুণৌ নিশ্চয়জ্ঞৌ।
তয়োস্তু ত্বাং সন্নিধৌ তদ্ বদেয়ং
কৃৎস্নং মতং কেশব-পার্থয়োর্যৎ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তেন চ গান্ধারী ব্যাসশ্চাহূতমাগম চ।
আনীতৌ বিদুরেণেত সভাং শীঘ্রং প্রবেশিতৌ॥ ৮

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ব্যাসদেব ও গান্ধারীর আগমন এবং সঞ্জয়কে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য ব্যাসদেবের আদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সেই বাক্যকে কোনরূপ সমাদর দেখাইলেন না এবং সভাস্থিত সকলেই নীরবে বসিয়া রহিলেন, তখন সেখানে উপবিষ্ট সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ ভূপালগণ সেই স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইলেন॥ ১

মহারাজ! ভূমণ্ডলের সকল রাজারা যখন সভাভবন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, তখন নিজ পুত্রগণের বিজয়াকাঙ্ক্ষী ও তাহাদের বশবর্তী রাজা ধৃতরাষ্ট্র একান্তে নিজের, অন্য ব্যক্তিগণের এবং পাণ্ডবগণের জয়পরাজয়ের বিষয়ে সঞ্জয়ের নিশ্চিত অভিমত জানিবার জন্য তাহাকে আরও কিছু প্রশ্ন করিলেন॥ ২-৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—গাবল্গণপুত্র সঞ্জয়! এখানে আমাদের নিজ সৈন্যগণের মধ্যে যাহা কিছু প্রবলতা ও দুর্বলতা আছে, তৎসমস্তই আমার নিকট বর্ণনা কর। সেইরূপ পাণ্ডবগণেরও সকল বিষয় তুমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছ, অতএব তুমি বল,—উহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ ও কোন্ পক্ষ দুর্বল॥ ৪

সঞ্জয়! তুমি এই দুই পক্ষেরই বলাবল জান, তুমি সর্বদর্শী, ধর্ম ও অর্থনীতিতে নিপুণ এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বিষয়ে তুমি অভিজ্ঞ; অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার যথার্থ উত্তর দাও। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কোন পক্ষ জীবিত থাকিবে না॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনাকে জনশূন্যস্থানে কোনরূপে এইকথা বলিতে পারিব না; কারণ, ইহাতে আপনার হৃদয়ে দোষদর্শনের ভাবনা জাগিবে। অজমীঢ়কুলোৎপন্ন ধৃতরাষ্ট্র! আপনি আপনার মহাব্রতধারী পিতা ব্যাসদেব ও মহারাণী গান্ধারীকে এখানে আহ্বান করিয়া আনুন॥ ৬

নরেন্দ্র! ইঁহারা উভয়ে ধর্মজ্ঞ, বিচারনিপুণ, ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে নিপুণ; অতএব তাঁহারা আপনার দোষদৃষ্টি নিবারণ করিবেন। এই দুই জনের নিকটে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যাহা অভিমত, তাহা সবই বিশেষভাবে জানাইব॥ ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সঞ্জয় এই কথা বলিলে (ধৃতরাষ্ট্রের প্রেরণায়) গান্ধারী ও মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে আগমন করিলেন। বিদুর তাঁহাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং সভাভবনে সত্বর প্রবেশ করাইলেন॥ ৮

ততস্তস্মৈতমাজ্ঞায় সঞ্জয়স্যাত্মজস্য চ।
অভ্যাপেত্য মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৯

ব্যাস উবাচ

সম্পৃচ্ছতে ধৃতরাষ্ট্রায় সঞ্জয়
আচক্ষ্ব সর্বং যাবদেষোঽনুযুঙ্‌ক্তে।
সর্বং যাবদ্ বেত্থ তস্মিন্ যথাবদ্
যাথাতথ্যং বাসুদেবেঽর্জুনে চ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি ব্যাসগান্ধর্য্যাগমনে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

তারপর পরম জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সঞ্জয়ভবনে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় ও নিজপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—সঞ্জয়! ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিকট হইতে যাহা যাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছে, তুমি তৎসমস্তই তাঁহাকে বল। সে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন-বিষয়ে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহা তুমি যেরূপ জান, তদনুসারে যথাযথ-ভাবে বল ॥ ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ব্যাসদেব ও গান্ধারীর আগমন-বিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়স্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমবর্ণনম্]

সঞ্জয় উবাচ।

অজুনো বাসুদেবশ্চ বরিনৌ পরমার্চিতৌ।
কামাদক্রত্র সম্ভূতৌ সর্বচারায় সম্মিতৌ ॥ ১
ব্যামান্তরং সমাস্থায় যথামুক্তং মনস্বিনঃ।
চক্রং তদ্ বাসুদেবস্য মায়য়া বর্ততে বিভো ॥ ২
সাপহ্নবং কৌরবেষু পাণ্ডবানাং সুসম্মতম্।
সারাসারবলং জ্ঞাতুং তেজঃপুঞ্জাবভাসিতম্ ॥ ৩
নরকং শম্বরং চৈব কংসং চৈদ্যঞ্চ মাধবঃ।
জিতবান্ ঘোরসঙ্কাশান্ ক্রীড়ন্নিব মহাবলঃ ॥ ৪
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যাং চৈব পুরুষোত্তমঃ।
মনসৈব বিশিষ্টায়া নয়ত্যাত্মবশং বশী ॥ ৫
ভূয়ো ভূয়ো হি যদ্ রাজন্ পৃচ্ছসে পাণ্ডবান্ প্রতি।
সারাসারবলং জ্ঞাতুং তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৬

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অর্জুন ও বাসুদেব উভয়েই সর্বজনপূজিত মহাবলবীর্য। ইঁহারা (যদিও সর্বদা একত্রে বাসকারী নর নারায়ণ, তথাপি) লোককল্যাণের কামনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সব কিছুই করিতে সমর্থ ॥ ১

প্রভো! উদারচেতা ভগবান্ বাসুদেবের সুদর্শননামক চক্র তাঁহার মায়ায় অলক্ষিতভাবে সর্বদা তাঁহার নিকট থাকেন। এই চক্রের যথাভাগের বিস্তার সাড়ে তিন হাত। ইনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্পানুসারে (বিশাল এবং তেজস্বী রূপ ধারণ করত শত্রুসংহারের জন্য) প্রযুক্ত হন ॥ ২

সর্বত্র ইঁহার প্রভাব যেরূপ প্রকাশিত হয় না, কিন্তু পাণ্ডবগণের ইনি অত্যন্ত প্রিয়। ইনি সকল পদার্থের সার ও অসারস্বরূপ বল জানেন এবং তেজঃপুঞ্জ হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছেন ॥ ৩

মহাবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভয়ঙ্করূপে প্রতীত নরকাসুর, শম্বরাসুর, কংস ও শিশুপালকেও যেন খেলা করিতে করিতেই জয় করিয়াছেন ॥ ৪

পূর্বরূপে সর্বপ্রকারে স্বাধীন ও শ্রেষ্ঠস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মনের সঙ্কল্পমাত্রই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গলোককেও নিজের অধীনস্থ করিতে পারেন ॥ ৫

রাজন্! আপনি যে পুনঃ পুনঃ পাণ্ডবগণের বিষয়ে তাঁহাদের সার ও অসারভূত বলকে জানিবার জন্য আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা সবই আমি সংক্ষেপে আপনাকে বলিব, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৬

একতো বা জগৎ কৃৎস্নমেকতো বা জনার্দনঃ।
সারতো জগতঃ কৃৎস্নাদতিরিক্তো জনার্দনঃ ॥৭

ভস্ম কুর্য্যাজ্জগদিদং মনসৈব জনার্দনঃ।
ন তু কৃৎস্নং জগচ্চক্রং ভস্ম কর্তুং জনার্দনম্ ॥ ৮

যতঃ সত্যং যতো ধর্মো যতো হ্রীরার্জবং যতঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ ৯

পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দিবঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।
বিচেষ্টয়তি ভূতাত্মা ক্রীড়ন্নিব জনার্দনঃ ॥ ১০

স কৃত্বা পাণ্ডবান্ সর্বাঃ লোকাঃ সম্মোহয়ন্নিব।
অধর্মনিরতান্ মূঢ়ান্ দগ্ধুমিচ্ছতি তে সুতান্ ॥ ১১

কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ।
আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্তয়তেঽনিশম্ ॥ ১২

কালস্য চ হি মৃত্যোশ্চ জঙ্গম-স্থাবরস্য চ।
ঈশতে ভগবানেকঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৩

ঈশয়পি মহাযোগী সর্বস্য জগতো হরিঃ।
কর্মাণ্যারভতে কর্তুং কীনাশ ইব বর্ধনঃ ॥ ১৪

তেন বধ্নাতি লোকান্ স্বায়াযোগেন কেশবঃ।
যে তমেব প্রপদ্যন্তে ন তে মুহ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যেঽষ্ট-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

একদিকে সম্পূর্ণ জগৎ আর অন্যদিকে যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, তবে সারবত্ত্ব বলের দৃষ্টিতে ভগবান্ জনার্দনই সম্পূর্ণ জগৎ হইতে অধিক বলিয়া প্রতীত হইবেন। ৭

শ্রীকৃষ্ণ নিজ মানসিক সঙ্কল্পমাত্রেই এই সম্পূর্ণ জগৎকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে এই সারা জগৎও সমর্থ নয়। ৮

যেখানে সত্য, ধর্ম, লজ্জা ও সরলতা, সেখানেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান থাকেন এবং যেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানেই বিজয়। ৯

সকল জীবের আত্মস্বরূপ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন ক্রীড়াচ্ছলেই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গলোককে স্ব স্ব কর্মে পরিচালিত করেন। ১০

তিনি এখন সমস্ত লোককে মোহিত করিয়াই যেন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনার অধর্মপরায়ণ মূর্খ পুত্রদিগকে ভস্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ॥ ১১

এই ভগবান্ কেশবই নিজ যোগশক্তিতে নিরন্তর কালচক্র, সংসারচক্র ও যুগচক্র পরিবর্তিত করিতেছেন ॥ ১২

আমি আপনাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কাল, মৃত্যু ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের প্রভু ও শাসক ॥ ১৩

মহাযোগী শ্রীহরি সর্ব জগতের প্রভু ও ঈশ্বর হইয়াও ক্ষেত্রের বর্দ্ধনকারী কৃষকের ন্যায় সর্বদা নব নব কর্মসমূহ আরম্ভ করেন ॥ ১৪

ভগবান্ কেশব নিজ মায়ার প্রভাবে সমস্ত লোককে মোহে আবিষ্ট রাখেন; কিন্তু যে মানবগণ তাঁহার শরণগ্রহণ করেন, তাঁহারা ইহার মায়ায় মোহিত হন না ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়েন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-তত্ত্বজ্ঞানসাধনস্য কথনম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং ত্বং মাধবং বেত্থ সর্বলোকমহেশ্বরম্।
কথমেনং ন বেদাহং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ ন তে বিদ্যা মম বিদ্যা ন হীয়তে।
বিদ্যাবীনস্তমোধ্বস্তো নাভিজানাতি কেশবম্ ॥ ২

বিদ্যয়া তাত জানামি ত্রিযুগং মধুসূদনম্।
কর্তারমকৃতং দেবং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

গাবল্গণেহত্র কা ভক্তির্যা তে নিষ্ঠা জনার্দনে।
যয়া ত্বমভিজানাসি ত্রিযুগং মধুসূদনম্ ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

মায়াং ন সেবে ভদ্রং তে ন বৃথা ধর্মমাচরে।
শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাশ্বতং বেদ্মি জনার্দনম্ ॥ ৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দুর্যোধন হৃষীকেশং প্রপদ্যস্ব জনার্দনম্।
আপ্তো নঃ সঞ্জয়স্তাত শরণং গচ্ছ কেশবম্ ॥ ৬

দুর্যোধন উবাচ

ভগবান্ দেবকীপুত্রো লোকানামেষ নিষ্কৃতিঃ।
প্রবদন্নর্জুনে সখ্যং নাহং গচ্ছেয়মচ্যুতম্ ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অবাগ্ গান্ধারি পুত্রস্তে গচ্ছত্যেষ দুর্মতিঃ।
ঈর্ষুরাত্মা মানী চ শ্রেয়সাং প্রতিষেধকঃ ॥ ৮

গান্ধার্যুবাচ

ঐশ্বর্যকাম দুষ্টাত্মন্ বৃদ্ধানাং শাসনাতিগ।
ঐশ্বর্যজীবিতে হিত্বা পিতরং মাঞ্চ বালিশ ॥ ৯

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাধনকথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মধুবংশে অবতীর্ণ (অথবা মাধব শব্দের অর্থ—মা লক্ষ্মী, তাঁহার ধব পতি লক্ষ্মীপতি) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকের মহান্ ঈশ্বর, তুমি এই কথা কিভাবে জানিলে? আর আমিই বা কেন তাঁহার এই রূপ জানিতে পারিতেছি না? তুমি ইহার রহস্য আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—আপনি ইহা শ্রবণ করুন, আপনি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই এবং আমার জ্ঞানদৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না। যে মানুষ তত্ত্বজ্ঞানহীন ও যাহার বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ২

তাত! আমি জ্ঞানদৃষ্টিতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী ত্রিযুগস্বরূপ ভগবান্ মধুসূদনকে, যিনি সকলের কর্তা, অথচ কাহারও কার্য নহেন, এরূপ জানি ॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে তোমার নিষ্ঠা ভক্তি রহিয়াছে, উহার স্বরূপ কি? যাহাদ্বারা তুমি ত্রিযুগস্বরূপ ভগবান্ মধুসূদনের তত্ত্ব অবগত আছ ॥ ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। আমি কখনও মায়া (ছল-কপটতার) আশ্রয় গ্রহণ করি না এবং ব্যর্থ (পাপতাপপূর্ণ) কর্মের আচরণ করি না। ভগবানের ভক্তিতে আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, অতএব আমি শাস্ত্রবচন সমূহদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যথাযথরূপে অবগত আছি ॥ ৫

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিলেন,—পুত্র দুর্যোধন! সঞ্জয় আমাদের সকলেরই বিশ্বাসপাত্র। তুমি ইহার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক জনার্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহারই শরণাগত হও ॥ ৬

দুর্যোধন বলিলেন,—হে পিতঃ! আমি জানি—যদিও দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই সম্পূর্ণ লোকসমূহকে সংহার করিতে পারেন, তথাপি তিনি যেহেতু অর্জুনকে মিত্র বলিয়া মনে করেন, সেইহেতু আমি তাঁহার শরণগ্রহণ করিব না ॥ ৭

তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বলিলেন,—গান্ধারি! তোমার অত্যন্ত দুর্বুদ্ধি, দুরাত্মা, ঈর্ষ্যালু ও অভিমানী পুত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত নরক অভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৮

গান্ধারী বলিলেন,—দুষ্টাত্মা দুর্যোধন! তুমি ঐশ্বর্যের কামনা করিয়া নিজ বৃদ্ধ পুরুষগণের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতেছ।

বর্ধয়ন্ সুহৃদাং প্রীতিং মাঞ্চ শোকেন বর্ধয়ন্।
নিহতো ভীমসেনেন স্মর্তাসি বচনং পিতুঃ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ।

প্রিয়োঽসি রাজন্ কৃষ্ণস্য ধৃতরাষ্ট্র নিবোধ মে।
যস্য তে সঞ্জয়ো দূতো যস্যাং শ্রোষ্যসি যোক্ষ্যতে ॥ ১১

জানাত্যেষ হৃষীকেশং পুরাণং যচ্চ বৈ পরম্।
শুশ্রূষমাণমেকাগ্রং মোক্ষ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥ ১২

বৈচিত্রবীর্য্য পুরুষাঃ ক্রোধ-হর্ষবশানুগাঃ।
সিতা বহুবিধৈঃ পাশৈর্যে ন তুষ্টাঃ স্বকৈর্ধনৈঃ ॥১৩

যমস্য বশমায়ান্তি কামমূঢ়াঃ পুনঃ পুনঃ।
অন্ধনেত্রা যথৈবান্ধা নীয়মানাঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ১৪

এষ একায়নঃ পন্থা যেন যান্তি মনীষিণঃ।
তং দৃষ্ট্বা মৃত্যুমত্যেতি মহান্তস্তত্র ন সজ্জতি ॥ ১৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অঙ্গ সঞ্জয় মে শংস পন্থানমকুতোভয়ম্।
যেন গত্বা হৃষীকেশং প্রাপ্নুয়াং সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৬

সঞ্জয় উবাচ।

নাকৃতাত্মা কৃতাত্মানং জাতু বিদ্যাজ্জনার্দনম্।
আত্মনস্তু ক্রিয়োপায়ো নান্যত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ ॥ ১৭

ইন্দ্রিয়াণামুদীর্ণানাং কামতাগোঽপ্রমাদতঃ।
অপ্রমাদোঽবিহিংসা চ জ্ঞানযোনিরসংশয়ম্ ॥ ১৮

ইন্দ্রিয়াণাং যমে যত্তো ভব রাজন্নতন্দ্রিতঃ।
বুদ্ধিশ্চ তে মা চ্যবতু নিষঙ্গেভ্যো যতস্ততঃ ॥১৯

এতজ্জ্ঞানং বিদুর্বিপ্রা ধ্রুবমিন্দ্রিয়ধারণম্।
এতজ্জ্ঞানঞ্চ পন্থাশ্চ যেন যান্তি মনীষিণঃ ॥ ২০

অরে মূর্খ! এই ঐশ্বর্য্য, জীবন, পিতা ও আমাকেও (যাতাকেও) ত্যাগ করত স্বজনগণের প্রসন্নতা ও আমার শোকবর্দ্ধন করিতে করিতে যখন ভীমসেনের হস্তে মৃত্যুবরণ করিবে, তখন তুমি পিতার বাক্য স্মরণ করিতে থাকিবে ॥ ৯-১০

তখন ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! তুমি আমার বাক্য একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র! তুমি প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাহা হইলেও তুমি যে সঞ্জয়ের দ্বারা দূত লাভ করিয়াছ, সে-ই তোমাকে কল্যাণমার্গে চালনা করিবে ॥ ১১

এই সঞ্জয় পুরাণপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানে এবং তাঁহার যে পরম তত্ত্ব আছে, সে ইহাও জানে আছে। যদি তুমি একাগ্রচিত্তে ইহার বাক্য শ্রবণ কর, তবে সে-ই তোমাকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবে ॥ ১২

বিচিত্রবীর্য্যকুমার! যাহারা নিজের মনে সন্তুষ্ট হয় না এবং কামাদি বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া হর্ষ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়, সেই কামমোহিত পুরুষগণ অন্ধব্যক্তির নেতৃত্বে গমনকারী অন্ধদিগের ন্যায় নিজ কর্ম্মসমূহে প্রেরিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যমের বশীভূত হয় ॥ ১৩-১৪

এই জ্ঞানমার্গই একমাত্র পরমাত্মার প্রাপ্তিকারক। যে পথে মনীষী (জ্ঞানী) পুরুষগণ গমন করেন; সেই পথ দেখিলে বা জানিলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার অতিক্রম করে এবং সেই মহাত্মা কখনও এই সংসারে আসক্ত হয় না ॥ ১৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! তুমি আমাকে সেই নির্ভয় পথের কথা বল, যে পথে যাইয়া আমি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা পরমমোক্ষস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিব ॥ ১৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যে ব্যক্তি নিজের মনকে বশীভূত করে না, সেই ব্যক্তি কখনই নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না। স্বীয় ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করা ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্মই সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির উপায় হইতে পারে না ॥ ১৭

বিষয়সমূহ অভিমুখে ধাবিত ইন্দ্রিয়গ্রামের ভোগবাসনা অতীব সাবধানতার সহিত ত্যাগ করা, প্রমাদগ্রস্ত না হওয়া এবং কোন প্রাণীরই হিংসা না করা—এই তিনটি নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ ॥ ১৮

রাজন্! আপনি আলস্য ত্যাগ করত ইন্দ্রিয়সংযমে তৎপর হউন এবং নিজ বুদ্ধিকে সামর্থ্যানুসারে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, যাহাতে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয় ॥ ১৯

ইন্দ্রিয়গ্রামকে দৃঢ়ভাবে সংযত রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই জ্ঞান বলিয়া মনে করেন। এই জ্ঞানই সেই পথ, যে পথ দিয়া মনীষী পুরুষগণ গমন করেন ॥ ২০

রাজন্! যে মনুষ্যগণ স্বীয় ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিতে পারে না, তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান ও যোগের প্রভাবে নিজ মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে

অপ্রাপ্যাঃ কেশবো রাজন্নিন্দ্রিয়ৈরিতি নৈর্মতিঃ।
আসমাধিগমাদ্ যোগাদ্ বশী তত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

বশীকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া প্রসন্ন হইয়া যান। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক একোন-সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিভিন্নানাং নাম্নাং ব্যুৎপত্তিকথনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভূয়ো মে পুণ্ডরীকাক্ষং সঞ্জয়াচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
নাম-কর্মার্থবিৎ তাত প্রাপ্নুয়াং পুরুষোত্তমম্ ॥ ১

শ্রুতং মে বাসুদেবস্য নামনির্বচনং শুভম্।
যাবৎ তত্ত্বাভিজানেঽহমপ্রমেয়ো হি কেশবঃ ॥ ২

বসনাৎ সর্বভূতানাং বসুত্বাদ্ দেবযোনিতঃ।
বাসুদেবস্ততো বেদ্যো বৃহত্ত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ৩

মৌনাদ্ ধ্যানাচ্চ যোগাচ্চ বিদ্ধি ভারত মাধবম্।
সর্বতত্ত্বময়ত্বাচ্চ মধুহা সঞ্জয়ার্জুন ॥ ৪

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ ॥ ৫

পুণ্ডরীকং পরং ধাম নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্।
তদ্ভাবাৎ পুণ্ডরীকাক্ষো দদ্যাত্রাসাঞ্জনার্দনঃ ॥ ৬

যতঃ সত্ত্বাশ্চ চাবন্তে যচ্চ সত্ত্বাশ্চ চাবিশন্তে।
সত্বতঃ সাত্বতস্তস্মাদাদিভাদ্ বৃষভেক্ষণঃ ॥ ৭

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামসমূহের ব্যুৎপত্তি কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও কর্মসমূহের অভিপ্রায় জান, অতএব আমার প্রশ্নানুসারে একবার পুনরায় কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা কর, যাহাতে আমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারি। ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহের ব্যুৎপত্তি পূর্বে শুনিয়াছি, সেই সকলের মধ্যে যাহা আমার স্মরণে আছে, তাহা আপনাকে বলিতেছি। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞানী প্রাণিগণ জ্ঞানের দ্বারাও অনুমান করিতে সমর্থ হন না। ২

ভগবান্ সমস্ত প্রাণীর নিবাসস্থান এবং তিনি সর্বভূতেই বাস করেন, সেইজন্য তিনি "বসু"। আর দেবতাগণের উৎপত্তিস্থান বলিয়া সমস্ত দেবতা তাঁহার মধ্যে বাস করেন, সেইজন্য তাঁহাকে "দেব" বলা হয়। এই কারণে সেই দেবতাকে "বাসুদেব" বলিয়া জানিবেন। বৃহৎ অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া তাঁহাকে "বিষ্ণু" বলা হয়। ৩

ভারত! মৌন ও যোগের দ্বারা তাঁহার বোধ বা সাক্ষাৎকার হয়, সেইজন্য তাঁহাকে "মাধব" বলিয়া জানিবে। মধুসূদন প্রতিপাদিত পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বসমূহের উপাদান ও অধিষ্ঠানের কারণ বলিয়া মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে "মধুহা" বলা হয়। ৪

"কৃষ্" ধাতু সত্তা অর্থের বাচক এবং "ণ" শব্দ আনন্দ অর্থের বাচক, এই উভয় ভাবযুক্ত হইয়া বসুদেবে অবতীর্ণ নিত্য আনন্দ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুই হইলেন "শ্রীকৃষ্ণ"। ৫

নিত্য, অক্ষয়, অবিনাশী এবং পরম ভগবদ্ধামের নাম পুণ্ডরীক। এই নামে অবস্থিত থাকিয়া যিনি অক্ষতভাবে বিরাজ করেন, সেই ভগবান্‌কে "পুণ্ডরীকাক্ষ" বলা হয়। (অথবা পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পদ্ম, এই পদ্মের ন্যায় অক্ষি চক্ষু বলিয়া তাঁহাকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলা হয়।) দস্যু জনগণের ত্রাস উৎপাদন করেন বলিয়া তাঁহাকে "জনার্দন" নামে অভিহিত করা হয়। ৬

তিনি সত্ত্ব হইতে চ্যুত হন না এবং সত্ত্বগণ হইতে পরিত্যক্ত হন না, এই কারণে সত্ত্বাবলম্বনযুক্ত তাঁহার নাম সাত্বত। "আর্ষ" শব্দে বেদকে বুঝায়, তাহা দ্বারা উদ্ভাসিত হন বলিয়া ভগবানের আর এক নাম "আর্ষভ"। আর্ষভশব্দের দ্বারা তিনি প্রতীত হন বলিয়া তাঁহার অপর নাম "বৃষভেক্ষণ"। (বৃষভশব্দের অর্থ বেদ, এই বেদই যাঁহার ঈক্ষণ নেত্রতুল্য তাঁহারই জ্ঞাপক, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে "বৃষভেক্ষণ" নামের সিদ্ধি হয়)। ৭

ন জায়তে ভনিত্রাদ্যৈরতস্তেনাকৃতিঃ
দেবানাং স্বপ্রকাশত্বাদ্ দমাদ্ দামোদরো বিভুঃ ॥ ৮
হর্ষাৎ সুখাৎ সুখৈশ্বর্যাচ্ছ্রীকেশস্তমশ্নুতে।
বাহুভ্যাং রোদসী বিভ্রদ্ভগবাংস্তেন হৃষীকেশঃ ॥ ৯
অধো ন ক্ষীয়তে জাতু যস্মাৎ তস্মাদধোক্ষজঃ।
নরাণাময়নাচ্চাপি ততো নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
পূরণাৎ সদনাচ্চাপি ততোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ।
অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্বস্য প্রভবাপ্যয়াৎ ॥ ১১
সর্বস্য চ সদা জ্ঞানাৎ সর্বজ্ঞেতি প্রচক্ষতে।
সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২
সত্যাৎ সত্যং তু গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোঽপি নামতঃ।
বিষ্ণুর্বিক্রমণাদ্ দেবো জয়নাচ্ছিষ্ণুরুচ্যতে ॥ ১৩
শাশ্বতত্বাদনন্তশ্চ গোবিন্দো বেদনাদ্ গবাম্।
অতত্বং কুরুতে তত্ত্বং তেন মোহয়তে প্রজাঃ ॥ ১৪
এবংবিধো ধর্মনিত্যো ভগবান্ মধুসূদনঃ।
আগন্তা হি মহাবাহুরনুশংস্যার্থমচ্যুতঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
সপ্তত্রিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

শত্রুসৈন্যগণের উপর অনুগ্রহকারী এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধত্বপ্রাপ্ত করেন না বলিয়া "কৃষ্ণ" নামে প্রখ্যাত আছেন। দেবগণ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, সেইজন্য তিনি উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহাকে "উদর" বলা হয় এবং দম (ইন্দ্রিয়সংযম)—নামক তপের দ্বারায় তাঁহাকে "দাম" নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপে দাম ও উদর উভয়দ্বয় দ্বারা সংযুক্ত থাকায় সেই সর্বব্যাপক ভগবান্ "দামোদর" নামে প্রসিদ্ধ। ৮

তিনি হর্ষে পূর্ণহেতু "হৃষীক" সুখ ঐশ্বর্য্য সম্পন্নহেতু "ঈশ" বলিয়া কথিত হন। এইরূপে সেই ভগবান্ "হৃষীকেশ" নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি দুই বাহুদ্বারা এই পৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে ধারণ করেন বলিয়া তিনি "মহাবাহু" নামে অভিহিত হন। ৯

তিনি যেহেতু অধঃ (নিম্নে) পতিত হইয়া কখনও ক্ষীণ হন না, সেইহেতু "অধোক্ষজ" বলিয়া খ্যাত হন তিনি নরগণের (জীবাত্মাদের) অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া "নারায়ণ" নামে কথিত হন ॥ ১০

ইনি সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং সকলের নিবাসস্থান, সেইজন্য ইনি "পুরুষ" ও সকল পুরুষের মধ্যে উত্তম বলিয়া ইনিই "পুরুষোত্তম" নামে খ্যাত। তিনি সৎ ও অসৎ সকলেরই উৎপত্তি ও লয়ের স্থান এবং সর্বদা এই সমস্তের জ্ঞান তাঁহার থাকে বলিয়া তিনি "সর্বজ্ঞ" নামে পরিচিত ॥

শ্রীকৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভগবান্ গোবিন্দ সত্য হইতেও উৎকৃষ্ট সত্য, সেইজন্য তিনি "সত্য" নামে সমাদৃত ॥

বিক্রমণ (বামনাবতারে তিন লোককে আক্রান্ত) করিয়াছিলেন বলিয়া এই ভগবান্ "বিষ্ণু" নামে অভিহিত হন। তিনি যেহেতু সকলকে জয় করিতে পারেন, সেইহেতু তাঁহার নাম "জিষ্ণু"। তিনি শাশ্বত (নিত্য) বলিয়া "অনন্ত" এবং গো-সকলের (ইন্দ্রিয়গণের) জ্ঞাতা ও প্রকাশক বলিয়া (গাং বিন্দতি —এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে) "গোবিন্দ" নামে সুবিদিত। তিনি স্বীয় সত্তা-স্ফূর্তি প্রদান করত অসত্যকেও সত্য বলিয়া প্রকাশিত করেন এবং এইভাবে সমস্ত প্রজাকে (জীবকে) মোহিত করেন ॥ ১৩-১৪

নিয়তরূপে ধর্মে তৎপর সেই ভগবান্ মধুসূদনের ইহাই হইল স্বরূপ। স্বীয় মহিমা হইতে যিনি কখনও চ্যুত হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণকে কৃপা করিবার জন্য এই হস্তিনাপুরে শুভাগমন করিবেন ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক সপ্তত্রিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

আর্য্যশাস্ত্র

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১।	প্রকাশন স্থান—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
২।	প্রকাশনের কালক্রম	মাসিক
৩।	মুদ্রাপকের নাম	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭/২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৫।	মুখ্য-সম্পাদকের নাম	মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকালীপদ তর্কাচার্য্য
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	আন্দিনগর, পো: ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
		শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য ন্যায়তীর্থ
		ভারতীয়
		পো: ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬।	স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ—	শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচারসঙ্ঘ (চরণগুরু সম্প্রদায়) ৭/২ পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি, শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

১৫।৩।৭১

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কারমঠ

১১।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মই ত সব, ধর্ম্মই ত ধরণীকে ধরে রেখেছে, সে ধর্ম্ম যখন লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়, তখন আমাকে দেহ ধারণ করে ধরাতলে আবির্ভূত হতে হয়।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ মনুঃ

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও স্বীয় আত্মার প্রীতিজনক, এই চারিটি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ। যখন বেদের পঠন পাঠন চলে যায়, স্মৃতিও

[নবমবর্ষ, অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৭৭] [ষষ্ঠ সংখ্যা—ছাদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতস্বচ্ছভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অরক্ষর সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

গ্রন্থ-কর্ম্মকিঙ্কর
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্. বি., ডি-ও-এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাশ্বতভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়)
কলিকাতা—৬
(ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর 'আর্য্যশাস্ত্রে' অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০, মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। **মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা ৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।**

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মাতারা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসেন, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়বেন ও প্রাণপণ আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'রবেন। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কণিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

॥ একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য ভগবদ্‌গুণগানম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

চক্ষুষ্মতাং বৈ স্পৃহয়ামি সঞ্জয়
ব্রুবন্তি যে বাসুদেবং সমীপে ।
বিভ্রাজমানং বপুষা পরেণ
প্রকাশয়ন্তং প্রদিশো দিশশ্চ ॥ ১

ঈড্যন্তং ভারতীং ভারতানা-
মভ্যর্চনীয়াং শরণীং সৃঞ্জয়ানাম্ ।
বৃষ্ণ্যন্ধকৈর্বন্দনীয়ামনিন্দ্যাং
পরাসুনামগ্রহণীয়রূপাম্ ॥ ২

সমুদ্যন্তং সাত্বতমেকবীরং
প্রণেতারমৃষভং যাদবানাম্ ।
নিহন্তারং ক্ষোভণং শাত্রবাণাং
মুকুন্দঞ্চ দ্বিষতাং বৈ যশাংসি ॥ ৩

দ্রষ্টারো যি কুরবস্তং সমেতা
মহাত্মানং শক্রহনং বরেণ্যম্ ।
ব্রুবন্তং বাচমনুশংসরূপাং
বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠং মোহয়ন্তং নরীরান্ ॥ ৪

ঋষিং সনাতনতমং বিপশ্চিতং
বাচঃ সমুদ্রং কলশং যতীনাম্ ।
অরিষ্টনেমিং গরুড়ং সুপর্ণং
হরিং প্রজানাং ভুবনস্য ধাম ॥ ৫

সহস্রশীর্ষং পুরুষং পুরাণ-
মনাদিমধ্যাদ্যনন্তকীর্তিম্ ।
তক্রস্য ধাতারমজঞ্চ নিত্যং
পরং পরেষাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬

যৈলোক্যনির্মাণকরং ত্রিসত্যং
দেবাসুরাণামথ নাগ-রক্ষসাম্ ।
নরাধিপানাং বিদুষাং প্রধান-
মিন্দ্রাগ্রজং তং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি যানসন্ধিপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকৃত শ্রীভগবদ্‌গুণগান ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! যে ব্যক্তিগণ পরম উত্তম শ্রীমঞ্চে সুশোভিত এবং দিক্‌বিদিক্‌সমূহের প্রকাশনকারী বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিকট হইতে দর্শন করিবে, সেই সকলনেত্র মনুষ্যদিগের সৌভাগ্য লাভ করিবার ইচ্ছা আমিও পোষণ করি ॥ ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত মনোহর বাক্যে যে সকল উপদেশ করিবেন, তৎসমস্তই ভরতবংশীয় এবং সঞ্জয়বংশীয়দিগের পক্ষে কল্যাণকারী ও আদরণীয় হইবে। ঐশ্বর্যলাভ করিতে অভিলাষী মনুষ্যগণের নিকট এই ভগবদ্‌বাক্য অভিনন্দনীয় ও শিরোধার্য হইবে, কিন্তু যাহাদের মৃত্যু আসন্ন, তাহারা এই বাক্য অগ্রাহ্য করিবে ॥ ২

জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, সাত্বতকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যদুবংশীয়দিগের মাননীয় নেতা, শত্রুপক্ষের মোহাদিগকে ক্ষুব্ধ করত সংহারকারী এবং যশকে যশপূর্বক গ্রহণকারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে কৃপা করিয়া শুভাগমন করত কোমলতাপূর্ণ বাক্য বলিবেন এবং আমাদের পক্ষাবলম্বী নৃপগণকে মোহিত করিবেন, এই অবস্থায় সমস্ত কৌরবেরা তাঁহাকে দর্শন করিবে ॥ ৪

যিনি সনাতনতম ঋষি, জ্ঞানী, বাক্যের সমুদ্র এবং প্রযত্নশীল সাধকগণের পক্ষে কলসের জলের ন্যায় সুলভ, যাঁহার চরণ সমস্ত বিঘ্নহরণকারী, সুন্দর পক্ষযুক্ত গরুড় যাঁহার স্বরূপ, যিনি প্রজাগণের পাপহারী ও জগতের আশ্রয়, যাঁহার সহস্র মস্তক, যিনি পুরাণপুরুষ, যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত পাওয়া যায় না, যিনি অনন্ত কীর্তিতে সুশোভিত, যিনি বীজ ও বীর্যাধারণকারী, যিনি অজ, নিত্য ও পরাৎপর পরমেশ্বর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আমি শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৫-৬

যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা, যিনি দেব, অসুর, নাগ ও রাক্ষসগণের জন্মদাতা এবং যিনি জ্ঞানী নরপতিগণের মধ্যে প্রধান, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আমি শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত যানসন্ধিপর্বে ধৃতরাষ্ট্রবাক্যবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরস্য শ্রীকৃষ্ণায় স্বাভিপ্রায়নিবেদনম্, শান্তিদূতরূপেণ কৌরবসভায়াং গন্তুং শ্রীকৃষ্ণস্যোদ্যোগঃ, বিষয়মিমমধিকৃত্য শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরয়োরালাপশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সঞ্জয়ে প্রতিযাতে তু নরব্যাঘ্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
(অর্জুনঃ ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ ভারত ।
বিরাট-দ্রুপদৌ চৈব কেকয়াশ্চ মহারথাঃ ।
অব্রবীদ্বৃষ্ণিসঙ্ঘস্থং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
অভিযাচামহে গত্বা প্রযাতুং কুরুসংসদম্
যথা ভীষ্মেণ দ্রোণেন বাহ্লীকেন চ ধীমতা ।
অন্যৈশ্চ কুরুভিঃ সার্ধং ন যুদ্ধে মতির্হি নঃ
এষ নঃ প্রথমঃ কল্প এতৎ শ্রেষ্ঠ উত্তমম্ ।
এবমুক্তাঃ সুমনসস্তেঽভিজগ্মুস্তমচ্যুতম্
পাণ্ডবৈঃ সহ রাজানো মহাবৃষ্ণিবরাবরাঃ ।

তথা চ দুঃসহাঃ সর্বে সদস্যাস্তে নরর্ষভাঃ ।
জনার্দনং সমাসাদ্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥)

অভ্যভাষত দাশার্হমুষভং সর্বসাত্বতাম্ ॥ ১
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল ।
ন চ ত্বদন্যং পশ্যামি যো ন আপৎসু তারয়েৎ ॥ ২
ত্বাং হি মাধবমাশ্রিত্য নির্ভয়া মোদয়ামহে ।
ধার্তরাষ্ট্রং সহামাত্যং বয়ং সমনুযুযুৎসহে ॥ ৩
যথা হি সর্বাপৎসু ত্বং পাসি বৃষ্ণীনরিন্দম ।
তথা তে পাণ্ডবা রক্ষ্যাঃ পাহ্যস্মান্ মহতো ভয়াৎ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

অয়মস্মি মহাবাহো ব্রূহি যৎ তে বিবক্ষিতম্ ।
করিষ্যামি হি তৎ সর্বং যৎ যৎ বক্ষ্যসি ভারত ॥ ৫

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের নিজ অভিপ্রায়নিবেদন, শান্তিদূতরূপে কৌরবসভায় যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ এবং এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! এদিকে সঞ্জয় চলিয়া গেলে নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জুন, মাদ্রীসুত নকুল-সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ এবং কেকয়দেশীয় মহারথীবৃন্দের নিকট যাইয়া বলিলেন—আমরা শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করত কৌরবসভায় যাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব। তিনি সেখানে যাইয়া এরূপ চেষ্টা করিবেন, যাহাতে আমাদিগকে ভীষ্ম, দ্রোণ, বুদ্ধিমান্ বাহ্লীক ও অন্যান্য কুরুবংশীয়গণের সহিত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে না হয়।

ইহাই আমাদের সর্বপ্রথম করণীয় কার্য এবং ইহাই আমাদের পরম কল্যাণকর হইবে। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে তাঁহারা সকলে প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

সেই সময় দেবগণের ইন্দ্রের নিকট গমনের ন্যায় সকলগণের পক্ষে দুঃসহ সেই সব নরশ্রেষ্ঠ সভাসদ্ নৃপতিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

সমস্ত যদুবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দশার্হকুলজাত জনার্দন শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলেন। ১

মিত্রবৎসল শ্রীকৃষ্ণ! মিত্রগণের সহায়তার জন্য এই সময় অতিশয় উপযুক্ত সময়রূপে উপস্থিত হইয়াছে। আমি আপনাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাইতেছি না, যিনি আমাদিগকে এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। ২

মাধব আপনাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে নির্ভয় হইয়া রহিয়াছি এবং ব্যর্থ গর্বকারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন ও তাহার মন্ত্রিগণকে আমরা স্বয়ংই যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছি। ৩

হে শত্রুদমন! যেরূপ আপনি বৃষ্ণিবংশীয়গণকে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করেন, সেইরূপ পাণ্ডবগণকেও আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই মহাভয় হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহাবাহো! এই আমি আপনার সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি। আপনি যাহা কিছু বলিতে চাহিতেছেন, তাহা বলুন। হে ভারত! আপনি যাহা যাহা বলিবেন, আমি তৎসমস্ত অবশ্যই পূর্ণ করিব। ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রতং তে ধৃতরাষ্ট্রস্য সপুত্রস্য চিকীর্ষিতম্।
এতদ্ধি সকলং কৃষ্ণ সঞ্জয়ো মাং যদব্রবীৎ ॥ ৬
তস্মত্তং ধৃতরাষ্ট্রস্য সোঽস্মাভ্যো বিকৃতান্তরঃ।
যথোক্তং দূত আচষ্টে বক্তুঃ স্যাদন্যথা ক্রবন্ ॥ ৭
অপ্রদানেন রাজ্যস্য শান্তিমস্মাসু মার্গতি।
লুব্ধঃ পাপেন মনসা চরন্নসময়ামিমন্ ॥ ৮
যৎ তদ্ দ্বাদশ বর্ষাণি বনেষু ন্যুষিতা বয়ম্।
জ্ঞাতনা শরদং চৈকাং ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥ ৯
জ্ঞাতা নঃ সময়ে তস্মিন্ ধৃতরাষ্ট্র ইতি প্রভো।
নাহাস্য সময়ং কৃষ্ণ তদ্ধি নো ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ১০
গৃদ্ধো রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বধর্মং নানুপশ্যতি।
বক্তব্যাং পুত্রগৃদ্ধিত্বাদন্যশ্চায়েতি শাসনন্ ॥ ১১
সুযোধনমতে তিষ্ঠন্ রাজাস্মাসু জনার্দন।
মিথ্যা চরতি সুক্ষ্ম সন্ ক্রবন্ হি প্রিয়মাত্মনঃ ॥ ১২
ইতো দুঃখতরং কিং নু যদহং মাতরং ততঃ।
সংবিধানং ন শক্নোমি মিত্রাণাং বা জনার্দন ॥ ১৩
কালিঙ্গিশ্চেদি-পঞ্চালৈর্মৎস্যৈশ্চ মধুসূদন।
ভবতা চৈব নাথেন পঞ্চ গ্রামা বৃতা মম্না ॥ ১৪
অবিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বারণাবতম্।
অবসানঞ্চ গোবিন্দ কক্ষিণেবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৫
পঞ্চ নস্তাত যাস্যন্তি গ্রামা বা নগরাণি বা।
বসেম সহিতা যেষু না চ নো ভবতা নমন্ ॥ ১৬
ন চ তানপি দুষ্টাত্মা ধার্তরাষ্ট্রোঽনুমন্যতে।
স্বামামাত্মনি মন্যাবহে দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ১৭
কুলে জাতস্য বৃদ্ধস্য পর্যবিস্তীর্ণ যশসঃ।
লোভঃ প্রজ্ঞানমাদত্তে প্রজ্ঞা হ্যপি চতা হ্রিয়ম্ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! পুত্রগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা সমস্ত তো আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। সঞ্জয় আমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছে, তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের অভিমত। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের অভিন্নস্বরূপ হইয়া আসিয়াছিল। সে তাঁহারই মনোভাব আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছে। দূত সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কথিত বাক্যেরই পুনরুক্তি করিয়াছে; কারণ, সে যদি উহার বিপরীত কিছু বলিত, তাহা হইলে সে বধযোগ্য হইত ॥ ৬-৭

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যে অতিশয় লোভ আছে, সেই জন্য তাহার মনে পাপ আশ্রয় করিয়াছে, এই কারণেই তিনি নিজের যোগ্য ব্যবহার না করিয়া রাজ্যপ্রদানে অনিচ্ছুক হইয়া আমাদের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন না ॥ ৮

প্রভো! আমরা তো ইহাই বুঝি যে, ধৃতরাষ্ট্র নিজ প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিবেন, সেইহেতু আমরা তাঁহারই আজ্ঞায় দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস পালন করিয়াছি। হে কৃষ্ণ! আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই, এই কথা আমাদের সহিত বনবাসকারী সকল ব্রাহ্মণগণই জানেন ॥ ৯-১০

কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র লোভে আকৃষ্ট হইয়াছেন, সেই জন্য তিনি নিজ ধর্মকেও দেখিতে পাইতেছেন না। পুত্রগণে আসক্ত থাকিয়া সর্বদা তাহাদেরই অধীনে অবস্থান করত তিনি নিজ দুর্মতি পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞার অনুসরণ করিতেছেন ॥ ১১

জনার্দন! তিনি অত্যন্ত লোভপরবশ হইয়া দুর্যোধনের মতেরই অবলম্বন করত নিজের স্থির বাক্য রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতেছেন ॥ ১২

জনার্দন! ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে যে, আমরা নিজ মাতা ও মিত্রগণের উপযুক্ত ভরণপোষণ পর্যন্তও করিতে পারিতেছি না ॥ ১৩

মধুসূদন! কলিঙ্গ, কাশি, চেদি, পঞ্চাল ও মৎস্য দেশের সমস্ত বীরগণ আমাদের সহায় আমাদের রক্ষক ও বান্ধব, (আপনাদের সহায়তায় আমরা সমস্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারি), তথাপি আমি কেবল পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছি ॥ ১৪

গোবিন্দ! আমি ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথাই বলিয়াছি যে, তাত! আপনি আমাদিগকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং পঞ্চম গ্রামরূপে যাহা আপনার ইচ্ছা, সেই গ্রাম প্রদান করুন। এইরূপ আমাদিগকে পাঁচটি গ্রাম বা নগর দান করুন, যেখানে আমরা পঞ্চ ভ্রাতা একত্রে মিলিত হইয়া বাস করিতে পারি এবং আমাদের জন্য যেন ভরতবংশীয়গণের নাশ না হয় ॥ ১৫-১৬

কিন্তু দুষ্টাত্মা দুর্যোধন সকলের উপর নিজের অধিকার মনে করিয়া সেই পাঁচটি গ্রামও আমাদিগকে প্রদান করিবার কথা স্বীকার করিতেছে না। ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? ॥ ১৭

মানুষ উচ্চবংশে জন্মলাভ করিয়া ও বৃদ্ধ হইয়াও যদি অন্যের ধন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে থাকে, তবে এই

হ্রীর্হতা হরতে ধর্মং ধর্মো হন্তি হতঃ শ্রিয়ম্।
শ্রীর্হতা পুরুষং হন্তি পুরুষস্যাধনং বধঃ ॥ ১৯
অধনান্হি নিবর্তন্তে জ্ঞাতয়ঃ সুহৃদো দ্বিজাঃ।
অপুষ্পাদফলাদ্ বৃক্ষাদ্ যথা কৃষ্ণ পতত্রিণঃ ॥ ২০
এতচ্চ মরণং তাত যদ্বতঃ পতিতাদিব।
জ্ঞাতয়ো বিনিবর্তন্তে প্রেতসত্ত্বাদিবাসবঃ ॥ ২১
নাতঃ পাপীয়সীং কাঞ্চিদবস্থাং শ্বপরোঽব্রবীৎ।
যত্র নৈবান্ন ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃশ্যতে ॥ ২২
ধনমাহুঃ পরং ধর্মং ধনে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জীবন্তি ধনেন লোকে মৃতা যে ধনদা নরাঃ ॥ ২৩
যে ধনাদপকর্ষন্তি নরং স্ববলমাশ্রিতাঃ।
তে ধর্মমর্থং কামঞ্চ প্রঘ্নন্তি নরকঞ্চ তৎ ॥ ২৪
এতামবস্থাং প্রাপ্যৈকে মরণং বব্রিরে জনাঃ।
গ্রামান্নৈকে বনান্নৈকে নাশায়ৈকে প্রবব্রজুঃ ॥ ২৫
উন্মাদমেকে পদ্যন্তি ত্যক্ত্বাত্মানং দিবতাং বশম্।
দাস্যমেকে চ গচ্ছন্তি পরেষামর্থহেতুনা ॥ ২৬
আপদেবাস্ত মরণাৎ পুরুষস্য গরীয়সী।
শ্রিয়ো বিনাশস্তদ্ধ্যস্য নিমিত্তং ধর্ম-কাময়োঃ ॥ ২৭
যস্য ত্বর্থা মরণং শাশ্বতং লোকবর্ত্ম তৎ।
সমস্যাং সর্বভূতানাং ন তদত্যেতি কশ্চন ॥ ২৮
ন তথা বাধ্যতে কৃষ্ণ প্রকৃত্যা নির্ধনো জনঃ।
যথা ভদ্রাং শ্রিয়ং প্রাপ্য তয়া হীনঃ সুদৈবিতঃ ॥ ২৯
স তদাত্মাপরাধেন সম্প্রাপ্তো ব্যসনং মহৎ।
সেন্দ্রান্ গর্হয়তে দেবান্ নাত্মানঞ্চ কথঞ্চন ॥ ৩০

লোভ তাহার বিচার শক্তিকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। বিচার শক্তি নষ্ট হইলে তাহার লজ্জাও নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮

তারপর নাশপ্রাপ্ত সেই লক্ষ্মী ধর্মকে নষ্ট করে, নাশপ্রাপ্ত ধর্ম মানুষের সম্পত্তি নষ্ট করে এবং নাশপ্রাপ্ত সম্পত্তি সেই মানুষকেই বিনাশ করে কারণ, ধনাভাবেই মানুষের বধরূপে পরিগণিত হয় ॥ ১৯

হে কৃষ্ণ! ধনহীন ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞাতিগণ, সুহৃদ্‌গণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই দূরে সরিয়া আসে, যেরূপ পক্ষী ফল-পুষ্পহীন বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ২০

তাত! যেরূপ পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে মানুষ দূরে চলিয়া যায় এবং যেরূপ মৃত শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ আমার জ্ঞাতিগণও যে আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে, উহাই আমার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ বোধ হইতেছে ॥ ২১

যেখানে অদ্য বা আগামীকালের ভোজন দেখা যায় না, সেই দরিদ্রতা হইতে অধিক আর কোন দুঃখদায়িনী অবস্থা নাই,—ইহাই শ্বপচ বলিয়াছেন ॥ ২২

ধনকে উত্তম ধর্ম (ধর্মের সাধক) বলা হইয়াছে। ধনেই সকল কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে। সংসারে ধনী মানুষই (নানা সুখ ভোগ করত) জীবন ধারণ করে, আর নির্ধন মনুষ্যগণ তো প্রায় মৃতকল্প ॥ ২৩

যে ব্যক্তি নিজ বলের আশ্রয় লইয়া কোন মানুষকে যদি তাহার ধন হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি তাহার ধর্ম, অর্থ ও কামকে তো নষ্ট করে, তাহার পর আবার সেই মানুষকেও বিনাশ করে ॥ ২৪

এই দারিদ্র্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কত মানুষ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, কত মানুষ গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, কত মানুষ বনে গিয়াছে এবং কত মানুষ নিজের বিনাশের ইচ্ছায় গৃহ ত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৫

কত মানুষ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, কত মানুষ অন্যের বশবর্তী হইয়াছে এবং কত মানুষ ধনের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে ॥ ২৬

ধন-সম্পত্তির নাশই মানুষের পক্ষে অতিশয় বিপদ। উহা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক; কারণ, ধন-সম্পত্তিই হইল মানুষের ধর্ম ও কামের সিদ্ধির হেতু ॥ ২৭

মানুষের যাহা ধর্মানুকূল মৃত্যু, উহাই পরলোকের জন্য সনাতন পথ। সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যে কোন প্রাণীই সর্বদিক্ হইতেই এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৮

হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি জন্ম হইতেই নির্ধন, তাহাকে সেই ব্যক্তিকে এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, যেরূপ সে কষ্ট ভোগ করে—কল্যাণকারী সম্পত্তি পাইয়াও যদি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ২৯

যদিও সেই মানুষ তখন নিজ দোষেই ভয়ানক সঙ্কটে পতিত হয়, তথাপি সে ইহার জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণকেই নিন্দা করে, নিজের কোনরূপ দোষ দেখিতে পায় না ॥ ৩০

ন চাস্য সর্বশাস্ত্রাণি প্রভবন্তি নিবর্হণে।
সোঽভিক্রুধ্যতি ভৃত্যানাং সুহৃদশ্চাভ্যসূয়তি ॥ ৩১
অং তদা মন্যুরেবৈতি স ক্রূরঃ সম্প্রমুহ্যতি।
স মোহবশমাপন্নঃ ক্রূরং কর্ম নিষেবতে ॥৩২
পাপকর্মকৃতা চৈব সঙ্করঃ তেন পুষ্যতি।
সঙ্করো নরকায়ৈব সা কাষ্ঠা পাপকর্মণাম্ ॥ ৩৩
ন চেৎ প্রবুধ্যতে কৃষ্ণ নরকায়ৈব গচ্ছতি।
তস্য প্রবোধঃ প্রজ্ঞৈব প্রজ্ঞাচক্ষুস্তরিষ্যতি ॥ ৩৪
প্রজ্ঞালাভে হি পুরুষঃ শাস্ত্রাণ্যেবাধিবেক্ষতে।
শাস্ত্রনিষ্ঠঃ পুনর্ধর্মং তস্য স্ত্রীরঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৩৫
স্ত্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্ধতে।
শ্রীমান্ স যাবদ্ ভবতি তাবদ্ ভবতি পুরুষঃ ॥ ৩৬
ধর্মনিত্যাঃ প্রশাস্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ততে ॥ ৩৭
অস্ত্রীকো বা বিমূঢ়ো বা নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্।
নাস্যাধিকারো ধর্মেঽস্তি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৩৮
স্ত্রীমানবতি দেবাংশ্চ পিতৃন্মানানমেব চ।
তেনামৃতত্বং ব্রজতি সা কাষ্ঠা পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৩৯
তদিদং ময়ি তে দৃষ্টং প্রত্যক্ষং মধুসূদন।
যথা রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টো বসামি বসতীরিমাঃ ॥ ৪০
তে বয়ং ন ক্ষিয়ং হাতুমলং স্থানেন কেনচিৎ।
অত্র নো যতমানানাং বধশ্চেদপি সাধু তৎ ॥ ৪১
তত্র নঃ প্রথমঃ কল্পো যদ্ বয়ং তে চ মাধব।
প্রশাস্তাঃ সমভূতাশ্চ শ্রিয়ং তামনুবীমহি ॥ ৪২
তত্রৈষা পরমা কাষ্ঠা রৌদ্রকর্মকৃতোদয়া।
যদ্ বয়ং কৌরবান্ হত্বা তানি রাষ্ট্রাণ্যবাপ্নুয়াঃ ॥ ৪৩

সেই সময় সকল শাস্ত্রও তাহার ঐ দুষ্টতাকে অপসারণ করিতে সমর্থ হয় না। সে নিজ সেবকগণের উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং বান্ধবগণকেও দোষ দিয়া থাকে। ৩১

দারিদ্র্য অবস্থায় মানুষের কেবল ক্রোধ আসে, যাহা দ্বারা সে আরও মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—বিবেক শক্তি হারাইয়া ফেলে। মোহের বশীভূত হইয়া সে ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম করিতে থাকে। ৩২

এইরূপে সে পাপকর্মদুষ্ট প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে বর্ণসঙ্কর সন্তানের পোষক হয় এবং সেই বর্ণসঙ্কর সন্তান কেবল নরকেরই প্রাপ্তি করায়। পাপকর্ম-কারিগণের ইহাই হইল অন্তিম গতি। ৩৩

হে কৃষ্ণ! যদি সেই সময় তাহার কর্তব্য কর্মের বোধ না হয়, তবে সে নরকগতিই লাভ করে। তখন তাহার কর্তব্য কর্মের বোধদাত্রী হইল প্রজ্ঞা। যে প্রজ্ঞারূপ চক্ষু লাভ করে, সে নিশ্চয়ই সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়॥ ৩৪

প্রজ্ঞা লাভ হইলে মানুষ কেবল শাস্ত্র-বাক্যের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। শাস্ত্রে নিষ্ঠা হইলে সে পুনরায় ধর্মানুকূল কর্ম করিতে থাকে। ধর্মের উত্তম অঙ্গ হইল লজ্জা, যাহা ধর্মের সহিতই উপস্থিত হয়। লজ্জাশীল মানুষ পাপকে দ্বেষ করে, সেইজন্য তাহার ধন-সম্পত্তি বর্ধিত হয়। সে তখন যেরূপ শ্রীসম্পন্ন (ধনবান্) হয়, সেরূপই সে পুরুষপদ বাচ্য হয়॥ ৩৫-৩৬

সদা ধর্মে তৎপর মানুষ শান্তচিত্ত হইয়া নিরন্তর সৎ কর্ম-সমূহ অনুষ্ঠান করে। সে তখন কদাপি অধর্মে মতি স্থাপন করে না এবং পাপ-কর্মেও প্রবৃত্ত হয় না। ৩৭

যে ব্যক্তি নির্লজ্জ ও মূর্খ, সে না স্ত্রীপদবাচ্য এবং না পুরুষপদবাচ্য হয়। তাহার ধর্মোচিত কর্মে অধিকারই থাকে না। সে তখন না ধর্ম-পদবাচ্য এবং না পুরুষপদ বাচ্য হয়। সে তখন ধর্ম-কর্মে অনধিকারী শূদ্রতুল্য হইয়া যায়॥ ৩৮

লজ্জাশীল মানুষ দেবগণ, পিতৃগণ এবং নিজেকেও রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা সে অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল পুণ্য-কর্মকারী মনুষ্যগণের অন্তিম গতি॥ ৩৯

মধুসূদন! এ সমস্তই আপনি আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন যে, আমি কিরূপে রাজ্যচ্যুত হইয়াছি এবং কত কষ্টের সহিত এতদিন বাস করিয়াছি॥ ৪০

অতএব আমরা কোন ন্যায়ানুসারেই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহার জন্য প্রযত্ন করিতে করিতে যদি আমাদের মৃত্যুও হয়, তবে তাহাও উত্তম বলিয়া মনে করি॥ ৪১

মাধব! এই বিষয়ে আমাদের প্রথম উপায় হইল কি যে, আমরা ও কৌরবেরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে সন্ধিস্থাপন করত শান্তভাবে থাকিয়া সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য সমানরূপে উপভোগ করি॥ ৪২

দ্বিতীয় পক্ষ হইল—আমরা কৌরবগণকে বধ করিয়া সমস্ত রাজ্য নিজ অধিকারে আনি। কিন্তু এই কর্ম অত্যন্ত ক্রূরতাপূর্ণ কর্মেরই শেষ পরিণতি (কারণ, ইহাতে কতকগুলি নিরপরাধ মানুষকে বধ করিলে তবে আমাদের জয় হইবে)॥ ৪৩

যে পুনঃ স্যুরসম্বন্ধা অনার্য্যাঃ কৃষ্ণ শত্রবঃ।
তেষামপ্যবধঃ কার্য্যঃ কিং পুনর্যে স্যুরীদৃশাঃ ॥৪৪
জ্ঞাতয়শ্চৈব ভূয়িষ্ঠাঃ সহায়া গুরবশ্চ নঃ।
তেষাং বধোঽতিপাপীয়ান্ কিং
নো যুদ্ধেঽস্তি শোভনম্ ॥ ৪৫
পাপঃ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোঽয়ং বয়ঞ্চ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
স নঃ স্বধর্ম্মোঽধর্ম্মো বা বৃত্তিরস্মা বিগর্হিতা ॥ ৪৬
শূদ্রঃ করোতি শুশ্রূষাং বৈশ্যা বৈ পণ্যজীবিকাঃ।
বয়ং বধেন জীবামঃ কপালং ব্রাহ্মণৈর্বৃতম্ ॥৪৭
ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ং হন্তি মৎস্যো মৎস্যেন জীবতি।
শ্বা শ্বানং হন্তি দাসাই পন্থ ধর্ম্মো যথাগতঃ ॥ ৪৮
যুদ্ধে কৃষ্ণ কলির্নিত্যং প্রাণাঃ সীদন্তি সংযুগে।
বলং তু নীতিমাধায় যুধ্যে জয়-পরাজয়ৌ ॥৪৯

হে কৃষ্ণ! যাহারা কোন সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ নহে, যাহারা নীচ এবং যাহারা শত্রু, তাহাদিগকেও বধ করা (প্রথমে যে কোনরূপ উপায়ে স্বকার্য্য সিদ্ধির চেষ্টা না করিয়া বধ করা) উচিত নহে। তাহাতে যাহারা আবার এরূপ স্বজনবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ ও সুহৃৎ, তাহাদিগকে বধ করা কিরূপে উচিত হইবে? ৪৪

আমাদের শত্রুপক্ষের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞাতি, সহায়ক ও গুরুজন। তাহাদিগকে বধ করা তো অতিশয় পাপকার্য্য হইবে। যুদ্ধে কোন কর্ম্ম উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়? (কোন কর্ম্মই হয় না) ॥ ৪৫

ক্ষত্রিয়গণের এই যুদ্ধরূপ ধর্ম্ম পাপকার্য্য বলিয়া মনে হয়। আমরাও ক্ষত্রিয়, অতএব ইহা আমাদের স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম (পাপকার্য্য) হইলেও আমাদিগকে উহা করিতেই হইবে, কারণ, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করিলে, তাহা আমাদের পক্ষে নিন্দনীয় হইবে ॥ ৪৬

শূদ্র সেবা কার্য্য করেন, বৈশ্যরা ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন, আমরা ক্ষত্রিয়গণ শত্রুদিগকে বধ করিয়া জীবন যাপন করি এবং ব্রাহ্মণগণ জীবিকার জন্য ভিক্ষাপাত্র বরণ করিয়া লইয়াছেন ॥ ৪৭

ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করেন, মৎস্য মৎস্য খাইয়া জীবন-ধারণ করে এবং কুক্কুর কুক্কুরকে নাশ করে। হৃষীকেশ! দেখুন—ইহাই পরস্পর ব্যবহার ধর্ম্ম ॥ ৪৮

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে সর্ব্বদা কলহ চলিয়া থাকে এবং সেই জন্য প্রাণনাশ হয়। আমি তো নীতিবলের আশ্রয় লইয়াই যুদ্ধ

নাত্মচ্ছন্দেন ভূতানাং জীবিতং মরণং তথা।
নাপ্যকালে সুখং প্রাপ্যং দুঃখং বাপি যদুত্তম ॥ ৫০
একো হ্যপি বহূন্ হন্তি দ্বন্দ্বৈকং বহবোঽপ্যুত।
শূরঃ কাপুরুষো হন্তি অবসন্ধী যশস্বিনম্ ॥ ৫১
জয়ো নৈবোভয়োর্দৃষ্টো নোভয়োশ্চ পরাজয়ঃ।
তথৈবাপচয়ো দৃষ্টো বাপযানে ক্ষয়-ব্যয়ৌ ॥৫২
সর্ব্বথা বৃজিনং যুদ্ধং কো হ্যন্ ন প্রতিপদ্যতে।
হৃতস্য চ হৃষীকেশ সমো জয়-পরাজয়ৌ ॥ ৫৩
পরাজয়শ্চ মরণাদ্মন্যে নৈব বিশিষ্যতে।
যস্য স্যাদ্ বিজয়ঃ কৃষ্ণ তস্যাপ্যপচয়ো ধ্রুবম্ ॥৫৪
অন্যতো দয়িতং হন্তি কেচিদপ্যপরে জনাঃ।
তস্যাঙ্গ বলহীনস্য পুত্রান্ ভ্রাতৄনপক্ষতঃ ॥ ৫৫

করিব। তারপর তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় জয় বা পরাজয় যাহা হইবার হইবে ॥ ৪৯

প্রাণিগণের জীবন ও মরণ নিজ ইচ্ছানুসারে হয় না (এইরূপ অবস্থা যুদ্ধে জয় ও পরাজয় বিষয়েও)। হে যদুশ্রেষ্ঠ! কাহারও সুখ অথবা দুঃখলাভ অসময়ে হয় না ॥ ৫০

যুদ্ধে এক যোদ্ধা বহু সৈন্যকে বিনাশ করে এবং বহু যোদ্ধা একত্রে মিলিত হইয়া আবার কোন এক যোদ্ধাকে নাশ করিয়া থাকে। কখনও কাপুরুষ বীরপুরুষকে নিহত করে এবং অবসন্ধী পুরুষ যশস্বী বীরপুরুষকে বধ করে ॥ ৫১

কোনস্থলেই উভয় পক্ষের জয় কিংবা উভয় পক্ষের পরাজয় দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের বিনাশ অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন পক্ষ পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করে, তবে তাহারও ধন এবং লোক এই উভয়েরই ক্ষয় হয় ॥ ৫২

ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তই করা যায় যে, যুদ্ধ সর্ব্বপ্রকারে পাপস্বরূপ। অপরকে বিনাশ করিয়া এমন কোন্ বীর পুরুষ আছে, যে নিজে তাহার পরিবর্ত্তে বিনষ্ট না হয়? হে হৃষীকেশ! যুদ্ধে যে মৃত্যুবরণ করে, তাহার নিকট তো জয় ও পরাজয় উভয়ই সমান ॥ ৫৩

হে কৃষ্ণ! আমি তো মনে করি, পরাজয় মৃত্যু হইতে অধিক নহে। যাহার বিজয়লাভ হয়, তাহারও নিশ্চয়ই ধন-জন ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪

যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিপক্ষ সৈন্যরা বিজয়ী যোদ্ধার কত প্রিয়জনকে নিহত করিয়া থাকে। যে বিজয় লাভ করে, সে-ও

নির্বেদো জীবিতে কৃষ্ণ সর্বতশ্চোপজায়তে।
যে হ্যেব বীরা ভীমস্য আর্যাঃ করুণবেদিনঃ ॥ ৫৬
ত এব যুদ্ধে হন্যন্তে যবীয়ান্ মুচ্যতে জনঃ।
হন্যাপ্যনুসরো নিত্যং পরানপি জনার্দন ॥ ৫৭
অনুবন্ধশ্চ পাপোঽত্র শেষশ্চাপ্যবশিষ্যতে।
শেষো হি বলমাসাদ্য ন শেষমনুশোষয়েৎ ॥ ৫৮
সর্বোচ্ছেদে চ ভবতে বৈরস্যান্তবিনিঃসৃতা।
জয়ো বৈরং প্রসূজতি দুঃখমাস্তে পরাজিতঃ ॥ ৫৯
সুখং প্রশান্তঃ স্বপিতি হিত্বা জয়-পরাজয়ৌ।
ত্যক্তবৈরশ্চ পুরুষো দুঃখং স্বপিতি নিত্যদা ॥ ৬০
অনিবৃত্তেন মনসা সসর্প ইব বেশ্মনি।
উৎসাদয়তি যঃ সর্বং যশসা স বিমুচ্যতে ॥ ৬১

অকীর্তিঃ সর্বভূতেষু শাশ্বতী সোঽধিগচ্ছতি।
ন হি বৈরাণি শাম্যন্তি দীর্ঘকালধৃতান্যপি ॥ ৬২
আখ্যাতারশ্চ বিদ্যন্তে পুনরশ্চেহ বিদ্যতে কুলে।
ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব ব্যপশাম্যতি ॥ ৬৩
হবিষাবিষবৎ কৃষ্ণ ভূয় এবাভিবর্ধতে।
অতোঽন্যথা নাস্তি শান্তির্নিত্যমন্যুরমন্যুতঃ ॥
অন্যুরং লিপ্সমানানামন্যুরং দোষো নিরন্তরঃ ॥ ৬৪
পৌরুষে যো হি বলবানবিষহ্যবিষাধনঃ।
তস্য ত্যাগেন বা শান্তির্মরণেনাপি বা ভবেৎ ॥ ৬৫
অথবা মূলঘাতেন বিষতাং মধুসূদন।
ফলনিবৃত্তিরিষ্টা স্যাৎ তন্ন শংসতরং ভবেৎ ॥ ৬৬
যা তু ত্যাগেন শান্তিঃ স্যাৎ তদৃতে বধ এব সঃ।
সংশয়াচ্চ সমুচ্ছেদাদ্ বিষতামাহনস্তথা ॥ ৬৭

(ধন-জনের) বলশূন্য হইয়া পড়ে। কৃষ্ণ! যখন সে যুদ্ধে মৃত নিজ পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে দেখিতে না পায়, তখন সে সর্বপ্রকারে বিরক্ত হয় এবং তাহাতে সে নিজের জীবনবিষয়েও বৈরাগ্য লাভ করে। যে ব্যক্তিগণ ধীর, দয়াশীল, শ্রেষ্ঠ ও করুণ, তাহারাই প্রায়শঃ যুদ্ধে নিহত হইয়া থাকে এবং অধম শ্রেণীর মনুষ্যগণ সেই যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকে। জনার্দন! শত্রুগণকে বিনাশ করিলেও তাহাদের জন্য পরে সর্বদা অনুতাপ ভোগ করিতে হয়। ৪৪-৪৭

পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করাকে অনুবন্ধ বলা হয়, ইহাও পাপপূর্ণ কর্ম। পরাজিত হইয়া মৃত শত্রুগণের কেহ কেহ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সেই অবশিষ্ট শত্রু শক্তির সঞ্চয় করিয়া বিজেতার পক্ষে যাহারা জীবিত থাকে, তাহাদিগের কাহাকেও জীবনধারণ করিতে দিতে ইচ্ছা করে না। ৪৮

তাহারা শত্রুর বিনাশসাধনের ইচ্ছায় বিরোধী পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করে। অথবা চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং পরাজিত মানুষ দুঃখের সহিত কাল-যাপন করে। ৪৯

যে ব্যক্তি কাহারও সহিত শত্রুতা না করিয়া শান্তির আশ্রয় অবলম্বন করে; সেই ব্যক্তি জয়-পরাজয়ের চিন্তা ত্যাগ করত সুখে নিদ্রা যায়। যে ব্যক্তি অন্যের সহিত শত্রুতা করে, সেই ব্যক্তি সর্পযুক্ত গৃহে অবস্থিত পুরুষের ন্যায় সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্তে দুঃখের সহিত নিদ্রা যায়॥

যে ব্যক্তি শত্রুর বংশের আবাল-বৃদ্ধ সকল পুরুষেরই উচ্ছেদ করে, সেই ব্যক্তি বীরোচিত যশোলাভ হইতে বঞ্চিত হয়। সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী অপকীর্তি লাভ করিয়া থাকে॥

দীর্ঘকাল ধরিয়া মনের মধ্যে রক্ষিত শত্রুতা কখনও শান্ত হয় না; কারণ, যদি কেহ সেই বংশে বিদ্যমান থাকে, তবে তাহার নিকটে পূর্বঘটিত শত্রুতার বর্ধক ঘটনাসমূহের কীর্তনকারী বহু লোক মিলিয়া যায়।

যে কেশব! যেরূপ অগ্নি ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি আরও অধিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা শান্ত হয় না, পরন্তু আরও অধিক বর্ধিত হয়

(এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কেহ না কেহ দোষোদ্ঘাটনে নিরত থাকে) সেই শত্রুতাবদ্ধ উভয়পক্ষের মধ্যে একপক্ষের সম্পূর্ণভাবে নাশ না হইলে পূর্ণরূপে শান্তি আসে না। যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের দোষনির্ধারণের জন্য অবসর অন্বেষণ করে, তাহার নিকট এই দোষ সর্বদা বিদ্যমান থাকে। ৬০-৬৪

যদি নিজের মধ্যে পুরুষার্থ থাকে, তবে তাহার সাহায্যে পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করত হৃদয়ের সন্তাপদানকারিণী প্রবলা চিন্তাকে ত্যাগ করিলে শান্তিলাভ সম্ভব হইয়া থাকে কিংবা মৃত্যু হইলে সেই চিন্তা নিবৃত্ত হয়। ৬৫

হে মধুসূদন! অথবা শত্রুগণকে সমূলে (সবংশে) বিনাশ-সাধন করিতে পারিলে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু উহা অত্যন্ত নৃশংসতাপূর্ণ কার্য। ৬৬

রাজ্য ত্যাগ করিলে তাহাতে যে শান্তি আসিবে, তাহা বধেরই সমান; কারণ, এরূপ অবস্থায় শত্রুর মনে সদা সন্দেহ হইবে যে, সে অবসর পাইলে প্রহার করিবে এবং পক্ষান্তরে

ন চ তাক্তুং তরিচ্ছামো ন চেচ্ছামঃ কুলক্ষয়ম্।
অত্র বা প্রণিপাতেন শান্তিঃ সৈব গরীয়সী ॥ ৬৮

সর্বথা বর্তমানানামযুদ্ধমভিকাঙ্ক্ষতাম্।
সাম্নৈ প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধং নাপরাক্রমঃ ॥ ৬৯

প্রতিঘাতেন সাম্নস্য দারুণং সম্প্রবর্ততে।
তন্নঃ সামিব সম্পাতে পণ্ডিতৈরুপলক্ষিতম্ ॥ ৭০

লাঙ্গূলচালনং ক্ষেড়া প্রতিবাসো বিবর্তনম্।
দন্তদর্শনমারাবস্ততো যুদ্ধং প্রবর্ততে ॥ ৭১

তত্র যো বলবান্ কৃষ্ণ ক্রিয়া সোঽস্তি তথামিষম্।
এবমেব মনুষ্যেষু বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥ ৭২

সর্বথা ক্বেতুহচিতং দুর্বলেষু বলীয়সাম্।
অনাদরোঽবিরোধশ্চ প্রণিপাতী হি দুর্বলঃ ॥ ৭৩

পিতা রাজা চ বৃদ্ধশ্চ সর্বথা মানমর্হতি।
তস্মান্মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ ধৃতরাষ্ট্রো জনার্দন ॥ ৭৪

পুত্রস্নেহশ্চ বলবান্ ধৃতরাষ্ট্রস্য মাধব।
স পুত্রবশমাপন্নঃ প্রণিপাতং প্রযাস্যতি ॥ ৭৫

তত্র কিং মন্যসে কৃষ্ণ প্রাপ্তকালমনন্তরম্।
কথমর্থাচ্চ ধর্মাচ্চ ন হীয়েমহি মাধব ॥ ৭৬

ঈদৃশেঽর্থার্থকৃচ্ছ্রে হস্মিন্ কমন্যং মধুসূদন।
উপসম্প্রষ্টুমর্হামি ঋতে পুরুষোত্তম ॥ ৭৭

প্রিয়শ্চ প্রিয়কামশ্চ গতিশ্চ সর্বকর্মণাম্।
কো হি কৃষ্ণাস্তি নস্ত্রাতৃ সর্বনিশ্চয়বিৎ সুহৃৎ ॥ ৭৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধর্মরাজং জনার্দনঃ।
উভয়োরেব বামর্থে যাস্যামি কুরুসংসদম্ ॥ ৭৯

শমং তত্র লভেয়ং চেৎ যুষ্মদর্থমহাপয়ন্।
পুণ্যং মে সুমহদ্ রাজংশ্চরিতং স্যাদ্ মহাফলম্ ॥ ৮০

ধনসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় নিজের বিনাশের সম্ভাবনা থাকে। ৬৭

অতএব আমরা রাজ্য ত্যাগ করিতেও চাহি না, আবার কুলের বিনাশও চাহি না। যদি নম্রতা দেখাইলে শান্তি আসে, তবে উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ৬৮

যদিও আমরা যুদ্ধের ইচ্ছা না রাখিয়াই সাম, দান ও ভেদ এই সব উপায়ে রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছি, তথাপি যদি আমাদের সামাদি নীতি সফল না হয়, তবে যুদ্ধই হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য; কারণ, আমরা পরাক্রম ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না। ৬৯

যখন শান্তির প্রচেষ্টায় বাধা আসিয়া থাকে, তখন তাহার মুখ খুলিয়াই আরম্ভ হইয়া যায়। বিদ্বান্ পুরুষগণ এই যুদ্ধের উপমা কুকুরের কলহের সহিত দিয়া থাকেন। ৭০

কুকুর প্রথমে নিজে লেজ হেলাইতে থাকে, তারপর আস্ফালন ও গর্জন করে। তদনন্তর পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হয়, দাঁত দেখাইতে থাকে, তারপর শব্দ করিতে থাকে এবং তৎপশ্চাৎ তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৭১

হে কৃষ্ণ! তখন তাহাদের মধ্যে যে বলবান্ হয়, সে-ই দুর্বল মাংস খাইয়া থাকে, যে মাংসের জন্য তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই অবস্থা মনুষ্যগণের মধ্যেও, ইহাতে কোন বিশেষ নাই। ৭২

ইহাই সর্বপ্রকারে উচিত যে, বলবান্ ব্যক্তিগণ দুর্বলের আদর করিবে না এবং বিরোধও করিবে না। তাহাকেই দুর্বল বলিয়া জানিবে, যে সর্বথা নম্র হইয়া থাকে। ৭৩

জনার্দন! পিতা, রাজা ও বৃদ্ধ সর্বপ্রকারে সম্মানের যোগ্য। সেইহেতু ধৃতরাষ্ট্র আমাদের নিকট সদা মাননীয় ও পূজনীয়। ৭৪

মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের নিজ পুত্রের উপর প্রবল আসক্তি আছে। তিনি পুত্রের বশীভূত বলিয়া কখনই নম্র হইতে চাহিবেন না। ৭৫

হে কৃষ্ণ! এতাদৃশ সময়ে আপনি কি উচিত বলিয়া মনে করেন? মাধব! আমরা কিরূপ আচরণ করিলে অর্থ ও ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইব না? ৭৬

হে মধুসূদন! হে পুরুষোত্তম! এরূপ মহাসঙ্কটের সময় আমরা আপনাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহার নিকট পরামর্শ লইব? ৭৭

হে কৃষ্ণ! আপনার সমান আমাদের প্রিয়, হিতৈষী, সমস্ত কর্মের পরিণামের জ্ঞাতা ও সকল বিষয়ে এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তকারী সুহৃৎ আর কে আছে? ৭৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—আমি উভয়পক্ষের হিতের জন্য কৌরবসভায় গমন করিব। ৭৯

রাজন্! সেখানে যাইয়া আপনাদের স্বার্থের বিষয়ে কোনরূপ বাধা না পাইয়াই যদি উভয়পক্ষের সন্ধিস্থাপন করাইতে পারি,

মোচয়েয়ং মৃত্যুপাশাৎ সংরব্ধান্ কুরু-সৃঞ্জয়ান্।
পাণ্ডবান্ ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ সর্বাঞ্চ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন মযৈতন্মতং কৃষ্ণ যৎ ত্বং যাযাঃ কুরূন্ প্রতি।
সুযোধনঃ সুকৃতমপি ন করিষ্যতি তে বচঃ ॥ ৮২
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং দুর্যোধনবশানুগম্।
তেষাং মধ্যাবতরণং তব কৃষ্ণ ন রোচযে ॥ ৮৩
ন হি নঃ প্রীণযেদ্ দ্রব্যং ন দেবত্বং কুতঃ সুখম্।
ন চ সর্বামরৈশ্বর্যং তব দ্রোহেণ মাধব ॥ ৮৪

শ্রীভগবানুবাচ।

জানাম্যেতাং মহারাজ ধার্তরাষ্ট্রস্য পাপতাম্।
অবাচ্যাস্য ভবিষ্যামঃ সর্বলোকে মহীক্ষিতাম্ ॥ ৮৫
ন চাপি মম পর্যাপ্তাঃ সহিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ।
ক্রুদ্ধস্য সংযুগে স্থাতুং সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ৮৬
অথ চেৎ তে প্রবর্তেত মযি কিঞ্চিদসাম্প্রতম্।
নির্দহেয়ং কুরূন্ সর্বানিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥ ৮৭
ন ত্বাহং গমনং পার্থ তবেহ তত্র নিরর্থকম্।
অর্থপ্রাপ্তিঃ কদাচিৎ স্যাদস্মতো বাপ্যবাচ্যতা ॥ ৮৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যৎ তুভ্যং রোচতে কৃষ্ণ স্বস্তি প্রাপ্নুহি কৌরবান্।
কৃতার্থং স্বস্তিমন্তং বাং দ্রক্ষ্যামি পুনরাগতম্ ॥ ৮৯
বিষক্সেন কুরূন্ গত্বা তরতান্ শমযস্ব প্রভো।
যথা সর্বে সুমনসঃ সহ স্থাস্যাম সুহৃদ্গণঃ ॥ ৯০
ভ্রাতা চাসি সখা চাসি বীভৎসোর্মম চ প্রিযঃ।
সৌহৃদেনাবিশঙ্কোঽসি স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভূতযে ॥ ৯১

তবে বুঝিবেন যে, আমার দ্বারা মহাকল্যাণকর ও অতি উত্তম পুণ্য কার্য সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৮০

আমি তাহা দ্বারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ এই কৌরব, সৃঞ্জয়, পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে এবং এই সমগ্র পৃথিবীকে মৃত্যুর পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিব ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার ইহা অভিমত নয় যে, আপনি কৌরবসভায় যান, কারণ, আপনার দ্বারা কথিত উত্তম উপদেশ-বাক্যও দুর্যোধন মান্য করিবে না ॥ ৮২

তাহা ছাড়া বর্তমানসময়ে দুর্যোধনের বশীভূত যে ক্ষত্রিয় নৃপতি সেখানে সমবেত হইয়াছেন। কৃষ্ণ! তাহাদের মধ্যে আপনার যাওয়া আমার অভিপ্রেত হইতেছে না ॥ ৮৩

মাধব! যদি দুর্যোধন দ্রোহবশতঃ আপনার উপর কোন অনুচিত আচরণ করে, তবে ধন, সুখ, দেবত্ব এবং সম্পূর্ণ দেবগণেরও ঐশ্বর্য আমাকে প্রসন্ন করিতে পারিবে না ॥ ৮৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন কিরূপ পাপাচারী, তাহা আমি জানি। তথাপি সেখানে যাইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করিলে আমরা সকলে সমগ্র জগতের রাজগণের দৃষ্টিতে নিন্দার পাত্র হইব না ॥ ৮৫

(আমার তিরস্কারের ভয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না; কারণ,) যেরূপ ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখে অন্য কোন পশু থাকিতে পারে না, সেইরূপ আমি যদি ক্রুদ্ধ হই, তবে জগতের সমস্ত নৃপতিগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮৬

যদি তাহারা আমার সহিত অন্যায় অনুচিত ব্যবহার করে, তবে আমি সমস্ত কৌরবগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব—ইহাই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ॥ ৮৭

হে বৃষ্ণীনন্দন! আমার এই গমন কখনই নিরর্থক হইবে না। সেখানে সম্ভব হইলে হয় তো আমাদের অভিপ্রেতসিদ্ধিও হইতে পারে। আর যদি তাহা না হয়, তবে আমরাও নিন্দা হইতে রক্ষা পাইব ॥ ৮৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন। আপনার কল্যাণ হউক। আপনি প্রসন্নতা সহকারে কৌরবগণের নিকট গমন করুন। আশা করি—আমি পুনরায় আপনাকে স্বকার্যে সফলতা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিব ॥ ৮৯

হে প্রভো বিষক্সেন! আপনি কুরুদেশে যাইয়া ভরতবংশীয়দিগকে শান্ত করুন, যাহাতে আমরা সকলে সুহৃদ্গণের সহিত প্রসন্নচিত্ত হইয়া একত্রে বসবাস করিতে পারি ॥ ৯০

আপনি আমাদের ভ্রাতা ও সখা। অর্জুনের এবং আমার প্রীতিভাজন। আপনার সৌহার্দবিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহই নাই। অতএব আপনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের কল্যাণের জন্য সেখানে গমন করুন। আপনার কল্যাণ হউক ॥ ৯১

অস্মান্ বেত্থ পরান্ বেত্থ বেত্থার্থান্ বেত্থ ভারিষুম্।
যদ্ যদস্মদ্ধিতং কৃষ্ণ তৎ তদ্ বাচঃ শুযোধনঃ ॥ ২২
যদ্ যদ্ ধর্ম্মেণ সংযুক্তমুপপন্নেদ্ধিতং বচঃ।
তৎ তৎ কেশব ভাষেথাঃ সান্ত্বং বা যদি বেতরৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরকৃতকৃষ্ণপ্রেরণে
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের জানেন এবং কৌরবগণকেও জানেন, আপনি উভয় পক্ষের স্বার্থবিষয়েও অপরিচিত নন এবং কিভাবে এ বিষয়ে বার্ত্তালাপ করিতে হইবে, তাহাও আপনি ভালভাবেই জানেন। অতএব যে যে কথাবার্ত্তায় আমাদের হিত হইবে, তাহা সবই আপনি দুর্য্যোধনকে বলিবেন ॥ ২২

কেশব! যে যে বাক্য ধর্ম্মসঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর হইবে, তৎসমস্তই কোমল বা কঠোর হইলেও আপনি অবশ্যই বলিবেন ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক কৃষ্ণকে প্রেরণ-বিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরায় শ্রীকৃষ্ণস্যোৎসাহপ্রদানম্]

শ্রীভগবানুবাচ।

সঞ্জয়স্য শ্রুতং বাক্যং ভবতশ্চ শ্রুতং ময়া।
সর্বং জানাম্যভিপ্রায়ং তেষাঞ্চ ভবতশ্চ যৎ ॥ ১
তব ধর্ম্মাশ্রিতা বুদ্ধিস্তেষাং বৈরাশ্রয়া মতিঃ।
যদ্যুদ্ধেন লভেত তৎ তে বশমতং ভবেৎ ॥ ২
ন চৈবং নৈত্যিকং কর্ম ক্ষত্রিয়স্য বিশাম্পতে।
আহুরার্য্যমিদং সর্বে ন ক্লৈব্যং ক্ষত্রিয়স্তরেৎ ॥ ৩
জয়ো বধো বা সংগ্রামে ধাত্রাদিষ্টঃ সনাতনঃ।
স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষ কার্পণ্যং ন প্রশস্যতে ॥ ৪
ন হি কার্পণ্যমাস্থায় শক্যা বৃত্তির্যুধিষ্ঠির।
বিক্রমস্ব মহাবাহো জহি শত্রূন্ পরন্তপ ॥ ৫
অতিগৃদ্ধাঃ কৃতস্নেহা দীর্ঘকালং সহোষিতাঃ।
কৃতনিদ্রাঃ কৃতবলা ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ পরন্তপ ॥ ৬
ন পর্য্যায়োঽস্তি যৎ সাম্যং ত্বয়ি কুর্য্যুর্বিশাম্পতে।
বলবত্তাং হি মন্যন্তে ভীষ্মদ্রোণকৃপাদিভিঃ ॥ ৭

ত্রিসপ্ততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহপ্রদান]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি সঞ্জয়ের বাক্য শুনিয়াছি এবং আপনার বাক্যও শুনিয়াছি। কৌরবগণের কি অভিপ্রায়, তাহা সবই আমি জানি এবং আপনার যাহা অভিলাষ, তাহাও আমার জানা আছে ॥ ১

আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান আছে এবং তাহাদের বুদ্ধি শত্রুতাকে আশ্রয় করিয়া আছে। যুদ্ধ না করিয়া আপনি যাহাই পাইবেন, তাহাকেই আপনি বহু মনে করিবেন ॥ ২

নৃপতে! কিন্তু ইহা ক্ষত্রিয়ের নৈত্যিক (স্বাভাবিক) কর্ম্ম নহে। সকল আর্য্যেরই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ইহাই বলিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয় ভিক্ষাচরণ করিবে না ॥ ৩

তাহার জন্য বিধাতা এই সনাতন কর্ত্তব্যের কথা বলিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয় সংগ্রামে বিজয়লাভ করিবে, না হয় সেখানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। ইহাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। দীনতা বা কাতরতা তাহার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে ॥ ৪

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা চলিতে পারে না। শত্রুতাপন! আপনি এখন পরাক্রম দেখান এবং শত্রুকে সংহার করুন ॥ ৫

পরন্তপ (শত্রুতাপন)! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতিশয় লোভী। এদিকে তাহারা বহু মিত্র-নৃপতিগণকে (যুদ্ধের জন্য) সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহাদের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া নিজের প্রতি তাহাদের স্নেহভাবও বর্দ্ধিত করিয়াছে। (শিক্ষা ও অভ্যাসাদি দ্বারা) তাহারা বিশেষ শক্তিসঞ্চয়ও করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ৬

হে রাজন্! এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না, যাহাদ্বারা তাহারা (আপনাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করত) আপনার উপর সমতা (শক্তি) স্থাপিত করিবে। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য

যাবচ্চ মার্দবেনৈতান্ রাজন্ পরিষ্বজসি।
তাবদেতে হরিষ্যন্তি তব রাজ্যমরিন্দম ॥ ৮
নানুক্রোশাদ্ন কার্পণ্যান্ন চ ধর্মার্থকারণাৎ।
অলং কর্তুং ধার্তরাষ্ট্রাস্তব কামমরিন্দম ॥ ৯
এতদেব নিমিত্তং তে পাণ্ডবান্ত বধে ধৃতি।
নাবতপ্যন্ত কৌন্তেয়ং তাবৎ কৃত্বাপি দুষ্করম্ ॥ ১০
পিতামহস্ত দ্রোণস্ত বিদুরস্ত চ ধীমতঃ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ সাধূনাং রাজ্ঞশ্চ নগরস্ত চ ॥ ১১
পশ্যতাং কুরুমুখ্যানাং সর্বেষামেব ভারত।
ধানশীলং মৃদুং দান্তং ধর্মশীলমনুব্রতম্ ॥ ১২
বং ত্বামুপধিনা রাজন্ দ্যূতে বঞ্চিতবান্তদা।
ন চাপত্রপতে তেন নৃশংসঃ স্বেন কর্মণা ॥ ১৩
তথাশীলসমাচারে রাজন্ মা প্রণয়ং কৃথাঃ।

বধান্তে সর্বলোকেন্দ্র কিং পুনস্তব ভারত ॥ ১৪
বাগ্ভিস্ত্বপ্রতিরূপাভিরুদ্বেং যাং সহানুজম্।
গ্রাম্যমানঃ প্রহৃষ্টঃ সন্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ভাষতে ॥ ১৫
এতাবৎ পাণ্ডবানাং হি বাস্তি কিঞ্চিদিহ স্বকম্।
নামধেয়ঞ্চ গোত্রঞ্চ তদপ্যেষাং ন বিদ্যতে ॥ ১৬
কালেন মহতা চৈষাং ভবিষ্যতি পরাভবঃ।
প্রকৃতিং তে ভজিষ্যন্তি নষ্টপ্রকৃতয়ো ময়ি ॥ ১৭
দুঃশাসনেন পাপেন তদা দ্যূতে প্রবর্তিতে।
অনাথবৎ তদা দেবী দ্রৌপদী সুদুরাবৃতা ॥ ১৮
আকৃষ্য কেশে রুদতী সভায়াং রাজসংসদি।
ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতো গৌরিতি বাক্যমুক্তা মুহুঃ ॥ ১৯
তবতা বারিতাঃ সর্বে ভ্রাতরো ভীমবিক্রমাঃ।
ধর্মপাশনিবদ্ধাশ্চ ন কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে ॥ ২০

প্রকৃতি তাহাদের পক্ষেই রহিয়াছেন, সেইজন্ত তাহারা নিজেকে আপনার অপেক্ষা অধিক বলবান্ মনে করিতেছে। ৭

অরিন্দম রাজন্! যতকাল আপনি ইহাদের সহিত নম্রতা-পূর্ণ ব্যবহার করিবেন, ততকাল তাহারা আপনার রাজাহরণ করিবার চেষ্টাই করিবে। ৮

শত্রুদমন! আপনি একথা মনেই আনিবেন না যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আপনার উপর কৃপা করিবে না বা দীন-দুর্বল দেখিয়া কিংবা ধর্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবে। ৯

হে পাণ্ডুনন্দন! কৌরবগণ যে সন্ধি করিবে না, তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ বা প্রমাণ হইল এই যে, তাহারা আপনাকে কৌপীন পরাইয়া এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনবাসের দুষ্কর কষ্ট দেখিয়াও কখনও তাহার জন্ত অনুতাপ করে না। ১০

রাজন্! আপনি ধানশীল, কোমলস্বভাব, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমপরায়ণ, স্বভাবতঃ ধার্মিক এবং সকলেরই অনুগত, তথাপি ক্রূর দুর্যোধন সেই সময় পিতামহ ভীষ্ম, বুদ্ধিমান্ বিদুর, সাধু, ব্রাহ্মণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, নগরবাসী জনসমূহ এবং কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সাক্ষাতেই আপনাকে পাশাখেলায় কপটতা করিয়া সর্বপ্রকার ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিল এবং নিজের এই কুকার্যের জন্ত তাহারা অদ্যাবধি লজ্জা অনুভবও করিল না। ১১-১৩

রাজন্! এরূপ কুটিলস্বভাব ও নীচ আচরণকারী দুর্যোধনের প্রতি আপনি প্রেম দেখাইবেন না। ভারত! ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রগণ সকল লোকেরই বধ্য। সেইস্থানে আপনি তাহাদিগকে বধ করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? ১৪

(আপনি যে দিন দুঃখিত দেখিয়াছেন যে দিন দুর্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে কটুতর বাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা প্রদান করিয়াছিল। সে অত্যন্ত হাই উৎফুল্ল হইয়া নিজ মিথ্যা প্রশংসা করিতে করিতে ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে বলিয়াছিল যে, এখন পাণ্ডবগণের নিকট এ সাম্রাজ্যে "নিজের" বলিতে আর কিছুই রহিল না। কেবল নাম ও গোত্র রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও শেষে থাকিবে না ॥ ১৫-১৬

দীর্ঘকাল পরে ইহাদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটিবে। ইহাদের স্বাভাবিক শৌর্য ও বীর্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমার নিকট প্রাণ ত্যাগ করিবে। ১৭

সেই সময় যখন পাশা খেলা চলিতেছিল, তখন অতিশয় দুরাত্মা পাপী দুঃশাসন অনাথার ন্যায় রুদনরতা মহারাণী দ্রৌপদীকে তাহার কেশ ধারণ পূর্বক রাজসভায় টানিয়া আনিয়াছিল এবং ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য প্রভৃতি সমক্ষে সে দ্রৌপদীকে উপহাস করিতে করিতে বারংবার "গরু" "গরু" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল ॥ ১৮-১৯

যদিও তখন আপনার ভ্রাতারা ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিত, তথাপি আপনি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সেইজন্ত ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তাহারা সেই সময় এতাদৃশ অন্যায়ের কিছুই প্রতীকার করিতে পারে নাই। ২০

এতাংস্তাংশ্চ পরমা বাচঃ স সমুদীরয়ন্।
ব্রাবতে জ্ঞাতিমধ্যে স্ম বনি প্রব্রজিতে বনম্ ॥২১
যে তত্রাসন্ সমনীতাস্তে দৃষ্ট্বা বামনাগসম্।
অশ্রুকণ্ঠা রুদন্তশ্চ সভায়ামাসতে তদা ॥ ২২
ন চৈনমভ্যনন্দংস্তে রাজানো ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সর্বে দুর্যোধনং তত্র নিন্দন্তি স্ম সভাসদঃ ॥২৩
কুলীনস্য চ যা নিন্দা বধো বামিত্রকর্শন।
মহাগুণো বধো রাজন্ ন তু নিন্দা কুজীবিকা ॥ ২৪
তথৈব নিহতো রাজন্ যথৈব নিরপত্রপঃ।
নিন্দিতশ্চ মহারাজ পৃথিব্যাং সর্বরাজভিঃ ॥২৫
ঈদৃশং কার্য্যো বধস্তস্য যস্য চারিত্রমীদৃশম্।
প্রস্কন্দেন প্রতিস্তব্ধশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ২৬
বধ্যঃ সর্প ইবানার্যঃ সর্বলোকস্য দুর্মতিঃ।
জহ্যেনং যমমিত্রঘ্ন মা রাজন্ বিচিকিৎসথাঃ ॥ ২৭

সর্বথা ত্বৎক্ষমং চৈতদ্ রোচতে চ মমানঘ।
যৎ ত্বং পিতরি ভীষ্মে চ প্রণিপাতং সমাচরে ॥ ২৮
অহং তু সর্বলোকস্য গত্বা হেৎস্যামি সংশয়ম্।
যেষামস্তি দ্বিধাভাবো রাজন্ দুর্যোধনং প্রতি ॥ ২৯
যথো রাজ্ঞামহং তত্র প্রাতিপৌরুষিকান্ গুণান্।
তব সঙ্কীর্তয়িষ্যামি যে চ তস্য ব্যতিক্রমাঃ ॥ ৩০
ক্রবতস্তত্র মে বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
নিশম্য পার্থিবাঃ সর্বে নানাজনপদেশ্বরাঃ ॥ ৩১
ত্বয়ি সম্প্রতিপৎস্যন্তে ধর্মাত্মা সত্যবাগিতি।
তস্মিংশ্চাধিগমিষ্যন্তি যথা লোভাদবর্তত ॥ ৩২
গর্হয়িষ্যামি চৈবৈনং পৌরজানপদেষপি।
বৃদ্ধবালানুপাদায় চাতুর্বর্ণ্যে সমাগতে ॥ ৩৩
শমং বৈ যাচমানস্য নাধর্মং তত্র লপ্স্যসে।
কুরূন্ বিগর্হয়িষ্যন্তি ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পার্থিবাঃ ॥ ৩৪

যখন আপনি বনগমন করিতেছিলেন, তখনও এই দুঃশাসন জ্ঞাতিদিগের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে আপনাকে নানারূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া নিজের প্রশংসা করিতেছিল ॥ ২১

তখন যে সমস্ত নরপতিগণকে সেখানে আনা হইয়াছিল, তাঁহারা সকলে আপনাকে নিরপরাধ দেখিয়া রোদন করত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সভায় বসিয়া ছিলেন ॥ ২২

ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই নরপতিবৃন্দ সেখানে দুর্যোধনের প্রশংসা করেন নাই। সেই সমস্ত সকল সভাসদ্‌ই তাহার নিন্দা করিতেছিল ॥ ২৩

শত্রুনাশন! কুলীন পুরুষের যে নিন্দা ও বধ—এই উভয়ের মধ্যে বধই তাহার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর, নিন্দা নয়। নিন্দা তো জীবনকে ঘৃণিত করিয়া দেয় ॥ ২৪

মহারাজ! যখন এই ভূমণ্ডলের সকল রাজা তাহার নিন্দা করিতেছিল, তখনই সেই নির্লজ্জ দুর্যোধনের এক প্রকার মৃত্যুই হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫

যাহার চরিত্র এরূপ নিন্দনীয়, তাহাকে বধ করা তো অতীব সাধারণ কার্য্য। যাহার মূল ছেদন করা হইয়াছে এবং যাহাকে গোলাকার বেদীর উপর স্থাপন করা হইয়াছে, সেই বৃক্ষের ন্যায় দুর্যোধনেরও ধরাশায়ী হইতে অধিক বিলম্ব নাই ॥ ২৬

দুর্মতি দুরাচারী দুর্যোধন দুষ্ট সর্পের ন্যায় সকল মানুষেরই বধ্য। শত্রুনাশন মহারাজ! আপনি এবিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন না, এই দুষ্টকে অবশ্যই বধ করুন ॥ ২৭

নিষ্পাপ নরেশ! আপনি যে পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্মের প্রতি প্রণাম এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করেন, ইহা সর্বপ্রকারে আপনার যোগ্য কার্য্য। আমিও ইহা অনুমোদন করি ॥২৮

রাজন্! দুর্যোধনসম্বন্ধে যে সমস্ত লোকের মন দ্বিধাগ্রস্ত—যাহারা দুর্যোধনকে সজ্জন বা দুর্জন বলিয়া নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না, সেই সমস্ত লোকের সন্দেহ আমি সেখানে যাইয়া দূর করিব ॥ ২৯

আমি রাজসভায় সন্নিবিষ্ট ভূপতিমণ্ডলীর মধ্যে আপনার সর্বসাধারণ গুণসমূহ ও দুর্যোধনের দোষ এবং অপরাধসমূহ উদ্‌ঘাটন করিব ॥ ৩০

আমার মুখে ধর্ম ও অর্থসংযুক্ত হিতকর বচন শুনিয়া নানা জনপদের অধিপতি সমস্ত ভূপতিগণ ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা ও সত্যবাদী এবং দুর্যোধনসম্বন্ধে তাঁহাদের এইরূপ নিশ্চয় হইয়া যাইবে যে, দুর্যোধন লোভের বশবর্তী হইয়া এই সব অনুচিত কার্য্য করিয়াছে ॥ ৩১-৩২

আমি সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের আবালবৃদ্ধ জনসমূহকেও নিজের পক্ষে আনিয়া তাহাদের সমক্ষে এবং পুরবাসী ও দেশবাসী সকল মানুষের সমক্ষেই এই দুর্যোধনের নিন্দা করিব ॥ ৩৩

সেখানে আমি শান্তির জন্য যাচ্ঞা করিলেও আপনি অধর্মভাগী হইবেন না। সব ভূপতিগণই কৌরবদের ও ধৃতরাষ্ট্রেরই নিন্দা করিবেন ॥ ৩৪

তস্মিঁল্লোকপরিত্যাগে কিং কার্যমবশিষ্যতে।
হতে দুর্যোধনে রাজন্ সদস্তং ক্রিয়তামিতি ॥ ৩৪
যাবো চাহং কুরূন্ সর্বান্ যুদ্ধদর্শনমাপন্ন।
যতিষ্যে প্রশমং কর্তুং লক্ষয়িষ্যে চ চেষ্টিতম্ ॥ ৩৫
কৌরবাণাং প্রবৃত্তিঞ্চ গত্বা যুদ্ধাধিকারিকাম্।
নিশম্য বিনিবর্তিষ্যে জয়ায় তব ভারত ॥ ৩৭
সর্বথা যুদ্ধমেবাহমাশংসামি পরৈঃ সহ।
নিমিত্তানি হি সর্বাণি তথা প্রাদুর্ভবন্তি মে ॥৩৮
মৃগাঃ শকৃন্তাশ্চ বদন্তি ঘোরং
হন্ত্যশ্বমুখ্যেষু নিশামুখেষু।
ঘোরাণি রূপাণি তথৈব চাগ্নি-
র্বর্ণান্ বহূন্ পুষ্যতি ঘোররূপান্ ॥ ৩৯
মনুষ্যলোকক্ষয়কৃৎ সুঘোরো
নো চেদনুপ্রাপ্ত ইহান্তকঃ স্যাৎ।
শস্ত্রাণি যন্ত্রং কবচান্ তথাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চ প্রতিপাদয়িত্বা ॥ ৪০
যোধাংশ্চ সর্বে কৃতনিশ্চয়াস্তে
ভবন্ত হস্ত্যশ্বরথেষু যত্তাঃ।
সাংগ্রামিকং তে যদুপার্জনীয়ং
সর্বং সমগ্রং কুরু ভরতেন্দ্র ॥ ৪১
দুর্যোধনো ন হ্যলমদ্য জাতু
জীবংস্তবৈবৈষ পতে কথঞ্চিৎ।
যং তে পুরস্তাদভবং সমৃদ্ধং
দ্যূতে হৃতং পাণ্ডবমুখ্য রাজ্যম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে-
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

সব মানুষই দুর্যোধনকে অন্যায়কারী বুঝিয়া ত্যাগ করিবে এবং সে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় আপনার দ্বিতীয় অন্য কোন্ কার্য আর অবশিষ্ট থাকিবে, যাহা আমি সম্পাদন করিব ? ৩৪

আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার স্বার্থসিদ্ধি বিষয়ে অন্যও বিঘ্ন আসিতে না দিয়া সমস্ত কৌরবগণের সহিত সন্ধি-স্থাপনের জন্য প্রযত্ন করিব এবং তাহাদের চেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখিব ॥ ৩৬

ভারত ! আমি যাইয়া কৌরবগণের যুদ্ধ বিষয়ক প্রবৃত্তির সংবাদ শ্রবণ করত আপনার বিজয়ের জন্য পুনরায় এখানে প্রত্যাবর্তন করিব ॥ ৩৭

আমার তো শত্রুর সহিত সর্বথা যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হইতেছে ; কারণ, আমার সম্মুখে এইরূপ লক্ষণসমূহই প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৩৮

পশু ও পক্ষীরা ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। প্রদোষকালে রাত্রির প্রারম্ভে সমস্ত হস্তী ও অশ্বগণের আকৃতি ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে অগ্নিদেবও নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর বর্ণ ধারণ করিতেছেন ॥ ৩৯

যদিও মনুষ্যলোকের সংহারকারী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মৃত্যু ইহাকে প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি এখন তাহা উপস্থিত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। অতএব তে নরেন্দ্র ! আপনার সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শস্ত্র, কবচ, যন্ত্র, রথ, হস্তী ও অশ্বগণকে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন এবং ঐ সব হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর বসিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। ইহা ব্যতীত আপনার যুদ্ধোপযোগী বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং আপনি সেই সমস্ত সংগ্রহ করুন ॥ ৪০-৪১

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ নরপতে ! একথা আপনি নিশ্চয় জানুন যে, আপনার নিকট পূর্বে যে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য-বৈভব ছিল এবং যাহা আপনি পাশাখেলায় হারাইয়াছেন, সেই সমগ্র রাজ্য এখন দুর্যোধন তাহার জীবন থাকিতে আপনাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিবে না ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যবিষয়ক ত্রিসপ্ততি-তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য শান্তিবিষয়কঃ প্রস্তাবঃ।]

ভীম উবাচ।

যথা যথৈব শান্তিঃ স্যাৎ কুরূণাং মধুসূদন।
তথা তথৈব ভাষেথা মাস্ম যুদ্ধেন ভীষয়েঃ॥ ১

অমর্ষী জাতসংরম্ভঃ শ্রেয়োদ্বেষী মহামনাঃ।
নোগ্রং দুর্যোধনো বাচ্যঃ সাম্নৈবৈনং সমাচরেঃ॥ ২

প্রকৃত্যা পাপসঙ্কল্প স্তুলচেতাস্তু দস্যুভিঃ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তশ্চ কৃতবৈরশ্চ পাণ্ডবৈঃ॥ ৩

অদীর্ঘদর্শী নিষ্ঠুরী ক্ষেপ্তা ক্রূরপরাক্রমঃ।
দীর্ঘমন্যুরনেয়শ্চ পাপাত্মা নিকৃতিপ্রিয়ঃ॥ ৪

স্থিরেতাপি ন ভজ্যেত নৈব জহ্যাৎ স্বকং মতম্।
তাদৃশেন শমঃ কৃষ্ণ মন্যে পরমদুষ্করঃ॥ ৫

সুহৃদামপ্যবাচীনস্ত্যক্তধর্ম্মা প্রিয়ানৃতঃ।
প্রতিহন্ত্যেব সুহৃদাং বাচশ্চৈব মনাংসি চ॥ ৬

স মন্যুবশমাপন্নঃ স্বভাবং দুষ্টমাস্থিতঃ।
স্বভাবাৎ পাপমভ্যেতি তূষ্ণীংস্থস্তু ইবোরগঃ॥ ৭

দুর্য্যোধনো হি যৎসেনঃ সর্ব্বথা বিদিতস্তব।
যচ্ছীলো যৎস্বভাবশ্চ যদ্বলো যৎপরাক্রমঃ॥ ৮

পুরা প্রসন্নাঃ কুরবঃ সহপুত্রাস্তথা বয়ম্।
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা ইবাভূম মোদমানাঃ সবান্ধবাঃ॥ ৯

দুর্য্যোধনস্তু ক্রোধেন তরসা মধুসূদন।
ধক্ষ্যন্তে শিশিরাপায়ে বনানীব হুতাশনৈঃ॥ ১০

অষ্টাদশেমে রাজানো প্রখ্যাতা মধুসূদন।
যে সমুচ্ছিদ্য দুর্জ্ঞাতীন্ সুহৃদশ্চ সবান্ধবান্॥ ১১

অসুরাণাং সমৃদ্ধানাং অলকামিব তেজসা।
পর্য্যায়কালে ধর্ম্মস্য প্রাপ্তে কলিরজায়ত॥ ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনের শান্তিবিষয়ক প্রস্তাব।]

ভীমসেন বলিলেন,—মধুসূদন! আপনি কৌরবগণের মধ্যে সেই কথা বলিবেন, যাহাতে আমাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে। যুদ্ধের কথা শুনাইয়া তাহাদিগকে ভীত করিবেন না॥ ১

দুর্য্যোধন অবিবেচক, ক্রোধপূর্ণ, শ্রেয়োবিরোধী এবং মনে মনে অত্যন্ত অহঙ্কারী। সেইজন্য তাহার প্রতি কঠোর বাক্য বলিবেন না, সামনীতিদ্বারা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন॥ ২

দুর্য্যোধন স্বভাবতঃ পাপাত্মা, তাহার হৃদয় দস্যুর ন্যায় ক্রূরতা-পূর্ণ, সে ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত এবং পাণ্ডবগণের সহিত সর্ব্বদা শত্রুতা করিতে উদ্যত॥ ৩

সে অদূরদর্শী, কর্কশভাষী, পরনিষ্ঠুর, ক্রূরপরাক্রমী, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ক্রোধকে মনোমধ্যে ধরিয়া রাখে, শিক্ষা দিয়া সৎপথে লইয়া যাওয়ার অযোগ্য, পাপাত্মা ও পরতাপ্রিয়॥ ৪

হে কৃষ্ণ! সে বরং মরিয়া যাইবে, তথাপি নত হইবে না। আমি মনে করি—এরূপ দুরাগ্রহী মনুষ্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করা অতিশয় দুষ্কর কার্য্য॥ ৫

দুর্য্যোধন হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের উপরেও বিপরীত আচরণ করে। সে ধর্ম্মকে তো ত্যাগ করিয়াছে, মিথ্যাকেও প্রিয় বলিয়া মনে করে, সে মিত্রগণের বাক্যও অগ্রাহ্য করে এবং তাহাদের মনে আঘাত দিয়া থাকে॥ ৬

সে ক্রোধের বশীভূত হইয়া দুষ্ট স্বভাবকে আশ্রয় করিয়াছে। তূষ্ণীং আচ্ছাদিত সর্পের ন্যায় সে স্বভাবতই অপরকে হিংসা করে॥ ৭

ভগবন্! দুর্য্যোধন যেরূপ সেনাসমন্বিত, যেরূপ চরিত্র ও স্বভাবসম্পন্ন এবং যেরূপ বল ও পরাক্রমশালী, তাহা সবিশেষই আপনি সর্ব্বপ্রকারে জানেন॥ ৮

পূর্ব্বে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত আমরা এবং কৌরবগণ ইন্দ্রাদি দেবতাদের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া অতিশয় প্রসন্নতা ও আনন্দের সহিত একত্রে বাস করিতেছিলাম॥ ৯

হে মধুসূদন! কিন্তু যেরূপ শীতকাল শেষ হইয়া যাইলে গ্রীষ্মকালে বনভূমি দাবানলে দগ্ধ হয়, সেইরূপ সম্পূর্ণ ভরত-বংশীয়গণ এই সময় দুর্য্যোধনের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইবে॥ ১০

হে মধুসূদন! এই যে অষ্টাদশ (পরে বলা হইয়াছে।) প্রখ্যাত রাজা, যাঁহারা বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত জ্ঞাতিদিগকে ও হিতৈষী সুহৃদ্‌গণকে সংহার করিয়াছিলেন॥ ১১

যেরূপ যুগের বিপ্লবের সময় উপস্থিত হইলে তেজে প্রজ্বলিত সমৃদ্ধিশালী অসুরগণের মধ্যে ভয়ের কারণ আরম্ভ হইয়াছিল॥ ১২

হৈহয়ানাং মৃদাবর্তো নীপানাং জনমেজয়ঃ।
বহ্বশস্তালজঙ্ঘানাং কৃমীণামুরুতো বসুঃ ॥ ১৩
অজবিন্দুঃ সুবীরাণাং সুরাষ্ট্রাণাং কথন্ধিকঃ।
অর্কজশ্চ বলীহানাং চীনানাং দৌতমূলকঃ ॥ ১৪
হয়গ্রীবো বিদেহানাং বরষুশ্চ মহৌজসাম্।
বাহুঃ সুন্দরবংশানাং দীপ্তাক্ষাণাং পুরূরবাঃ ॥ ১৫
সহজশ্চেদি-মৎস্যানাং প্রবীরাণাং বৃষধ্বজঃ।
ধারণশ্চন্দ্রবংশানাং মুকুটানাং বিগাহনঃ ॥ ১৬
শমশ্চ নন্দিবেগানামিত্যেতে কুলপাংসনাঃ।
যুগান্তে কৃষ্ণ সম্ভূতাঃ কুলে কুপুরুষাধমাঃ ॥ ১৭
অপ্যয়ং নঃ কুরূণাং স্যাদ্ যুগান্তে কালসম্ভৃতঃ।
দুর্যোধনঃ কুলাঙ্গারো জঘন্যঃ পাপপূরুষঃ ॥ ১৮
তস্মাদ্ ভূয় ঋনৈক্রূর্যা ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
কামাদ্রুবন্ধবহুলং নোগ্রমুগ্রপরাক্রম ॥ ১৯
অপি দুর্যোধনং কৃষ্ণ সর্বে বয়মধশ্চরাঃ।
নীচৈর্বাদুঘাস্তামো মাস্ম নো ভরতা নশন্ ॥ ২০
অপ্যুদাসীনবৃত্তিঃ স্যাদ্ যথা নঃ কুরুভিঃ সহ।
বাসুদেব তথা কার্যং ন কুরূননয়ঃ স্পৃশেৎ ॥ ২১
বাচ্যাঃ পিতামহো বৃদ্ধো যে চ কৃষ্ণ সভাসদঃ।
ভ্রাতৃণামস্তু সৌভ্রাত্রং ধার্তরাষ্ট্রৈঃ প্রশাম্যতাম্ ॥ ২২
অহমেতদ্ ব্রবীমোঘং রাজা চৈব প্রশংসতি।
অর্জুনো নৈব যুদ্ধার্থী সুভৃশং হি দয়ার্জুনে ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ভীমবাক্যে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

হে কৃষ্ণ! সেইরূপ হৈহয়বংশে মৃদাবর্ত, নীপকুলে জনমেজয়, তালজঙ্ঘবংশে বহ্বশ, কৃমিকুলে উরুত বসু, সুবীরবংশে অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রকুলে কথন্ধিক, বলীহবংশে অর্কজ, চীনকুলে দৌতমূলক, বিদেহবংশে হয়গ্রীব, মহৌজকুলে বরষু, সুন্দরবংশে বাহু, দীপ্তাক্ষকুলে পুরূরবা, চেদি ও মৎস্যদেশে সহজ, প্রবীরবংশে বৃষধ্বজ, চন্দ্রবংশবংশকুলে ধারণ, মুকুটবংশে বিগাহন এবং নন্দিবেগকুলে শম—এই সমস্ত কুলাঙ্গার ও নরাধম কলিযুগ উপস্থিত হইলে উপরিলিখিত ভিন্ন ভিন্ন কুলে সম্ভূত হয়। ১৩-১৭

পূর্বোক্ত অষ্টাদশ রাজার ন্যায় কুলাঙ্গার, নীচ ও পাপপুরুষ দুর্যোধনও এই দ্বাপরযুগের শেষে কালপ্রেরিত হইয়া আমাদের কুরুকুলের বিনাশের কারণরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮

অতএব পরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ! আপনি তাহাকে যাহা কিছু বলিবেন, কোমল ও মধুরভাবে ধীরে ধীরে বলিবেন। আপনার সকল বাক্যই ধর্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিতকর হউক। তাহাকে অন্যায় উগ্রতাপূর্ণ বাক্য বলিবেন না এবং যাহা বলিবেন, তাহার অধিকাংশই যেন দুর্যোধনের রুচিকর হয়। ১৯

ভগবন্! বরং আমরা সকলে মিলে পার্থসকাশনে যাইয়া অত্যন্ত নম্রতাসহকারে দুর্যোধনের অনুসরণ করিব, তথাপি আমাদের জন্য যেন ভরতবংশীয়গণের নাশ না হয়। ২০

হে বাসুদেব! কৌরবগণের সহিত আমাদের যাহাতে উদাসীনভাব অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্যের ন্যায় ভাব—ব্যবহার বিদ্যমান থাকে, আপনি সেইরূপ প্রযত্ন করিবেন। কোন প্রকারেই যেন অন্যায় স্পর্শ না করে। ২১

হে কৃষ্ণ! আপনি সেখানে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণকে এইরূপ করিবার জন্যই বলিবেন, যাহাতে সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং দুর্যোধনও শান্ত হইয়া যায়। ২২

আমি এইরূপ শান্তিস্থাপনের জন্য বলিতেছি, রাজা যুধিষ্ঠিরও শান্তিরই প্রশংসা করেন এবং অর্জুনও যুদ্ধ করিতে অভিলাষী নয়; কারণ, অর্জুনের মধ্যে অধিক দয়া বিদ্যমান আছে॥ ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌যানপর্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেনমুত্তেজিতং কর্তুং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রয়াসঃ ।]

এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুঃ কেশবঃ প্রহসন্নিব ।
অদ্ভুতপূর্বং ভীমস্য মার্দবোপহিতং বচঃ ॥ ১১
গিরেরিব লঘুঃ তন্ত্রীতরমিব পাবকে ।
মত্বা রামানুজঃ শৌরিঃ শার্ঙ্গধন্বা বৃকোদরম্ ॥ ২
সন্তেজয়ংস্তদা বাগ্মির্মাতরিশ্বেব পাবকম্ ।
উবাচ ভীমমাসীনং কৃপয়াভিপরিপ্লুতম্ ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

ধন্যস্তদা ভীমসেন যুদ্ধনেব প্রশংসসি ।
বধাভিনন্দিনঃ ক্রূরান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ নিমর্দিষুঃ ॥ ৪
ন চ স্বপিষি জাগর্ষি ভুঞ্জঃ শেষে পরন্তপ ।
ঘোরামশান্তাং কৃষ্ণতীং সদা বাচং প্রভাষসে ॥ ৫
নিঃশ্বসন্নিবং তেন সন্তপ্তঃ যেন মন্যুনা ।
অপ্রশান্তমনা ভীম সধূম ইব পাবকঃ ॥ ৬
একান্তে নিঃশ্বসন্ শেষে ভারার্ত ইব দুর্বলঃ ।
অপি ত্বাং কেচিদ্ব্রূয়ুঃ মনুষ্যেঽতরিদো জনাঃ ॥ ৭
আরুজ্য বৃক্ষান্ নির্মূলান্ গজঃ পরিকরন্নিব ।
নিঘ্নন্ পদ্ভ্যাং ক্ষিতিং ভীম নিষ্টনন্ পরিধাবসি ॥ ৮
নাস্মিন্ জনেঽভিরমসে রহঃ ক্ষিপসি পাণ্ডব ।
নান্তং নিশি দিবা চাপি কদাচিদভিনন্দসি ॥ ৯
অকস্মাৎ স্মরমানশ্চ রহস্যাদ্রুদন্নিব ।
জানোর্ধ্বমাধায় চিরমাস্সে প্রমীলিতঃ ॥ ১০
ভ্রুকুটিঞ্চ পুনঃ কুর্বন্নোষ্ঠৌ চ বিদশন্নিব ।
অভীক্ষ্ণং দৃশ্যসে ভীম সর্বং তন্মন্যুকারিতম্ ॥ ১১
যথা পুরস্তাৎ সবিতা দৃশ্যতে শুক্রমুচ্ছ্রয়ন্ ।
যথা চ পশ্চাদ্গির্মূর্ধ্নো ধ্রুবং পর্যেতি রশ্মিবান্ ॥ ১২
তথা সত্যং প্রবীমোঽস্মাস্তি তস্য ব্যতিক্রমঃ ।
হন্তাহং গদয়াঽঽহত্য দুর্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ১৩

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

[ভীমসেনকে উত্তেজিত করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াস]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেনের মুখ হইতে এই অভূতপূর্ব মৃদুতাপূর্ণ বচন শুনিয়া আনন্দপুলকিত বাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। যেরূপ পর্বতে লঘুতা এবং অগ্নিতে শীতলতা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আজ ভীমসেনের মধ্যে মৃদুতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—এরূপ চিন্তা করিয়া দুর্নিবার্য বলশালী রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ বায়ুদ্বারা অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিবার ন্যায় বাক্যদ্বারা নিজ পার্শ্বে উপবিষ্ট দ্রবিতচিত্ত বৃকোদরকে (ভীমসেনকে) তখন উত্তেজিত করিবার জন্য বলিলেন। ১-৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ভীমসেন! অদ্য যাবতীয় তুমি অল্প সময়ের মধ্যেই তো হিংসাতেই আনন্দিতচিত্ত ও ক্রূর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিধন করিবার ইচ্ছা মনে রাখিয়া কেবল যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়াছ। ৪

হে শত্রুদমন! (সর্বদা এই চিন্তাতেই আবিষ্ট থাকিতে বলিয়া) তুমি রাত্রিতে শয়নও করিতে না, কেবল জাগিয়া থাকিতে। কখনও যদি শয়ন করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তুমি ছদ্ম (মিথ্যা) হইয়া শয়ন করিতে এবং সর্বদা ভয়ানক অশান্ত ও ক্রোধপূর্ণ বাক্য বলিতে। ৫

ভীম! তুমি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগপূর্বক নিজক্রোধে সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়া পড়িতে, যেরূপ অগ্নি নিজ তাপে সদা তপ্ত থাকে। যুদ্ধে ব্যস্ত অগ্নির ন্যায় সদাই তুমি অশান্ত থাকিতে। ৬

ভারে পীড়িত দুর্বল মনুষ্যের ন্যায় তুমি নির্জনে বসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে, এইজন্য কত মানুষ, যাহারা প্রকৃত বিষয় জানিত না, তাহারা তোমাকে উন্মাদ মনে করে। ৭

ভীম! যেরূপ হস্তী বৃক্ষসমূহকে মূলের সহিত উৎপাটিত করিয়া নিজ পদদ্বারা আঘাত করত সেইগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সেইরূপ তুমিও পদদ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে এবং চারিদিকে ধাবিত হইতে। ৮

হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি কখনও এই জনসমূহমধ্যে প্রীতিলাভ করিতে না, সদা নির্জনে বসিয়া কালক্ষেপ করিতে। কি দিনের বেলা কি রাত্রিকালে তুমি কখনও কোনরূপে অপরকে অভিনন্দন জানাইতে না। ৯

তুমি কখনও হঠাৎ হাসিয়া উঠিতে, আবার কখনও নির্জন স্থানে মনে হইত তুমি যেন রোদন করিতেছ। কখনও বা তুমি জানুর (হাঁটুর) মধ্যে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত চক্ষু বন্ধ করত বসিয়া থাকিতে। ১০

ভীমসেন! আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে ভ্রুকুটি করিয়া ওষ্ঠদ্বয়কে যেন সদা দংশন করিতে দেখিতাম। এ সবই তোমার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। ১১

তুমি নিজ ভ্রাতৃগণের মধ্যে সত্যের শপথ লইয়া বারংবার গদা স্পর্শ করত এই কথা বলিতে—"যেরূপ সূর্যদেবকে পূর্বদিকে

ইতি ত্বং মন্যে ভ্রাতৃণাং সত্যোনালম্বসে পদম্।
তস্য তে প্রশমে বুদ্ধির্দ্বিষতেঽস্য পরন্তপ ॥ ১৫
অহো যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষাণাং যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
চেতাংসি বিপ্রতীপানি যৎ বাং ভীভীব বিন্দতি ১৬
অহো পার্থ নিমিত্তানি বিপরীতানি পশ্যসি।
অন্যান্তে জাগরান্তে চ তস্মাৎ প্রশমমিচ্ছসি ॥ ১৬
অহো নাশংসসে কিঞ্চিৎ পুংস্ত্বং ক্লীব ইবাত্মনি।
কশ্মলেনাভিপন্নোঽসি তেন তে বিকৃতং মনঃ ॥ ১৭
উদ্বেপতে তে হৃদয়ং মনস্তে প্রতিসীদতি।
উরুস্তম্ভগৃহীতোঽসি তস্মাৎ প্রশমমিচ্ছসি ॥ ১৮
অনিত্যং কিল মর্ত্যস্য পার্থ চিত্তং চলাচলম্।
বাতবেগপ্রচলিতা অষ্টীলা শাল্মলেরিব ॥ ১৯

তবৈষা বিকৃতা বুদ্ধির্বাঃ বাগিব মাধবী।
মনাংসি পাণ্ডুপুত্রাণাং মজ্জয়ত্যন্তরানিব ॥ ২০
ইদং মে মহদাশ্চর্যং পর্বতস্যেব সর্পণম্।
যদীদৃশং ব্রুবাণেষা ভীমসেনাদনন্তরং বচঃ ॥ ২১
স দৃষ্ট্বা স্বানি কর্মাণি কুলে জন্ম চ ভারত।
উত্তিষ্ঠস্ব বিষাদং মা কৃথা বীর স্থিরো ভব ॥ ২২
ন চৈতদনুরূপং তে যৎ তে গ্লানিরিদৃশম্।
যদৌজসা ন লভতে ক্ষত্রিয়ো ন তদশ্নুতে ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ভীমোদ্বেজকশ্রীকৃষ্ণবাক্যে
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫

উদিত হইয়া নিজ তেজোমণ্ডল প্রকাশ করিতে দেখা যায় এবং পশ্চিমদিকেই এই কিরণমালী সূর্যদেব অস্তাচলে যাইয়া নিশ্চিতরূপে মেরুপর্বতকে পরিক্রমা করেন ও তাঁহার এই নিয়মের যেরূপ কখনই ব্যতিক্রম হয় না, সেইরূপ আমিও সত্য করিয়া বলিতেছি যে, অমর্ষশীল দুর্যোধনের নিকট যাইয়া আমি বীর গদাদ্বারা তাহার প্রাণনাশ করিব। আমার এই কথার কখনও কোনরূপে ব্যতিক্রম হইবে না। শত্রুতাপন! এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারী তোমার ন্যায় বীর পুরুষের বুদ্ধি আজ শান্তিস্থাপনে আগ্রহী হইয়াছে (ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়!)। ১২-১৪

অহো! যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে প্রথমে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের বুদ্ধি এইরূপ পরিবর্তন হইয়া যায় যে, তাঁহারা তখন বিপরীত চিন্তা করিতে থাকে। ভীমসেন! মনে হইতেছে—এজন্য তোমারও মধ্যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৫

সুভ্রূনয়ন! অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা এই যে, তুমি শয়ন করিতে করিতে ও জাগরণ করিতে করিতে বিপরীত পরিণামের সূচক নিমিত্তসমূহ দেখিতে পাইতেছ, সেইজন্যই আজ তুমি শান্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ ॥ ১৬

অগো! কাতর ও নপুংসক পুরুষের ন্যায় এই সময়ে তুমি নিজের মধ্যে কোনরূপ পুরুষার্থের কথা ভাবিতে পারিতেছ না। তোমার মধ্যে এখন মোহ উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্য তোমার মানসিক অবস্থা বিকৃত হইয়াছে ॥ ১৭

মনে হইতেছে—তোমার হৃদয় কাঁপিতেছে, মন শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং তোমার উরু শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সেইজন্য তুমি শান্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ ॥ ১৮

হে পার্থ! মানুষের চিত্ত সদা একটি বিষয়ের উপর স্থির থাকিতে পারে না। উহা বায়ুর বেগে দোদুল্যমান শিমুলফলের মধ্যস্থিত তুলা সদৃশ ইতস্ততঃ চালিত হয় ॥ ১৯

যদি গো-সদৃশ মনুষ্যের ন্যায় বাক্যও বলে, তথাপি উহাদিগকে যেমন বিকারগ্রস্ত বলিয়া মনে করা হয়, সেইরূপ তোমার এই বুদ্ধি আজ বিকৃত হইয়া অগাধ সমুদ্রে নৌকা বাহকদিগের ন্যায় নিমজ্জমান মনুষ্যদিগের ন্যায় পাণ্ডবগণের মনকে চিন্তাকুল করিতেছে ॥ ২০

ভীমসেন! তুমি যে কথা বলিতেছ, উহা কদাপি তোমার যোগ্য নহে। যেরূপ পর্বতের গমন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, সেইরূপ তোমার দ্বারা কথিত শান্তিপ্রস্তাব আমার অতীব আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২১

হে ভারত! তুমি নিজ কর্মসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যে কুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উত্থানমান হও। হে বীর! তুমি বিষাদগ্রস্ত হইও না এবং নিজ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মে তুমি স্থিরনিশ্চয় হও ॥ ২২

হে অরিন্দম! তোমার চিত্তে যে গ্লানি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা কখনই তোমার ন্যায় বীরচূড়ামণির পক্ষে যোগ্য নহে; কারণ, ক্ষত্রিয় যাহাদ্বারা ওজঃ (মনঃশক্তি) বা পরাক্রম লাভ না করে, উহা সে নিজের উপভোগে গ্রহণ করে না ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্বে ভীমকে উত্তেজিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণায় ভীমসেনস্যোত্তরদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথোক্তো বাসুদেবেন নিতান্তমমর্ষণঃ।
সমন্যুরিব সমাধাবদ্ বভাষে ভীমবিক্রমঃ ॥ ১

ভীমসেন উবাচ।

অন্যথা মাং চিকীর্ষন্তমন্যথা মন্যসেঽচ্যুত।
প্রণীতভাবমত্যর্থং বুধি সত্যপরাক্রমম্ ॥
বেৎসি দাশার্হ সত্যং মে দীর্ঘকালঃ সহোষিতঃ।
উত বা মাং ন জানাসি প্লবন্ হ্রদ ইবাপ্লবে ॥ ৩
তস্মাদনভিরূপাভির্বাগ্‌ভির্মাং ত্বং সমর্চ্ছসি।
কথং হি ভীমসেনঃ মাং জানন্ কশ্চন মাধব ॥ ৪
ক্রব্যাদপ্রতিরূপাণি যথা মাং বক্তুমর্হসি।
তস্মাদিদং প্রবক্ষ্যামি বচনং বৃষ্ণিনন্দন ॥ ৫
আত্মনঃ পৌরুষং চৈব বলঞ্চ ন সমং পরৈঃ।
সর্বথানার্যকর্মৈতৎ প্রশংসা স্বয়মাত্মনঃ ॥ ৬
অতিবাদাপবিদ্ধস্তু বক্ষ্যামি বলমাত্মনঃ।
পশ্যেমে রোদসী কৃষ্ণ যয়োরাসন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৭
অচলে চাপ্রতিষ্ঠে চাপ্যনন্তে সর্বমাতরৌ।
যদীমে সহসা ক্রুদ্ধে সমেয়াতাং শিলে ইব ॥ ৮
অহমেতে নিগৃহ্ণীয়াং বাহুভ্যাং সচরাচরে।
পশ্যৈতদন্তরং বাহ্বোর্মহাপরিঘয়োরিব ॥ ৯
য এতৎ প্রাপ্য মুহ্যেত ন তং পশ্যামি পূরুষম্।
হিমবন্তং সমুদ্রং বজ্রী বা বলভিৎ স্বয়ম্ ॥ ১০
ময়াভিপন্নং ত্রায়েরন্ বলমাস্থায় নো জনাঃ।
যুষ্মাংস্তান্ ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ পাণ্ডবেভ্যস্তরস্বিনঃ ॥ ১১

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকে ভীমসেনের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ভগবান্ বাসুদেব এই কথা বলিলে পর মহা ক্রোধপরাগে ও অমর্ষশীল ভীমসেন তুষিক্ষিত অশ্বের ন্যায় প্রথমে অতিবেগে ধাবিত হইলেন। অতিক্ষিপ্রতা সহকারে বলিতে লাগিলেন), তারপর (ধীরে ধীরে) বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

ভীমসেন বলিলেন,— হে অচ্যুত! আমি এক করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আর আপনি আমাকে বুঝিতেছেন অন্য। হে দশার্হকুলকুমল! আপনি দীর্ঘকাল আমার সহিত বাস করিয়াছেন, অতএব আমার বিষয়ে ইহা সত্য করিয়া জানুন যে, আমার যুদ্ধে অত্যন্ত অনুরাগ আছে এবং আমার পরাক্রমও মিথ্যা নয়। অথবা নৌকা ব্যতীত হ্রদে উত্তরণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেমন হ্রদের গভীরতা সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না, সেইরূপ আপনিও আমার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারেন নাই ॥ ২-৩

সেইজন্য আপনি অনুচিত বাক্যাবলির দ্বারা আমার উপর আক্ষেপ করিতেছেন। মাধব! ভীমসেন আমাকে প্রকৃতরূপে জানিয়া কোন্ মানুষ আপনার ন্যায় আমাকে অযোগ্য বাক্য বলিতে সমর্থ হয়?

বৃষ্ণিকুলের আনন্দপ্রদ কৃষ্ণ! সেইজন্য আমি আপনার নিকট আমার সেই পৌরুষ ও বলের বর্ণনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যাহার সমানতা অপরে কেহ করিতে পারে না।

যদিও নিজের প্রশংসা নিজে করা নীচ পুরুষেরই কার্য, তথাপি আপনি যে আমার সম্মানের বিপরীত কথা বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিলেন, উহাতে পীড়িত হইয়া আমি আমার বলের কথা বলিব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি এই ভূতল ও স্বর্গলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এই দুই লোকের মধ্যে সমস্ত প্রজারা বাস করে। ইহারা উভয়ে সকলের মাতা ও পিতা। ইহাকে অচল এবং অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারা উভয়ে অপরের আধার হইয়াও নিজেরা কিন্তু আধারশূন্য ॥

যদি এই উভয়ে সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাসমূহের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে, তবে আমি চরাচর প্রাণীর সহিত এই দুই ভুবনকে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা নিরোধ করিতে পারি।

লৌহের বিশাল পরিঘের ন্যায় আমার বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগকে অবলোকন করুন। আমি এরূপ কোন বীর পুরুষকে দেখিতে পাই নাই, যে ইহার মধ্যে আসিয়া জীবিত অবস্থায় বহির্গত হইতে পারে।

যে একবার আমার আয়ত্তে আসে, সে যদি হিমালয় পর্বত, বিশাল মহাসাগর এবং বলাসুরহন্তা সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও হয়, তথাপি এই তিনজনে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও আমার নিকট হইতে রক্ষা পাইবে না ॥

পাণ্ডবগণের প্রতি আততায়িরূপে উপস্থিত এই সমস্ত

অধঃ পাদতলেনৈতানধিষ্ঠাস্যামি ভূতলে।
ন হি ত্বং নাভিজানাসি মম বিক্রমমচ্যুত ॥ ১২
যথা ময়া বিনির্জিত্য রাজানো বশগাঃ কৃতাঃ।
অথ চেন্মাং ন জানাসি সূর্য্যস্যেবোদ্যতঃ প্রভাম্ ॥ ১৩
বিগাঢে যুধি সম্বাধে বেৎস্যসে মাং জনার্দ্দন।
পক্ষৈরাক্ষিপসি কিং ত্বং পুতিমিবোরগম্ ॥ ১৪
যদ্যমন্যে ত্রবীম্যেতদ্ বিদ্ধি মামধিকং ততঃ।
দ্রষ্টাসি যুধি সম্বাধে প্রবৃত্তে বৈশসেঽহনি ॥ ১৫
ময়া প্রণুন্নান্ মাতঙ্গান্ রথিনঃ সাদিনস্তথা।
তথা নরানভিক্রুদ্ধং নিঘ্নন্তং ক্ষত্রিয়র্ষভান্ ॥ ১৬
দ্রষ্টা মাং ত্বঞ্চ লোকশ্চ বিকর্ষন্তং বরান্ বরান্।
ন মে সীদন্তি মজ্জানো ন মনোঽবপদ্যতে মনঃ ॥ ১৭
সর্বলোকাদভিক্রুদ্ধান্ন ভয়ং বিদ্যতে মম।
কিং তু সৌহৃদমেবৈতৎ কৃপয়া মধুসূদন।
সর্বাংস্তিতিক্ষে সংক্লেশান্ মাস্ম নো ভরতা-নশন্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি ভীমসেনবাক্যে
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

ক্ষত্রিয়গণ, যাহারা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে নিম্নে ভূতলে পাতিত করিয়া পদতলের দ্বারা পেষণ করিয়া অবস্থান করিব ॥

হে অচ্যুত! আমি পূর্ব্বে নৃপগণকে যেরূপ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিজের অধীনস্থ করিয়াছিলাম, আমার সেই পরাক্রম আপনার অবিদিত নহে ॥

জনার্দ্দন! আপনি যদি আমাকে বা আমার পরাক্রমকে যথার্থরূপে না জানিয়া থাকেন, তবে যখন ভয়ঙ্কর সংহারকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন উদিত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় আমাকে অবশ্যই জানিতে পারিবেন। পক্ষ দ্বারা কুরিকাদ্বারা কর্ত্তনকারী পুরুষের ন্যায় আপনি কেন অথবা আমাকে তীব্র কঠোর বাক্যসমূহ দ্বারা তিরস্কার করিতেছেন? ৪-১৪

আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে এখানে যাহা কিছু বলিলাম, আপনি উহা হইতেও অধিকরূপে আমাকে মনে করিবেন। যখন যোদ্ধায় পরিপূর্ণ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর হানাহানি আরম্ভ হইবে, তখন আপনি আমাকে (প্রকৃতরূপে) দেখিতে পাইবেন ॥ ১৫

যখন সেই যুদ্ধে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া মদমত্ত হস্তী, রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ধরাশায়ী করিতে এবং নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিব ও মস্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিতে থাকিব, তখন আপনি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ দেখিবেন যে, আমি কিরূপ টানিতে টানিতে আনিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণকে সংহার করিতেছি। আমার মজ্জা শিথিল হইয়া পড়ে নাই এবং আমার হৃদয়ও কাঁপিতেছে না ॥ ১৬-১৭

মধুসূদন! যদি সমস্ত লোকসমূহও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর আক্রমণ করে, তথাপি আমার তাহাতে ভয় হয় না। কিন্তু আমি যে শান্তির প্রস্তাব দিলাম, উহাতো কেবল আমার সৌহার্দ্দেরই জন্য। আমি স্বয়ংসহ্য সংসারের সকল ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত এবং সেইহেতু আমাদের জন্য যেন ভরতবংশীয়গণের নাশ না হয় ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্ব্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনায় শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসদানম্]

শ্রীভগবানুবাচ।

তাবৎ জিজ্ঞাসমানোঽহং প্রণয়াদিদমব্রুবম্।
ন চাক্ষেপায় পাণ্ডিত্যায় ক্রোধায় বিবক্ষয়া ॥ ১
বেদাহং তব মাহাত্ম্যমুত তে বেদ যদ্ বলম্।
উত তে বেদ কর্মাণি ন ত্বাং পরিভবাম্যহম্ ॥ ২

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ভীমসেন! আমি তো তোমার মনোভাব জানিবার জন্যই প্রেমভরে এই কথা বলিয়াছি, তোমার উপর আক্ষেপ করিতে, পাণ্ডিত্য দেখাইতে, ক্রোধপ্রকাশ করিতে এবং কোন (উদ্দেশ্য উপলক্ষে) কিছু বলিবার জন্য নহে ॥ ১

যথা চাত্মনি কল্যাণং সম্ভাবয়সি পাণ্ডব।
সহস্রগুণমপ্যেতং ত্বয়ি সম্ভাবয়াম্যহম্ ॥ ৩
যাদৃশে চ কুলে জন্ম সর্বরাজাভিপূজিতে।
বন্ধুভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ ভীম ত্বমসি তাদৃশঃ ॥ ৪
জিজ্ঞাসন্তো হি ধর্মস্য সন্দিগ্ধস্য বৃকোদর।
পর্য্যায়ং নাধ্যবস্যন্তি দৈব-মানুষয়োর্জনাঃ ॥ ৫

স এব হেতুর্ভূত্বা হি পুরুষস্যার্থসিদ্ধিষু।
বিনাশেঽপি স এবাস্য সন্দিগ্ধং কর্ম পৌরুষম্ ॥ ৬

অন্যথা পরিদৃষ্টানি কবিভির্দোষদর্শিভিঃ।
অন্যথা পরিবর্তন্তে বেগা ইব মরুত্বতঃ ॥ ৭

সুমন্ত্রিতং সুনীতঞ্চ স্থায়তন্ত্রোপপাদিতম্।
কৃতং মানুষকং কর্ম দৈবেনাপি বিকধ্যতে ॥ ৮

দৈবমপ্যকৃতং কর্ম পৌরুষেণ বিহন্যতে।
শীতমুষ্ণং তথা বর্ষং ক্ষুৎ-পিপাসে চ ভারত ॥ ৯
যদন্যদ্ নিষ্টভাবস্য পুরুষস্য স্বয়ঙ্কৃতম্।
তস্যাপ্যুপরোধশ্চ বিদ্যতে তত্র লক্ষণম্ ॥১০
লোকস্য নান্যতো বৃত্তিঃ পাণ্ডবান্যত্র কর্মণঃ।
এবংবুদ্ধিঃ প্রবর্তেত ফলং স্যাদুভয়াশ্রয়ে ॥১১

য এবং কৃতবুদ্ধিঃ স কর্মণ্যেব প্রবর্ততে।
নাসিদ্ধৌ ব্যথতে তস্য ন সিদ্ধৌ হর্ষমশ্নুতে ॥ ১২

তত্রেয়মনুমাত্রা মে ভীমসেন বিবক্ষিতা।
নৈকান্তসিদ্ধির্ভবতি কৃত্যা শক্তিঃ সহ সাযুজে ॥ ১৩

নাতিপ্রহীণরশ্মিঃ স্যাৎ তথা ভাববিপর্যয়ে।
বিষাদমর্চ্ছেদ্ গ্লানিং বাপ্যেতমর্থং ব্রবীমি তে ॥ ১৪

আমি তোমার মাহাত্ম্য জানি। তোমার মধ্যে যেরূপ বল ও পরাক্রম আছে, উহাও আমার পরিচিত এবং তুমি যে সকল পরাক্রমপূর্ণ কার্য্য করিয়াছ, উহাও আমার নিকট গোপন নাই, অতএব আমি তোমাকে তিরস্কার করি নাই ॥ ২

পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিজের মধ্যে যে সকল কল্যাণকারী গুণের নিত্য সম্ভাবনা কর, তাহা হইতেও সহস্রগুণ সদ্‌গুণের সম্ভাবনা আমি তোমার মধ্যে করি। ৩

ভীমসেন! সমস্ত রাজগণ কর্তৃক সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত যেরূপ রাজকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, নিজ বন্ধুগণ ও সুহৃদ্‌গণের সহিত তুমি সেইরূপ প্রতিষ্ঠাবানই হোগা। ৪

বৃকোদর! দৈবধর্ম (প্রারব্ধ) ও মানুষ ধর্ম্মের (পুরুষার্থের) স্বরূপ সন্দিগ্ধপূর্ণ। মানুষ দৈব ও পুরুষার্থ—এই উভয়েরই পরিণামকে জানিতে চায়, কিন্তু সে এ বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। ৫

কারণ, উপরিবর্ণিত পুরুষার্থ কোন কোন সময়ে পুরুষের (মানুষের) কার্য্যসিদ্ধিতে কারণরূপে, আবার কোন কোন সময়ে বিনাশের কারণরূপে পরিণত হয়। এইভাবে যেরূপ দৈবফল সন্দেহপূর্ণ, সেইরূপ পুরুষার্থের ফলও সন্দেহপূর্ণ। ৬

মোক্ষদর্শী বিদ্বান্ পুরুষগণ কর্তৃক অন্যরূপে দৃষ্ট ও বিচারিত কর্ম বায়ুবেগের ন্যায় পরিবর্তিত হইয়া কোন অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়। ৭

উত্তমরূপে বিচারপূর্বক নিশ্চয়কৃত, শ্রেষ্ঠ নীতিযুক্ত ও ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত মানবসম্বন্ধীয় পুরুষার্থসাধ্য কর্ম্ম ও কোন কোন সময়ে দৈববলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—কর্ম্মের ফললাভে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। ৮

ভারত! এইরূপে দৈবকৃত কার্য্যও সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কোন কোন স্থলে পুরুষার্থদ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ শীতের নিবারণ বস্ত্রদ্বারা, গ্রীষ্মের নিবারণ বায়ুদ্বারা, বর্ষার নিবারণ ছত্রদ্বারা এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবারণ অন্ন এবং জলের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ৯

প্রারব্ধের অতিরিক্ত পুরুষের স্বয়ং কৃত যে কর্ম, উহাতেও কোন কোন স্থলে ফললাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ১০

পাণ্ডুনন্দন! পুরুষার্থ ব্যতীত অন্য কোন সাধনদ্বারা অর্থাৎ কেবল দৈবদ্বারা মানুষের জীবননির্ব্বাহ হইতে পারে না। এইরূপ বিচার করিয়াই মানুষের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। পুনরায় কোন কোন স্থলে প্রারব্ধ ও পুরুষার্থ এই উভয়েরই সাহায্যে ফললাভ হইয়া থাকে। ১১

যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিদ্বারা এরূপ নিশ্চয়করত কর্ম্মেতেই প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি ফললাভ না হইলেও দুঃখিত হয় না এবং ফলপ্রাপ্তি হইলে হর্ষ অনুভব করে না। ১২

ভীমসেন! এই বিষয়ে আমার নিজ সিদ্ধান্তও তোমাকে বর্ত্তমানে বলা উচিত বলিয়া মনে করি যে, যুদ্ধে শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইলেই যে অবশ্যই বিজয়লাভ হইবে, ইহা আমি বলিতে সমর্থ নহি। ১৩

যদিও মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে কিংবা প্রারব্ধ অনুসারে কোন বিপরীত ঘটনা সংঘটিতও হয়, তথাপি সহসা নিজ তেজ ও

যোৎস্যতে ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপং প্রাপ্য পাণ্ডব।
যতিষ্যে প্রশমং কর্তুং যুদ্ধমর্থমহাপয়ন্ ॥ ১৫
শমং চেৎ তে করিষ্যন্তি ততোঽহমনঘং যশো মম।
তবতাঞ্চ কৃতঃ কামস্তেষাঞ্চ শ্রেয় উত্তমম্ ॥ ১৬
তে চেদভিনিবেক্ষ্যন্তে নাড্যুপৈষ্যন্তি মে বচঃ।
কুরবো যুদ্ধমেবাত্র ঘোরং কর্ম ভবিষ্যতি ॥ ১৭
অস্মিন্ যুদ্ধে ভীমসেন ত্বয়ি ভারঃ সমাহিতঃ।
ধুরন্ধরেণ ধার্য্যো স্যাদ্ যোঢ়ব্য ইতরো জনঃ ॥ ১৮

অহং হি যন্তা বীভৎসোর্ভবিতা সংযুগে সতি।
ধনঞ্জয়স্তেষ কামো ন হি যুদ্ধং ন কাময়ে ॥ ১৯
তস্মাদাশঙ্কমান্যোঽহং বৃকোদর মতিং তব।
গদতঃ ক্লীবয়া বাচা তেজস্তে সমদীদিপম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

উৎসাহ ত্যাগ করিতে নাই। বিপদ ও গ্লানির অনুভব করাও উচিত নহে—এজন্যই তোমাকে আবশ্যকবোধে এখানে বলিয়া দিলাম ॥ ১৪

সাত্বতনন্দন! আগামী কাল সকালে আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া তোমাদের স্বার্থসিদ্ধি বিষয়ে অন্যও যাহা উপস্থিত হইতে না দেখিলে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিব। ১৫

যদি তাহারা সন্ধি স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে আমার অক্ষয় যশোলাভ হইবে, আর তোমাদেরও মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং কৌরবগণেরও পরম কল্যাণ হইবে। ১৬

যদি কৌরবগণ যুদ্ধের আগ্রহ দেখায় এবং আমার সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাবও স্বীকার না করে, তবে এস্থলে যুদ্ধই হইবে, যাহা অত্যন্ত ভয়ানক কর্ম। ১৭

ভীমসেন! এই যুদ্ধের সমস্ত ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইবে এবং অর্জুন এই ভার ধারণ করিবে। অন্য লোকেরও ভার তোমাদের দুইজনকেই বহন করিতে হইবে। ১৮

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমি অর্জুনের সারথি হইব। ইহাই হইল অর্জুনের কামনা। তুমি যেন ইহা মনে করিও না যে, আমি যুদ্ধ হইতে নিতে ইচ্ছুক নহি। ১৯

বৃকোদর! এই কারণে তুমি যখন কাতরতাপূর্ণ উক্তিদ্বারা শান্তির প্রস্তাব করিতেছিলে, তখন তোমার যুদ্ধবিষয়ক বুদ্ধির পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া আমার সন্দেহ হয়, যাহার জন্য আমি পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া তোমার তেজকে উদ্দীপিত করিয়াছি ॥২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক
সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য স্বাভিমতখ্যাপনম্]

অর্জুন উবাচ।

উক্তং যুধিষ্ঠিরেণৈব যাবদ্ বাচ্যং জনার্দন।
তব বাক্যং তু মে শ্রুত্বা প্রতিভাতি পরন্তপ ॥ ১
নৈব প্রশমমত্র ত্বং মন্যসে সুকরং প্রভো।
লোভাদ্ বা ধৃতরাষ্ট্রস্য দৈন্যাদ্ বা সমুপস্থিতাৎ ॥ ২
অফলং মন্যসে বাপি পুরুষস্য পরাক্রমম্।
ন চানুরেণ কর্মাণি পৌরুষেণ ফলোদয়ঃ ॥ ৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের নিজের অভিমত খ্যাপন।]

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দন! আমার যাহা কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল, উহা সমস্তই তো মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন। শত্রুতাপন প্রভো! আপনার কথা শুনিয়া আমার ইহাই মনে হইতেছে যে, আপনি ধৃতরাষ্ট্রের লোভবশতঃ ও আমাদের উপস্থিত দীনভাবশতঃ উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের কার্য্য সরল বলিয়া মনে করিতেছেন না। ১-২

অথবা আপনি মনুষ্যের পরাক্রমকে নিষ্ফল মনে করেন, কারণ, পুরুষপ্রযত্নের কর্ম (প্রারব্ধ) ব্যতীত কেবল পুরুষার্থদ্বারা কোন ফলপ্রাপ্তি হয় না ॥ ৩

তদিদং ভাষিতং বাক্যং তথা চ ন তথৈব তৎ।
ন চৈতদেবং দ্রষ্টব্যমসাধ্যমপি কিঞ্চন ॥ ৪
কিং চৈতন্মন্তসে কৃচ্ছ্রং মন্যাকমবসাদকম্।
কুর্বন্তি তেষাং কর্মাণি যেষাং নাস্তি ফলোদয়ঃ ॥ ৫
সম্পাদ্যমানং সম্যক্ চ স্যাৎ কর্ম সকলং প্রভো।
স ত্বমা কৃষ্ণ বর্তস্ব যথা শর্ম ভবেৎ পরৈঃ ॥ ৬
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ ভবান্ নঃ প্রথমঃ সুহৃৎ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ যথা বীর প্রজাপতিঃ ॥ ৭
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ প্রতিপত্স্ব নিরাময়ম্।
অস্খলিতমনুষ্ঠানং মন্যে তব ন দুষ্করম্ ॥ ৮
এবঞ্চ কার্যাত্যয়েতি কার্যাং তব জনার্দন।
গমনাদেবমেব ত্বং করিষ্যসি জনার্দন ॥ ৯
চিকীর্ষিতমথাক্তং তে তস্মিন্ বীর দুরাত্মনি।
ভবিষ্যতি চ তৎ সর্বং যথা তব চিকীর্ষিতম্ ॥ ১০
ধর্ম তৈঃ সহ বা নোঽস্তু তব বা যচ্চিকীর্ষিতম্।
বিচার্যমাণো যঃ কামস্তব কৃষ্ণ স নো গুরুঃ।
ন স নার্হতি দুষ্টাত্মা বধং সম্বন্ধবান্ধবঃ ॥ ১১
যেন ধর্মসুতে দৃষ্টা ন সা শ্রীরুপমর্দিতা।
যচ্চাপ্যপক্তমোপায়ং ধর্মিষ্ঠং মধুসূদন ॥ ১২
উপায়েন নৃশংসেন হৃতা দুর্মতিদেবিনা।
কথং হি পুরুষো জাতঃ ক্ষত্রিয়েষু ধনুর্ধরঃ ॥ ১৩
সমাদ্রুতো নিবর্তেত প্রাণত্যাগেঽপ্যুপস্থিতে।
অধর্মেণ জিতান্ দৃষ্ট্বা বনে প্রব্রাজিতাংস্তথা ॥ ১৪
বধ্যতাং মম বাক্যেন নির্গতোঽসৌ সুযোধনঃ।
ন চৈতদদ্ভুতং কৃষ্ণ মিত্রার্থে যচ্চিকীর্ষসি।
ক্রিয়া কথঞ্চ মুখ্যা স্যান্মৃদুনা চেতরেণ বা ॥ ১৫

আপনি যে কথা বলিয়াছেন, উহাই যথার্থ; কিন্তু সদা যে তাহাই হইবে, এই কথাও বলিতে পারা যায় না। আমার কোন কার্যকেই অসাধ্য বলিয়াও মনে করা উচিত নহে ॥ ৪

আপনি ইহাই মনে করিতেছেন যে, আমাদের এই বর্তমান কষ্টই আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের শত্রুগণের কৃত কার্যই আমাদিগকে বধ করিতেছে, যাহা তাহাদের পক্ষেও বিশেষ ফলপ্রদ হইতেছে না ॥ ৫

প্রভো! যে কার্যকে উত্তমরূপে সম্পাদিত করা হয়, উহা সফলই হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! আপনি এরূপ চেষ্টাই করিবেন, যাহাতে শত্রুগণের সহিত আমাদের সন্ধি স্থাপিত হয় ॥ ৬

বীরবর! যেরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতা ও অসুরগণের প্রধান হিতৈষী, সেইরূপ আপনি পাণ্ডবগণ আমাদের ও কৌরবদিগের প্রধান সুহৃৎ ॥ ৭

সেইজন্য আপনি এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণের দুঃখের নিবৃত্তি হয়। আমার বিশ্বাস—আমাদের জন্য হিতকর কার্যকরা আপনার পক্ষে দুষ্কর নহে ॥ ৮

জনার্দন! এইরূপ কার্য করা আপনার পক্ষে অতি অবশ্য কর্তব্য। প্রভো! আপনি সেখানে যাওয়ামাত্রই এই কার্য অবশ্যই সফলতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন ॥ ৯

বীর! সেই দুরাত্মা দুর্যোধনের প্রতি আপনার যাহা করণীয় আছে, সেই বিষয়ে আপনার যাহা ইচ্ছা, সেই কার্য আপনার ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন হইবে ॥ ১০

হে কৃষ্ণ! কৌরবগণের সহিত আমাদের সন্ধি স্থাপিত হউক অথবা আপনি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। এ বিষয়ে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, আপনি যাহা করিবেন, তাহাই আমাদের পক্ষে গৌরবের এবং সমাদরের বস্তু হইবে। সেই দুরাত্মা দুর্যোধন নিজ পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বধেরই যোগ্য; কারণ, সে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট আগত সম্পত্তি দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। মধুসূদন! কেবল ইহাই নহে, যখন কপট পাশাখেলার আয়োজনকারী সেই ক্রূরাত্মা কোন ধর্মসঙ্গত উপায় দ্যূত প্রভৃতিকে নিজের পক্ষে সফলতার কারণরূপে দেখিতে পাইল না, তখন সে কপটতাপূর্ণ উপায়ে উক্ত সম্পত্তি অপহরণ করিল ॥

ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন যে কোন বীরপুরুষ কাহারও দ্বারা দ্যূতের জন্য আমন্ত্রিত হইলে কিরূপে সে পশ্চাৎপদ হইতে পারে? এইরূপ করিলে হয়তো যদিও তাহার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে ॥

বৃষ্ণিকুলনন্দন! আমাদিগকে অধর্মপূর্বক পাশাখেলায় পরাজিত হইতে ও বনে প্রেরিত হইতে দেখিয়া আমি এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, দুর্যোধন আমার বধের যোগ্য ॥

হে কৃষ্ণ! আপনি মিত্রদিগের হিতের জন্য যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা আপনার নিকট অদ্ভুত কিছুই নহে। মৃদু ও কঠোর—যে কোন উপায়েই সম্ভব হইবে, সেই আপনার মুখ্য কার্য অবশ্যই সফল হওয়া চাই ॥ ১১-১৫

অথবা মন্যসে জ্যায়ান্ বধস্তেষামনন্তরম্।
তদেব ক্রিয়তামাশু ন বিচার্য্যমতত্ত্বয়া ॥ ১৬
জানাসি হি যথৈতেন দ্রৌপদী পাপবুদ্ধিনা।
পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে তচ্চ তস্যোপসহিতম্ ॥ ১৭
স নাম সম্যগ্ বর্ত্তেত পাণ্ডবেষ্বিতি মাধব।
ন মে সন্নায়তে বুদ্ধির্বীজমুপ্তমিবোষরে ॥ ১৮

তস্মাদ্ যদ্যস্যসে যুক্তং পাণ্ডবানাং হিতঞ্চ যৎ।
তথান্ত কুরু বার্ষ্ণেয় যত্নঃ কার্য্যোঽনন্তরম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুষ্টোপপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি অর্জ্জুনবাক্যে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

অথবা যদি আপনি এখন কৌরবগণকে বধ করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, তবে অতি সত্বর তাহারই ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়ে আপনি আর অন্য কোন বিচার করিতে যাইবেন না ॥ ১৬

আপনি জানেন যে, এই পাপমতি দুর্য্যোধন কৌরবসভামধ্যে দ্রৌপদীকে কিরূপ কষ্ট না দিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার এই মহাপরাধকেও সহ্য করিয়াছি ॥ ১৭

মাধব! সেই দুর্য্যোধন এখন পাণ্ডবগণের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে, এরূপ কথা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। তাহার সহিত সন্ধির সমস্ত প্রচেষ্টাই উষরভূমিতে রোপিত বীজের ন্যায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে ॥ ১৮

বৃষ্ণিকুলভূষণ কৃষ্ণ! আপনি পাণ্ডবগণের জন্য এখন যাহা করণীয় বলিয়া মনে করেন এবং পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর হইবে বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা অতি সত্বর আরম্ভ করুন ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্ব্বে অর্জ্জুনের বাক্যবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জ্জুনায় শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তরদানম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি পাণ্ডব।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ প্রতিপত্তেস্তথা নিরাময়ম্ ॥ ১
সর্ব্বং হ্যিদং সমারব্ধং বীভৎসো কর্ম্মণোর্ভয়োঃ।
ক্ষেত্রং হি রসবচ্ছুদ্ধং কর্ম্মণৈবোপপাদিতম্ ॥ ২
ঋতে বর্ষান্ন কৌন্তেয় জাতু নির্বর্ত্তয়েৎ ফলম্।
তত্র বৈ পৌরুষং কৃত্স্নমাসেকঃ যত্র কারিতম্ ॥ ৩

তত্র চাপি ধ্রুবং পক্তেরুপায়ঃ দৈবকারিতম্।
তদিদং নিশ্চিতং বুদ্ধ্যা পূর্ব্বৈরপি মহাত্মভিঃ ॥ ৪

দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্।
অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ ॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে উত্তর দান।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন! তুমি যেরূপ বলিলে, উহাই করা উচিত। আমি তাহাই করিতে প্রযত্ন করিব, যাহাতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ—উভয় পক্ষেরই সঙ্কট দূর হয় এবং—উভয়পক্ষই সুখলাভ করিতে পারে ॥ ১

অর্জ্জুন! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, শান্তি ও যুদ্ধ এই উভয় কার্য্যের মধ্যে কোন একটিকে হিতকর মনে করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তথাপি (ইহার মধ্যেও প্রারব্ধের অনুকূলতা অপেক্ষিত) হে কুন্তীকুমার! কর্ষণ ও সিঞ্চন করত কত শুষ্ক এবং সরস ক্ষেত্র কখনও কখনও বর্ষা ব্যতীত উত্তম ফলদান করিতে সমর্থ হয় না ॥

যে ক্ষেত্র কর্ষণ করা ও সিঞ্চন করা হইয়াছে, তাহা পুরুষার্থ দ্বারাই করা হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষেত্রও দৈববশতঃ এই ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া যায়, ইহাও নিশ্চিতরূপে দেখা যায়। (অতএব পুরুষার্থের সফলতার জন্য প্রারব্ধের অনুকূলতা আবশ্যক) ॥

এইজন্য পুরাকালে মহাত্মারা নিজ বুদ্ধিদ্বারা ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন যে, লোকহিতকর সাধন দৈব ও পুরুষার্থ এই উভয়ের উপর নির্ভর করিতেছে ॥

আমি নিজ পুরুষকারের দ্বারা সন্ধিস্থাপনের জন্য যতদূর করা

দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথঞ্চন।
স হি ধর্মঞ্চ লোকঞ্চ ত্যক্ত্বা চরতি দুর্মতিঃ ॥ ৬
ন হি সন্তপ্যতে তেন তথারূপেণ কর্মণা।
তথাপি বুদ্ধিং পাপিষ্ঠাং বর্ধয়ন্ত্যস্য মন্ত্রিণঃ ॥ ৭
শকুনিঃ সূতপুত্রশ্চ ভ্রাতা দুঃশাসনস্তথা।
স হি ত্যাগেন রাজ্যস্য ন শমং সমুপৈষ্যতি ॥ ৮
অন্তরেণ বধং পার্থ সানুবন্ধঃ সুযোধনঃ।
ন চাপি প্রণিপাতেন ত্যক্তুমিচ্ছতি ধর্মরাট্ ॥
যাচ্যমানশ্চ রাজ্যং স ন প্রদাস্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৯
ন তু যক্তে স তদ্ বাক্যং যদ্ যুধিষ্ঠিরশাসনম্।
উক্তং প্রয়োজনং যৎ তু ধর্মরাজেন ভারত ॥ ১০
তথা পাপস্য তৎ সর্বং ন করিষ্যতি কৌরবঃ।
তস্মিংশ্চাক্রিয়মাণেঽসৌ লোকে বধ্যো ভবিষ্যতি ॥১১
মম চাপি স বধ্যো হি জগতশ্চাপি ভারত।
যেন কৌন্তেয়কে কৃষ্ণে সর্বে বিপ্রকৃতাঃ সদা ॥ ১২
বিপ্রলুপ্তঞ্চ যো রাজ্যং নৃশংসেন দুরাত্মনা।
ন চোপশাম্যতে পাপঃ শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৩
অসকৃচ্চাপ্যহং তেন ধৃষ্কৃতে পার্থ চেতিতঃ।
ন ময়া তদ্ গৃহীতঞ্চ পাপং তস্য চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪
জানাসি হি মহাবাহো যমপ্যস্য পরং মতম্।
প্রিয়ং চিকীর্ষমাণঞ্চ ধর্মরাজস্য মামপি ॥ ১৫
সজ্ঞানংস্তস্য চাজ্ঞানং মম চৈব পরং মতম্।
অজ্ঞানন্নিব মাং কস্মাদর্জুনাস্যাভিশঙ্কসে ॥ ১৬
যচ্চাপি পরমং দিব্যং তচ্চাপ্যুপগতং ময়া।
বিধানং বিহিতং পার্থ কথং স্যাৎ তৎ পরৈঃ ॥ ১৭
যৎ তু বাচা ময়া শক্যং কর্মণা বাপি পাণ্ডব।
করিষ্যে তদহং পার্থ ন যাশংসে শমং পরৈঃ ॥ ১৮
কথং গোহরণে হ্যাজৌ নৈতচ্ছক্যং তথা হিতম্।
যাচ্যমানো হি ভীষ্মেণ সংবৎসরগতেঽহনি ॥ ১৯

সম্ভব, তাহা হইতেও অধিকতর চেষ্টা করিব; কিন্তু দৈবের (প্রারব্ধের) বিধান অন্যথা করিতে শক্তি আমার নাই ॥

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন সদা ধর্ম ও লোকাচারকে ত্যাগ করে বিচরণ করে। সে এইরূপ ধর্ম ও লোকাচার-বিরুদ্ধ কার্য করিয়াও তাহাতে সন্তপ্ত হয় না ॥

কেবল ইহাই নহে, তাহার মন্ত্রী শকুনি, সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন—ইহারা তাহার পাপপূর্ণ বুদ্ধি আরও বাড়াইয়া দিতেছে ॥

কুন্তীনন্দন! নিজ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দুর্যোধন যতদিন না যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করে, ততদিন সে রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া সন্ধি-স্থাপন করিবে না ॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও নম্রতাপূর্বক সন্ধিস্থাপনের জন্য রাজ্যত্যাগ করিতে অভিলাষী নন। আবার দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনও রাজ্য প্রার্থনা করিলেও রাজ্যপ্রদান করিবে না ॥ ২-৯

ভরতনন্দন! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কেবল পাঁচটি গ্রাম চাহিবার জন্য যে আজ্ঞা দিয়াছেন এবং নম্রতাপূর্ণ সন্ধিস্থাপনের যে প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন, এ সমস্তই দুর্যোধনকে বলা উচিত নয় বলিয়াই আমি মনে করি; কারণ, সুহৃদ্দুর্লভ পাপাত্মা দুর্যোধন সেই সমস্ত প্রস্তাবকে কোনরূপেই স্বীকার করিবে না। আমাদের দেওয়া প্রস্তাব স্বীকার না করিলে সে এই জগতে অবশ্যই আমাদের বধ্য হইবে ॥ ১০-১১

ভারত! যে তোমাদের সকলকে কৃষ্ণার অবস্থাতেও সর্বদা নানাপ্রকার ক্লেশ দিয়াছে, যে দুরাত্মা ও নির্ঘৃণ তোমাদের রাজ্যভাগ হরণ করিয়াছে এবং যে পাপী দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের বিপুল সম্পত্তি দেখিয়া শান্তভাবে থাকিতে পারে না, সে আমার, এমন কি সমস্ত জগতেরই বধ্য ॥ ১২-১৩

কুন্তীনন্দন! সে আমাকেও তোমার জন্য বিদ্বেষগ্রস্ত করিতে বারংবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার সেই পাপপূর্ণ চেষ্টাকে কোনরূপে স্বীকারই করি নাই ॥ ১৪

হে মহাবাহো! তুমি তো জান, দুর্যোধনের এরূপ নিশ্চিত ধারণা যে, আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিতে অভিলাষী আছি ॥ ১৫

অর্জুন! তুমি এইরূপ দুর্যোধনের ভাবনা ও আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়াও কেন আজ না জানার মত আমার উপর সন্দেহ প্রকাশ করিতেছ? ১৬

হে পার্থ! যাহা দেবতাগণের পরম দিব্য (কৃষ্ণাবহরণের জন্য) নিশ্চিত বিধান, তাহাও তুমি সর্বপ্রকারে পরিচিত আছ, সুতরাং শত্রুগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কিরূপে সম্ভব হইবে? ১৭

পাণ্ডুনন্দন! আমার বাক্যদ্বারা ও কর্মদ্বারা যাহা কিছু করা সম্ভব, আমি তাহা অবশ্যই করিব। পার্থ! কিন্তু আমার মনে আশা নাই যে, শত্রুগণের সহিত সন্ধিস্থাপিত হইয়া যাইবে ॥ ১৮

বিরাটনগরে গো-হরণের সময় তোমাদের অজ্ঞাতবাসের

তদৈব তে পরাজিতা যদা সঞ্জিতাবয়া।
লবঃ ক্ষণশ্চাপি ন চ তুষ্টঃ সুযোধনঃ ॥ ২০
সর্ব্বথা তু ময়া কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য শাসনম্।
বিভাব্যং তস্য তুষ্যশ্চ কর্ম্ম পাপং দুরাত্মনঃ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুষ্ণোষপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

বর্ষ শেষ হইয়াছে। সেই সময় পথিমধ্যে ভীম দুর্য্যোধনের নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি পাণ্ডবগণকে তাহাদের রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধিস্থাপন কর। কিন্তু এই সুখকর ও হিতকর বাক্য সে কোনরূপেই স্বীকার করে নাই। ১৯

যখন তুমি কৌরবগণকে পরাজিত করিবার সময় করিয়াছিলে, সেই সময় তাহারা পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্য্যোধন তোমাদের উপর ক্ষণকালের জন্যও বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নয় ॥২০

সেখানে যাইয়া আমার প্রথম কর্ত্তব্য হইল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা। যদি তাহাতে সফল না হই, তাহা হইলে পুনরায় দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পাপ কর্ম্মের সমুচিত ফল কিভাবে দেওয়া যায়, তাহার চিন্তা করা। ২১

শ্রীবন্নহবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণায় নকুলস্য নিবেদনম্।]

নকুল উবাচ।

উক্তং বহুবিধং বাক্যং ধর্ম্মরাজেন মাধব।
ধর্ম্মজ্ঞেন বদান্যেন শ্রুতং চৈব হি তৎ ত্বয়া ॥ ১
মতমাজ্ঞায় রাজ্ঞশ্চ ভীমসেনেন মাধব।
সংশমো বাহুবীর্য্যঞ্চ খ্যাপিতং মাধবাগ্রতঃ ॥২
তথৈব ফাল্গুনেনাপি যদুক্তং তৎ ত্বয়া শ্রুতম্।
আত্মনশ্চ মতং বীর কথিতং ভবতাসকৃৎ ॥ ৩
সর্ব্বমেতদতিক্রম্য শ্রুত্বা পরমতং ভবান্।
যৎ প্রাপ্তকালং মন্যেথাস্তৎ কৃষ্ণাঃ পুরুষোত্তম ॥৪
তস্মিংস্তস্মিন্ নিমিত্তে হি ভবতি কেশব।
প্রাপ্তকালং মনুষ্যেণ ন্যস্তং কার্য্যমবিক্লবম্ ॥ ৫
অন্যথা চিন্তিতো হ্যর্থঃ পুরুষেণ ভবত্যুত।
অনিত্যমতয়ো লোকে নরাঃ পুরুষসত্তম ॥ ৬
অন্যথা বুদ্ধয়ো হ্যাসন্নস্মাসু বনবাসিষু।
অদৃষ্টেষ্বন্যথা কৃষ্ণ দৃষ্টেষু পুনরন্যথা ॥৭

অশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট নকুলের নিবেদন।]

নকুল বলিলেন,—হে মাধব! ধর্ম্মজ্ঞ ও উদারচরিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে বহুবিধ বাক্য বলিয়াছেন এবং আপনিও তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়াছেন। ১

মহাবলশালী রাজার অভিমত জানিয়া ভ্রাতা ভীমসেন প্রথমে সন্ধিস্থাপনের কথা এবং পরে নিজের বাহুবলের কথাও আপনাকে বলিয়াছেন। ২

হে বীরবর! এইরূপ ভ্রাতা অর্জ্জুনও যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। এবিষয়ে আপনার যাহা অভিমত, তাহাও আপনি বারবার প্রকাশ করিয়াছেন। ৩

পুরুষোত্তম! কিন্তু আপনি এই সমস্ত কথাকে অতিক্রম করিয়া ও শত্রুগণের মতকে উত্তমরূপে শ্রবণ করিয়া সময়ানুসারে আপনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। ৪

অরিন্দম কেশব! ভিন্ন ভিন্ন কারণ উপস্থিত হইলে মানুষের মতও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়, সেইজন্য মানুষের এরূপ কার্য্য করা উচিত, যাহা তাহার যোগ্য ও সময়োচিত হইয়া থাকে। ৫

হে পুরুষোত্তম! মানুষ একপ্রকার প্রয়োজন বলিয়া চিন্তা করে, কিন্তু তাহা পুনরায় অন্য প্রকার হইয়া যায়। এইজন্য সংসারে যত মানুষই থাকুক সকলেরই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে না। ৬

হে কৃষ্ণ! যখন আমরা বনে বাস করিতেছিলাম, তখন আমাদের বুদ্ধি একপ্রকারের ছিল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের সময় তাহা আবার পরিবর্ত্তিত হয়। তারপর যখন আমরা অজ্ঞাতবাস পূর্ণ করিয়া লোকসমাজে প্রকাশিত হইলাম, তখন হইতে আমাদের বুদ্ধি আবার ভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। ৭

অস্মাকমপি বার্ষ্ণেয় বনে বিচরতাং তদা।
ন তথা প্রণয়ো রাজ্যে যথা সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥ ৮
নিবৃত্তবনবাসান্ নঃ শ্রুত্বা বীর সমাগতাঃ।
অক্ষৌহিণ্যো হি সপ্তেমাস্ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥ ৯
ইমান্ হি পুরুষব্যাঘ্রানচিন্ত্যবলপৌরুষান্।
আততায়িন্ রণে দৃষ্ট্বা ন ব্যথেদিহ কঃ পুমান্ ॥ ১০
স ভবান্ কুরুমধ্যে তু সান্ত্বপূর্ব্বং ভয়োত্তরম্।
ব্রূয়াদ্ বাক্যং যথা মন্দো ন বাধেত সুযোধনঃ ॥ ১১
যুধিষ্ঠিরং ভীমসেনং বীভৎসুং চাপরাজিতম্।
সহদেবঞ্চ মাং চৈব রাঙ্ক রামঞ্চ কেশব ॥ ১২
সাত্যকিঞ্চ মহাবীর্য্যং বিরাটঞ্চ সহাত্মজম্।
দ্রুপদঞ্চ সহামাত্যং ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ মাধব ॥ ১৩
কাশিরাজঞ্চ বিক্রান্তং ধৃষ্টকেতুঞ্চ চেদিপম্।
মাংসশোণিতদুর্গার্ত্তাঃ প্রতিযুধ্যেত কো যুধি ॥ ১৪
স ভবান্ গমনাদেব সাধয়িষ্যত্যসংশয়ম্।
ইষ্টমর্থং মহাবাহো ধর্ম্মরাজস্য কেবলম্ ॥ ১৫
বিদুরশ্চৈব ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সহবাহ্লিকঃ।
শ্রেয়ঃ সমর্থা বিজ্ঞাতুমুচ্যমানস্ত্বয়ানঘ ॥ ১৬
তে চৈনমনুনেষ্যন্তি ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্।
তঞ্চ পাপসমাচারং সহামাত্যং সুযোধনম্ ॥ ১৭
শ্রোতা চার্থস্য বিদুরস্তঞ্চ বক্তা জনার্দ্দন।
কমিবার্থং নিবর্ত্তন্তং স্থাপয়েতাং ন বর্ত্মনি ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি নকুলবাক্যে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

বৃষ্ণিকুলরত্ন! আমরা যখন বনে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন আমাদের রাজ্য-বিষয়ে যেরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল না, যেরূপ এই সময়ে হইয়াছে। ৮

বীর জনার্দ্দন! আমরা বনবাস পূর্ণ করিয়া সমাগত হইয়াছি, এই কথা শুনিয়া আপনার কৃপায় সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য এখানে সমবেত হইয়াছে। ৯

এখানে যে সমস্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বল ও পরাক্রম আশ্চর্য্যজনক। রণস্থলে ইঁহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া কোন্ পুরুষের না হৃদয় শঙ্কিত হইয়া উঠিবে? ১০

আপনি কৌরবসভার মধ্যে প্রথমে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য বলিবেন। তারপর শেষে যুদ্ধেরও ভয় দেখাইবেন, যাহাতে মূর্খ দুর্য্যোধনের মনে ব্যথা না আসে। ১১

কেশব! নিজ শরীরের মাংস ও রক্তের ভার বহনকারী এমন কোন্ মানুষ আছে, যে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অপরাজিত অর্জুন, সহদেব, বলরাম, মহাপরাক্রমশালী সাত্যকি, দ্রুপদের সহিত বিরাট, মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পরাক্রমী কাশিরাজ, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু এবং আপনার ও আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? ১২-১৪

মহাবাহো! আপনি হস্তিনাপুরে কৌরবগণের নিকট কেবল যাওয়ামাত্রই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৫

নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও বাহ্লীক—ইঁহাদিগকে আপনি বলিলে পর তাঁহারা কল্যাণকর পথ বুঝিতে পারিবেন। ১৬

ইঁহারা সকলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পাপাচারী দুর্য্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। ১৭

জনার্দ্দন! যেখানে বিদুর প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রবণ করিবেন এবং আপনি যেখানে সেই বিষয়ের প্রবক্তা, সেখানে আপনারা উভয়ে মিলিত হইয়া বিপরীতগামী কোন ব্যক্তিকে না বুঝাইতে পারিবেন? ১৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে নকুলবাক্যবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুদ্ধায় সহদেবস্য সাত্যকেশ্চ সম্মতিঃ, অন্যান্য-যোদ্ধৃণাং তত্র সমর্থনঞ্চ।]

সহদেব উবাচ

যদেতৎ কথিতং রাজ্ঞা ধর্ম এষ সনাতনঃ।
যথা চ যুদ্ধমেব স্যাৎ তথা কার্যমরিন্দম ॥ ১
যদি প্রশমমিচ্ছেয়ুঃ কুরবঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
তথাপি যুদ্ধং দাশার্হ যাজয়েথাঃ সহৈব তৈঃ ॥ ২
কথং নু দৃষ্ট্বা পাঞ্চালীং তথা কৃষ্ণ সভাগতাম্।
অবধেন প্রশাম্যেত মম মন্যুঃ সুযোধনে ॥ ৩
যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ ধর্মরাজশ্চ ধার্মিকঃ।
ধর্মমুৎসৃজ্য তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি সংযুগে ॥ ৪

সাত্যকিরুবাচ।

সত্যমাহ মহাবাহো সহদেবো মহামতিঃ।
দুর্যোধনবধে শান্তিস্তস্য কোপশ্চ মে ভবেৎ ॥ ৫
ন জানাসি যথা দৃষ্ট্বা চীরাজিনধরান্ বনে।
তবাপি মন্যুকৃতো দুঃখিতান্ প্রেক্ষ্য পাণ্ডবান্ ॥ ৬
তস্মাদ্বাক্যমিদং শূরো যদাহ রণকর্কশঃ।
বচনং সর্বযোধানাং তত্রতং পুরুষোত্তম ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বদতি বাক্যং তু যুযুধানে মহামতৌ।
সুতীব্রঃ সিংহনাদোঽভূদ্ যোধানাং তত্র সর্বশঃ ॥ ৮
সর্বে হি সর্বশো বীরাস্তুমুলং প্রত্যপূরয়ন্।
সাধু সাধ্বিতি সৈন্যেয়াঃ তস্যতুষ্টা মুমুৎসবঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি সহদেবসাত্যকিবাক্যে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য সহদেব ও সাত্যকির সম্মতি এবং অন্যান্য যোদ্ধাগণেরও তাহাতে সমর্থন।]

সহদেব বলিলেন,—অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ! মহারাজ যুধিষ্ঠির এখানে যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহাই সনাতন ধর্ম। কিন্তু আমার এবিষয়ে এই অভিমত হইল যে, আপনি সেইরূপভাবে চেষ্টা করুন, যাহাতে যুদ্ধই হয়। ১

দশার্হকুলকুমার! যদি কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হয়, তথাপি আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধেরই ব্যবস্থা করিবেন। ২

হে কৃষ্ণ! পাঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদীকে সেইরূপ অনির্বচনীয় অবস্থায় সভামধ্যে লইয়া আসিতে দেখিয়া দুর্যোধনের প্রতি বর্দ্ধিত আমার ক্রোধ তাহাকে বধ না করা যাবৎ শান্ত হইবে না। ৩

শ্রীকৃষ্ণ! যদিও ভীমসেন, অর্জুন ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মেরই অনুসরণ করিতেছেন, তথাপি আমি সেই ধর্মকে ত্যাগ করিয়া রণস্থলে দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেই চাই। ৪

সাত্যকি বলিলেন,—মহাবাহো! সহদেব বুদ্ধিমান্ সত্য কথাই বলিয়াছেন। দুর্যোধনের উপর বর্দ্ধিত আমার ক্রোধ উহার বধেই শান্ত হইবে। ৫

আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে বনে বল্কল (বৃক্ষের ছাল) ও মৃগচর্ম ধারণকরত দুঃখী পাণ্ডবগণকে দেখিয়া আপনারও কিরূপ ক্রোধ হইয়াছিল? ৬

হে পুরুষোত্তম! অতএব যুদ্ধের কঠোরতা প্রদর্শনকারী শৌর্যশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব যাহা বলিলেন, উহাই আমাদের সকল যোদ্ধারই অভিমত। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহামতি সাত্যকি এই কথা বলিলে পর সেখানে সর্বদিক্ হইতে সমস্ত যোদ্ধাগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। ৮

যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সেই সমস্ত বীর যোদ্ধারা সাধু সাধু বলিয়া সাত্যকির হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহার সেই বাক্যের সর্বপ্রকারে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে সহদেব-সাত্যকির বাক্য-বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ স্বীয়দুঃখবর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণস্য তস্যৈ আশ্বাসদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
কৃষ্ণা দাশার্হমাসীনমব্রবীচ্ছোককর্শিতা॥ ১

সুতা দ্রুপদরাজস্য স্বসিতায়তমূর্ধজা।
সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ সাত্যকিঞ্চ মহারথম্॥ ২

ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা বাক্যমুবাচেদং মনস্বিনী॥ ৩

বিদিতং তে মহাবাহো ধর্মজ্ঞ মধুসূদন।
যথা নিকৃতিমাস্থায় হ্রংশিতাঃ পাণ্ডবাঃ সুখাৎ॥ ৪

ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ সামাত্যেন জনার্দন।
যথা চ সঞ্জয়ো রাজ্ঞা মম্যে রহসি প্রাবিতঃ॥ ৫

যুধিষ্ঠিরস্য দাশার্হ তচ্চাপি বিদিতং তব।
যথোক্তঃ সঞ্জয়স্তেন তচ্চ সর্বং শ্রুতং ত্বয়া॥ ৬

পঞ্চ নস্তাত গীতস্থাঃ গ্রামান্ ইতি মহাত্মতে।
অবিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বারণাবতম্॥ ৭

অথসানং মহাবাহো কক্ষিদেবঞ্চ পঞ্চমম্।
ইতি দুর্যোধনো বাচ্যঃ শুভ্রদন্তশ্চ কেশব॥ ৮

ন চাপি শুক্রবোদ্ বাক্যং শ্রুত্বা কৃষ্ণ সুযোধনঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য দাশার্হ শ্রীমতঃ সন্ধিমিচ্ছতঃ॥ ৯

অপ্রদানেন রাজ্যস্য যদি কৃষ্ণ সুযোধনঃ।
সন্ধিমিচ্ছেন্ন কর্তব্যং তত্র গত্বা কথঞ্চন॥ ১০

শক্ষ্যন্তি হি মহাবাহো পাণ্ডবাঃ স্বজনৈঃ সহ।
ধার্তরাষ্ট্রবলং ঘোরং ক্রুদ্ধঃ প্রতিসমাসিতুম্॥ ১১

ন হি সাম্না ন দানেন শক্যোঽর্থস্তেষু কশ্চন।
তস্মাৎ তেষু ন কর্তব্যা কৃপা তে মধুসূদন॥ ১২

সান্ত্বা দানেন বা কৃষ্ণ যে ন আয়ান্তি শত্রবঃ।
তেষ্বেবাস্ত্রেষু দণ্ডঃ স্যাচ্ছীঘ্রং পরিরক্ষতা॥ ১৩

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখ বর্ণন ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উহাকে আশ্বাসপ্রদান]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! নিজের মস্তকে অত্যন্ত কুঞ্চবর্ণ ও লম্বা কেশপাশ ধারণ করত দ্রুপদরাজকুমারী কৃষ্ণা রাজা যুধিষ্ঠিরের ধর্ম ও অর্থ সম্বলিত হিতকর বাক্য শুনিয়া শোকে কাতর হইয়া উঠিলেন এবং মহারথী সাত্যকি ও সহদেবের প্রশংসা পূর্বক সেখানে উপস্থিত দশার্হকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। ১-২

ভীমসেনকে অত্যন্ত শান্ত দেখিয়া মনস্বিনী দ্রৌপদীর মনে অতিশয় দুঃখ জন্মিল। তাঁহার নয়ন তখন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তখন এই কথা বলিলেন। ৩

ধর্মজ্ঞ মহাবাহু মধুসূদন! আপনি ত' জানেন—মন্ত্রিবর্গের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন কিরূপ শঠতার আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। দশার্হনন্দন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিবার জন্য সঞ্জয়কে নির্জনে যে মন্ত্রণা শুনাইয়া এখানে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সঞ্জয়কে যেরূপ কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তও আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। ৪-৬

মহাতেজস্বী কেশব! (মহারাজ যুধিষ্ঠির) সঞ্জয়কে এইরূপ বলিয়াছিলেন) সঞ্জয়! তুমি দুর্যোধন ও তাহার বন্ধুবর্গের সম্মুখে আমার এই ভিক্ষা জানাইবে—'তাত! তুমি আমাদিগকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং আর একটি অতিশয় পঞ্চম যে কোন গ্রাম—এই পাঁচটি গ্রাম প্রদান কর। ৭-৮

দশার্হকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ! সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের এই (বিনম্রপূর্ণ) বাক্য শ্রবণ করিয়াও দুর্যোধন তাহা স্বীকার করে নাই। ৯

ভগবন্! আপনি সেখানে গমন করিবার পর যদি দুর্যোধন রাজ্য প্রদান না করিয়া অন্য কোনরূপে সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে আপনি তাহা কোন মতেই স্বীকার করিবেন না। ১০

হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ স্বজনবর্গের বীরগণের সহিত ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধনের ভয়ঙ্কর সৈন্যের সহিত সম্মুখসমরে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। ১১

মধুসূদন! কৌরবগণের প্রতি সাম ও দান নীতির প্রয়োগ করিলে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। অতএব আপনি তাহাদের উপর কৃপাপ্রদর্শন করিবেন না। ১২

হে কৃষ্ণ! নিজের জীবনকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কর্তব্য হইল, শত্রু যদি সাম ও দান দ্বারা শান্ত না হয়, তবে তাহার প্রতি দণ্ডনীতির প্রয়োগ করা। ১৩

তস্মাৎ তেষু মহাদেবঃ ক্ষেপ্তব্যঃ ক্ষিপ্রমচ্যুত।
ত্বয়া চৈব মহাবাহো পাণ্ডবৈঃ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ॥ ১৫
এতৎ সমর্থং পার্থানাং তব চৈব যশস্করম্।
ক্রিয়মাণং ভবেৎ কৃষ্ণ ক্ষত্রস্য চ সুখাবহম্ ॥ ১৫
ক্ষত্রিয়েণ হি হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়ো লোভমাস্থিতঃ।
অক্ষত্রিয়ো বা দাশার্হ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতা। ১৬
অস্তত্র ব্রাহ্মণাৎ তাত সর্বপাপেষবস্থিতাৎ।
গুরুর্হি সর্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুতাগ্রভুক্। ১৭
যথাবধ্যো বধ্যমানে ভবেদ্ দোষো জনার্দন।
স বধ্যস্তাবদে দুষ্ট ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ১৮
যথা ত্বাং ন স্পৃশেদেষ দোষঃ কৃষ্ণ তথা কুরু।
পাণ্ডবৈঃ সহ দাশার্হৈঃ সৃঞ্জয়ৈশ্চ সসৌমকৈঃ ॥১৯
পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি বিশ্রম্ভেণ জনার্দন।
কা তু সীদন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব ॥ ২০
সুতা শ্রুতবরাজস্য বৈদর্ভস্য মমোদ্বহা।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী ॥২১
আজমীঢ়কুলং প্রাপ্য স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চেন্দ্রসমবর্চসাম্ ॥ ২২
সুতা মে পঞ্চভির্বীরৈঃ পঞ্চ জাতা মহারথাঃ।
অভিমন্যুর্যথা কৃষ্ণ তথা তে তব ধর্মতঃ ॥ ২৩
সাহং কেশগ্রহং প্রাপ্তা পরিক্লিষ্টা সভাং গতা।
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং বয়ি জীবতি কেশব ॥ ২৪
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেষথ বৃষ্ণিষু।
দাসীকৃতাস্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা ॥ ২৫
নিরমর্ষৈরচেষ্টেষু প্রেক্ষমাণেষু পাণ্ডুষু।
পাহি মামিতি গোবিন্দ মনসা চিন্তিতোঽসি মে ॥ ২৬

মহাবাহু অচ্যুত! অতএব আপনার এবং সঞ্জয়বংশীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের উচিত হইল—সেই শত্রুকুলের উপর অতি সত্বর মহাস্ত্র দান করা। ১৪

ইহাই সুহৃদ্‌গণের যোগ্য কার্য্য। হে কৃষ্ণ! যদি এই কার্য্য করা হয়, তবে আপনারও যশ বিস্তার হইবে এবং সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গেরও সুখলাভ হইবে। ১৫

দাশার্হনন্দন! স্বধর্মপালনকারী ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য হইল, লোভের আশ্রয়গ্রহণকারী ক্ষত্রিয় বা অক্ষত্রিয় যেকোন ব্যক্তিকে বধ করা। ১৬

তাত! ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সব বর্ণের প্রতিই এই বিষয়ের প্রয়োগ বিহিত আছে। ব্রাহ্মণ যদি সর্বপ্রকার পাপ-কার্য্যও করে, তবে তাহাকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নহে; কারণ, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু এবং দানে উৎসর্গীকৃত বস্তুর প্রথম ভোক্তা। ১৭

জনার্দন! যেরূপ অবধ্যকে বধ করা মহাদোষজনক, সেইরূপ বধ্যকে বধ না করিলেও তাদৃশ দোষের প্রাপ্তি হয়। এই কথা ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ বলেন। ১৮

হে কৃষ্ণ! আপনি সদৈন্যে অধিষ্ঠিত সঞ্জয়, পাণ্ডব ও যাদবগণের সহিত এইরূপ চেষ্টাই করুন, যাহাতে আপনাকে সেই দোষ স্পর্শ করিতে না পারে। ১৯

জনার্দন! আপনার উপর আমার অত্যন্ত বিশ্বাস থাকায় আমি পূর্ব্বে কথিত থাকার পুনরুক্তি করিলাম। কেশব! এই পৃথিবীতে আমার ন্যায় রমণী আর কে আছে? ২০

আমি মহারাজ দ্রুপদের কন্যা এবং যজ্ঞবেদীর মধ্যভাগ হইতে আমার জন্ম হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! আমি বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ও আপনার প্রিয়সখী। ২১

আমি বিবাহের পর প্রতিষ্ঠিত অজমীঢ়কুলে আসিয়াছি, আমি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ এবং ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণের প্রধানা মহিষী। ২২

পাঁচ বীর পাঁচ মহারথ পুত্রের জননী করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! যেরূপ অভিমন্যু আপনার ভাগিনেয়, সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে আমার পুত্রগণও আপনার ভাগিনেয়। ২৩

হে কেশব! এইরূপ সম্পন্নতা ও সৌভাগ্যশালিনী হইয়াও আমি পাণ্ডবগণের দৃষ্টির সম্মুখে এবং আপনার জীবৎকালীন কেশে গৃহীতা হইয়া সভায় আনীতা হইলাম এবং বার বার অপমানিতা হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলাম ॥ ২৪

পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত থাকিতে, থাকিতেই আমি পাপী কৌরবদিগের দাসী হইলাম এবং সেই ভাবেই আমাকে সভামধ্যে উপস্থিত হইতে হইল ॥ ২৫

পাণ্ডুপুত্রেরা এই সব কিছুই দেখিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাদের ক্রোধ হইল না এবং ইঁহারা আমাকে তাহাদের নিকট মুক্ত করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। সেই সময় আমি (অত্যন্ত অসহায় বোধ করিয়া) মনে মনে আপনাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম—হে গোবিন্দ! আমাকে রক্ষা করুন। (হে প্রভো! তখন আপনিই কৃপা করিয়া আমার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।) ॥ ২৬

যত্র মাং ভগবান্ রাজা শ্বশুরো বাক্যমব্রবীৎ।
বরং বৃণীষ পাঞ্চালি বরার্হাসি মতা মম ॥২৭
অদাসাঃ পাণ্ডবাঃ সন্তু সরথাঃ সায়ুধা ইতি।
ময়োক্তে যত্র নির্মুক্তা বনবাসায় কেশব ॥ ২৮
এবংবিধানাং দুঃখানামভিজ্ঞোঽসি জনার্দন।
ত্রায়স্ব পুণ্ডরীকাক্ষ সভর্তৃ-জ্ঞাতি-বান্ধবান্ ॥২৯
নমহং কৃষ্ণ ভীষ্মস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
স্নুষা ভবামি ধর্ম্মেণ সাহং দাসীকৃতা বলাৎ ॥৩০
ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য বিগ্ বলম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥৩১
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
বার্ত্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্ব্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্ ॥ ৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্ব্বগন্ধাধিবাসিতম্ ॥ ৩৩
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবচসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা ॥ ৩৪
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।
প্রস্রুতপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫
অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ।
স্মর্ত্তব্যঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥৩৬
যদি ভীমার্জ্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥ ৩৭
পঞ্চ চৈব মহাবীর্য্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ ॥ ৩৮
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সন্ধিঃ পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহং তু ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥ ৩৯
ত্রয়োদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে।
বিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৪০

সেই সভামধ্যে আমার ঐশ্বর্য্যশালী শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র আমাকে (আদর করিতে করিতে) বলিয়াছিলেন—পাঞ্চালরাজকুমারি! আমি তোমাকে আমার মনোবাঞ্ছিত বর দান করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করি। তুমি যে কোন বর প্রার্থনা কর ॥ ২৭

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম—পাণ্ডবগণ রথ ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত দাসত্ব হইতে মুক্ত হউক। কেশব! আমি এই কথা বলিলে পর ইঁহারা বনবাসের কষ্ট ভোগ করিবার জন্য দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৮

জনার্দ্দন! আমাদের উপর এইরূপ কত যে দুঃখ আসিয়াছে, তাহা সবই আপনি জানেন। কমললোচন! পতি, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন ॥ ২৯

হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মানুসারে ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পুত্রবধূ, তথাপি তাঁহাদের সম্মুখেই বলপূর্ব্বক আমাকে তখন দাসী করিয়াছিল ॥ ৩০

হে কৃষ্ণ! এই অবস্থায় যদি দুর্য্যোধন এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকে, তবে অর্জ্জুনের ধনুর্দ্ধারণকে ধিক্ এবং ভীমসেনের বলকেও ধিক্ ॥ ৩১

হে কৃষ্ণ! আমি যদি আপনার অনুগ্রহভাজন হই এবং আমার উপর আপনার যদি কৃপা থাকে, তবে আপনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে কোপ প্রকাশ করুন ॥ ৩২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! এইরূপ বলিয়া সুন্দরাঙ্গী, শ্যামনয়না ও পদ্মাক্ষী ও গজতুল্য মন্থরগামিনী দ্রুপদরাজ-কন্যা কৃষ্ণা নিজের সেই কেশগুচ্ছ, যাহা দেখিতে অতীব সুন্দর, উহা বজ্র, অত্যন্ত কাল, একত্রে আবদ্ধ হইলেও কোমল, নানাবিধ সুগন্ধে সুবাসিত, সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণে সুসম্পন্ন এবং বিশাল সর্পের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল, বাম হস্তে ধরিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩-৩৫

হে কমললোচন কৃষ্ণ! শত্রুগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছায় আপনি যাহা যাহা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, সেই সব কার্য্যমধ্যে দুঃশাসনের হস্তে আকর্ষিত হইবার সময় উন্মোচিত এই কেশগুচ্ছের কথা স্মরণ রাখিবেন ॥ ৩৬

হে কৃষ্ণ! যদি ভীমসেন ও অর্জ্জুন কাতর হইয়া কৌরবগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা করেন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা নিজ মহারথী পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ৩৭

মধুসূদন! আমার পাঁচ মহাপরাক্রমশালী পুত্রও অভিমন্যুকে প্রধান করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ৩৮

যদি আমি দুঃশাসনের শ্যামল ভুজকে ধূলিতে ধূসরিত হইতে না দেখিতে পাই, তবে আমার হৃদয়ের শান্তি কিরূপে হইবে? ৩৯

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এই প্রচণ্ড ক্রোধকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে আমার তের বৎসর অতিবাহিত হইল ॥ ৪০

বিদীর্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্যশলার্দিতম্।
যোঽয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্মমেবানুপশ্যতি ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা বাষ্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়তলোচনা।
রুরোদ কৃষ্ণা সোৎকম্পং সস্বরং বাষ্পগদ্গদম্ ॥ ৪২
স্তনৌ পীনায়তশ্রোণী সহিতাবভিবর্ষতী।
দ্রবীকৃতমিবাত্মানং মুকুন্দী বাবি নেত্রজম্ ॥৪৩
তামুবাচ মহাবাহুঃ কেশবঃ পরিসান্ত্বয়ন্।
অচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে কৃষ্ণে রুদতীর্ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৪
এবং তা ভীরু রোৎস্যন্তি নিহতজ্ঞাতি-বান্ধবাঃ।
হতমিত্রা হতবলা যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভামিনি ॥ ৪৫
অহঞ্চ তৎ করিষ্যামি ভীমার্জুন-যমৈঃ সহ।
ধৃষ্টিরনিয়োগেন দৈবাচ্চ বিধিনির্মিতাৎ ॥৪৬
বার্তরাষ্ট্রাঃ কালপক্কা ন চেচ্ছৃণ্বন্তি মে বচঃ।
শেষ্যন্তে নিহতা ভূমৌ শ্ব-শৃগালাদনীকৃতাঃ ॥৪৭
চলেদ্ধি হিমবান্ শৈলো মেদিনী শতধা ফলেৎ।
ক্ষৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে মোঘং বচো ভবেৎ ॥৪৮
সত্যং তে প্রতিজানামি কৃষ্ণে বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।
হতামিত্রান্ শ্রিয়া যুক্তানচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে পতীন্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি দ্রৌপদীকৃষ্ণসংবাদে
ষ্যশীতিতমোঽধ্যায়: ॥ ৮২

আজ ভীমসেনের সান্ত্বনার জন্য কথিত বাক্য আমার হৃদয়ে বাণের ন্যায় আঘাত করিয়াছে, যাহার দ্বারা পীড়িত হইয়া আমার হৃদয়ই বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়! এই মহাবাহু আজ (আমার অপমানের কথা ভুলিয়া গিয়া) কেবল ধর্মেরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ৪১

এই কথা বলিতে বলিতে দুঃখ ও বিষাদে নিতম্বলম্বিনী দীর্ঘনয়না দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণার কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে অল্প অল্প বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পরস্পর সংসক্ত স্তনের উপর নয়নের ঈষদ্ উষ্ণ বারি বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহাতে মনে হইতে লাগিল, যেন সেই সময় ক্রোধাগ্নিই বাষ্পবিন্দুরূপে পতিত হইতেছিল। ৪২-৪৩

তখন মহাবাহু কেশব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে করিতে বলিলেন,—কৃষ্ণে! তুমি শীঘ্রই ভরতবংশীয়গণের অপর স্ত্রীদিগকেও এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিবে। ৪৪

ভামিনি! তুমি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ, সেই বিপক্ষীয় স্ত্রীগণও নিজ জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধব, মিত্রবৃন্দ ও সৈন্যগণের বিনাশের পর এইরূপে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ৪৫

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা বিধিবিহিত অদৃষ্টের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইয়া আমিও তাহাই করিব, যাহা তোমার অভীষ্ট। ৪৬

যদি কালের পরিপক্কতায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমার কথা না শুনিয়া থাকে, তবে তাহারা নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে এবং কুকুর ও শৃগালের ভোজনে পরিণত হইবে। ৪৭

হিমালয় পর্বত নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত হইতে পারে, পৃথিবী শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে এবং নক্ষত্রসমূহের সহিত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তথাপি আমার এই বাক্য ব্যর্থ হইবে না। ৪৮

কৃষ্ণে! তুমি অশ্রুবেগ ধারণ কর। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তুমি শীঘ্রই দেখিতে পাইবে—সমস্ত শত্রু নিহত হইয়াছে এবং তোমার পতিরা রাজলক্ষ্মী-সম্পন্ন হইয়াছেন। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
দ্রৌপদী-কৃষ্ণ-আলাপ-বিষয়ক ষ্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে গমনম্, মাত্রে কুন্ত্যৈ কৌরবেভ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য সন্দেশপ্রেষণম্, পথি শ্রীকৃষ্ণস্য দিব্যমহর্ষীণাং দর্শনলাভশ্চ]

অর্জুন উবাচ।

কুরূণামস্য সর্বেষাং ভবান্ সুহৃদনুত্তমঃ।
সম্বন্ধী দয়িতো নিত্যমুভয়োঃ পক্ষয়োরপি ॥ ১
পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং প্রতিপাদ্যমনাময়ম্।
সমর্থঃ প্রশমং চৈব কর্তুমর্হসি কেশব ॥ ২
ধর্মিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ সুযোধনমমর্ষণম্।
শান্ত্যর্থং ভ্রাতরং ব্রূয়া যৎ তদ্ বাচামমিত্রহন্ ॥ ৩
তথা ধর্মার্থযুক্তং চ হেতুমৎ শিবনাময়ম্।
হিতং নাদাস্যতে বালো দিষ্টস্য বশমেষ্যতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

ধর্মামর্থান্বিতং চৈব কুরূণাং যশনাময়ম্।
এব যাস্যামি রাজানং ধৃতরাষ্ট্রমভীপ্সয়া ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ব্যপেতত্তমসি সূর্যে বিমলতাং গতে।
মৈত্রে মুহূর্তে সম্প্রাপ্তে মৃদুচিষি দিবাকরে ॥ ৬
কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।
স্তীতপক্ষমুখে কালে কল্পঃ সর্ববতাং বরঃ ॥ ৭
মঙ্গল্যাঃ পুণ্যনির্ঘোষা বাচঃ শৃণ্বংশ্চ সুব্রতাঃ।
ব্রাহ্মণানাং প্রতীতানামৃষীণামিব বাসবঃ ॥ ৮
কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকং কৃত্যং স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ।
উপতস্থে বিবস্বন্তং পাবকঞ্চ জনার্দনঃ ॥ ৯
ঋষভং পৃষ্ঠ আলভ্য ব্রাহ্মণানভিবাদ্য চ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পশ্যন্ কল্যাণমগ্রতঃ ॥ ১০
তৎ প্রতিজ্ঞায় বচনং পাণ্ডবস্য জনার্দনঃ।
শিনের্নপ্তারমাসীনমভ্যভাষত সাত্যকিম্ ॥ ১১
রথ আরোপ্যতাং শঙ্খশ্চক্রঞ্চ গদয়া সহ।
উপাসঙ্গাশ্চ শক্ত্যশ্চ সর্বপ্রহরণানি চ ॥ ১২

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন, মাতা কুন্তী ও কৌরবগণের জন্য যুধিষ্ঠিরের সংবাদপ্রেরণ এবং গমনপথে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দিব্য মহর্ষিগণের দর্শন লাভ।]

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! অদ্য আপনিই সমস্ত কুরুবংশীয়গণের সর্বোত্তম সুহৃৎ এবং উভয়পক্ষেরই নিত্য প্রিয় সম্বন্ধী ॥ ১

হে কেশব! পাণ্ডবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের মঙ্গলসাধন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আপনি উভয়পক্ষের সন্ধিস্থাপন করাইতেও সমর্থ ॥ ২

শত্রুনাশন কমললোচন কৃষ্ণ! আপনি এখান হইতে যাইয়া আমাদের অসহিষ্ণু ভ্রাতা দুর্যোধনের সহিত এরূপ কথাবার্তা বলিবেন, যাহা শান্তিস্থাপনের সহায়ক হইবে ॥ ৩

আপনি যে ধর্মসঙ্গত, অর্থপূর্ণ, সন্তাপনাশক, কল্যাণকারী ও হিতকর বাক্য বলিবেন, যদি-ই সেই দুর্মতি তাহা গ্রাহ্য না করে, তবে সে কালের বশীভূত হইবে ॥ ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন! যাহা ধর্মানুকূল, আমাদের হিতকর ও কৌরবগণের পক্ষেও মঙ্গলকারক, তাদৃশ কার্য্য করিবার জন্য আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিব ॥ ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর যখন রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত হইল, তখন নির্মল আকাশে সূর্যদেব উদিত হইলে তাঁহার কোমল কিরণরাশি সর্বদিকে বিস্তৃত হইল। কার্তিকমাসের রেবতী নক্ষত্রে "মৈত্র" নামক মুহূর্ত উপস্থিত হইলে সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সেই দিন শরৎ ঋতুর শেষ ও হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভ ছিল এবং চারিদিকের ক্ষেত্র বিবিধ শস্যরাজিতে পূর্ণ ছিল ॥ ৬-৭

ভগবান্ জনার্দন সর্বপ্রথমে প্রাতঃকালে ঋষিগণের মুখ হইতে মঙ্গলপাঠপ্রবণকারী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণবৃন্দের মুখ হইতে পরম মধুর মঙ্গলকর পুণ্যাহবাচন শুনিতে শুনিতে যান করিলেন। তারপর তিনি পবিত্র ও বস্ত্র-ভূষণে ভূষিত হইয়া সন্ধ্যাবন্দন, সূর্যোপস্থান এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি পূর্বাহ্ণকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর বৃষভের পৃষ্ঠ স্পর্শকরত ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলেন এবং অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত নিজের সম্মুখে স্থাপিত কল্যাণকারক বস্তুসমূহ দর্শন করিলেন। অতঃপর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের বাক্য বিচারকরত জনার্দন নিজ পার্শ্বে উপবিষ্ট শিনিপৌত্র সাত্যকিকে বলিলেন ॥ ৮-১১

যুযুধান! আমার রথের মধ্যে শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্রসমূহ আনিয়া রাখ ॥ ১২

দুর্যোধনঞ্চ দুষ্টাত্মা কর্ণঞ্চ সহসৌবলঃ।
ন চ শক্রবরেণ্যো দুর্বলোঽপি বলীয়সা ॥ ১৩
ততস্তস্যতমাজ্ঞায় কেশবস্য পুরঃসরাঃ।
প্রণম্যর্ষোজয়িষ্যন্তো রথং চক্রুর্গদাভৃতঃ ॥ ১৪
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিমাকাশগমিবাদ্ভুতম্।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রকাশাভ্যাং চক্রাভ্যাং সমলঙ্কৃতম্ ॥১৫
অর্ধচন্দ্রৈশ্চ চক্রৈশ্চ মৎস্যৈঃ সমৃগ-পক্ষিভিঃ।
পুষ্পৈশ্চ বিবিধৈশ্চিত্রৈঃ মণিরত্নৈশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৬
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বৃহন্তং চারুদর্শনম্।
মণি-হেমবিচিত্রাঙ্গং সুধ্বজং সুপতাকিনম্ ॥ ১৭
সূপকরণসম্পন্নং বৈয়াঘ্রপরিবারণম্।
যশোঽর্থং প্রত্যমিত্রাণাং যদূনাং নন্দিবর্ধনম্ ॥ ১৮
বাজিভিঃ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ।
যুক্তৈঃ সম্পাদয়ামাসুঃ সম্পন্নৈঃ সর্বসম্পদা ॥ ১৯
মহিমানং তু কৃষ্ণস্য ভূয় এবাভিবর্ধয়ন্।
সুঘোষঃ পতগেন্দ্রেণ ধ্বজেন যুযুজে রথঃ ॥ ২০
তং মেরুশিখরপ্রখ্যং মেঘদুন্দুভিনিস্বনম্।
আরুরোহ রথং শৌরির্বিমানমিব কামগম্ ॥ ২১
ততঃ সাত্যকিমারোপ্য প্রযযৌ পুরুষোত্তমঃ।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥ ২২
ব্যপোঢাস্তস্তদা কালঃ ক্ষণেন সমপদ্যত।
শিবশ্চাসুবহো বায়ুঃ প্রশান্তমভবৎ রজঃ ॥ ২৩
প্রদক্ষিণানুলোমাংশ্চ মঙ্গল্যা মৃগপক্ষিণঃ।
প্রয়াণে বাসুদেবস্য বহবুরনুযায়িনঃ ॥ ২৪
মঙ্গল্যার্থপ্রদৈঃ শব্দৈরন্বযুর্হর্ষয়ন্ সর্বশঃ।
সারসাঃ শতপত্রাংশ্চ হংসাংশ্চ মধুসূদনম্ ॥ ২৫

অত্যন্ত বলবান্ ব্যক্তিরও উচিত হইল—শত্রু দুর্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা না করা অর্থাৎ তাহার দিক্ হইতে সদা সতর্ক থাকা। সুতরাং দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি অত্যন্ত দুষ্টাত্মা, তাহাদের নিকট হইতে তো সাবধান থাকিতেই হইবে ॥ ১৩

তখন চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিয়া তাহার অগ্রে অগ্রে গমনকারী সেবকগণ রথযোজনার জন্য ধাবিত হইল ॥ ১৪

সেই রথ প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান্, বিমানতুল্য শীঘ্রগামী এবং সূর্য্য ও চন্দ্রবৎ তেজস্বী দুইটি সোনাকার চক্রে সুশোভিত ॥ ১৫

অর্দ্ধচন্দ্র, চক্র, মৎস্য, মৃগ, পক্ষী, নানাপ্রকার পুষ্প এবং সর্বদিকে মণিরত্নসমূহে চিত্রিত ও সংযুক্ত থাকায় উহার বিচিত্র শোভা হইতেছিল ॥ ১৬

ঐ রথ তরুণ (মধ্যাহ্নকালীন) সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান, বিশাল ও দেখিতে মনোহর ছিল। উহার সর্বদিকে মণি ও সুবর্ণ খচিত ছিল। ঐ রথের ধ্বজা অতিশয় সুন্দর ছিল এবং তাহার উপর উত্তম পতাকা উড়িতেছিল ॥ ১৭

উহার মধ্যে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুন্দরভাবে রক্ষিত ছিল। উহার উপর ব্যাঘ্রচর্মের আবরণ (পর্দা) শোভা পাইতেছিল। এই রথ শত্রুর পক্ষে দুর্জয় এবং শত্রুর সুখনাশক ও বহুযাদবগণের আনন্দবর্দ্ধন ছিল ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণ শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকনামক চারিটি অশ্বকে স্নান করাইয়া সর্বপ্রকার বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত সেই রথে যোজনা করিল ॥ ১৯

এইরূপে সেই রথ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকে অধিকরূপে বাড়াইতে বাড়াইতে গরুড়চিহ্নিত ধ্বজাযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভাযুক্ত করিল। যাইবার সময় ঐ রথ সুন্দর গম্ভীর ধ্বনি করিতেছিল ॥ ২০

মেরুপর্বতের শিখরসদৃশ ধ্বজাগ্রভাগে সুশোভিত, মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর আওয়াজ করিতে সমর্থ এবং বিমানতুল্য ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমনকারী সেই রথে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করিলেন ॥ ২১

তারপর সাত্যকিকেও সেই রথে আরোহণ করাইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রথের গম্ভীর ধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ২২

তারপর সেই সময় অল্পকালের মধ্যেই আকাশে কাল মেঘ উপস্থিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইল। শীতল, সুখদ ও অনুকূল বায়ু বহিতে থাকিল এবং ধূলি উড়া বন্ধ হইল ॥ ২৩

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাত্রার সময় মঙ্গলসূচক মৃগ ও পক্ষিগণ তাঁহার দক্ষিণ ও অনুকূল দিকে গমন করত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ২৪

সারস, শতপত্র ও হংস পক্ষীরা সর্বদিকে মঙ্গলসূচক শব্দ করিতে করিতে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৫

মন্ত্রাহুতিমহাহোমৈর্দুদ্যমানশ্চ পাবকঃ।
প্রদক্ষিণমুপো ভূত্বা বিধূমঃ সমপদ্যত ॥ ২৬
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ ভূরিদ্যুম্নো গয়ঃ ক্রতুঃ।
তৃণ-নারদ-বাল্মীকী মরুত্তঃ কুশিকো বৃষঃ ॥২৭
দেব-ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব কৃষ্ণং বহুসুখাবহম্।
প্রদক্ষিণমবর্তন্ত সহিতা বাসবানুজম্ ॥ ২৮
এবমেতৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিগণসাধুভিঃ।
পূজিতঃ প্রযযৌ কৃষ্ণঃ কুরূণাং সদনং প্রতি ॥ ২৯
তং প্রয়ান্তমনুপ্রায়াৎ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৩০
চেকিতানশ্চ বিক্রান্তো ধৃষ্টকেতুশ্চ চেদিপঃ।
দ্রুপদঃ কাশিরাজশ্চ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥ ৩১
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সপুত্রশ্চ বিরাটঃ কেকয়ৈঃ সহ।
সংসাধনার্থং প্রযযুঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ৩২
ততোঽনুব্রজ্য গোবিন্দং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
রাজ্ঞাং সকাশে হৃষ্টাত্মানুবাচেদং বচস্তদা ॥৩৩

যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন লোভান্নার্থকারণাৎ।
অজাতমনুবর্তেত স্থিরবুদ্ধিরলোলুপঃ ॥ ৩৪
ধর্মজ্ঞো ধৃতিমান্ প্রাজ্ঞঃ সর্বভূতেষু কেশবঃ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
তং সর্বগুণসম্পন্নং শ্রীবৎসকৃতলক্ষণম্।
সম্পরিষ্বজ্য কৌন্তেয়ঃ সংদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৩৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যা সা বাল্যাৎ প্রভৃত্যস্মান্ পর্যাবর্ধয়তাবলা।
উপবাসতপঃশীলা সদা স্বস্ত্যয়নে রতা ॥ ৩৭
দেবতাতিথিপূজাসু গুরুশুশ্রূষণে রতা।
বৎসলা প্রিয়পুত্রা চ প্রিয়াস্মাকং জনার্দন ॥ ৩৮
সুযোধনভয়াদ্ যা নোঽত্রায়তামিত্রকর্শন।
মহতো মৃত্যুসম্বাধাদ্রুদ্রে নৌরিবার্ণবাৎ ॥ ৩৯
অস্মৎকৃতে চ সততং যযা দুঃখানি মাধব।
অনুভূতান্যদুঃখার্হা তাং স্ম পৃচ্ছেরনাময়ম্ ॥ ৪০

মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রদত্ত আহুতিযুক্ত অতি বৃহৎ হোমবহ্নিদ্বারা হবির্লাভ করত অগ্নিদেব প্রদক্ষিণক্রমে উত্থিত শিখাসমূহের সহিত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং ধূমরহিত হইলেন। ২৬

বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রতু, তৃণ, নারদ, বাল্মীকি, মরুত্ত, কুশিক ও বৃষ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ একত্রে আগমন করত বহুসুখের সুখপ্রদ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণাবর্তে পরিক্রমা করিলেন। ২৭-২৮

এইভাবে এই মহাভাগ মহর্ষিগণ ও সাধুগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুকুলের রাজধানী হস্তিনাপুর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ২৯

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের গমনকালীন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিলেন। ভীমসেন, অর্জুন, মাদ্রীপুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেব, পরাক্রমী চেকিতান, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পুত্র ও কেকয়গণের সহিত রাজা বিরাট—এই সকল ক্ষত্রিয়গণ অভীষ্ট কার্যসিদ্ধি এবং শিষ্টাচার পালন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিলেন। ৩০-৩২

এইভাবে গোবিন্দের পশ্চাতে পশ্চাতে কিয়দ্দূর গিয়া তেজস্বী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজাদিগের সম্মুখে সেই সময় তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ৩৩

যিনি কামনা, ভয়, লোভ অথবা অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য অন্যায়ের অনুসরণ করেন না, যাঁহার বুদ্ধি স্থির, যিনি লোভশূন্য, ধর্মজ্ঞ, ধৈর্যবান্, বিদ্বান্ ও সম্পূর্ণ ভূতগণের মধ্যে বিরাজমান, এই গুণবান্ কেশব দেবতাগণের দেবতা, সনাতন পরমেশ্বর ও সমস্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর। ৩৪-৩৫

এই সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীবৎসচিহ্নে বিভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নিম্নলিখিত সংবাদ জানাইতে আরম্ভ করিলেন। ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুসংহারক জনার্দন! অবলা হইয়াও যিনি বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে লালন-পালন করিয়া বর্ধিত করিয়াছেন, উপবাস ও তপস্যাতে নিরতা থাকিতে যিনি স্বভাবসিদ্ধা, যিনি সদা কল্যাণসাধনেই অনুরক্তা আছেন, দেবতা ও অতিথির পূজা এবং গুরুজনগণের সেবা-শুশ্রূষায় যাঁহার ঐকান্তিকী রতি আছে, যিনি পুত্রবৎসলা ও প্রিয়পুত্রা, যাঁহার উপর আমাদের পাঁচ ভ্রাতারই অত্যন্ত প্রীতি বিদ্যমান, যিনি দুর্যোধনের ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, যেরূপ নৌকা মানুষকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করে, সেইরূপ যিনি মৃত্যুর মহাসঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং হে মাধব! যিনি আমাদের জন্য সদা দুঃখই ভোগ করেন, সেই দুঃখভোগের অযোগ্যা আমাদের মাতা কুন্তীর সহিত মিলিত হইয়া আপনি তাঁহার কুশলসমাচার অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন। ৩৭-৪০

তৃশমাশ্বাসয়েচ্চৈনাং পুত্রশোকপরিপ্লুতাম্।
অভিবাদ্য স্বজেথাস্বং পাণ্ডবান্ পরিকীর্তয়ন্ ॥ ৪১
উটাং প্রভৃতি দুঃখানি শ্বশুরাণামরিন্দম।
নিকারানভজর্হা চ পঞ্চমী দুঃখমশ্নুতে ॥ ৪২
অপি ত্বাং স কালঃ স্যাৎ কৃষ্ণ দুঃখবিপর্যয়ঃ।
যদহং মাতরং ক্লিষ্টাং সুখং পশ্যামি কেশব ॥ ৪৩
প্রব্রজন্তোঽনুযাবন্তীং কৃপণাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্।
ক্রন্দতীমপহায়ৈনামাগচ্ছাম বয়ং বনম্ ॥ ৪৪
ন নূনং ম্রিয়তে দুঃখৈঃ সা চেজ্জীবতি কেশব।
তথা পুত্রাদিভির্গাঢ়মার্তা স্থানর্তসংকৃত ॥ ৪৫
অভিবাদ্যাথ সা কৃষ্ণ ময়া মদ্বচনাদ্ বিভো।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ কৌরব্যো রাজানশ্চ বয়োঽধিকাঃ ॥ ৪৬
ভীষ্মং দ্রোণং কৃপং চৈব মহারাজঞ্চ বাহ্লিকম্।
দ্রৌণিঞ্চ সোমদত্তঞ্চ সর্বাংশ্চ ভরতান্ প্রতি ॥ ৪৭
বিদুরঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞং কৃত্স্নাং মদুপাশ্রিতম্।
অগাধবুদ্ধিং মর্মজ্ঞং স্বজেথা মধুসূদন ॥ ৪৮
উক্ত্বা তু কেশবং তত্র রাজমধ্যে যুধিষ্ঠিরঃ।
অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তে কৃষ্ণঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪৯
ব্রজন্নেব তু বীভৎসুঃ সখায়ং পুরুষর্ষভম্।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নং দাশার্হমপরাজিতম্ ॥ ৫০
যদস্মাকং বিভো বৃত্তং পুরা বৈ মন্ত্রনিশ্চয়ে।
অর্ধরাজ্যস্য গোবিন্দ বিদিতং সর্বরাজসু ॥ ৫১
তচ্ছেদ্ দম্ভাদসঙ্গেন সংকৃত্যানবমন্য চ।
প্রিয়ং মে স্যাদ্ধ্রুবাবাপ্তো মুচ্যেরন্ ভরতো ভয়াৎ ॥ ৫২
অতশ্চেদন্যথা কর্তা ধার্তরাষ্ট্রোঽনুপায়বিৎ।
অস্তং নূনং করিষ্যানি ক্ষত্রিয়াণাং জনার্দন ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে পাণ্ডবেন সমহৃষ্যত বৃকোদরঃ।
মুহুর্মুহুঃ ক্রোধবশাৎ প্রাবেপত চ পাণ্ডবঃ ॥ ৫৪

আপনি পাণ্ডব আমাদের সংবাদ বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রণাম করত পুত্রশোকে পীড়িতা সেই দেবীকে উত্তমরূপে আশ্বাস প্রদান করিবেন। ৪১

অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ! তিনি বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরালয়ে আসিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ও কষ্টই দেখিতে দেখিতে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন এবং এই সময়ও তিনি সেখানে কষ্টই ভোগ করিতেছেন। ৪২

হে শত্রুদমন কৃষ্ণ! এমন দিন কি আসিবে, যখন আমাদের সকল দুঃখ দূরীকৃত হইবে এবং আমরা ক্লেশভোগ-নিরতা মাতাকে সুখবান করিতে পারিব? ৪৩

যখন আমরা বনে যাইতেছিলাম, তখন পুত্রস্নেহে ব্যাকুলহৃদয়া মাতা কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে সেইখানেই পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া আসি। ৪৪

আনর্তদেশের সম্মানিত বীর কেশব! একথা নিশ্চিত যে, মানুষ দুঃখে মৃত্যুবরণ করে না। সেইজন্য তিনি যদি জীবিতও থাকেন, তথাপি সর্বদা তিনি পুত্রশোকে অত্যন্ত পীড়িতই হইবেন। ৪৫

হে প্রভো মধুসূদন! আপনি মাতাকে প্রণাম করত আমার বাক্যানুসারে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, অন্যান্য বয়োবৃদ্ধ নরপতিগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, মহারাজ বাহ্লীক, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, সমস্ত ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয়বৃন্দ এবং কৌরবদিগের মন্ত্রণারক্ষাকারী, অগাধবুদ্ধি, মর্মজ্ঞ ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের নিকট যাইয়া ইঁহাদের সকলকে আলিঙ্গন করিবেন। ৪৬-৪৮

রাজাদিগের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৪৯

কিন্তু অর্জুন অনুসরণ করত শত্রুবীরসংহারক, অপরাজিত, নরশ্রেষ্ঠ ও নিজ সখা দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৫০

গোবিন্দ! প্রথমে যখন আমরা গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়াছিলাম, তখন এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল যে, আমরা অর্ধরাজ্য লইয়া সন্ধিস্থাপন করিব; এই সংবাদ সকল রাজাই শুনিয়াছেন। ৫১

মহাবাহো! যদি দুর্যোধন দোষ ত্যাগ করত অনাদর না করিয়া সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকে অর্ধ রাজত্ব প্রত্যর্পণ করে, তবে আমার প্রিয় কার্য সম্পন্ন হয় এবং সমস্ত কৌরবগণও মহাভয়মুক্ত হয়॥ ৫২

জনার্দন! সমুচিত উপায় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন যদি ইহার বিপরীত আচরণ করে, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, উহার পক্ষে সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে আমি অবশ্যই সংহার করিয়া ফেলিব। ৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই

বেপমানশ্চ কৌন্তেয়ঃ প্রাক্রোশন্মহতো রবান্ ।
ধনঞ্জয়বচঃ শ্রুত্বা হর্ষোৎসিক্তমনা ভৃশম্ ॥ ৫৫
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা সম্প্রাবেপন্ত বাহিনঃ ।
বাহনানি চ সর্বাণি শকৃন্মূত্রে প্রসুস্রুবুঃ ॥ ৫৬
ইত্যুক্ত্বা কেশবং তত্র তথা চোক্ত্বা বিনিশ্চয়ম্ ।
অনুজ্ঞাতো নিবব্রুতে পরিষজ্য জনার্দনম্ ॥ ৫৭
তেষু রাজসু সর্বেষু নিবৃত্তেষু জনার্দনঃ ।
তূর্ণমভ্যগমদ্ধৃষ্টঃ শৈব্য-সুগ্রীববাহনঃ ॥ ৫৮
তে হয়া বাসুদেবস্য দারুকেণ প্রচোদিতাঃ ।
পন্থানমাচেমুরিব গ্রসমানা ইবাম্বরম্ ॥ ৫৯
অথাপশ্যন্মহাবাহুর্বীরধ্বনি কেশবঃ ।
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানান্ স্থিতান্মুচ্চয়ে পথি ॥ ৬০
সোঽবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণমভিবাদ্য জনার্দনঃ ।
যথাবৃত্তান্যৃষীন্ সর্বানভ্যভাষত পূজয়ন্ ॥ ৬১
কচ্চিল্লোকেষু কুশলং কচ্চিদ্ ধর্মঃ সুনুষ্ঠিতঃ ।
ব্রাহ্মণানাং ত্রয়ো বর্ণাঃ কচ্চিৎ তিষ্ঠন্তি শাসনে ॥ ৬২
(পিতৃদেবাতিথিভ্যশ্চ কচ্চিৎ পূজা প্রনিষ্ঠিতা ।)
তেভ্যঃ প্রযুজ্য তাং পূজাং প্রোবাচ মধুসূদনঃ ।
ভগবন্তঃ ক সংসিদ্ধাঃ কা বীথী ভবতামিহ ॥ ৬৩
কিং বা কার্য্যং ভগবতামহং কিং করবাণি বঃ ।
কেনার্থেনোপসম্প্রাপ্তা ভগবন্তো মহীতলম্ ॥ ৬৪
(এবমুক্তাঃ কেশবেন মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
নারদপ্রমুখাঃ সর্বে প্রত্যানন্দন্ত কেশবম্ ॥
অবঃশিরাঃ সর্পমালী মহর্ষিঃ স হি দেবলঃ ।
অর্ব্বাবসুঃ সুভাসুশ্চ মৈত্রেয়ঃ সুনকো বলী ॥
বকো দাল্ভ্যঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তথা ।
আয়োদধৌম্যো ধৌম্যাশ্চ অণীমাণ্ডব্য-কৌশিকৌ ॥

কথা বলিলে পর দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তিনি তখন ক্রোধবশে পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

কাঁপিতে কাঁপিতেই কুন্তীনন্দন ভীমসেন অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জুনের পূর্বোক্ত বাক্য শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত হর্ষে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৫৫

তাঁহার ঐ সিংহনাদ শুনিয়া সমস্ত সৈন্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল বাহনই ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিল ॥ ৫৬

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করত নিজের সিদ্ধান্ত জানাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ৫৭

সেই সমস্ত রাজারা প্রত্যাবর্তন করিলে পর শৈব্য-সুগ্রীবাদি অশ্বযুক্ত রথে গমনকারী শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইয়া দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

দারুককর্তৃক চালিত হইয়া বাসুদেবের সেই অশ্বগণ এমন বেগে যাইতে লাগিল যে, তখন মনে হইতেছিল যেন সমস্ত পথকে পান করিয়া ফেলিতেছে এবং আকাশকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে ॥ ৫৯

তারপর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে বহু ঋষিকে উপস্থিত হইতে দেখিলেন, যাঁহারা পথের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মতেজে প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ৬০

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয়ত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পূর্বোক্তরূপে প্রত্যেক মহর্ষিগণকে প্রণাম করত তাঁহাদিগকে সমাদর করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৬১

হে মহর্ষিগণ! লোকসমূহের কুশল তো? সকল ধর্মই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে তো? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের অনুশাসনের অধীনে রহিয়াছে তো? (পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের পূজা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে তো?) ৬২

তারপর এই মহর্ষিগণকে পূজা করিয়া ভগবান্ মধুসূদন পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবৎপারগণ! আপনারা কোন সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? আপনাদের পথ কি? (অথবা আপনাদের কার্য্য কি?) আমি আপনাদের কি সেবা করিব? কি প্রয়োজনেই বা আপনারা এই ভূতলে আগমন করিয়াছেন? ৬৩-৬৪

(শ্রীকৃষ্ণ এই বচন বলিলে পর কঠোরব্রতধারী নারদাদি সেই সব মহর্ষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। [নারদের অতিরিক্ত অন্যান্য যে সব মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম—] অবঃশিরাঃ, সর্পমালী, মহর্ষি দেবল, অর্ব্বাবসু, সুভাসু, মৈত্রেয়, সুনক, বলী, স্থূলপুষ্ট বক, স্থূলশিরাঃ, পরাশরনন্দন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আয়োদধৌম্য, ধৌম্য, অণীমাণ্ডব্য, কৌশিক,

বামোক্ষীষত্রিবরণঃ পর্ণাদো ঘটজানুকঃ।
মৌঞ্জায়নো বাদ্বলকঃ পারাশর্য্যোঽথ শালিকঃ॥
শীলবানশনির্ধাতা শুনপালোঽকৃতব্রণঃ।
শ্বেতকেতুঃ কহোলশ্চ রামশ্চৈব মহাতপাঃ॥)
তমব্রবীজ্জামদগ্ন্য উপেত্য মধুসূদনম্।
পরিষজ্য চ গোবিন্দং সুরাসুরপতেঃ সখা॥ ৬৫
দেবর্ষয়ঃ পুণ্যকৃতো ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
রাজর্ষয়শ্চ দাশার্হ মানবস্তুত্পদ্বিনঃ॥
দেবাসুরশ্চ দ্রষ্টারঃ পুরাণশ্চ মহামতে॥ ৬৬
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং বিদুরশ্চ সর্বতঃ।
সভাসদশ্চ রাজানস্ত্বাঞ্চ সভাং জনার্দন॥ ৬৭
এতন্মহৎ প্রেক্ষণীয়ং দ্রষ্টুং গচ্ছান কেশব।

ধর্মার্থসহিতা বাচঃ শ্রোতুমিচ্ছাম মাধব॥ ৬৮
ব্রুবোচামানাঃ কুরুষু রাজমধ্যে পরন্তপ।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়শ্চৈব বিদুরশ্চ মহামতিঃ॥৬৯
ত্বঞ্চ যাদবশার্দূল সভায়াং বৈ সমেষ্যথ।
তব বাক্যানি দিব্যানি তথা তেষাঞ্চ মাধব॥ ৭০
শ্রোতুমিচ্ছাম গোবিন্দ সত্যানি চ হিতানি চ।
আপৃষ্টোঽসি মহাবাহো পুনর্দর্শনমস্তু বঃ॥ ৭১
যাস্তবিঘ্নেন বৈ বীর ভূয়াদমুষ্যাং সভাগতম্।
আসীনমাসনে দিব্যে বলতেজঃসমন্বিতম্॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণপ্রস্থানে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৩

বামোক্ষীষ ত্রিবরণ, পর্ণাদ, ঘটজানুক, মৌঞ্জায়ন, বাদ্বলক, পারাশর্য্য, শালিক, শীলবান্, অশনি, ধাতা, শুনপাল, অকৃতব্রণ, শ্বেতকেতু, কহোল ও মহাতপস্বী পরশুরাম।)

সেই সময় দেবরাজ ও দৈত্যরাজসখা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বলিলেন॥৬৪

ধর্মার্থসহিতবিজ্ঞ মহাত্মন্ কেশব! যাঁহারা পুরাতন দেবাসুর সংগ্রামও স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সেই পুণ্যাত্মা দেববিগণ, বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিগণ এবং আপনাকে সম্মানকারী তপস্বী রাজর্ষিগণ বিভিন্ন দিক্ হইতে সমবেত হইয়াছেন, সভায় উপবিষ্ট নরপতিগণ ও সভাস্বরূপ ভগবান্ জনার্দন আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। এই পরম দর্শনীয় বস্তুকে দর্শন করিবার জন্যই আমরা হস্তিনাপুরে গমন করিতেছি। শুভপ্রদায়ক মাধব! সেখানে কৌরবগণ ও অন্যান্য রাজমণ্ডলীর মধ্যে কথিত, ধর্মার্থসঙ্গত ও অর্থনীতি-সম্বলিত আপনার বাক্য আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি॥

মহাকুলশ্রেষ্ঠ! সেখানে কৌরবসভায় ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি বহু ব্যক্তি, মহামতি বিদুর ও আপনি স্বয়ং একত্রে সমবেত হইবেন॥

হে গোবিন্দ! হে মাধব! সেই সভামধ্যে আপনার ও ভীষ্ম প্রভৃতির মুখ হইতে যে সকল দিব্য, সত্য ও হিতকর বচন নির্গত হইবে, আমরা সকলে তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি॥

মহাবাহো! এখন আমরা আপনার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইতেছি, পুনরায় আপনাকে দর্শন করিব। বীর আপনার যাত্রা নির্বিঘ্ন হউক। যখন সভায় উপস্থিত হইয়া আপনি দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইবেন, সেই সময় বল ও তেজঃসম্পন্ন আপনার শ্রীবিগ্রহ আমরা পুনরায় দর্শন করিব॥৬৬-৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানবাক্যবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[মার্গস্থ শুভাশুভলক্ষণসমূহবর্ণনম্, পথি জনগণদ্বারা সম্মানলাভং কুর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃকস্থলং গত্বা তত্র বিশ্রামগ্রহণঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রয়ান্তং দেবকীপুত্রং পরবীরহরং তদা।
মহারথা মহাবাহুমন্বয়ুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ১
পদাতীনাং সহস্রঞ্চ সাদিনাঞ্চ পরন্তপ।
ভোজ্যঞ্চ বিপুলং রাজন্ প্রেষ্যাশ্চ শতশোঽপরে ॥ ২

জনমেজয় উবাচ।

কথং প্রয়াতো দাশার্হো মহাত্মা মধুসূদনঃ।
কানি বা প্রাদুরাসন্ বৈ নিমিত্তানি মহৌজসঃ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য প্রয়াণে যান্যাসন্ নিমিত্তানি মহাত্মনঃ।
তানি মে শৃণু সর্ব্বাণি দৈবান্যৌৎপাতিকানি চ ॥ ৪
অনভ্রেঽশনিনির্ঘোষঃ সবিদ্যুৎ সমজায়ত।
অম্বরেণ চ পর্জ্জন্যঃ প্রাবর্ষদ্ বিষমে ভৃশম্ ॥ ৫
প্রত্যস্যদুর্মহানদ্যঃ প্রাঙ্মুখাঃ সিন্ধুসপ্তমাঃ।
বিপরীতা দিশঃ সর্ব্বা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৬
প্রাজ্বলন্নয়রো রাজন্ পৃথিবী সমকম্পত।
উদপানাশ্চ কূপাশ্চ প্রাসিচ্যন্ শতশো জলম্ ॥ ৭
তমঃসংবৃতমপ্যাসীৎ সর্ব্বং জগদিদং তদা।
ন দিশো নাদিশো রাজন্ প্রজায়ন্তে স্ম কেনুচিৎ ॥ ৮
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ খে শরীরমদৃশ্যত।
সর্ব্বেষু রাজন্ দেশেষু তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৯
প্রমথ্য নাদ্ভান্তিনপুরং বাতো দক্ষিণ-পশ্চিমঃ।
আরুজন্ গণশো বৃক্ষান্ পক্ষবোঽশনিনিস্বনঃ ॥ ১০
যত্র যত্র চ বাক্ষেয়ো বর্ত্ততে পথি ভারত।
তত্র তত্র সুখো বায়ুঃ সর্ব্বং চাসীৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১১

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[পথের শুভাশুভ লক্ষণসমূহ বর্ণন এবং পথিমধ্যে বহুলোকের দ্বারা সম্মানিত হইতে হইতে বৃকস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শত্রুসন্তাপক রাজন্ জনমেজয়! মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণের গমনকালীন বিপক্ষীয় বীরগণকে পীড়াদান করিতে সমর্থ শস্ত্রধারী দশজন মহারথী, এক হাজার পদাতিক যোদ্ধা, এক হাজার অশ্বারোহী, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য এবং অপর শত শত সেবক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। ১-২

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—দশার্হকুলতিলক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ গমন করিয়াছিলেন? সেই মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের গমনকালীন কোন কোন শুভ নিমিত্তলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল? ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থানকালীন যে সকল দিব্য নিমিত্তসমূহ ও উৎপাতসূচক দুর্নিমিত্তসমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল, আমার নিকট হইতে সেই সমস্ত শ্রবণ কর। ৪

(শ্রীকৃষ্ণের গমনকালীন) বিনা মেঘেই আকাশে বিদ্যুতের সহিত বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে পর্জ্জন্যদেব বিনা মেঘে প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। ৫

পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত সিন্ধু প্রভৃতি মহানদীসমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিমদিকে বহিতে লাগিল। সমস্ত দিক্‌সমূহ বিপরীতরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ৬

রাজন্! সর্ব্বদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। শত শত জলাশয় ও কূপসমূহ উচ্ছলিত হইয়া জল নিঃসারণ করিতেছিল। ৭

রাজন্! সমগ্র জগৎ ধূলিতে আচ্ছাদিত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তখন দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহ কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না। ৮

রাজন্! তারপর মহাশব্দে চারিদিকে কোলাহল হইতে লাগিল। আকাশে সর্ব্বত্র মানুষের আকৃতি দেখা যাইতেছিল। সমগ্র দেশেই যেন এইরূপ এক অদ্ভুত অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল। ৯

দক্ষিণ-পশ্চিমদিক্ হইতে বায়ু (ঝড়) উঠিয়া হস্তিনাপুরকে মথিত করিয়া ফেলিল। এই বায়ু শ্রেণীবদ্ধভাবে বৃক্ষসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিল। কঠোর বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। ১০

হে ভারত! যুক্তিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে যেখানে যেখানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে সেখানে সুখপ্রদ বায়ু বহিতেছিল এবং শুভনিমিত্তসমূহ দক্ষিণভাগে প্রকাশিত হইতেছিল। ১১

ববর্ষ পুষ্পবর্ষঞ্চ কমলানি চ ভূরিশঃ।
সমঞ্চ পন্থা নির্দ্বারো ব্যপেতকুশকণ্টকঃ ॥ ১২
সংস্তুতো ব্রাহ্মণৈর্গীর্ভিস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
অর্চ্যতে মধুপর্কৈশ্চ বসুভিশ্চ বসুপ্রদঃ ॥ ১৩
তং কিরন্তি মহাত্মানং বর্ণৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্নিগ্ধঃ পথি সমাগম্য সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১৪
স শালিভবনং রম্যং সর্বশস্যসমাচিতম্।
সুখং পরমবর্মিষ্ঠমভ্যগাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ১৫
পশ্যন্ বহুপশূন্ গ্রামান্ রম্যান্ হৃদয়তোষণান্।
পুরাণি চ ব্যতিক্রামন্ রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৬
নিত্যং হৃষ্টাঃ সুমনসো ভারতৈরভিরক্ষিতাঃ।
নোদ্বিগ্নাঃ পরচক্রাণাং বাসনানামকোবিদাঃ ॥ ১৭
উপপ্লব্যাদথায়ান্তং জনাঃ পুরনিবাসিনঃ।

পথাতিষ্ঠন্ত সহিতা বিবৃক্সেনদিদৃক্ষয়া ॥ ১৮
তে তু সর্বে সমায়ান্তমন্বমিন্ধমিব প্রভুম্।
অর্চয়ামাসুরর্চার্হং দেবাতিথিমুপস্থিতম্ ॥ ১৯
বৃকস্থলং সমাসাদ্য কেশবঃ পরবীরহা।
প্রকীর্যমাণো বাদিত্রৈ র্যোধৈশ্চ লোহিতায়তি ॥ ২০
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং কৃত্বা শৌচং যথাবিধি।
রথমোচনমাদিশ্য সন্ধ্যামুপবিবেশ হ ॥ ২১
দারুকোঽপি হয়ান্ মুক্ত্বা পরিচর্য্য চ শাস্ত্রতঃ।
মুমোচ সর্বযোক্ত্রাণি মুক্ত্বা চৈতানবাসৃজৎ ॥ ২২
অভ্যতীত্য তু তং সর্বমুবাচ মধুসূদনঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য কার্য্যার্থমিহ বৎস্যামহে ক্ষপাম্ ॥ ২৩
তস্য তদ্বচনাজ্ঞায় চক্রুরাবসথং নরাঃ।
ক্ষণেন চান্নপানানি গুণবন্তি সমার্জয়ন্ ॥ ২৪

তাঁহার উপর পুষ্প এবং প্রচুর বিকসিত পদ্মসমূহ বর্ষিত হইয়াছিল এবং সমগ্র পথ ক্ষুদ্র-কণ্টকশূন্য ও সমতল হইয়া ক্লেশ এবং দুঃখরহিত হইল ॥ ১২

সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন এবং মধুপর্কদ্বারা তাঁহার পূজাও করিলেন। ধনদাতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বহু ধনদ্বারা তৃপ্তিসাধন করিলেন ॥ ১৩

পথিমধ্যে বহু স্ত্রী একত্রে সমবেত হইয়া সকল প্রাণীর হিতে নিরত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উপর বনজাত সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইসময় ধর্মকার্যের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং সর্ববিধ শস্যে পরিপূর্ণ অগ্রহায়ণমাসীয় (হৈমন্তিক) ধান্যের মনোহর ক্ষেত্রসমূহ দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ সুখের সহিত যাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

পথিমধ্যে তিনি যে এইরূপ গ্রাম দেখিলেন, সেখানে বহু গবাদি পশুগণ পালিত ও পোষিত হইতেছিল। ঐগুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ও মনের সন্তোষপ্রদ ছিল। এই সকল গ্রাম দেখিতে দেখিতে এবং বিবিধ নগর ও রাষ্ট্রসমূহ অতিক্রম করিতে করিতে তিনি যাইতে লাগিলেন ॥ ১৬

এদিকে উপপ্লব্য নগর হইতে আগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছায় বহু নাগরিক পথে একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইলেন। ভরতবংশীয়গণ কর্তৃক সর্বদা সুরক্ষিত থাকায় তাঁহারা অত্যন্ত সুখোৎফুল্ল ছিলেন। তাঁহারা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ হইতে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। দুঃখ ও সঙ্কট কাহাকে বলে, উহা তাঁহারা জানিতেন না ॥ ১৭-১৮

তাঁহারা সকলে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ছিলেন এবং নিজ দেশের পূজনীয় অতিথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে গিয়া তাঁহাকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন ॥ ১৯

শত্রুবীরঘাতী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃকস্থলে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় বিবিধ কিরণযুক্ত সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রথ মোচন করিতে আজ্ঞাপ্রদান করত যথাবিধি শৌচ-স্নান সমাপন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে বসিলেন ॥ ২০-২১

সারথি দারুকও অশ্বগুলিকে মুক্ত করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাহাদের পরিচর্যা করিলেন এবং তাহাদের সমস্ত সাজ-সজ্জা নামাইয়া দিলেন ও তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন ॥ ২২

সন্ধ্যা-বন্দন প্রভৃতি সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের কার্যসিদ্ধির জন্য অদ্য রাত্রিতে আমরা এখানেই অবস্থান করিব ॥ ২৩

তাঁহার এই অভিমত জানিয়া সেবকগণ সেইখানেই বাসস্থান নির্মাণ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা অত্যুত্তম অন্নপানাদিও প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

তস্মিন্ গ্রামে প্রধানাশ্চ য আসন্ ব্রাহ্মণা নৃপ।
আর্য্যাঃ কুলীনা হ্রীমন্তো ব্রাহ্মং বৃত্তিমনুষ্ঠিতঃ ॥২৫
তেঽভিগম্য মহাত্মানং হৃষীকেশমরিন্দমম্।
পূজাং চক্রুর্যথান্যায়মাশীর্মঙ্গলসংযুতাম্ ॥ ২৬
তে পূজয়িত্বা দাশার্হং সর্বলোকেষু পূজিতম্।
ঊচুর্বেশ্মানি বস্তব্যানি মহাত্মনে ॥ ২৭
তান্ প্রভুঃ কৃতমিত্যুক্ত্বা সংকৃত্য চ যথার্হতঃ।
অভ্যেত্য চৈষাং বেশ্মানি পুনরায়াৎ সহৈব তৈঃ ॥ ২৮
সুসৃষ্টং ভোজয়িত্বা চ ব্রাহ্মণাংস্তত্র কেশবঃ।
ভুক্ত্বা চ সহ তৈঃ সর্বৈরবসৎ তাং ক্ষপাং সুখম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণপ্রয়াণে
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

রাজন্! সেই গ্রামে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কুলীন, লজ্জাশীল ও ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিপালনকারী ছিলেন ॥ ২৫

তাঁহারা সকলেমিলিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলাচরণ পাঠপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২৬

সর্ব্বলোকপূজিত দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত তাঁহারা সেই মহাত্মাকে নিজেদের বাসযোগ্য সুসজ্জিত সুবৃহৎ গৃহসমূহ সমর্পিত করিলেন অর্থাৎ নিজ নিজ গৃহে অবস্থানের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ২৭

তখন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ "এখানে বাসের পর্য্যাপ্ত স্থান আছে" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সমাদর করত (তাঁহাদের সন্তোষের জন্য) তাঁহাদের সকলের গৃহে গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদের সহিতই ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৮

তারপর কেশব সেখানে সেই ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং ভোজন করত তাঁহাদের সকলের সহিত সেই স্থানে সুখে রাত্রিতে বাস করিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে
শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে প্রস্থানবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতীনামনুজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাগতসৎকারায় পথি দুর্য্যোধনস্য বিশ্রামস্থাননির্ম্মাণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

তথা দূতৈঃ সমাজ্ঞায় প্রয়ান্তং মধুসূদনম্।
ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্ ভীষ্মমর্চয়িত্বা মহাদ্যুতিম্ ॥ ১
দ্রোণঞ্চ সঞ্জয়ং চৈব বিদুরঞ্চ মহামতিম্।
দুর্য্যোধনং সহামাত্যং দুষ্টরোমাব্রবীদিদম্ ॥ ২
অদ্ভুতং মহদাশ্চর্য্যং শ্রূয়তে কুরুনন্দন।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ কথয়ন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩
সংকৃত্যাচক্ষতে চাস্মে তথৈবান্যে সমাগতাঃ।
পৃথগ্ বাদাশ্চ বর্তন্তে চত্বরেষু সভাসু চ ॥ ৪
উপায়াস্তীতি দাশার্হঃ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী।
স নো মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্বথা মধুসূদনঃ ॥ ৫

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির অনুমতিতে শ্রীকৃষ্ণের স্বাগতসৎকারের জন্য পথিমধ্যে দুর্য্যোধন কর্তৃক বিশ্রামস্থান নির্ম্মাণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! দূতগণের দ্বারা ভগবান্ মধুসূদনের আগমন সংবাদ জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি মহাবাহু ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও পরম বুদ্ধিমান্ বিদুরকে যথোচিতরূপে সমাদর করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১-২

কুরুনন্দন! এক অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ শুনিতেছি। গৃহে গৃহে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ সকলে এই আলোচনা করিতেছে। যাঁহারা এখানে বাস করেন, তাঁহারা ও যাঁহারা বহিরাগত, তাঁহারাও এই কথা বলাবলি করিতেছেন। গৃহপ্রাঙ্গণ ও সভা-সমূহেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই চর্চ্চা চলিতেছে ॥ ৩-৪

সেই আলোচ্য বিষয় হইল যে, পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে মহা-পরাক্রমী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত হইতেছেন। সেই মধুসূদন আমাদের সকলের মাননীয় ও সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয় ॥ ৫

তস্মিন্ হি যাত্রা লোকস্য হ্যেতানামীশ্বরো হি স:।
তস্মিন্ ধৃতিশ্চ বীর্য্যঞ্চ প্রজ্ঞা চৌজশ্চ মাধবে ॥ ৬
স মান্যতাং নরশ্রেষ্ঠ: স হি ধর্ম: সনাতন:।
পূজিতো হি সুখায় স্যাদসুখ: স্যাদপূজিত: ॥ ৭
স চেৎ তুষ্যতি দাশার্হ উপচারৈরহিংসম:।
কৃষ্ণাং সর্বানভিপ্রায়ান্ প্রাপ্স্যাম: সর্বরাজসু ॥ ৮
তস্য পূজার্থমেবৈব সংবিধৎস্ব পরন্তপ।
সভা: পথি বিধীয়ন্তাং সর্বকামসমন্বিতা: ॥ ৯
যথা প্রীতির্মহাবাহো ত্বয়ি জায়েত তস্য বৈ।
তথা কুরুষ গান্ধারে কথং বা ভীষ্ম মন্যসে ॥ ১০
ততো ভীষ্মাদয়: সর্বে ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্।
উচু: পরমমিত্যেবং পূজয়ন্তস্তদ্ বচ: ॥ ১১
তেষামনুমতং জ্ঞাত্বা রাজা দুর্যোধনস্তদা।
সভাবাস্তু নি রম্যাণি প্রেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১২
ততো দেশেষু দেশেষু রমণীয়েষু ভাগশ:
সর্বরত্নসমাকীর্ণা: সভাশ্চক্রুরনেকশ: ॥ ১৩
আসনানি বিচিত্রাণি দ্যূতানি বিবিধৈর্গুণৈ:।
স্ত্রিয়ো গন্ধানলঙ্কারান্ বস্ত্রাণি বসনানি চ ॥ ১৪
গুণবন্ত্যন্নপানানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ।
মাল্যানি চ সুগন্ধীনি তানি রাজা যযৌ ততঃ ॥ ১৫
বিশেষতশ্চ বাসার্থং সভা: গ্রামে বৃকস্থলে।
বিদধে কৌরবো রাজা বহুরত্নাং মনোরমাম্ ॥ ১৬
এতদ্ বিধায় বৈ সর্বং দেবার্হমভিমানুষম্।
আচখ্যৌ ধৃতরাষ্ট্রায় রাজা দুর্যোধনস্তদা ॥ ১৭
তা: সভা: কেশব: সর্বা রত্নানি বিবিধানি চ।
অসমীক্ষ্যৈব দাশার্হ উপায়াং কুরুসত্তম ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মার্গে সভানিমাণে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়: ॥ ৮৫

সর্বলোকের জীবনযাত্রা ইঁহারই উপর নির্ভর; কারণ, তিনি সকল প্রাণীর অধীশ্বর। এই মাধবে ধৈর্য, তেজ, পরাক্রম ও বুদ্ধি সব কিছুই বিদ্যমান আছে ॥ ৬

সেই নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে মান্য করা উচিত; কারণ, তিনিই সনাতন ধর্মস্বরূপ। পূজিত হইলে তিনি আমাদের জন্য সুখদায়ক হইবেন এবং পূজিত না হইলে আমাদের দুঃখের কারণ হইবেন ॥ ৭

শত্রুদমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাদের সৎকার-সাধনদ্বারা সন্তুষ্ট হন, তবে আমরা সমস্ত রাজগণের মধ্যে আমাদের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৮

পরন্তপ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের যথাযথ-সৎকারের জন্য আজ হইতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর। পথের মধ্যে বহু বিশ্রাম-স্থান নির্মাণ করাও এবং তাহাতে সর্বপ্রকার মনের অনুকূল উপভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত রাখ ॥ ৯

মহাবাহু গান্ধারীনন্দন! তুমি এইরূপ প্রযত্ন কর, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে তোমার উপর প্রীতি উৎপন্ন হয়। অথবা ভীষ্মদেব এই বিষয়ে কি মনে করেন? ১০

তখন ভীষ্মাদি সকলে এই প্রস্তাবকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"উত্তম প্রস্তাব" ॥ ১১

তাঁহাদের সকলের অনুমতি জানিয়া রাজা দুর্যোধন তখন স্থানে স্থানে সুন্দর সভামণ্ডপ ও বিশ্রামস্থান নির্মাণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১২

তাহাতে শিল্পিগণ বিভিন্ন রমণীয় প্রদেশে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানাপ্রকারের রত্নে পরিপূর্ণ বহু বিশ্রামস্থান নির্মাণ করিল ॥ ১৩

বিবিধগুণযুক্ত বিচিত্র বহু আসন, দ্যূত, সুসজ্জিত পদার্থ, আভরণ, সুন্দর বস্ত্র, গুণকারক অন্ন ও পেয় পদার্থ, বিবিধ ভোজন এবং সুগন্ধযুক্ত পুষ্পমালা প্রভৃতি বস্তুসমূহ রাজা দুর্যোধন সেই সেই স্থানে রাখাইলেন ॥ ১৪-১৫

বিশেষতঃ বৃকস্থলনামক গ্রামে বাস করিবার জন্য কুরুরাজ দুর্যোধন যে বিশ্রামস্থান নির্মাণ করাইয়াছিলেন, উহা অতিশয় মনোরম ও প্রচুর রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ১৬

মনুষ্যগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ এই সব দেবোচিত ব্যবস্থা করিয়া রাজা দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৭

কিন্তু বহুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্রামস্থানসমূহ ও নানা-প্রকার রত্নরাজির উপর দৃষ্টিপাত না করিয়াই কৌরবগণের বিশ্রামস্থান হস্তিনাপুর অভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
পথিমধ্যে সভানির্মাণবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরসমীপে ধৃতরাষ্ট্রস্য ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় পারিতোষিকপ্রদানেচ্ছাপ্রকাশঃ, দুঃশাসনভবনে অবস্থানায় ব্যবস্থাপনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

উপপ্লব্যাদিহ ক্ষত্তরুপায়াতো জনার্দনঃ।
বৃকস্থলে নিবসতি স চ প্রাতরিহৈষ্যতি ॥ ১
আহুকানামধিপতিঃ পুরোগঃ সর্বসাত্বতাম্।
মহামনা মহাবীর্য্যো মহাসত্ত্বো জনার্দনঃ ॥ ২
স্ফীতস্য বৃষ্ণিরাষ্ট্রস্য ভর্ত্তা গোপ্তা চ মাধবঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং ভগবান্ প্রপিতামহঃ ॥ ৩
ঋক্ষাঙ্কাঃ সুমনসো যস্য প্রজ্ঞামুপাসতে।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা যথা বুদ্ধিং বৃহস্পতেঃ ॥ ৪
তস্মৈ পূজাং প্রযোক্ষ্যামি দাশার্হায় মহাত্মনে।
প্রত্যক্ষং তব ধর্ম্মজ্ঞ তাং মে কথয়তঃ শৃণু ॥ ৫
একবর্ণৈঃ সুসম্পন্নৈর্বাহ্লিকাভৈর্হয়োত্তমৈঃ।
চতুর্যুক্তান্ রথাংস্তস্মৈ রৌক্মান্ দাস্যামি ষোড়শ ॥ ৬
নিত্যপ্রভিন্নান্ মাতঙ্গানীষাদন্তান্ প্রহারিণঃ।
অষ্টাঙ্গচরমেকৈকমষ্টৌ দাস্যামি কৌরব ॥ ৭
দাসীনামপ্রজাতানাং শুভানাং কনকস্রজাম্।
শতমস্মৈ প্রদাস্যামি দাসানামপি তাবতাম্ ॥ ৮
আবিকঞ্চ সুখস্পর্শং পার্বতীয়ৈরুপাস্তৃতম্।
তদপ্যস্মৈ প্রদাস্যামি সহস্রাণি দশাষ্ট চ ॥ ৯
অজিনানাং সহস্রাণি চীনদেশোদ্ভবানি চ।
তাক্ষ্যপার্শ্বে প্রদাস্যামি যাবদর্হতি কেশবঃ ॥ ১০
দিবা রাত্রৌ চ ভাতোষ সুতেজা বিমলো মণিঃ।
তমপ্যস্মৈ প্রদাস্যামি তমর্হতি হি কেশবঃ ॥ ১১

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিদুরের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পারিতোষিক প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ এবং দুঃশাসনের ভবনে অবস্থানের জন্য ব্যবস্থাকরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর! আমি শুনিয়াছি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্য হইতে এখানে আসিবার জন্য প্রস্থান করিয়াছেন। আজ বৃকস্থলে বাস করিবেন এবং কাল প্রাতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র আহুকবংশীয়গণের অধিপতি ও সমস্ত সাত্বতবংশধরগণের অগ্রণী নেতা। তাঁহার হৃদয় মহান্ এবং তিনি মহাসত্ত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন। ২

এই ভগবান্ মাধব সমৃদ্ধিশালী বৃষ্ণিরাষ্ট্রের গোপ্তা ও রক্ষক। পিতামহ ব্রহ্মারও জনক বলিয়া তিনি ত্রিলোকের প্রপিতামহ। ৩

যেরূপ আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ বৃহস্পতির বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ ঋক্ষ ও অন্ধকবংশের সকল মানুষই প্রসন্নচিত্তে এই শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির আশ্রিত। ৪

ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর! আমি তোমার সম্মুখেই সেই দশার্হকুলমণি মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে পূজাসামগ্রী প্রদান করিব, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। ৫

একবর্ণবিশিষ্ট, সুদৃঢ় দেহধারী ও বাহ্লীকদেশে উৎপন্ন উত্তম জাতীয় চারিটি করিয়া অযুক্ত ষোলটি সুবর্ণময় রথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিব। ৬

হে কুরুনন্দন! তাঁহাকে আটটি মদমত্ত হস্তী দান করিব, যাহাদের মস্তক হইতে সর্ব্বদা মদধারা নিঃসৃত হয়, যাহাদের বক্ষ ঈষাদণ্ডের ন্যায় প্রতীত হয়, যাহারা শত্রুর উপর প্রহার করিতে নিপুণ এবং যে আটটি গজরাজের প্রত্যেকটির চারিজন করিয়া সেবক আছে। ৭

সুবর্ণতুল্য কান্তিমতী পরমসুন্দরী এক শত দাসী তাঁহাকে দিব, যাহাদের কোন সন্তান এখনও উৎপন্ন হয় নাই। দাসীর সমসংখ্যক দাসও প্রদান করিব। ৮

আমার এখানে পর্ব্বতবাসীদিগের প্রদত্ত ভেড়ার লোমে নির্ম্মিত বহু কম্বল আছে, যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অত্যন্ত কোমল (মোলায়েম) মনে হয়, আমি সেইরূপ আঠার হাজার কম্বলও শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিব। ৯

চীনদেশে উৎপন্ন সহস্র সহস্র মৃগচর্ম্ম আমার ভাণ্ডারে আছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যতগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, আমি তৎসমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিব। ১০

আমার নিকট এখানে একটি অত্যন্ত তেজস্বী নির্ম্মল মণি আছে, ঐ মণি দিবসে ও রাত্রিতে সর্ব্বদা প্রকাশিত হয়। আমি ইহাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিব; কারণ, এইমণি শ্রীকৃষ্ণেরই যোগ্য। ১১

একেনাভিপতত্যাহ্না যোজনানি চতুর্দশ।
যানমস্মত্তরীযুক্তং দাস্যে তস্মৈ তদপ্যহম্ ॥ ১২
যাবন্তি বাহনান্যস্য যাবন্তঃ পুরুষাশ্চ তে।
ততোঽষ্টগুণমপ্যস্মৈ ভোজ্যং দাস্যাম্যহং সদা ॥ ১৩
মম পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ সর্বে দুর্যোধনাদৃতে।
প্রত্যুদ্‌যাস্যন্তি দাশার্হং রথৈর্মুখ্যৈঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৪
স্বলঙ্কৃতাশ্চ কল্যাণ্যঃ পাদৈরেব সহস্রশঃ।
যাবরমুখ্যা মহাভাগং প্রত্যুদ্‌যাস্যন্তি কেশবম্ ॥ ১৫
নগরাদপি যাঃ কাশ্চিদ্ গমিষ্যন্তি জনার্দনম্।
দ্রষ্টুং কন্যাশ্চ কল্যাণ্যস্তাশ্চ যাস্যন্তানাবৃতাঃ ॥ ১৬
সস্ত্রী-পুরুষ-বালশ্চ নগরং মধুসূদনম্।
ঔপস্কিষ্যাং মহাত্মানং ভাস্করমুদিব প্রজাঃ ॥ ১৭
মহাধ্বজপতাকাশ্চ ক্রিয়ন্তাং সর্বতো দিশঃ।
জলাবসিক্তো বিরজাঃ পন্থাস্তস্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ১৮
দুঃশাসনস্য চ গৃহং দুর্যোধনগৃহাদ্ বরম্।
তদস্য ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং সুসম্মৃষ্টবিলঙ্কৃতম্ ॥ ১৯
এতদ্ধি রুচিরাকারৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
শিবঞ্চ রমণীয়ঞ্চ সর্বর্তুসুখদর্শনম্ ॥ ২০
সর্বমস্মিন্ গৃহে রত্নং মম দুর্যোধনস্য চ।
যদ্ যদর্হতি বার্ষ্ণেয়স্তৎ তস্যোপনয়াশ্বরম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

আমার নিকট শত্রুরীগণযোজিত একটি রথ আছে, যাহা একদিনে চৌদ্দ যোজন পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ, আমি সেই রথটিও তাঁহাকে প্রদান করিব ॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যত বাহন ও যত সেবক আসিবে, আমি ঐ সকলকেই অষ্টগুণ ভোজন প্রতিদিন প্রদান করিব ॥ ১৩

দুর্যোধন ব্যতীত আমার সকল পুত্র ও পৌত্রগণ বস্ত্রভূষণে ভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ-সুখর রথে উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য অগ্রগমন করিবে ॥ ১৪

সহস্র সহস্র সুন্দরী বারাঙ্গনা সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া মহাভাগ কেশবকে আনিবার জন্য অগ্রগমন করিবে ॥ ১৫

জনার্দনকে দর্শন করিবার জন্য এই নগর হইতে যে কোন অনাবৃতা (পর্দার আড়ালে না থাকা অবস্থায়) কন্যারা যাইতে ইচ্ছুক হইবে, তাহারা যাইতে পারিবে ॥ ১৬

যেরূপ প্রাণীরা সূর্যদেবকে দর্শন করে, সেইরূপ স্ত্রী, পুরুষ ও বালকগণের সহিত সমস্ত নাগরিকগণ মহাত্মা মধুসূদনকে দর্শন করুক ॥ ১৭

নগরের চতুর্দিকে বিশাল ধ্বজা ও পতাকাসমূহ উত্তোলন করিবার জন্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দিয়া আসিবেন, সেই রাজপথ জলসিক্ত করিয়া ধূলিশূন্য করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১৮

এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় বারও বলিলেন,—দুঃশাসনের ভবন দুর্যোধনের রাজভবন হইতেও শ্রেষ্ঠ। সেই ভবনকে আরও মার্জনা দিয়া পরিষ্কার করত সুসজ্জিত কর ॥ ১৯

এই অন্তঃপুর সুন্দরাকৃতি গৃহসমূহে সুশোভিত, কল্যাণকারী, রমণীয়, সর্বঋতুর সৌকর্যে পরিপূর্ণ অনন্ত ধনরাশিতে সমৃদ্ধ ॥ ২০

আমার ও দুর্যোধনের নিকটে যে সমস্ত রত্ন আছে, তৎসমস্তই এই ভবনেই রাখা হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে যে যে রত্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকে সেই সকল রত্ন নিঃসন্দেহে প্রদান করা হইবে ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌যানপর্বে
ধৃতরাষ্ট্রবাক্যবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞাং পালয়িতুং ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্য প্রবোধদানম্]

বিদুর উবাচ।

রাজন্ বহুমতশ্চাসি ত্রৈলোক্যস্যাপি সত্তমঃ।
সন্তাবিতশ্চ লোকস্য সম্মতশ্চাসি ভারত ॥ ১
যং ত্বমেবংগতে ক্রূরাঃ পশ্চিমে বয়সি স্থিতঃ।
শাস্ত্রাদ্ বা সুপ্রতর্কাদ্ বা সুস্থিরঃ স্থবিরো হ্যসি ॥ ২
লেখা শশিনি ভাঃ সূর্যো মতোর্মিরিব সাগরে।
ধর্মস্ত্বয়ি তথা রাজন্নিতি ব্যবসিতাঃ প্রজাঃ ॥ ৩
সদৈব ভাবিতো লোকো গুণৌঘৈস্তব পার্থিব।
গুণানাং রক্ষণে নিত্যং প্রযতস্ব সবান্ধবঃ ॥ ৭
আর্জবং প্রতিপদ্যস্ব মা বালাদ্ বস্তু নৌনশঃ।
রাজন্ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ সুহৃদশ্চৈব সুপ্রিয়ান্ ॥ ৫
যং ত্বমিচ্ছসি কৃষ্ণায় রাজন্নতিথয়ে বসু।
এতদস্যচ্চ দাশার্হঃ পৃথিবীমপি চার্হতি ॥ ৬
ন তু ত্বং ধর্মমুদ্দিশ্য তস্য বা প্রিয়কারণাৎ।
এতদ্ দিৎসসি কৃষ্ণায় সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ৭
মায়ৈষা সত্যমেবৈতচ্ছৈতদ্ ভূরিদক্ষিণ।
জানামি হ্যস্য তঃ রাজন্ গূঢ়ং বাহ্যেন কর্মণা ॥ ৮
পঞ্চ পঞ্চৈব লিপ্সন্তি গ্রামকান্ পাণ্ডবা নৃপ।
ন চ দিৎসসি তেভ্যস্তাংস্তচ্ছন্ন ন করিষ্যসি ॥ ৯
অর্থেন তু মহাবাহুং বাক্যৈর্যং জিহীর্ষসি।
অন্তেন চাপ্যুপায়েন পাণ্ডবেভ্যো বিভেৎস্যসি ॥ ১০
ন চ বিত্তেন শক্যোঽসৌ নোচ্ছ্রয়েন ন গর্হয়া।
অন্যো ধনঞ্জয়াৎ কর্তুমেতৎ তস্মাৎ ব্রবীমি তে ॥ ১১

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[বিদুর কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন করিবার জন্য প্রবোধদান।]

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আপনি ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ও সর্বত্র আপনার বহু সম্মান আছে। হে ভারত! এই মনুষ্যলোকে আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত পুরুষ। ১

এই সময় আপনি অন্তিম অবস্থায় (বার্দ্ধক্য অবস্থায়) স্থিত। এই অবস্থায় আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন, উহা শাস্ত্রতঃ বা লৌকিক যুক্তিতে যথার্থই। এই যুক্তির বিচারসম্পন্ন বলিয়া আপনি বাস্তবিক স্থবির (বৃদ্ধ)। ২

হে রাজন্! যেরূপ চন্দ্রে লেখা (কলা), সূর্যে প্রভা ও সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আপনার মধ্যে ধর্মের স্থিতি আছে। ইহা সমস্ত প্রজাগণই নিশ্চিতরূপে জানে। ৩

হে কৃপাল! আপনার সদ্‌গুণাবলিতে সর্বদাই এই জগৎ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছে। অতএব আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত এই সদ্‌গুণসমূহের রক্ষার জন্য প্রযত্ন করুন। ৪

রাজন্! আপনি সরলতাকে আশ্রয় করুন। মূর্খতাবশতঃ কুটিলতার আশ্রয় লইয়া অত্যন্ত প্রিয় নিজ পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্‌বর্গের সর্বনাশ করিবেন না। ৫

হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে অতিথিরূপে লাভ করিয়া আপনি যে তাঁহাকে বহু বস্তু সামগ্রী দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত দশার্হবংশজাত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমগ্র পৃথিবীকেই লাভ করিবার অধিকারী। ৬

আমি সত্যের শপথ লইয়া নিজ শরীর স্পর্শ করত বলিতেছি যে, আপনি ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই সমস্ত বস্তু দিতে ইচ্ছুক নন। ৭

হে বহু দক্ষিণা দানকারী মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি —এ সমস্তই আপনার মায়া ও প্রবঞ্চনামাত্র। আপনার এই বাহ্য ব্যবহারে ভগ্ন আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তাহা জানি। ৮

হে নৃপ! পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবগণ আপনার নিকট কেবল পাঁচটি গ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু আপনি তাহাদিগকে সেই পাঁচটি গ্রামও দিতে অভিলাষী নন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, আপনি সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপন করিতে চান না। ৯

আপনি ত' ধন দান করিয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পক্ষে আনিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং এই উপায়ে আপনি আশা করিতেছেন যে, আপনি তাঁহাকে পাণ্ডবগণের পক্ষে বিচ্ছেদসৃষ্টি করিতে পারিবেন। ১০

কিন্তু আমি আপনাকে প্রকৃত বিষয় বলিতেছি যে, আপনি ধন দিয়া কিংবা অন্য কোন উদ্যোগ দ্বারা অথবা নিন্দা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন না। ১১

বেদ কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং বেদাস্য দৃঢ়ভক্তিতাম্।
অত্যাত্মনশ্চ জানামি প্রাণৈস্তুল্যং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১২
অন্যথা কুম্ভদাসীং পূর্ণাদন্যং পাদাবসেচনাৎ।
অন্যথা কুশলপ্রশ্নাদ্বৈষিষ্যতি জনার্দনঃ ॥ ১৩
যৎ তস্য প্রিয়মাতিথ্যং মানার্হস্য মহাত্মনঃ।
তদস্মৈ ক্রিয়তাং রাজন্ মানার্হোঽয়ং জনার্দনঃ ॥ ১৪
আশংসমানঃ কল্যাণং কুরূনভ্যেতি কেশবঃ।
যেনৈব রাজন্নর্থেন তদেবাস্য উপাকুরু ॥ ১৫
শমমিচ্ছতি দাশার্হস্তব দুর্যোধনস্য চ।
পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র তস্য বচনং কুরু ॥ ১৬
পিতাসি রাজন্ পুত্রাস্তে বৃদ্ধস্য শিশবঃ পরে।
বর্তস্ব পিতৃবৎ তেষু বর্তন্তে তে হি পুত্রবৎ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি বিদুরবাক্যে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

আমি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জানি। শ্রীকৃষ্ণের উপর অর্জুনের যে সুদৃঢ়া ভক্তি আছে, উহার পরিচয়ও আমার জ্ঞাত। অতএব আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাণতুল্য প্রিয়সখা অর্জুনকে কখনও ত্যাগ করিবেন না। ১২

সেইজন্য আপনার দেওয়া রত্নসমূহের মধ্যে জলপূর্ণ কলস, পাদধৌত করিবার জন্য জল এবং কুশল-প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিবেন না। ১৩

রাজন্! সম্মাননীয় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যে পরম প্রিয় আতিথ্য, আপনি ইহার জন্য তাহারই অনুষ্ঠান করুন; কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সম্মান পাইবার যোগ্য। ১৪

হে রাজন্! ভগবান্ কেশব উভয় পক্ষের কল্যাণের কামনা করিয়া যে প্রয়োজনে এই কুরুদেশে শুভাগমন করিতেছেন, আপনি তাহাই তাঁহাকে উপহাররূপে প্রদান করুন। ১৫

মহারাজ! দাশার্হকুলজাত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার ও দুর্যোধনের পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করাইয়া শান্তিস্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহার এই বাক্য পালন করুন (উহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন)। ১৬

মহারাজ! আপনি পিতা এবং পাণ্ডবগণ আপনার পুত্র, আপনি বৃদ্ধ আর তাঁহারা শিশুতুল্য, সুতরাং আপনি তাহাদের সহিত পিতৃতুল্য স্নেহপূর্ণ ব্যবহারপরায়ণ হউন। তাহারা আপনার প্রতি সর্বদাই পুত্রোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করে। ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বাধ্যায়ে
বিদুরের বাক্যবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দুর্যোধনস্য স্বাভিপ্রায়বর্ণনম্, তস্য কুমন্ত্রণয়া কুপিতস্য ভীষ্মস্য সভাপরিত্যাগশ্চ।]

দুর্যোধন উবাচ।

যদাহ বিদুরঃ কৃষ্ণে সর্বং তৎ সত্যমুচ্যতে।
অনুরক্তো হ্যসংহার্যঃ পার্থান্ প্রতি জনার্দনঃ ॥ ১
যৎ তৎ সৎকারসংযুক্তং দেয়ং বসু জনার্দনে।
অনেকরূপং রাজেন্দ্র ন তদ্ দেয়ং কদাচন ॥ ২
দেশঃ কালস্তথায়ুক্তো ন হি নার্হতি কেশবঃ।
মংস্যত্যধোক্ষজো রাজন্ ভয়াদেবেতি মামিতি ॥ ৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে দুর্যোধনের স্বীয় অভিপ্রায় বর্ণন এবং তাহার কুমন্ত্রণায় কুপিত হইয়া ভীষ্মের সভাত্যাগ।]

দুর্যোধন বলিলেন,—নিজ মহিমা হইতে যিনি কখনও চ্যুত হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিদুর যে সমস্ত কথা বলিলেন, উহা সবই সত্য। দুষ্ট জনের পীড়নকারী শ্রীকৃষ্ণের কুন্তীপুত্রগণের উপর অবিচ্ছেদ অনুরাগ আছে, অতএব বিভেদ সৃষ্টি করত তাঁহাকে পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনা সম্ভব হইবে না। ১

মহারাজ! আপনি যে জনার্দনকে সৎকার পূর্বক বহু ধন-রত্ন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা কদাপি তাঁহাকে দিবেন না। ২

আমি এজন্য বলিতেছি না যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ সব বস্তুর অধিকারী নন; কিন্তু আমি এই যুক্তিতর্ক করিয়া নিষেধ করিতেছি যে, বর্তমান

অবমানশ্চ যত্র স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বিশাম্পতে।
ন তৎ কুর্য্যাদ্ বুধঃ কার্য্যমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৪
স হি পূজ্যতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্ব্বথা ॥ ৫
ন তু তস্মৈ প্রদেয়ং স্যাৎ তথা কার্য্যগতিঃ প্রভো।
বিগ্রহঃ সমুপারম্ভো ন হি শাম্যত্যবিগ্রহাৎ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭
সৎকৃতোঽসৎকৃতো বাপি ন ক্রুধ্যেত জনার্দ্দনঃ।
নাস্মাভেনমবজ্ঞাতুং মাবজ্ঞেয়ো হি কেশবঃ ॥ ৮
যৎ তু কার্য্যং মহাবাহো মনসা কার্য্যতাং গতম্।
সর্ব্বোপায়ৈর্ন তচ্ছক্যং কেনচিৎ কর্ত্তুমন্যথা ॥ ৯
স যদ্ ব্রূয়ান্মহাবাহুস্তৎ কার্য্যমবিশঙ্কয়া।
বাসুদেবেন তীর্থেন ক্ষিপ্রং সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ ॥ ১০
ধর্ম্যমর্থ্যঞ্চ ধর্ম্মাত্মা ধ্রুবং বক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মিন্ বাচ্যাঃ প্রিয়া বাচো ভবতা বান্ধবৈঃ সহ ॥ ১১

দুর্য্যোধন উবাচ।

ন পর্য্যায়োঽস্তি যদ্ রাজন্ শ্রিয়ঃ নিষ্কেবলামহম্।
তৈঃ সহেমামুপাশ্নীয়াং যাবজ্জীবং পিতামহ ॥ ১২
ইদং তু সুমহৎ কার্য্যং শৃণু মে যৎ সমর্থিতম্।
পরায়ণং পাণ্ডবানাং নিবচ্ছামি জনার্দ্দনম্ ॥ ১৩
তস্মিন্ বদ্ধে ভবিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ পৃথিবী তথা।
পাণ্ডবাশ্চ বিধেয়া মে স চ প্রাতরিহৈষ্যতি ॥ ১৪
অত্রোপায়ান্ যথা সম্যঙ্ ন যুধ্যেত জনার্দ্দনঃ।
ন চাপায়ো ভবেৎ কশ্চিৎ তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১৫

দেশ-কাল ইহার সেরূপ যোগ্য নহে, যাহার জন্য তাহার বিশেষ সৎকার করা হইবে। রাজন্! এই সময় শ্রীকৃষ্ণ মনে করিবেন যে, ইহারা ভীত হইয়া আমার পূজা করিতেছে ॥ ৩

প্রজাপালক! যেখানে ক্ষত্রিয়ের অপমান হইবে, সেখানে জ্ঞানবান্ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেইরূপ কার্য্য করা উচিত হইবে না। আমার ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ॥ ৪

বিশালনেত্র শ্রীকৃষ্ণ কেবল এই মনুষ্যলোকেরই নহে, তিন লোকেরই মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরম পূজনীয়—এই কথা আমার সর্ব্বপ্রকারে জানা আছে ॥ ৫

প্রভো! তথাপি আমার অভিমত হইল যে, এই সময়ে তাঁহাকে কিছু দিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, ইহাই হইল সেই কার্য্যপ্রণালী। যখন কলহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখন অভিবিসৎকারের দ্বারা প্রেম দেখাইবামাত্র উহার শান্তি হইবে না ॥ ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিলেন ॥ ৭

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের কোন সৎকার করা হউক বা না হউক; ইহাতে তিনি কুপিত হইবেন না। কিন্তু তিনি কখনও কাহারও অবহেলার যোগ্য নহেন; অতএব তাঁহার অপমান বা অবহেলা করা কাহারও পক্ষে উচিত হইবে না ॥ ৮

মহাবাহো! শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য্য করিবার জন্য মনে মনে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার উপায়দ্বারাও কেহ তাহা হইতে অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৯

অতএব আজ্ঞানুবর্ত্তিতার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা কিছু বলিবেন, নির্ভয় হইয়া উহা পালন করা কর্ত্তব্য। বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থ রাখিয়া তুমি নিজ পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন কর ॥ ১০

ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা কিছু বলিবেন, তাহা নিশ্চিতভাবে ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূলই হইবে। অতএব নিজ বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহাকে তোমার প্রিয় বাক্য বলাই উচিত ॥ ১১

দুর্য্যোধন বলিলেন—পিতামহ! ও রাজন্! আমি এরূপ কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না যে, আমরা পাণ্ডবদিগের সহিত সারাজীবন মিলিতভাবে সমগ্র ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিব ॥ ১২

এই সময় আমি যে সুমহৎ কার্য্য করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহায় শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিলে, আমি তাঁহাকে বন্দী করিব ॥ ১৩

তিনি বন্দী হইলে সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ, পাণ্ডবেরা ও এই পৃথিবী আমার আজ্ঞার অধীন হইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ কাল প্রাতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥ ১৪

অতএব এই বিষয়ে যাহা কিছু উত্তম উপায়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া না পড়ে এবং এই মন্ত্রণার কোন বিঘ্ন না আসে, উহারই উপায় সম্বন্ধে আপনি এখন আমাকে বলুন ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ঘোরং কৃষ্ণাভিসংহিতম্।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহামাত্যো ব্যথিতো বিমনাভবৎ ॥ ১৬
ততো দুর্যোধনমিদং ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্ বচঃ।
নৈবং বোচঃ প্রজাপাল নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৭
দূতশ্চ হি হৃষীকেশঃ সম্বন্ধী চ প্রিয়শ্চ নঃ।
অপাপঃ কৌরবেয়েষু স কথং বদ্ধমর্হতি ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

পরীতস্তব পুত্রোঽয়ং ধৃতরাষ্ট্র সুমন্দধীঃ।
বৃণোত্যনর্থং নৈবার্থং যাচ্যমানঃ সুহৃজ্জনৈঃ ॥ ১৯
ইমমুৎপথি বর্তন্তং পাপং পাপানুবন্ধিনম্।
বাক্যানি সুহৃদাং হিত্বা ত্বনপাক্যানুবর্ততে ॥ ২০
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণমাসাদ্যাযং সুদুর্মতিঃ।
তব পুত্রঃ সহামাত্যঃ ক্ষণেন ন ভবিষ্যতি ॥ ২১
পাপস্যাস্য নৃশংসস্য দ্যূতধর্মস্য দুর্মতেঃ।
নোৎসহেঽনর্থসংযুক্তাঃ শ্রোতুং বাচঃ কথঞ্চন ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো বৃদ্ধঃ পরমমন্যুমান্।
উত্থায় তস্মাৎ প্রাতিষ্ঠদ্ ভীষ্মঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সহিত কপটতা করিবার বিষয়ে দুর্যোধনের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিজ মন্ত্রিবর্গের সহিত অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং এবিষয়ে উদাস হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬

তারপর ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন,—প্রজাপালক দুর্যোধন! তুমি এরূপ কথা বলিও না। ইহা সনাতন ধর্ম নহে ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে দূত হইয়া এখানে আসিতেছেন। তিনি আমাদের প্রিয় ও সম্বন্ধী এবং তিনি কৌরবগণের কোন অপরাধও করেন নাই। এই অবস্থায় তিনি বন্ধী হইবার যোগ্য হইবেন কিরূপে? ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই অতিশয় দুর্মতি পুত্র কালের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। নিজ হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ কর্তব্যসম্বন্ধে তাহাকে বুঝাইলেও সে অনর্থকেই বরণ করিতেছে—প্রকৃত স্বার্থকে নহে ॥ ১৯

তুমিও সুহৃদ্‌বর্গের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কুপথে গমনকারী পাপাত্মক এই পাপী দুর্যোধনের অনুসরণ করিতেছ ॥ ২০

অনায়াসে মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অযথা বিরোধ হইয়া তোমার এই দুর্মতি পুত্র নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ২১

এই পাপী দুর্যোধন ধর্মকে ত্যাগ করিয়াছে। এখন আমি এই দুর্মতি ও ক্রূর দুর্যোধনের অনর্থকরী কোন কথাই আর কোনরূপে শুনিতে চাই না ॥ ২২

এই কথা বলিয়া সত্যপরাক্রমী ভরতশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই সভাভবন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে
দুর্যোধনের বাক্যবিষয়ক অষ্টাশীতিতমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাগত-সম্ভাষণজ্ঞাপনম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য বিদুরস্য চ ভবনে তস্যাতিথ্যসংকারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্তু কৃতবান্ সমযাহ্নিকম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥ ১

তং প্রয়ান্তং মহাবাহুমনুজ্ঞাপ্য মহাবলম্।
পর্য্যবর্তন্ত তে সর্বে বৃকস্থলনিবাসিনঃ ॥২

ধার্তরাষ্ট্রাস্তমায়ান্তং প্রত্যুজ্জগ্মুঃ পরন্তপাঃ।
দুর্য্যোধনাদৃতে সর্বে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদয়ঃ ॥ ৩

পৌরাশ্চ বহবো রাজন্ হৃষীকেশং দিদৃক্ষবঃ।
যানৈর্বহুবিধৈরস্তৈঃ পদ্ভিরেব তথা পরে ॥ ৪

স বৈ পথি সমাগম্য ভীষ্মেণাক্লিষ্টকর্মণা।
দ্রোণেন ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ তৈর্যুক্তো নগরং যযৌ ॥ ৫

কৃষ্ণদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যো নগরং সমলঙ্কৃতম্।
বভূব রাজমার্গশ্চ বহুরত্নসমাচিতঃ ॥ ৬

ন চ কশ্চিদ্ গৃহে রাজংস্তদাসীদ্ ভরতর্ষভ।
ন স্ত্রী ন বৃদ্ধো ন শিশুর্বাসুদেবদিদৃক্ষয়া ॥ ৭

রাজমার্গে নরাস্তস্মিন্ সংস্তবন্তাবনিং গতাঃ।
তস্মিন্ কালে মহারাজ হৃষীকেশপ্রবেশনে ॥ ৮

আবৃতানি বরস্ত্রীভির্হর্ম্যাণি সুমহান্ত্যপি।
প্রচলন্তীব ভারেণ দৃষ্ট্বা তে স্ম মহীতলে ॥৯

তথা চ গতিমন্তস্তে বাসুদেবস্য বাজিনঃ।
প্রনষ্টসত্ত্বাহভূবন্ রাজমার্গে নরৈর্বৃতে ॥ ১০

স গৃহং ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রাবিশচ্চক্রকর্শনঃ।
পাণ্ডুরং পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্ ॥১১

তিস্রঃ কক্ষ্যা ব্যতিক্রম্য কেশবো রাজবেশ্মনঃ।
বিচিত্রবীর্য্যং রাজানমভাগচ্ছদ্বিনম্রবৎ ॥ ১২

একোননবতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত সম্ভাষণজ্ঞাপন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের গৃহে তাঁহার আতিথ্য সৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! (এদিকে বৃকস্থলে) প্রাতঃকালে উঠিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পূর্ব্বাহ্নকৃত্য শেষ করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লইয়া তিনি হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ১

তখন বৃকস্থল হইতে পবনোদ্ধত মহাবাহু মহাবলী শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা লইয়া সমস্ত বৃকস্থল-নিবাসীরা সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২

দুর্য্যোধনব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য সকল পুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যথাযোগ্য বহুভূষণে সজ্জিত হইয়া হস্তিনাপুর অভিমুখে আগত শ্রীকৃষ্ণের স্বাগতসৎকারের জন্য তাঁহার দিকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৩

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য বহু নাগরিকও নানাপ্রকার যানে আরোহণ করিয়া ও কিছু লোক পায়ে হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪

অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত পথে মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণের স্বাগত সৎকারের জন্য হস্তিনাপুরকে উত্তমরূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সেখানকার রাজপথগুলিও নানাবিধ রত্নের দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল ॥ ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শনের তীব্র বাসনাবশতঃ স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ কেহই গৃহে থাকিতে সক্ষম হইলেন না ॥ ৭

মহারাজ! যখন শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করিতেছেন, তখন রাজপথে ভূমিতে দণ্ডায়মান মনুষ্যগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে সমবেত) সুন্দরী স্ত্রীগণে পরিপূর্ণ বড় বড় প্রাসাদসমূহও তাহাদের ভারে ভূতলে বিচলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৯

সেখানকার রাজপথ জনতায় এমনভাবে পূর্ণ হইয়া যাইল যে, শ্রীকৃষ্ণের বেগগামী অশ্বগণের গতিও অবরুদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ১০

শত্রুগণকে ক্লেশ (ক্ষীণ)-কারী কমলনেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদসমূহে সুশোভিত উজ্জ্বল ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১

ঐ রাজভবনের তিনটি কক্ষ্যা (মহল) অতিক্রম করিয়া অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন ॥ ১২

অভ্যাগচ্ছতি দাশার্হে প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরাধিপ:।
সহৈব দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যামুদতিষ্ঠন্মহাসনাৎ ॥ ১৩
কৃপশ্চ সোমদত্তশ্চ মহারাজশ্চ বাহ্লিক:।
আসনেভ্যোঽচলন্ সর্বে পূজয়ন্তো জনার্দনম্ ॥ ১৪
ততো রাজানমাসাদ্য ধৃতরাষ্ট্রং যশস্বিনম্।
স ভীষ্মং পূজয়ামাস বাক্যৈর্যো বাগ্বিদাং বর: ॥ ১৫
তেষু ধর্মানুপূর্বীং তাং প্রযুজ্য মধুসূদন:।
যথাবয়: সমীয়ায় রাজভি: সহ মাধব: ॥ ১৬
অথ দ্রোণং সবাহ্লিকং সপুত্রক যশস্বিনম্।
কৃপঞ্চ সোমদত্তঞ্চ সমীয়ায় জনার্দন: ॥ ১৭
তত্রাসীদ্বিজিত: মৃষ্ট: কাঞ্চন: মহদাসনম্।
শাসনাদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য তত্রোপাবিশদচ্যুত: ॥ ১৮
অথ গাং মধুপর্কং চাপ্যুদকঞ্চ জনার্দনে।
উপজহ্রুর্যথান্যায়ং ধৃতরাষ্ট্রপুরোহিতা: ॥ ১৯

কৃতাতিথ্যস্তু গোবিন্দ: সর্বান্ পরিবসন্ কুরূন্।
আস্তে সাধ্বিক: কৃষ্ণ কুরুভি: পরিবারিত: ॥ ২০
সোঽচিন্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ পূজিতশ্চ মহাযশা:।
রাজানং সমনুজ্ঞাপ্য নিরক্রামদরিন্দম: ॥ ২১
তৈ: সমেতো যথান্যায়ং কুরুভি: কুরুসংসদি।
বিদুরাবসথং রম্যমুপাতিষ্ঠত মাধব: ॥ ২২
বিদুর: সর্বকামৈরভিগম্য জনার্দনম্।
অচয়ামাস দাশার্হং সর্বকামৈরুপস্থিতম্ ॥ ২৩
যা মে প্রীতি: পুণ্ডরীক ত্বদ্দর্শনসমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২৪
কৃতাতিথ্যস্তু গোবিন্দং বিদুর: সর্বধর্মবিৎ।
কুশলং পাণ্ডুপুত্রাণামপৃচ্ছন্মধুসূদনম্ ॥ ২৫
প্রিয়মাণস্য সুহৃদো বিদুরো বৃষ্ণিসত্তম:।
ধর্মার্থনিত্যস্য সতো গৃহেষ্বস্য যশস্বিন: ॥ ২৬

যথার্হমূলকূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মহাতেজস্বী প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের সহিত নিজ আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ১৩

কৃপাচার্য, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লীক—ইহারাও জনার্দনকে সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। ১৪

তখন বৃষ্ণিকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যশস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া নিজ উত্তমবচনের দ্বারা ভীষ্মের সমাদর করিলেন। ১৫

যদুবংশকুলপ মধুসূদন তাঁহাদের সকলকে যথানুসারে পূজা করত আগত অন্যান্য রাজগণকেও যথাক্রমানুযায়ী আপ্যায়ন করিবার জন্য তাঁহাদের সহিতও মিলিত হইলেন। ১৬

তারপর জনার্দন পুত্রের সহিত যশস্বী দ্রোণাচার্য, বাহ্লীক, কৃপাচার্য ও সোমদত্তের সহিতও মিলিত হইলেন॥ ১৭

সেখানে স্বচ্ছ ও চাকচিক্যময় স্বর্ণের বিশাল সিংহাসন রাখা হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই আসনে উপবেশন করিলেন॥ ১৮

তারপর ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিতগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য-সৎকারের জন্য উত্তম গো, মধুপর্ক ও জল লইয়া আসিলেন॥ ১৯

তাঁহাদের আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করত গোবিন্দ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কৌরবগণের সহিত উপবিষ্ট হইলেন এবং নিজের সমস্ত অনুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে করিতে কৌরবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কিছুকাল পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্রদ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হইয়া মহাতেজস্বী শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুমতি লইয়া সেই রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন॥ ২১

তারপর কৌরবসভায় যথাযোগ্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের রমণীয় গৃহে পদার্পণ করিলেন। ২২

বিদুর স্বীয় গৃহে সমাগত দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ ও মাঙ্গলিক বস্তুসমূহে তাঁহার পূজা করিলেন (এবং এইরূপ বলিতে লাগিলেন)॥ ২৩

হে কমললোচন! আপনাকে দর্শন করিয়া আমি যেরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহা আর আপনাকে কি বলিব; আপনি সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণের অন্তর্যামী আত্মা (সুতরাং আপনার কোন বিষয় অজ্ঞাত নাই)। ২৪

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তখন সর্বধর্মজ্ঞ বিদুর তাঁহাকে পাণ্ডবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৫

বিদুর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সব কিছুরই প্রত্যক্ষদ্রষ্টা

তস্য সর্বং সবিস্তারং পাণ্ডবানাং বিচেষ্টিতম্।
ক্ষত্তুরাচষ্ট দাশার্হঃ সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রগৃহপ্রবেশপূর্বকং
শ্রীকৃষ্ণস্য বিদুরগৃহপ্রবেশে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ৮৯

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা ধর্মে আসক্ত, রোষশূন্য, প্রেমিক সুহৃদ্ ও জ্ঞানী বিদুরকে পাণ্ডবগণের সকল চেষ্টা বিস্তার পূর্বক বলিয়া শুনাইলেন ॥ ২৬-২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশপূর্বক বিদুরের গৃহে প্রবেশবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তীসমীপে শ্রীকৃষ্ণস্য গমনম্, যুধিষ্ঠিরস্য কুশলং পৃষ্ট্বা স্বদুঃখস্মরণপূর্বকং বিলাপপরতায়ৈ কুন্তীদেব্যৈ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসপ্রদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোপগম্য বিদুরমপরাহ্ণে জনার্দনঃ।
পিতৃষ্বসারং স পৃথামভাগচ্ছদরিন্দমঃ ॥ ১
সা দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমায়ান্তং প্রসন্নাদিত্যবর্চসম্।
কণ্ঠে গৃহীত্বা প্রাক্রোশৎ স্মরন্তী তনয়ান্ পৃথা ॥ ২
তেষাং সত্ত্ববতাং মধ্যে গোবিন্দঃ সহচারিণম্।
চিরস্য দৃষ্ট্বা বার্ষ্ণেয়ং বাষ্পমাহারয়ৎ পৃথা ॥ ৩
সাব্রবীৎ কৃষ্ণমাসীনং কৃতাতিথ্যং সুখাং পতিম্।
বাষ্পগদ্গদপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ৪
যে তে বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ।
পরস্পরস্য সুহৃদঃ সম্মতাঃ সমচেতসঃ।
নিকৃত্যা ভ্রংশিতা রাজ্যাজ্জনার্হা নির্জনং গতাঃ ॥ ৫
বিনীতক্রোধহর্ষাশ্চ ব্রাহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
ত্যক্ত্বা প্রিয়সুখে পার্থা রুদতীমপহায় মাম্ ॥ ৬
অহার্ষুশ্চ বনং যাতাঃ সমূলং হৃদয়ং মম।
অতদর্হা মহাত্মানঃ কথং কেশব পাণ্ডবাঃ ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়

[কুন্তীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গমন এবং যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ দুঃখের কথা স্মরণ করত বিলাপপরতা কুন্তীকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসপ্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পরন্তপ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের সহিত মিলিত হইবার পর অপরাহ্ণ কালে নিজ পিসিমা কুন্তীদেবীর নিকট গমন করিলেন ॥ ১

নির্মল সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া কুন্তীদেবী তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন এবং নিজ পুত্রগণের কথা স্মরণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ২

নিজ শক্তিশালী পুত্রগণের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত বিচরণকারী বৃষ্ণিবংশভূষণ গোবিন্দকে দীর্ঘকাল পরে দর্শন করত কুন্তীদেবী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

তিনি যোদ্ধাদিগের প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণের অতিথিসৎকার করিলেন। যখন তিনি আতিথ্য গ্রহণ করত আসনে বিরাজিত হইলেন, তখন অশ্রুমুখে ও অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে কুন্তীদেবী এইরূপ বলিলেন ॥ ৪

বৎস! আমার পুত্র পাণ্ডবগণ, যাহারা বাল্যকাল হইতেই গুরুজনগণের সেবায় নিরত, পরস্পর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, সকলের নিকট হইতেই সম্মান পাইবার অধিকারী এবং মনে মনে সকলের প্রতি সমানভাবসম্পন্ন; তাহারা শত্রুগণের কপটতায় বঞ্চিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছে এবং জনসমাজের মধ্যে বাস করিবার যোগ্য হইলেও নির্জন বনে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৫

আমার পুত্রগণ ধৈর্য ও ক্রোধ জয় করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনকারী ও সত্যবাদী; তথাপি (সকল অভাবে পতিত হইয়া) প্রিয়জন এবং সুখভোগকে পরিহার করিয়া আমি কাঁদিতে থাকিলেও আমাকে ত্যাগ করত বনে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৬

কেশব! বনে যাইবার সময় মহাত্মা পাণ্ডবগণ আমার হৃদয়কে সমূলে আকর্ষণ করত লইয়া গিয়াছে। তাহারা কখনো বনে বাস করিবার যোগ্য নহে, তথাপি তাহারা এই কষ্ট কিরূপে পাইল ॥ ৭

উষুর্মহাবনে তাত সিংহ-ব্যাঘ্র-গজাকুলে।
বালা বিহীনাঃ পিত্রা তে ময়া সততলালিতাঃ ॥ ৮

অপশ্যন্তশ্চ পিতরৌ কথমুষুর্মহাবনে।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্দংশৈর্বেণুনিস্বনৈঃ ॥ ৯

পাণ্ডবাঃ সমবোধ্যন্ত বাল্যাৎ প্রভৃতি কেশব।
যে স্ম বারণশব্দেন হয়ানাং হ্রেষিতেন চ ॥ ১০

রথনেমিনিনাদৈশ্চ ব্যবোধ্যন্ত তদা গৃহে।
শঙ্খভেরীনিনাদেন বেণুবীণাসুনাদিনা ॥ ১১

পুণ্যাহঘোষমিশ্রেণ পূজ্যমানা দ্বিজাতিভিঃ।
বত্রে রত্নৈরলঙ্কারৈঃ পুরস্কৃতো দ্বিজন্মনঃ ॥ ১২

স্তীভির্মঙ্গলযুক্তাভির্ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
অর্চিতৈরর্চনার্হৈশ্চ স্তবদ্ভিরভিনন্দিতাঃ ॥ ১৩

প্রাসাদাগ্রেষবোধ্যন্ত রাজবারিনশায়িনঃ।
ক্রূরক্ষ নিনদং শ্রুত্বা শ্বাপদানাং মহাবনে ॥ ১৪

ন স্মোপযান্তি নিদ্রাং তে ন তৃপ্তাঃ জনার্দন।
ভেরী-মৃদঙ্গনিনদৈঃ শঙ্খ-বৈণবনিস্বনৈঃ ॥ ১৫

স্তীণাং গীতনিনাদৈশ্চ মধুরৈর্মধুসূদন।
বন্দি-মাগধ-সূতৈশ্চ স্তবদ্ভির্বোধিতাঃ কথম্ ॥ ১৬

মহাবনেষবোধ্যন্ত শ্বাপদানাং রুতেন চ।
শ্রীমান্ সত্যধৃতির্দান্তো ভূতানামনুকম্পিতা ॥ ১৭

কাম-দ্বেষৌ বশে কৃত্বা সতাং বর্ত্মানুবর্ততে।
অম্বরীষস্য মান্ধাতুর্যযাতের্নহুষস্য চ ॥ ১৮

ভরতস্য দিলীপস্য শিবেরৌশীনরস্য চ।
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং ধুরং ধস্তে পুরুষহান্ ॥ ১৯

শীলবৃত্তোপসম্পন্নো ধর্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ।
রাজা সর্বগুণোপেতস্ত্রৈলোক্যস্যাপি যো ভবেৎ ॥ ২০

অজাতশত্রুর্মর্যাদা শুদ্ধভাব্য নঘপ্রভঃ।
শ্রেষ্ঠঃ কুরুষু সর্বেষু ধর্মতঃ শ্রুতবত্তরঃ।
প্রিয়দর্শো দীর্ঘভুজঃ কথং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২১

তাত! ইহারা বাল্যকাল হইতেই পিতৃহীন। আমিই তখন হইতে তাহাদিগকে সর্বদা লালন-পালন করিতেছি। আমার পুত্রগণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীতে পরিপূর্ণ বিশাল বনে বাস করিতেছে। ৮

মাতা-পিতাকে না দেখিয়া তাহারা কিভাবে বিশাল বনমধ্যে বাস করিতেছে? কেশব! বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডবগণ শঙ্খ ও দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনিতে, মৃদঙ্গের মধুর শব্দে এবং বংশীর সুললিত তানে (ঘরে) জাগরিত হয়।

যখন তাহারা নিজ উচ্চ অট্টালিকার মধ্যে রত্নখচিত চর্মে নির্মিত আস্তরণযুক্ত অত্যন্ত কোমল শয্যার উপর শয়ন করিত, তখন হস্তিদিগের গম্ভীর শব্দে, অশ্বগণের হ্রেষা ধ্বনিতে ও রথ-সমূহের পাদকাষ্ঠের উচ্চ নিনাদে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইত। শঙ্খ ও ভেরীর তুমুল ধ্বনি এবং বেণু ও বীণার সুমধুর স্বরে তাহাদিগকে জাগান হইত। সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পুণ্যাহবাচনের পবিত্র শব্দে তাহাদের সমাদর করিতেন। তাহারা মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলময় আশীর্বাদ শুনিতে শুনিতে শয্যা হইতে উত্থিত। পূজিত ও পূজনীয় ব্যক্তিগণও তাহাদের গুণগান করত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিত এবং উত্থিত হইয়া তাহারা বহু রত্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কারদ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিত। জনার্দন! সেই পাণ্ডবগণ বিশাল বনমধ্যে হিংস্র পশুগণের ক্রূরতাপূর্ণ শব্দ শুনিয়া কিন্তুই উহাদরূপে নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। যদিও তাহারা এরূপ দুরবস্থা ভোগ করিবার যোগ্য নহে।

মধুসূদন! যাহারা ভেরী ও মৃদঙ্গের শব্দে, শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে এবং স্ত্রীগণের মধুর কীর্তিস্বরে ও স্তুতি, মাগধ এবং বন্দীদিগের স্তুতিতে জাগরিত হইত, অহো! আজ তাহারা নানা মহাবনমধ্যে হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দ শুনিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ! যে লজ্জাশীল, সত্যকে সর্বদা ধারণ করিয়া রাখে, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়ালু, যে কাম ও দ্বেষকে বশীভূত করিয়া সৎপুরুষগণের পথকেই অনুসরণ করে, যে অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নহুষ, ভরত, দিলীপ, উশীনর ও শিবি প্রভৃতি প্রাচীন রাজর্ষিগণের সদাচার পালনরূপ কঠিন ধর্মের ভার ধারণ করে, যাহার মধ্যে শীল সদাচার সর্বদা বর্তমান, যে ধর্মজ্ঞ, সত্য-প্রতিজ্ঞ ও সর্বগুণসম্পন্ন বলিয়া কেবল এই পৃথিবীর নহে, তিন লোকেরই রাজা হইবার যোগ্য, যাহার মন সর্বদা ধর্মেতেই আসক্ত, যে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সর্ব বিষয়েই কৌরবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যাহার অমকাশি শুদ্ধ জাম্বুনদনামক সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যে দেখিতে সকলেরই প্রিয়, সেই মহাবাহু অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠির এখন কিরূপ আছে? ৯-২১

যঃ স নাগায়ুতপ্রাণো বাতরংহা মহাবলঃ।
সামর্ষঃ পাণ্ডবো নিত্যং প্রিয়ো ভ্রাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ২২
কীচকস্তু সজ্ঞাতের্যো হত্বা মধুসূদন।
শূরঃ ক্রোধবশানাঞ্চ হিড়িম্বস্য বকস্য চ ॥ ২৩
পরাক্রমে শক্রসমো মাতরিশ্বসমো বলে।
মহেশ্বরসমঃ ক্রোধে ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ২৪
ক্রোধং বলমমর্ষঞ্চ যো নিধায় পরন্তপঃ।
জিতাত্মা পাণ্ডবোঽমর্ষী ভ্রাতুস্তিষ্ঠতি শাসনে ॥ ২৫
তেজোরাশিং মহাত্মানং বরিষ্ঠমমিতৌজসম্।
ভীমং প্রদর্শনেনাপি ভীমসেনং জনার্দন ॥ ২৬
তং মমাচক্ষ্ব বার্ষ্ণেয় কথমস্ত বৃকোদরঃ।
আস্তে পরিঘবাহুঃ স মমাম্নঃ পাণ্ডবো বলী ॥ ২৭
অর্জুনেনার্জুনো যঃ স কৃষ্ণ বাহুসহস্রিণা।
দ্বিবাহুঃ স্পর্ধতে নিত্যমতীতেনাপি কেশব ॥ ২৮
ক্ষিপতোকেন বেগেন পঞ্চ বাণশতানি যঃ।
ইষ্বস্ত্রে সদৃশো রাজ্ঞঃ কার্তবীর্যস্য পাণ্ডবঃ ॥ ২৯
তেজসাদিত্যসদৃশো মহর্ষিসদৃশো দমে।
ক্ষময়া পৃথিবীতুল্যো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ৩০
আধিরাজ্যং মহদ্ দীপ্তং প্রথিতং মধুসূদন।
আহৃতং যেন বীর্যেণ কুরূণাং সর্বরাজসু ॥ ৩১
যস্য বাহুবলং সর্বে পাণ্ডবাঃ পর্যুপাসতে।
স সর্বধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩২
যং গদাভিমুখং সংখ্যে ন জীবন্ কশ্চিদাব্রজেৎ।
যো জেতা সর্বভূতানামজেয়ো জিষ্ণুরচ্যুত ॥ ৩৩
যোঽপাশ্রয়ঃ পাণ্ডবানাং দেবানামিব বাসবঃ।
স তে ভ্রাতা সখা চৈব কথমস্ত ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৪
দয়াবান্ সর্বভূতেষু ব্রীনিষেবো মহাদ্যুতিঃ।
মৃদুশ্চ সুকুমারশ্চ ধার্মিকশ্চ প্রিয়শ্চ মে ॥ ৩৫
সহদেবো মহেষ্বাসঃ শূরঃ সমিতিশোভনঃ।
ভ্রাতৃণাং কুরু তদ্রমুর্ধর্মার্থকুশলো যুবা ॥ ৩৬
সদৈব সহদেবস্য ভ্রাতরো মধুসূদন।
বৃত্তং কল্যাণসত্ত্বস্য পৃচ্ছন্তি মহাধনাঃ ॥ ৩৭
জ্যেষ্ঠোপচায়িনং বীরং সহদেবং যুধাং পতিম্।
শুশ্রূষুঃ মম বার্ষ্ণেয় মাদ্রীপুত্রঃ প্রচক্ষ্ব মে ॥ ৩৮

মধুসূদন! যে পাণ্ডব মহাবল ভীম দশ হাজার হাতীর ন্যায় শক্তিশালী, যাহার বেগ বায়ুতুল্য, যে অসহিষ্ণু হইলেও সদা ভ্রাতৃগণের প্রিয় ও তাহাদের প্রিয় করিতে উদ্যুক্ত, যে জ্ঞাতিগণের সহিত কীচককে বধ করিয়াছে, যে শূর-বীরের হস্তে ক্রোধবশ নামক রাক্ষসগণ, হিড়িম্বাসুর ও বকাসুর নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে পরাক্রমে ইন্দ্র, বলে বায়ু ও ক্রোধে মহেশ্বরতুল্য, যে প্রহারকারী যোদ্ধাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ভয়ঙ্কর, শত্রুতাপক পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন নিজের মধ্যে ক্রোধ, বল ও অমর্ষ ধারণ করিয়া থাকিলেও মনকে বশীভূত করিয়া সদা ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞার অধীনেই থাকে, যে স্বভাবতঃ অমর্ষশীল, যাহার মধ্যে তেজের রাশি সঞ্চিত আছে, যে মহাত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ, অমিততেজস্বী ও দেখিতে ভয়ঙ্কর, বৃষ্ণিকুলতিলক জনার্দন! সেই আমার দ্বিতীয় পুত্র ভীমসেনের সংবাদ বল। পরিঘতুল্য সুদৃঢ় বাহুসম্পন্ন আমার মধ্যমপুত্র বলবান্ ভীমসেন এখন কেমন আছে? ২২-২৭

শ্রীকৃষ্ণ! যে অর্জুন দুই বাহুধারী হইয়াও সদা পূর্বকালের সহস্রবাহুধারী কার্তবীর্যার্জুনের সহিত সর্বদা স্পর্ধা করে, যে এক বেগে পাঁচশতবাণ নিক্ষেপ করে, যে পাণ্ডব অস্ত্রবিদ্যাতে রাজা কার্তবীর্যার্জুনতুল্য, যাহারা তেজ সূর্যসদৃশ, যে ইন্দ্রিয়সংযমে মহর্ষিগণ, ক্ষমায় পৃথিবী ও পরাক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়; মধুসূদন! কৌরবগণের এই বিশাল সাম্রাজ্য—যাহা রাজগণের মধ্যে প্রখ্যাত ও প্রকাশিত আছে, যাহাকে অর্জুনই রক্ষিত করিয়াছে, সমস্ত পাণ্ডবগণই যাহার বাহুবলের আশ্রয়ে আশ্রিত, যে সমগ্র রথিবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সত্যপরাক্রমী, যুদ্ধে যাহার সম্মুখে আসিয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না, হে অচ্যুত! যে সকল প্রাণিগণকেই জয় করিতে সমর্থ, বিজয়শীল ও অজেয় এবং যেরূপ দেবতাগণের আশ্রয় হইলেন ইন্দ্র, সেইরূপ যে সমস্ত পাণ্ডবগণের অবলম্বন, সেই তোমার ভ্রাতা ও সখা অর্জুন এখন কেমন আছে? ২৮-৩৪

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! যে সকল প্রাণীর উপরই দয়ালু, লজ্জাশীল, মহান্ অন্তঃকরণের জ্ঞাতা, শান্ত, সুকুমার, ধার্মিক ও আমার বিশেষ প্রিয়, যে মহাধনুর্ধর বীর সহদেব যুদ্ধে শোভা পাইয়া থাকে, সকল ভ্রাতার সেবক, ধর্ম ও অর্থের বিচারে অতিশয় নিপুণ এবং যুবক, কল্যাণকারী আচারসম্পন্ন যে মহাত্মা সহদেবের আচার-ব্যবহার সকল ভ্রাতাই প্রশংসা করে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সদা অনুরক্ত, যুদ্ধের নেতা ও আমার সেবায় সর্বদা তৎপর থাকে, সেই মাদ্রীনন্দন বীর সহদেবের সংবাদ আমায় বল। ৩৫-৩৮

সুকুমারো যুবা শূরো দর্শনীয়শ্চ পাণ্ডবঃ।
ভ্রাতৃণাং চৈব সর্বেষাং প্রিয়ঃ প্রাণো বহিশ্চরঃ ॥ ৩৯
চিত্রযোধী স নকুলো মহেষ্বাসো মহাবলঃ।
কচ্চিৎ সকুশলী কৃষ্ণ বৎসো মম সুখৈধিতঃ ॥ ৪০
সুখোচিতমদুঃখার্হং সুকুমারং মহারথম্।
অপি জাতু মহাবাহো পশ্যেয়ং নকুলং পুনঃ ॥ ৪১
পক্ষসম্পাতজে কালে নকুলেন বিনাকৃতা।
ন লভামি ধৃতিং বীর সাম্ব ভীমাদি পশ্য মাম্ ॥ ৪২
সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন।
কুলীনা রূপসম্পন্না সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥ ৪৩
পুত্রলোকাৎ পতিলোকং বৃণানা সত্যবাদিনী।
প্রিয়ান্ পুত্রান্ পরিত্যজ্য পাণ্ডবানন্বরুধ্যতে ॥ ৪৪
মহাভিজনসম্পন্না সর্বকামৈঃ সুপূজিতা।
ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী দ্রৌপদী কথমচ্যুত ॥ ৪৫
পতিভিঃ পঞ্চভিঃ শূরৈরগ্নিকল্পৈঃ প্রহারিভিঃ।
উপপন্না মহেষ্বাসৈর্দ্রৌপদী দুঃখভাগিনী ॥ ৪৬
চতুর্দশমিদং বর্ষং যদ্যপশ্যন্মরিন্দম।
পুত্রাদিভিঃ পরিম্লানাং দ্রৌপদীং সত্যবাদিনীম্ ॥ ৪৭
ন নূনং কর্মভিঃ পুণ্যৈরশ্নুতে পুরুষঃ সুখম্।
দ্রৌপদী চেৎ তথাবৃত্তা নাশ্নুতে সুখমব্যয়ম্ ॥ ৪৯
ন শ্রিয়ো মম কৃষ্ণায়া বীভৎসুর্ন যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনো যমৌ বাপি যদপশ্যঃ সভাগতাম্ ॥ ৪৯
ন মে দুঃখতরং কিঞ্চিদ্ ভূতপূর্বং ততোঽধিকম্।
ক্রীযমাণীং দ্রৌপদীং যদ্ধৃতরাষ্ট্রানাং সমীপগাম্ ॥ ৫০
আনায়িতাবনার্য্যেণ ক্রোধলোভানুবর্তিনা।
সর্বে প্রৈক্ষন্ত কুরব একবস্ত্রাং সভাগতাম্ ॥ ৫১
তত্রৈব ধৃতরাষ্ট্রশ্চ মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ।
কৃপশ্চ সোমদত্তশ্চ নিশিতাঃ কুরবস্তথা। ৫২

হে কৃষ্ণ! যে সুকুমার, যুবক, সৌম্যশালী ও দর্শনীয়, যে সকল ভ্রাতারই বাহিরে বিচরণকারী প্রিয় প্রাণস্বরূপ, যে যুদ্ধে বিচিত্র যুদ্ধকলা প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধ করে, যে মহাধনুর্ধর, মহাবল ও আমার দ্বারা সুখে বর্ধিত, সেই আমার পুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল কুশলে আছে তো? ৩৯-৪০

মহাবাহো! আমি কি সুখভোগযোগ্য, দুঃখভোগের অযোগ্য এবং সুকুমার নকুলকে পুনরায় কোনদিন দেখিতে পাইব? ৪১

বীর! চক্ষুর পলক পড়িতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ও নকুলকে ত্যাগ করিতে হইলে আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিতাম না; কিন্তু হায়! আজ আমি এত দীর্ঘদিন তাহাকে না দেখিয়াও যে জীবিত আছি—ইহা দেখ। (অহো, আমি তাহা হইলে কিরূপ নির্মম!) ॥ ৪২

জনার্দন! রূপসম্পন্না কন্যা আমার সকল পুত্র হইতেই অধিক প্রিয়। সে উচ্চকুলসম্ভূতা, অনুপমসুন্দরী ও সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা ॥ ৪৩

পুত্রলোক হইতে পতিলোককে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া যে তাহাকেই বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই সত্যবাদিনী দ্রৌপদী নিজ প্রিয় পুত্রগণকেও ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের অনুসরণ করিয়াছে ॥ ৪৪

অচ্যুত! আমি কামনাযোগ্য সর্বপ্রকার বস্তুসমূহে যাহার সমাদর করি, সেই উচ্চকুলজাতা সর্বকলাণী মহারাণী দ্রৌপদী এখন কেমন আছে? ৪৫

হায়, যে মহাধনুর্ধর, সৌম্যশালী, যুদ্ধনিপুণ এবং অগ্নিতুল্য-তেজস্বী পঞ্চ পতি লাভ করিয়াছে, সেই রূপসম্পন্নাও দুঃখ ভোগ করিতে হইল! ৪৬

হে শত্রুদমন! আজ চৌদ্দ বর্ষ হইয়া গেল, আমি পুত্রাদির বিরহে সম্লানা সত্যবাদিনী দ্রৌপদীকে এতদিন দেখি নাই ॥ ৪৭

যদি এরূপ সদাচার ও সৎকর্মপরায়ণা দ্রৌপদী অক্ষয় সুখ লাভ করিতে না পায়, তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, মানুষ পুণ্য কর্মদ্বারা সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও দ্রৌপদী হইতে অধিক প্রিয় নহে। সেই দ্রৌপদীকেই আমি সভামধ্যে লইয়া যাইতে দেখিলাম, তাহা হইতে আর অধিক কোন দুঃখকর আমি পূর্বে কখনও পাই নাই ॥ ৪৯

ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া দুষ্ট দুর্যোধন রজস্বলা অবস্থায় একবস্ত্রধারিণী দ্রৌপদীকে সভায় লইয়া গেল এবং ধৃতরাষ্ট্রগণের নিকট হাজির করাইয়া দিল। সেই অবস্থায় সকল কৌরবই তাহাকে দেখিয়াছিল ॥ ৫০-৫১

সেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লীক, কৃপাচার্য, সোমদত্ত ও অন্যান্য কৌরবগণ সকলে তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৫২

তস্যাঃ সংসদি সর্ব্বেষাং কর্ত্তারং পূজয়াম্যহম্।
বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া ॥ ৫৩
তস্য কৃষ্ণ মহাবৃত্তের্গম্ভীরস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষত্তুঃ শীলমলঙ্কারো লোকান্ বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥ ৫৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স লোকার্ত্তা চ হৃষ্টা চ দৃষ্ট্বা গোবিন্দমাগতম্।
নানাবিধানি দুঃখানি সর্ব্বাণ্যেবাব্রবীদ্ধরিঃ ॥ ৫৫
পূর্ব্বৈরাচরিতং যৎ তৎ কুরুরাজভিরিন্দম।
অক্ষদ্যূতং মৃগবধঃ কচ্চিদেবাঃ সুখাবহম্ ॥ ৫৬
তস্মাৎ দহতি যৎ কৃষ্ণা সভায়াং কুরুসন্নিধৌ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ পরিক্লিষ্টা যথা ন কুশলং তথা ॥ ৫৭
নির্ব্বাসনঞ্চ নগরাৎ প্রব্রজ্যা চ পরন্তপ।
নানাবিধানাং দুঃখানামভিজ্ঞাস্যি জনার্দ্দন ॥ ৫৮

আমি সেই কৌরবসভায় তখন যাহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদুরকেই অধিক সম্মান করি। (কারণ, দ্রৌপদীর প্রতি এই অন্যায়ের তিনিই একমাত্র প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করিয়াছিলেন।)। মানুষ নিজের সদাচারের দ্বারাতেই শ্রেষ্ঠ হয়, ধন ও বিদ্যাদ্বারা নহে। ৫৩

হে কৃষ্ণ! মহামতি গম্ভীরস্বভাব মহাত্মা বিদুরের সদাচারই তাঁহার ভূষণ, যাহা সমগ্র ভুবনে ব্যাপ্ত (বিখ্যাত) হইয়া আছে। ৫৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া কুন্তীদেবী শোকাতুর ও আনন্দিত হইয়া নিজের উপর আগত নানাপ্রকার দুঃখসমূহের কথা পুনরায় বলিতে লাগিলেন। ৫৫

শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ! পূর্ব্বে দুই রাজারা যে পাশাখেলা ও মৃগয়া আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা কি ইহাদের সুখকর হইয়াছে? (কদাপি ইহা সুখকর হয় নাই।)। ৫৬

সভামধ্যে কৌরবগণের নিকট ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা দ্রৌপদীকে এরূপ কষ্ট দিয়াছে যে, তাহাতে কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না। সেই অপমান আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। ৫৭

পরন্তপ জনার্দ্দন! পাণ্ডবগণের নগর হইতে নির্বাসন ও বনে নিবাস প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখসমূহ আমি অনুভব করিয়াছি। ৫৮

পরন্তপ মাধব! আমার পুত্রগণকে অজ্ঞাতভাবে কালযাপন করিতে হইয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত রাজ্য না পাওয়ায় তাহাদের

অজ্ঞাতচর্য্যা বালানামবরোধশ্চ মাধব।
ন মে ক্লেশতমং তৎ স্যাৎ পুত্রৈঃ সহ পরন্তপ ॥ ৫৯
দুর্য্যোধনেন নিকৃতা বর্ষমদ্য চতুর্দ্দশম্।
দুঃখাদপি সুখং নঃ স্যাদ্ যদি পুণ্যফলক্ষয়ঃ ॥ ৬০
ন মে বিশেষো ভাত্যাসীদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবৈঃ।
তেন সত্যেন কৃষ্ণ ত্বাং হতামিত্রং শ্রিয়া বৃতম্।
অস্মাদ্ বিমুক্তং সংগ্রামাৎ পশ্যেয়ং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৬১
নৈব শক্যাঃ পরাজেতুং সর্ব্বে হ্যেতে ত্বয়াবিষম্।
পিতরং ত্বেব গর্হেয়ং নাস্মানং ন সুযোধনম্ ॥ ৬২
যেনাহং কুন্তিভোজায় ধনং রত্নৈরিবার্পিতা।
বালোং মামার্য্যকস্তস্যাঃ ক্রীড়ন্ত্যাং কন্দুহস্তিকাম্ ॥ ৬৩
অদাৎ তু কুন্তীভোজায় সখা সখ্যে মহাত্মনে।
সাহং পিত্রা চ নিকৃতা স্বজনৈশ্চ পরন্তপ ॥

জীবিকারও অবরোধ (ব্যাঘাত) ঘটিয়াছে। পুত্রগণের সহিত আমার এইরূপ অতিশয় ক্লেশ ভোগ হওয়া উচিত হয় নি। ৫৯

দুর্য্যোধন আমার পুত্রগণকে কপট পাশাখেলাদ্বারা রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তাহাদের এরূপ দুরবস্থার মধ্যেই চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। যদি সুখভোগের এই অর্থই হয় যে, পুণ্যের ফল ক্ষয় হওয়া, তবে ত' পাপের ফলস্বরূপ দুঃখ ভোগের পর আমাদেরও সুখ লাভ হওয়া উচিত। ৬০

হে কৃষ্ণ! আমার মনে পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের কোন ভেদভাব ছিল না। এই সত্যের প্রভাবে নিশ্চয়ই আমি দেখিব যে, তুমি ভাবী সংগ্রামে শত্রুগণকে নিহত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং রাজলক্ষ্মী তোমাদিগকেই বরণ করিয়াছে। ৬১

পাণ্ডবগণের মধ্যে এইরূপ বহু সদ্গুণ বর্ত্তমান আছে, যাহাদের জন্য শত্রুরা ইহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। আমি যে কষ্টভোগ করিতেছি, ইহার জন্য আমি নিজেকে দোষ দিতেছি না, দুর্য্যোধনকে দোষী বলিয়া মনে করি না; কিন্তু ইহার জন্য আমি কেবল আমার পিতার নিন্দা করিতেছি; যিনি আমাকে রাজা কুন্তিভোজের হস্তে দেইভাবে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেরূপ ধনী পুরুষ সাধারণ ভিক্ষুককে ধন দান করিয়া থাকেন।

আমি তখন বালিকা ছিলাম, হাতে বল লইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতাম; সেই অবস্থায় তোমার পিতামহ মিত্রধর্ম্ম পালন

অত্যন্তদুঃখিতা কৃষ্ণ কিং জীবিতফলং মম ॥ ৬৪

যস্যাং বাগব্রবীদ্ভীরুং সূতকে সব্যসাচিনম্।

পুত্রস্তে পৃথিবীং জেতা যশশ্চাস্যা দিবং স্পৃশেৎ ॥ ৬৫

হত্বা কুরূন্ মহাজন্যে রাজ্যং প্রাপ্য ধনঞ্জয়ঃ।

ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয়স্ত্রীন্ মেধানাহরিষ্যতি ॥ ৬৬

নাহং তামস্যসূয়ামি নমো ধর্মায় বেধসে।

কৃষ্ণায় মহতে নিত্যং ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ ॥ ৬৭

ধর্মশ্চেন্নেতি বার্ষ্ণেয় যথা বাগভ্যভাষত।

স্বং চাপি তৎ তথা কৃষ্ণ সর্বং সম্পাদয়িষ্যসি ॥ ৬৮

ন মাং মাধব বৈধব্যং নার্তনাশো ন বৈরতা।

তথা শোকায় দহতি যথা পুত্রৈর্বিনাভবঃ ॥ ৬৯

যাহং গাণ্ডীবধন্বানং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।

ধনঞ্জয়ং ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥ ৭০

ইতশ্চতুর্দশঃ বর্ষঃ যন্নাপশ্যং যুধিষ্ঠিরম্।

ধনঞ্জয়ঞ্চ গোবিন্দ যমৌ ভীমং বৃকোদরম্ ॥ ৭১

জীবনাশং প্রনষ্টানাং প্রাদ্ধং কুর্বন্তি মানবাঃ।

অর্থতন্ত্রে মম মৃতাস্তেষাং চাহং জনার্দন ॥ ৭২

ব্রূয়া মাধব রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।

ভূয়াংস্তে হীয়তে ধর্মো মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ ॥ ৭৩

পরাশ্রয়া বাসুদেব যা জীবতি বিগর্হ্য তাম্।

বৃত্তেঃ কার্পণ্যলব্ধায়া অপ্রতিষ্ঠৈব জায়সী ॥ ৭৪

অথো ধনঞ্জয়ং ব্রূয়া নিত্যোদ্যুক্তং বৃকোদরম্।

যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥ ৭৫

অস্মিংশ্চেদাগতে কালে নিবা্যা চাতিক্রমিষ্যতি।

লোকসম্ভাবিতাঃ সদ্ভিঃ স্বনুশংসাঃ করিষ্যথ ॥ ৭৬

নৃশংসেন চ বো যুক্তাস্তেষাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।

কালে হি সমনুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যমপি জীবনম্ ॥ ৭৭

করিতে করিতে নিজ মিত্র মহাত্মা কৃষ্ণিভোজের হস্তে আমাকে অর্পণ করেন।

পরন্তপ কৃষ্ণ! এইরূপে আমার পিতা ও আমার শ্বশুরও আমার সহিত বঞ্চনাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিতা। আমার জীবনধারণে কি লাভ?

অর্জুনের জন্মের সময় যখন আমি সূতিকাগৃহে ছিলাম, তখন একদিন রাত্রিতে এই আকাশবাণী হইল যে, "কল্যাণি! তোমার এই পুত্র সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিবে। ইহার যশ স্বর্গলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এই নিজ মহাসংগ্রামে কৌরবগণকে সংহার করত রাজা অধিকার করিয়া লইবে এবং নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তিনটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে" ॥ ৬২-৬৬

আমি এই আকাশবাণীর দোষ দেখিতেছি না; বরং মহাবিষ্ণুস্বরূপ ধর্মকে নমস্কার করিতেছি। তিনি এই জগতের স্রষ্টা। ধর্মই সর্বদা সকল প্রজাকে (প্রাণীকে) ধারণ করেন ॥ ৬৭

বৃষ্ণিবংশতিলক কৃষ্ণ! যদি ধর্ম থাকেন, তবে তুমি সমস্ত কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হইবে, যাহা সেই সময় আকাশবাণী আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬৮

মাধব! বৈধব্য, ধনক্ষয় এবং জ্ঞাতিগণের সহিত দিনে দিনে বর্ধিত শত্রুতা—ইহাও আমাকে যেরূপ শোকসন্তপ্ত করিতেছে না, যেরূপ পুত্রবিরহ আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৬৯

সমস্ত শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে যে পর্যন্ত না দেখিতে পাইব, সেই পর্যন্ত আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়? ৭০

গোবিন্দ! আজ চতুর্দশ বর্ষ হইল—আমি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও নকুল-সহদেবকে দেখিতে পাই নাই ॥ ৭১

জনার্দন! যাহারা প্রাণের দায়ে অন্যের হইয়া যায়, তাহাদের জন্যই মনুষ্যগণ শ্রাদ্ধ করেন। যদি চতুর্থ অর্থ অন্যের হওয়াকেই বুঝায়, তবে আমার জন্য পাণ্ডবগণ মৃত হইয়াছে এবং আমিও উঁহাদের জন্য মৃত্যুশ্রাদ্ধ করিয়াছি ॥ ৭২

মাধব! তুমি ধর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিও—পুত্র! তোমার ধর্মের প্রচুর হানি হইতেছে। তুমি তাঁহাকে বৃথা নষ্ট করিও না ॥ ৭৩

বাসুদেব! যে স্ত্রী অন্যের আশ্রিতা হইয়া জীবনধারণ করে, তাহাকে ধিক্কার। দীনতা দ্বারা প্রাপ্ত জীবিকা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭৪

হে কৃষ্ণ! তুমি অর্জুনকে ও যুদ্ধের জন্য সর্বদা উদ্যুক্ত হইয়া অপেক্ষাকারী ভীমসেনকে বলিবে, ক্ষত্রিয়া রমণী যে প্রয়োজনের জন্য পুত্র উৎপন্ন করে, তাহা পূর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে ॥ ৭৫

যদি এরূপ সময় আসিলেও তোমরা যুদ্ধ না কর, তবে তোমাদের জীবন ব্যর্থ চলিয়া যাইবে। যদি তোমরা কোন ঘৃণিত কর্ম করিয়া ফেল, তবে সেই নৃশংস কর্মকরার ফলস্বরূপ আমি তোমাদিগকে সর্বকালের জন্য ত্যাগ করিব। সময় আসিলে তোমাদের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৭৬-৭৭

মাদ্রীপুত্রৌ চ বক্তব্যৌ ক্ষাত্রধর্মরতৌ সদা।
বিক্রমেণার্জিতান্ ভোগান্ ধৃষ্টং জীবিতাদপি ॥ ৭৮
বিক্রমাধিগতা হৃষ্টাঃ ক্ষত্রধর্মেণ জীবতঃ।
মনো মন্যুব্যস্ত সদা প্রীণন্তি পুরুষোত্তম ॥ ৭৯
গত্বা ব্রূহি মহাবাহো সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
অর্জুনং পাণ্ডবং বীরং দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর ॥ ৮০
বিদিতৌ হি তবাত্যন্তং ক্রুদ্ধৌ তৌ তু যদাস্তকৌ।
ভীমার্জুনৌ নরেভ্যো হি দেবানপি পরাং গতিম্ ॥ ৮১
তয়োশ্চৈতদবজ্ঞানং যৎ সা কৃষ্ণা সভাং গতা।
দুঃশাসনশ্চ কর্ণশ্চ পরুষাণ্যভাষতাম্ ॥ ৮২
দুর্যোধনো ভীমসেনমভ্যগচ্ছৎপ্রনর্দিনম্।
পক্ষতাং কুরুমুখ্যানাং তস্য ভ্রক্ষ্যতি যৎ ফলম্ ॥ ৮৩
ন হি বৈরং সমাসাদ্য প্রশাম্যতি বৃকোদরঃ।
সুচিরাদপি ভীমস্য ন হি বৈরং প্রশাম্যতি।
যাবদন্তং ন নয়তি শাত্রবান্ শত্রুকর্শনঃ ॥ ৮৪
ন দুঃখং রাজ্যহরণং ন চ দ্যূতে পরাজয়ঃ।
প্রব্রাজনং তু পুত্রাণাং ন মে তদ্ দুঃখকারণম্ ॥ ৮৫
যৎ তু সা বৃহতী শ্যামা একবস্ত্রা সভাং গতা।
অশৃণোৎ পরুষা বাচঃ কিং নু দুঃখতরং ততঃ ॥ ৮৬
শ্রীবর্ষিণী বরারোহা ক্ষত্রধর্মরতা সদা।
নাত্যগচ্ছৎ তদা নাথং কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥ ৮৭
যস্যা মম সপুত্রায়াস্তং নাথো মধুসূদন।
রামশ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নশ্চ মহারথঃ ॥ ৮৮
সাহমেবংবিধং দুঃখং সহেয়ং পুরুষোত্তম।
ভীমে জীবতি দুর্ধর্ষে বিজয়ে চাপলায়িনি ॥ ৮৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ আশ্বাসয়ামাস পুত্রাধিভিরভিপ্লুতাম্।
পিতৃষসারং শোচন্তীং শৌরিঃ পার্থসখঃ পৃথাম্ ॥ ৯০

বাসুদেব উবাচ।

কা তু সীমন্তিনী বাদৃক্ লোকেষ্বস্তি পিতৃষসঃ।
সুরস্য রাজ্ঞো দুহিতা আজমীঢ়কুলং গতা ॥ ৯১

গোবিন্দ! তুমি সর্বদা কম্বিয়ধর্মে নিরত মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকেও বলিও—তোমরা প্রাণকে পণ রাখিয়াও পরাক্রমে প্রাপ্ত ভোগসমূহকে গ্রহণ কর। ৭৮

হে পুরুষোত্তম! ক্ষত্রিয়ধর্মে জীবননির্বাহকারী মানুষের মনকে পরাক্রমে লব্ধ ধনই সদা প্রীত রাখে। ৭৯

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পাণ্ডবগণের সমীপে যাইয়া সমস্ত শস্ত্রধারিবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নকুলকে বলিবে—তুমি দ্রৌপদীর নিকটে কথিত পথে চলিও। ৮০

হে কৃষ্ণ! তুমি ত' জানই যে যদি ভীমসেন ও অর্জুন কুপিত হইয়া যায়, তবে তাহারা যমরাজতুল্য হইয়া দেবতাগণকেও মৃত্যু মুখে পাতিত করিতে পারে। ৮১

দ্রৌপদী যে সভায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ তাহার প্রতি যে কঠোর বাক্য বলিয়াছিল, এ সবই ভীমসেন এবং অর্জুনেরই অপমান। দুর্যোধন প্রধান প্রধান কৌরবগণের নিকটে মনস্বী ভীমসেনের অপমান করিয়াছিল। ইহার যে কি ফল হইবে, তাহা সে দেখিবে। ৮২-৮৩

ভীমসেন শত্রুতা হইয়া যাইলে আর শান্ত হয় না। ভীমসেনের শত্রুতা সেই সময়-পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরেও শান্ত হয় না, যে পর্যন্ত না সে শত্রুকে সংহার করিতে পারে। ৮৪

রাজ্য চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে কোন দুঃখ নাই; পাশা-খেলায় পরাজয় হইয়াছে, ইহাতেও কোন দুঃখ নাই; আমার পুত্রগণকে বনে পাঠাইয়াছে, ইহাও আমার নিকট দুঃখের কারণ হয় নাই; কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বধূকে যে এক বস্ত্রে সভায় যাইতে হইয়াছে এবং দুষ্টগণের কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমার কি হইতে পারে? ৮৫-৮৬

আমার সদা ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরতা সর্বাঙ্গসুন্দরী বধূ কৃষ্ণা তখন রজস্বলা ছিল। সে সনাথা হইয়াও সেই সময় সভামধ্যে কাহাকেও নিজের নাথ (রক্ষক) পায় নাই। ৮৭

হে পুরুষোত্তম! হে মধুসূদন! পুত্রগণের সহিত যে কুন্তীর বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম, মহারথী প্রদ্যুম্ন ও তুমি রক্ষক; যুদ্ধে যে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, সেই বিজয়শীল অর্জুন ও দুর্ধর্ষ বীর ভীমসেনের মত যাহার পুত্র জীবিত, সেই আমাকে এইরূপ দুঃখ সহ্য করিতে হইল। ৮৮-৮৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর অর্জুনের সখা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া শোককারিণী পিসিমা কুন্তীকে তখন আশ্বাসপ্রদান করিতে লাগিলেন। ৯০

ভগবান্ বাসুদেব বলিলেন,—পিসিমা! তুমি যেরূপ সৌভাগ্য-শালিনী রমণী, সেরূপ অন্য আর কে আছে? তুমি রাজা শূর-সেনের কন্যা এবং মহারাজ অজমীঢ়ের কুলে বিবাহিতা হইয়া আসিয়াছ। ৯১

মহাকুলীনা ভবতী হ্রদাদ্ধ্রদমিবাগতা।
ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী ভর্ত্রা পরমপূজিতা ॥ ৯১
বীরসূর্বীরপত্নী ত্বং সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
সুখ-দুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে যাদৃশী সোঢুমর্হতি ॥ ৯৩
নিদ্রা-তন্দ্রে ক্রোধ-হর্ষৌ ক্ষুৎ-পিপাসে হিমাতপৌ।
এতানি পার্থা নির্জিত্য নিত্যং বীরসুখে রতাঃ ॥ ৯৪
ত্যক্তগ্রাম্যসুখাঃ পার্থা নিত্যং বীরসুখপ্রিয়াঃ।
ন তু ত্বদ্বেন তুল্যেষুমর্হোৎসাহ-মহাবলাঃ ॥ ৯৫
অন্তং বীরা নিষেবন্তে মধ্যং গ্রাম্যসুখপ্রিয়াঃ।
উত্তমান্তে পরিক্লেশান্ ভোগাংশ্চাতীব মানুষান্ ॥ ৯৬
অন্তেষু রেমিরে বীরা ন তে মধ্যেষু রেমিরে।
অন্তপ্রাপ্তিং সুখং প্রাহুর্দুঃখমধ্যমমেতয়োঃ ॥ ৯৭
অভিবাদয়ন্তি ভবতীং পাণ্ডবা সহ কৃষ্ণয়া।
আয়ানঞ্চ কুশলিনং নিবেদ্যাপ্তেরনাময়ম্ ॥ ৯৮
অরোগান্ সর্বসিদ্ধার্থান্ ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি পাণ্ডবান্।
ঈশ্বরান্ সর্বলোকস্য হতামিত্রান্ শ্রিয়া বৃতান্ ॥ ৯৯

এবমাশ্বাসিতা কুন্তী প্রত্যুবাচ জনার্দনম্।
পুত্রাদিভিরভিপ্লুতা নিমগ্নাবুদ্ধিকং তমঃ ॥ ১০০

কুন্ত্যুবাচ।

যদ্ যৎ তেষাং মহাবাহো পথ্যং স্যান্মধুসূদন।
যথা যথা বঃ মন্যেথাঃ কৃষ্ণা কৃষ্ণ তথা তথা ॥ ১০১
অবিলোপেন ধর্মস্য অনিকৃত্যা পরন্তপ।
প্রভাবজ্ঞাস্মি তে কৃষ্ণ সত্যস্যাভিজনস্য চ ॥ ১০২
ব্যবস্থায়াঞ্চ মিত্রেষু বৃদ্ধি-বিক্রমযোস্তথা।
ত্বমেব নঃ কুলে ধর্মস্ত্বং সত্যং ত্বং তপো মহৎ ॥ ১০৩
ত্বং ত্রাতা ত্বং মহদ্ ব্রহ্ম ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যথৈবাত্ব তথৈবেতৎ ত্বয়ি সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ১০৪

তুমি সেইরূপে এক উচ্চবংশে জন্মিয়া অন্য এক উচ্চবংশে বিবাহের পর আসিয়াছ, যেরূপ কোন পুষ্করিণী এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে। একদিন তুমি সকলের কল্যাণকারিণী মহারাণী ছিলে এবং তোমার পতিদেব তোমাকে সর্বদা বিশেষ সম্মান করিতেন ॥ ৯২

তুমি বীরপত্নী, বীরজননী ও সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা। তোমার ন্যায় বিবেকবতী রমণীর সুখ ও দুঃখ নীরবে সহ করা উচিত ॥ ৯৩

তোমার সকল পুত্রই নিদ্রা, তন্দ্রা (আলস্য), ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শীত-গ্রীষ্ম—এই সকলকে জয় করিয়া বীরোচিত সুখ উপভোগ করিতেছে ॥ ৯৪

তোমার পুত্রগণ গ্রাম্য-সুখ ত্যাগ করিয়াছে এবং বীরোচিত সুখই তাহাদের সদা প্রিয়। কখনও অন্যেতে তুষ্ট হয় না; কারণ, তাহারা অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন ও মহাবলশালী ॥ ৯৫

বীর পুরুষগণ ভোগের অন্তিম-স্থিতি (সুখ-দুঃখের পরাকাষ্ঠা) সেবন করেন এবং গ্রাম্য-বিষয়ভোগে আসক্ত মনুষ্যগণ ভোগের মধ্য-স্থিতিই (সুখ-দুঃখের কিয়দংশ অর্থাৎ কিছু সুখ ও কিছু দুঃখ) সেবন করে। সেই বীর পুরুষগণ কর্তব্যপালনরূপে প্রাপ্ত মহা মহা ক্লেশসমূহকে আনন্দের সহিত সহ্য করিয়া অন্তে মনুষ্যাতীত ভোগসমূহে বিহার করেন। মহাপুরুষদিগের বাক্য এই যে, অন্তিম অর্থাৎ সুখ-দুঃখের অতীত স্থিতি-প্রাপ্তিই হইল প্রকৃত সুখ এবং সুখ-দুঃখের মধ্যে স্থিতি হইল দুঃখ ॥ ৯৬-৯৭

পিসিমা! দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণ সকলে তোমাকে প্রণাম জানাইয়াছে। নিজেদের কুশল সংবাদ দিয়া নিজেদের সুস্থতাও জানাইয়াছে ॥ ৯৮

তুমি শীঘ্রই দেখিতে পাইবে যে, পাণ্ডবেরা নীরোগ অবস্থায় তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারা শত্রুগণকে সংহার করত সাম্রাজ্যলক্ষ্মীতে সম্পন্ন হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত হইবে ॥ ৯৯

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া পুত্রাদি হইতে দূরে স্থিতা কুন্তীদেবী অজ্ঞানজনিত মোহকে নিরোধ করিয়া ভগবান্ জনার্দনকে বলিলেন ॥ ১০০

কুন্তীদেবী বলিলেন,—মহাবাহো মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! যাহা পাণ্ডবগণের পক্ষে হিতকর হইবে এবং যাহা যাহা তাহাদের পক্ষে করণীয় বলিয়া তুমি বিবেচনা করিবে, তুমি তাহা অবশ্যই করিবে ॥ ১০১

পরন্তপ শ্রীকৃষ্ণ! ধর্মলোপ না করিয়া, ছল ও কপটতা হইতে দূরে থাকিয়া সময়োচিত কার্য করিতে উদ্যোগী হইবে। আমি তোমার সত্যপরায়ণতা ও বংশমর্যাদার প্রভাব জানি ॥ ১০২

প্রত্যেক কার্যের ব্যবস্থাপনায়, মিত্রসংগ্রহবিষয়ে এবং বুদ্ধি ও পরাক্রমে তোমার যে অদ্ভুত প্রভাব আছে, উহাও আমি জানি। আমাদের মূলে তুমিই ধর্ম, তুমিই সত্য, তুমিই মহা-তপস্যা, তুমিই রক্ষক এবং তুমি পরব্রহ্ম পরমাত্মা। সব কিছু

(কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ লোকানাং চাপরাজিত।
সর্বস্যৈতস্য বাক্যের গতিস্ত্বমসি মাধব ॥
প্রভাবো বুদ্ধিবীর্য্যঞ্চ তাদৃশং তব কেশব।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তামামন্ত্র্য চ গোবিন্দঃ কৃষ্ণা চাভিপ্রদক্ষিণম্।

প্রতিষ্ঠত মহাবাহুর্দুর্যোধনগৃহান্ প্রতি ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি কৃষ্ণকুন্তীসংবাদে
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি যাহা কিছু বল, তৎসমস্তই তোমার সন্নিধানে সত্য হইয়া থাকে ॥১০৩-১০৪

(অপরাজিত বৃষ্ণিকুলতিলক কৃষ্ণ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ এবং সম্পূর্ণ জগতের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। তোমার প্রভাব ও তোমার বুদ্ধিবল তোমারই অনুরূপ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! তাহার পর মহাবাহু গোবিন্দ কুন্তীদেবীকে পরিক্রমা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্যোধনের ভবন অভিমুখে গমন করিলেন ॥১০৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-কুন্তীবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনভবনে শ্রীকৃষ্ণস্য গমনম্, তদীয়নিমন্ত্রণমঙ্গীকৃত্য বিদুরস্য গৃহে শ্রীকৃষ্ণস্য ভোজনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পৃথামামন্ত্র্য গোবিন্দঃ কৃষ্ণা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
দুর্যোধনগৃহং শৌরিরভাগচ্ছদ্বিলম্বিতম্ ॥ ১
লক্ষ্মা পরময়া যুক্তং পুরন্দরগৃহোপমম্।
বিচিত্রৈরাসনৈর্যুক্তং প্রবিবেশ জনার্দনঃ ॥ ২
তস্য কক্ষ্যা ব্যতিক্রম্য তিস্রো দ্বাঃস্থৈরবারিতঃ।
ততোঽভ্রঘনসঙ্কাশং গিরিকূটনিবোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩
শ্রিয়া জ্বলন্তং প্রাসাদমারুরোহ মহাযশাঃ।
তত্র রাজসহস্রৈশ্চ কুরুভিশ্চাভিসংবৃতম্ ॥ ৪
ধার্তরাষ্ট্রং মহাবাহুং দদর্শাসীনমাসনে।
দুঃশাসনঞ্চ কর্ণঞ্চ শকুনিং চাপি সৌবলম্ ॥ ৫
দুর্যোধনসমীপে তানাসনস্থান্ দদর্শ সঃ।
অভ্যাগচ্ছতি দাশার্হে ধার্তরাষ্ট্রো মহাযশাঃ ॥ ৬
উদতিষ্ঠৎ সহামাত্যঃ পূজয়ন্ মধুসূদনম্।
সংপূজ্য ধার্তরাষ্ট্রেণ সহামাত্যেন কেশবঃ ॥ ৭

একনবতিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের ভবনে শ্রীকৃষ্ণের গমন এবং তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! শত্রুগণের দমনকারী পুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া দুর্যোধনের বাসভবন অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১

সেই ভবন ইন্দ্রভবনতুল্য উত্তমশোভাশালী ছিল। সেখানে যথাস্থানে বিচিত্র বহু আসন (স্থাপনাপূর্ব্বক) সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২

দ্বারপালগণ তাঁহাকে বাধা দিল না। ঐ রাজভবনের তিনটি কক্ষা (মহল) অতিক্রম করিয়া মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ এক এতাদৃশ প্রাসাদে আরোহণ করিলেন, যাহা আকাশে প্রসারিত শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পর্ব্বতশিখরের ন্যায় উচ্চ এবং যাহা অদ্ভুত-প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিল।

সেই রাজভবনে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাবাহু দুর্যোধনকে দেখিলেন, যিনি সহস্র সহস্র রাজা ও কৌরবগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আরও দেখিলেন যে, দুর্যোধনের পার্শ্বেই দুঃশাসন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি—এই তিনজনও আসনে উপবিষ্ট আছেন।

দশার্হবংশজাত শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়াই মহাযশস্বী দুর্যোধন মধুসূদনকে সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে মন্ত্রিগণের সহিত অগ্রসর হইলেন।

মন্ত্রিগণের সহিত দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হইয়া বৃষ্ণিকুলতিলক কেশব যথাসম্ভবে সেখানকার সকল রাজার সহিতও যথাযথভাবে মিলিত হইলেন।

রাজভিস্তত্র বার্ষ্ণেয়ঃ সমাগচ্ছদ্ যথাবয়ঃ।
তত্র জাম্বূনদময়ং পর্য্যঙ্কং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৮
বিবিধাস্তরণাস্তীর্ণমভ্যুপাবিশদাচ্যুতঃ।
তস্মিন্ গাং মধুপর্কং চাপ্যুদকঞ্চ জনার্দনে ॥ ৯
নিবেদয়ামাস তদা গৃহান্ রাজাক কৌরবঃ।
তত্র গোবিন্দমাসীনং প্রসন্নাদিত্যবর্চসম্ । ১০
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে কুরবো রাজভিঃ সহ।
ততো দুর্যোধনো রাজা বার্ষ্ণেয়ং জয়তাং বরম্ ॥ ১১
ভোজয়দ্ ভোজনেন নাভানন্দচ্চ কেশবঃ।
ততো দুর্যোধনঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ কৃষ্ণসংসদি ॥১২
মৃদুপূর্বং শঠোদর্কং কর্ণমাভাষ্য কৌরবঃ।
কস্মাদন্নানি পানানি বাসাংসি শয়নানি চ ॥ ১৩
স্বধর্মমুপনীতানি নাগ্রহীস্ত্বং জনার্দন।
উভয়োশ্চাদদাঃ সাহ্যমুভয়োশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১৪
সম্বন্ধী দয়িতশ্চাসি ধৃতরাষ্ট্রস্য মাধব।
যং হি গোবিন্দ মন্যন্তে লোকে তত্ত্বেন সর্বশঃ।
তত্র কারণমিচ্ছামি শ্রোতুং চক্র-গদাধর ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স এবমুক্তো গোবিন্দঃ প্রত্যুবাচ মহামনাঃ।
উদ্ভ্রেষ্যন্ননঃ কালে প্রগৃহ্য বিপুলং ভুজম্ ॥ ১৬
অনবদ্যকৃতমগ্রস্তমনিরস্তরসঙ্কুলম্।
রাজীবনেত্রো রাজানং হেতুমদ্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৭
কৃতার্থা ভুঞ্জতে পূজাঃ পূজাঃ গৃহ্ণন্তি চৈব হ।
কৃতার্থং মাং সহামাত্যং সমচিন্তয়সি ভারত ॥ ১৮
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধার্তরাষ্ট্রো জনাধিপম্।
ন যুক্তং ভবতাস্মাসু প্রতিপত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ১৯
কৃতার্থং বাকৃতার্থং বা ত্বাং বিদুঃ মধুসূদন।
যতামহে পুরস্কৃত্য সাধ্যার্থে ন চ সঙ্গমঃ ॥ ২০

ঐ রাজসভায় উৎকৃষ্ট জাম্বূনদনামক মণিতে বিভূষিত এক সুবর্ণময় পালঙ্ক রাখা হইয়াছিল, যাহার উপরে বিবিধ আস্তরণ (বিছানা) পাতিত ছিল। অচ্যুত সেই পালঙ্কে উপবেশন করিলেন।

তখন কুরুরাজ দুর্যোধন জনার্দনের প্রীতিকামনা করিয়া তাঁহাকে গো, মধুপর্ক, জল, গৃহ ও রাজা সব কিছুই নিবেদন করিলেন।

সেই পালঙ্কে বসিয়া ভগবান্ গোবিন্দ নির্মল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী বলিয়া প্রতীত হইতে ছিলেন। তারপর রাজাদিগের সহিত কৌরবগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু কেশব সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না।

তখন কুরুরাজ দুর্যোধন কর্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া কৌরব-সভায় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিবার সময় দুর্যোধনের বাক্যে প্রথমে মৃদুতা ছিল, কিন্তু শেষে শঠতা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

(দুর্যোধন বলিলেন,—) জনার্দন! আপনার জন্য অন্ন, জল, বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিয়াছি, আপনি কি উহা গ্রহণ করিবেন না?

আপনি তো উভয় পক্ষকেই সাহায্য করিয়াছেন এবং উভয় পক্ষেরই হিতসাধনে তৎপর আছেন। মাধব! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আপনি প্রিয় সম্বন্ধী হন। লোকে আপনাকে যে গোবিন্দ বলিয়া থাকে, ইহার যথার্থ কারণ আপনার সম্পূর্ণ জানা আছে; তথাপি আমার আতিথ্য গ্রহণ না করার কারণ কি, আমি তাহা শুনিতে চাই। ৩ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্! এইরূপে জিজ্ঞাসা করিবার পর সেই সময় মহাযশস্বী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিশাল বাহু উত্তোলন করত রাজা দুর্যোধনকে সম্বোধন করিবার (মেঘের) ন্যায় গম্ভীর স্বরে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই বচন অতিশয় উত্তম, যুক্তিসঙ্গত, নৈপুণ্যপূর্ণ, প্রত্যেক অক্ষর স্পষ্ট এবং স্বাসন্ধি ও সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি দোষসমূহ হইতে মুক্ত ছিল। ১৬-১৭

হে ভরতবংশধর দুর্যোধন! এইরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, যুক্ত নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই ভোজন ও সম্মান স্বীকার করিয়া থাকে। তুমিও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পরই আমার ও আমার মন্ত্রিগণের সৎকার করিবে। ১৮

এই কথা শুনিয়া দুর্যোধন জনার্দনকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমাদের সহিত আপনার এরূপ ব্যবহার করা উচিত নয়। ১৯

মধুসূদন! আপনার উদ্দেশ্য সফল হউক বা না হউক, আমরা তো আপনার সম্মানের জন্য উদ্যুক্ত আছি; কিন্তু আমরা যে বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না। ২০

ন চ তৎ কারণং বিদ্মো যস্মিন্ নো মধুসূদন।
পূজাং কৃতাং প্রীতিমাদৈর্নানুমন্যাঃ পুরুষোত্তম ॥ ২১
বৈরং নো নাস্তি ভবতা গোবিন্দ ন চ বিগ্রহঃ।
স ভবান্ প্রসমীক্ষ্যৈতদেবং বক্তুমর্হতি ॥ ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধার্ত্তরাষ্ট্রং জনার্দনঃ।
অভিবীক্ষ্য সহামাত্যং দাশার্হঃ প্রহসন্নিব ॥ ২৩

নাহং কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষান্নার্থকারণাৎ।
ন হেতুবাদান্নোভাভ্যাং বা ধর্মঃ জহ্যাং কথঞ্চন ॥ ২৪
সম্প্রীতিভোজ্যান্যন্নানি আপদ্ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্ ন চৈবাপদ্গতা বয়ম্ ॥ ২৫
অকস্মাদ্ দ্বেষ্টি বৈ রাজন্ জন্মপ্রভৃতি পাণ্ডবান্।
প্রিয়ানুবর্ত্তিনো ভ্রাতৃন্ সর্বৈঃ সমুদিতান্ গুণৈঃ ॥ ২৬
অকস্মাচ্চৈব পার্থানাং দ্বেষং নোপলভন্তে।
ধর্মে স্থিতাঃ পাণ্ডবেয়াঃ কস্তান্ কিং বক্তুমর্হতি ॥ ২৭
যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।
ঐকাত্ম্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ ॥ ২৮
কামক্রোধানুবর্ত্তী হি যো মোহাদ্ বিরুরুৎসতি।
গুণবন্তঞ্চ যো দ্বেষ্টি তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ২৯
যঃ কল্যাণগুণান্ জ্ঞাতীন্ মোহাল্লোভাদ্ বিধিৎসতে।
সোঽজিতাত্মাজিতক্রোধো ন চিরং তিষ্ঠতি শ্রিয়ম্ ॥ ৩০
অথ যো গুণসম্পন্নান্ হৃদয়স্যাপ্রিয়ানপি।
প্রিয়েণ কুরুতে বশ্যাংস্তিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ৩১
(দ্বিষদ্ভ্যঃ ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তঃ নৈব ভোজয়েৎ।
পাণ্ডবান্ দ্বিষসে রাজন্ মম প্রাণাঃ হি পাণ্ডবাঃ ॥)
সর্বমেতদ্ ভোক্তব্যমন্নং দুষ্টাভিসংহিতম্।
ক্ষত্তুরেকস্য ভোক্তব্যমিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥ ৩২

হে মধুসূদন! হে পুরুষোত্তম! আমাদের এরূপ কোন কারণ জানা নাই যে, যাহার জন্য আপনি আমাদের দ্বারা প্রীতি-পূর্বচিত্তে কৃত সম্মানপ্রদর্শনও গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১

গোবিন্দ! আপনার সহিত আমাদের কোন শত্রুতাও নাই এবং কোন বিবাদও নাই। এই সব বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আপনি আমাদের এইরূপ কথা বলিতে পারেন না ॥ ২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে কথিত হইয়া দশার্হ-কুলকুমার জনার্দন নিজ মন্ত্রীর সহিত দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করত হাসিতে হাসিতে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২৩

রাজন্! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কপটতা ও লোভের বশবর্তী হইয়া কোন প্রকারেই ধর্মকে ত্যাগ করিতে পারি না ॥ ২৪

কাহারও গৃহে অন্ন প্রেমবশতঃ ভোজন করা হয়, আবার কাহারও গৃহে অন্ন বিপদে পড়িয়া ভোজন করা হয়। রাজন্! এই অবস্থায় তুমি তো আমার সহিত প্রেমভাব রাখ নাই এবং আমিও কোন বিপদে পড়ি নাই ॥ ২৫

রাজন্! পাণ্ডবগণ তোমার ভ্রাতা, তাহারা প্রিয়ানুবর্তী ও সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত, তথাপি তুমি জন্মের পর হইতেই তাহাদের সহিত অকারণ দ্বেষ কর ॥ ২৬

বিনা কারণে কুন্তীপুত্রগণের সহিত দ্বেষ করা তোমার পক্ষে কখনই উচিত নয়। পাণ্ডবগণ সর্বদা নিজ ধর্মেই নিরত থাকে, অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে কোন্ ব্যক্তি কি বলিতে পারে? ২৭

যে পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে এবং যে তাহাদের অনুকূলে, সে আমারও অনুকূলে। তুমি ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত আমাকে একাত্মভাবেই জানিও ॥ ২৮

যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া মোহবশতঃ কোন গুণবান্ পুরুষের সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল মানুষের মধ্যে অধম বলা হইয়া থাকে ॥ ২৯

যে ব্যক্তি কল্যাণময় গুণসমূহে যুক্ত নিজ জ্ঞাতিগণকে মোহ (অন্যায় ব্যক্তিকে ন্যায় বলার নাম মোহ) ও লোভ (অন্যের ধনহরণ করিবার অভিলাষকে লোভ বলে) দৃষ্টিতে দেখিতে ইচ্ছা করে, নিজের মন ও ক্রোধকে বশ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করিতে পারে না ॥ ৩০

যে ব্যক্তি মনের অপ্রিয় হইলেও গুণবান্ পুরুষগণকে নিজের প্রিয় ব্যবহারে বশীভূত করে, সে চিরকালের জন্য যশোভাগী হয় ॥ ৩১

(যে ব্যক্তি দ্বেষ করে, তাহার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে এবং দ্বেষকারী ব্যক্তিকেও অন্ন ভোজন করাইতে নাই। রাজন্! তুমি সেই পাণ্ডবগণকে দ্বেষ কর, যে পাণ্ডবগণ আমার প্রাণ।)

তোমার এই সম্পূর্ণ অন্ন দুর্ভাবনাতে দূষিত, সেইজন্য আমার ভোজন করিবার যোগ্য নহে। আমার পক্ষে এখানে তো একমাত্র বিদুরেরই অন্ন ভোজন করার যোগ্য—আমার ইহাই নিশ্চিত ধারণা ॥ ৩২

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্দুর্যোধনমমর্ষণম্।
নিশ্চক্রাম ততঃ শ্রীমাঞ্ছার্ঙ্গধৃন্নিবেশনাৎ ॥ ৩৩
নির্গম্য চ মহাবাহুর্বাসুদেবো মহাযশাঃ।
নিবেশায় যযৌ বেশ্ম বিদুরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
তমভ্যগচ্ছদ্ দ্রোণশ্চ কৃপো ভীষ্মোঽথ বাহ্লিকঃ।
কুরবশ্চ মহাবাহুং বিদুরস্য গৃহে স্থিতম্ ॥ ৩৫
ত উদূর্মাবথং বীরং কুরবো মধুসূদনম্।
নিবেদয়ামো বার্ষ্ণেয় সর্বং তস্মৈ গৃহান্ বয়ম্ ॥ ৩৬
তানুবাচ মহাতেজাঃ কৌরবান্ মধুসূদনঃ।
সর্বে ভবন্তো গচ্ছন্তু সর্বা মেঽর্পচিতিঃ কৃতা ॥ ৩৭
যাতেষু কুরুষু কৃষ্ণা দাশার্হমপরাজিতম্।
অভ্যর্চয়ামাস তদা সর্বকামৈঃ প্রযত্নবান্ ॥ ৩৮
ততঃ ক্ষত্তান্নপানানি শুচীনি গুণবন্তি চ।
উপাহরদনেকানি কেশবায় মহাত্মনে ॥ ৩৯
তৈস্তর্পয়িত্বা প্রথমং ব্রাহ্মণান্ মধুসূদনঃ।
বেদবিদ্ভ্যো দদৌ কৃষ্ণঃ পরমন্নবিদাঞ্জপি ॥ ৪০
ততোঽন্যৈরাবৃতঃ সার্ধং মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
বিদুরান্নানি ভুজ্ঞে শুচীনি গুণবন্তি চ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মুত্তোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণদুর্যোধনসংবাদে একনবতিতমোঽধ্যায়: ॥ ৯১

অমর্ষশীল দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই শুভ্র ভবন হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৩

সেখান হইতে নির্গত হইয়া মহাবাহু মহামনা ভগবান্ বাসুদেব বিশ্রাম করিবার জন্য মহাত্মা বিদুরের গৃহ-অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৪

সেই সময় দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ভীষ্ম, বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবগণ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। বিদুরের গৃহে বিরাজিত মহাবাহু বীর মধুসূদনকে সেই সব কৌরবগণ বলিলেন—হে বৃষ্ণিকুলভূষণ! আমরা ধন-রত্নের সহিত আমাদের গৃহসমূহ আপনার সেবার জন্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম ॥ ৩৫-৩৬

তখন মহাতেজস্বী মধুসূদন কৌরবগণকে বলিলেন—আপনারা সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। আপনারা সমবেত হইয়া আমাকে পরিপূর্ণভাবে সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৩৭

কৌরবগণ চলিয়া যাইলে বিদুর অপরাজিত দশার্হকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত বস্তুসমূহ সমর্পণ করিয়া যত্নসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৮

তারপর তিনি বহুবিধ পবিত্র ও গুণকারক অন্ন-পানীয়সমূহ মহাত্মা কেশবকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

মধুসূদন সেই অন্ন-পানীয় দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিলেন এবং সেই বেদজ্ঞগণকে তিনি বহু শ্রেষ্ঠ ধনও প্রদান করিলেন ॥ ৪০

তারপর কেশবগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় অনুচরবৃন্দের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের পবিত্র ও গুণকারক অন্ন-পানীয় ভোজন করিলেন ॥ ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-দুর্যোধনের সংবাদবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং কুমন্ত্রণাসমূহমুক্ত্বা বিদুরস্য কৌরবসভায়াং গমনোদ্যতং শ্রীকৃষ্ণং নিবারয়িতুং প্রযত্নঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অয়ং দুরুক্তবন্তমাবক্তং নিশায়াং বিদুরোঽব্রবীৎ।
নেদং সম্যগ্ ব্যবসিতং কেশবাগমনং তব ॥ ১
অর্থধর্মাতিগো মন্দঃ সংরব্ধী চ জনার্দন।
মানয়ো মানকামশ্চ বৃদ্ধানাং শাসনাতিগঃ ॥ ২

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[বিদুরকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের কুমন্ত্রণাসমূহ বলিয়া কৌরব-সভায় গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিবার চেষ্টা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাত্রিতে যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিতেছেন, তখন বিদুর তাঁহাকে বলিলেন,—হে কেশব! আপনি এখানে আগমন করিবার জন্য যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা আমার মতে ঠিক হয় নাই ॥ ১

জনার্দন! মন্দমতি দুর্যোধন দম্ভ ও অর্থ—এই উভয়কেই

ধর্মশ্রদ্ধাতিগো মূঢ়ো দুরাত্মা প্রগ্রহঃ গতঃ।
অনেয়ঃ শ্রেয়সাং মন্দো ধার্তরাষ্ট্রো জনার্দন ॥ ৩
কামাত্মা প্রাজ্ঞমানী চ মিত্রদ্রুক্ সর্বশঙ্কিতঃ।
অকর্তা চাকৃতজ্ঞশ্চ তাক্তধর্মা প্রিয়ানৃতঃ ॥ ৪
মূঢ়শ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়াণামনীশ্বরঃ।
কামানুসারী কৃতেষু সর্বেষ্বকৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্দোষৈরেষ সমন্বিতঃ।
ধরোচ্যমানঃ শ্রেয়োঽপি সংরম্ভান্ন প্রতীচ্ছতি ॥ ৬
ভীষ্মে দ্রোণে কৃপে কর্ণে দ্রোণপুত্রে জয়দ্রথে।
দুরসীং বর্ততে বৃত্তিং ন শমে কুরুতে মনঃ ॥ ৭
নিশ্চিতং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সকর্ণানাং জনার্দন।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ পার্থা ন অক্তাঃ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ৮
সেনাসমুদয়ং কৃত্বা পার্থিবং মধুসূদন।
কৃতার্থং মন্যতে বাল আত্মানমবিচক্ষণঃ ॥ ৯
একঃ বর্ণঃ পরান্ জেতুং সমর্থ ইতি নিশ্চিতম্।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেঃ স শমং নোপযাস্যতি ॥ ১০
সংবিচ্ছ ধার্তরাষ্ট্রাণাং সর্বেষামেব কেশব।
শমে প্রযতমানস্য তব সৌভ্রাত্রকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১১
ন পাণ্ডবানামস্মাভিঃ প্রতিঘেয়ঃ যথোচিতম্।
ইতি যাবদিতাস্তেষু বচনং স্যান্নিরর্থকম্ ॥ ১২
যত্র সূক্তং দুরুক্তঞ্চ সমং স্যাদ্মধুসূদন।
ন তত্র প্রলপেৎ প্রাজ্ঞো বধিরেষ্বিব গায়নঃ ॥ ১৩
অবিজ্ঞানেষু মূঢ়েষু নির্মর্যাদেষু মাধব।
ন ত্বং বাচং ক্রবন্ দুরুক্তাগারেষু দ্বিজো যথা ॥ ১৪
সোঽহং বলস্থো মূঢ়শ্চ ন করিষ্যতি তে বচঃ।
তস্মিন্ নিরর্থকং বাক্যমুক্তং সম্পৎস্যতে তব ॥ ১৫

উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। সে ক্রোধী, অপরের সম্মান হারী এবং নিজের সম্মানাকাঙ্ক্ষী। সে বৃদ্ধ গুরুজনগণের আদেশকেও গ্রাহ্য করে না ॥ ২

জনার্দন! মূঢ় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন শাস্ত্রশাসনও মানে না; সর্বদা সে ছলনাপরিতার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দুরাত্মাকে সৎপথে আনা অসম্ভব ॥ ৩

তাহার মন ভোগেই আসক্ত, সে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, মিত্রগণের সহিত দ্রোহ করে এবং সকলকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সে নিজে তো কাহারও উপকার করিবেই না, আবার অপরের কৃত উপকারকেও মানে না। সে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া অসত্যকে প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৪

তাহার মধ্যে বিবেক বলিতে কিছুই নাই, তাহার বুদ্ধিরও স্থিরতা নাই এবং নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিতে সে অসমর্থ। সে নিজের ইচ্ছানুসারে কর্ম করে ও সকল কার্যেই তাহার নিশ্চয়তা বলিয়া কিছুই নাই ॥ ৫

সে এই সকল দোষ ও অন্য আরও বহুবিধ দোষে পরিপূর্ণ। আপনি যদিও তাহাকে হিতকর বাক্য বলিবেন, তথাপি সে ক্রোধবশে তাহা গ্রহণ করিবে না ॥ ৬

সে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথের উপর বেশী নির্ভরশীল; অতএব তাহার মনে সন্ধি করিবার কোন ইচ্ছাই নাই ॥ ৭

জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র ও কর্ণের এই নিশ্চিত ধারণা আছে যে, কুন্তীপুত্রগণ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রভৃতি বীরবর্গের দিকে চক্ষে তাকাইতেই সমর্থ হইবে না ॥ ৮

মধুসূদন! মূর্খ ও বুদ্ধিহীন দুর্যোধন নৃপতিগণের সৈন্যবাহিনী একত্র করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছে ॥ ৯

দুর্মতি দুর্যোধনের এইরূপ নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে যে, একাকী কর্ণই শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ, সেইজন্য সে কখনই সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবে না ॥ ১০

কেশব! ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের প্রাপ্য যথোচিত রাজ্যভাগ প্রদান করা আমাদের উচিত নহে। ইহাই তাহাদের পরামর্শের পর মূঢ় নিশ্চয়। এদিকে আপনি সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহাদের মধ্যে উত্তম ভ্রাতৃভাব জাগাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কিন্তু আপনি সেই দুষ্টদলকে যাহা কিছু বলিবেন, তৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে ॥ ১১-১২

মধুসূদন! যেখানে সুবাক্য ও কুবাক্য উভয়েরই পরিণাম সমান, সেখানে বিদ্বান্ ব্যক্তির কিছু না বলাই উচিত; কারণ, সেখানে কিছু বলিলে বধিরের (কর্ণে তালাচাবি ব্যক্তির) নিকট গীতের ন্যায় উহা ব্যর্থ হইবে ॥ ১৩

মাধব! যেরূপ চণ্ডালগণের মধ্যে কোন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের উপদেশ দান করা উচিত নয়, সেইরূপ মর্যাদাশূন্য মূর্খ ও অজ্ঞান মানুষের নিকট আপনার কিছু বলা আমার উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না ॥ ১৪

মূঢ় দুর্যোধন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজেকে শক্তিশালী বলিয়া

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং পাপচেতসাম্।
তব মধ্যাবতরণং মম কৃষ্ণ ন রোচতে ॥ ১৬

দুর্বুদ্ধীনামশিষ্টানাং বহূনাং দুষ্টচেতসাম্।
প্রতীপং বচনং মধ্যে তব কৃষ্ণ ন রোচতে ॥ ১৭

অনুপাসিতবৃদ্ধত্বাচ্ছিশ্রো দর্পাচ্চ মোহিতঃ।
বয়োদর্পাদমর্ষাচ্চ ন তে শ্রেয়ো গ্রহীষ্যতি ॥ ১৮

বলং বলবদপ্যাশু যদি বক্ষ্যসি মাধব।
ন্যস্যন্ত মহতী শঙ্কা ন করিষ্যতি তে বচঃ ॥ ১৯

নেদমদ্য বৃথা শঙ্ক্যমিন্দ্রেণাপি সহামরৈঃ।
ইতি ব্যবসিতাঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রা জনার্দন ॥ ২০

তেষ্বেবমুপপন্নেষু কাম-ক্রোধানুবর্তিষু।
সমর্থমপি তে বাক্যমসমর্থং ভবিষ্যতি ॥ ২১

মধ্যে তিষ্ঠন্ হৃষীকেশ মন্যে
রথাশ্বযুক্তস্য বলস্য মূঢ়ঃ।
দুর্যোধনো মন্যতে বীতভীতিঃ
কৃৎস্না ময়েয়ং পৃথিবী জিতেতি ॥ ২২

আশংসতে বৈ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো
মহারাজ্যমসপত্নং পৃথিব্যাম্।
তস্মিন্ শমঃ কেবলো নোপলভ্যো
বদ্ধং সঙ্গং মন্যতে লব্ধমর্থম্ ॥ ২৩

পর্যায়েণ পৃথিবী কালপক্বা
দুর্যোধনার্থে পাণ্ডবান্ যোদ্ধুকামাঃ।
সমাগতাঃ সর্বযোধাঃ পৃথিব্যাং
রাজানশ্চ ক্ষিতিপালৈঃ সমেতাঃ ॥ ২৪

সর্বে চৈতে কৃতবৈরাঃ পুরস্তাৎ
হৃত্বা রাজ্যং হৃতসারাংশ্চ কৃষ্ণ।
তবোদ্বেগাৎ সংশ্রিতা ধার্তরাষ্ট্রান্
সুমংহতাঃ সহ কর্ণেন বীরাঃ ॥ ২৫

মনে করিতেছে। সে আপনার কথা গ্রাহ্য করিবে না; তাহার প্রতি কথিত আপনার প্রতিবাক্যই নিরর্থক হইবে ॥ ১৫

হে কৃষ্ণ! তাহারা সকলে পাপপূর্ণ বিচার করিয়া বসিয়া আছে, সেইজন্য তাহাদের নিকট আপনার যাওয়া আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। তাহারা সকলেই দুর্মতি, অশিষ্ট ও দুষ্টচিত্ত। তাহাদের সংখ্যাও বহু। হে কৃষ্ণ! আপনি তাহাদের মধ্যে যাইয়া কোন প্রতিকূল কথা বলেন, ইহা আমার রুচিকর নহে ॥ ১৬-১৭

দুর্যোধন কোন বৃদ্ধ পুরুষের সেবা করে নাই, সে রাজলক্ষ্মীর দর্পে মোহিত, তাহার যৌবনেরও দর্প বিদ্যমান আছে এবং সে অত্যন্ত অমর্ষশীল, সেইজন্য সে আপনার হিতকর কোন কথাই মানিবে না ॥ ১৮

মাধব! দুর্যোধনের নিকট প্রবল সৈন্যবল আছে; তাহা ছাড়া আপনার উপর তাহার অত্যন্ত সন্দেহ আছে; সুতরাং আপনি যদি তাহাকে উত্তম কথাও বলেন, তথাপি সে গ্রহণ করিবে না ॥ ১৯

জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রেরই এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এই সময় যুদ্ধে তাহাদের এই সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২০

যাহারা এতাদৃশ নিশ্চিত ধারণা লইয়া বসিয়া আছে এবং যাহারা কাম ও ক্রোধেরই অনুগামী, তাহাদের প্রতি কথিত আপনার যুক্তিযুক্ত ও সার্থক বাক্যও নিষ্ফল হইবে ॥ ২১

রথ ও অশ্বে আরূঢ় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অবস্থান করত গর্বশূন্য হইয়া মন্দমতি দুর্যোধন এইরূপ মনে করিতেছে যে, সে সমগ্র পৃথিবীকেই জয় করিয়া লইয়াছে ॥ ২২

ধৃতরাষ্ট্রের এই জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমণ্ডলের নিষ্কণ্টক বিশাল রাজ্য লাভের আশা করে। সে মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্পও করিয়াছে যে, পাশাখেলায় প্রাপ্ত এই ধন ও রাজ্য এখন আমার অধিকারেই আবদ্ধ থাকিবে; অতএব তাহার প্রতি কেবল সন্ধির চেষ্টা সফল হইবে না ॥ ২৩

মনে হইতেছে—এখন এই পৃথিবী কালের দ্বারা পরিপক্ব হইয়া অংশের মুখে পতিত হইয়াছে; কারণ, পৃথিবীর সকল ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা ভূপতিগণের সহিত দুর্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় একত্রে সমবেত হইয়াছে ॥ ২৪

হে কৃষ্ণ! ইহারা সকলে সেই রাজা, যাহারা পূর্বে আপনার সহিত শত্রুতা করিয়াছিল এবং যাহাদের আপনি সর্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলে আপনার ভয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের শরণাপন্ন হইয়াছে ও কর্ণের সহিত সংগঠিত হইয়া বীরত্ব দেখাইতে উদ্যোগী হইয়াছে ॥ ২৫

ত্যক্তাত্মানঃ সহ দুর্যোধনেন
প্রষ্টা যোদ্ধুং পাণ্ডবান্ সর্ববোধাঃ।
তেষাং মধ্যে প্রবিশেথা যদি ত্বং
ন তত্রতং মম দাশার্হ বীর ॥ ২৬
তেষাং সমুপবিষ্টানাং বহ্বীনাং দুষ্টচেতসাম্।
কথং মধ্যং প্রপদ্যেথাঃ শত্রূণাং শত্রুকর্শন ॥ ২৭
সর্বথা ত্বং মহাবাহো দেবৈরপি দুরুৎসহঃ।
প্রভাবং পৌরুষং বুদ্ধিং জানামি তব শত্রুহন্ ॥ ২৮
যা মে প্রীতিঃ পাণ্ডবেষু ভূয়ঃ সা ত্বয়ি মাধব।
প্রেম্না চ বহুমানাচ্চ সৌহৃদাচ্চ প্রবীম্যহম্ ॥ ২৯
যা মে প্রীতিঃ পুরা কৃষ্ণ ত্বদ্দর্শনসমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবিদুরসংবাদে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

এই সব যোদ্ধারা দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করত ও উৎসাহের সহিত পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। দশার্হবংশীয় বীর! এইরূপ বিরোধীদিগের মধ্যে যদি আপনি যাইতে উদ্যত হন, তবে তাহাতে আমার অভিমত থাকিবে না ॥ ২৬

শত্রুদমন! যেখানে দুষ্টবুদ্ধি লইয়া বহুসংখ্যক শত্রু বসিয়া আছে, আপনি তাহাদের মধ্যে কেন যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? শত্রুহন্তা মহাবাহু কৃষ্ণ! যদিও সমস্ত দেবমণ্ডলী আপনার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হন না এবং আপনার যে প্রভাব, পুরুষার্থ ও বুদ্ধিবল আছে, তাহা আমি জানি, তথাপি হে মাধব! পাণ্ডবগণের উপর আমার যে প্রীতি আছে, তাহা ও তাহা হইতেও অধিক প্রেম আপনার উপর আমার আছে, আমি সেই প্রীতি, অধিক আদর ও সৌহার্দ্যদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই কথা আপনাকে বলিতেছি ॥ ২৭-২৯

হে কমললোচন! আপনাকে দর্শন করিয়া আপনার প্রতি আমার যে প্রেম উৎপন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনাকে আর কি বলিব? আপনি সমস্ত দেহধারিগণের অন্তর্যামী আত্মা (অতএব আপনি সব কিছুই দেখিতে পাইতেছেন ও জানেন) ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-বিদুর-সংবাদবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য কৌরব-পাণ্ডবানাং মধ্যে সন্ধিস্থাপনসৌচিত্যকথনম্]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিদুরস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রশ্রিতং পুরুষোত্তমঃ।
ইদং হোবাচ বচনং ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥)

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা ব্রূয়াদ্বিদ্বাংস্তাত যথা ব্রূয়াদ্ বিচক্ষণঃ।
যথা বাচ্যস্ত্বয়িধেন ভবতা মদ্‌বিধঃ সুহৃৎ ॥ ১
ধর্মার্থযুক্তং তথ্যঞ্চ যথা বক্ষ্যুপপদ্যতে।
তথা বচনমুক্তোঽস্মি ত্বয়ৈতৎ পিতৃমাতৃবৎ ॥ ২
সত্যং প্রাপ্তঞ্চ যুক্তং বাপ্যেবমেব যথাত্থ মাম্।
শৃণুষ্বাগমনে হেতুং বিদুরাবহিতো ভব ॥ ৩

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের ঔচিত্যকথন।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! বিদুরের এই প্রেমপূর্ণ ও বিনয় যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ মধুসূদন এই কথা বলিলেন।)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—বিদুর! এক মহাবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে কথা বলিতে সমর্থ হন, বিদ্বান্ পুরুষ যেরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন, আপনার ন্যায় হিতৈষী ব্যক্তির পক্ষে তদনুরূপ বাক্য বলা উচিত এবং আপনার মুখ হইতে যেরূপ ধর্মসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ বাক্য নির্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়, নিজ মাতা ও পিতার ন্যায় স্নেহপূর্বক সেইরূপ কথাই আজ আপনি আমাকে বলিলেন ॥ ১-২

আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, সময়োচিত ও যুক্তিসঙ্গত। হে বিদুর! তথাপি আমার আগমনের প্রকৃত কারণ আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৩

দৌরাত্ম্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বৈরতাম্।
সর্বমেতদহং জানন্ ক্ষত্তঃ প্রাপ্তোঽস্মি কৌরবান্ ॥ ৪

পর্যাপ্তাং পৃথিবীং সর্বাং সাশ্বাং সরথ-কুঞ্জরাম্।
যো মোচয়েন্মৃত্যুপাশাৎ প্রাপ্নুয়াদ্ ধর্মমুত্তমম্ ॥ ৫

ধর্মকার্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্মণা নাভিরোচয়ন্।
ন প্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ৭

সোঽহং যতিষ্যে প্রথমং ক্ষত্তঃ কর্তুমমায়য়া।
কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ সংগ্রামে বিনিশিষ্যতাম্ ॥ ৮

সেহমাপন্নস্তথাঘোরা কুরুষেব সমুত্থিতা।
কর্ণ-দুর্যোধনকৃতা সর্বে ক্লেশে তদবশ্যাঃ ॥ ৯

ব্যসনে ক্লিশ্যমানং হি যো মিত্রং নাভিপদ্যতে।
অনুনীয় যথাশক্তি তং বুধাসঃ বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০

আকেশগ্রহণাদ্বিপ্রমুক্তকাদ্যাৎ সংনিবর্তয়ন্।
অবাচ্যঃ কস্যচিদ্ ভবতি কৃতযত্নো যথাবলম্ ॥ ১১

তৎ সমর্থং শুভং বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
ধার্তরাষ্ট্রঃ সহামাত্যো গ্রহীতুং বিদুরার্হতি ॥ ১২

হিতং হি ধার্তরাষ্ট্রাণাং পাণ্ডবানাং তথৈব চ।
পৃথিব্যাঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ধতিষোঽহমমায়য়া ॥ ১৩

হিতে প্রযতমানং মাং শঙ্কেদ্ দুর্যোধনো যদি।
হৃদয়স্য চ মে প্রীতিরানৃণ্যঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৪

জ্ঞাতীনাং হি নিধৌ ভেদে বর্তমানে নাভিপদ্যতে।
সর্বযত্নেন মাধাস্যাং ন তস্মিন্ বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৫

ন মাং ক্রূরমতিষ্ঠং মূঢ়া হৃদয়দহনস্থধা।
শক্নো নাবারয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সংরব্ধান্ কুরু-পাণ্ডবান্ ॥ ১৬

বিদুর! আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের দৌরাত্ম্য এবং ক্ষত্রিয়-সাধারণের শত্রুতা—এই সব জানিয়াই আজ আমি কৌরবগণের নিকট আসিয়াছি। ৪

অশ্ব, রথ ও হস্তীর সহিত সারা পৃথিবী আজ ধ্বংস হইতে যাইতেছে। এই মৃত্যুপাশ হইতে যে ব্যক্তি তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে, সে-ই উত্তম ধর্মলাভ করিবে। ৫

কোন মানুষ যদি নিজ শক্তির সাহায্যে ধর্মকার্য করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিতে নাও পারে, তথাপি তাহার সেই কার্যের জন্য অবশ্যই পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নাই। ৬

এইরূপ মানুষ মনের দ্বারা পাপের চিন্তা করিতে করিতেও যদি তাহাতে রুচি না হওয়ায় কার্যে পরিণত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা উহার আচরণ না করে, তবে সেই মানুষ ঐ পাপের ফল প্রাপ্ত হয় না—ইহা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন। ৭

বিদুর! অতএব আমি যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিতে উদ্যোগী কৌরব ও সৃঞ্জয়বীরগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করাইতে অকপট-ভাবে চেষ্টা করিয়া যাইব। ৮

এই মহাসমরে আপন কর্ণ ও দুর্যোধনের দ্বারাই উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, সকল নরপতিগণ ইহাদের দুইজনকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। সেইজন্য এই বিপদ কৌরবকুলেই আসিয়াছে॥ ৯

যে ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া ক্লেশভোগকারী মিত্রকে শক্তি অনুসারে বুঝাইয়া উহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা না করে, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ নিন্দ্য ক্রূর বলেন। ১০

যে ব্যক্তি নিজ মিত্রকে বিপদে পতিত দেখিয়া তাহার কেশ গ্রহণপূর্বক অবধ্য হইতে যথাশক্তি নিবৃত্ত না করে, সেই ব্যক্তি কাহারও নিন্দার পাত্র হয় না। ১১

বিদুর! অতএব দুর্যোধন ও তাহার মন্ত্রিবর্গের আমার শুভ, হিতকর, যুক্তিযুক্ত এবং ধর্ম ও অর্থের অনুকূল বাক্য অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। ১২

আমি নিষ্কপটতার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, পাণ্ডবগণ ও পৃথিবীর সকল ক্ষত্রিয়বৃন্দের হিতের জন্যই প্রযত্ন করিব। ১৩

এইরূপে হিতসাধনের চেষ্টা করিলে যদি দুর্যোধন আমার উপর আশঙ্কাও করে, তবে আমার মনে তো প্রীতি আসিবে এবং আমি কর্তব্য কর্মের দ্বারা ঋণমুক্ত হইব। ১৪

জ্ঞাতিগণের মধ্যে পরস্পর বিভেদের সময় আসিলে যে মিত্র সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়া তাহাদের মধ্যে মিলনসাধনের জন্য মধ্যস্থতা করে না, বিদ্বান্ পুরুষগণ তাহাকে মিত্র বলেন না। ১৫

সংসারে পাপী, মূঢ় ও শত্রুতাকারী ব্যক্তিগণ যাহাতে আমার সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিতে না পারে যে, ঐশ্বর্য সমর্থ হইয়াও ক্রুদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করেন নাই (এজন্যই আমি সন্ধিস্থাপন করাইতে যত্ন করিব)। ১৬

উভয়োঃ সাধয়ন্নর্থমহমাগত ইত্যুত।
তত্র বরমহং কৃত্বা গচ্ছেয়ং নৃপবাচ্যতাম্ ॥ ১৭
মম ধর্মার্থযুক্তং হি শ্রুত্বা বাক্যমনাময়ম্।
ন চেদাদাস্যতে বালো দিষ্টস্য বশমেষ্যতি ॥ ১৮
অহাপয়ন্ পাণ্ডবার্থং যথাব-
চ্ছমং কুরূণাং যদি চাচরেয়ম্।
পুণ্যাঞ্চ মে স্যাচ্চরিতং মহান্ত-
মুচ্যেরংশ্চ কুরবো মৃত্যুপাশাৎ ॥ ১৯
অপি বাচং ভাষমাণস্য কাব্যাং
ধর্মারামামর্থবতীমহিংস্রাম্।
অবেক্ষেরন্ ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমার্থং
মাঞ্চ প্রাপ্তং কুরবঃ পূজয়েয়ুঃ ॥ ২০
ন চাপি মম পথ্যাপ্তাঃ সহিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং কৃষ্ণীনামুষভস্তদা।
শয়নে সুখসংস্পর্শে শিশ্যে বহুসুখাবহঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

আমি উভয়পক্ষেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখানে আসিয়াছি। ইহার জন্য আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যাইলে লোকসমাজে নিন্দার পাত্র হইব না ॥ ১৭

যদি মূর্খ দুর্যোধন আমার কথানিবারক এবং ধর্ম ও অর্থের অনুকূল বাক্য শুনিয়াও উহা গ্রহণ না করে, তবে তাহাকে দুরাত্মাদের অধীন হইতে হইবে ॥ ১৮

মহাত্মন্! যদি আমি পাণ্ডবদিগের স্বার্থে বাধা না দিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করাইতে সমর্থ হই, তবে আমার দ্বারা এক মহৎ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইবে এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ১৯

আমি শান্তির জন্য বিদ্বান্ পুরুষগণের অনুমোদিত ধর্ম ও অর্থের অনুকূল হিংসারহিত বাক্য বলিব। যদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমার কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে, তবে তাহারা অবশ্যই উহা গ্রহণ করিবে এবং আমাকে যাথার্থিকরূপে শান্তি-স্থাপনের জন্যই আগত জানিয়া আমার সমাদর করিবে ॥ ২০

যেরূপ ক্রুদ্ধ সিংহের সম্মুখে অন্য কোন পশু থাকিতে পারে না, সেইরূপ আমি যদি ক্রুদ্ধ হই, তবে এই সমস্ত ভূপতিগণ একত্রে মিলিত হইলেও আমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! বহুসুখের সুখ-দায়ক বৃষ্ণিবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে উপরোক্ত বাক্য বলিয়া স্পর্শের দ্বারাই সুখলভ্যোগ্য শয্যায় শয়ন করিলেন ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনেন শকুনিনা চামন্ত্রিতস্য রথোপবিষ্টস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গমনম্, কৌরবসভায়াং প্রবেশঃ, আগত-সম্ভাষণাৎ পরং তস্যাসনগ্রহণঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা কথয়তোরেব তয়োর্বুদ্ধিমতোস্তদা।
শিবা নক্ষত্রসম্পন্না সা বাভীয়ায় শর্বরী ॥ ১

ধর্মার্থকামযুক্তাংশ্চ বিচিত্রার্থপদাক্ষরাঃ।
শৃণ্বতো বিবিধা বাচো বিদুরস্য মহাত্মনঃ ॥ ২

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধন ও শকুনিকর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রথে উপবেশন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গমন এবং কৌরবসভায় প্রবেশ ও আগত সম্ভাষণের পর তাঁহার আসন গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সেই সময় বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুরের এইরূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতেই নক্ষত্র-সুশোভিতা মঙ্গলময়ী সেই রাত্রির বহুভাগই অতিক্রান্ত হইল ॥ ১

অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম, অর্থ ও কামের সম্বন্ধযুক্ত বহু প্রকার কথা বলিলেন। তাঁহার সেই বাক্যের পদ, অর্থ ও অক্ষর অতীব বিচিত্র ছিল। মহাত্মা বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত সেই বিবিধ বাক্যসমূহ প্রসন্নতার সহিত শুনিতেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও বিদুর উভয়েই একে অপরের মনোনুকূল

কথাভিরনুরূপাভিঃ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
অকামস্যেব কৃষ্ণস্য সা রাত্রীর্যায় শর্বরী ॥ ৩
ততস্তু স্বরসম্পন্না বহবঃ সূত-মাগধাঃ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ কেশবং প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ৪
ততঃ উত্থায় দাশার্হঃ কৃত্বঃ সর্বসাত্বতাম্।
সর্বমাবশ্যকং চক্রে প্রাতঃকার্যং জনার্দনঃ ॥ ৫
কৃতোদকান্নুজপ্যাঃ স তত্তাগ্নিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
ততস্তাদিত্যমুত্তস্থমুপাতিষ্ঠত মাধবঃ ॥ ৬
অথ দুর্যোধনঃ কৃষ্ণং শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
সন্ধ্যাং তিষ্ঠন্তমভ্যেত্য দাশার্হমপরাজিতম্ ॥ ৭
আচক্ষেতাং তু কৃষ্ণস্য ধৃতরাষ্ট্রং সভাগতম্।
কুরূংশ্চ ভীষ্মপ্রমুখান্ রাজ্ঞঃ সর্বাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৮
যামর্ধরাত্রে গোবিন্দ দিবি শক্রনিবামরাঃ।
তাবত্তানন্দয় গোবিন্দঃ সান্ত্বা পরমবন্ধুনা ॥ ৯
ততো বিমল আদিত্যো ব্রাহ্মণেভ্যো জনার্দনঃ।
ধনৌ হিরণ্যং বাসাংসি গাশ্চৈবাংশ্চ পরন্তপঃ ॥ ১০
বিসৃজ্য সত্বরান্নি দাশার্হমপরাজিতম্।
তিষ্ঠন্তমুপসঙ্গম্য ববন্দে সাত্বতিস্তদা ॥ ১১
ততো রথেন শুভ্রেণ মহতা কিঙ্কিণীকিনা।
চতুরোত্তমযুক্তা শীঘ্রমুপাতিষ্ঠত দারুকঃ ॥ ১২
(তস্মৈ রথবরো যুক্তঃ শুশুভে লোকবিশ্রুতঃ।
বাজিভিঃ শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ ॥
শৈব্যস্তু শুকপত্রাভঃ সুগ্রীবঃ কিংশুকপ্রভঃ।
মেঘপুষ্পো মেঘবর্ণঃ পাণ্ডুরস্তু বলাহকঃ ॥
দক্ষিণঃ চাবহচ্ছৈব্যঃ সুগ্রীবঃ সব্যতোঽবহৎ।
পৃষ্ঠরক্ষৌ তয়োরাস্তাং মেঘপুষ্প-বলাহকৌ ॥
বৈনতেয়ঃ স্থিতস্তস্যাঃ প্রভাকরমিব স্পৃশন্।
তস্য সত্বগতঃ কেতৌ দুষ্প্রধর্ষো বিরাজতে ॥
তস্য কীর্তিমতস্তেন ভাস্বরেণ বিরাজতা।
শুশুভে স্যন্দনশ্রেষ্ঠঃ পতগেন্দ্রেণ কেতুনা ॥

কথাবার্তায় এতাদৃশ তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বিনা ইচ্ছাতেই সেই রাত্রির বহুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইল। ২-৩

তারপর মধুর স্বরযুক্ত বহু সূত ও মাগধ শঙ্খ এবং দুন্দুভি-সমূহের শব্দে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইতে আরম্ভ করিল। ৪

তখন সমস্ত যদুবংশীয়গণের শিরোমণি দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন আবশ্যক কর্মাবলি ক্রমশঃ সম্পাদন করিলেন। ৫

সন্ধ্যা, তর্পণ ও জপের পর অগ্নিহোত্র কার্য সমাধা করত মাধব অলঙ্কৃত হইয়া উদয়কালীন সূর্যদেবের উপস্থান (উপাসনা) করিলেন। ৬

এই সময় রাজা দুর্যোধন ও যদুকুলপুত্র শকুনি সন্ধ্যোপাসনায় ব্যাপৃত অপরাজিত বীর দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—গোবিন্দ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সভাতে উপস্থিত হইয়াছেন। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপতি-বৃন্দও উপস্থিত হইয়াছেন। যেরূপ স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন, সেইরূপ ভীষ্ম প্রভৃতি সকলেই আপনাকে দেখিবার দর্শনদানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম মধুর সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদের উভয়কেই অভিনন্দিত করিলেন। ৭-৯

তারপর নির্মল সূর্যদেব উদিত হইলে শত্রুতাপন ভগবান্ জনার্দন ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র, গো ও অশ্ব দান করিলেন। যদু প্রধানের বহুরাত্রি দান করিয়া প্রস্থানমান সেই অপরাজিত দশার্হবংশীয় বীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া সাত্বতি মস্তক অবনত করত প্রণাম করিল। ১০-১১

তারপর ক্ষুদ্র ঘন্টিকাসমূহে বিভূষিত ও উত্তম অশ্বযোজিত শুভ্র রথের সহিত সারথি অতিসত্বর ভগবানের সেবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ১২

(ভগবান্‌কে লইয়া যোজিত সেই বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রথ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাতে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারিটি অশ্ব সংযোজিত ছিল।

তাহাদের মধ্যে শৈব্যনামক অশ্বের বর্ণ (রং) ছিল শুকপক্ষীর পাখার ন্যায় হরিত বর্ণ, সুগ্রীবের পলাশপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, মেঘপুষ্পের কান্তি মেঘসদৃশ ও বলাহক অশ্বের বর্ণ ছিল শ্বেতবর্ণ।

শৈব্য দক্ষিণভাগে ও সুগ্রীব বামভাগে যোজিত হইয়া রথ বহন করে এবং মেঘপুষ্প ও বলাহক ক্রমশঃ ইহাদের পশ্চাতে যোজিত ছিল।

সত্বগুণের অধিষ্ঠানস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথে সংলগ্ন ধ্বজদণ্ডের পতাকায় সূর্যদেব যেন স্পর্শ করিতে করিতেই সর্বদিক বিনতানন্দন গরুড় বিরাজমান ছিলেন।

কীর্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্রেষ্ঠ রথ উজ্জ্বল ও প্রকাশমান গরুড়ধ্বজের দ্বারা অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

রুক্মজালৈঃ পতাকাভিঃ সৌবর্ণেন চ কেতুনা।
বভূব স রথশ্রেষ্ঠঃ কালসূর্য্য ইবোদিতঃ ॥
পক্ষি-ব্যাঘ্র-বিতানৈশ্চ রুক্মজালকৃতান্তরৈঃ।
দণ্ডমার্গবিতানৈশ্চ সুকৃতৈর্বিশ্বকর্মণা ॥
প্রবাল-মণি-হেমৈশ্চ মুক্তা-বৈদূর্য্যভূষণৈঃ।
কিঙ্কিণীশতসঙ্ঘুষ্টৈশ্চ বালজালকৃতান্তরৈঃ।
কার্ত্তস্বরময়ীভিশ্চ পদ্মিনীভিরলঙ্কৃতঃ।
তত্তত্তে স্যন্দনশ্রেষ্ঠস্তাপনীয়ৈশ্চ পাদপৈঃ ॥
ব্যাঘ্র-সিংহ-বরাহৈশ্চ গোবৃষৈর্মৃগপক্ষিভিঃ।
তারাভির্ভাস্করৈশ্চাপি বারণৈশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ ॥
বজ্রাঙ্কুশ-বিমানৈশ্চ কূবরাবৃতসন্ধিষু।)
তমুপস্থিতমাজ্ঞায় রথং দিব্যং মহামনাঃ।
মহাভ্রঘননির্ঘোষং সর্বরত্নবিভূষিতম ॥ ১৩
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চ জনার্দনঃ।
কৌস্তুভং মণিমামুচ্য শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ১৪
কুরুভিঃ সংবৃতঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিভিশ্চাভিরক্ষিতঃ।
আতিষ্ঠত রথং সৌরিঃ সর্বযাদবনন্দনঃ ॥ ১৫
অথারুরোহ দাশার্হঃ বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ।
সর্বপ্রাণভৃতাং শ্রেষ্ঠং সর্ববুদ্ধিমতাং বরম্ ॥ ১৬
ততো দুর্যোধনঃ কৃষ্ণং শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
দ্বিতীয়েন রথেনৈনমন্বয়াতাং পরন্তপম্ ॥ ১৭
সাত্যকিঃ কৃতবর্মা চ বৃষ্ণীনাং চাপরে রথাঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ কৃষ্ণং গজৈরথৈ রথৈরপি ॥ ১৮
তেষাং হেমপরিষ্কারৈর্যুক্তাঃ পরমবাজিভিঃ।
গচ্ছতাং ঘোষিণশ্চিত্ররথা রাজন্ বিরেজিরে ॥ ১৯
সম্মৃষ্টলোকিকরজঃ প্রতিপেদে মহাপথম্।
রাজর্ষিচরিতং কালে কৃষ্ণো ধীমান্ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ২০
ততঃ প্রযাতে দাশার্হে প্রাবাদ্যন্ত নৈকপুষ্করাঃ।
শঙ্খাশ্চ দধ্মিরে তত্র বাদ্যানি বিবিধানি চ ॥ ২১
প্রবীরাঃ সর্বলোকস্য যুবানঃ সিংহবিক্রমাঃ।
পরিবার্য্য রথং শৌরেরগচ্ছন্ত পরন্তপাঃ ॥ ২২

সুবর্ণের জাল, পতাকা ও সুবর্ণময় অলঙ্কারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তম রথ প্রলয়কালে উদিত সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিল।

তাঁহার রথের গরুত্মদ্ধ্বজ, বিতান (চাঁদোয়া), সুবর্ণজাল-বিভূষিত মধ্যভাগ ও পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডমার্গসমূহ বিশ্বকর্মা সুন্দরভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবাল, মণি, সুবর্ণ, বৈদূর্য্য, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ভূষণসমূহ, শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ও সদ্যোজাত মণির জালে (জালরে) সেই রথের মধ্যভাগ সুসজ্জিত ছিল। স্বর্ণময়ী পুষ্করিণী, তন্ন সুবর্ণনির্মিত বৃক্ষ এবং ব্যাঘ্র, সিংহ, বরাহ, বৃষভ, মৃগ, পক্ষী, তারা, সূর্য্য ও চন্দ্রাদিগের সুবর্ণময়ী প্রতিমাতে সেই শ্রেষ্ঠ রথের অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কূবরের (যুগন্ধরের) গোলাকার সন্ধিভাগে বজ্র, অঙ্কুশ ও বিমানের আকৃতিসমূহে সেই রথকে বিভূষিত করা হইয়াছিল॥)

জলপূর্ণ মহামেঘের গর্জনতুল্য গম্ভীর শব্দকারী ও সর্বপ্রকার রত্নে বিভূষিত সেই দিব্য রথকে উপস্থিত জানিয়া অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করত গলায় কৌস্তুভমণি ধারণ পূর্বক নিজ পরম শোভাতে উদ্ভাসিত হইতে হইতে কৌরবগণকর্তৃক পরিবৃত ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরবৃন্দের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সমস্ত যাদবগণের আনন্দপ্রদানকারী মহামনা সুরনন্দন জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৩-১৫

সমস্ত প্রাণিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সকল বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে উত্তম দশার্হবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণের পর সর্বধর্মজ্ঞ বিদুরও সেই রথে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬

তাহার পর শত্রুতাপন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে দুর্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনিও অন্য রথে আরোহণ করিয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

সাত্যকি, কৃতবর্মা ও বৃষ্ণিবংশের অন্যান্য রথীরাও হস্তী, অশ্ব এবং রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন ॥ ১৮

রাজন্! তাঁহাদের সকলের গমনকালীন স্বর্ণভূষণে বিভূষিত, উত্তম অশ্বে যোজিত ও গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত বিচিত্র রথগুলি অধিক শোভাধারণ করিয়াছিল ॥ ১৯

নিজ দিব্যকান্তিতে প্রকাশিত পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে সেই বিশাল রাজপথে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে রাজপথ দিয়া পূর্বে রাজর্ষিগণ গমন করিয়াছিলেন। এই রাজপথের সর্বত্র মার্জনা করা (ঝাড়ু দেওয়া) হইয়াছিল এবং জলের দ্বারা সিক্ত করা হইয়াছিল ॥ ২০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে পর ঢোল, শঙ্খ ও অন্যান্য বহু বাদ্যএক সঙ্গে বাদিত হইতেছিল ॥ ২১

শত্রুতাপন, সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী ও সমস্ত জগতের

ততোঽন্যে বহবঃ সাহস্রা বিচিত্রাদ্ভুতবাসসঃ।
অসি-প্রাসায়ুধধরাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ পুরঃসরাঃ ॥ ২৩
গজাঃ পঞ্চশতাস্তত্র রথাশ্চাসন্ সহস্রশঃ।
প্রয়ান্তমন্বয়ুর্বীরং দাশার্হমপরাজিতম্ ॥ ২৪
পুরং কুরূণাং সংবৃত্তং দ্রষ্টুকামং জনার্দনম্।
সবালবৃদ্ধং সস্ত্রীকং রথ্যাগতমরিন্দম ॥ ২৫
বেদিকাসাশ্রিতাভিশ্চ সমাক্রান্তান্যনেকশঃ।
প্রচলন্তীব ভারেণ সৌধিদ্ধির্ভবনোত্তমৈঃ ॥ ২৬
স পূজ্যমানঃ কুরুভিঃ সংস্তূয়ন্ মধুরাঃ কথাঃ।
যযাহ প্রতিসংকুর্বন্ প্রেক্ষমাণঃ শনৈর্যযৌ ॥ ২৭
ততঃ সভাং সমাসাদ্য কেশবস্তাদ্রযাদিনঃ।
সমাধ্মৈর্বেণুনির্ঘোষৈর্দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ন্ ॥ ২৮
ততঃ সা সমিতিঃ সর্বা রাজ্ঞামমিততেজসাম্।
সম্প্রাকম্পত হর্ষেণ কৃষ্ণাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৯

ততোঽভ্যাশগতে কৃষ্ণে সনদ্ধান্ নরাধিপাঃ।
শ্রুত্বা তং রথনির্ঘোষং পর্জন্যনিনদোপমম্ ॥ ৩০
আসাদ্য তু সভাদ্বারমুদ্বহঃ সর্বসাত্বতাম্।
অবতীর্য রথাচ্ছৌরিঃ কৈলাসশিখরোপমাৎ ॥ ৩১
নবমেঘপ্রতীকাশাং অলন্তীমিব তেজসা।
মহেন্দ্রসদনপ্রখ্যাং প্রবিবেশ সভাং ততঃ ॥ ৩২
পাণৌ গৃহীত্বা বিদুরং সাত্যকিং চ মহাযশাঃ।
জ্যোতীংষ্যাদিত্যবদ্ ব্যক্তং কুরূন্ প্রাচ্ছাদয়চ্ছ্রিয়া ॥ ৩৩
অগ্রতো বাসুদেবস্য কর্ণ-দুর্যোধনাবুভৌ।
কৃষ্ণঃ কৃতবর্মা চাপ্যাসন্ কৃষ্ণস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৩৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ পুরস্কৃত্য ভীষ্ম-দ্রোণাবনন্তরম্।
আসনেভ্যোঽচলন্ সর্বে পূজয়ন্তো জনার্দনম্। ৩৫
অভ্যাগচ্ছতি দাশার্হে প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরেশ্বরঃ।
সহৈব দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যামুদতিষ্ঠৎ সহাবশাঃ ॥ ৩৬

প্রখ্যাত যুবক বীরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথকে চতুর্দিকে পরিবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ২২

তখন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অগ্রে গমনকারী সৈন্যগণের সংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র। তাহারা সকলে বিচিত্র ও অদ্ভুত বস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের হস্তে খড়্গ ও প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ ন্যস্ত ছিল ॥ ২৩

দশার্হবংশীয় অপরাজিত বীর শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে গমনকারী হাতীর সংখ্যা ছিল পাঁচশত ও রথের সংখ্যা ছিল সহস্র সহস্র ॥২৪

শত্রুদমন জনমেজয়! সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণের সহিত কৌরবদিগের সারা নগরই রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ২৫

বেদিকায় (প্রাসাদের ছাদের) রাজপথের দিকে স্থিত ভাগে উপবিষ্ট রমণীদিগের ভারে যেন সমগ্র হস্তিনাপুরীর সেই ভবনগুলি কম্পিত হইতেছিল। ২৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণকর্তৃক সম্মানিত হইতে হইতে, তাহাদের মধুর বাণী শুনিতে শুনিতে এবং যথাযোগ্যভাবে তাহাদেরও অভ্যর্থনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সকলের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক যাইতে লাগিলেন। ২৭

কৌরবসভার নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী সেবকগণ শঙ্খ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যসমূহের ধ্বনিতে সমস্ত দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ২৮

তারপর অমিততেজস্বী রাজন্যগণের সেই সমগ্র সভা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের আকাঙ্ক্ষায় হর্ষোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ॥ ২৯

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিবার পর তাঁহার রথের মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর শব্দ শুনিয়া সমস্ত নরপতিগণ আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। সভার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পর্বতাকারের শ্রীকৃষ্ণ কৈলাস-শিখরসদৃশ সুন্দর সেই রথ হইতে নীচেতে নামিয়া নবমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ও স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত সূর্যতুল্যসদৃশ সেই কৌরবসভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০-৩১

রাজন্! যেরূপ সূর্য নিজ প্রভায় আকাশের তারামণ্ডলীকে আবৃত করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও বিদুরের হস্তধারণপূর্বক সভায় প্রবেশকালীন নিজ দিব্য কান্তিতে কৌরবগণকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে কর্ণ ও দুর্যোধন ছিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে কৃতবর্মা ও অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণ ছিলেন ॥ ৩৪

সেই সময় ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য প্রভৃতি সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মানপ্রদর্শনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত আসন হইতে উত্থিত হইয়া অগ্রসর হইলেন ॥ ৩৫

দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলেই মহাযশস্বী প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য প্রভৃতির সহিত উত্থিত হইলেন ॥৩৬

উত্তিষ্ঠতি মহারাজে ধৃতরাষ্ট্রে জনেশ্বরে।
তানি রাজসহস্রাণি সমুত্তস্থুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
আসনং সর্বতোভদ্রং ভাস্বদ্রূপপরিষ্কৃতম্।
কৃষ্ণার্থে কল্পিতং তত্র ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥ ৩৮
স্মরমানস্তু রাজানং ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ মাধবঃ।
অভ্যভাষত ধর্মাত্মা রাজ্ঞশ্চান্যান্ যথাবয়ঃ ॥ ৩৯
তত্র কেশবমানর্চুঃ সম্যগভ্যাগতং সভাম্।
রাজানঃ পার্থিবাঃ সর্বে কুরবশ্চ জনার্দনম্ ॥ ৪০
তত্র তিষ্ঠন্ স দাশার্হো রাজমধ্যে পরন্তপঃ।
অপশ্যদন্তরীক্ষস্থানৃষীন্ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥
ততস্তানভিসম্প্রেক্ষ্য নারদপ্রমুখানৃষীন্ ॥ ৪১
অভ্যভাষত দাশার্হো ভীষ্মং শান্তনবং শনৈঃ।
পার্থিবীং সমিতিং দৃষ্ট্বা মুহূর্তোঽভ্যাগতা নৃপ ॥ ৪২
নিমন্ত্র্যন্তামাসনৈশ্চ সৎকারেণ চ পূজ্যতাম্।
নৈতেষ্বনুপবিষ্টেষু শক্যঃ কেনচিদাসিতুম্ ॥ ৪৩
পূজা প্রযুজ্যতামাশু মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
ঋষীন্ শান্তনবো দৃষ্ট্বা সভাদ্বারমুপস্থিতান্ ॥ ৪৪
ত্বরমাণস্ততো ভৃত্যানাসনানীত্যচোদয়ৎ।
আসনান্যথ মুষ্টানি মহান্তি বিপুলানি চ ॥ ৪৫
মণি-কাঞ্চনচিত্রাণি সমাজহ্রুস্ততস্ততঃ।
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু গৃহীতার্ঘেষু ভারত ॥ ৪৬
নিষসাদাসনে কৃষ্ণো রাজানশ্চ যথাসনম্।
দুঃশাসনঃ সাত্যকয়ে দদাবাসনমুত্তমম্ ॥ ৪৭
বিবিংশতির্হৈমে পীঠে কাঞ্চনে কৃতবর্মণে।
অবিদূরে তু কৃষ্ণস্য কর্ণ-দুর্যোধনাবুভৌ ॥ ৪৮
একাসনে মহাত্মানৌ নিষীদতুরমর্ষণৌ।
গান্ধাররাজঃ শকুনির্গান্ধারৈরভিরক্ষিতঃ ॥ ৪৯
নিষসাদাসনে রাজা সহপুত্রো বিশাম্পতে।
বিদুরো মণিপীঠে তু শুক্লস্পর্ধ্যাজিনোত্তরে ॥ ৫০
সংস্পৃশন্নাসনং শৌরের্মহামতিরুপাবিশৎ।
চিরস্য দৃষ্ট্বা দাশার্হং রাজানঃ সর্ব এব তে ॥ ৫১

জননায়ক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উত্থিত হইলে চতুর্দিকে উপবিষ্ট সহস্র সহস্র নরপতিগণও দণ্ডায়মান হইলেন। ৩৭

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ভাস্বদ্রূপ স্বর্ণখচিত সর্বতোভদ্রনামক একটি সিংহাসন স্থাপন করা হইয়াছিল। ৩৮

সেই সময় ধর্মাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও বয়সানুসারে অন্যান্য রাজগণের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ৩৯

সেই সভায় উপস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীর সমস্ত রাজারা ও কৌরবগণ পূজা করিলেন। ৪০

রাজগণের মধ্যে দণ্ডায়মান শত্রুনগরবিজয়ী পরন্তপ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—আকাশে বহু ঋষি দাঁড়াইয়া আছেন। সেই নারদ প্রভৃতি মহর্ষিদলকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে বলিলেন,—নরেশ্বর! এই রাজসভা সন্দর্শনের জন্য ঋষিগণ সমাগত হইয়াছেন। ৪১-৪২

ইঁহাদের অত্যন্ত সৎকারপূর্বক আসনদান করত নিমন্ত্রণ করুন; কারণ, ইঁহারা উপবেশন না করিলে কেহই বসিতে পারিবেন না। ৪৩

পবিত্র অন্তঃকরণ এই মুনিগণের শীঘ্র পূজা করুন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মুনিগণকে দর্শন করিয়া সভাদ্বারে স্থিত রাজকর্মচারীদিগকে অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত আদেশ করিলেন,—তোমরা শীঘ্র আসন লইয়া আইস॥

তখন সেবকগণ এদিক ওদিক হইতে মণি ও স্বর্ণে চিত্রিত, মৃদু, বিশাল ও বিস্তৃত বহু আসন লইয়া আসিল।

ভারত! অর্ঘাগ্রহণ করত যখন সেই ঋষিগণ আসনে উপবেশন করিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য রাজারাও নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

দুঃশাসন সাত্যকিকে উত্তম আসন দিলেন এবং বিবিংশতি কৃতবর্মাকে স্বর্ণময় আসন প্রদান করিলেন।

অমর্ষশীল মহাত্মা কর্ণ ও দুর্যোধন উভয়ে একই আসনে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

জনমেজয়! গান্ধাররাজের সৈন্যে সুরক্ষিত পুত্রের সহিত গান্ধাররাজ শকুনিও একই আসনে উপবেশন করিলেন।

মহামতি বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আসনের সহিত সংলগ্ন অন্য একটি মণিময় পীঠে (চৌকিতে), যাহার উপর শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্মলোম মৃগচর্ম পাতিত ছিল, তাহাতে বসিলেন।

সকল রাজারা তখন দীর্ঘকালের পর দশার্হকুলশিরোমণি ভগবান্ জনার্দনকে দেখিয়া তাঁহার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন, তাহাতে এইরূপ প্রতীতি হইতেছিল যে, তাঁহারা যেন

অমৃতস্যেব নাতৃপ্যন্ শ্রেষ্ঠমানা জনার্দনম্।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ পীতবাসা জনার্দনঃ ॥ ৫২
ব্যরাজত সভামধ্যে হেমবেদ্যোপমিতো মণিঃ ॥ ৫৩
তত্তদ্গতীঃ সর্বমাসীদ্ গোবিন্দগতমানসম্।
ন তত্র কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যাজহার পুনঃ ক্বচিৎ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণসভাপ্রবেশে
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

অমৃত পান করিতেছেন এবং তাদৃশ পানেও তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না।

অতসী পুষ্পতুল্য মনোহর শ্যামকান্তিবিশিষ্ট পীতবস্ত্রপরিহিত শ্রীকৃষ্ণ সেই সভার মধ্যভাগে স্বর্ণ পীঠে স্থাপিত নীলমণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪৪-৫৩

সেই সময় সকলেরই মন ভগবান্ গোবিন্দে সমাসক্ত ছিল। সেইজন্য সকলেই নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। তখন কোন ব্যক্তিই কোন সময়েই কোন কিছুই বলেন নাই। ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণের সভাপ্রবেশ-বিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসভায়াং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাবপূর্ণ-ভাষণদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাসীনেষু সর্বেষু তূষ্ণীভূতেষু রাজসু।
বাক্যমভ্যাদদে কৃষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো দুন্দুভিস্বনঃ ॥ ১
জীমূত ইব ঘর্মান্তে সর্বাঃ সংশ্রাবয়ন্ সভাম্।
ধৃতরাষ্ট্রমভিপ্রেক্ষ্য সমভাষত মাধবঃ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সমঃ স্যাদিতি ভারত।
অপ্রণাশেন বীরাণামেতদ্ যাচিতুমাগতঃ ॥ ৩
রাজন্ নাস্মৎ প্রসূতানাং তথ নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
বিদিতং হ্যেব তে সর্বং বেদিতব্যমবিন্দম ॥ ৪
ইদং কৃৎস্নং কুলং লোকে সর্বরাজসু পার্থিব।
শ্রুতবৃত্তোপসম্পন্নং সর্বৈঃ সমুদিতং গুণৈঃ ॥ ৫
কৃপানুকম্পা কারুণ্যমানৃশংস্যঞ্চ ভারত।
তথার্জবং ক্ষমা সত্যং কুরুষ্বেতচ্চ বিশিষ্যতে ॥ ৬
তস্মিন্নেবংবিধে রাজন্ কুলে মহতি তিষ্ঠতি।
তস্মিন্নিত্যং বিশেষেণ নেহ যুক্তমসাম্প্রতম্ ॥ ৭

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[কৌরবসভায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবশালী ভাষণদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন সভায় সকল রাজারা মৌন হইয়া বসিয়া আছেন, তখন মুখের দন্তপঙ্‌ক্তি-সুশোভিত এবং দুন্দুভিতুল্য গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট মধুরমূর্তিসম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ শ্রীমন্তযুক্ত মেঘ বর্ষাকালে মেঘ গর্জন করে, সেইরূপ গম্ভীরধ্বনির সহিত তিনি সমগ্র সভাকে শুনাইতে শুনাইতে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১-২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ভরতবংশধর! আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি যে, ক্ষত্রিয় বীরগণের সংহার না করিয়াই কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। ৩

শত্রুদমন রাজন্! আমি এই কথা ব্যতীত অন্য কোন কল্যাণকর কথা আপনাকে বলিব না; কারণ, আপনি সকল বিষয়ই অবগত আছেন। ৪

হে কৃপাল! সম্প্রতি সমস্ত রাজগণের মধ্যে কুরুবংশই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কুলে শাস্ত্রবর্ণিত সদাচারসমূহ সমারম্ভের সহিত পালিত হয় এবং এই কুল সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। ৫

হে ভারত! কুরুবংশীয়গণের মধ্যে কৃপা (অপরের দুঃখ-প্রদানের জন্য সহজ ভাবনা), অনুকম্পা (অপরের দুঃখ দেখিয়া দ্রবীভূত হওয়া ও কম্পিত হওয়া), করুণা (অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য সহজ চিন্তা), অনৃশংসতা (ক্রূরতার সর্বথা অভাব), সরলতা, ক্ষমা ও সত্য—এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলি অন্য রাজবংশ হইতে অধিক দেখা যায়। ৬

রাজন্! এইরূপ উত্তম গুণসম্পন্ন ও অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বংশ হইয়াও যদি আপনার জন্য এই বংশে কোন অনুচিত কার্য হয়, তবে তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ৭

ত্বং হি ধারয়িতা শ্রেষ্ঠঃ কুরূণাং কুরুসত্তম।
মিথ্যা প্রচরতাং তাত বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ ॥ ৮
তে পুত্রাস্তব কৌরব্য দুর্যোধনপুরোগমাঃ।
ধর্মার্থৌ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রচরন্তি নৃশংসবৎ ॥ ৯
অশিষ্টা গতমর্য্যাদা লোভেন দ্রুতচেতসঃ।
যেষু বদ্ধং মুখ্যেষু তদ্ বেত্থ পুরুষর্ষভ ॥ ১০
সেয়মাপন্মহাঘোরা কুরুষেব সমুত্থিতা।
উপেক্ষ্যমাণা কৌরব্য পৃথিবীং ঘাতয়িষ্যতি ॥ ১১
শক্যা চেৎ শময়িতুং ত্বং চেদিচ্ছসি ভারত।
ন দুষ্করো হ্যত্র শমো মতো মে ভরতর্ষভ ॥ ১২
ত্বদ্ধীনঃ শমো রাজন্ ময়ি চৈব বিশাম্পতে।
পুত্রান্ স্থাপয় কৌরব্য স্থাপয়িষ্যামহং পরান্ ॥ ১৩
আজ্ঞা তব হি রাজেন্দ্র কার্য্যা পুত্রৈঃ সহাদ্বয়ৈঃ।
হিতং বলবদপ্যেষাং হিতেষ্বা তব শাসনে ॥ ১৪

তব চৈব হিতং রাজন্ পাণ্ডবানামথো হিতম্।
শমে প্রযতমানস্য তব শাসনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৫
স্বয়ং নিষ্ফলমালক্ষ্য সংবিধৎস্ব বিশাম্পতে।
সহায়কৃতা ভরতাস্তবৈব স্যুর্জনেশ্বর ॥ ১৬
ধর্মার্থয়োস্তিষ্ঠ রাজন্ পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতঃ।
ন হি শক্যাস্তথাভূতা যয়াপি নরাধিপ ॥ ১৭
ন হি ত্বাং পাণ্ডবৈর্জেতুং রক্ষ্যমাণং মহাত্মভিঃ।
ইন্দ্রোঽপি দেবৈঃ সহিতঃ প্রসহেত কুতো নৃপঃ ॥ ১৮
যত্র ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ কৃপঃ কর্ণো বিবিংশতিঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তোঽথ বাহ্লিকঃ ॥ ১৯
সৈন্ধবশ্চ কলিঙ্গশ্চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনঃ সব্যসাচী যমৌ তথা ॥ ২০
সাত্যকিশ্চ মহাতেজা যুযুৎসুশ্চ মহারথঃ।
কো নু তান্ বিপরীতাত্মা যুযোত ভরতর্ষভ ॥ ২১

তাত কুরুশ্রেষ্ঠ! যদি কৌরবগণ বাহিরে ও অন্তরে (প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে) মিথ্যা আচরণ (অন্যায়াচরণ) করিতে থাকে, তবে আপনিই তাহাদের প্রতিরোধ করিয়া সৎপথে পরিচালনা করিবার অধিকারী ॥ ৮

কুরুনন্দন! দুর্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ ধর্ম ও অর্থকে অনাদর করিয়া ক্রূর মনুষ্যগণের ন্যায় আচরণ করিতেছে ॥ ৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইহারা নিজেদের কুকর্মের সহিত আপাততঃ পূর্ণ ব্যবহার করিতেছে। লোভ ইহাদের হৃদয়কে এমনভাবে বশীভূত করিয়াছে যে, ইহারা ধর্মেরও মর্য্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে। একথা আপনি বিশেষভাবে অবগত আছেন ॥ ১০

কুরুশ্রেষ্ঠ! এখন কুরুকুলে মহাভয়ঙ্কর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যদি ইহাকে আপনি উপেক্ষা করেন, তবে ইহা সমস্ত ভূমণ্ডলকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে ॥ ১১

ভারত! যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে এই ভয়ানক বিপদকে এখনই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই উভয় পক্ষে শান্তিস্থাপন করাকে আমি কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে করি না ॥ ১২

প্রজাপালক কুরুবংশকুমার রাজন্! বর্তমানে এই উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিস্থাপন করা আপনার ও আমারই অধীনে রহিয়াছে। আপনি আপনার পুত্রগণকে ন্যায়পথে স্থাপন করুন এবং আমি অপর পক্ষ পাণ্ডবগণকে শান্তির পথে স্থির রাখিব ॥ ১৩

হে রাজেন্দ্র! আপনার পুত্রগণের কর্ত্তব্য হইল তাহারা নিজের অনুগামীদিগের সহিত আপনার আদেশ পালন করা। আপনার শাসনে থাকিলেই তাহাদের অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ১৪

রাজন্! যদি আপনি আপনার পুত্রগণকে শাসন করিবার ইচ্ছা করেন এবং সন্ধিস্থাপনের জন্য যত্ন করেন, তবে তাহাতে আপনারও হিত হইবে এবং পাণ্ডবগণেরও হিত হইবে ॥ ১৫

প্রজাপালক! পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা ও বিবাদ করিলে কোনরূপেই পরিণামে কল্যাণলাভ হইবে না—এইরূপ বিচার করিয়া আপনি স্বয়ংই সন্ধির জন্য উদ্যোগী হউন। জনেশ্বর! এইরূপ করিলে ভরতবংশীয় পাণ্ডবেরা আপনারই সহায়ক হইবে ॥ ১৬

রাজন্! আপনি পাণ্ডবগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ধর্মপথে ও অর্থনীতিতে অবস্থান করুন। নরাধিপ! আপনি বহু যত্ন করিয়া চেষ্টা করিলেও পাণ্ডবগণের তুল্য সংরক্ষক পাইবেন না ॥ ১৭

মহাত্মা পাণ্ডবগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইলে আপনাকে দেবতাকুলের সহিত ইন্দ্রও পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না, সেস্থলে অন্য কোন নৃপের কথা আর কি বলিব? ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কলিঙ্গপতি, কম্বোজাধীশ্বর সুদক্ষিণ এবং যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল-সহদেব, মহাতেজস্বী সাত্যকি ও মহারথ

লোকসোম্বরতাং ভূয়: শক্রভিক্ষাপাধ্যায়ান্।
প্রাপ্স্যসি ত্বমমিত্রঘ্ন সহিত: কুরু-পাণ্ডবৈ: ॥ ২২
তস্য তে পৃথিবীপালাস্তৎসমা: পৃথিবীপতে।
শ্রেয়াংসশ্চৈব রাজান: সন্ত্রাস্যন্তে পরন্তপ ॥ ২৩
স ত্বং পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
সুহৃদ্ভি: সর্বতো গুপ্ত: সুখং শস্যসি জীবিতুম্ ॥ ২৪
এতানেব পুরোধায় সংকৃতা চ যথা পুরা।
অখিলাং ভোক্ষ্যসে সর্বাং পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥ ২৫
এতৈর্হি সহিত: সর্বৈ: পাণ্ডবৈ: ধৈশ্চ ভারত।
অস্মান্ বিজেষ্যসে শত্রূনেষ স্বার্থস্তবাখিল: ॥ ২৬
ভৈরেবোপার্জিতাং ভূমিং ভোক্ষ্যসে চ পরন্তপ।
যদি সম্পৎস্যসে পুত্রৈ: সহামাত্যৈর্নরাধিপ ॥ ২৭
সংযুগে বৈ মহারাজ দৃশ্যতে সুমহান্ ক্ষয়:।
ক্ষয়ে চোভয়তো রাজন্ কং ধর্মমনুপশ্যসি ॥ ২৮

পাণ্ডবৈর্নিহতৈ: সার্ধং পুত্রৈরপি মহাবলৈ:।
যদ্ বিনেষ্যা: সুখং রাজংস্তৎ ক্ষতি ভরতর্ষভ ॥ ২৯
শূরাশ্চ হি কৃতাস্ত্রাশ্চ সর্বে যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণ:।
পাণ্ডবাস্তাবকাশ্চৈব তান্ রক্ষ মহতো ভয়াৎ ॥ ৩০
ন পশ্যেম কুরূন্ সর্বান্ পাণ্ডবাংশ্চৈব সংযুগে।
ক্ষীণান্যুভয়ত: শূরান্ রথিনো রথিভির্হতান্ ॥ ৩১
সমবেতা: পৃথিব্যাং হি রাজানো রাজসত্তম।
অনর্থবশমাপন্না নাশয়েয়ুরিমা: প্রজা: ॥ ৩২
ত্রাহি রাজন্নিমং লোকং ন নশ্যেদিমা: প্রজা:।
ত্বয়ি প্রকৃতিমাপন্নে শেষ: স্যাৎ কুরুনন্দন ॥ ৩৩
উক্তা বদ্যস্তা হ্যীমথ মাধ্যা: পুণ্যাভিজাতয়:।
অন্যোন্যসচিবা রাজংস্তান্ পাহি মহতো ভয়াৎ ॥ ৩৪
শিবেনেমে ভূমিপালা: সমাগম্য পরস্পরম্।
সহ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ প্রতিযান্তু যথাগৃহম্ ॥ ৩৫

সুহৃৎ বিদ্যমান, সেই পক্ষের যোদ্ধাদিগের সহিত কোন্ বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? ১৯-২১

হে শত্রুতাপন! কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত অবস্থান করিলে আপনি পুনরায় সম্পূর্ণ জগতের সমাট্ হইয়া শত্রুগণের পক্ষে অজেয় হইয়া যাইবেন। ২২

শত্রুতাপন ভূপাল! এই অবস্থায় যে রাজা আপনার সমকক্ষ ও যে রাজা আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই রাজাও আপনার সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন। ২৩

এইরূপে আপনি আপনার পুত্র, পৌত্র, পিতৃতুল্য গুরুজন, ভ্রাতা ও সুহৃদ্বর্গের দ্বারা সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত হইয়া সুখে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইবেন॥ ২৪

ভূপতে! যদি আপনি পূর্বের ন্যায় পাণ্ডবগণকে সৎকার করিয়া ইহাদিগকে অগ্রে স্থাপন করেন, তাহা হইলে আপনি এই সমগ্র পৃথিবী উপভোগ করিতে পারিবেন। ২৫

হে ভারত! এই সমস্ত পাণ্ডব ও নিজ পুত্রগণের সহিত অবস্থান করিলে আপনি অন্য শত্রুদিগকেও জয় করিতে সমর্থ হইবেন। এইভাবে আপনার সকল স্বার্থই পূরণ হইবে॥ ২৬

শত্রুতাপন নরাধিপ! যদি আপনি মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত নিজ পুত্রগণের (কৌরব ও পাণ্ডবগণের) সঙ্গে মিলিতভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, তবে তাহাদের দ্বারা আপনি এই পৃথিবীর সুখ ভোগ করিবেন। ২৭

মহারাজ! যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তো কেবল মহান্ ধ্বংসই দেখা যায়। রাজন্! এইরূপে উভয়পক্ষের বিনাশ করার মধ্যে আপনি কি ধর্ম দেখিতে পাইতেছেন? ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিংবা আপনার মহাবলশালী পুত্রগণ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আপনি এরূপ অবস্থায় কি সুখ লাভ করিবেন, তাহা বলুন? ২৯

পাণ্ডবেরা ও আপনার পুত্রগণ সকলে শৌর্যশালী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও যুদ্ধের অভিলাষী। আপনি ইহাদের সকলকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। ৩০

যুদ্ধের পরিণামের কথা বিচার করিয়া আমি সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণকে নষ্টপ্রায় হইয়া যাইতে দেখিতেছি, কারণ, এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের বীর যোদ্ধারা পরস্পরের রথিগণ কর্তৃক নিহত হইবে॥ ৩১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজগণ এখানে একত্র হইয়া ক্রোধের বশতা স্বীকার করত সকল প্রজাকেই বিনাশ করিবেন॥ ৩২

কুরুকুলের আনন্দপ্রদ রাজন্! আপনি এই জগৎকে রক্ষা করুন; যাহাতে এই প্রজারা নাশপ্রাপ্ত না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই এই সব লোক বাঁচিয়া যাইবে। ৩৩

রাজন্! এই সকল রাজারাই শুদ্ধ, উদার, লজ্জাশীল, শ্রেষ্ঠ, পবিত্রকুলে উৎপন্ন এবং পরস্পরের সহায়ক। আপনি ইহাদের সকলকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন॥ ৩৪

আপনি এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে এই ভূপতিগণ পরস্পর

সুবাসসঃ স্রক্বিণশ্চ সংকৃতা ভরতর্ষভ।
অমর্ষঞ্চ নিরাকৃত্য বৈরাণি চ পরন্তপ ॥ ৩৬
হার্দং যৎ পাণ্ডবেষ্বাসীৎ প্রাপ্তেঽস্মিন্নায়ুষঃ ক্ষয়ে।
তদেব তে ভবত্বদ্য সন্ধৎস্ব ভরতর্ষভ ॥ ৩৭
বালাঃ বিহীনাঃ পিত্রা তে ত্বয়ৈব পরিবর্ধিতাঃ।
তান্ পালয় যথান্যায়ং পুত্রাংশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
ভবত্যেব হি রক্ষ্যন্তে ব্যসনেষু বিশেষতঃ।
মা তে ধর্মস্তথৈবার্থো নশ্যেত ভরতর্ষভ ॥ ৩৯
আহুয়াং পাণ্ডবা রাজন্নভিবাদ্য প্রসাদ্য চ।
ভবতঃ শাসনাদ্ দুঃখমনুভূতং সহানুগৈঃ ॥ ৪০
দ্বাদশেমানি বর্ষাণি বনে নির্ব্যুষিতানি নঃ।
ত্রয়োদশং তথাজ্ঞাতৈঃ সজনে পরিবৎসরম্ ॥ ৪১
জ্ঞাতা নঃ সময়ে তস্মিন্ পিতেতি কৃতনিশ্চয়াঃ।
নাহাস্ম সময়ং তাত ভক্তং নো ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥ ৪২
তস্মিন্ নঃ সময়ে তিষ্ঠ স্থিতানাং ভরতর্ষভ।
নিত্যং সংক্লেশিতা রাজন্ স্বরাজ্যাংশং লভেমহি ॥ ৪৩
ত্বং ধর্মমর্থং সজ্ঞানন্ সমাচ্ছন্নাতুমর্হসি।
গুরুত্বং ভবতি প্রেক্ষ্য বৃত্তং ক্লেশাংস্তিতিক্ষতে ॥ ৪৪
স ভবান্ মাতৃ-পিতৃধর্মাস্মু প্রতিপদ্যতাম্।
গুরোর্গরীয়সী বৃত্তিঃ পা চ শিষ্যস্য ভারত ॥ ৪৫
বর্তামহে ত্বয়ি চ তাং বৃত্তং বর্তস্ব নস্তথা।
পিত্রা হ্যাপত্তিতব্যা হি বয়মুৎপথমাস্থিতাঃ ॥ ৪৬

মিলিত হইয়া একত্রে পান-ভোজন করত বন্ধুগণের সহিত নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ৩৫

শত্রুতাপন ভরতকুলতিলক! এই সব নরপতিগণ উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ও সুন্দর হার ধারণ করত ক্রোধ ও শত্রুতা মন হইতে পরিহার পূর্বক সংকৃত হইয়া এখান হইতে নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাউন। ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন আপনার আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে; সুতরাং এই কুরুসভায় পাণ্ডবগণের উপর সেইরূপ স্নেহ রাখা কর্তব্য, যেরূপ স্নেহ পূর্বে ছিল; অতএব আপনি (স্নেহপ্রবণতাবশতঃ) সন্ধিস্থাপন করুন। ৩৭

ভরতর্ষভ! পাণ্ডবেরা বাল্যকাল হইতেই পিতৃহীন; আপনি তাহাদের পালন পোষণ করিয়া বর্ধিত করিয়াছেন, অতএব ইহাদিগকে ও আপনার পুত্রদিগকে ন্যায়ানুসারে পালন করুন। ৩৮

ভরতবংশভূষণ! পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। বিশেষতঃ সঙ্কটকাল আসিলে তো তাহাদের রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। এমন কোন সময় না আসুক, যাহাতে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়া আপনার ধর্ম ও অর্থ উভয়ই নাশ হইয়া যাইতে পারে। ৩৯

রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করত এই সংবাদ জানাইয়াছে—আপনার আদেশে অনুচরবর্গের সহিত আমরা অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিয়াছি। ৪০

বার বৎসর আমরা নির্জন বনে বাস করিয়াছি এবং তের বৎসরটি জনবাসে পরিপূর্ণ নগরমধ্যে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি। ৪১

তাত! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ পিতা, অতএব আমাদের সম্বন্ধে আপনার পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার উপর আপনি স্থির থাকিবেন (অর্থাৎ বনবাস শেষে আমরা প্রত্যাবর্তন করিলে আমাদের রাজ্য আপনি আনন্দিত মনে প্রত্যর্পণ করিবেন)—এই নিশ্চয় করিয়াই আমরা আমাদের বনবাসের ও অজ্ঞাতবাসের শপথ ভঙ্গ করি নাই, এই কথা আমাদের সহিত বাসকারী ব্রাহ্মণগণ জানেন। ৪২

ভরতবংশভূষণ! আমরা সেই প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়তার সহিত স্থিত আছি; অতএব আপনিও আপনার প্রতিজ্ঞাতে স্থির থাকুন। রাজন্! আমরা সর্বদা বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, এখন আমাদের রাজ্যভাগ আমরা লাভ করিতে চাই। ৪৩

আপনি ধর্মজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ্, অতএব আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনার মধ্যে গুরুত্ব দেখিয়া অর্থাৎ আপনি গুরুজন এই বিচার করিয়া (আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য) আমরা বহু ক্লেশ নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছি, এখন আপনিও আমাদের উপর মাতা-পিতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করুন।

হে ভারত! গুরুজনের প্রতি শিষ্য ও পুত্রগণের যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, আমরা তাদৃশ ব্যবহারই আপনার প্রতি করিয়া যাইতেছি। আপনিও আমাদের প্রতি গুরুজনোচিত স্নেহ রাখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করুন।

পুত্রতুল্য আমরা যদি কুপথে চলিতে থাকি, তবে পিতৃতুল্য আপনার কর্তব্য হইল আমাদিগকে সুপথে স্থাপিত করা। সেই জন্য পূর্বে আপনি নিজে ধর্মের শুভকর পথে অবস্থান করুন এবং আমাদিগকেও সেই ধর্মপথে লইয়া চলুন।

সংস্থাপয় পথিষ্বস্মাংস্তিষ্ঠে ধর্মে সুরর্ষভ।
আহুশ্চেমাং পরিষদং পুত্রাস্তে ভরতর্ষভ ॥ ৭৭
ধর্মজ্ঞেষু সভাসৎসু নেহ যুক্তমসাম্প্রতম্।
যত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ ॥ ৭৮
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ।
বিদ্ধো ধর্মো হ্যধর্মেণ সভাং যত্র প্রপদ্যতে ॥ ৭৯
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ।
ধর্ম এষানাকৃন্তন্তি যথা নদ্যনুকূলজান্ ॥ ৮০
যে ধর্মমুপজীবন্তস্তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
তে সত্যমার্তধর্মাঞ্চ স্থাণাঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৮১
শক্যং কিমন্যদ্ বক্তুং তে দানাদনৃজনেশ্বর।
ব্রুবন্তু তে মহীপালাঃ সভায়াং যে সমাসতে ॥ ৮২
ধর্মার্থৌ সম্প্রধার্যৈব যদি সাতং স্ত্রবীম্যহম্।
প্রমুঞ্চেমান্ মৃত্যুপাশাৎ ক্ষত্রিয়ান্ পুরুষর্ষভ ॥ ৮৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র পাণ্ডবগণ যে সভায় উপস্থিত এই সংবাদ দিয়াছে যে, এই সভাসদ্‌গণ সকলেই ধর্মজ্ঞ, সুতরাং এখানে কোন অন্যায় কার্য্য হউক, ইহা উচিত নহে।

যেখানে সভাসদ্‌গণের প্রত্যক্ষে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, সেখানে সেই সভাসদ্‌গণও বিনষ্ট হয়।

যে সভাতে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হয় এবং সভাসদ্‌গণ সেই অধর্ম্মরূপী কণ্টককে ছেদন করিয়া বাহির না করে, সেখানে সেই কণ্টকদ্বারা সভাসদ্‌গণই বিদ্ধ হয় (অর্থাৎ সভাসদ্‌গণকেই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়)। যেরূপ নদী নিজ তীরে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহকে পাতিত করিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ উক্ত অধর্ম্ম-বিদ্ধ ধর্ম্ম সেই সভাসদ্‌গণকেও নাশ করিয়া থাকে। ৭৭-৮০

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে পাণ্ডবগণ সদা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মের বিষয়ই চিন্তা করিতে করিতে কোন প্রতিকার না করিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করিতেছে, তাহারা যে আপনাকে রাজা ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছে, উহা সত্য (যথার্থ), ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। ৮১

হে জনেশ্বর! পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করা ব্যতীত আপনাকে অন্য কি কথা আর বলিতে পারি? এ সভাতে যে সমস্ত কৃপালক্ষ্য বসিয়া আছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে যথার্থ বিচার করিয়া স্বয়ংই বলিবেন, আমি তাহা কথা বলিতেছি কি না? পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি এই ক্ষত্রিয়সমাজকে মৃত্যুর পাশ হইতে রক্ষা করুন। ৮২-৮৩

প্রশাম্য ভরতশ্রেষ্ঠ মা নশ্যদ্বলমরণ্যবৎ
পিত্র্যাং তেভ্যঃ প্রদায়াংশং পাণ্ডবেভ্যো যথোচিতম্ ॥ ৮৪
ততঃ সপুত্রঃ সিদ্ধার্থো ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ পরন্তপ।
অজাতশত্রুং জানীষে স্থিতং ধর্মে সতাং সদা ॥ ৮৫
সপুত্রে ত্বয়ি বৃত্তিঞ্চ বর্ততে যাং নরাধিপ।
দাহিতশ্চ নিরস্তশ্চ ধামেবোপাশ্রিতঃ পুনঃ ॥ ৮৬
ইন্দ্রপ্রস্থং গয়ৈবাসৌ সপুত্রেণ বিবাসিতঃ।
স তত্র নিবসন্ সর্বান্ বশমানীয় পার্থিবান্ ॥ ৮৭
অমুষ্যানকরোদ্ রাজন্ ন চ হ্রাসত্যবর্ততে।
ওজস্তেজো বর্ত্তমানস্তু সৌবলেন দ্বিতীয়তা ॥ ৮৮
রাষ্ট্রাণি ধনধান্যঞ্চ প্রযুক্তঃ পরমোপধিঃ।
স তামবস্থাং সম্প্রাপ্য কৃষ্ণাং প্রেক্য সভাগতাম্ ॥ ৮৯
ক্ষত্রধর্মাদমেয়াত্মা নাকম্পত যুধিষ্ঠিরঃ।
অহং তু তব তেষাঞ্চ শ্রেয় ঈপ্সামি ভারত ॥ ৯০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি শান্ত হউন, ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। হে পরন্তপ! পাণ্ডবদিগকে যথোচিত পৈতৃক রাজ্যভাগ প্রদান করত পুত্রগণের সহিত সফলমনোরথ হইয়া মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোগ করুন।

নরাধিপ! আপনি ইহা জানেন যে, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মে বিদ্যমান আছেন। পুত্রবর্গের সহিত আপনার প্রতি তাঁহার ব্যবহার, উহাও আপনার অপরিচিত নহে। ইহাও আপনারা তাঁহাকে দাহাগৃহের অগ্নিতে দগ্ধ করাইবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং রাজ্য ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি পুনরায় আপনারই শরণাপন্ন হইয়াছেন। ৮৪-৮৬

পুত্রগণের সহিত আপনিই এই হস্তিনাপুর হইতে যুধিষ্ঠিরকে নির্ব্বাসিত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসী করিয়াছেন। তিনি সেখানেই বাস করত সমস্ত রাজগণকে নিজের বশবর্ত্তী করিয়া তাহাদিগকে আপনার মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। রাজন্! তথাপি যুধিষ্ঠির কখনও আপনার আদেশ উল্লঙ্ঘন করেন নাই।

এরূপ অন্যায়ব্যবহারপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ও ধন-ধান্য হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সুবলপুত্র শকুনি পাশাখেলায় নিজের অতিশয় কপট জাল বিস্তার করিয়াছিলেন।

এতাদৃশ দুঃখময় অবস্থায় পতিত হইয়া অপরিমিত ধৈর্য্যশালী যুধিষ্ঠির নিজ পত্নী মহারাজ দ্রৌপদীকে সভায় (তিরস্কার করিতে

ধর্মাদর্থাং সুখাচ্চৈব মা রাজন্ নীনশঃ প্রজাঃ।
অনর্থমর্থং মন্যানোঽপার্থং চানর্থমাত্মনঃ ॥ ৬১
লোভেঽতিপ্রসৃতান্ পুত্রান্ নিগৃহ্লীষ বিশাম্পতে।
স্থিতাঃ শুশ্রূষিতুং পার্থাঃ স্থিতা যোদ্ধুমরিন্দমাঃ ॥
যৎ তে পথ্যতমং রাজংস্তস্মিংস্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তদ্ বাক্যং পার্থিবাঃ সর্বে হৃদয়ৈঃ সমপূজয়ন্।
ন তত্র কশ্চিদ্ বক্তুং হি বাচং প্রাক্রামদগ্রতঃ ॥ ৬৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

করিতে) লইয়া আসিতে দেখিয়াও যাঁহার ক্ষত্রিয় ধর্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

ভারত! আমি আপনার এবং পাণ্ডবগণের কল্যাণকামী। রাজন্! আপনি প্রজাদিগকে ধর্ম, অর্থ ও সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। এখন আপনি অনর্থকেই অর্থ ও অর্থকেই নিজের পক্ষে অনর্থ বলিয়া মনে করিতেছেন ॥ ৫৯-৬১

হে কুরুপতে! আপনার পুত্রেরা লোভে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, আপনি তাহাদিগকে সংযত করুন। রাজন্! শত্রুদমন কুন্তীপুত্রগণ আপনার সেবা করিবার জন্যও উৎসুক এবং যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত। পরন্তপ! অতঃপর আপনি আপনার পক্ষে যাহাকে বিশেষ হিতকর বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই পালন করুন ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ভাষণকে সকল কুরুপতিগণই হৃদয়ের দ্বারা সমাদর করিলেন। সেখানে তখন ইহার উত্তরে কিছু বলিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যান-পর্বে কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধন্বোদ্ভবকথাপ্রসঙ্গেন পরশুরামস্য নর-নারায়ণস্বরূপয়োঃ পার্থ-শ্রীকৃষ্ণয়োর্মাহাত্ম্যবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্মিন্নভিহিতে বাক্যে কেশবেন মহাত্মনা।
স্তিমিতা হৃষ্টরোমাণ আসন সর্বে সভাসদঃ ॥ ১
কশ্চিদুত্তরমেতেষাং বক্তুং নোৎসহতে পুমান্।
ইতি সর্বে মনোভিস্তে চিন্তয়ন্তি স্ম পার্থিবাঃ ॥ ২
তথা তেষু চ সর্বেষু তূষ্ণীম্ভূতেষু রাজসু।
জামদগ্ন্য ইদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুসংসদি ॥ ৩

ইমাং মে সোপমাং বাচং শৃণু সত্যামশঙ্কিতঃ।
তাং শ্রুত্বা শ্রেয় আধৎস্ব যদি সাধ্বিতি মন্যসে ॥ ৪
রাজা ধন্বোদ্ভবো নাম সর্বভৌমঃ পুরাভবৎ।
অখিলাং বুভুজে সর্বাং পৃথিবীমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৫
স স্ম নিত্যং নিশাপায়ে প্রাতরুত্থায় বীর্যবান্।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চৈব পৃচ্ছত্যন্তে মহারথঃ ॥ ৬

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[পরশুরাম কর্তৃক ধন্বোদ্ভবকথা প্রসঙ্গে নর-নারায়ণস্বরূপ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ববর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর সমস্ত সভাসদ্‌গণ স্তিমিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ১

তখন কুরুপতিগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যের কোন ব্যক্তিই উত্তর দিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২

এইরূপে সমস্ত রাজগণকে মৌন হইয়া থাকিতে দেখিয়া জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম কৌরবসভায় এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৩

রাজন্! তুমি নির্ভয়ে আমার উদাহরণযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। ইহা শুনিয়া যদি তুমি কল্যাণকারী ও উত্তম বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তাহা স্বীকার করিয়া লও ॥ ৪

পুরাকালে ধন্বোদ্ভবনামে প্রসিদ্ধ এক সার্বভৌম সম্রাট্ এই সমগ্র ভূমণ্ডলের রাজা ভোগ করিয়াছিলেন—এই কথা আমি শুনিয়াছি ॥ ৫

সেই মহারথী ও পরাক্রমশালী ভূপতি প্রতিদিন রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-গণকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ৬

অস্তি কশ্চিদ্ বিশিষ্টো বা মদ্বিধো বা ভবেদ্ ভুবি।
শূদ্রো বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বা ব্রাহ্মণো বাপি সত্তমঃ ॥ ৭

ইতি ব্রুবন্নচরৎ স রাজা পৃথিবীমিমাম্।
দর্পেণ মহতা মত্তঃ কঞ্চিদন্যমচিন্তয়ন্ ॥ ৮

তঞ্চ বৈদ্যা অকৃপণা ব্রাহ্মণাঃ সর্বতোঽভয়াঃ।
প্রত্যবেধন্ত রাজানং ধ্রাযমানং পুনঃ পুনঃ ॥ ৯

নিষিধ্যমানোঽপ্যসকৃৎ পৃচ্ছত্যেব স বৈ দ্বিজান্।
অভিমানং শ্রিয়া মত্তং তমূচুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১০

তপস্বিনৌ মহাত্মানৌ বেদপ্রত্যক্ষদর্শিনঃ।
উদীর্য্যমাণং রাজানং ক্রোধদীপ্তা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১১

অনেকজন্মিনৌ সংখ্যে যৌ বৈ পূরুষসত্তমৌ।
তয়োর্মা ন সমো রাজন্ ভবিতাসি কদাচন ॥ ১২

এবমুক্তঃ স রাজা তু পুনঃ পপ্রচ্ছ তান্ দ্বিজান্।
ক্ব তৌ বীরৌ কৃতস্থানৌ কিংকর্মাণৌ চ কৌ চ তৌ ॥ ১৩

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

নরো নারায়ণশ্চৈব তাপসাবিতি নঃ শ্রুতম্।
আয়াতৌ মানুষে লোকে তাভ্যাং যুধ্যস্ব পার্থিব ॥ ১৪

শ্রূয়েতে তৌ মহাত্মানৌ নর-নারায়ণাবৃভৌ।
তপো ঘোরমনির্দেশ্যং তপ্যেতে গন্ধমাদনে ॥ ১৫

স রাজা মহতীং সেনাং যোজয়িত্বা ষড়ঙ্গিনীম্।
অমৃষ্যমাণঃ সম্প্রায়াদ্ যত্র তাবপরাজিতৌ ॥ ১৬

স গত্বা বিষমং ঘোরং পর্বতং গন্ধমাদনম্।
মার্গমাণোঽন্বগচ্ছৎ তৌ তাপসৌ বনমাশ্রিতৌ ॥ ১৭

তৌ দৃষ্ট্বা ক্ষুৎ-পিপাসাভ্যাং কৃশৌ ধমনিসন্ততৌ।
শীত-বাতাতপৈশ্চৈব কর্শিতৌ পুরুষোত্তমৌ ॥ ১৮

অভিগম্যোপসংগৃহ্য পর্য্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্।
তমর্চিত্বা মূল-ফলৈর্বাসমেনোদকেন চ ॥ ১৯

এই জগতে কি কোন এতাদৃশ পরাক্রমী শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি যুদ্ধে আমার অপেক্ষা অধিক বা আমার সদৃশ হইতে পারেন? ৭

এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সেই রাজা বহুলোকের অত্যন্ত গর্বে উন্মত্ত হইয়া অন্য কাহাকেও কোন কিছুরূপে গণ্য না করিয়া ভূতলে বিচরণ করিতেছিলেন। ৮

সেই সময় সর্বদা নির্ভয়, উদার ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বারংবার আত্মপ্রশংসাকারী উক্ত নরপতিকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ৯

তাঁহারা নিষেধ করিলেও তিনি ব্রাহ্মণগণকে বারংবার এই প্রশ্নই করিতে থাকেন। তাঁহার অহঙ্কার অত্যন্ত বর্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি ধন-বৈভবের মদে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজাকে এই প্রশ্নই বারংবার করিতে দেখিয়া বেদের নিত্যত্বকে প্রত্যক্ষ দর্শনকারী মহামনা তপস্বী ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১০-১১

রাজন্! দুইজন এমন পুরুষশ্রেষ্ঠ আছেন, যাঁহারা যুদ্ধে বহু যোদ্ধাকে জয় করিয়াছেন। তুমি যেন কখনও তাঁহাদের সম্মুখীন হইও না। ১২

তাঁহারা এই কথা বলিলে রাজা পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই দুই বীর কোথায় থাকেন? তাঁহাদের জন্ম কোন স্থানে হইয়াছে? তাঁহাদের কি কর্ম ও নাম কি? ১৩

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হুগাদ! আমরা শুনিয়াছি—তাঁহারা নর ও নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ তপস্বী এবং বর্তমানে মনুষ্যলোকে আসিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের দুই জনের সহিত যুদ্ধ কর। ১৪

শুনা যায় যে, সেই দুই মহাত্মা নর ও নারায়ণ গন্ধমাদনপর্বতে এরূপ ঘোর তপস্যা করিতেছেন, যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ১৫

রাজা এই কথা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক, যান ও উষ্ট্র—এই ছয় প্রকার অঙ্গযুক্ত বিশাল সৈন্যবাহিনী সুসজ্জিত করিয়া সেই স্থানে যাত্রা করিলেন, যেখানে অপরাজিত দুই বীর মহাত্মা বিদ্যমান ছিলেন। ১৬

রাজা তাঁহাদের দুই জনের অন্বেষণ করিতে করিতে দুর্গম ও ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিলেন এবং বনে অবস্থিত দুই তপস্বীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৭

সেই দুই পুরুষোত্তম তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সর্বাঙ্গে বিস্তৃত নাড়ীসমূহ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। তাঁহারা শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুর কষ্ট সহ্য করিতে করিতে অত্যন্ত কৃশকায় হইয়া গিয়াছিল। ১৮

নিকটে যাইয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করত রাজার সেই দুই জনকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তখন নর ও নারায়ণ রাজার আগমনসৎকার করিয়া আসন, জল ও ফলমূল প্রদান করত তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

ক্ষমস্বেত্যাং রাজানং কিং কার্য্যং ক্রিয়তামিতি।
ততস্তামানুপূর্ব্বীং স পুনরেবাহকীর্ত্তয়ৎ ॥ ১৯

বাহুভ্যাং মে জিতা ভূমিরিহতাঃ সর্ব্বশত্রবঃ।
ভবদ্ভ্যাং যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ পরাপ্তোঽস্মি পর্ব্বতম্ ॥ ২১
আতিথ্যং দীয়তামেতৎ কাঙ্ক্ষিতং মে চিরং প্রতি।

নর-নারায়ণাবূচতুঃ।

অপেতক্রোধলোভোঽয়মাশ্রমো রাজসত্তম ॥ ২২
ন ক্ষত্রিয়াণামত্রৈব যুদ্ধং কুতঃ শস্ত্রং কুতোঽনঘ।
অন্যত্র যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষ বহবঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৩

রাম উবাচ।

উচ্যমানস্তথাপি ত্বং ভূয় এবাভ্যভাষত।
পুনঃ পুনঃ ক্ষমাণঃ সান্ত্বয়ানশ্চ ভারত ॥ ২৪
দম্ভোদ্ভবো যুদ্ধনিচ্ছন্নাহ্বয়েত্যেব তাপসৌ।
ততো নরস্তিষীকাণাং মুষ্টিমাদায় ভারত ॥ ২৫

অস্ত্রবীদেহি যুদ্ধ্যস্ব যুদ্ধকামুক ক্ষত্রিয়।
সর্ব্বশস্ত্রাণি চাদৎস্ব যোজয়স্ব চ বাহিনীম্ ॥ ২৬
(সন্নহ্যস্ব চ বর্ম্মাণি যানি চান্যানি সন্তি তে।)
অহং হি তে বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধামিতঃ পরম্।
(যদাহ্বয়সি দর্পেণ ব্রাহ্মণপ্রমুখান্ জনান্ ॥)

দম্ভোদ্ভব উবাচ।

যদ্যেতদস্ত্রমস্মাস্থ যুক্তং তাপস মন্যসে ॥ ২৭
এতেনাপি বধা যোৎস্যে যুদ্ধার্থী হ্যহমাগতঃ।

রাম উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শরবর্ষেণ সর্ব্বতঃ সমবাকিরৎ ॥ ২৮
দম্ভোদ্ভবস্তাপসং তং ছিন্নাংস্তঃ সহসৈনিকঃ।
তস্য তানস্ততো ঘোরানিষূন্ পরশুনচ্ছিদঃ ॥ ২৯
কবর্ষীকৃত্য স মুনিস্তিষীকাভিঃ সমার্পয়ৎ।
ততোঽস্মৈ প্রাসৃজদ্ ঘোরমৈষীকমপরাজিতঃ ॥ ৩০

বলুন, আপনার কি সেবা করিব? এই কথা শুনিয়া রাজা নিজের সারা বৃত্তান্ত পুনরায় আনুপূর্ব্বিক্রমে তাঁহাদের নিকট বর্ণনা করিলেন ॥ ১৯-২০

তিনি আরও বলিলেন,—আমি নিজ বাহুবলে সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়াছি এবং শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ নিহত করিয়াছি। এখন আপনাদের দুইজনের সহিত যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া আমি এই পর্ব্বতে আসিয়াছি। ইহাই আমার বহুকালের অভিলষিত মনোরথ। আপনারা অতিথি সৎকারের মাধ্যমে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

নর ও নারায়ণ বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমাদের এই আশ্রম ক্রোধ ও লোভশূন্য, সুতরাং এই আশ্রমে কখনও কোন যুদ্ধ হইতে পারে না; সেই স্থলে অহ-রহ এ দুষ্টচিত্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ কিভাবে থাকিতে পারিবে? এই পৃথিবীতে বহু ক্ষত্রিয় আছে, তুমি তাহাদের নিকট যাইয়া যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ২১-২৩

পরশুরাম বলিলেন,—ভারত! সেই দুই মহাত্মা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। তথাপি দম্ভোদ্ভব যুদ্ধের ইচ্ছায় সেই তাপসদ্বয়কে যুদ্ধের জন্যই আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভারত! তখন মহাত্মা নর হস্তে এক মুষ্টি ইষিকা লইয়া বলিলেন—যুদ্ধাভিলাষী ক্ষত্রিয়! আগমন কর ও যুদ্ধ কর। নিজের সকল অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ কর, সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত কর। (কবচ ধারণ কর এবং অন্যান্য যে সমস্ত তোমার যুদ্ধের সামগ্রী আছে, তাহাও প্রস্তুত কর। তুমি গর্ব্বভরে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণের মনুষ্যগণকে যুদ্ধের জন্য যে আহ্বান করিতেছ, সেইজন্য আজ আমি তোমার সেই যুদ্ধের অনুরাগ দূরীভূত করিব) ॥ ২৪-২৬

দম্ভোদ্ভব বলিলেন,—তাপস! যদি আপনি এই অস্ত্রই আমার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি ইহার দ্বারাই আপনার সহিত যুদ্ধ অবশ্যই করিব; কারণ, আমি যুদ্ধ করিতেই এখানে আসিয়াছি।

পরশুরাম বলিলেন,—এই কথা বলিয়া সৈন্যগণের সহিত দম্ভোদ্ভব তপস্বী নরকে নিহত করিবার জন্য সর্ব্ব দিক্ হইতে তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিয়া দিলেন।

তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর বাণ শত্রুর দেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে সমর্থ ছিল, কিন্তু মুনি সেই বাণপ্রহারকারী দম্ভোদ্ভবকে দৌমন্ত্রপে গ্রাহ্য না করিয়া ইষিকাসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

তারপর অপরাজিত সেই মহর্ষি নর তাঁহার উপর ভয়ঙ্কর ঐষিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য ছিল। তখন সে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইল।

অস্ত্রমপ্রতিসংহ্রেয়ুঃ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তেষামক্ষীণি কর্ণাংশ্চ নাসিকাশ্চৈব মায়য়া ॥ ৩১
নিমিত্তবেধী স মুনিরিষীকাভিঃ সমার্পয়ৎ।
স দৃষ্ট্বা শ্বেতমাকাশমিষীকাভিঃ সমাচিতম্ ॥ ৩২
পাদয়োর্নিপতদ্ রাজা স্বস্তি মেঽস্ত্বিতি চাব্রবীৎ।
তমব্রবীন্নরো রাজন্ শরণ্যঃ শরণৈষিণাম্ ॥ ৩৩
ব্রহ্মণ্যো ভব ধর্মাত্মা মা চ মৈবং পুনঃ কৃথাঃ।
নৈতাদৃক্ পুরুষো রাজন্ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ৩৪
মনসা নৃপশার্দূল ভবেঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মা চ দর্পসমাবিষ্টঃ ক্ষেপ্সীঃ কাংশ্চিৎ কথঞ্চন ॥ ৩৫
অগ্র্যাংসং বিশিষ্টং বা তং তে রাজন্ সমাহিতম্।
কৃতপ্রজ্ঞো বীতলোভো নিরহঙ্কার আত্মবান্ ॥ ৩৬
শান্তঃ কান্তো মৃদুঃ সৌম্যঃ প্রজাঃ পালয় পার্থিব।
মা চ ক্ষুদ্রঃ ক্ষিপেঃ কঞ্চিদবিদ্বান্ বলাবলম্ ॥ ৩৭
অনুজ্ঞাতঃ স্বস্তি গচ্ছ মৈবং ক্ষুদ্রঃ সমাচরেঃ।
কুশলং ব্রাহ্মণান্ পৃচ্ছেরারোহেশ্চনাদ্ ভৃশম্ ॥ ৩৮
ততো রাজা তয়োঃ পাদাবভিবাদ্য মহাত্মনোঃ।
প্রত্যাজগাম স্বপুরং ধর্মং চৈবাচরদ্ ভৃশম্ ॥ ৩৯
সুমহচ্চাপি তৎ কর্ম তয়োরেব কৃতং পুরা।
ততো গুণৈঃ সুবহুভিঃ শ্রেষ্ঠো নারায়ণোঽভবৎ ॥ ৪০
তস্মাদ্ যাবদ্ ধনুঃশ্রেষ্ঠে গাণ্ডীবেঽস্ত্রং ন যুজ্যতে।
তাবদ্ ত্বং মানমুৎসৃজ্য গচ্ছ রাজন্ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪১
কাকুদীকং শুকং নাকমক্ষিসন্তর্জনং তথা।
সন্তানং নর্তকং ঘোরমাত্মমোহকমষ্টমম্ ॥ ৪২

এইরূপে লক্ষ্যবেধকারী মহর্ষি মায়া দ্বারা ঐন্দ্রাস্ত্র-প্রয়োগে হস্তোদ্ভবের সৈন্যগণের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা বিদ্ধ করিলেন।

রাজা হস্তোদ্ভব ঐন্দ্রাস্ত্রে সমাবৃত সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে শ্বেতবর্ণ হইয়া যাইতে দেখিয়া মুনির চরণে পতিত হইলেন এবং বলিলেন—ভগবন্! আমার কল্যাণ হউক।

রাজন্! শরণার্থী ব্যক্তিগণের শরণদাতা ভগবান্ নর তাঁহাকে বলিলেন,—এখন হইতে ব্রাহ্মণহিতৈষী ও ধর্মাত্মা হও। পুনরায় কখনও এরূপ সাহস করিতে যাইও না।

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! শত্রুনগরবিজয়ী বীর পুরুষ হইয়া ধর্ম স্মরণ করিয়া কখনও মনে মনেও এরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যুক্ত হন না, যেরূপ তুমি করিয়াছ।

রাজন্! আজ হইতে পুনরায় কখনও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া তোমা হইতে বিশিষ্ট (বড়) বা কনিষ্ঠ (ছোট) কোন রাজারই উপর কোনরূপ নিন্দনীয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না। এ বিষয়ে আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিলাম।

কৃপাল! তুমি বিনীতবুদ্ধিসম্পন্ন, লোভশূন্য, অহঙ্কাররহিত, মনস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, কোমলস্বভাব ও সৌম্য হইয়া প্রজাগণকে পালন কর। পুনরায় অস্ত্র কাহারও বলাবল না জানিয়া তুমি কাহাকেও নিন্দিত বাক্য বলিও না ॥ ২৭-৩৭

আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি গমন কর। পুনরায় এরূপ কার্য করিবে না। বিশেষতঃ আমাদের দুই জনের কথানুসারে তুমি ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে থাক ॥ ৩৮

তদনন্তর রাজা হস্তোদ্ভব সেই দুই মহাত্মার চরণে প্রণাম করত নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিশেষভাবে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৯

এইরূপে পূর্বকালে মহাত্মা [illegible] এক মহান্ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেও বহুগুণে বিভূষিত হওয়ায় ভগবান্ নারায়ণই শ্রেষ্ঠ ॥ ৪০

রাজন্! অতএব যে পর্যন্ত না মহাশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে (ধনুকে) অস্ত্রসমূহ সংযোজিত হয়, সেই পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়া অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া যাও ॥ ৪১

কাকুদীক (প্রস্থাপন), শুক (মোহন), নাক (উন্মাদন), অক্ষিসন্তর্জন (ত্রাসন), সন্তান (দৈব), নর্তক (পৈশাচ), ঘোর (রাক্ষস) ও আত্মমোহক (মায়া)—এই আট প্রকার অস্ত্র আছে ॥ ৪২

* যে অস্ত্রে অভিভূত হইয়া ঘোড়া রথ ও হাতী প্রভৃতির ককুদে (পৃষ্ঠভাগে) নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া যায়, সেই অস্ত্রের নাম কাকুদীক ও প্রস্থাপন। যেরূপ শুক ফলের উপর স্থিত পক্ষীর নখকে ধরিয়া ভয়ে চীৎকার করে, সেইরূপ যাহা দ্বারা মোহিত হইয়া যোদ্ধা ভয়ের কারণ না থাকিলেও ভীত হইয়া অশ্ব বা রথ প্রভৃতির নিম্নে গিয়া পড়িয়া যায়, সেই অস্ত্রের নাম শুক বা মোহন। যে অস্ত্রে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যোদ্ধার নাক (স্বর্গ) দর্শন হয়, তাহাকে নাক বা উন্মাদন অস্ত্র বলে। যে অস্ত্রের প্রহারে বিদ্ধ হইয়া যোদ্ধারা ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে থাকে, তাহাকে অক্ষিসন্তর্জন কিংবা ত্রাসন অস্ত্র বলা হয়। যাহার প্রয়োগে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সদা অশ্রুবর্ষণ হইতে থাকে, তাহাকে সন্তান বা দৈব অস্ত্র বলে।

এতৈর্বিদ্ধাঃ সর্ব এব মরণং যান্তি মানবাঃ।
কাম-ক্রোধৌ লোভ-মোহৌ মদ-মানৌ তথৈব চ ॥৪৩
মাৎসর্য্যাহঙ্কৃতী চৈব ক্রমাদেব উদাহৃতাঃ।
উদ্যতাশ্চ বিচেষ্টন্তে নষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥ ৪৪
হসন্তি চ রুদন্তে চ ছর্দয়ন্তি চ মানবাঃ।
মূত্রয়ন্তে চ সততং রুদন্তি চ হসন্তি চ ॥ ৪৫
নির্ঘাতা সর্বলোকানামীশ্বরঃ সর্বকর্মবিৎ।
যস্য নারায়ণো বন্ধুরর্জুনো যুধি তুঃসহো যুধি ॥ ৪৬
কস্তমুৎসহতে জেতুং ত্রিষু লোকেষু ভারত।
বীরং কপিধ্বজং জিষ্ণুং যস্য নাস্তি সমো যুধি ॥ ৪৭
অসংখ্যেয়া গুণাঃ পার্থে তদ্বিশিষ্টো জনার্দনঃ।
যমেব কুরুষে সাধ্যানি কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৮

নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জুন-কেশবৌ।
বিজানীহি মহারাজ প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪৯
যত্তেতদেবং জানাসি স চ মামভিপদ্যতে।
আর্য্যাং মতিং সমাস্থায় শাম্য ভারত পাণ্ডবৈঃ ॥ ৫০
অথ চেন্মন্যসে শ্রেয়ো ন মে ভেদো ভবেদিতি।
প্রশাম্য ভরতশ্রেষ্ঠ মা চ যুদ্ধে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৫১
ভবতাঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কুলং বহুমতং ভুবি।
তৎ তথৈবাস্তু ভদ্রং তে স্বার্থমেবোপচিন্তয়ে ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি দম্ভোদ্ভবোপাখ্যানে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

এই অস্ত্র বিদ্ধ হইলে সকল মনুষ্যই মৃত্যুবরণ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার—এই ক্রমে আট প্রকার দোষ বলা হইয়াছে, যাহাদের প্রতীকস্বরূপ উপরি-লিখিত আট প্রকার অস্ত্র।

এই অস্ত্রসমূহের প্রয়োগে কত যোদ্ধা উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায় এবং শেষটায় উন্মত্ততার চেষ্টাই করিতে থাকে। কত যোদ্ধার সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না, তাহারা অচেতন হইয়া পড়ে। কতক যোদ্ধা নিদ্রিত হইয়া যায়। কত যোদ্ধা লাফাইতে থাকে এবং চীৎকার করিতে থাকে। কত যোদ্ধা মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে এবং কত যোদ্ধা কখনও হাসিতে থাকে আবার কখনও কাঁদিতে থাকে ॥ ৪৩-৪৫

রাজন্! সর্বলোকের স্রষ্টা ঈশ্বর ও সকল কর্মের জ্ঞাতা নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, সেই নরস্বরূপ অর্জুন যুদ্ধে দুঃসহ (কারণ, ওঁহার উপরি কথিত আট প্রকার অস্ত্র আছে) ॥ ৪৬

ভারত! যুদ্ধে যাহার সদৃশ কেহ নাই, সেই অজেয় বীর কপিধ্বজ অর্জুনকে জয় করিবার সাধ্য ত্রিলোকের কোন্ ব্যক্তি করিতে পারে? ৪৭

অর্জুনের মধ্যে অসংখ্য গুণ বর্তমান এবং ভগবান্ জনার্দন তাহা হইতেও অধিক গুণবান্। তুমিও কুন্তীপুত্র অর্জুনকে ভালভাবেই জান ॥ ৪৮

যে দুই মহাত্মা নর ও নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা দুই জনেই হইলেন—অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ! তোমার এই কথা জানা উচিত যে, এই পুরুষোত্তম অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ॥ ৪৯

ভারত! যদি তুমি আমার এই কথা এইক্ষণেই জানিয়া থাক এবং আমার উপর যদি তোমার কোন সন্দেহ না থাকে, তবে তুমি উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-স্থাপন কর ॥ ৫০

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার এই মতি বিদ্যমান থাকে যে, আমাদের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি নাই ও আমার বাক্যে যদি তুমি তোমার কল্যাণসম্বন্ধে কিছু বুঝিয়া থাক, তবে সন্ধিস্থাপন করিয়া শান্ত হও এবং যুদ্ধে মনস্থির করিও না ॥ ৫১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমাদের এই বংশ পৃথিবীতে সর্বতোভাবে সম্মানিত। এই বংশ সেই ভাবে সম্মানিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং তোমার কল্যাণ হউক। তুমি অতঃপর নিজ বাস্তবিক স্বার্থের বিষয় এখন চিন্তা কর ॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে
দম্ভোদ্ভব-উপাখ্যানবিষয়ক ষড়ধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সন্ধিস্থাপনায় দুর্য্যোধনং প্রবোধয়তা কণ্বমুনিনা মাতলেরুপাখ্যানস্য প্রারম্ভঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জামদগ্ন্যবচঃ শ্রুত্বা কণ্বোঽপি ভগবানৃষিঃ।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুসংসদি ॥ ১

কণ্ব উবাচ।

অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ।
তথৈব ভগবন্তৌ তৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ২
আদিত্যানাং হি সর্বেষাং বিষ্ণুরেকঃ সনাতনঃ।
অজয্যশ্চাব্যয়শ্চৈব শাশ্বতঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩
নিমিত্তমরণাশ্চান্তে চন্দ্র-সূর্য্যৌ মহী জলম্।
বায়ুরগ্নিস্তথাকাশং গ্রহাস্তারাগণাস্তথা ॥ ৪
তে চ কল্পান্তে জগতো হিত্বা লোকত্রয়ং সদা।
ক্ষয়ং গচ্ছন্তি বৈ সর্বে সৃজ্যন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫
মুহূর্তমরণাস্তস্তে মানুষা মৃগ-পক্ষিণঃ।
তৈর্য্যগ্‌যোন্যশ্চ যে চান্যে জীবলোকচরাস্তথা ॥ ৬
কৃমিষ্ঠেন তু রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রং ভুক্তাধিষু ক্ষয়ে।
তরুণাঃ প্রতিপদ্যন্তে ভোক্তুং সুকৃত-দুষ্কৃতে ॥ ৭
স ভবান্ ধর্ম্মপুত্রেণ শমং কর্ত্তুমিহার্হতি।
পাণ্ডবাঃ কুরবশ্চৈব পালয়ন্তু বসুন্ধরাম্ ॥ ৮
বলবানহমিত্যেব ন মন্তব্যং সুযোধন।
বলবদ্ভ্যো বলিভ্যো হি দৃশ্যন্তে পুরুষর্ষভ ॥ ৯
ন বলং বলিনাং মধ্যে বলং ভবতি কৌরব।
বলবন্তো হি তে সর্বে পাণ্ডবা দেববিক্রমাঃ ॥ ১০
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মাতলের্দাতুকামস্য কন্যাং গুণবতীং বরম্ ॥ ১১
ত্রিলোকেশস্য শক্রস্য মাতলির্নাম সারথিঃ।
তস্যৈকৈব কুলে কন্যা রূপতো লোকবিশ্রুতা ॥ ১২

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকে সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রবোধদান করিতে করিতে কণ্বমুনিকর্ত্তৃক মাতলির উপাখ্যান আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কণ্বমুনিও কৌরবসভায় দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১

কণ্ব বলিলেন,—যেরূপ লোকপিতামহ ব্রহ্মা অক্ষয় ও অবিনাশী, সেইরূপ এই দুই ভগবান্ নর-নারায়ণ ঋষিও। ২

অদিতির সকল পুত্রগণ কিংবা সম্পূর্ণ আদিত্যগণের মধ্যে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই অজেয়, অবিনাশী, শাশ্বত (নিত্য বিদ্যমান) এবং সর্ব্বশক্তিমত্তাশালী সনাতন পরমেশ্বর। ৩

অন্য সমস্ত লোকই কোন না কোন নিমিত্তঅনুসারে মৃত্যু-কবলিত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল—এ সমস্তই নাশশীল। ৪

জগতের বিনাশের শেষে এই চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তিন লোককে সর্ব্বদার জন্য ত্যাগ করিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে তাহারা আবার সৃষ্ট হয়। ৫

এতদ্ব্যতীত অন্য যে সমস্ত মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও জীবলোকে বিচরণকারী অন্যান্য যে সমস্ত তির্য্যগ্‌যোনিজাত প্রাণী আছে, তাহারাও অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুর কবলিত হয়। ৬

রাজারাও বহুতরে রাজলক্ষ্মী উপভোগ করত আয়ু শেষ হইলে মৃত্যুর পর নিজ নিজ পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিবার জন্য পুনরায় নূতন জন্মলাভ করে। ৭

সুতরাং আপনি ও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিস্থাপন করুন। আমার ইচ্ছা এই যে, পাণ্ডব ও কৌরবগণ উভয়ে মিলিত হইয়া এই পৃথিবীকে পালন করুক। ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুযোধন! তোমার এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্, কারণ, এ জগতে বলবান্‌গণ হইতে অধিক বলশালী বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। ৯

কুরুবংশধর! বলবান্‌দিগের মধ্যে সৈন্যবলকেই বল বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। সকল পাণ্ডবই দেবতাগণের ন্যায় পরাক্রমশালী, অতএব তাহারাই তোমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান্। ১০

এই প্রসঙ্গে কন্যাদান করিবার জন্য বর অন্বেষণকারী মাতলির এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণরূপে প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। ১১

ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রের প্রিয় সারথির নাম মাতলি। তাঁহার কুলে তাঁহার এক কন্যা জন্মলাভ করে, সে নিজ রূপে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত ছিল। ১২

গুণকেশীতি বিখ্যাতা নাম্না সা দেবরূপিণী।
শ্রিয়া চ বপুষা চৈব স্থিয়োঽন্যাঃ সাতিরিচ্যতে ॥ ১৩
তস্যাঃ প্রদানসময়ং মাতলিঃ সহ ভার্য্যয়া।
জ্ঞাত্বা বিমনসে রাজংস্তৎপরঃ পরিচিন্তয়ন্ ॥ ১৪
বিদ্বৎ খলমুশীলানামুদ্ভিতানাং যশস্বিনাম্।
নরাণাং সুহৃদবানাং কুলে কন্যাপ্ররোহণম্ ॥১৫
মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব প্রদীয়তে।
কুলত্রয়ং সংশয়িতং কুরুতে কন্যকা সতাম্ ॥ ১৬
দেব-মানুষলোকৌ দ্বৌ মানুষেণৈব চক্ষুষা।
অবগাঢ়ৈব বিচিতৌ ন চ মে রোচতে বরঃ ॥ ১৭

ঋষ্ উবাচ।

ন দেবান্ নৈব দিতিজান্ ন গন্ধর্বান্ ন মানুষান্।
অরোচয়দ্ বরকৃতে তথৈব বলসূদনান্ ॥ ১৮
ভার্য্যয়াসু স সম্মন্ত্র্য সহ রাত্রৌ সুধর্ময়া।
মাতলির্নাগলোকায় চকার গমনে মতিম্ ॥ ১৯
ন মে দেব-মনুষ্যেষু গুণকেশ্যাঃ সমো বরঃ।
রূপতো দৃশ্যতে কশ্চিন্নাগেষু ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ২০
ইত্যামন্ত্র্য সুধর্মাং স কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
কন্যাং শিরস্যুপাঘ্রায় প্রবিবেশ মহীতলম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

সেই দেবরূপিণী কন্যা গুণকেশী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গুণকেশী নিজ সৌন্দর্য্য ও দৈহিক শ্রীলাবণ্যে তৎসময়ের অন্যান্য স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী ছিল। ১৩

রাজন্! তাহার বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মাতলি একাগ্রচিত্তে তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে নিজ পত্নী সুধর্মার সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন ॥১৪

যাদবের শীল-স্বভাব ভেদ, তাহারা উচ্চকুলে জন্মলাভ করিয়া দেবী ও কোমলচিত্ত, এইরূপ মনুষ্যগণের কুলে কন্যার জন্ম অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। ১৫

কন্যা মাতৃকুল, পিতৃকুল ও যে কুলে তাহার বিবাহ হইবে, সেই কুল—এই তিন কুলকেই সংশয়ের মধ্যে পাতিত করে। ১৬

আমি মানবশ্রেষ্ঠ অন্বেষণে দেবলোক ও মনুষ্যলোক উভয় লোকেই উত্তমরূপে বিচরণ করিয়া কন্যার জন্য বরের অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রাপ্ত হই নাই। ১৭

কণ্ব বলিলেন,—মাতলি বরের জন্য বহু দেবতা, দৈত্য, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও ঋষিদিগকেও দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বরই তাহার মনোমত হয় নাই। ১৮

তখন তিনি রাত্রিতে নিজ পত্নী সুধর্মার সহিত পরামর্শ করিয়া নাগলোকে যাইবার জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন। ১৯

তিনি নিজ পত্নীকে বলিলেন—দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে গুণকেশীর যোগ্য কোন রূপবান্ বর দেখিতে পাইলাম না। নাগলোকে তাহার যোগ্য কোন না কোন বর অবশ্যই থাকিতে পারে। ২০

এইরূপে সুধর্মার সহিত পরামর্শ করত ইন্দ্রদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও কন্যার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক ভূতলে প্রবেশ করিলেন। ২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে মাতলির বরান্বেষণ-বিষয়ক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বকন্যায়া বরান্বেষণার্থং নারদেন সহ বরুণলোকং বিচরতো মাতলের্বহুবিধাশ্চর্যজনকবস্তুদর্শনম্।]

কণ্ব উবাচ

মাতলিস্তু ব্রজন্ মার্গে নারদেন মহর্ষিণা।
বরুণং গচ্ছতা দ্রষ্টুং সমাগচ্ছদ্ যদৃচ্ছয়া ॥ ১
নারদোঽথাব্রবীদেনং ক্ব ভবান্ গন্তুমুদ্যতঃ।
যেন বা সূত কার্যেণ শাসনাদ্ বা শতক্রতোঃ ॥ ২
মাতলির্নারদেনৈবং সম্পৃষ্টঃ পথি গচ্ছতা।
যথাবৎ সর্বমাচষ্ট স্বকার্যং নারদং প্রতি ॥ ৩
তমুবাচাথ স মুনির্গচ্ছাবঃ সহিতাবিতি।
সলিলেশদিদৃক্ষার্থমহমপ্যুদ্যতো দিবঃ ॥ ৪
অহং তে সর্বমাখ্যাস্যে দর্শয়ন্ বসুধাতলম্।
দৃষ্ট্বা তত্র বরং কঞ্চিৎ রোচয়িষ্যসি মাতলে ॥ ৫
অবগাহ্য তু তৌ ভূমিমুভৌ মাতলি-নারদৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ লোকপালমপাং পতিম্ ॥ ৬
তত্র দেবর্ষিসদৃশীং পূজাং স প্রাপ নারদঃ।
মহেন্দ্রসদৃশীং চৈব মাতলিঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৭
তাবুভৌ প্রীতমনসৌ কার্যাবেদৌ নিবেদ্য হ।
বরুণেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ নাগলোকং বিচেরতুঃ ॥ ৮
নারদঃ সর্বভূতানামন্তর্মূর্তিনিবাসিনাম্।
জ্ঞানংশ্চকার ব্যাখ্যানং যত্নঃ সর্বমশেষতঃ ॥ ৯

নারদ উবাচ।

দৃষ্টস্তে বরুণঃ সূত পুত্র-পৌত্রসমাবৃতঃ।
পদ্মোদরপতেঃ স্থানং সর্বতোভদ্রমদ্ধিমৎ ॥ ১০
এষ পুত্রো মহাপ্রজ্ঞো বরুণস্যেহ গোপতেঃ।
এষ বৈ শীলবৃত্তেন শৌচেন চ বিশিষ্যতে ॥ ১১
এষোঽস্য পুত্রোঽভিমতঃ পুত্রতঃ পুত্ররেষ্বণঃ।
রূপবান্ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যা সুতঃ পতিঃ ॥ ১২
জ্যোৎস্নাকালীতি যামাহুর্দিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ম্।
আদিত্যাশ্চৈন যঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃতঃ সুতঃ ॥ ১৩

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[নিজ কন্যার বর-অন্বেষণার্থে নারদের সহিত বরুণলোকে ভ্রমণ করিতে করিতে মাতলির বহু আশ্চর্যজনক বস্তু দর্শন।]

কণ্ব বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় মহর্ষি নারদ বরুণদেবতাকে দর্শন করিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। নাগলোকের পথে যাইবার সময় নারদমুনির সহিত মাতলির অকস্মাৎ সাক্ষাৎকার হইল। ১

তখন নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবসারথে! তুমি কোথায় যাইতে উদ্যত হইয়াছ? তোমার এই সময় নিজের কোন প্রয়োজনে অথবা ইন্দ্রের আদেশে? ২

পথে যাইতে যাইতে নারদ কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতলি তাঁহাকে নিজের সমস্ত কার্যই যথাযথরূপে বলিলেন। ৩

তখন মুনি মাতলিকে বলিলেন—আমরা দুই জনে এক সঙ্গে যাইব। আমিও জলাধিপতি বরুণদেবকে দর্শন করিবার জন্য দেবলোক হইতে আসিতেছি। ৪

আমি তোমাকে পৃথিবীর নিম্নলোক দেখাইয়া সেখানকার সব কিছু বস্তুরই পরিচয় প্রদান করিব। মাতলে! সেখানে আমরা দুই জনে মনোমত কোন যোগ্য বর অবশ্যই পাইব। ৫

তারপর মাতলি ও নারদ এই দুই মহাত্মা ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়া জলপতি লোকপাল বরুণের নিকটে গমন করিলেন। ৬

নারদ সেখানে দেবর্ষিযোগ্য পূজা লাভ করিলেন এবং মাতলি দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ৭

তারপর তাঁহারা দুই জনে প্রসন্নচিত্ত হইয়া বরুণদেবকে নিজ নিজ কার্য নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে নাগলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৮

নারদমুনি পাতাললোকে নিবাসকারী সকল প্রাণীকেই জানিতেন, সুতরাং তিনি ইন্দ্রসারথি মাতলিকে সেখানকার সকল বস্তুরই পরিচয় বিস্তৃত সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

নারদ বলিলেন,—সূত! তুমি পুত্র ও পৌত্রগণের দ্বারা পরিবৃত বরুণদেবকে দর্শন করিয়াছ। দেখ—ইহা হইল বরুণদেবের সমৃদ্ধিশালী বাসস্থান, উহার নাম সর্বতোভদ্র। ১০

গোপতি (জলপতি) বরুণের পরম বুদ্ধিমান্ এই পুত্র; ইনি নিজ উত্তম স্বভাব, সদাচার ও পবিত্রতার জন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১১

বরুণদেবের এই প্রিয় পুত্রের নাম পুষ্কর। ইহার নেত্র বিকশিত পদ্মের ন্যায় সুশোভিত। ইনি রূপবান্ ও দর্শনীয়, সেইজন্য সোমকন্যা ইহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। ১২

সোমের যে অপর এক কন্যা আছেন, যিনি জ্যোৎস্নাকালী

ভবনং বারুণং পশ্য যদেতৎ সর্বকাঞ্চনম্।
যং প্রাপ্য সুরতাং প্রাপ্তা: সুরা: সুরপতেঃ সখে ॥ ১৪
এতানি হৃতরাজ্যানাং দৈতেয়ানাং হ মাতলে।
দীপ্যমানানি দৃশ্যন্তে সর্বপ্রহরণান্যুত ॥ ১৫
অক্ষয়াণি কিলৈতানি বিবর্তন্তে হ মাতলে।
অদৃষ্টপ্রযুক্তানি সুরৈরবজিতানি হ ॥ ১৬
অত্র রাক্ষসজাত্যশ্চ দৈত্যজাত্যশ্চ মাতলে।
দিব্যপ্রহরণাশ্চাসন্ পূর্বদৈবতনির্মিতা: ॥ ১৭
অগ্নিরেষ মহার্চিষ্মান্ জাগর্তি বারুণে হ্রদে।
বৈষ্ণবং চক্রমাবিদ্ধং বিধূমেন হবির্ভুজা ॥ ১৮
এষ গাণ্ডীবমুচ্চাপো লোকসংহারসম্ভৃত:।
রক্ষ্যতে দৈবতৈর্নিত্যং যতস্তদ্ গাণ্ডিবং ধনু: ॥ ১৯
এষ কৃত্যে সমুৎপন্নে তং তদ্ ধারয়তে বলম্।
সহস্রশতসংখ্যেন প্রাণেন সততং ধ্রুবা ॥ ২০
অশাস্তানপি শাস্ত্রেষু প্রযোক্ষ্যন্ রাজসূ।
সৃষ্টঃ প্রথমতশ্চণ্ডো ব্রহ্মণা ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২১
এতচ্ছ্রেষ্ঠং নরেন্দ্রাণাং মহচ্চক্রেণ ভাসিতম্।
পুত্রা: সলিলরাজস্য ধারয়ন্তি মহোদয়ম্ ॥ ২২
এতৎ সলিলরাজস্য ছত্রং গৃহে স্থিতম্।
সর্বত: সলিলং শীতং ভীমূত ইব বর্ষতি ॥ ২৩
এতচ্ছত্রাৎ পরিভ্রষ্টং সলিলং সোমনির্মলম্।
তমসা মূর্চ্ছিতং ভাতি যেন নার্চ্ছন্তি দর্শনম্ ॥ ২৪
বহুরত্নহৃতরূপাণি দ্রষ্টব্যানীহ মাতলে।
তব কার্য্যাবরোধস্তু তস্মাদ্ গচ্ছাব মা চিরম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়: ॥ ৯৮

নামে প্রসিদ্ধ এবং রূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীতুল্য বলিয়া প্রতীত হন। তিনি অদিতিদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যদেবকে নিজের শ্রেষ্ঠ পতিরূপে বরণ করিয়াছেন ॥ ১৩

দেবরাজ মিত্র! দেখ, ইহা বরুণদেবের ভবন, যাহার সব কিছুই স্বর্ণে নির্মিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে দেবতারা এখানে আসিয়াই তাঁহাদের দেবত্ব লাভ করেন ॥১৪

মাতলে! যাহাদের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, সেই দৈত্যগণের এই বেদীপাষাণ সর্বপ্রকারের অস্ত্রসমূহ দেখা যাইতেছে ॥ ১৫

হে মাতলে! এই সমস্ত অস্ত্রই অক্ষয় এবং প্রহার করিবার পর শত্রুকে আহত করিয়া পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। পূর্বে দৈত্যরা নিজ সামর্থ্যানুসারে ইহাদের প্রয়োগ করিত, কিন্তু ইহাদিগকে বর্তমানে দেবগণ জয় করিয়া নিজ অধিকারে আনিয়াছেন ॥ ১৬

মাতলে! এই স্থানে রাক্ষস ও দৈত্যজাতির লোকেরা বাস করে। এখানে পূর্বে দৈত্যগণকর্তৃক নির্মিত বহু দিব্যাস্ত্রও আছে ॥ ১৭

এই মহাতেজস্বী অগ্নিদেব বরুণদেবের সরোবরে সর্বদা প্রকাশমান থাকেন। এই ধূমহীন অগ্নিদেব ভগবান্ বিষ্ণুর চক্রকেও অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১৮

বজ্রের "প্রবিকে (গাঁঠকে) "গাণ্ডী" বলা হয়। এই ধনু ঐ গাণ্ডী দ্বারা নির্মিত বলিয়া উহার নাম গাণ্ডীব। জগৎকে ধ্বংস করিবার জন্য উহা নির্মিত হইয়াছে। দেবতারা এই ধনুকে সর্বদা রক্ষা করেন ॥ ১৯

এই ধনু প্রয়োজনীয় কার্য সমুপস্থিত হইলে লক্ষগুণ শক্তি-সম্পন্ন হইয়া সেই সেই বলকে ধারণ করে এবং সদা অবিচল থাকে ॥ ২০

ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মা প্রথমে এই প্রচণ্ড ধনু সৃজন করিয়াছিলেন। ইহা রাক্ষসসদৃশ রাজগণের মধ্যে যাহারা অধর্মা, তাহাদিগকে দমন করে ॥ ২১

এই ধনু নরপতিগণের এক মহাস্ত্র এবং চক্রের ন্যায় সদা উদ্ভাসিত থাকে। এই বহু অস্ত্রবলের সাধক ধনুকে জলপতি বরুণের পুত্র ধারণ করে ॥ ২২

এই একটি সলিল (জল)-পতি বরুণের ছত্র, যাহা ছত্রগৃহে স্থাপিত আছে। এই ছত্র মেঘের ন্যায় সর্বদিকে শীতল জল বর্ষণ করে ॥

এই ছত্র হইতে নিঃসৃত চন্দ্রতুল্য নির্মল জল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, যাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না ॥ ২৪

মাতলে! এই বরুণলোকে দর্শনযোগ্য বহু অদ্ভুত বস্তু আছে; কিন্তু সব দেখিলে তোমার বিঘ্নপ্রাপ্ত হইবে, সেইজন্য আমরা বিলম্ব না করিয়া নাগলোকে গমন করিব ॥ ২৫

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন মাতলেঃ পাতাললোকপ্রদর্শনম্।]

নারদ উবাচ।

এতৎ তু নাগলোকস্য নাভিস্থানে স্থিতং পুরম্।
পাতালমিতি বিখ্যাতং দৈত্য-দানবসেবিতম্ ॥ ১

ইদমদ্ভিঃ সমং প্রাপ্তা যে কেচিদ্ ভুবি জঙ্গমাঃ।
প্রবিশন্তো মহানাদং নদন্তি ভয়পীড়িতাঃ ॥ ২

অত্রাসুরোঽগ্নিঃ সততং দীপ্যতে বারিভোজনঃ।
ব্যাপারেণ ধৃতাত্মানং নিবদ্ধং সমবুধ্যত ॥ ৩

অত্রামৃতং সুরৈঃ পীত্বা নিহিতং নিহিতারিভিঃ।
অতঃ সোমস্য হানিশ্চ বৃদ্ধিশ্চৈব প্রদৃশ্যতে ॥ ৪

অত্রাদিত্যো হয়শিরাঃ কালে পর্বণি পর্বণি।
উত্তিষ্ঠতি সুবর্ণাখ্যো বাগ্ভিরাপূরয়ন্ জগৎ ॥ ৫

যস্মাদলং সমস্তাস্তাঃ পতন্তি জলমূর্তয়ঃ।
তস্মাৎ পাতালমিত্যেব খ্যায়তে পুরমুত্তমম্ ॥ ৬

ঐরাবণোঽস্মাৎ সলিলং গৃহীত্বা জগতো হিতঃ।
মেঘেষামুঞ্চতে শীতং যন্মহেন্দ্রঃ প্রবর্ষতি ॥ ৭

অত্র নানাবিধাকারাস্তিমযো নৈকরূপিণঃ।
অপ্সু সোমপ্রভাং পীত্বা বসন্তি জলচারিণঃ ॥ ৮

অত্র সূর্যাংশুভিস্তিরাঃ পাতালতলমাশ্রিতাঃ।
মৃতা হি দিবসে সূত পুনর্জীবন্তি বৈ নিশি ॥ ৯

উদয়ন্ নিত্যশশ্চাত্র চন্দ্রমা রশ্মিবাহভিঃ।
অমৃতস্পৃক্ত সংস্পর্শং সঞ্জীবয়তি দেহিনঃ ॥ ১০

অত্র তেঽধর্মনিরতা বদ্ধাঃ কালেন পীড়িতাঃ।
দৈতেয়া নিবসন্তি স্ম বাসবেন হৃতশ্রিয়ঃ ॥ ১১

অত্র ভূতপতির্নাম সর্বভূতমহেশ্বরঃ।
ভূতয়ে সর্বভূতানামচরৎ তপ উত্তমম্ ॥ ১২

একোনশততম অধ্যায়।

[নারদকর্তৃক মাতলিকে পাতাললোক প্রদর্শন।]

নারদ বলিলেন,—মাতলে! এই যে নাগলোকের নাভিস্থানে (অধোভাগে) স্থিত নগর দেখা যাইতেছে, ইহাকে পাতাললোক বলে। এখানে দৈত্য ও দানবগণ বাস করে। ১

এইস্থানে ভূতলের যে সকল জঙ্গম (গতিশীল) প্রাণী জলের দ্বারা বাহিত হইয়া আসে, তাহারা এই পাতালে উপস্থিত হইলে ভয়পীড়িত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। ২

এস্থলে জলপানকারী অগ্নির অগ্নি সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতে থাকে। উহাকে যত্নসহকারে স্বমর্য্যাদায় স্থাপিত করা হইয়াছে। ঐ অগ্নি নিজেকে দেবতাগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত বলিয়া মনে করে, সেইজন্য সে সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই। ৩

দেবতারা নিজ শত্রুগণকে সংহার করিয়া অমৃত পান করত উহার অবশিষ্ট ভাগ এখানেই রাখিয়া দিয়াছেন। সেইহেতু অমৃতময় সোমের ক্ষয় ও বৃদ্ধি দেখা যায়। ৪

এই স্থানে অধিতিনন্দন হয়গ্রীব বিষ্ণু বর্ষময় কান্তি ধারণ করত প্রত্যেক পর্ব্বে বেদধ্বনিদ্বারা জগৎকে পরিপূর্ণ করিতে করিতে উপরে উত্থিত হন। ৫

জলস্বরূপ যত যত আছে, তৎসমস্তই এখানে প্রচুর পরিমাণে নিপতিত হয়; সেই জন্য ('পতন্তি জলম্' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পাত+জলম্—এই উভয় শব্দের যোগে) এই উত্তম নগরকে "পাতাল" বলা হয়। ৬

জগতের হিতকারী ও সমুদ্র হইতে উৎপন্ন বায়ু এখান হইতেই শীতল জল লইয়া মেঘমালা স্থাপিত করে, যাহা দেবরাজ ইন্দ্র ভূতলে বর্ষণ করিয়া থাকেন। ৭

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট এবং বিবিধ রূপধারী জলচর তিমিমৎস্যসমূহ চন্দ্রের কিরণ পান করিতে করিতে এখানে জলমধ্যে বাস করে। ৮

সূত! পাতালনিবাসী জীবজন্তুগণ এখানে দিবসে সূর্য্যের কিরণতাপে সন্তপ্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, কিন্তু রাত্রি আসিলে অমৃতময় চন্দ্রকিরণে তাহারা পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ৯

এখানে প্রতিদিন উদিত হইয়া চন্দ্র নিজ কিরণ-বাহুদ্বারা অমৃতের স্পর্শ করাইয়া তাহা দ্বারা এখানকার মৃতপ্রায় জীবগণকে জীবন দান করেন। ১০

ইন্দ্র যাহাদের সম্পদ হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই অধর্মপরায়ণ দৈত্যগণ কালের দ্বারা বদ্ধ ও পীড়িত হইয়া এই স্থানেই বাস করে। ১১

সর্ব্বভূত-মহেশ্বর ভগবান্ ভূতপতি শঙ্কর সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য এখানে উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন। ১২

অত্র গোত্রভিদো বিপ্রাঃ স্বাধ্যায়ান্নাত্মকর্শিতাঃ।
ত্যক্তপ্রাণা জিতস্বর্গা নিবসন্তি মহত্তরাঃ ॥ ১৩
যত্রতত্রশয়ো নিত্যং যেন কেনচিদাশিতঃ।
যেন কেনচিদাচ্ছন্নঃ স গোত্রত ইহোচ্যতে ॥ ১৪
ঐরাবণো নাগরাজো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ।
প্রসূতা সুপ্রতীকস্য বংশে বারণসত্তমাঃ ॥ ১৫
পশ্য যত্র তে কশ্চিদ্ রোচতে গুণতো বরঃ।
বরয়িষ্যামি তং গত্বা সমবাপ্তো মাতলে ॥ ১৬
অণ্ডমেতজ্জলে স্থূলং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
যা প্রজানাং নিসর্গায় বৈ যোদ্ধুমুদ্যতা ন সর্পতি ॥ ১৭
নাস্য জাতিং নিসর্গং বা কথয়ানং শৃণোমি বৈ।
পিতরং মাতরং চাপি নাস্য জানাতি কশ্চন ॥ ১৮
অতঃ কিল মহানগ্নিরন্তকালে সমুত্থিতঃ।
ধক্ষ্যতে মাতলে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১৯
মাতলিস্ত্বব্রবীচ্ছ্রুত্বা নারদস্যাথ ভাষিতম্।
ন মেঽত্র রোচতে কশ্চিদতো ব্রজ মাচিরম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
একোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

বেদপাঠে দুর্বল ও প্রাণের মমতা না করিয়া তপস্যাদ্বারা স্বর্গলোককে জয় করিবার ইচ্ছায় গোত্রভেদী ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণ এখানে বাস করেন ॥ ১৩

যিনি যেখানে সেখানে শয়ন করেন, যাহা কিছু ফল-মূলাদি দ্বারা ভোজনকার্য্য সমাধা করেন এবং যেকোনো যাহা কিছু দ্বারা নিজ শরীর আবৃত রাখেন, তাঁহাকে "গোত্রভেদী" বলা হয় ॥ ১৪

এখানে নাগরাজ ঐরাবত, বামন, কুমুদ ও অঞ্জননামক শ্রেষ্ঠ হস্তিগণ সুপ্রতীকের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৫

মাতলে! দেখ, যদি তুমি এখানে কোন গুণবান্ বর মনোনীত করিতে পার, তবে আমি সেখানে যাইয়া স্বয়ম্বরকালে তাঁহাকে বরণ করিব ॥ ১৬

জলের মধ্যে এই একটি অণ্ড (ডিম) স্থাপিত আছে, যাহা এখানে নিজ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। যে কাল হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, সেই কাল হইতেই আজ পর্য্যন্ত এই অণ্ড (ডিম) স্ফুটিতও হয় নাই এবং নিজ স্থান হইতে কোথাও গমনও করে নাই ॥ ১৭

ইহার জাতি বা স্বভাববিষয়ে কেহ কিছু বলিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। ইহার পিতা এবং মাতাকেও কেহ জানে না ॥ ১৮

মাতলে! আরও শুনা যায় যে, প্রলয়কালে এই অণ্ডের মধ্য হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি উত্থিত হয়, যে অগ্নি চরাচর প্রাণীর সহিত সম্পূর্ণ ত্রিলোককে ভস্মীভূত করিয়া থাকে ॥ ১৯

নারদের এই বাক্য শুনিয়া মাতলি বলিলেন,—আমার কোন বরই মনোমত হইতেছে না, সুতরাং বিলম্ব না করিয়া অতি সত্বর অন্যত্র কোথাও লইয়া চলুন ॥ ২০

শ্রীবল্লভবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে মাতলির বর-অন্বেষণবিষয়ক একোনশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

[হিরণ্যপুরস্য দিগ্‌দর্শনং বর্ণনঞ্চ]

নারদ উবাচ।

হিরণ্যপুরমিত্যেতৎ খ্যাতং পুরবরং মহৎ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ মায়াশতবিচারিণাম্ ॥ ১
অনন্তেন প্রযত্নেন নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
ময়েন মনসা সৃষ্টং পাতালতলমাশ্রিতম্ ॥ ২

শততম অধ্যায়।

[হিরণ্যপুরের দিগ্‌দর্শন ও বর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—মাতলে! এই হিরণ্যপুরনামক শ্রেষ্ঠ ও বিশাল নগর জগতে প্রখ্যাত আছে। এখানে শত প্রকার মায়ার সহিত বিচরণকারী দৈত্য ও দানবগণ বাস করে ॥ ১

অসুরগণের বিশ্বকর্মা ময় নিজ মানসিক সঙ্কল্প অনুসারে অতিশয় যত্নের সহিত পাতাল-লোকের মধ্যে এই নগরকে নির্মাণ করিয়াছে ॥ ২

অত্র মায়াসহস্রাণি বিকুর্বাণা মহৌজসঃ।
দানবা নিবসন্তি স্ম শূরা অস্ত্রবরাঃ পুরা ॥ ৩
নৈতে শক্রেণ রাজেন্দ্র যমেন বরুণেন বা।
শক্যান্তে বশমানেতুং তথৈব ধনদেন চ ॥ ৪
অসুরাঃ কালখঞ্জাশ্চ তথা বিষ্ণুপদোদ্ভবাঃ।
নৈর্ঋতা যাতুধানাশ্চ ব্রহ্মপাদোদ্ভবাশ্চ যে ॥ ৫
দংষ্ট্রিণো ভীমবেগাশ্চ বাতবেগপরাক্রমাঃ।
মায়াবীর্য্যোপসম্পন্না নিবসন্ত্যত্র মাতলে ॥ ৬
নিবাতকবচা নাম দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
জানাসি চ যথা শক্রো নৈতান্ শক্নোতি বাধিতুম্ ॥ ৭
বহবো মাতলে হ্যত্র তব পুত্রশ্চ গোমুখঃ।
নির্জ্জিতো দেবরাজশ্চ সহপুত্রঃ শচীপতিঃ ॥ ৮
পশ্য বেশ্মানি রৌক্মাণি মাতলে রাজতানি চ।
কর্মণা বিধিযুক্তেন যুক্তাদ্যাপগতানি চ ॥ ৯
বৈদূর্য্যমণিচিত্রাণি প্রবালরুচিরাণি চ।
অর্কস্ফটিকস্তম্ভানি বজ্রসারোজ্জ্বলানি চ ॥ ১০
পার্থিবানীব চাভান্তি পদ্মরাগময়ানি চ।
শৈলানীব চ দৃশ্যন্তে দারবাণীব চাপ্যুত ॥ ১১
সূর্য্যাভ্রপাণি চাভান্তি দীপ্তাগ্নিসদৃশানি চ।
মণিজালবিচিত্রাণি প্রাংশূনি নিবিড়ানি চ ॥ ১২
নৈতানি শক্যা নির্দ্দেষ্টুং রূপতো দ্রবাতস্তথা।
রূপতশ্চৈব সিদ্ধানি প্রমাণগুণবন্তি চ ॥ ১৩
আক্রীড়ান্ পশ্য দৈত্যানাং তথৈব শয়নাসনাত।
রত্নবন্তি মহার্হাণি ভাজনাস্যাসনানি চ ॥ ১৪
জলদাভাংস্তথা শৈলাংস্তোয়প্রস্রবণানি চ।
কামপুষ্পফলাংশ্চাপি পাদপান্ কামচারিণঃ ॥ ১৫

এখানে সহস্রপ্রকার মায়ার প্রয়োগকারী ও অত্যন্ত বল-পরাক্রমশালী সেই বীর দানবগণ বাস করে, যাহারা পূর্ব্বকালে অমর হইবার বর লাভ করিয়াছে ॥ ৩

ইন্দ্র, যম, বরুণ, ধনদাতা কুবের ও অন্য কোন দেবতাও ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন না ॥ ৪

মাতলে! ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্ন কালখঞ্জ-নামক অসুরগণ এবং ব্রহ্মার পাদ হইতে জাত বৃহৎ বলযুক্ত, ভয়ঙ্কর বেগবান্, ঝঞ্ঝাবায়ুতুল্য পরাক্রমী ও মায়াবলে বলীয়ান্ নৈর্ঋত ও যাতুধানগণ এই নগরে বাস করে ॥ ৫-৬

এই স্থানেই নিবাতকবচনামক দানবগণও বাস করে, যাহারা উত্তম সহকারে যুদ্ধ করিয়া থাকে। তুমি ত' জান যে, ইন্দ্রও ইহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না ॥ ৭

মাতলে! তোমার পুত্র গোমুখ ও পুত্রসহ শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র এবং তুমি বহুবার ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করিয়াছ ॥ ৮

মাতলে! দেখ, এখানে বহু স্বর্ণ ও রজতনির্ম্মিত ভবন রহিয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের বিধানানুসারে এই ভবনগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর একত্রে যুক্ত আছে ॥ ৯

এই সকলের মধ্যেই বৈদূর্য্যমণি খচিত থাকায় ইহারা বিচিত্র শোভা পাইতেছে এবং স্থানে স্থানে প্রবাল সুসজ্জিত থাকায় ইহাদের সৌন্দর্য্য অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্ক (আক) পুষ্প ও স্ফটিকমণির ন্যায় ইহার উজ্জ্বল উত্তম স্তম্ভসমূহে যুক্ত থাকায় ইহাদের দীপ্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ১০

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ভবন মৃত্তিকা নির্ম্মিত বলিয়া মনে হইতেছে, কতকগুলি পদ্মরাগ-মণিময়ী নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া দেখা যাইতেছে ॥ ১১

উহারা সূর্য্য ও প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ শোভা পাইতেছে। মণির জালে (কারুকার্য্যে) ইহাদের বিচিত্র দীপ্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই সব ভবনগুলি অতিশয় উচ্চ ও পরস্পর সন্নিবিষ্ট ॥ ১২

হিরণ্যপুরের এই ভবনগুলি কিরূপ সুন্দর এবং কি কি দ্রব্যে নির্ম্মিত, ইহা নিরূপণ করিতে আমি সমর্থ নহি। নিজ উত্তম গুণাবলিতে ইহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি আছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্নতায় দৃষ্টিতে এই হিরণ্যপুর সকলেরই প্রশংসাযোগ্য ॥ ১৩

দেখ, দৈত্যগণের উদ্যান ও ক্রীড়াস্থানগুলি কত সুন্দর। ইহাদের শয্যাসমূহও অতিশয় মনোজ্ঞ। ইহাদের ব্যবহৃত সকল পাত্র ও আসনও রত্নমণ্ডিত এবং বহুমূল্য ॥ ১৪

এখানকার পর্ব্বতগুলি জলপরিপূর্ণ মেঘতুল্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এখানে বহু জলপ্রস্রবণ (ঝরণা) আছে। এখানে বৃক্ষসমূহ ইচ্ছানুসারে পুষ্প ও ফল দান করে এবং ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র গমন করিতে পারে ॥ ১৫

মাতলে কস্মিংশ্চাপি রুচিরস্তে বরো ভবেৎ।
অথবাপ্যাং দিশং ভূমের্গচ্ছাব যদি মন্যসে। ১৬
মাতলিস্তত্রবীদেনং ভাষমাণং তথাবিধম্।
দেবর্ষে নৈব মে কার্য্যং বিপ্রিয়ং ত্রিদিবৌকসাম্। ১৭
নিত্যানুষক্তবৈরা হি সুতরো দেব-দানবাঃ।
পরপক্ষেণ সম্বন্ধং রোচয়িষ্যাম্যহং কথম্। ১৮

অন্যত্র সাধু গচ্ছাব দ্রষ্টুং নার্হামি দানবান্।
জানামি তব চাত্মানং হিংসায়কলনং তথা। ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
শততমোঽধ্যায়ঃ। ১০০

মাতলে! এখানে হয় তো তুমি কোন সুন্দর বর লাভ করিতে পার। অথবা তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এই ভূভাগ হইতে আমরা অন্য কোন দিকে গমন করি। ১৬

নারদ এই কথা বলিলে মাতলি তাঁহাকে বলিলেন—দেবর্ষে! আমার এরূপ কোন কার্য্য করা উচিত হইবে না, যাহা দেবতাগণের অপ্রিয় হইবে। ১৭

যদিও দেবতা ও দানবগণ পরস্পর ভ্রাতা, তথাপি ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এরূপ অবস্থায় আমি শত্রুপক্ষের সহিত নিজ কন্যার সম্বন্ধ কিরূপে কামনা করিতে পারি? ১৮

সুতরাং ইহাই উত্তম হইবে যে, আমরা এখন অন্য কোথাও গমন করি। আমি দানবগণের সহিত সাক্ষাৎকারও করিতে পারিব না। আমি ইহাও জানি যে, আপনার মনে কোন হিংসাত্মক কার্য্য (যুদ্ধ) করাইবার অভিলাষ হইয়াছে। ১৯

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে মাতলির বরান্বেষণ-বিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গরুড়লোকস্য গরুড়সন্তানানাঞ্চ বর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

অয়ং লোকঃ সুপর্ণানাং পক্ষিণাং পন্নগাশিনাম্।
বিক্রমে গমনে ভারে নৈষামস্তি পরিশ্রমঃ। ১
বৈনতেয়সুতৈঃ সূত ষড়্‌ভিস্তত্তমিদং কুলম্।
সুমুখেন সুনাম্না চ সুনেত্রেণ সুবর্চসা। ২
সুরুচা পক্ষিরাজেন সুবলেন চ মাতলে।
বর্দ্ধিতানি প্রজাত্যা বৈ বিনতাকুলকর্ত্তৃভিঃ। ৩

পক্ষিরাজাভিজাত্যানাং সহস্রাণি শতানি চ।
কন্যপস্য ততো বংশে জাতৈর্ভূতিবিবর্ধনৈঃ। ৪
সর্বে স্নেহেন শ্রিয়া যুক্তাঃ সর্বে শ্রীবৎসলক্ষণাঃ।
সর্বে শ্রিয়মভিপ্সন্তো বারয়ন্তি বলাদ্যুতে। ৫
কর্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈতে নির্ঘৃণা ভোগভোজিনঃ।
জ্ঞাতিসংক্ষয়কর্ত্তৃত্বাদ্ ব্রাহ্মণ্যং ন লভন্তি বৈ। ৬

একাধিকশততম অধ্যায়।

[গরুড়লোক ও গরুড়ের সন্তানগণের বর্ণনা।]

নারদ বলিলেন,—মাতলে! এই লোক (বাসস্থান) হইল—সর্পভোজী গরুড়বংশীয় পক্ষিগণের। পরাক্রমপ্রকাশ, বহুদূর পর্য্যন্ত গমন ও অতি ভারবহনে ইহাদের অল্প পরিশ্রমও হয় না। ১

দেবর্ষি মাতলে! এখানে বিনতানন্দন গরুড়ের ছয় পুত্র নিজ বংশপরম্পরা বিস্তার করিয়াছে। এই ছয় পুত্রের নাম হইল—সুমুখ, সুনামা, সুনেত্র, সুবর্চা, সুরুচ ও পক্ষিরাজ সুবল। বিনতার বংশবৃদ্ধিকারী, কশ্যপকুলে উৎপন্ন এবং ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক এই ছয় পক্ষী গরুড়জাতির শত শত ও সহস্র সহস্র শাখা বিস্তার করিয়াছে। ২-৪

ইহারা সকলেই শ্রীসম্পন্ন ও শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত এবং সকলেই ধনলাভ করিতে ইচ্ছুক ও অনন্ত বলের ধারক। ৫

ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াও ইহারা কর্ম্মে ক্ষত্রিয়। ইহাদের মধ্যে দয়ার লেশমাত্র নাই। ইহারা সর্পকে নিজের আহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে নিজ জ্ঞাতিগণকে (সর্পগণকে) সংহার করে বলিয়া ইহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। ৬

নামানি চৈষাং বক্ষ্যামি যথা প্রাধান্যতঃ শৃণু।
মাতলে প্রাধ্যমেতদ্ধি কুলং বিষ্ণুপরিগ্রহম্॥ ৭
দৈবতং বিষ্ণুরেতেষাং বিষ্ণুরেব পরায়ণম্।
হৃদি চৈষাং সদা বিষ্ণুর্বিষ্ণুরেব সদা গতিঃ॥ ৮
সুবর্ণচূড়ো নাগাশী দারুণশ্চণ্ডতুণ্ডকঃ।
অনিলশ্চানলশ্চৈব বিশালাক্ষোঽথ কুণ্ডলী॥ ৯
পদ্মজিদ্ বজ্রবিক্রান্তো বৈনতেয়োঽথ বামনঃ।
বাতবেগো বিশাচক্ষুর্নিমেষোঽনিমিষস্তথা॥ ১০
ত্রিরাবঃ সপ্তরাবশ্চ বাল্মীকির্দীপকস্তথা।
হৈত্যদ্বীপঃ সরিদ্দ্বীপঃ সারসঃ পদ্মকেতনঃ॥ ১১
সুমুখশ্চিত্রকেতুশ্চ চিত্রবর্হস্তথানঘঃ।
মেঘস্বনঃ কুমুদো দক্ষঃ সর্পান্তঃ সহভোজনঃ॥ ১২
গুরুভারঃ কপোতশ্চ সূর্য্যনেত্রশ্চিরান্তকঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মা কুমারশ্চ পরিবর্হো হরিস্তথা॥ ১৩
সুস্বরো মধুপর্কশ্চ হেমবর্ণস্তথৈব চ।
মালয়ো মাতরিশ্বা চ নিশাকর-দিবাকরৌ॥ ১৪
এতে প্রধানমাত্রেণ ময়োক্তা গরুড়াত্মজাঃ।
প্রাধান্যতস্তু যশসা কীর্ত্তিতাঃ প্রাণিনশ্চ যে॥ ১৫
যত্রত্র ন রুচিঃ কাচিদেতি গচ্ছাব মাতলে।
তং নয়িষ্যামি দেশং বাং পরং যত্নোপলম্ভনে॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০১

মাতলে! এখন আমি ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের নাম বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ইহাদের কুল ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পার্শ্ব বলিয়া সকলের প্রশংসনীয়॥ ৭

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই হইলেন—ইহাদের দেবতা। শ্রীবিষ্ণুই ইহাদের পরম আশ্রয়, শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বদা ইহাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং শ্রীবিষ্ণুই ইহাদের সদা গতি॥ ৮

প্রধান গরুড়পক্ষিগণের নাম—সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পদ্মজিৎ, বজ্রবিক্রম, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, বিশাচক্ষু, নিমেষ, অনিমেষ, ত্রিরাব, সপ্তরাব, বাল্মীকি, দীপক, হৈত্যদ্বীপ, সরিদ্দ্বীপ সারস, পদ্মকেতন, সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেঘস্বন, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সহভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধর্ম্মা, কুমার, পরিবর্হ, হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মালয়, মাতরিশ্বা, নিশাকর ও দিবাকর। আমি সংক্ষেপে মুখ্য মুখ্য গরুড়সন্তানগণের নাম বলিলাম। ইহারা সকলেই বলশালী ও মহাবল বলিয়া প্রথিত আছে॥ ৯-১৫

মাতলে! যদি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও তোমার রুচি না হয়, তবে চল, আমরা অন্যত্র যাইব। এখন আমি তোমাকে এমন স্থানে লইয়া যাইব, যেখানে তুমি কোন না কোন ব্যক্তিকে বরূপে প্রাপ্ত হইবে॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে
মাতলির বরান্বেষণ-বিষয়ক একাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সুরভেস্তৎসন্তানানাং রসাতলস্য চ সুখবর্ণনম্]

নারদ উবাচ।

ইদং রসাতলং নাম সপ্তমং পৃথিবীতলম্।
যত্রাস্তে সুরভির্ধাতা গবামমৃতসম্ভবা॥ ১
ক্ষরন্তী সততং ক্ষীরং পৃথিবীসারসম্ভবম্।
যস্যাং রসানাং সারেণ রসমেকমনুত্তমম্॥ ২

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[সুরভি ও তাঁহার সন্তানগণের সহিত রসাতলের সুখবর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—ইহা হইল পৃথিবীর সপ্তম তল, ইহার নাম রসাতল। এখানে অমৃত হইতে উৎপন্না গোমাতা সুরভি বাস করেন॥ ১

এই সুরভি পৃথিবীর সারভূত হইতে সম্ভূতা। ছয়প্রকার রসের সারভাগ সংযুক্ত এবং সর্ব্বোত্তম, অনির্ব্বচনীয় এক রসরূপ ক্ষীরকে সর্ব্বদা নিজ স্তনমণ্ডল হইতে প্রবাহিত করিতে করিতে এখানে বিরাজমান আছেন॥ ২

অমৃতেনাভিতৃপ্তস্য সারমুদ্গিরতঃ পুরা।
পিতামহস্য বদনাদ্বহুধাভিচ্যবনিন্দিতা ॥ ৩
যস্যাঃ ক্ষীরস্য ধারায়া নিপতন্ত্যা মহীতলে।
হ্রদঃ কৃতঃ ক্ষীরনিধিঃ পবিত্রঃ পরমুচ্যতে ॥ ৪
পুষ্পিতস্তেষু ফেনেন পদ্মস্তমনুবেষ্টিতম্।
পিবন্তো নিবসন্ত্যত্র ফেনপা মুনিসত্তমাঃ ॥ ৫
ফেনপা নাম তে খ্যাতাঃ ফেনাহারাশ্চ মাতলে।
উগ্রে তপসি বর্তন্তে যেষাং বিভাতি দেবতাঃ ॥ ৬
অস্তাশ্চতস্রো দেবোঽন্যা দিক্ষু সর্বাসু মাতলে।
নিবসন্তি দিশাং পালা ধারয়ন্ত্যো দিশঃ স্ম তাঃ ॥ ৭
পূর্বাং দিশং ধারয়তে সুরূপা নাম সৌরভী।
দক্ষিণাং হংসিকা নাম ধারয়ত্যপরাং দিশম্ ॥ ৮
পশ্চিমা বারুণী দিক্ চ ধার্যতে বৈ সুভদ্রয়া।
মহানুভাবয়া নিত্যং মাতলে বিশ্বরূপয়া ॥ ৯
সর্বকামদুঘা নাম যেদুর্ধরয়তে দিশম্।
উত্তরাং মাতলে ধন্যাং তথৈশ্বর্যসমন্বিতাম্ ॥ ১০
আসাং তু পয়সা মিশ্রঃ পয়ো নির্মথ্য সাগরে।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা দেবৈরসুরসংহিতৈঃ ॥ ১১
উদ্ভূতা বারুণী লক্ষ্মীরমৃতং চাপি মাতলে।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চাশ্বরাজো মণিরত্নং চ কৌস্তুভম্ ॥ ১২
সুধাহারেষু চ সুধাং স্বধাভোজিষু চ স্বধাম্।
অমৃতং চামৃতাশেষু সুরভী ক্ষরতে পয়ঃ ॥ ১৩
অত্র গাথা পুরা গীতা রসাতলনিবাসিভিঃ।
পৌরাণী শ্রূয়তে লোকে গীয়তে যা মনীষিভিঃ ॥ ১৪
ন নাগলোকে ন স্বর্গে ন বিমানে ত্রিবিষ্টপে।
পরিবাসঃ সুখবহো যাদৃগ্ রসাতলতলে যথা ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

পুরাকালে যখন ব্রহ্মা অমৃত পানপূর্বক তৃপ্ত হইয়া উহার সারাংশ নিজ মুখ হইতে নির্গত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে অনিন্দিতা সুরভি দেবী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ ৩

পৃথিবীতে নিরন্তর নিঃসৃত সেই সুরভির ক্ষীরধারা হইতে এক অনন্ত হ্রদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে "ক্ষীরসাগর" বলা হইয়া থাকে। ইহা পরম পবিত্র ॥ ৪

ক্ষীরসাগর হইতে যে ফেনা উৎপন্ন হয়, উহা পুষ্পতুল্য প্রতীত হইয়া থাকে। এই ফেনা ক্ষীরসমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত, এই ফেনাপানকারী ফেনপনামক মহর্ষিশ্রেষ্ঠ এই রসাতলে বাস করেন ॥ ৫

মাতলে! ফেন আহার করেন বলিয়া এই মহর্ষিগণ "ফেনপ" নামে বিখ্যাত। ইঁহারা অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় আসক্ত আছেন। ইঁহাদিগকে দেবগণও ভয় করিয়া থাকেন ॥ ৬

মাতলে! সুরভিদেবীর কন্যাস্বরূপ অন্য চারিটি দেবী আছেন, ইঁহারা সর্বা (চারি) দিকে বাস করেন। তাঁহারাই দিক্‌সমূহকে ধারণ ও পোষণ করেন ॥ ৭

সুরূপানাম্নী—সুরভিকন্যা পূর্বদিক্‌কে ধারণ করেন এবং হংসিকানাম্নী অপর দেবী দক্ষিণ দিক্‌কে ধারণ করেন ॥ ৮

মাতলে! মহাপ্রভাবশালিনী বিশ্বরূপা সুভদ্রনাম্নী সুরভি-কন্যা বরুণদেবাধিষ্ঠিত পশ্চিম দিক্‌কে ধারণ করেন ॥ ৯

চতুর্থ দেবীর নাম সর্বকামদুঘা। মাতলে! তিনি ধর্মযুক্ত কুবেরাধিষ্ঠিত উত্তর দিক্‌কে ধারণ করেন ॥ ১০

মাতলে! দেবগণ অসুরদিগের সহিত মিলিত হইয়া মন্দর-পর্বতকে মন্থন দণ্ড করত এই সকল দেবীরই দুগ্ধমিশ্রিত ক্ষীর-সাগরের দুগ্ধরাশিকে মন্থন করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে বারুণী দেবী, লক্ষ্মী দেবী ও অমৃত প্রকটিত হইয়াছিলেন। তারপর সেই সমুদ্রমন্থন হইতে উচ্চৈঃশ্রবা ও মণিরত্ন কৌস্তুভের প্রাদুর্ভাব হয় ॥ ১১-১২

সুরভি দেবী নিজ স্তন হইতে যে দুগ্ধ নিঃসারণ করেন, তাহা সুধাভোজী ব্যক্তিগণের পক্ষে সুধা, স্বধাভোজী পিতৃগণের জন্য স্বধা এবং অমৃতভোজী দেবগণের নিকট অমৃতস্বরূপ ॥ ১৩

এখানে রসাতলবাসিগণ পুরাকালে যে পুরাতন গাথা গান করিয়াছিলেন, এখনও লোকমুখে তাহা শুনা যায় ও মনীষী পুরুষগণ উহা গান করেন ॥ ১৪

সেই গাথা হইল—নাগলোক, স্বর্গলোক ও স্বর্গলোকের বিমানে বাস করাও যেরূপ সুখদায়ক হয় না, যেরূপ রসাতলে বাস করিলে সুখ লাভ করা যায় ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে মাতলির বরান্বেষণবিষয়ক দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নাগলোকস্থনাগানাং বর্ণনম্, নাগকুমার-সুমুখেন সহ স্বকন্যায়া বিবাহং দাতুং মাতলেনিশ্চয়ঃ]

নারদ উবাচ।

ইয়ং ভোগবতী নাম পুরী বাসুকিপালিতা।
যাদৃশী দেবরাজস্য পুরীবর্য্যামরাবতী ॥ ১
এষ শেষঃ স্থিতো নাগো যেনেয়ং ধার্য্যতে সদা
তপসা লোকমুখ্যেন প্রভাবসহিতা মহী ॥ ২
শ্বেতাচলনিভাকারো দিব্যাভরণভূষিতঃ।
সহস্রং ধারয়ন্ মূর্দ্ধ্নাং জ্বালা জিহ্বো মহাবলঃ ॥ ৩
ইহ নানাবিধাকারা নানাবিধবিভূষণাঃ।
সুরসায়াঃ সুতা নাগা নিবসন্তি গতব্যথাঃ ॥ ৪
মণি-স্বস্তি-কচক্রাঙ্কাঃ কমণ্ডলুকলক্ষণাঃ।
সহস্রসংখ্যা বলিনঃ সর্বে রৌদ্রাঃ স্বভাবতঃ ॥ ৫
সহস্রশিরসঃ কেচিৎ কেচিৎ পঞ্চশতাননাঃ।
শতশীর্ষাস্তথা কেচিৎ কেচিৎ ত্রিশিরসোঽপি চ ॥ ৬
দ্বিপঞ্চশিরসঃ কেচিৎ কেচিৎ সপ্তমুখাস্তথা।
মহাভোগা মহাকায়াঃ পর্বতাভোগভোগিনঃ ॥ ৭
বহবীহ সহস্রাণি প্রসূতাঞ্জুর্দিনি চ।
নাগানামেকবংশানাং যথাশ্রেষ্ঠং তু মে শৃণু ॥ ৮
বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ।
কালিয়ো নহুষশ্চৈব কম্বলাশ্বতরাবুভৌ ॥ ৯
বাজকুণ্ডো মণির্নাগস্তথৈরাপুরণঃ খগঃ।
বামনশ্চৈলপত্রশ্চ কুকুরঃ কুকুণস্তথা ॥ ১০
আর্য্যকো নন্দকশ্চৈব তথা কলশ-পোতকৌ।
কৈলাসকঃ পিঞ্জরকো নাগশ্চৈরাবতস্তথা ॥ ১১
সুমনোমুখো দধিমুখঃ শঙ্খো নন্দোপনন্দকৌ।
আপ্তঃ কোটরকশ্চৈব শিখী নিষ্ঠুরিকস্তথা ॥ ১২
তিত্তিরির্হস্তিভদ্রশ্চ কুমুদো মালাপিণ্ডকঃ।
দ্বৌ পদ্মৌ পুণ্ডরীকশ্চ পুষ্পো মুদ্গরপর্ণকঃ ॥ ১৩
করবীরঃ পীঠরকঃ সংবৃত্তে গুড় এব চ।
পিণ্ডারো বিল্বপত্রশ্চ মূষিকাদঃ শিরীষকঃ ॥ ১৪

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[নাগলোকস্থ নাগগণের বর্ণন এবং নাগকুমার সুমুখের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে মাতলির নিশ্চয়।]

নারদ বলিলেন,—মাতলে! ইহা দেখ—নাগরাজ বাসুকি-কর্তৃক সুরক্ষিত উঁহার ভোগবতী নাম্নী নগরী। দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী অমরাবতীর ন্যায় এই নগরীও নানা সুখ-সম্পত্তিতে পূর্ণা। ১

এই শেষনাগ এখানে অবস্থান করিতেছেন, যিনি নিজ লোক-প্রসিদ্ধ তপোবলের দ্বারা প্রভাবসহ এই সমগ্র ধরণীকে সর্বদা নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। ২

ভগবান্ শেষনাগের শরীর কৈলাস পর্বতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। ইনি সহস্র মস্তক ধারণ করেন। ইঁহার জিহ্বা অগ্নির শিখার সদৃশ বলিয়া প্রতীতি হয়। এই মহাবল অনন্ত দিব্য বিভূষণে বিভূষিত। ৩,

এখানে সুরসার পুত্র নাগগণ শোক-সন্তাপহীন হইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের আকৃতি বহুপ্রকারের এবং ইঁহারা নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ৪

সহস্রসংখ্যক নাগ এখানে বাস করেন। ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত বলবান্ ও স্বভাবতঃ ভয়ঙ্কর। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও শরীরে মণি, কাহারও শরীরে স্বস্তিক, কাহারও শরীরে চক্র এবং কাহারও শরীরে কমণ্ডলুর চিহ্ন আছে। ৫

কতকগুলি নাগের এক হাজার মস্তক, কতকগুলির পাঁচশত, কতকগুলির একশত এবং কতকগুলির তিনটি মস্তক আছে। ৬

কতকগুলির সাতটি, কতকগুলির পাঁচটি ও কতকগুলির দুইটি মুখ আছে। কতকগুলির ফণা অতি বৃহৎ, কতকগুলির শরীর অতিশয় বৃহৎ এবং কতকগুলির শরীর পর্বতভুল্য স্থূল। ৭

এখানে এক এক বংশেরই নাগগণের কোথাও অনেক হাজার, কোথাও কয়েক লক্ষ এবং কোথাও আবার অনেক অর্বুদ সংখ্যা আছে। আমি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক্রমে ইঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণিনাগ, আপূরণ, খগ, বামন, ঐলপত্র, কুকুর, কুকুণ, আর্য্যক, নন্দক, কলশ, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, সুমনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দ, আপ্ত, কোটরক, শিখী, নিষ্ঠুরিক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মালাপিণ্ডক, পদ্মনামক দুইটি নাগ, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুদ্গরপর্ণক, করবীর, পীঠরক, সংবৃত্ত, গুড়, পিণ্ডার, বিল্বপত্র, মূষিকাদ, শিরীষক,

দিলীপঃ শঙ্খনীষশ্চ জ্যোতিষ্কোঽথাপরাজিতঃ।
কৌরব্যো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সুভগঃ কৃষ্ণকস্তথা ॥ ১৫
বিরজা ধারণশ্চৈব সুবাহুর্মুখরো জয়ঃ।
বর্বিরাক্ষো বিভণ্ডিশ্চ বিরজঃ সুরসস্তথা ॥ ১৬
এতে চান্যে চ বহবঃ কন্যপস্যাত্মজাঃ সুতাঃ।
মাতলে তস্য যত্রৈষাং কঞ্চিৎ তে রোচতে বরঃ ॥ ১৭

কণ্ব উবাচ।

মাতলির্বেকমগ্র্যঞ্চ সততং সন্নিরীক্ষ্য বৈ।
পপ্রচ্ছ নারদং তত্র প্রীতিমানিব চাত্মবৎ ॥ ১৮

মাতলিরুবাচ।

স্থিতো য এষ পুরতঃ কৌরব্যাণামার্যকস্য তু।
জ্যোতিমান্ দর্শনীয়শ্চ কস্যৈষ কুলনন্দনঃ ॥ ১৯
কঃ পিতা জননী চাস্য কতমস্যৈষ ভোগিনঃ।
বংশস্য কস্যৈষ মহান্ কেতুভূত ইব স্থিতঃ ॥ ২০
প্রণিধানেন ধৈর্যেণ রূপেণ বয়সা চ যে।
মনঃ প্রবিষ্টো দেবর্ষে গুণকেশ্যাঃ পতির্ভবঃ ॥ ২১

কণ্ব উবাচ।

মাতলিং প্রীতমনসং দৃষ্ট্বা সুমুখদর্শনাৎ।
নিবেদয়ামাস তদা মাহাত্ম্যং জন্ম কর্ম চ ॥ ২২

নারদ উবাচ।

ঐরাবতকুলে জাতঃ সুমুখো নাম নাগরাট্।
আর্যকস্য মতঃ পৌত্রো সৌহিত্রো বামনস্য চ ॥ ২৩
এতস্য হি পিতা নাগশ্চিকুরো নাম মাতলে।
নচিরাদ্ বৈনতেয়েন পঞ্চত্বমুপপাদিতঃ ॥ ২৪
ততোঽব্রবীৎ প্রীতমনা মাতলির্নারদং বচঃ।
এষ মে রুচিতস্তাত জামাতা ভুজগোত্তমঃ ॥ ২৫
ক্রিয়তামত্র যত্নো বৈ প্রীতির্মানস্যানেন বৈ।
অস্মৈ নাগায় বৈ দাতুং প্রিয়াং দুহিতরং মুনে ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

দিলীপ, শঙ্খনীষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, সুভগ, কৃষ্ণক, বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বর্বিরাক্ষ, বিভণ্ডি, বিরজ ও সুরস—এই সকল ও দ্বিতীয় অন্য বহু নাগ কন্যপের বংশ হইতে উৎপন্ন। মাতলে! যদি তুমি এখানে কোন বর মনোনীত করিতে পার, তবে দেখ ॥ ১৫-১৭

কণ্ব বলিলেন,—রাজন্! তখন মাতলি কোন একটি নাগের দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে করিতে যেন প্রীত হইয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮

মাতলি বলিলেন,—দেবর্ষে! এই যে কৌরব্য ও আর্যকের অগ্রে কান্তিমান্ এবং দর্শনীয় নাগকুমার দাঁড়াইয়া আছে, সে কোন্ কুলের আনন্দবর্ধন ॥ ১৯

ইহার পিতা-মাতা কে? কোন্ নাগেরই বা সে পৌত্র এবং কোন্ বংশের মহান্ কেতুর ন্যায় সোজা করিয়া সে অবস্থান করিতেছে? ২০

দেবর্ষে! এই কুমার একাগ্রতা, ধৈর্য, রূপ ও তরুণ বয়সের দ্বারা আমার মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই কুমারই গুণকেশীর শ্রেষ্ঠ পতি হইবার যোগ্য ॥ ২১

কণ্ব বলিলেন,—সুমুখকে দেখিয়া মাতলিকে প্রীতচিত্ত দর্শন করত নারদ তখন সেই নাগকুমারের জন্ম, কর্ম ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

নারদ বলিলেন,—এই কুমার হইল নাগরাজ সুমুখ। সে ঐরাবতের কুলে উৎপন্ন হইয়াছে, সে আর্যকের পৌত্র ও বামনের দৌহিত্র ॥ ২৩

সূত! ইহার পিতার নাম হইল নাগরাজ চিকুর, তিনি অল্প কিছুকাল পূর্বে গরুড় কর্তৃক নিহত হইয়াছেন ॥ ২৪

তখন মাতলি প্রীতমনে নারদকে বলিলেন,—তাত! এই নাগ শ্রেষ্ঠই আমার জামাতা হইবার যোগ্য বলিয়া মনোনীত হইয়াছে ॥ ২৫

আমি ইহাদ্বারা প্রণয় হইয়াছি। আপনি ইহার জন্য যত্ন করুন। মুনে! আমি এই নাগকে আমার প্রিয় কন্যাকে প্রদান করিতে চাই ॥ ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে মাতলির বর-অন্বেষণবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যখন অনুষ্ঠানহীন শাস্ত্রজ্ঞের হাতে নির্য্যাতন ভোগ করে, সদাচার কাকে বলে—জনমণ্ডলী যখন তাও জানবার চেষ্টা করে না : শুধু পশুর মত ভোগলাভের জন্য ইতস্তত ধাবিত হয়, ভোগের জন্য কায়-মন-বাক্য সমর্পণ করে। যখন মানুষনামধারী অদ্ভুত জীবগণ অর্থোপার্জ্জন করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে অর্থোপার্জ্জনেই রত হয়, দ্বিজগণ সন্ধ্যা-পূজা-জপাদি ত্যাগ করত অর্থ অর্থ করে ছুটতে থাকে, আহার-বিহারে একেবারে নিয়ম-শূন্য হয়, পশুর মত যেখানে সেখানে যার তার হাতে যখন তখন ভোজন করে, শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করাই যখন ঔদার্য্য বলে গণিত হয়, মানুষ যখন বাইরের নেশায় উন্মাদ হয়ে বাইরের দিকে পাগলের মত ছুটে, তখন আমি স্থির থাকতে পারি না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হই। আর্য্যগণের যা কিছু সব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা, শুধু সকল শাস্ত্রই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেছেন—এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম চলিত হলে আর্য্যগণের আর্য্যত্ব বলে কিছু থাকবে না, কালের প্রভাবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণ শাস্ত্রপাঠ করে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যখন বিচলিত করতে অগ্রসর হয়, তখন আমাকে আসতে হয়। আমার সাক্ষাৎ আবির্ভাব ব্যতীত কেউ আমার শাস্ত্রমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না, তাই আমি আমি যুগে যুগে, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সাথী। মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে একাকীই নাশপ্রাপ্ত হয়। পিতামাতা আত্মীয় স্বজন কেউই কারো অনুগমন করে না। ধর্ম্মই কেবল জন্ম-জন্মান্তর গমন করেন। ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, এজন্য ধর্ম্মের সেবা করা কর্ত্তব্য।

Regd. No. C-67

AGRAHAYAN
1377 B.S. :

Aryashastra November—December, 1970

ধর্ম্মো মাতা পিতা ভ্রাতা ধর্ম্মো নাথঃ সুহৃত্তথা।
ধর্ম্মঃ স্বামী সখা গোপ্তা তথা ধাতা চ পোষকঃ॥

—ব্রহ্মপুরাণ

ধর্ম্ম মাতা, ধর্ম্ম পিতা, ভ্রাতা, ধর্ম্ম নাথ, সুহৃৎ, ধর্ম্ম স্বামী, সখা, রক্ষাকর্ত্তা, ধর্ম্ম ধারণকর্ত্তা, পোষক। একমাত্র ধর্ম্ম আশ্রয় করলে মানুষ তার পরমকাম্য—যার জন্য কল্প-কল্পান্তর, যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর নানা সাজে সেজে ভ্রমণ করছে, ধর্ম্মই সেই "আত্মরত"—সেই অমূল্য ধন—সেই প্রিয় হতে প্রিয়তম আমাকে লাভ করিয়ে দেয়। তাই আমি আমার প্রিয়তমগণকে আমার কাছে নেবার জন্য, তাদের পরমানন্দ দান করব বলে আসি, বার বার আসি, আর ধর্ম্মসংস্থাপন করি, বিনা ধর্ম্মস্থাপনে তো আমার প্রিয়তমগণ আমাকে পাবে না! আমার প্রাপ্তির পথ জানতে পারবে না, তাই যুগে যুগে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আসি।

—•—

27 NOV 1972